মনোজ মিত্র

নাটক সমগ্র

নাটকসমগ্র

মনোজ মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট অঙ্কন ও অলঙ্করণ :
সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস
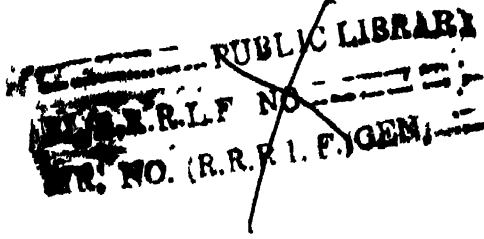
MONOJ MITRA
NATAK SAMAGRA VOL. III
A Collection of dramas by Monoj Mitra.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Private Limited.
10, Shyama Charan Dey Street Calcutta 700 073

ISBN : 81-7293-345-2

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩ হইতে এস.এন.রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পেজমেকার্স ২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে লেজার কম্পোজ করিয়া, পি.এম.বাগচী এন্ড কোং ৯ গুলু ওস্তাগর লেন কলিকাতা-৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

মনোজ মিত্রের কমেডির ভাষা-ভাষ্য

মনোজ মিত্রের কমেডির ধাত যে ধাঁচটা পেয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে একটা ঘর বাঁধার প্রাণান্ত চেষ্টা। কমেডির চরিত্রের মধ্যে যে দোটানা নিহিত আছে তাতেই কমেডি কখনও মুক্ত উল্লাসে মাতে, কখনও ব্যঙ্গের বাঁকা টিপ্পনিতে খোঁচা দেয়। কমেডির সহজাত জীবনদর্শনেই ওই বোধটা গ্রোথিত রয়েছে, ওই আরো বড় দোটানার ভয়াল ছায়া—বাইরের বৃহত্তর জটিলতর জীবনের অতিকায় চাপ থেকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে-বুঁচিয়ে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির ছোট্ট সংসারটাকে ন্যূনতম সুখেসাচ্ছন্দ্যে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টায় মানুষ কোথাও যেন জীবনটাকেই বা অস্বীকার করে, যেন বলতে চায়, ওসব কিছু নয়, ওসবে কিছু আসে যায় না, আবার আরেকটা কোথাও জীবনটাকেই বড় ভালোবাসায় আঁকড়ে ধরে। বড় জীবন আর ছোট জীবন—কোনটা আসলে বড়, আর কোনটা ছোট, তাই বা কে বলবে!—এই দুয়ের টানাপোড়েনে বিমূঢ়-বিপর্যস্ত পাত্র-পাত্রীকে দূর থেকে বা বাইরে থেকে দেখতে কৌতুককর লাগতেই পারে। কমেডি সেই কৌতুকের জমিতে খেলা করে—ট্র্যাজেডির অমোঘ অন্তরসংহতি তথা বন্ধনের একেবারে বিপরীত কোটিতে কমেডির এই খেলা তথা মুক্তি—আবার যথার্থ নাট্যকারের হাতে ওই দূরত্বটা কখনও কখনও কমে এসে যন্ত্রণাটা প্রকট করে তোলে। কিন্তু তাই বলে সেই যন্ত্রণাকে চূড়ান্ত করে তোলাও কমেডির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই নাটকের প্রত্যাশিত পরিণতি ঘুরিয়ে দিয়ে, প্রায়ই ভয়াবহ কোনো পরিণতির মুখে নিয়ে এসে শেষ মুহূর্তে কারো হস্তক্ষেপে-দৈব না বলেও আলংকারিক অর্থে হয়তো দৈবই বলা যায়— নাটক ন্যায় বা মঙ্গল বা শান্তিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। আশা-নৈরাশ্যের এই দোলাটা ধরে রাখায় মনোজের দক্ষতা যেমন প্রশ্নাতীত, তেমনই ইদানীং তাঁর নাট্যকলায় এমন-একটা হিংস্রতা প্রবল হয়ে উঠছে যাতে কমেডির চালটাই ভারি হয়ে উঠছে। 'দম্পতি'-তে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও তরুণ-তরুণী দুই দম্পতির ভুল-বোঝাবুঝি প্রচণ্ড ভাঙনের সীমায় এনে দাঁড় করায় তাদের—কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তেই মোক্ষম চালে পুরনো বন্ধু জিতেন ডাক্তার সবাইকে সব ফিরিয়ে দেন, যেন বা আদিপিতা কোনো ঈশ্বর বা বিধাতাপুরুষের মতোই। বস্তুত এই দুই বা ততোধিক বৃত্ত বা ধারায় নাট্যকাহিনীকে চালিত করে, তার মধ্যে প্রায়ই দুই প্রজন্মের বৈপরীত্য ও বিরোধকে শানিত করে তুলে আবার দুই ধারা তথা দুই বয়সি সংস্কৃতিকে একই পরিণতি ও সমঝোতায় জোড়া দিয়ে মনোজের কমেডি 'দম্পতি' বা 'শোভাযাত্রায়' যে সচ্ছন্দ শান্তি ফিরিয়ে আনে, 'আত্মগোপন'-এ চিড় খায়। খেলার মাঠে নিজেদের বাজি ধরেই খেলোয়াড়দের ফাটকাবাজি ও শেয়ার কেনা-বেচার ফাটকাবাজি দুই তরুণ খেলোয়াড় ও এক প্রবীণ শেয়ার ব্যাপারিকে একই বেশ্যালয়ের একই ঘরে আশ্রয় দেয়। ঘরের দখলিস্বত্ব নিয়ে দুই পক্ষের ঈষৎ সাময়িক দ্বন্দ্ব ওই প্রজন্ম-বিরোধের সংকেত বয়ে আনে, তারপর প্রবীণের সংবেদী প্রশ্রয়ের চমৎকার সহজাত ভঙ্গিতে তার নিরসন—ঘরের দখলদারি একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর বিভূতি অর্পণ ও স্বপ্নময়কে 'বোকা' বানিয়ে দিয়ে 'বিছানা সাজিয়ে' তাদের 'শুতে ইঙ্গিত' করে, বলে, 'এসব কুস্থানে এসে সাবধানে

থাকতে হয়, নাহলেই একরাশ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু ছেঁকে ধরবে। খালি চৌকিতে গড়াগড়ি দেওয়া ঠিক হয়নি। একজন বালিশটা নাও, একজন তোয়ালেটা মাথায় দাও।'—মনোজের কমেডির ধাঁচেরই বড় ভালো দৃষ্টান্ত। কিন্তু সেই বিভূতি যখন বেশ্যাবাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, তখন ওই ধাঁচটাই ভেঙে পড়ে। কিন্তু কমেডি শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় মনোজের অব্যর্থ কারিগরি জোরে। নিতান্তই খেলোয়াড় অর্পণ যখন এক আত্মহত্যার সাক্ষী হয়ে হঠাৎ অন্য এক দৃষ্টি লাভ করে, তার ফুটবলমাঠের স্বার্থপর সাফল্য স্বপ্নের সংকীর্ণতা থেকে এক ধাক্কায় স্খলিত হয়ে যেন বা জীবনমৃত্যুর বৃহত্তর বোধেই এই প্রথম পৌঁছে যায়, যেন অন্য ভাষায় কথা বলে— 'আমি মরে গেছি। খানিক আগে ছাত থেকে পড়ে আমি মারা গেছি!... বিভূতিদার রক্তে ছাতে মল্লিকা ফুটেছে... গলিটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে... মল্লিকা ফুল... বিভূতিদা...ছাড়ো, আমি ছাতে যাব। বিভূতিদার কাছে যাব।'—বিভূতির অন্ধ অবিবেকী আত্মবিশ্বাসের বিনাশে যেন নিজেরই নিয়তি দেখে, তখন তার আত্মহত্যাবোধকে বাধা দিয়ে মনোজ যে নাটকীয়তা আনেন, তা একান্তভাবেই থিয়েটারের ভাষায়। অর্পণের আধপাগল দাদা যখন রূপোর পরীটা অর্পণের দিকে 'ভয়ে ভয়ে...বাড়িয়ে ধরেছে,' তখন থিয়েটারের ভাষায় এই বিশেষ প্রয়োগে আমরাও যেমন চমৎকৃত হই, তেমনই নাটক উত্তীর্ণ হয় অন্য মাত্রায়। মনোজ দেখিয়ে দেন, একটা ছোট উপকরণ—থিয়েটারি পরিভাষায় 'প্রপ্'—কেমন কাজে লাগানো যায়। ফুটবল হাতে রূপোর এই পরী একটা উপকরণ মাত্র যা এক একটা চরিত্রের কাছে এক একটা সময়ে তারই কোনো আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা বা আবেশের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তার চরিত্রেরই কোনো মাত্রার অবলম্বন হয়ে উঠে এই নাটকের মধ্যেই একটা রূপকার্থ পেয়ে গেছে—এমন একটা রূপকার্থ যা সাদামাটা ব্যাখ্যায়-বর্ণনায় ভাষায়িত করলে খুবই তুচ্ছ বা অতিস্বচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু থিয়েটারের নিজস্ব প্রকাশে একটা আবেগ তৈরি করতে পারে—যেমন তৈরি করে টেনিসি উইলিয়ামস্-এর নাটকে এক প্রতিবন্ধী মেয়র কাচের খেলনার সংগ্রহে একটা পৌরাণিক-অবাস্তব প্রাণী—সেই ইউনিকর্ণ। 'শোভাযাত্রা'র রথ নিয়েও মনোজ ঠিক এমনই এক বিকাশ-বিস্তারের খেলা খেলেন—যাতে প্রথম মঞ্চনির্দেশের 'মলিন বিবর্ণ ঢাউস এক রথ' শেষ দৃশ্যে অন্য-কিছু হয়ে ওঠে। মঞ্চের একটা কোনো উপকরণকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তাকে ঘিরে অনেক মানুষের সাধ-আহ্লাদ-কামনার এক আবহ ধীরে ধীরে রচনা করার এই নাটকীয়তায় মনোজ যখন 'আত্মগোপনে' অর্পণের দাদা বা 'শোভাযাত্রার' শঙ্খ-র— 'একুশ বছরের ছেলেটির মস্তিষ্কের কোনো বিকাশ ঘটেনি। নিতান্ত জড়। থপথপে শরীর। মুখের কথা একটাও বোঝা যায়নি। কেবলই গোঙায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বটে, কিন্তু কী ভীষণ অবুঝ। রাগ দুঃখ আনন্দ কোনোটাই তার বলে নেই।'—মতো এক একটি চরিত্রকে ব্যবহার করেন, তখন তাও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিদিনকার যুক্তিসর্বস্ব হিসেবিপনায় ধুলিপরা চোখ যা দেখতে পায় না, ধরতে পায় না, এমন অনেক-কিছু এই বুদ্ধিভ্রংশদের অধিগত। সেই অজানা শক্তির ইঙ্গিত এই চরিত্রগুলির সঙ্গে লেগে থাকে।

'দেবী সর্পমস্তা'য় ওই হিংস্রতা আরোই তীব্র। ইতিহাস-ঐতিহাসিকতার দূরত্ব, আদিবাসী সমাজের আদিমতার দূরত্ব ওই হিংস্রতাকে একটা নাটকীয় সংগতি দেয়। শেষ পর্যন্ত যে যাকে চায়, তাকেই পায়—কিন্তু অনেক ঝড় ঝাপটা অনেক ভাঙন পেরিয়ে। 'দেবী সর্পমস্ত'-র সঙ্গে 'গল্প হেকিমসাহেব', 'তক্ষক', 'বৃষ্টির ছায়াছবি' কিংবা 'তেঁতুলগাছ'-এর যেখানে যোগ, তা হল এক

অনায়াস কাব্যগুণে যা তথাকথিত বাস্তববাদী থিয়েটারের সীমানা সবলে অতিক্রম করে। ইতিহাসে পুরাণে যে দূরত্ব স্বাভাবিক, সেইটুকু মাত্র রক্ষা করে মনোজ যে যত্নে তাকে রোম্যানটিক মায়া থেকে বাঁচান, তাকে অবলীলায় আধুনিক মানুষের আর্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্বসংশয়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বন্ধনে বেঁধে রাখেন, তাতে মনোজের অব্যর্থ অস্ত্র তাঁর ভাষা প্রয়োগ। ওই ভাষার বিভিন্ন স্তরের খেলার ধাতটা যদি নাট্যনির্দেশক ধরতে না পারেন, তবে তাঁর হাতে মনোজের নাটক হয় উচ্চকিত মেলোড্রামা নয় বাস্তবের প্রতিদৈনিক চিত্রমালা হয়ে দাঁড়াতে পারে। 'আত্মগোপন' ফুটবল মাঠের খেলোয়াড় কেনা-বেচার নাটক নয়, 'গল্প হেকিমসাহেব'-ও বিভিন্ন ডাক্তারি বিদ্যার বিরোধ বা জমিদাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের নাটক নয় ; এই সবগুলি নাটকের গভীরেই মানুষের চাওয়া-পাওয়ার, প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও তার লক্ষ্যভ্রংশের যে অন্তর্লীন বিবরণ আছে, সেটাকে ধরতে গেলে মনোজের ভাষা প্রয়োগকেই অবলম্বন করতে হবে। সেই মাত্রাটা ভুলে তাৎক্ষণিকের মায়ায় পড়ে গেলে মনোজের নাটক কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

বাংলা থিয়েটারের একটা সময় মনোজ ও মোহিত দুজনেই এই সম্ভাবনাকে উন্মোচন করেছিলেন, শ্যামল ঘোষ থিয়েটারের তার যোগ্য ক্ষেত্র তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, উচ্চারণ ও মঞ্চবিন্যাসের বিশেষ এক প্রকাশ চেতনা লালন করতে শুরু করেছিলেন। সেই পরীক্ষা ও সাধনা যে বেশি দিন চলতে পারল না, কেন তা সম্পূর্ণ জানি না, তার খেসারত দিতে হয়েছে এই দুই নাট্যকারকেই— যাঁরা এক মৌলিক নাট্যভাষারই স্বাদ দিয়েছেন আমাদের, বাস্তববাদের তথ্যসর্বস্বতাকে অতিক্রম করে প্রকাশবাদী আবেগকেই স্থান দিয়েছেন নাটকের অন্তরে। বাংলা থিয়েটার তাঁদের বারবার টেনে নামাতে চেয়েছে কল্পনাবিহীন খরা বন্ধ্যা মাটিতে। নাটকগুলি এবার বইয়ের মলাটের মধ্যে পেয়ে পড়বার সুযোগে তাদের প্রচ্ছন্ন বৈভব উদ্‌ভাসিত করে আত্মপ্রকাশ করে ভবিষ্যতের থিয়েটারের জন্য অপেক্ষা করবে বলে আশা করছি।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকসমগ্র

শোভাযাত্রা

খালেদ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

চরিত্র

ধনগোপাল	শঙ্খ
মুকুল	যামিনী
মন্মথ	ঝড়েশ্বর
নদু	উদয়
এন্তাজ	কাকা
মন্মথর দ্বিতীয় সঙ্গী	মন্মথর তৃতীয় সঙ্গী
বসাক	অতসী

সরসী

শোভাযাত্রা

প্রযোজনা ঃ সুন্দরম্

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্স্টস, কলকাতা

মঞ্চপরিকল্পনা ও শিল্প নির্দেশনা ঃ খালেদ চৌধুরী

আবহ ঃ গৌতম ঘোষ

আলো ঃ জয় সেন

রূপসজ্জা ঃ অজয় ঘোষ

সংগঠন ঃ সৌমেন রায়চৌধুরী

শব্দ প্রক্ষেপণ ঃ সোমেন ঠাকুর

আলো প্রক্ষেপণ ঃ বাবলু রায়

প্রচার ঃ রতন মুখোপাধ্যায়

নির্দেশনা ঃ মনোজ মিত্র

অভিনয়ে

ধনগোপাল ঃ মনোজ মিত্র

সরসী ঃ ঋতা দত্ত চক্রবর্তী

মুকুল ঃ সত্যব্রত দাস

মন্মথ ঃ দীপক দাস

নদু ঃ লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এন্তাজ ঃ রঞ্জন রায়

মন্মথর সঙ্গী ১ ঃ শঙ্করপ্রসাদ সরকার

বসাক ঃ গৌরাঙ্গ ব্রহ্ম

অতসী ঃ চিত্রা সেন

শঙ্খ ঃ সুব্রত চৌধুরী

যামিনী ঃ দেবব্রত দাস

ঝড়েশ্বর ঃ রণেন্দ্রনাথ মিত্র

উদয় ঃ দীপক ভট্টাচার্য

কাকা ঃ মানব চন্দ্র

মন্মথর সঙ্গী ২ ঃ মনিরুল মোল্লা

অন্যান্য ঃ রতন মুখোপাধ্যায়,
চন্দন সেন, দীপেন্দ্র মৈত্র।

প্রথম অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[ঘন সবুজ বাঁশবাগানের মাথায় ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। আষাঢ়ের দীর্ঘ দুপুর ঝিমধরা। নিবিড় বাঁশবনের নতশির—স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে। ভাঙা পাঁচিল টপকে সেই ছায়া প্রাচীন জীর্ণ জমিদার বাড়ির উঠোনে। প্রশস্ত উঠোনের এক প্রান্তে বাড়িটার দুই মহলের দুই সম্মুখভাগ—বারান্দা দরজা। বাড়ির কর্তা ধনগোপাল থাকে এক মহলে, আরেক মহলে অতসী সরসী। এ ছাড়াও আছে একটি খিড়কি পথ। অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মলিন বিবর্ণ ঢাউস এক রথ। মাধবকাটির রায়বাড়ির আর সব উৎসব কবেই থেমে গেছে—টিঁকে আছে শুধু জগন্নাথেব রথযাত্রা।

নিঝুম বাড়ির গোপন কোটরে বাসা-বাঁধা পায়রারা ডাকছে—অলস গভীর গলায়। একতলার ঘর থেকে উঠোনে নেমে এলো শঙ্খ। একুশ বছরের ছেলেটির মস্তিষ্কের কোন বিকাশ ঘটেনি। নিতান্ত জড়। থপথপে শবীর। মুখের কথা একটাও বোঝা যায় না। কেবলই গোঙায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বটে, কিন্তু কী ভীষণ অবুঝ! রাগ দুঃখ আনন্দ কোনটাই তার বশে নেই। ছিন্ন-বাঁধন দামাল আবেগ সর্বাঙ্গে দাপাদাপি করে, যখন তখন। শঙ্খর গলায় ঝুলছে বাচ্চাদের খেলনা ঢোল একটা। উঠোনে দাঁড়িয়ে শঙ্খ চুপচাপ কান পেতে পায়রার ডাক শোনে। হাসে। চারদিকে চেয়ে পায়রা খোঁজে। না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রথে চড়ে। ঘাড় বাঁকিয়ে এধার ওধার পায়রা খোঁজে। তারপর দুমদুম ঢোল পেটাতে শুরু করে। ক্রমশ তার চোখে মুখে নিষ্ঠুর হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ঢোল বাজিয়ে পায়রার দল বুঝি মেরেই ফেলবে। মেয়েদের মহলে অতসী চিৎকার করছে—]

অতসী ॥ (নেপথ্যে) ওরে বাবারে! এ তো বাড়িতে থাকতে দেবে না...সরসী...ও সরসী...দ্যাখ না বাপু...মরে গেলাম যে! জ্বালিয়ে খেল ছেলেটা।

[পুরুষ মহল থেকে বারান্দায় মুকুল বেরিয়ে এলো। শঙ্খকে থামাবার চেষ্টা করল। ঢোলের আওয়াজ শুনে সে ছিটকে ভেতরে গেল। খিড়কি দিয়ে ছুটে এলো সরসী। তার হাতে সদ্য ধোয়া বাসন। শঙ্খর চেয়ে সে বয়সে সামান্য ছোট, সম্পর্কে কিন্তু বড়।]

সরসী ॥ শঙ্খ! শঙ্খ! ও কী হচ্ছে! থামাও। না, আর না...থামাও, দুপুরবেলা বাজাতে হয় নাকি? সবাই ঘুমুচ্ছে, বোঝ না কেন? আমাদের বাড়িতে গেস্ট এসেছে না? [ইংগিতটা মুকুলের ঘরের দিকে] সেই আবার তুমি ওর ওপর উঠেছ? এসো, শিগগির নেমে এসো। কতবার পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলে, তবু তোমার ওখানেই ওঠা চাই। (শঙ্খ সরসীকে ক্ষেপাতে ঢোল বাজায়) আঃ শঙ্খ! ডাকবো...ডাকবো তোমার মাকে?...দিদি, এই দেখে যাও, শঙ্খ কথা শুনছে না। [আড়াল থেকে অতসীর এক ঝাঁক ধমক ছুটে এলো।]

অ-ই...অ-ই আসছে! তোমার গুঁতোরাম দাস আসছে।

[শঙ্খ বাজনা বন্ধ করল।]

মার কাছে এতো ধাতানি খাও, তবু সেই তুমি তাই করবে! যা বারণ করা হবে তাই...না? নামো, নেমে এসো, দাও...ঢোলটা দাও। আর এটা তোমার বাজনা হ'লো, অ্যাঁ? তাল নেই, ছন্দ নেই, দমাদ্দম পেটাচ্ছে! কিচ্ছু পারে না...এসো...

[সরসী রথের গায়ে পা দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে শঙ্খর ঢোলটা ধরতে যায়—শঙ্খ নাগাল এড়াতে তাড়াতাড়ি রথের শীর্ষতলায় ওঠার চেষ্টা করে।]

শঙ্খ! না, আর উঠবে না! কোথায় উঠছ! অ্যাই! ওটা ঠাকুরের বসার জায়গা না? আমাদের ওখানে বসতে আছে? জানো না ওটা জগন্নাথের আসন! (শঙ্খ ঘাড় হেলিয়ে শুনছে) দেখোনি সেই রথযাত্রার দিন...আমাদের মন্দিরের জগন্নাথ...কত গয়না পরে...নতুন বস্ত্র পরে...তারপর সেই উড়নি গলায় দিয়ে...এপাশে সুভদ্রা ওপাশে বলরামকে নিয়ে ওখানে কেমন আসর সাজিয়ে বসেন!...কতবার দেখেছে, সব ভুলে মেরেছে! কিছু মনে রাখতে পারে না—কিছু না!

[কৌতূহলে নেমে আসছে শঙ্খ।]

আবার তো সেই রথযাত্রা আসছে। ক'দিন পরেই রথটাকে আমরা সাজাবো। পাতাবাহার আর কদমফুলের মালাটালা দিয়ে...তারপর সেই লাল নীল সবজে বেগনে ঝালরগুলো টাঙিয়ে রথটাকে আমরা ঢেকে ফেলব...একদম চেনাই যাবে না। আর সেই রথে চড়ে জগন্নাথ হেলেদুলে মাসির বাড়ি যাবে...(শঙ্খ এলোমেলো পায়ে ছুটে গিয়ে সরসীর কাঁধ ধরে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমার মাসি। জগন্নাথ যাবে জগন্নাথের মাসির বাড়ি। ঐ যে আমাদের শ্যামসায়রের পাড়ে যে টিনের চালাঘরটা...ঐ তো জগন্নাথের মাসির বাড়ি। মাসির বাড়ি গিয়ে ঝিরঝিরে আলুভাজা দিয়ে জগন্নাথ গরম গরম লুচিভাজা খাবে।

[শঙ্খ তালে বাজনা বাজায়। বাজনা শুনে মুকুল বেরিয়ে এসেছে।]

বাজাও বাজাও...হ্যাঁ...আমরাও খাবো...রথের মেলায় হাতে গরম পাঁপড় আর মহেশ ময়রার ক্ষীরের মুড়কি...আঃ...সে যা লাগবে না!

[শঙ্খ সরসীর আঁচল ধরে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চায়।]

আরে ছাড়ো...ছাড়ো...এখন কোথায় মহেশ ময়রা...আগে মেলা বসুক! এখনও তো তিন হপ্তা দেরি...

[শঙ্খ নাছোড়বান্দা। সরসীর কাপড়-চোপড় বেসামাল হয়।]

আঃ শঙ্খ! কী হচ্ছে! অসভ্য কোথাকার! দেখবে, দেখবে তুমি...

[মুকুল দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ভেতরে যায়। অতসী বেরিয়ে এলো। চল্লিশে পা দিয়েও বেশ সুঠাম। দিবানিদ্রার পরে মুখখানা ঈষৎ ভারী আর লালচে। হাতে একটা বড় চিরুনি। আলতো করে চুল আঁচড়াচ্ছে।]

অতসী ॥ বাঁদরটা কী বলছে রে?

সরসী ॥ দ্যাখো না দিদি, এক্ষুনি ওকে রথের মেলায় নিয়ে যেতে হবে।

অতসী ॥ (চিরুনির ঘা মারে শঙ্খর মাথায়) ছাড়...কাপড় ছাড়! ফের যদি কোনদিন ওর গায়ের কাপড় টেনেছিস! (সরসীকে) আর তুই বা যখন-তখন ওর ঘাড়ের ওপর পড়িস কেন রে! (শঙ্খকে ঠেলা মেরে) বাঁদর, তোর একুশ বছর হয়েছে। হুঁদো কোথাকার! আদিখ্যেতা দিয়ে তুই ওর মাথাটা খাচ্ছিস।

সরসী ॥ আহা মাথা থাকলে তো খাবে!

[সরসী বাসন নিয়ে ভেতরে গেলো।]

অতসী ॥ (শঙ্খর মাথায় চিরুনির ঘা দিয়ে) হ্যাঁ, মাথা না থান ইঁট! (শঙ্খ নির্বিকার) বুঝতে পারবি মাসির বিয়ের পর। এই অঘ্রাণ মাসে। তখন দেখব তোর আদিখ্যেতা কে সয়! আমার কাছে অত খাতির না।

[টকাস করে আর একটা ঘা মারতে মুকুল বেরিয়ে আসে।]

মুকুল ॥ আর মারবেন না অতসীদি...

অতসী ॥ ওমা, তুমিও উঠে পড়েছ! আমার জ্বালাটা দ্যাখো না ভাই মুকুল...

[সরসী বেরিয়ে আসে।]

মুকুল ॥ ওর কিন্তু খুব দোষ নেই! ওর ঐ মাসি যে ভাবে ক্ষীরের মুড়কি আর পাঁপড় ভাজার লোভ দেখাচ্ছিল...কাবুর মাথার ঠিক থাকে না।

সরসী ॥ মোটেই না!

মুকুল ॥ বাজাও শঙ্খবাবু, তোমার ঢোলটা মাসির কানের ওপর আর একদফা বাজিয়ে দাও তো...

অতসী ॥ আর বলো না ভাই। বাবাকে কে নাকি বলেছে, ওর কানে সদাসর্বদা একটা বাজনার তাল রাখা ভালো। ভালো তো ঘোড়ার ডিম...তাল রাখতে প্রাণ যাচ্ছে। পায়রাগুলো পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না! যেন একটা দৈত্যপুরী!

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই তো ভাল গান করেন শুনেছি।

অতসী ॥ এখন আর রেওয়াজ-টেয়াজ করে না। মনটন খারাপ হ'লে ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে-

সরসী ॥ (মুকুলকে) বসুন—

[বারান্দা থেকে মোড়া নিয়ে উঠোনের মাঝখানে রাখে সরসী।]

অতসী ॥ বসো বসো, আমাদের ছায়ায় বসো। দ্যাখো বেলা না গড়াতে কেমন লম্বা টানা ছায়া পড়েছে আমাদের উঠোনে! আমাদের আর কিছু না থাক ছায়াটা আছে।

সরসী ॥ (পাখা হাতে, মুকুলকে) নিন বাতাস খান...

মুকুল ॥ (বাধা দেয়) না...না...

অতসী ॥ আষাঢ় মাসের দুপুর আর কাটতে চায় না। (শঙ্খর উদ্দেশে) তোর ঐ ঢোলটা একদিন উনুনে দেব।

সরসী ॥ দেখো না দিদি, ও ভালো বাজনা শিখবে। শঙ্খ এবার রথযাত্রায় বাজাবে। জানেন তো মুকুলদা, মাঝে মাঝে কিন্তু ভালো বাজায়।

মুকুল ॥ আচ্ছা!

সরসী ॥ কার কাছে তালিম নিচ্ছে দেখতে হবে তো!

মুকুল ॥ (শঙ্খকে) মাসি বরং তোমায় সাপুড়ের বাঁশিটা শেখালে পারত শঙ্খ!

সরসী ॥ (হাসে) আহা!

অতসী ॥ ছাড়ো তো ওর কথা। যতো তোমরা ওকে নিয়ে কথা বলবে, ব্যাদড়ামো তত বেড়ে যাবে। (মুকুলকে) বলো বলো, দেশ-গাঁ কেমন দেখছ বলো? বাপ-ঠাকুদ্দার পড়ো বাড়ি...এঁদো পুকুর...বাঁশবাগান...

সরসী ॥ কেন, বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ...

মুকুল ॥ আরে বাবা...সরসী কি এখন দিনদুপুরে চাঁদ দেখছে নাকি অতসীদি?

সরসী ॥ কেন শুনি?

মুকুল ॥ বাঃ, শুনলাম যে অঘ্রাণ মাসে...

সরসী ॥ (লজ্জা পায়) আপনিই বা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে গেলেন কেন?

[অতসী সরসী ও মুকুল হাসে। শঙ্খ হঠাৎ তার ঢোলটা ছুঁড়ে ফেলল মুকুলের সামনে।]

অতসী ॥ দেখেছ, দেখেছ...এক্ষুনি যদি গায়ে লাগত!

[শঙ্খ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে চলে যায়।]

মুকুল ॥ কী হ'লো...আমার ওপর রেগে গেল কেন?

সরসী ॥ (হেসে) ও দিদি, বুঝতে পারলে না?

অতসী ॥ কী?

সরসী ॥ বার বার তোমরা অঘ্রাণ মাসে অঘ্রাণ মাসে করছ কেন? জানো না বুঝি, আমার বিয়ের কথা উঠলেই ও ক্ষেপে যায়! (সরসী ঘরের দিকে গিয়ে) নারে শঙ্খ...

অতসী ॥ থাক্ থাক্, ও যেমন আছে থাক্! এদিকে আয়। বাঁদরটার জ্বালায় চুলটাও পর্যন্ত বাঁধতে পারে না মেয়েটা...

[সরসী অতসীর কাছে বসে। অতসী তার চুলে চিরুনি বোঁধায়।]

শোন্, চুল বাঁধা হয়ে গেলে মুকুলকে নিয়ে... (মুকুলকে) আমাদের জগন্নাথের মন্দিরের দিকটা একটু ঘুরে এসো।

সরসী ॥ (চুলে টান লাগে) উঃ আস্তে!

অতসী ॥ (মুকুলকে) স্বজনবন্ধু সব অচেনা হয়ে গেল! দ্যাখো সকালে তুমি যখন এলে, কেউ আমরা চিনতেই পারিনি! অথচ তুমি আমাদের রমেশকাকার ছেলে।

সরসী ॥ আমি ভেবেছি...আমি ভেবেছি মশা মারার তেল ছড়াতে এসেছে!

মুকুল ॥ যাক্, আর কিছু না তো!

অতসী ॥ তোমরা বম্বে বাড়িঘর করে দেশগাঁ সব ভুলে গেলে! আর কেই বা মনে রাখল! মাধবকাটির রায়বংশ কত বড় জানো? যে যার বিক্রি-বাটা করে...কে কোথায় ছিটকে পড়ল! রইলুম এই আমরা...মাটি কামড়ে পড়ে রইল বাবা! কদ্দিন পরে একজন জ্ঞাতির মুখ দেখা গেল, নারে সরসী!

সরসী ॥ আজ রাতে রুইমাছ করো দিদি। জ্ঞাতির পাতে মাছের মুড়ো...সম্পর্কে জ্যাঠা খুড়ো।

মুকুল ॥ মাছের মুড়োটা না হয় অঘ্রাণ মাসেই হবে।

অতসী ॥ এসো...বিয়েতে ঠিক আসবে তো মুকুল ?

সরসী ॥ (বাঁকা চোখে মুকুলকে দেখে) না, আসতে হবে না।

অতসী ॥ থাম তো ! তুই বুঝি নেমন্তন্নের মালিক ! জানো তো, শঙ্খর চেয়ে ছ'মাসের ছোট !

মুকুল ॥ (সরসীকে) আর কথা বলো না...দিদির ছেলের চেয়ে ছোট !

[মুকুল ও সরসী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে।]

অতসী ॥ (মুকুলকে) আমার বিয়েতে তোমার মা কি হুল্লোড়ই না করেছিলেন ! মা আর কাকিমা মিলে বাবার সারা গায়ে হলুদ-বাটা মাখিয়ে দিয়েছিলেন...(হাসতে হাসতে চুপ করল অতসী) আজ হ'লো কী, হঠাৎ আমার বিয়ের কথা তুলছি কেন ? যে বিয়েটা টিঁকলো না...যে বিয়েটা কোর্ট-কাছারিতেই ঢুকে গেল...ভাবলেও যা ঘেন্না হয়, লজ্জা হয়...তোমায় পেয়ে যে লজ্জাখাগী হয়ে গেলাম গো ভাই...

[বিষাদের ছায়া নেমে আসে।]

সরসী ॥ দিদি, উনি শুধু-মুখে বসে আছেন, চারটে নারকেলের নাড়ু দেব ?

মুকুল ॥ না-না এই তো ঘণ্টা দুই আগে একগাদা ভাত খাওয়ালে...

অতসী ॥ দে দে...দেশ-গাঁয়ের ফল-ফুলুরি কিছুই তো খেল না।

সরসী ॥ (মুকুলকে) চারটে পুঁচকে পুঁচকে নাড়ু, মৌরির মত চিবিয়ে না হয় থু-থু করে ফেলে দেবেন ! [সরসী ঘরে চলে গেল।]

অতসী ॥ ও সরসী—

সরসী ॥ (ভেতর থেকে) বলো...

অতসী ॥ বাবার ভাত তরকারিটা একটা জলের গামলার ওপর রাখ না। সব টকে না যায়...যা গরম পড়েছে !

মুকুল ॥ জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ভাল করে কথাই হ'লো না।

অতসী ॥ হ্যাঁ, কোর্টে মোকদ্দমার হিয়ারিং আছে। তাড়াতাড়ি যেতে হ'লো। খেয়েও যেতে পারল না। তা তুমি ক'দিন আছো তো ভাই মুকুল ?

মুকুল ॥ এবার হবে না অতসীদি, পরশু যাবো।

অতসী ॥ ওমা, উইক এন্ড করতে এলে ?

মুকুল ॥ এরপর দেখবেন ঘন ঘন আসছি। ক'লকাতায় এসে গেছি, আর অসুবিধে কী ? অ্যাকচুয়ালি অতসীদি, ক'লকাতার চাকরিটা নিলাম, সে কিন্তু এই আপনাদের দেখার লোভে !

অতসী ॥ যাঃ, মন রাখা কথা বলো না ভাই...

মুকুল ॥ রিয়েলি ! জানেন, কোম্পানি আমায় বলেছিল—আইদার ক্যালকাটা অর ব্যাঙ্গালোর। মা বলল, ক'লকাতায় যা। মাধবকাটি দেখতে পাবি, অতসীরা আছে। জানেন, মা যে আমায় দেশের গল্প...আপনাদের কথা কত শুনিয়েছে !

অতসী ॥ সে সব গল্প হারিয়ে গেছে মুকুল...দেশ-গাঁ আর কি কাকিমার দেখা দেশ-গাঁ আছে ? তোমাদের জমিজমা তো একছিটে নেই।

মুকুল ॥ অতসীদি, আমাদের মোহনকাননের বাড়ি... ?

অতসী ॥ আছে ঐ মোহনকাননের বাড়িটা ! তাও জবরদখল হয়ে যাচ্ছিল ! চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজার আড্ডা। বাবা গিয়ে তুলে দিয়ে এলেন। ওরা তেড়ে এসেছিল মারতে।

মুকুল ॥ মারতে ! জ্যাঠামশাইকে !

অতসী ॥ চমকে উঠলে কেন ! কী ভাবছ, জমিদারবাড়ির মানুষ বলে খাতির করবে ! সে সব গল্প পালটে গেছে ভাই। আগে প্রজারা বাড়ি বয়ে ধান চাল দিয়ে যেত—এখন বর্গাদারের বাড়ি গিযে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। তারা দয়া করে কিছু দিল দিল, না হয গালমন্দ করে ভাগিয়ে দিল। ঘেন্নায় বাবা আর এখন চাইতেও যান না। কারো সঙ্গে বেশি কথাও বলেন না। বহু পুরুষের পাপ-শাপ এই ভাবেই সব উল্টে দেয়।

মুকুল ॥ তবু জ্যাঠামশাই আমাদের মত পালিয়ে যাননি, তাই মাধবকাটি বলে একটা জাযগা এখনও আমাদের আছে অতসীদি—

অতসী ॥ আছে...থাকবে ক'দিন ? দেখছ তো সব খসে পডছে, ধসে পড়ছে। হ্যাঁ তবু আছি এব মধ্যে। ঐ জডভরত ছেলে নিযে আব কোথায বা যাবো আমি ?

[অতসী চুপ করে থাকে। ভাঙাপুরীতে পায়রা ডাকে।]

মুকুল ॥ একটা কথা বলব অতসীদি ? বিযেটা ভাঙলো কেন ?

অতসী ॥ (চমকে) আমাব ?

মুকুল ॥ হ্যাঁ, মানে ডিভোর্স হলো কেন ? কারণটা কী ?

অতসী ॥ বলো তো কী ? দেখি তোমার বুদ্ধি !

মুকুল ॥ আমি কি করে বলব ? আমি তো জিজ্ঞেস করছি !

অতসী ॥ ভাবো, নিজেই বুঝতে পারবে। কারণটা তোমাব চোখের সামনেই ঘুরঘুব করছে।

মুকুল ॥ বলুন না।

অতসী ॥ নাঃ, তুমি কী একটা—ছেলেটাকে দেখেও বুঝলে না ?

মুকুল ॥ মানে ?

অতসী ॥ আরে বাবা, ও ছেলে যে পেটে ধরে, সে বৌকে কি রাখা যায ঘরে ? বংশে বাতি দেবে কে ? তার ওপর যদি দেখা যায়, বৌটার আর ছেলেপুলে হবার চান্স-ই নেই, তখন কত রকম ছুতো করে ভাগাতে হয—

[অতসী চুপ করে। চোখের পাতা ভারী হয়। থপথপে পায়ে শঙ্খ নাড়ুর প্লেট হাতে বেরিয়ে আসে।]

মুকুল ॥ কি বল্ছেন আপনি ! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় !

অতসী ॥ হয়...হয যে তুমিও জানো, আমিও জানি। তবু ভাবি, হয কেন ? কেন হয় ?

[সরসী বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় শঙ্খর কাছে।]

সরসী ॥ আহা-হা, নাড়ু গডিয়ে যাচ্ছে যে ! ঠিক করে ধরো, দাও মামাকে দাও।

[মুকুল শঙ্খর হাত থেকে প্লেটটা নেয়]

মুকুল ॥ থ্যাঙ্ক ইউ শঙ্খবাবু।

সরসী ॥ বলো, নো মেনশন। [শঙ্খ তার ভাষায় বলে]

সরসী ॥ হ্যান্ডশেক করো।

[মুকুলের হাত মুঠিতে চেপে শঙ্খ ঝাঁকুনি দেয়—খুব জোরে।]

অ্যাই ও কী! ছি ছি! বলো, আমি তখন অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা করো।

[শঙ্খ মুকুলের সামনে জোড়হাতে গোঙাচ্ছে।]

মুকুল ॥ না, জোড়হাত করবে না। নো, নেভার! কারো কাছে না। তুমি কিছু করোনি শঙ্খবাবু।

[শঙ্খ বারণ শুনছে না। তেমনি জোড়হাতে সে ক্ষমা চাইছে। শুধু মুকুলের কাছে না, অতসীব কাছেও। অতসী মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ভেতরে যায়। শঙ্খ গোঙাতে গোঙাতে পিছু নেয়।]

মুকুল ॥ শঙ্খ! শঙ্খ!

[মুকুল ও সরসী অনুসরণ কবে ওদের। নির্জন উঠোনে ধীরে ধীরে আলো কমে বিকেলের রঙ ধরে। আলো আরো কমে। দূরে দূরে শাঁখ বাজে। সন্ধ্যা হয। বাইবে থেকে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মন্দিরের পুরোহিত যামিনী জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ নিযে ঢুকল। ঘণ্টার শব্দে শঙ্খ বেরিযে আসে।]

যামিনী ॥ এই যে শঙ্খবাবু, এসো এসো তাপ নেবে এসো। মা কই? অতসী...

অতসী ॥ (নেপথ্যে) যাচ্ছি!

যামিনী ॥ একটা কথা ছিল! [শঙ্খ পঞ্চপ্রদীপ টানাটানি করছে।]

যামিনী ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও... [সরসী ও মুকুল আসে।]

সরসী ॥ শঙ্খ! ছাড়ো ছাড়ো, আগুন... আগুন ধরতে হয না। এঁকে জানেন তো মুকুলদা...

মুকুল ॥ যামিনীদা! আমাদের মন্দিরের পূজারী। ওঁর বাবাও ছিলেন।

যামিনী ॥ আলাপ হযেছে তো! বিকেলে মন্দিরে বসে কতো কথা হ'লো।

[অতসী বেরিয়ে আসে]

অতসী ॥ (যামিনীকে) কী কথা? বলো—

যামিনী ॥ বলছিলাম কি—(ইতস্ততঃ করে) হ্যাঁ অতসী, তোমাদের রথযাত্রা নাকি এবার বন্দ হযে যাচ্ছে?

সরসী ॥ অ্যাঁ?

অতসী ॥ কে বললে তোমায? বাবা কিছু বলেছেন?

যামিনী ॥ না, উনি কিছু বলেননি। আবার উৎসবের তোড়জোড়ও তো কিছু করছেন না। ধরো, শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠান, দিন কুড়ি সময় হাতে আছে। এখনও মন্দিরের আগাছা সাফ হ'লো না, রথটায় রঙ করা হ'লো না। কাকাবাবুর যেন এবার কোন ইচ্ছেই নেই।

অতসী ॥ ও তো বাবা প্রত্যেকবারই গোড়ায় ওরকম গড়িমসি করে।

সরসী ॥ হ্যাঁ, প্রথমে করব না করব না...শেষে ঠিক করে। তখন কিরকম হুড়োহুড়ি ফেলে দেয়, না দিদি ?

অতসী ॥ সব হবে, দেখো সব হবে। আচ্ছা আমি বাবাকে বলবখন।

সরসী ॥ রথের দিন কিন্তু আসতে হবে মুকুলদা। খুব আমোদ করব। এক হপ্তা থাকতে হবে। [শঙ্খও তার ভাষায় মুকুলকে আসতে বলে।]

মুকুল ॥ আসব। শিওর আসব শঙ্খবাবু।

যামিনী ॥ হ্যাঁ, দোল দেওয়ালি দুর্গোৎসব তোমাদের তো সবই বন্দ। এই রথযাত্রাটাই যা...(থেমে) তা ঐ মন্মথ পালের মুখে কথাটা শুনে অবধি আমি স্থির থাকতে পারছি না।

অতসী ॥ মন্মথ পাল ? মানে মাছের ব্যবসা করে যে হঠাৎ বড়লোক হয়েছে ?

যামিনী ॥ হ্যাঁ, ক'দিন ধরেই মন্দিরে যাওয়া-আসা শুরু করেছে। এধার ওধার ঘুরে ফিরে দেখে। আমি কোন খেয়াল দিইনি। আজ হঠাৎ আমায় ডেকে বললে, ঠাকুর পেনশন নাও !

সরসী ॥ পেনশন নাও ?

যামিনী ॥ বলে, পাততাড়ি গুটোও। আর তোমায় মাধবকাটির জগন্নাথের মোচ্ছব করতে হবে না।

অতসী ॥ দূর ! কে কি বলল, তা নিয়ে কেন ভাবছ ? জগন্নাথ আমাদের। উচ্ছোব মোচ্ছব করি না করি আমরা বুঝব। অন্যে বলার কে ?

যামিনী ॥ কে তা দু'দিন পরে বুঝবে। লোকটা বললে—এখনই যাবে তো যাও, না হ'লে পরে খুব ঝামেলায় পড়ে যাবে।...না অতসী, লোকটার কথাবার্তা আমার ভালো ঠেকল না। তাই ভাবছি-

অতসী ॥ কি ভাবছ ? ঐ লোকটার কথা শুনে তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে ভাবছ ? (হেসে সরসীকে) দ্যাখ না ! (যামিনীকে) শোনো, তুমি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে।

যামিনী ॥ না, না, আমার রান্নাবান্না সারা !

অতসী ॥ আরে বাবা, মুকুল এসেছে...আজ সবাই একসঙ্গে খাবো। একা একা ভাঙা মন্দিরে পড়ে আছো—কি রাঁধো কি খাও তুমিই জানো ! ভয় নেই বাবা, তোমার রান্না শুদ্ধাচারেই হবে !

[বাইরে থেকে ধনগোপাল ঢুকল। সম্ভ্রান্ত চেহারা। এখন ভেঙে পড়েছে। বিষণ্ণ ক্লান্ত। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ছাতা।]

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই ! [শঙ্খ ছুটে গিয়ে ধনগোপালের ব্যাগে হাত ঢোকায়।]

ধনগোপাল ॥ ছাড়্ ছাড়্, দিচ্ছি দিচ্ছি !

[শঙ্খ ধনগোপালের ব্যাগ থেকে একটা মিষ্টির বাক্স বার করে।]

ওটা না, এটা এটা...আরে এই সরসী, ধর্ না একে ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিস !

সরসী ॥ (শঙ্খকে) এসো, এসো...দাদাকে বিরক্ত কোর না।

[বড় মিষ্টির প্যাকেট কেড়ে নিয়ে একটা ছোট প্যাকেট দেয় শঙ্খর হাতে।]

ধনগোপাল ॥ (বড় প্যাকেটটা অতসীর হাতে দেয়) এটা মুকুল। আমাদের সদরের খুব নামকরা দোকানের মিষ্টি।...যামিনী দাঁড়িয়ে কেন? কিছু বলবে?

যামিনী ॥ বলছিলাম রথযাত্রা এসে গেল কাকাবাবু...

[ধনগোপাল ভেতরে ভেতরে চমকাল।]

অতসী ॥ যামিনীদা কি বলছিল বাবা, এবার—

সরসী ॥ ও বাবা, আমাদের রথ হবে না?

অতসী ॥ মন্মথ পাল না কে ওকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে—

ধনগোপাল ॥ (চুপ করে ওদের কথা শোনে। বারান্দায় বসে। আনমনা।) রথের সময় তো তোমাদের একটা বড় পাওনাগণ্ডা আছে, না যামিনী?

যামিনী ॥ আমি সেকথা বলছি না কাকাবাবু।

ধনগোপাল ॥ তুমি না বললেও আমায় তো ভাবতে হয়। কারো রুজি-রোজগার তো মারতে পারি না। (নীরবতার পর) রথটা এবার বড় করে করলে কেমন হয়?

[সবাই আনন্দে গুঞ্জন করে ওঠে।]

শুধু আগাছা সাফ নয়, ভাঙা মন্দির-টন্দিরগুলো মেরামত করে, পলেস্তারা করে, যদি রঙটঙ ফেরানো যায়— [সকলে আনন্দে কোলাহল করে।]

আর মন্দিরের সামনের চাতালটা পরিষ্কার করে সামিয়ানা খাটিয়ে কদিন যদি বেশ গানবাজনার ব্যবস্থা করা যায়— [সকলের আনন্দ গুঞ্জন।]

আর ঐ শ্যামসায়রের পাড় ধরে রথচলার পথটা—

অতসী ॥ ওটা তো একেবারে ভেঙে গেছে বাবা!

ধনগোপাল ॥ আস্ত আস্ত ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে কেমন হয় পথটা! মানে সেই আগের আমলের জাঁকজমক! (যামিনীকে) তুমি দেখেছ...তোমার বাবা দেখেছেন। আমার হাতে পড়ে স' খোয়া যাবে! সেই তেমনি যদি আবার জাগিয়ে তোলা যায়—

যামিনী ॥ (আনন্দে) খুব ভালো হয় কাকাবাবু।

ধনগোপাল ॥ যাও, তোমার পাওনাগণ্ডাও এবার থেকে অনেক বেশী হবে।

[বলতে বলতে ধনগোপাল অন্যমনস্ক, চুপ, চিন্তিত। যামিনী চলে যায়।]

অতসী ॥ কি হ'লো বাবা? মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে? হিয়ারিং হয়েছে?

ধনগোপাল ॥ ঐ আধাখেঁচড়া মত হয়েছে। জজের কি একটা কাজ ছিল, এজলাস ছেড়ে চলে গেল।

অতসী ॥ আজও হলো না?

ধনগোপাল ॥ আসছে হপ্তায় দিন ফেলেছে।

অতসী ॥ আর কতদিন ঘোরাবে? সামান্য একটা কেস, কোর্টে হাঁটতে হাঁটতে জীবন তো শেষ হয়ে যাবে!

ধনগোপাল ॥ ও পক্ষের টাকা আছে। এত সহজে তারা ছাড়বে? আইন আদালত করতে পারে দু'শ্রেণীর মানুষ, বুঝলে মুকুল? এক পারে ছ্যাঁচড়ারা, যারা অন্যকেও ছ্যাঁচড়া দেখতে খুব ভালবাসে। আর আদালতে ছ্যাঁচড়ার তো কোন অভাব

নেই ! আর পারে বড়লোক, ক্রয়ক্ষমতা যাদের অনন্ত। এ দুটোর কোনটার মধ্যেই যারা পড়ে না, জায়গাটা তাদের কাছে নিশ্চিত কসাইখানা !

মুকুল ॥ কেসটা কি অতসীদি ?

ধনগোপাল ॥ খোরপোষ ! মেইনটেন্যান্স। (অতসীকে) এরপর নিজেদের মামলা মোকদ্দমা তোরা নিজেরা সামলাবি। আমায় যেন মেয়ের খোরপোষের জন্য উকিল মোক্তারের দরজায় হেঁ-হেঁ-হেঁ না করতে হয়।

অতসী ॥ কবে যেতে হয়েছে তোমায় ? ডিভোর্স থেকে শুরু করে কোন্ মামলায় ক'দিন হাজিরা দিয়েছ তুমি ? যা করার আমি নিজেই করেছি। আজ নেহাত মুকুল এল বলে—একদিনেই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ?

ধনগোপাল ॥ আচ্ছা, একদিনই বা আমি যাবো কেন ? একদিনই বা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের উকিলের সাতরকম জেরা শুনতে যাবো কেন ?

অতসী ॥ যেয়ো না। যেখানে ঘা খাবে সেখানে যাবে না। বর্গাদার এই বলেছে, যাবো না তার কাছে...অমুক এই বলেছে, যাবো না...ক্রমশঃ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছ। এইজন্যে লোকেও আজকাল তোমায় দেখতে পারে না।

ধনগোপাল ॥তোকে আমি হাজারবার বলেছিলাম—যা পাঁচশো টাকা করে পাচ্ছিস, ঐ নিযে থাক। মাসে দু'হাজার টাকা করে চেয়ে কেস করে কোন লাভ নেই। ওরা দেবে না।

অতসী ॥ কেন দেবে না ? আচ্ছা তুমি বলো মুকুল...পাঁচশো টাকায় মা-ছেলে দু'জনের চলে এই বাজারে ? সেই কোন্কালের ডিভোর্স মামলার নিষ্পত্তি !

ধনগোপাল ॥ হ্যাঁ, আইন অবশ্য বলছে...ভূতপূর্ব স্বামীর আয় যত বাড়বে, ভূতপূর্ব স্ত্রীর খোরপোষও সেই হারে বাড়াতে হবে। প্রোভাইডেড, স্ত্রীর রোজগারপাতি না থাকে, চাকরি-বাকরি না করে, বিয়ে-থা না করে—ওর অবশ্য কোনটাই নেই।

মুকুল ॥ মাসে দু'হাজার দিতে পারবে ওরা ?

অতসী ॥ আদায় করে নেব। (শঙ্খকে দেখিয়ে) আমার খুঁটির জোর তো ওই, জজের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব।

[শঙ্খ মিষ্টিগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলছে একমনে।]

ধনগোপাল ॥ মামলা ঘুরে গেছে। ওরা ছেলে ফেরত চেয়েছে !

সরসী ॥ শঙ্খকে ?

ধনগোপাল ॥ ওদের সঙ্গে ফরেনে নিয়ে যাবে, চিকিৎসা করাবে...ওর মুখে বুলি ফোটাবে...স্বাভাবিক মানুষ করে তুলবে ! সে দেশে এদের জন্যে চাকরিবাকরির সুযোগ আছে, তার ব্যবস্থা করে দেবে !

সরসী ॥ এসো ! শঙ্খকে দিচ্ছি আমরা ! ঐ খোরপোষটা বাড়াবে না বলে পাল্টা চাল দিয়েছে। তোমরা বুঝতে পারছ-না বাবা !

ধনগোপাল ॥ আমি বুঝে কী করব ? তোর দিদি কী করে দেখ !

অতসী ॥ দিদি কী করবে ? ওঃ, আজ শঙ্খর জন্যে ওদের বড় দরদ ! (মুকুলকে) জন্মের

পর থেকে ছেলেটাকে কুকুর-বেড়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়েছে ! আজ সেই ছেলেকে ফরেন পাঠাচ্ছে ! শয়তান !

ধনগোপাল ॥ ওরা তো বলছে শযতান আমরাই। ছেলের নামে খোরপোষ নিয়ে নিজেরা ভোগ করছি। ওর বুটিতে কামড বসাচ্ছি। ওর জন্য কিছু করা হয়নি। ছেলেটাকে মানুষ করিনি, পশু করে রেখেছি।

অতসী ॥ মানুষ ! মানুষ কববে ওরা ! সাতদিনের মধ্যে গলা টিপে মেরে রাখবে। হাবাগোঙা এমনিতেই বেশী দিন বাঁচে না। বারো চোদ্দ বছরের বেশি না—ওর একুশ হযে গেছে !

ধনগোপাল ॥ ছেলেটা যে অ্যাদ্দিন বাঁচবে, ভাবতেই পারেনি ওরা।

[ধনগোপাল ভেতরে যায়।]

অতসী ॥ ভেবেছিল কদ্দিন আর খোরপোষ ! এখন দেখছে, না তো, ও তো বেঁচে রয়েছে ! ও তো বেঁচে থাকবে ! মাস মাস টাকা চাইবে, দাও ছেলে ফিরিয়ে দাও।

[দরজার বাইরে দুটো কুকুর চেঁচামেচি করছে শঙ্খর ছুঁড়ে দেওযা মিষ্টি নিয়ে। অতসী হঠাৎ ছুটে গিযে তার ছেলের কান টেনে ধরে।]

অতসী ॥ কুকুরকে খাওয়াচ্ছিস কেন ? পযসার জিনিস না ? বাঁদর ! তুই মানুষ হবি কবে ? ওরে ও বুনোটা, তুই ফরেন যাবি না ? ওরে ও হুনোটা, তোর মুখে বুলি ফোটাবে, তোকে মানুষ করবে—

[অতসী মারতে থাকে শঙ্খর মাথায়। ধনগোপাল বেরিয়ে এসে অতসীকে ধমকে ঠেলে সবিযে কাছে টেনে নেয় শঙ্খকে। সবাইকে চলে যেতে বলে। সবাই যায। শঙ্খকে নিযে ধনগোপাল নিজের মহলের রোয়াকে বসে। ব্যাগ থেকে একটা লম্বা রঙচঙা তালপাতার বাঁশি বার করে। শঙ্খ অবাক চোখে দেখে। ধনগোপাল বাঁশি বাজিয়ে শোনায় শঙ্খকে।]

ধনগোপাল ॥ তুমি যখন এটা দুপুরবেলা বাজাবে...কতদূরে তোমার সুর ছুটে যাবে...আর যখন বিকেলবেলা লাল টুকটুকে রোদ্দুর আমাদের বাগানের মাথায় খেলা করবে...তখন যদি বাজাও...আরো দূরে ছুটবে তোমার সুর। আচ্ছা দাদা, কেউ যদি তোমায় বলে তুমি কার কাছে থাকবে, আমাদের কাছে, না দূরে চলে যাবে—তুমি কী বলবে ? বলো, কী বলবে ?

[শঙ্খ ধনগোপালকে জড়িয়ে ধরে। আনন্দে ধনগোপালের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। ধনগোপাল বাঁশিটা ধরে শঙ্খর মুখে। শঙ্খ প্রাণপণে ফুঁ দেয়। তার মুখ চোখ ভীষণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন আওয়াজ বার করতে পারে না।]

প্রথম অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরদিন সকাল। মাধবকাটির ব্যবসায়ী মন্মথ পাল সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে ঢুকল রায়বাড়ির উঠোনে। মন্মথ এদের একজনকে কাকা বলে ডাকে। লোকগুলোর হাতে মোটা দড়ির গোছা।]

মন্মথ ॥ কই রায়দা কই...রাযদা আছেন তো? রায়দা...

ধনগোপাল ॥ (অন্দর থেকে) কে?

মন্মথ ॥ আমি মন্মথ। একবার বাইরে আসুন না দাদা।

ধনগোপাল ॥ (অন্দরে) কী বলছ?

মন্মথ ॥ আজ্ঞে বলাবলি তো হয়েই গেছে। লোকজন নিয়ে এসেছি, মালটা তবে নিয়ে যাই?

[এবার ধনগোপালের উত্তর আর আসে না। লোকজন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।]

কাকা ॥ বাঁধবো? [মন্মথ ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে।]

মন্মথ ॥ রাযদা—

[ধনগোপাল হঠাৎ বেরিয়ে আসে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে রথটা দেখিয়ে—]

ধনগোপাল ॥ যাও, নিয়ে যাও! [ধনগোপাল দ্রুত ভেতরে চলে যায়।]

মন্মথ ॥ (সঙ্গীদের) বাঁধো, বাঁধো।

[দড়াদড়ি দিয়ে লোকজন রথটাকে বাঁধাবাঁধি শুরু করে।]

কি, তোমরা ক'জনে পারবে তো?

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ হয়ে যাবে দাদা। চাকা লাগানো আছে—

কাকা ॥ চলো, রাস্তায় তো টেনে বার করি। দড়ি টানার লোক ঢের জুটে যাবে।

মন্মথ ॥ কষে বাঁধো, কষে বাঁধো! দেখি প্রথম গেরোটা আমি দিই, ও কাকা?

কাকা ॥ দেবে? হ্যাঁ, তুমিই তো দেবে। আচ্ছা দাও। এই, তোরা ছাড়্ ছাড়্...

[সঙ্গীরা দড়ির খুঁটটা মন্মথর হাতে দেয়। মন্মথ গেরো দেয়।]

মন্মথ ॥ জয় জগন্নাথ!

সকলে ॥ জয় জগন্নাথ!

মন্মথ ॥ এসো প্রভু, আমার হাতে এসো। তোমায় আমি কোথায় তুলে ধরি দেখ। ইস, কি অবস্থায় রেখেছে...একেবারে শ্যাওলা পড়ে গেছে!

[এবার সঙ্গীরা বাঁধতে সুরু করে।]

কাকা ॥ কাঠ ভাল, কাঠ ভাল। সে আমলের মাল, মজবুত জিনিস।

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ পালদা কি মন্দির-টন্দির সবই নিলেন?

মন্মথ ॥ সব, সব। জগন্নাথের মন্দির...চানের ঘর, ভোগের ঘর, মাসির বাড়ি...মানে জগন্নাথের পুরো এসট্যাবলিশমেন্ট এখন আমার হাতেই চলবে।...নিয়ে তো নিলাম কাকা, এখন ফেঁসে না যাই!

কাকা ॥ কী বলো তুমি মন্মথ? এ যা নিলে, তোমার ছেলের ছেলে বসে খাবে! এখন তুমি কতটা কি কাজে লাগাতে পার, তার ওপরই সব নির্ভর!

মন্মথ ॥ দেখি। প্ল্যান তো অনেক রকম আছে। সবার আগে মন্দির-টন্দির মেরামত করা, রং-টং করা...

তৃতীয় সঙ্গী ॥ সামনে একটা ফুলবাগান...

মন্মথ ॥ তারপর আলো বাজনার একটা পার্মানেন্ট বন্দোবস্ত করা।

কাকা ॥ হেভি জেনারেটার বসাও মন্মথ।

মন্মথ ॥ অনেক কাজ, অনেক কাজ। শুধু বিগ্রহ নিলেই তো হ'লো না, জগন্নাথের সাইজ তো এইটুকু...তার তালুক মুলুকটাকেই লোকে মান্য করে।

কাকা ॥ হ্যান্ডবিল ছাড়ো। লিখে দাও, মাধবকাটির জগন্নাথ জাগ্রত দেবতা।

মন্মথ ॥ জাগ্রত তো বটেই। কত সব কিংবদন্তী আছে না জগন্নাথকে ঘিরে! এরা তো কিছু কাজে লাগাল না!

কাকা ॥ কাজে লাগালে এতবড় মূলধন থাকতে ধনগোপাল রায়ের এই দশা হয়! তুমি দেখিয়ে দাও মন্মথ, কিসে কি করা যায়!

মন্মথ ॥ একজন জাব্‌দা গোছের বিশ্বাসী মোহান্ত আমার চাই কাকা। ধরো মন্দিরে আখড়া খুলল...হাত-টাত দেখল...জলপড়া দিলো...তাবিজটাবিজ দিলো...রত্ন বেচল...মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাপ্লাই দিয়ে গেল আর কি...একজন অলরাউন্ডার লোক চাই।

কাকা ॥ অ্যায়! তা'হলেই দেখবে মাধবকাটি মহাতীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় সঙ্গী ॥ আর যদি কলকাতা থেকে থ্রু-বাস চালু করে দিতে পারেন না...ভিড় সামলাতেই আপনার...

মন্মথ ॥ একটা গেস্ট হাউস খুলব ভাবছি। সব রকমই ভাবছি, দেখি—

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ এ আপনার মাছের ব্যবসার চেয়ে শতগুণে ভাল হ'লো পা'লদা। তার বাজার তো তবু কখনো-সখনো মন্দা যায়...কিন্তু এর বাজার...

কাকা ॥ না, না—ধর্মের বাজারে কোন মন্দা নেই।

মন্মথ ॥ না না, তোমরা এটাকে ব্যবসা হিসেবে দেখবে না। এ সব হ'লো ভক্তির জিনিস। কখনো ছোটমনের পরিচয় দেবে না—

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ না তাই বলছিলুম, সামনে তো রথযাত্রা। এর মধ্যে যদি জমিয়ে দিতে পারেন...

তৃতীয় সঙ্গী ॥ যা কালেকশন হবে না...

মন্মথ ॥ দড়ি বাঁধা হয়ে থাকলে টান মার। টাকা-ব্যবসা...ব্যাবসা-টাকা করে করে লোকের কাছে আমায় একটা ডাউটফুল ক্যারেকটার করে তুলছে!

তৃতীয় সঙ্গী ॥ চাকা তো সব বিঘৎ পরিমাণ ডেবে গেছে ভুঁই-এর মধ্যে!

মন্মথ ॥ টেনে তোল্। দেখি দে আমায় দে—

[মন্মথ রথের চাকা তোলায় হাত লাগায়।]

কাকা ॥ এরা কি জীবনেও একটু মবিল-টবিল লাগায়নি ?

মন্মথ ॥ নিয়ে চলো না কাকা...মবিল গর্জন তেল ক্যাস্টর-অয়েল গ্লোরা সবই ঢালবো—

[বাইরে থেকে সরসী ঢুকল।]

সরসী ॥ এই তো আমাদের রথ যাচ্ছে! (পিছনে ঘুরে) মুকুলদা—(মন্মথকে) রথ কোথায় যাচ্ছে ?

মন্মথ ॥ আমার বাড়ি, আমার বাড়ি—

সরসী ॥ কেন ?

মন্মথ ॥ আমি নিয়েছি, আমি নিয়েছি—

সরসী ॥ (শঙ্কিত) মানে ? দিদি—

মন্মথ ॥ বাবা জানে...বাবা জানে—

সরসী ॥ বাবা—ও বাবা— [সরসী ছুটে চলে যায় ধনগোপালের মহলে।]

মন্মথ ॥ তাড়াতাড়ি কর। ছেলেমেয়েগুলো কান্নাকাটি করতে পারে—

[সদলবলে মন্মথ চাকা টেনে তুলছে। অতসীর ঘর থেকে শঙ্খ বেরিয়ে এসে মন্মথর দলে ভিড়ে চাকা টানতে শুরু করেছে।]

কাকা ॥ আরে গোঙাটা যে আমাদের দলেই ভিড়ল!

মন্মথ ॥ মগজ নেই। রথ নাড়ানোতেই আনন্দ। কে নাড়াচ্ছে, কেন নাড়াচ্ছে, কোন প্রশ্ন নেই!

[অতসী খিড়কি দিয়ে জলের বালতি নিয়ে ঢুকল। মুকুলও প্রায় একই সময় এসে দাঁড়ায় বাইরের পথে।]

অতসী ॥ একি! এরা কারা ? (চমকে) মন্মথবাবু! কী ব্যাপার!

মন্মথ ॥ আমি নিয়েছি দিদি। জগন্নাথের পুরো ব্যাপার এখন থেকে আমি দেখব।

অতসী ॥ কবে, কার সঙ্গে, কী ঠিক হ'লো ?

মন্মথ ॥ রায়দা...ও রায়দা, একবার বেরিয়ে আসুন না...(সঙ্গীদের) তোমরা হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যা করছিলে করো!

অতসী ॥ মন্মথবাবু, আপনার লোকজনকে বলুন দড়াদড়ি খুলে ফেলতে। বলো না, মুকুল—

মুকুল ॥ হ্যাঁ, মানে একটু বন্ধ রাখুন। জ্যাঠামশাই আসুন।

মন্মথ ॥ রমেশবাবুর ছেলে না ?

অতসী ॥ হ্যাঁ, আমাদের ভাই...

মন্মথ ॥ দেখেই চিনেছি! আপনার বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন ভাই। আমি মৎস্য ব্যবসায়ী মন্মথ পাল। জগন্নাথের ইজারা নিয়েছি।

মুকুল ॥ ইজারা নিয়েছেন মানে ?

অতসী ॥ এটা কি আপনার মাছের ভেড়ি নাকি ?

মন্মথ ॥ শুনুন দিদি, আপনার বাবার বিষয়সম্পত্তি আমার কাছে বন্দক আছে গত পাঁচ সন। (পকেট থেকে দলিল বার করে দেখাল) কী কাকা, সেবার উনি

এই দলিলটা বন্দক রেখে আমার কাছে দশ হাজার টাকা হাওলাত করেছিলেন না? সুদে-আসলে সেটা এখন কত হয়েছে একবার ভাবুন তো ভাই? যা হোক, টাকা-পয়সা কিছু না নিয়ে আজ আমি এই দলিলটা ওনাকে ফেরৎ দেব। পরিবর্তে জগন্নাথ আর রথযাত্রা! কী আশ্চর্য, এসব কথা উনি আপনাদের বলেননি?

[সরসী ধনগোপালকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। অতসী, মুকুল ও সরসী সবাই ধনগোপালকে ঘিরে ধরে। যামিনী ছুটে এসে দাঁড়ায় বাইরের রথেব পাশে।]

ধনগোপাল ॥ ওরে ছাড ছাড...

মুকুল ॥ কী হ'লো জ্যাঠামশাই, যামিনীদা যা বলেছিল, তাই তো সত্যি!

অতসী ॥ তুমি কাল বললে, বড কবে রথ করবে—

সরসী ॥ আলো হবে বাজনা হবে—

ধনগোপাল ॥ সে তো আমি মন্মথর কথা ভেবেই বলেছিলাম। ওই সব করবে—

মন্মথ ॥ কী ব্যাপাব রাযদা, আপনি ঘবের ভেতর বসে আছেন...আর এঁবা আমাকে ইনসাল্ট করছেন! আমি কি মালটা চুবি করছি?

ধনগোপাল ॥ না না। তোরা ছেড়ে দে রে অতসী...আমি তো মন্মথর টাকাটা দিতে পারছি না, সম্পত্তিটা ছাডাতে পাবছি না—তাই—

অতসী ॥ টাকা তুমি অন্যভাবে দাও, না পারো সম্পত্তি চলে যাক্।

সবসী ॥ বথ আমবা ছাডব না।

অতসী ॥ বলো না মুকুল—

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই, আমাদের রথযাত্রার উৎসব হবে না?

ধনগোপাল ॥ দেখো বাবা, কত কি তো আমাদেব বন্দ হযেছে! হযে গেছে একে একে। এও একদিন যাবেই।

যামিনী ॥ কাকাবাবু, এ আমাদেব কতকালের উৎসব—

ধনগোপাল ॥ (অসংযত গলায) চিরদিন তো আমি চালাতে পাবব না। কোন একটা সময় ছেদ তো টানতেই হবে। তা আজই হোক না বাবু!

মন্মথ ॥ লজ্জা কি? খোলাখুলি সব বলুন না দাদা। (যামিনীকে) ও ঠাকুরমশাই, এ ঠাকুর দেবতাব বোঝা ঐ ভদ্রলোক আর টানতে পারছেন না! বিনি মাইনেতে একটা ভাঙা মন্দির আঁকড়ে আপনি কেন পড়ে আছেন বলুন তো? (অতসীকে) ও দিদি, নিত্যসেবা দিতেই রাযদার নাভিশ্বাস উঠছে। (মুকুলকে) মন্দির টন্দির সব ধুলোয মিশে যাচ্ছে। দেশের এত বড একটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি সেটা বাঁচাই...(সবসীকে) সেটা ভাল হয না?

কাকা ॥ বাঁধি?

মন্মথ ॥ বাঁধো, তোমরা এসব কথায কান দিও না।

ধনগোপাল ॥ মন্মথ, তুমি ভাই ওই আমার যামিনীকে কোনদিন ছেড়ো না। ছেলেটি বড় শুদ্ধাচারী।

মন্মথ ॥ ওসব ব্যাপারে আপনি একদম মাথা ঘামাবেন না তো রায়দা ! আমি কাকে রাখি না রাখি, (থেমে, সামলে) দিদি—সব ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ নেব। আপনার পরামর্শ ছাড়া আমি যামিনী ঠাকুরকে তাড়াবো না।

ধনগোপাল ॥ সত্যি বাবা মুকুল, এ বোঝা টানা আমার পক্ষে আর সম্ভব না !

মুকুল ॥ আর যাই হোক জ্যাঠামশাই, রথযাত্রার উৎসবটা আমাদের বাড়ির থাক্।

সরসী ॥ (চিৎকার করে) হ্যাঁ, আমাদের থাক্।

ধনগোপাল ॥ চুপ !...কি মন্মথ ? মেয়েটা কাঁদছে, বলছিলাম, উৎসবটা আমাদের থাক্, তুমি বিগ্রহটা নাও।

মন্মথ ॥ মূল জিনিসটাই তো বাদ পড়ছে, এভাবে উৎসব ছেড়ে বিগ্রহ নিয়ে কি লাভ ! আপনার সঙ্গে সব কথা পাকা হয়ে গেল দাদা—এখন এসব বললে...

মুকুল ॥ কিন্তু বংশের কারো মত না নিয়ে বাড়ির রথ আপনি বাইরে বার করে দিতে পারেন না জ্যাঠামশাই !

ধনগোপাল ॥ [ক্ষোভে ফেটে পড়ে] উঁ-উঁ ? কার মত নেব ? তোমার ? এই তো প্রথম পা দিলে দেশে ! বংশ ! বংশের কোন্ লোকটা খবর নেয়, এখানে আমার কিভাবে কি চলছে না চলছে ! ও একদিনের জন্যে গাঁ-ঘরে বেড়াতে এসে সকলেরই অমন চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়। যাও যাও, নিয়ে যাও মন্মথ...

অতসী ॥ আচ্ছা বাবা, মুকুল এবার যদি...

মুকুল ॥ হ্যাঁ, এবার আমি যদি উৎসবের খরচ কিছু দিই ?

ধনগোপাল ॥ সকল করেছে যোশী, বাকি আছে কেবল ভীম-একাদশী। বছর কয়েক আগে তোমার বাবাকে লিখেছিলুম, রমেশ, কিছু টাকা দেবে ? এ কাঠের পুতুল তো আমি আর একা একা টানতে পারি না ! তোমার বাপ কি উত্তর দিয়েছিল জানো ? স্টপ্ দ্যাট !...আর তুমি কেন অ্যাদ্দিন পরে দেশে এসেছ আমি জানিনে ?

অতসী ॥ কেন আবার, নিজের দেশ-গাঁ দেখতে আসবে না ?

ধনগোপাল ॥ থাম্ থাম্ ! দেশ-গাঁ দেখতে ! ও এসেছে ওদের মোহনকাননের বাড়িটা বেচতে।

অতসী ॥ বেচার কথা ও কখন বলল ?

ধনগোপাল ॥ বলেনি লজ্জায়। সত্যি কিনা বলুক না ও—

সরসী ॥ কক্ষনো না, মুকুলদাকে তুমি একদম আজেবাজে কথা বলবে না।

ধনগোপাল ॥ অ্যাই ! আজেবাজে ? ঐ তো ক'দিন আগে রমেশের চিঠি এসেছে। মুকুল দেশে যাচ্ছে—যেটুকু যা বিষয়-সম্পত্তি আছে বেচে দিয়ে আসবে।

মন্মথ ॥ (মুকুলকে) আপনি আবার বংশের কথা বলছেন ? ছ্যাঃ ! (সঙ্গীদের) অ্যাই বাঁধ বাঁধ...

ধনগোপাল ॥ থাক্ থাক্, মন্মথ। [illegible] বাড়ছে। আজ থাক্। ঐ রমেশের ছেলে কাল চলে যাবে। তুমি কাল এসো।

মন্মথ ॥ তা'হলে [illegible], আপনার দলিলটা [illegible]

ধনগোপাল ॥ না, [illegible] দলিল ফিরিয়ে নেব যেদিন [illegible] তোমার হাতে দিতে পারব।

মন্মথ ॥ সে তো আপনি রাত পোহালেই দিচ্ছেন। আসুন তো, আসুন...কথা আছে...

[ধনগোপালকে নিয়ে মন্মথ ও তার সঙ্গীরা বেরিয়ে যায়।]

অতসী ॥ সত্যি নাকি মুকুল? দেশের সম্পর্কটা তোমরা মুছে দিতে চাও?

মুকুল ॥ আমি কিছু জানি না অতসীদি। এসব তো আমাদের বাবা কাকাদের ব্যাপার...দেখ সরসী... [সরসী মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

আমি এখন যাব অতসীদি...

[মুকুল ভেতরে যায়। সরসী অতসী চুপচাপ উঠোনে দাঁড়িয়ে। শঙ্খ রথের আড়ালে। বাঁশবাগানের মধ্যে থেকে ঠক্‌ঠক্ শব্দ ভেসে আসছে। কেউ বাঁশ কাটছে।]

সরসী ॥ কে বাঁশ কাটছে না দিদি?...কে রে...অ্যাই, কে কাটছে বাঁশ? কই কথা কানে যাচ্ছে?... দেখছ দেখছ, তবু কাটছে!

অতসী ॥ কাটুকগে!

সরসী ॥ বারে, দিনদুপুবে বাগানে ঢুকে চুরি করবে! দাঁড়াও গিয়ে ধরছি!

[সরসী ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢোকে।]

অতসী ॥ ছেড়ে দে, ও তো সব সময়ই করছে।

[মুকুল সুটকেস হাতে বেরিয়ে আসে।]

যাচ্ছো?...বাবার কথায় কিছু মনে ক'রো না মুকুল। আর তোমরা যদি মোহনকাননের বাড়িটা বেচে দিতে চাও তাই দাও... [সরসী ছুটে আসে।]

সরসী ॥ নদু! দিদি, জোছনাবুড়ির ছেলে নদু!

অতসী ॥ ছেলেটা আবার এসেছে! (পাঁচিলের ধারে যায়।) নদু...নদু...এই যে এদিকে এসো!

সরসী ॥ তবু কাটছে!...কি হচ্ছে, দিদি ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না?

অতসী ॥ (মুকুলকে) ওর মা জোৎস্না একসময় মোহনকাননের বাড়িতে তোমাদের রান্না করত। ছেলেটা কি সাংঘাতিক হয়েছে দেখ! ডাকলেও কেয়ার করছে না!

[একখানা কুড়ুল হাতে নদু ঢোকে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে।]

নদু ॥ হ্যাঁ বলুন, কী হয়েছে?

অতসী ॥ বলছি, বাঁশ যে কাটলে...

নদু ॥ হ্যাঁ কেটেছি, তো কী হয়েছে?

অতসী ॥ কাটলে কেন?

নদু ॥ বাঁশ লোকে কাটে কেন দিদি? দরকার পড়েছে তাই কেটেছি!

অতসী ॥ দরকার পড়লেই কাটবে? কাউকে বলার দরকার নেই?

নদু ॥ কেন? ঝাড়ে তো অনেক রয়েছে, একটা নিলে কি হয়েছে কী?

মুকুল ॥ বাঃ, বেশ কথা বলো তো তুমি! চুরি করছ, আবার বলছ 'কি হয়েছে কি হয়েছে'!

নদু ॥ চোর-ফোর বলবেন না। নক্‌শা! মেয়েদের সামনে বেশি নক্‌শা লড়াবেন না।

অতসী ॥ তুমি যাও মুকুল, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সরসী ॥ কে, জানো ?

নদু ॥ জানি, জানি,...রেমো রায়ের ব্যাটা।

মুকুল ॥ অ্যাই, ভদ্রভাবে কথা বলবে !

নদু ॥ কেন ? না বললে কী হয়েছে ? বেশি হিরো সাজা হচ্ছে !

সরসী ॥ আপনি চুপ করুন মুকুলদা...

অতসী ॥ তুমি আগেও কয়েকবার কাউকে না বলে আমাদের বাগান থেকে আম নারকেল পেড়ে নিয়ে গেছ। আমাদের কাছারিবাড়ির দরজা জানলা খুলে নিয়ে গেছ।

নদু ॥ গেছি তো কি হয়েছে ? কাছারি ধসে পড়ছে, দরজা খুলে আমাদের ঘরে লাগিয়েছি। মা শীতে কষ্ট পায়, তাই। বাপ-ঠাকুর্দা করে রেখে গেছে, আছেন ভালো ! আমরা কী ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোয় শুয়ে থাকব দিদি ?

মুকুল ॥ বাঁশটা রেখে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বাগান থেকে।

নদু ॥ বেশি তড়পাবেন না। জমিদারবংশের তড়পানি আমার একদম সহ্য হয় না। একসময় সারা দেশে অত্যাচার করেছে, আবার নীতি শোনাচ্ছে !

অতসী ॥ ও কীভাবে কথা বলছ নদু ! তোমার মা'কে জিজ্ঞেস করে দেখো। রমেশকাকার বাড়ি কতদিন রান্না করেছে। আর তার ছেলেকে তুমি...

নদু ॥ জানি জানি...সব জানি...ও দিদি, রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু আছে, সেটা বলুন ! ঐ রমেশ রায় তখন কি করত সেটা বলুন ! সব জানি আমি।

[নদু চলে যায় বাগানে। লজ্জায় অতসী সরসী মুখ আড়াল করে।]

মুকুল ॥ (বিরাট চিৎকার করে ছুটে যায় পাঁচিলের দিকে) অ্যাই শুয়ার...

অতসী ॥ মুকুল !

[নদু ভাঙা পাঁচিল টপকে আবার উঠোনের মাঝখানে ফিরে আসে। কুড়ুল নাচিয়ে চিৎকার করে—]

নদু ॥ আজ আমি যদি ওর বাপের কেচ্ছাটা সবার সামনে বলি, মুখ থাকবে ঐ রেমো রাযের বেটার ! থাকবে মুখ ?

[রথের পাশ থেকে একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে মুকুল নদুর কুড়ুল-ধরা হাতে আঘাত করে। কুড়ুল ছিটকে পড়ে। নদু হতভম্ব হয়ে যায়। রথের আড়াল থেকে গোঙাতে গোঙাতে শঙ্খ বেরিয়ে আসে। অতসী সরসী মহাআশঙ্কায় দম বন্দ করে অপেক্ষা করে—কী করে এবার নদু ! নদু আহত হাত চেপে পাঁচিল টপকে চলে যায় কুড়ুল না নিয়েই।]

প্রথম অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[রাত্রি। ধনগোপাল বারান্দায় বসে ভাঙা হারমোনিয়ামে সুর তোলবার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে ডাক এলো।]

উদয় ॥ (বাইরে) ধনগোপালদা বাড়ি আছেন...ধনগোপালদা...

[ধনগোপাল সদর দরজায় যায়]

ধনগোপাল ॥ উদয়! এসো, এসো... [উদয় ঢুকল]

উদয় ॥ শুয়ে পড়েছিলেন ?

ধনগোপাল ॥ না, এখনো কারো খাওয়াই হয়নি।

উদয় ॥ কী ? গানবাজনা ?

ধনগোপাল ॥ হ্যাঁ—না, মানে...হারমোনিয়ামটা ভেঙেই গেছে, তাই দেখছিলুম...

উদয় ॥ প্রফুল্লদা পাঠালেন।

ধনগোপাল ॥ (চমকে) প্রফুল্লবাবু! কেন, কী ব্যাপার ?

উদয় ॥ যান, খেযে আসুন, সময লাগবে। (বাইবে তাকিযে) কই রে এই নদু, বাইরে দাঁডিযে বইলি কেন ? আয, ভেতরে আয।

ধনগোপাল ॥ প্রফুল্লবাবু কি নদুব ব্যাপারে...

উদয় ॥ এসব কি কাণ্ড দাদা, আপনাব ভাইপো ওর ডান হাতের কব্জিটা ভেঙে দিযেছে!

ধনগোপাল ॥ ভেঙে গেছে ?

উদয় ॥ সামান্য একটা বাঁশের ব্যাপারে আপনার বাডির ছেলেমেযে খুনোখুনি করবে ? গাঁযের মধ্যে আপনাবাই যাকে বলে কালচার, ট্র্যাডিশন ধরে রেখেছেন...আর আপনাবাই...কী ? প্রফুল্লদা খুব হতাশ হযে পডেছেন দাদা!

ধনগোপাল ॥ দোষটা কিন্তু সর্বতোভাবে নদুরই।

উদয় ॥ আরে নদু একটা গরিব ছেলে...তারটা না হয় বুঝলাম...

ধনগোপাল ॥ কী বুঝলে ? দারিদ্র্য মোচনের পথ কি অপরের সম্ভ্রম মর্যাদা আক্রমণ করা ?

উদয় ॥ আপনার ভাইপোরও কিন্তু উচিত হয়নি মারধোর করে গাঁ ছেড়ে পালানো!

ধনগোপাল ॥ পালিযে তো সে যায়নি। সে তো কালই ফিরবে বলে গেছে।

উদয় ॥ ফেরার কথা বাদ দিন। নদুর সঙ্গে মিটিয়ে নিন। প্রফুল্লদা বলেছেন মেটাতে। এ সব ছেলেদের তো আপনি জানেন ধনগোপালদা...কখন কি করে বসে...

ধনগোপাল ॥ প্রফুল্লবাবুকে ব'লো, ক্ষোভের কারণ কিন্তু আমারও যথেষ্ট আছে উদয়। শুধু নদু বলে নয়, অনেকেই আমায় অতিষ্ঠ করছে। উৎপাত চলছেই। একটা

ক্রোধ...একটা ঘেন্না আমি লক্ষ্য করি এই সব ছেলেপিলেদের চোখে...আমার ওপর, আমার বংশের ওপর...একটা রিজেকশান— [সরসী আসে]

সরসী ॥ (ধনগোপালকে) বাবা, খাবে এসো—

[ধনগোপাল হাত নেড়ে সরসীকে যেতে বলে। সরসী চলে যায়।]

উদয় ॥ তা আপনার এত কথা, এতোদিন আপনি প্রফুল্লদাকে জানাননি কেন ?

ধনগোপাল ॥ লাভ নেই বলেই জানাইনি। তাদের অনেকেই তোমাদের ভোটার।

উদয় ॥ এই তো আপনারা ভুল করেন দাদা, ভোটার হলেই কি তার সাতখুন মাপ ?

ধনগোপাল ॥ হওয়া উচিত নয়...কিন্তু হচ্ছে।

উদয় ॥ আসলে কি জানেন ধনগোপালদা, আপনি ইচ্ছে করেই তাঁকে এড়িয়ে যান। প্রফুল্লদা সম্পর্কে আপনাদের একটা অদ্ভুত কমপ্লেক্স কাজ করছে। কী ? একসময় জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে উনি তুমুল আন্দোলন করেছিলেন। সেই থেকে আপনারাই ওঁকে রিজেক্ট করে বসে আছেন।...আপনারা তো ভোটও দেন না।

ধনগোপাল ॥ আমি তো কাউকেই ভোট দিই না।

উদয় ॥ এই আর একটা মারাত্মক ভুল। নিজেকে এইভাবে উইথড্র করে নিয়ে বাঁচা যায় না। ফেস্ করুন। হাউয়েভার, প্রফুল্লদা কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট অনার করেন।

ধনগোপাল ॥ কী রকম ?

উদয় ॥ এই ধরুন, আজ তো উনি আপনাকে ওনার কাছে ডাকিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন ? তা না করে আমাকেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এটাকে আপনি কি বলবেন ? কতোবড় সম্মানটা দেখালেন ! কী ?

ধনগোপাল ॥ মাঝে মাঝে বড় অসহায় বোধ করি উদয়।

উদয় ॥ করবেনই। সেটাই স্বাভাবিক।

[নিদ্রাতুর শঙ্খ বেরিয়ে এসে ধনগোপালের পাশে বসে।]

ধনগোপাল ॥ দুটো মেয়ে আর একটা গোঙা ছেলে নিয়ে আমি বাড়িটার মধ্যে পড়ে আছি। আমি জানি একটা বাঁশ, দুটো ভাঙা দরজা কি চারটে ফলপাকুড় এসব বৃহৎ কিছু না। যা আমরা হারিয়েছি তার কাছে অতি তুচ্ছ...নগণ্য। কিন্তু কি জানো উদয়, আমি বুঝতে পারছি—যারা এগুলো নিচ্ছে, তাদের অভাব দরকারের চেয়ে বেশী আছে রাগ, ঘেন্না ! যেন লোকটাকে বাগে পেয়েছি, এবার খোঁচাও। যতো পারো খুঁচিয়ে যাও।...তুমি আমায় বোঝাতে পারো উদয়, বাপ-ঠাকুর্দার দোষ অপরাধ পাপ একটা মানুষ কতদিন টানবে ? কতোকাল টানতে পারে সে ?

উদয় ॥ দাদা, নিজেকে একজন বিশেষ মানুষ বলে মনে করবেন না। ইউ আর জাস্ট ওয়ান অব দ্য ইক্যুয়ালস্। ব্যাস্, তাহলেই দেখবেন আর কোন গোলমাল নেই। কই রে নদু...আয়। কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে মিটিয়ে ফেলুন।

ধনগোপাল ॥ আগে প্রফুল্লবাবু নদুর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তারপর আমায় যা বলা হবে তাই করব।

উদয় ॥ জিদ করছেন দাদা ? কিন্তু এটাও তো ঠিক, আপনার ফ্যামিলির ওপর নদুর ক্ষেপে ওঠার যথেষ্ট কারণ আছে।

ধনগোপাল ॥ কী রকম ?

উদয় ॥ ওর মা জোছনা একসময় রমেশ রায়ের বাড়ি রান্না করত ?

[অন্ধকার উঠোনে নদু এসে দাঁড়ায়। নদুর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।]

ধনগোপাল ॥ (চমকে) সে তো বহুকাল আগে।

উদয় ॥ রমেশবাবু আর জোছনাকে জড়িয়ে একটা রটনা ছিল না ? কী ?

ধনগোপাল ॥ হ্যাঁ...কিন্তু দোষটা যে সেদিন কার বেশি ছিল...রমেশের না ওর মায়ের...তার কিন্তু কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অবশ্য এরপর রমেশ নিজেই লজ্জা পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। আর কখনো ফিরেও আসেনি। এসব পুরনো প্রসঙ্গ আজ কেন ?

উদয় ॥ প্রসঙ্গটা আপনার কাছে পুরনো, নদুর কাছে নয়। মুকুলকে দেখে সেই পুরনো প্রসঙ্গটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মিটিয়ে না নিলে ভুল করবেন দাদা। মুকুলের পক্ষে এ গাঁযে ফেবা আর কোনদিনই সম্ভব হবে না।

ধনগোপাল ॥ সে কি ! ছেলেটা তার নিজের দেশে-গাঁয়ে ফিরতে পারবে না ?

উদয় ॥ বলছি ফিরলে তার ভালমন্দর দাযিত্ব আমরা নিতে পারব না। ব্যাস্ এইটুকু—

ধনগোপাল ॥ উঠছ নাকি ?

উদয় ॥ হ্যাঁ, রাত হ'লো।

ধনগোপাল ॥ ডাকো।

উদয় ॥ (নদুকে) কইরে...অ্যাই ব্যাটা...ওঃ, এখন খুব লজ্জা হচ্ছে ! ফের ঝামেলা পাকালে একদম লক্-আপে পুরে রেখে দেব। চলি দাদা—

ধনগোপাল ॥ তুমি থাকবে না ?

উদয় ॥ না দাদা, আমার হ'লে৷ ঘটকের কাজ। বিয়ের আসরে ঘটকের থাকতে নেই। যা করবেন নিজেরা নিজেরা। রথটা নিজেরা করছেন তো ? করুন করুন...

[উদয় চলে যায়।]

ধনগোপাল ॥ এসো নদু। ইযে মানে তোমার হাতটা...ডাক্তার দেখিয়েছো ?

নদু ॥ ডাক্তার বলেছে পাঁচ মাস, সাড়ে পাঁচ মাস লাগবে সারতে।

ধনগোপাল ॥ তা তোমার চিকিচ্ছের যেটুকু যা খরচ লাগে...

নদু ॥ শুধু চিকিচ্ছে ! ছ'মাস কাজ করতে পারব না, খাবো কী ?

ধনগোপাল ॥ তা...একটু চা খাবে ?

নদু ॥ বলতে পারেন।

ধনগোপাল ॥ ওরে সরসী...এক কাপ চা দিস না।

সরসী ॥ (আড়ালে) আমি পারব না।

ধনগোপাল ॥ তোর দিদিকে বল্ না।

সরসী ॥ (নেপথ্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠে) দিদি কাজ করছে, পারবে না।

ধনগোপাল ॥ (নদুকে) তুমি আমার কাছে কত চাইছ নদু ?

নদু ॥ কত নেব ! কিছু তো ক্যালকুলেশন করতে পারছি না। তার চেয়ে একটা কাজ দিন না।

ধনগোপাল ॥ আমি কোত্থেকে কাজ দেব বাবা ?

নদু ॥ কেন, আপনারা এবার রথ করছেন না ? নাকি মন্মথ পালকে দিচ্ছেন ?

ধনগোপাল ॥ করলে কেমন হয় ?

নদু ॥ ভাল হয়, নিজেরা করুন। আর ম্যানেজারিটা আমায় দিন জ্যাঠামশাই। আমি সব দেখাশুনা করব।

ধনগোপাল ॥ করবে ?

নদু ॥ বাড়ির একটা উৎসব। হাতছাড়া করা ঠিক না জ্যাঠামশাই।

ধনগোপাল ॥ তাহলে তুমিও বলছ ওটা চলুক ?

নদু ॥ চলুক ! লোকে কত আনন্দ করে, কত খ্যাতি আছে মাধবকাটির রথের। বলেন তো কাল সকাল থেকে লেগে পড়ি।

ধনগোপাল ॥ লাগবে ? তা লাগো...তবে একটা শর্তে। যা হয়েছে তুমি কিন্তু সব ভুলে যাবে বাবা নদু...

নদু ॥ আমি সব ভুলে গেলাম জ্যাঠামশাই।

ধনগোপাল ॥ দ্যাখো উৎসব করার আর্থিক সঙ্গতি এবার আমার সত্যিই নেই। তবু নামছি। তোমার মুখ চেয়ে। নদু, তুমি কিন্তু আমার বা আমাব পরিবারের নামে কোন কথা কাউকে বলবে না—ঐ রমেশ বা তোমার মায়ের ব্যাপারে...কোন কথা মনে রাখবে না।

নদু ॥ আমার মন পরিস্কার হয়ে গেল জ্যাঠামশাই।

ধনগোপাল ॥ যাবেই। নদু, বাংলার উৎসবের মজাই আলাদা। বুঝলে নদু, একবার নেমে পডলে দেখবে ও-সব ছেঁদো কথা কোথায় হারিয়ে যাবে। তোমার হাতও দেখবে তাডাতাড়ি ভাল হয়ে যাবে। আমার একবার, জানো নদু—

[শঙ্খ ধনগোপালের পিঠে টোকা দেয়—কিছু যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।]

ধনগোপাল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কালাজ্বর সেরে গিয়েছিল...ঐ দুগ্‌গোপুজোর ঢাকেব বাজনা শুনে—

[শঙ্খ আবার কিছু অঙ্গভঙ্গি করে কিছু মনে করিয়ে দেয়।]

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তখন খুব ছোটো...তো সেবার আশ্বিনে জ্বরে কাহিল। বিছানা ছেড়ে নড়তে পারিনে।...হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ কাছারিবাড়ির সামনে একটা শিউলিগাছ ছিল...কী ফুল যে ফুটত গাছটায়...ভোরবেলা তলাটা ছেয়ে থাকত...তা তখনো কুয়াশা কাটেনি...এমন সময় ঢ্যামগুড়গুড় ঢ্যামগুড়গুড়...পুজোর দালানে বোধনের ঢাক বেজে উঠল...আর আমিও তড়াক করে রোগশয্যা ছেড়ে উঠে পড়লুম...ডাক্তার টাক্তার সব অবাক...আরে ঢাকের বাজনায় ছেলেটা উঠে দাঁড়াল কী করে...হ্যাঁ হ্যাঁ...

নদু ॥ যাই জ্যাঠামশাই...

ধনগোপাল ॥ (প্রচণ্ড উৎসাহে) যাবে ? নদু নদু, চা খেয়ে যাও। ওরে সরসী অতসী আমাদের সব মিটে গেছে রে। দে দে চা দিয়ে যা, আর কিছু খাবারদাবার।

[কোনো সাড়া আসে না।]

নদু ॥ দেবে না।

ধনগোপাল ॥ (হা হা করে হেসে) দেবে দেবে...তুমি দাঁড়াও...

[ধনগোপাল হাসতে হাসতে ভেতরে যায়। শঙ্খ রথের নিচে থেকে নদুর কুড়ুলটা বার করে দেয়—তারপর মহাআনন্দে নদুর হাত ধরে বাঁশি বাজাতে থাকে।]

প্রথম অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[কয়েকদিন পরে সকাল। নরম রোদ্দুরে বাগানের বাঁশপাতা ঝিলমিল করছে। অতসীর চান হয়ে গেছে। ভিজে গামছায় চুল মুছতে মুছতে খিড়কি-পথ দিয়ে ঢুকল। গুনগুন করে এককলি গান গাইছে।]

অতসী ॥ সরসী...ও সরসী...সাড়ে ন'টায় গাড়ি...আটটা-ফাট্টা বাজলো বোধহয়।
[পায়রা ডাকছে। অতসী বারান্দায় রাখা কৌটো থেকে পায়রাদের খাবার দেয়।]
আয়, আয়, আয়। (যেন ঝাঁক ঝাঁক পায়রা খাবার খেতে থাকে উঠোনে।)
[সরসী ঢোকে। হাতে একটা বেগুন।]
হ্যাঁরে, ভাত বসালি ?

সরসী ॥ ক-খ-ন ! ফুটছে। ডাল করেছি। বেগুনটা খালি ভেজে দেব। (রথের নিচে থেকে বঁটিটা খুঁজেপেতে বের করে।) এই দ্যাখো, এ তোমার শঙ্খর কাজ। আমি তখন থেকে খুঁজে মরছি। [বঁটিটা নিয়ে বেগুন কাটতে বসে।]

অতসী ॥ মরবে কোনদিন হাত পা কেটে। শোন্, ওকে একটা ভাল জামা পরিয়ে দিবি।

সরসী ॥ তোমার আগেই সে রেডি হয়ে বসে আছে। ওকে নিয়ে যাচ্ছ—সামলাতে পারবে তো ? শহরের মধ্যে কিন্তু হাতখানা ধরে রেখো দিদি।

অতসী ॥ খাবে আজ দু'চারটে ঘা গুঁতো।

সরসী ॥ ভাবছি কোর্টে আবার কি করে বসে ! জজের সামনে দেখালো এমন একটা সীন...চেয়ার উল্টে জজই পড়ে গেল।

অতসী ॥ হাকিম নিজে ওকে দেখতে চেয়েছেন। না নিয়ে গিয়ে তো উপায় নেই।

সরসী ॥ হাকিম নিজে ! তবে তোমার খোরপোষ বেড়ে যাচ্ছে দেখো।
[ধনগোপাল বাইরে থেকে ঢুকল। পেছন পেছন একটি ছেলে হারমোনিয়ামটা মাথায় নিয়ে। ছেলেটি বারান্দায় হারমোনিয়ামটা রেখে চলে যায়।]

সরসী ॥ ও বাবা ! সাতসকালে তুমি হারমোনিয়াম সারাতে গিয়েছিলে !

ধনগোপাল ॥ তারকের দোকানে বসে থেকে সারিয়ে আনলুম। দেখ তো কেমন করেছে...
[অতসী সরসী দুজনে ছুটে আসে হারমোনিয়ামের কাছে।]

অতসী ॥ (হারমোনিয়াম বাজায়) বাঃ, বেশ ভালই তো সারিয়েছে !

ধনগোপাল ॥ আগের মত আওয়াজ কি আর হবে ? যাই হোক, উৎসবের বাড়ি একটু গানবাজনা না হ'লে জমে না। হ্যাঁরে, নদু এসেছিল ? (সরসীকে) কিরে, নদু এসেছিল ? নদু, নদু,...

সরসী ॥ থামো তো ! দিনরাত খালি নদু নদু। যা একখানা ম্যানেজার জুটিয়েছ না !

অতসী ॥ সেও হয়েছে তেমনি ন্যাওটা। চব্বিশ ঘন্টা শুধু জ্যাঠামশাই-জ্যাঠামশাই...

সরসী ॥ চোদ্দপুরুষের জ্যাঠা ! মারে মুখে ঝাঁটা !

ধনগোপাল ॥ না, না, ছেলেটা কাজের আছে। আরে কি করেছে জানিস ? আমি তো বর্গাদারদের কিছু বলতে পারিনে, নদু গিয়ে এমন ধাতানি দিয়ে এসেছে, তারা তো রথের আগেই কিছু ধানচাল দেবে কথা দিয়েছে। বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে একটু হাঁকডাকআলা ছেলে না হ'লে চলে না। আমার তো বেশ মিষ্টি লাগে ছেলেটাকে।

সরসী ॥ মিষ্টি ! ও দিদি, মিষ্টি !

ধনগোপাল ॥ তা তোমাদের সেই মিষ্টির কি হ'লো ? সে মিষ্টি তো আজও এলো না !

অতসী ॥ আসবে, আসবে। অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন ?

ধনগোপাল ॥ কাল টাকা আনছি বলে চলে গেল...তারপর তো সাতদিন হয়ে গেল। কোথায় মুকুল, কোথায় তার টাকা !

অতসী ॥ নতুন চাকরি, হুট বলতে টাকাটা পাবে কোথায় শুনি ?

ধনগোপাল ॥ অ্যাই, এখন ওসব কাঁদুনি গাইলে তো চলবে না। সে কথা দিতে গেল কেন মাতব্বরি মেরে ? আমাকে নাচিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল...

সরসী ॥ নেচেছো তুমি নিজেই। রথ করব না...রথ করব না ! দেখলে দিদি, কি বলেছিলাম ? রথ বাবা করবেই।

অতসী ॥ ততক্ষণ তুমি তোমার নিজেরটা খরচ কর না।

ধনগোপাল ॥ সে তো করছিই। কিন্তু সে তো কিছু দেবে, না কি ? কীরে, সে আসবে তো ? বল্ না...বল্ না...

[বিব্রত ধনগোপালের ব্যাকুলতায় হাসে দুই বোন। হাসতে হাসতে গায় ঃ

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে....
তারি মধু কেন কেউ মন মধুপে খাওয়ায় না...]

ধনগোপাল ॥ থাম্ তো ! ভাল্লাগছে না ! না না, এ রমেশের ছেলের কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। ও তো এসেছিল মোহনকাননের বাড়ি বেচতে...

অতসী ॥ বেচার কথা তো বলেনি।

ধনগোপাল ॥ বলবে কী করে ? আসা থেকে দুই বোনে তার ডাইনে বাঁয়ে এমন লক্ষ্মী সরস্বতীর মতো সেঁটে রইলি, আসল কথাটা বলার ফুরসত-ই পেল না। না না, সে ভেগেছে !

সরসী ॥ ভাগে ভাগুক ! তোমার রথের আগে টাকা পেলেই তো হ'লো। আর একটাও কথা বলবে না, ব্যাস্ ! আশ্চর্য ! [সরসী ভেতরে যায়।]

ধনগোপাল ॥ আরে, রাত পোহালে চানযাত্রা...তো আমাদের বংশের হাজারটা স্পেশাল আচার...হাজার হাজারের খেলা...কোথেকে কী করি !

[ধনগোপাল মাথায় হাত দিয়ে মুহ্যমান হয়ে বসে।]

অতসী ॥ (হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে) একটু তালেগোলে না পড়লে উৎসব তো তোমার তেমন জমে না বাবা।

[শঙ্খ আসে। কোর্টে যাবার জন্য তৈরী। ধনগোপালকে ঝাঁকুনি দিয়ে সে তার জামাকাপড় দেখায়।]

ধনগোপাল ॥ আরে এ কে ? সেজেগুজে কোথায় চললে ? কোর্টে মামলা লড়তে ? জজকে বলবে, আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি, এ আমার ন্যায্য পাওনা !

অতসী ॥ বাবা, নদুকে কাল আমি বারো'শ টাকা দিয়েছি।

ধনগোপাল ॥ নদুকে ? কেন ?

অতসী ॥ ঐ যে চানযাত্রার মালপত্তর কিনবে...নদু আর যামিনীদা এসেছিল ফর্দ নিয়ে...

ধনগোপাল ॥ ও, যামিনী এসেছিল ! তবে নদু সেই চানযাত্রার মাল কিনতেই গেছে। তা নদুকে টাকা দিলি, আমায় বলিসনি তো ?

অতসী ॥ বললে তুমি টাকাটা নিতে না বলে।

[শঙ্খ তার ভাষায় ধনগোপালকে কিছু বোঝায়।]

ওটা শঙ্খর টাকা।

ধনগোপাল ॥ অ্যাঁ ? ওর টাকা দিলি কেন ? না না, টাকাটা তুই আজ নিয়ে নিবি।

অতসী ॥ না না, ও আর তোমায় দিতে হবে না বাবা। কপালে থাকলে শঙ্খ এরপর ঢের পাবে মাস মাস। ওটা শঙ্খ তোমার উৎসবে দিলো।

[শঙ্খ আবার তার ভাষায় ধনগোপালকে বলে, ও টাকা ফেরত দিতে হবে না। মুহ্যমান ধনগোপালকে সে টেনে তুলে দাঁড় করায়।]

ধনগোপাল ॥ এই তো, আমাদের ছোটো জগন্নাথ লায়েক হয়ে উঠেছে ! আমি আর কারুর তোয়াক্কা করি নে। দাদা, আসছে বছর থেকে আমরা দুজনে হুল্লোড় করে রথ করব।

[ঝড়েশ্বর ঠাকুর আসে। হাতের ব্যাগে হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি।]

ঝড়েশ্বর ॥ বাবু !

ধনগোপাল ॥ কে ?

ঝড়েশ্বর ॥ ঝড়েশ্বর, বাবু, ঝড়েশ্বর। [ধনগোপালকে প্রণাম করে।]

ধনগোপাল ॥ [আনন্দে] আরে ঝড়েশ্বর এসে গেছে...

অতসী ॥ এসো এসো ঝড়েশ্বরদা...

ঝড়েশ্বর ॥ আসব না, বাবুর বাড়ির কাজ ! চানযাত্রা এসে গেল ! কেমন আছ বড়দি ? আরে শঙ্খবাবু ! কত বড় হয়ে গেছ ! (শঙ্খর থুতনির কচি দাড়িতে হাত দিতেই সে তার ভাষায় ঝড়েশ্বরকে ধমক দেয়। সবাই হাসে।) তা বাবু, এবার আপনার পত্তর না পেয়েই চলে এলাম।

ধনগোপাল ॥ ওই দেখো ঝড়েশ্বর, তোমায় পত্তরটা দিতেই শুধু ভুলে গেছি।

অতসী ॥ তুমি তো আমাদের ঘরের লোক ঝড়েশ্বরদা।

ঝড়েশ্বর ॥ সেই তো! তিনপুরুষের বাঁধা ঘর আমার। ঝড়েশ্বরের হাতের মৌরী ফোড়ন দেয়া মালপো না খেয়ে শ্রীজগন্নাথ একবার রথে চড়ুন তো দেখি।

[সরসী ঢোকে।]

সরসী ॥ (আনন্দে সোচ্চার) এই তো ঝড়েশ্বরদা—!

ঝড়েশ্বর ॥ (আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে আর এক দফা) আরে ছোড়দি! কেমন আছো গো? নাও ধর... [ব্যাগ থেকে এক বোতল ঘি বার করে দেয়।]

সরসী ॥ কী?

ঝড়েশ্বর ॥ ঘি। মোর নিজ হাতে তৈরী ঘি।

সরসী ॥ দেখেছ বাবা, প্রত্যেকবার ঝড়েশ্বরদা এক বোতল করে ঘি অনবেই।

ধনগোপাল ॥ (অখুশি না হয়ে) না, না, এটা কেন কর ঝড়েশ্বর—

ঝড়েশ্বর ॥ (অতসীকে) শুভকর্মে আসছি দিদি, একটা শুভবার্তা নিয়ে এসেছি।

ধনগোপাল ॥ কী বার্তা?

ঝড়েশ্বর ॥ বৈশাখে আমার একটা সন্তান হয়েছে বাবু।

সরসী ॥ সেকি!

অতসী ॥ আবার!

ঝড়েশ্বর ॥ খালি হাতে কি আসা যায়?

অতসী ॥ প্রতিবছর একটা করে সন্তান, আর এক বোতল করে ঘি!

[অতসী সরসী গলা ফাটিয়ে হাসে। মেয়েদের সামনে প্রবল চেষ্টায় হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করে ধনগোপাল।]

ধনগোপাল ॥ থাম থাম! আঃ, কী হচ্ছে! হাসতে নেই। (শেষে নিজেই হেসে ফেলে ধনগোপাল।) হয়ে গেছে তা কী করবে? (সকলে হৈ হৈ করে হাসে।) তা ঝড়েশ্বর, কী সন্তান হলো...মানে...সন্তানের নাম কী রাখলে?

ঝড়েশ্বর ॥ নাম এখনো রাখা হয়নি বাবু। মৃদুলা বলে ডাকি।

সরসী ॥ (হেসে) নাম এখনো রাখা হয়নি দিদি! মৃদুলা বলে ডাকে!

[সবাই হাসতে থাকে। শঙ্খ ঝড়েশ্বরকে আঙুল দিয়ে খোঁচায়।]

অতসী ॥ ঝড়েশ্বরদা না হ'লে জমে না বাবা।

সরসী ॥ দাও দাও, ঝড়েশ্বরদা, তোমার একটা পান দাও—

[ঝড়েশ্বর তার ঝোলা থেকে পানের ডিবে বার করে সরসীকে পান দেয়। সরসী আধখানা পান দাঁতে কেটে শঙ্খের গালে দিতে যায়।]

অতসী ॥ (মুখ কালো করে ধমক দেয়) ও কী হচ্ছে!...ঝড়েশ্বরদা, তোমার থেকে একটা পান দাও তো ওকে। [ঝড়েশ্বর শঙ্খকে পান দেয়।]

এই সরসী, ভাত?

সরসী ॥ (গম্ভীর) ভাত তো বাড়া আছে...

অতসী ॥ বলবি তো! চল— [শঙ্খকে টেনে নিয়ে অতসী ভেতরে যায়।]

ধনগোপাল ॥ ও ঝড়েশ্বর, অঘ্রাণ মাসে তোমায় তো আবার আসতে হচ্ছে।

ঝড়েশ্বর ॥ কোন উৎসব আছে বাবু ?

ধনগোপাল ॥ ঐ তোমার ছোড়দি জানে। (সরসীকে) এদিকে আয়। আয়...বোস্...

ঝড়েশ্বর ॥ কী উৎসব গো ছোড়দি ?

ধনগোপাল ॥ রথেব দিন সব মেয়ে দেখতে আসছে। পাত্র নিজে আসছে।

ঝড়েশ্বর ॥ ও-ও-ও !

ধনগোপাল ॥ এবার তোমার মালপোটা ক'রো ঝড়েশ্বর। (সরসীকে) কিরে, মালপো হবে তো ? ওকে বলে দে, কি কি খাওয়াবি তাদের...

সরসী ॥ জানি না যাও !

ধনগোপাল ॥ (হেসে) হবে, মালপো হবে।

ঝড়েশ্বর ॥ হবে, হবে। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। ও ছোড়দি, মালপোও হবে। তবে বাবু, এবার সবদিক বিবেচনা করে বে-থা দেবেন। বড়দির বেলায় যা হ'লো... [নদু ঢুকল। ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ]

নদু ॥ জ্যাঠামশাই—

ধনগোপাল ॥ আরে এই যে নদু, এসো এসো...তোমার জন্যে একটা ফর্দ করে রেখেছি। ঝড়েশ্বর, এই আমাদের নতুন ম্যানেজার। তোমার যখন যা দরকার হবে একে বলবে... [ধনগোপাল ভেতরে যায়।]

সবসী ॥ দাঁড়াও ঝড়েশ্বরদা, তোমাব চা আনছি। [সরসী ভেতরে যায়।]

ঝড়েশ্বর ॥ ম্যানেজর !

নদু ॥ তো কী হয়েছে ?

ঝড়েশ্বর ॥ না, কিছু হযনি। আগে আগে তো অন্য রকম সব ম্যানেজর দেখেছি। চারটা বড় ড্রাম লাগবে...দুটা বড কডাই...দুটা পেতলের...দশখানা বালতি লাগবে...ডেকচি লাগবে...গামলা লাগবে...লিখে নিন, সময়মত ডেকরেটরের ঘরে সব বলে দেবেন...আর একটা চ্যাপটা কডাই লাগবে...মালপো !

[ফর্দ হাতে ধনগোপাল বেরিয়ে আসে।]

নদু ॥ সে কি, রান্না করবে নাকি জ্যাঠামশাই ? সে রান্নার লোক তো আমি ফিট্ করে রেখেছি। এ বসাক...

[নদুরই বয়সী বসাক ঢোকে। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেঁকে দাঁড়ায়। গলায় টাই বাঁধা।]

ঐ যে !

ঝড়েশ্বর ॥ ইনি ভোগরান্না করবেন ?

নদু ॥ হ্যাঁ করবে। বসাকের একটা কেটারিং আছে জ্যাঠামশাই, ঐ যে ইস্টিশানের ধারে—

ঝড়েশ্বর ॥ কেটারিং-এ জগন্নাথের ভোগ !

নদু ॥ হ্যাঁ। তা কি হয়েছে কী ? এ ঝডেশ্বর-মড়েশ্বর ফুটিয়ে দিন তো জ্যাঠামশাই !

ঝড়েশ্বর ॥ ফুটিয়ে দিন মানে !

ধনগোপাল ॥ না না নদু, ও পুরনো লোক। সব ব্যাপারটা বোঝে।

নদু ॥ সব যদি নিজেই ঠিক করবেন, ফালতু আর আমায় ম্যানেজারিটা ঠেকিয়ে রেখেছেন কেন ?

ধনগোপাল ॥ আরে, ও নিজেই এসে পড়লো কিনা...

নদু ॥ এসে পড়লো তো কি হয়েছে ? গাড়িভাড়া দিয়ে দিন, বাড়ি চলে যাক্।

ঝড়েশ্বর ॥ বাবু !

ধনগোপাল ॥ না না, একে ছাড়া যাবে না। তোমার ও লোককে যেতে বলো।

নদু ॥ জ্যাঠামশাই, একটা বিশ হাজার টাকার বায়না ছেড়ে ও চলে এসেছে শুধু আমার কথায়। তার এখন কী হবে ? কী বে বসাক, বল্...

ঝড়েশ্বর ॥ (বসাককে) তা' বলে আমার বাঁধা-ঘরে ঢুকবেন আপনি ?

নদু ॥ তুমি আবার এখানে ঘর বাঁধলে কবে ?

ঝড়েশ্বর ॥ আপনার জনমের আগে।

নদু ॥ আবে চাপ শালা !

ধনগোপাল ॥ আঃ ঝড়েশ্বর ! বড় বেশি কথা বলো তুমি ! আসা থেকে হৈচৈ লাগিয়ে দিয়েছ ! নদু, ওকে এটা দিয়ে দাও।

[ধনগোপাল পকেট থেকে টাকা বার করে, বসাককে—]

শোন বাবা, তোমার অতো ক্ষতি তো আমি সামলাতে পাবব না। তুমি এই টাকাটা নিয়ে...

[ধনগোপাল একশো টাকাব নোটটা নদুর হাতে দেয। নদু নিজের পকেটে রাখে।]

নদু ॥ তাহলে ঝড়েশ্বরই থাকছে ?

ধনগোপাল ॥ হ্যাঁ। তুমি মালপত্তর কিনেছ ?

নদু ॥ কিসের মাল ?

ধনগোপাল ॥ চানযাত্রার মাল কিনতে যাওনি ? অতসীর কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে গেলে...

নদু ॥ (কাঁচুমাচু মুখে) সে তো পকেটমার হযে গেছে জ্যাঠামশাই...

ধনগোপাল ॥ পকেটমার !

নদু ॥ হ্যাঁ। ট্রেনে কোন্ শালা ব্লেড মেরে পুরো টাকাটা চোট করে দিয়েছে। এই দেখুন, কাটা প্যাণ্ট পবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। [নদু কাটাছেঁড়া পকেট দেখায়।]

ঝড়েশ্বর ॥ ডান হাত ভাঙা...ডান পকেটে টাকা ঢোকালেন কোন্ হাত দিযে ?

নদু ॥ সে তোমার ঐ খুন্তি দিয়ে ! হযেছে ?

ধনগোপাল ॥ টাকাটা বার করো নদু।

নদু ॥ সে কী ? আপনি আমায রিলাই করছেন না জ্যাঠামশাই ?

ধনগোপাল ॥ নদু, ওটা আমার হাবাগোবা নাতির টাকা !

নদু ॥ কী বলব বল্ তো বসাক ? জ্যাঠামশাই, আমি আপনার বর্গাদার তড়পে ধান আদায করে দিচ্ছি...আর সামান্য বারো'শ টাকার জন্যে...দেখ তো, কী ফ্যাচাঙে পড়ে গেলাম।

ধনগোপাল ॥ তোমাকে বিশ্বাস করে, প্রায় নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি কাজে নামলাম...আর তুমি যদি আমাকে এইভাবে...

নদু ॥ আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি জ্যাঠামশাই, সেদিনের পর থেকে আমি পুরো বিশ্বাসী হয়ে কাজ করছি। আমি সব ভুলে গেছি। ঐ রমেশবাবু...জোছনা মা...সব কথা।

ধনগোপাল ॥ (চমকে) যাও, যাও...টাকা আমার লাগবে না। এখন যাও...

নদু ॥ ঠিক আছে, এবার থেকে টাকাপয়সা হ্যান্ডেল করব না।

[সরসী ঝড়েশ্বরের জন্যে চা আনে।]

এ বসাক, চা খাবি ? (সরসীর হাত থেকে কাপ তুলে বসাককে দেয়) খ্‌ না, তোর জন্যে আমার বহুত কষ্ট হচ্ছে মাইরি ! তোকে রান্নার কাজটা দিতে পারলাম না !...জ্যাঠামশাই, বসাক আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। শোন্ বসাক, রথের আগে জ্যাঠামশায়ের পুরো ধানচাল উদ্ধার করে দিতে হবে। তোর কেটারিং বন্ধ রাখ, আজ আমরা নিমতিতা যাব।...মেলার ইনচার্জ বসাক, সরসী। বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে কেউ মেলায় কোন স্টল পাবে না। ওহো, তোর আর একটা ছোট্ট কাজ আছে মাইরি বসাক। রথের দিন তুই জগন্নাথকে কোলে বসিয়ে চূড়োয় তুলে দিবি। আমার হাত ভাঙা বলে বলছি যে।

সরসী ॥ সেটা বাবাই পারবে !

নদু ॥ পারবে না সরসী। দেড়মুনে নিমকাঠের গুঁড়ি...জ্যাঠামশাইয়ের পক্ষে আনপসিবল। পান আছে, পান ?

সরসী ॥ এখানে পান-ফান নেই।

নদু ॥ খাচ্ছো তো ! [সরসীর গালের পান দেখায়]

বসাক ॥ (নদুকে) চ-চ তো ! বা-বাড়িতে ঢু-উ-উকে পা-আ-আ-ন...চ-চ-অ-অ তো ! কি-ক-ক-কিচাইন করিস না ! [নদুকে টেনে নিয়ে বসাক বেরিয়ে যায়।]

সরসী ॥ যত বদমাস ছেলে বাড়িতে ঢোকাচ্ছ বাবা, তোমার কি হাল করে ছাড়ে দেখো !

ধনগোপাল ॥ ঐ রমেশের ছেলেটাই যত নষ্টের মূল। ওর হাতে লাঠি মারতে গেল কেন ?

সরসী ॥ মেরেছে বেশ করেছে।

ধনগোপাল ॥ আর ঐ রমেশ...আর এক কীর্তিধ্বজ ! কীর্তি করে দেশ ছাড়ল ! এখন বংশের মুখ রাখতে যত ঠেলা খাব আমি ! যতো নদু-মধু-যদু বুকের 'পরে বসে আমার গলা টিপে ধরবে। না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে। অ্যাই ঝড়েশ্বর, ঢের হয়েছে, আর না ! যাও বাড়ি যাও। এবার থেকে এ বাড়িতে আর উৎসব হবে না। [বাইরের দরজায় মন্মথ পাল।]

মন্মথ ॥ হবে না ?...দাদা সত্যি হবে না ?...সত্যি যদি না হয়...মানে নিজেরা যদি নাই করতে পারেন...তাহলে কিন্তু আমায় দেয়ার কথা রায়দা। বন্ধকী সম্পত্তির দলিল ফেরত দিচ্ছি। [পকেট থেকে দলিল বার করে।]

ধনগোপাল ॥ নেবে ?

মন্মথ ॥ নেব বলেই তো ঘুরছি। সব সময় পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। নদু যেদিন থেকে এ বাড়িতে ঢুকেছে, সেদিনই জানি আপনি পারবেন না। আপনার মত নির্ঝঞ্ঝাট সম্ভ্রান্ত মানুষ এ শালাদের ট্যাকল করবে কি করে ?

ধনগোপাল ॥ যাও নিয়ে যাও।

মন্মথ ॥ এই নিন। এই দু'হাজার এক টাকা। এটা প্রণামী।

ধনগোপাল ॥ না, না, টাকাপয়সা আমি নিতে পারব না। দলিলটা দাও...

[ধনগোপাল দলিল নিয়ে ভেতরে চলে যায়। মন্মথ হাত নেড়ে তার দলবলকে ডাকে। তারা কিলবিল করে ঢুকে পড়ে। রথ ঘিরে তাদের নিঃশব্দ কর্মব্যস্ততা শুরু হয়। পাযরা ডাকে।]

সরসী ॥ (চিৎকার করে) শঙ্খ! তোমার রথ নিযে গেল!

[শঙ্খ ছুটে আসে উঠোনে। ভাত খাওয়া ফেলে উঠে এসেছে। তার সারামুখে হাতে ভাত। রথের সামনে শুযে পড়ে সে মৃগীরোগীর মত গলা ফাটিয়ে ছটফট করতে থাকে।]

ঝড়েশ্বর ॥ শঙ্খবাবু শঙ্খবাবু.. ওঠো ওঠো...

[ঝড়েশ্বর শঙ্খকে তোলবার চেষ্টা করে। ধনগোপাল বেরিয়ে আসে।]

ঝড়েশ্বর ॥ (ধনগোপালকে) বাবু, মাথা গরম করবেন না বাবু! এইভাবে কেউ জগন্নাথের আসন বিদেয় করে? পাপ হবে বাবু!

[কোর্টে বেরুবার পোশাকে অতসী এসে দাঁড়িযেছে।]

ধনগোপাল ॥ পাপ! পাপ আবার কী! আমার পূর্বপুরুষ এতো পুণ্য করে গেছে, আমি দু'দিন বিশ্রাম নিতেও পারি। (রথটা দেখিযে) আমার কাছে ঐ কাঠের খাঁচাটা পাপেরও না পুণ্যেরও না। কেন ওটা বছর বছর রাস্তায বের করে টেনে বেড়াই জানো? অন্ততঃ কিছুদিন লোকে বলে, না হে, রাযেরা একেবারে মন্দ নয়। দু'চারটে ভালো কাজও তারা করেছে। কিছুদিনের জন্যে আমায নিন্দেমন্দ গঞ্জনা শুনতে না হয। আমার বাড়ি বাগান খেত খামারে ধ্বংসলীলা বন্দ থাকে। যেন কেউ আমায় শাসায় না...অত্যাচারী শাসক শোষক বলে না।

[শঙ্খকে টেনে তোলে।]

(অতসীকে) যা কোর্টে নিযে যা...যা নিযে যা—

[অতসী ঐ অবস্থায় শঙ্খকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে যায।]

ধনগোপাল ॥ (সরসীকে) যা ঘরে যা—(সরসীকে ঠেলে ঘরে পাঠিয়ে) যাও...তুমি নিয়ে যাও মন্মথ। [ধনগোপাল ঘরে চলে যায।]

ঝড়েশ্বর ॥ বাবু—বাবু—

[ঝড়েশ্বর ধনগোপালকে অনুসরণ করে বেরিযে যায়। হতভম্ব হয়ে আছে মন্মথর দলবল। পাযরা ডাকছে।]

কাকা ॥ লোকটার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। টাকাটা গিলিয়ে দিতে পারলে ভাল করতে মন্মথ।

মন্মথ ॥ নাও, এবার নিশ্চিন্তে বাঁধো। [সকলে বাঁধাবাঁধি সুরু করে] ...আচ্ছা কাকা, বলতে পারো মাধবকাটির এই বাড়িতে শ্রীজগন্নাথ কবে এলো? কী রূপে এলো? কীভাবে এলো? হেঁটে এলো, না গাড়িতে এলো? [কাকা হাঁ করে শুনছে।] ...ক'পুরুষ আগে মাধবকাটির এই বাড়িতে এক ফুটফুটে এগারো

বছরের মেয়ে বৌ হয়ে এলো। মায়াসুন্দরী। মায়াসুন্দরীর কর্তার বয়েস তখন চুয়াল্লিশ। [সঙ্গীরা একে একে মন্মথর গল্পে মনোযোগ দেয়।]

কাকা ॥ চার এগারং চুয়াল্লিশ!

মন্মথ ॥ রোজ সন্ধেবেলা মায়াসুন্দরী শ্যামসায়রে যায় গা ধুতে। গা ধুতে ধুতে একদিন দেখে শ্যামসায়রের মধ্যিখানে...ভুস্...

তৃতীয় সঙ্গী ॥ মাছ?

মন্মথ ॥ ছেলে! ভুস্ করে একটা ছেলে ভেসে উঠল।

কাকা ॥ ভুস্ করে ছেলে!

মন্মথ ॥ মাথায় তার পদ্মফুল। সাঁতার কাটতে কাটতে ছেলেটা ঘাটের কাছে এলো। শ্যামসায়রের জলে তখন সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। মায়াসুন্দরী গা ধুচ্ছে...

[মন্মথ হাতটা মুঠি করে ধরে।]

কাকা ॥ কী?

তৃতীয় সঙ্গী ॥ ঘুষি!

মন্মথ ॥ নুলো। ছেলেটার হাতখানা নুলো ছিলো। নুলো হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটা মাযাসুন্দরীকে বললে—মাসি, আমায ক্ষীরের মুড়কি খেতে দিবি?

কাকা ॥ (বিস্ময়ে ডুকরে ওঠে) জগন্নাথ!

মন্মথ ॥ সেই এলো জগন্নাথ। যাও, বাঁধো।...গপ্পোটা কীরকম কাকা?

কাকা ॥ এ বেত্তান্ত তো আগে কখনও শোনা যাযনি।

মন্মথ ॥ কি করে শুনবে? আমি এই মাত্তর বানালাম! কীরকম হযেছে?

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ খুব জাগ্রত। এইটা যদি আপনি হ্যান্ডবিলে ছাপিয়ে ছাড়তে পারেন না, ব্যবসা আপনার জমে গেছে—

মন্মথ ॥ তোমার দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় সঙ্গী ॥ হ্যাঁ।

মন্মথ ॥ গাছিটা দাও। খালি জগন্নাথ নিযে আমার ব্যবসাটাই দেখলে! অ্যাদ্দিন ধরে আমার মাছের ভেড়িতে কাম ক'র তোমরা কিছু কম পাও? জীবনে প্রথম গপ্পো বানালাম, তার গুণাগুণ নিয়ে কোন কথা নেই! টাকা-ব্যবসা-ব্যবসা-টাকা ছাড়া কিছু জানো না!

[সবাই মিলে বথ টানতে থাকে। বথটা একটু নড়েচড়ে উঠল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[ঐদিনই বিকেল।

রথটা এখনো রায়বাড়ির উঠোনে। রথের গায়ে মাথায় রঙিন পতাকা। শঙ্খকে নিয়ে কোর্ট থেকে ফিরল অতসী। যে পোশাক পরে বেরিয়েছিল শঙ্খ—তার বদলে এখন হালফ্যাশানের নতুন জামাপ্যাণ্ট। শঙ্খ রথটা দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অতসীও।]

অতসী ॥ ওমা, ও শঙ্খ, এ কীরে...রথটা যে রয়েছে!

[শঙ্খ উল্লাসে অস্থির। অতসীকে রথের সাজসজ্জা দেখাতে ব্যস্ত।]

হ্যাঁ হ্যাঁ...দেখছি দেখছি...ছাড় ছাড়...সরসী! সরসী!

সরসী ॥ (বাড়ির ভেতর) দিদি!

অতসী ॥ হ্যাঁরে, সকালে যে দেখে গেলাম মন্মথ পাল...

[সরসী আনন্দে হুড়মুড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।]

সরসী ॥ দূর মন্মথ পাল! ভাগিয়ে দিয়েছি। আমাদের রথ আমরা করব।

অতসী ॥ না-না, কী হ'লো বল্ না! এমন করে সাজালো কে!

সরসী ॥ বলছি। (ভেতরে তাকিয়ে) ও মশাই, বাইরে আসুন না।

অতসী ॥ কে রে? কে?

[চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মুকুল বেরিয়ে এলো।]

মুকুল ॥ আমি অতসীদি!

মুকুল...! [সবাই হাসে।]

একেবারে সিনেমার মতো রে দিদি। যেই রথের চাকাগুলো গড়াতে শুরু করেছে...অমনি সামনে হাজির! থামাও রথ! বলো, কতো টাকা পাওনা তোমার!

মুকুল ॥ আপনাদের মন্মথ পাল তো ঘাবড়ে গিয়ে তোত্‌লাতে শুরু করেছে।

সরসী ॥ তো-ত-ত-ত-তো ভেগে গেল!...আরে কোথায় মাধবকাটির মেছোভেড়ির মালিক, কোথায় বম্বের হিরো!

মুকুল ॥ অতসীদি, বম্বের হিরো কিন্তু খুব পছন্দ!

সরসী ॥ মোটেই না। বম্বে বাংলা সব একরকম...আজকাল সব হিরোদের আমার কিরকম নদু-নদু লাগে! [মুকুল হাসে।]

অতসী ॥ হ্যাঁরে, বাবা...বাবা কী করল! কী বলল!

সরসী ॥ বাবা হাঁ! গালে একধামা মাছি! খুব লজ্জা পেয়ে গেছে। সেই থেকে দরজা ভেজিয়ে বসে আছে। যাও না...যাও না...কী বলে শোনো না...

অতসী ॥ যাক্। উঃ, সারাদিন কোর্টের মধ্যে ছটফট করছি! বাড়ি গিয়ে দেখব, উঠোনটা খালি! রথটা নেই!

মুকুল ॥ আমি আসব ভাবেননি তো!

অতসী ॥ ভাবিনি তা ব'লো না। এ বাড়ির একটা মায়া আছে গো! আমাদের ছায়ায় একবার যে বসেছে...

[একটা ভোঁ শব্দ শুনে ওরা চমকে ঘুরে দেখল রথের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে শঙ্খ তার বাঁশি বাজাচ্ছে।]

সরসী ॥ মাগো! ও কে!

মুকুল ॥ করেছ কী শঙ্খবাবু! ব্যাগি প্যাণ্ট!

সরসী ॥ কী স্মার্ট লাগছে! দিদি, তুমি ওকে কত কী কিনে দিয়েছ!

অতসী ॥ (লজ্জা পেয়ে) করব কী! যা দেখছে বায়না ধরছে। দেব না বললে রাস্তায় গড়াগড়ি! লোকের সামনে লজ্জায় মরি!

মুকুল ॥ কেমন জব্দ! মার ব্যাগ ফাঁকা করে দিয়েছে...

অতসী ॥ তেমনি গাঁট্টাও খেয়েছে! [মুকুল ভেতরে গেল।]

সরসী ॥ (অভিমানে) কেবল আমার বেলায় তোমার পয়সা থাকে না দিদি!

অতসী ॥ আহা, ক'দিন বাদে তোর জন্যে তো বাপু ঢের কেনাকাটা করা হবে...অঘ্রাণ মাসে...

[শঙ্খ তার বাঁশিটা সানাইয়ের মতো ধরে সরসীর কানের কাছে বাজায়। নানা ভঙ্গিতে বিয়ের ঢঙঢাঙ দেখিয়ে সবসীকে ক্ষেপায়।]

সরসী ॥ উফ্! দেখছো...দেখছো দিদি...

[মুকুল এক কাপ চা এনে অতসীকে দেয়।]

অতসী ॥ আরে বাবা, বাড়িতে পা না দিতেই...

মুকুল ॥ করাই ছিল। আপনার জল নিয়েছিলাম...

অতসী ॥ (চায়ে চুমুক দেয়) আঃ—বাঃ!

সরসী ॥ দিদি, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। শঙ্খকে দেখে আজ সবাই টেরা হয়ে যাবে!

অতসী ॥ (সতর্ক হয়ে) অ্যাই, সেদিনের মত ওকে নিয়ে রাত করবি না। তাড়াতাড়ি ফিরবি। কোর্ট-কাছারি গুঁতিয়ে এসে আমি কিন্তু রাঁধতে পারব না।

সরসী ॥ কেন? (মুকুলকে দেখিয়ে) একটা বেলা তোমার বন্ধের বাবুর্চিকে দিয়ে রাঁধাও না!

[মুকুল হেসে সরসীকে তাড়া করে। শঙ্খকে নিয়ে সরসী ছুটে বেরিয়ে গেল।]

মুকুল ॥ কোর্টে কী হ'লো অতসীদি, মামলার...?

অতসী ॥ [গম্ভীর মুখে] কী হবে বুঝতে পারছি না। জজের তো আজ অন্য সুর। হঠাৎ আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে...

মুকুল ॥ কিছু বললেন?

অতসী ॥ ...শঙ্খকে ছেড়ে দিতে বললেন, ওর বাবার হাতে।

মুকুল ॥ (চমকে) কারণ?

অতসী ॥ ছেলের আঠারো পেরিয়ে গেছে। আইনত বাবাই তাকে পাবে। ...বললেন, ভেবে দ্যাখো মা...তুমি কী পারবে ছেলেকে স্বাভাবিক মানুষ করে তুলতে? কতো আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল, পারবে ছেলেকে তার সুযোগ দিতে?...ওর সব দাবি, বাঁচা-মরার সব দায়, শেষ অবধি পারবে টানতে?

মুকুল ॥ সত্যি! জ্যাঠামশাই চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। সরসীরও বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি একা পড়ে যাবেন অতসীদি।

অতসী ॥ তুমিও যে জজের মতো বলছ! কী বলছ, ছেলেটাকে ছেড়ে দেবো!

মুকুল ॥ তা ওর বাবা যদি ছেলের জন্যে সত্যিই কিছু করতে চান...হতে পারে ভদ্রলোক এখন রিপেনট্যান্ট!

অতসী ॥ মজা, না? যে ছেলের জন্যে আমায় তাড়ালো...সেই ছেলেকে এখন ঘরে ফিরিয়ে নেবে, পথে পড়ে থাকব আমি!

মুকুল ॥ অতসীদি, শঙ্খর একটা আলাদা ভবিষ্যৎ আছে! সেটাকে আপনার নিজের রাগ অভিমানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না!

অতসী ॥ আর আমার ভবিষ্যৎটা যে আমি ঐ ছেলের জন্যে ধ্বংস করে বসে আছি! জানো একসময় আমি একটা চাকরি পেয়েছিলাম, বেশ ভালো টাকার চাকরি! কেন করিনি জানো? চাকরি করলে খোরপোষটা বন্ধ হয়ে যাবে বলে!

মুকুল ॥ তাই? চাকরিটা করলেন না!

অতসী ॥ হুঁ, তাই। আমি বিয়েও করতে পারতাম। করিনি লোকটাকে আমি ছাড়ব না বলে। এ জীবনে তাকে নিষ্কৃতি দেব না।

মুকুল ॥ একটা জড় ছেলে কোলে নিয়ে ভাঙা বাড়িটায় বসে থাকবেন, মাস মাস লোকের ভিক্ষের টাকা নেবেন বলে!

অতসী ॥ ভিক্ষে নয়, ঐ লোকটার শাস্তি— [অতসীর চোখের কোণে জল।]

মুকুল ॥ সবি!...কিন্তু নিজের জীবনটাকে আপনি কীভাবে নষ্ট করলেন! অন্যকে শাস্তি দিতে গিয়ে, ভেবে দেখুন, আপনি নিজে কোথায় দাঁড়ালেন, শঙ্খকে কোথায় দাঁড় করাচ্ছেন অতসীদি!

[অতসী ভেতরে গেল। দ্রুত পায়ে মন্মথ পাল ঢুকল।]

মন্মথ ॥ কই, রায়দা কই, রায়দা...

মুকুল ॥ কী ব্যাপার? আপনি আবার এসেছেন?

মন্মথ ॥ জ্যাঠামশাইকে ডাকুন—

মুকুল ॥ আপনি তো আপনার দলিল ফেরত নিয়ে গেছেন! শুনুন, রথ আপনি পাচ্ছেন না।

মন্মথ ॥ রথ! দূর মশাই, ও সব রথ-টথ এখন আমার মাথার বিশ কিলোমিটারের মধ্যে নেই! যা অবস্থা, মাধবকাটির রথযাত্রা এবার ভোগে উঠল!

মুকুল ॥ মানে!

মন্মথ ॥ আপনাদের ম্যানেজার নদু...কী কাণ্ড করেছে খবর রাখেন? নিমতিতের এস্তাজ

মিঁয়ার বিবিকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে! রথ! মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে, নিমতিতের চাষীরা তো বলছে বটতলার পথ দিয়ে রায়বাড়ির রথ কী করে চলে তারা দেখে নেবে! [ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ধনগোপাল।]

ধনগোপাল ॥ নদু কাকে মেরেছে, সে দায় কী আমার?

[বাইরের পথে উদয় ঢোকে।]

উদয় ॥ তা বললে তো চলে না দাদা। নদু কেন মেরেছে? আপনার বর্গার ফসল আদায় করতে গিয়েই তো...

মন্মথ ॥ (ধনগোপালকে) দাদা, দুপুরবেলা এন্তাজের বুড়ি বিবি দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছিল...চারপাশ সুনশান...এক লাথি মেরে সানকি সমেত বুড়িটাকে উঠোনে ছিটকে ফেলে দিয়েছে! ঘরে ঢুকে দশ বস্তা সাদা সর্ষে টেনে বার করেছে...বলে জগন্নাথের পুজোয় লাগবে!

উদয় ॥ এসব কী কাণ্ড দাদা! বর্গার ফসল নিয়ে এন্তাজ যদি কোন গোলমাল করে, সেটা আপনি আমাদের বলুন! তা না, তার পেছনে আপনি গুণ্ডা লেলিয়ে দিলেন! কী? দাঙ্গা যদি বাঁধে, তার দায়িত্ব অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে!

মন্মথ ॥ যদি বাঁধে কি বলছ ভাই উদয়? বেঁধে গেছে। এন্তাজের ভাইপোরা আমার ভেড়িতে কাজ করছিল। তারা তো খবর পেয়ে রে-রে করে বাড়িমুখো ছুটল। মোচ্ছবের দিন কি হয় দ্যাখো!

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই কি কাউকে মারধোর করতে বলেছিলেন?

মন্মথ ॥ ও তো বলতে হয় না ভাই। রামচন্দ্র কি হনুমানকে বলেছিল, যা গন্ধমাদন পর্বত উপড়ে নিয়ে আয়! তবে?

উদয় ॥ একটা লুম্পেন অ্যান্টি-সোশালকে ঘরে পুষলে কী হয়, কী হতে পারে...প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের সেটা বোঝা উচিত।

ধনগোপাল ॥ তুমিই তো ওকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে!

উদয় ॥ এসব কী গাইছেন দাদা! আমি মিটমাট করে নিতে বলেছিলাম। আমি নিশ্চয় বলিনি, তাকে দিয়ে দরিদ্র চাষার ঘরে লুটপাট চালাতে! কী?

মন্মথ ॥ বলেছিল?

উদয় ॥ আসলে ব্যাপারটা কী জানেন দাদা,...আপনাদের পরিবার চিরদিন লেঠেল পাইকের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজ হাসিল করে এসেছে। আজ নদুকে পেয়ে সেই ফিউডাল কায়দায় তাকে ব্যবহারের লোভটা এড়াতে পারেননি। কী? বোঝাতে পারলাম?

মুকুল ॥ এখন কী করতে হবে সেটা বলুন...

উদয় ॥ দাঙ্গাটাকে রুখতে হবে...রথটাকে চালাতে হবে। রথটা আপনারা মন্মথকে দিয়ে দিন। কী মন্মথ? এই অবস্থায় নিতে পারবে দায়িত্ব?

[মুকুল ব্যাপার বুঝে দ্রুত পায়ে ভেতরে যায়।]

মন্মথ ॥ সে তোমরা পাঁচজনে যদি বলো...

উদয় ॥ আমার মনে হয় তুমি পারবে। তুমি হাতে নিলে ওরা আর হাঙ্গামা করবে না। তাছাড়া এন্তাজের ভাইপোরা তো তোমার ভেড়িতে কাজ করে...আসলে রাগটা তো তোমার ওপরেও নয়, রথের ওপরেও নয়...রাগটা—

[বাইরে কাউকে দেখে উদয় চুপ করে যায়। বৃদ্ধ চাষী এন্তাজ ঢুকছে গম্ভীর মুখে।]

মন্মথ ॥ আরে মিঁয়া, তুমি এখানে কী করতে...সঙ্গে কেউ আছে নাকি ?

উদয় ॥ শোনো এন্তাজ, বাড়ির 'পরে কোন হাঙ্গামা চলবে না। চলো...বাইরে চলো, আমরা দেখছি তোমার ব্যাপার...

মন্মথ ॥ মিঁয়া, তোমার যা হবার তো হয়েই গেছে। চলো, সব মিটিয়ে দিচ্ছি...তোমার সব ক্ষতিপূরণ যাতে হয়...আচ্ছা, যা টাকা লাগে আমিই দেব।

এন্তাজ ॥ (গম্ভীর ভাবে) আমার ব্যাপারে আমারেই কথা বলতে দাও না বাপু !

[উদয়ের ইশারায় মন্মথ তার পিছু পিছু বেরিয়ে যায়।]

ধনগোপাল ॥(ভীত সন্ত্রস্ত) আমি তোমার বাড়ি লুটতরাজ করতে কাউকে পাঠাইনি এন্তাজ ! নদুকে যদি আমি পাঠাবো, তবে তো আমার ঘরেই লুটের মাল মিলবে ! ঘরে উঠে খুঁজে দ্যাখো, সে সর্ষের এক দানা যদি পাও ! এন্তাজ, আমি তোমাকে মারতে লোক পাঠাবো ! [অতসীকে নিয়ে মুকুল বেরিয়ে এলো।]

এন্তাজ ॥ আমি বুঝেছি বড়বাবু। ঐ নদু শযতানটাই হৈ-চৈ করে গণ্ডগোলটা পাকালে...আর দোষটা গিয়ে পড়ল তোমাদের ওপর। তুমি কখনো এ কাজ করতে পারো না।

অতসী ॥ তাই যদি বুঝে থাকো এন্তাজদা, তাহলে তোমার ভাইপোদের থামাও, তোমার গাঁযের লোকদের থামাও...

এন্তাজ ॥ ও বড়মেয়ে, এ বুড়োর কথা আর কেউ শুনবে না। হাতের কোদাল ফসকে গেলে, ভাল গাছটাই আগে কাটা পড়ে। সাবা গাঁ ফুঁসছে। আমি কই বডবাবু, তুমি প্রফুল্লবাবুকে গিয়ে ধরো...

ধনগোপাল ॥ কাকে ?

এন্তাজ ॥ আমাদের গাঁ'র মান্ষে তারে বড মান্যি করে। প্রফুল্লবাবু ছাডা আর কেউ এখন তাদের ঠাণ্ডা করতে পারবে না।

অতসী ॥ তাই যাও বাবা...

ধনগোপাল ॥ কী হবে ? কিচ্ছু হবে না। ঐ যে উদয়...প্রফুল্ল মণ্ডলেব ডানহাত, ঐ তো বলে গেল মন্মথকে রথটা দিয়ে দিতে ! ওর কথা শুনলে আমার গা শিরশির করে।

এন্তাজ ॥ আরে ছাড়ো দিকিনি ! উদয় ! কালকা যোগী ! না না, উদয়ের কথা শুনে উৎসব হাতছাড়া কোরো না। প্রফুল্লবাবুর নাম ভাঙিয়ে মোড়লি করে বেড়াচ্ছে।

অতসী ॥ আমিও শুনেছি বাবা, উদয়রা এমন অনেক কাজ করে বেড়ায়, যাতে প্রফুল্লবাবুর কোন সায় নেই। অনেক সময় তিনি জানতেও পারেন না।

ধনগোপাল ॥ না না, কোনদিন যার কাছে যাইনি, আজ গলবস্ত্র হয়ে তার দোরে দাঁড়াতে পারব না। তাতে আমার যা হয় হোক...

মুকুল ॥ কেন ? কোনো এক সময় উনি জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন বলে ! জ্যাঠামশাই সে জমিদারিও নেই, সে লড়াইও নেই। তবু যদি পুরোনো মান অভিমান নিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন...ক্রমশ একটা প্রাচীন মানুষ হয়ে যাবেন জ্যাঠামশাই !

অতসী ॥ সব লোক তখন তোমাকেই সন্দেহ করবে, শত্রু ভাববে !

মুকুল ॥ একদিন এমন হবে, দেখবেন, বাইরের ঐ সমস্ত বড় বড় রাগ-ঘেন্নার সামাল দিতে পারছেন না, আপনার ঐ ছোট ছোট কৌশলে !

ধনগোপাল ॥ কৌশল ! আমি কী কৌশল করছি ?

মুকুল ॥ করছেন না ? নদুর মতো একটা ছেলেকে বাড়িতে অ্যাকসেস্ দেওয়া বোকামি না ? ও এন্তাজ মিঁয়া যাই বলুক, নদুর অপকীর্তির দায় আপনারও !...হ্যাঁ, আপনি লুটপাট করতে বলেননি ঠিক, কিন্তু তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে ফসল আদায়ের কৌশলটা করেছিলেন !

ধনগোপাল ॥ কী করব, আমি তো আমার ফসলের ন্যায্য ভাগ পাই না। বলুক এন্তাজ, ওরাই কি দেয় ভাগের ভাগ ? দাও তুমি ?

এন্তাজ ॥ আমি দিতে চাই, ও বড়বাবু, এবারো তোমার সর্ষে দিতে মন করেছিলুম। তো মোর ভাইপোরা বলে, জমিদারের বাচ্চার জন্যে তোমার অত কিসের পিরীত !

ধনগোপাল ॥ জমিদারের বাচ্চা ! জমিদার তো না ! আমার বাপ চোদ্দপুরুষ কী অন্যায় করে গেছে, তার জন্যে আমি নাকে খৎ দিয়ে লোকের দোরে যাবো কেন ? কই, তোমরাও তো আমায় তোমাদের একজন ভাবো না ! তোমরাও তো ধরে বসে আছো, আমি সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ ! তাহলে বলো, এই সমাজে আমার কোনো জায়গা নেই ! আমি একটা জঞ্জাল ! একটা চণ্ডাল ! সময় যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারে, তখন কারুর দিশে থাকে না। হাতের কাছে যা পায়...যাকে পায়...তাকেই আঁকড়ে ধরে। আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চায়। আমি নদুকে পেয়েছি, নদুকেই ধরেছি... [বলতে বলতে ধনগোপাল উঠে দাঁড়ায়।]

অতসী ॥ যাচ্ছো প্রফুল্লবাবুর কাছে ?

[ঘাড় নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকে গেল ধনগোপাল।]

বাবা, মন্মথ পাল মড়ার খাটিয়ার মতো রথটাকে দুবেলা বেঁধে নিয়ে যাবে, তুমি তাও সহ্য করবে, তবু ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষের মুখোমুখি হবে না ?

মুকুল ॥ আমি যাব অতসীদি ?

অতসী ॥ পারবে সব বুঝিয়ে বলতে ?

এন্তাজ ॥ যাও, তাই যাও বাপ। সবাই মিলে তোমরা ঐ নদুটাকে ছিঁড়ে ফেলো দিকিনি...

অতসী ॥ আর প্রফুল্লবাবুকে বলো, আমাদের উৎসবটা যাতে শান্তিতে হয়...

[মুকুল চলে গেল।]

এন্তাজ ॥ সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবনা করো না বড়মেয়ে। প্রফুল্লবাবু সব ঠিক করে দেবে। তোমাদের মোচ্ছব সেই আগের মতোই হবে।...উঠিগো বড়মেয়ে...

অতসী ॥ ও এন্তাজদা, কতদূর থেকে এলে, একটু জলটল খেয়ে যাও। বসো।

[অতসী ভেতরে গেল।]

এন্তাজ ॥ (জোরে) আর লোকে যাই বলুক, আমি যে তোমাদের ভুল বুঝিনি সেটা জানিয়ে যেতেই এলাম গো বড়মেয়ে!

[ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে মন্মথ বেরিয়ে আসে।]

মন্মথ ॥ কী গো মিঁয়া? লজ্জা করে না? যার লোক তোমার বিবিরে ঠ্যাঙালো, বে-আব্রু করল, তার ঘরে জলটল খাচ্ছো!

এন্তাজ ॥ তুমি কি ঐ পাঁচিলের আড়ালে ছিলে?

মন্মথ ॥ ছিলাম। আবার প্রফুল্ল মণ্ডলের কাছে পাঠালে সওয়াল করতে! কেন, তোমার অতো পিরীত কেন? বাড়ি চলো...গাঁ'র মানষে তোমারেই আজ কুপিয়ে কিমা বানাবে!

[অতসী চিঁড়ে বাতাসা ও জলের ঘটি নিয়ে ঢোকে। মন্মথ সহজ হবার চেষ্টা করে।]

কি দিদি, চিঁড়ে বাসাতা! থুড়ি... বাসাতা? দূর, বাসাতা...

[যতোবার বাতাসা বলতে যায় মন্মথ, বেরিয়ে আসে বাসাতা। এন্তাজ সজোরে লাঠি ঠেকে মন্মথর পায়ের কাছে। অপ্রস্তুত মন্মথ বেরিয়ে যায়।]

এন্তাজ ॥ এই একটা লোক...বুঝলে বড়মেয়ে, সেই তখন থেকে মোদের গাঁ'র মান্ষেরে উস্কোচ্ছে! বলে, তোমরা রায়বাড়ির রথ আটকাও! দাঙ্গা বাঁধাবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে!

অতসী ॥ লাঠিটা কস্কালে কেন? ঐ বাসাতার গায়ে মারতে পারলে না?

এন্তাজ ॥ (হেসে) আগের দিন হ'লে এতোক্ষণ হেল্থ-সেণ্টারে। না এন্তাজদা...

অতসী ॥ তুমি কোনো কম্মের নাও ধরো...

[এন্তাজ চিঁড়ে বাতাসা নিযে খেতে শুরু করে।]

অতসী ॥ রথের দিন তোমরা সব আসবে তো এন্তাজদা...

এন্তাজ ॥ (খেতে খেতে) আর লোকে কি করবে জানিনে...তবে আমারে কেউ ঠেকাতে পারবে না। দু'কুড়ি আমের কলম বেঁধে রেখেছি, রথের মেলায় সেগুলো বেচতে হবে না?

অতসী ॥ গাঁয়ে এই একটাই যা বড় উৎসব...সেটাও যদি বন্দ হয়ে যায়! বলো, লোকে কত আনন্দ করে...

এন্তাজ ॥ হুঁ হুঁ, পুরো সাতদিনের মেলা! সাতটা দিন নিমতিতের কারো ঘরে হাঁড়ি চড়ে না গো! ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সব তো মেলায়, চরকি ঘুরছে! আমার বুড়ি তো সারা জষ্টিমাস আম ছোঁয় না। ঐ বসে থাকে, কবে আষাঢ়ের মেলায় ফজলি উঠবে...হে হে, বুড়ির খুশি!

অতসী ॥ প্রফুল্লবাবু যদি সব মিটিয়ে দেয়...কাল আমাদের চানযাত্রার উৎসব। সন্ধেবেলা পিদিম জ্বালিয়ে রথ সাজাবো। তুমি তোমার বিবিকে নিয়ে আসবে।

এন্তাজ ॥ আসব আসব। ও বড়মেয়ে, আজকের ছেলেরা জানে না, এমন দিন ছিল, উচ্ছব মোচ্ছবে আমরা সারাদিন তোমাদের দেউড়িতে পড়ে থাকতাম। কতো

হৈ হল্লা খাওয়া দাওয়া যাত্রাগান...কত্তো রাতে সব নিমন্ত্রিতে ফিরতাম...মাঠ ঘাট বন বাদাড় তখন জলে থৈথৈ...ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। আর গাঁয়ের মেয়েরা আল বেয়ে পথ চলতে চলতে দল বেঁধে গান ধরত...
[অতসী গুনগুন করে মুসলমান মেয়েদের গানের কলিটা গায়। জল খেতে খেতে ঘাড় নাড়ে এস্তাজ—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ সেই গানটা...]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরদিন সন্ধেবেলা। সরসী জ্বলন্ত প্রদীপে সাজিয়ে দিচ্ছে রথখানা। গুনগুন করে গাইছে আগের দৃশ্যে অতসীর গাওয়া গানের কলিটা। নিঃসাড়ে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে নদু এসে দাঁড়াল তার সামনে। সরসী চমকে উঠল।]

নদু ॥ মুকুল কোথায় ?

সরসী ॥ জানি না।

নদু ॥ মুকুল কাল প্রফুল্লদার কাছে আমার নামে সাতখানা করে লাগিয়েছে। প্রফুল্লদার মদত পেয়ে সে আমার চাকরি খেয়েছে।

সরসী ॥ বেশ করেছে।

নদু ॥ কী হয়েছে ?

সরসী ॥ বেশ করেছে। বাবার নাম করে সব জায়গায় গুণ্ডামি করে বেড়াবে...চাকরি খাবে না, পুজো করবে !

নদু ॥ ভাল হবে না সরসী। যারা আমার ভাত মারছে, কাউকে ছাড়ব না। মুকুলকেও না, লীডার প্রফুল্লকেও না। তুমি মুকুলকে বলবে, সে যেন আমার সার্ভিস ফিরিয়ে দেয় !

সরসী ॥ যাও, যাও, নিজে গিয়ে বলোগে...

নদু ॥ তুমি বললে শুনবে ! মুকুলের সঙ্গে তো তোমার ভাব আছে।

সরসী ॥ অ্যাই, আজেবাজে কথা বলবে না নদু !

নদু ॥ ও শালা মুকুলের হিরোগিরি আমি চুপসে দেব ! শালা বাপের খাত পেয়েছে !

সরসী ॥ এখানে ঘ্যান-ঘ্যান করবে না ! যাও—আমাদের বাড়িতে কক্ষনো আসবে না তুমি।

নদু ॥ কেন, ঘেন্না হচ্ছে নাকি ? এ্যঁঃ, যে বাড়ির বাবুরা ঝাড়লণ্ঠনের নিচে কোঁচা দুলিয়ে ফুর্তি করত, তাদের মেয়ের আবার...তা হ'লে কিন্তু আমি মা-কে এখানে নিয়ে আসব !

সরসী ॥ কাকে !

নদু ॥ আমার জোছনা-মাকে। তোমায় তো রথের দিন বরপক্ষ দেখতে আসছে, জোছনা-মাকে সভার মাঝে দাঁড় করাবো— মা সব ফাঁস করে দেবে।

সরসী ॥ এতদিন নিজে ছিলে, এবার মাকেও আনতে হচ্ছে! মা আসবে?

নদু ॥ কেন আসবে না? মা তো অত্যাচারিত হয়েছে ঐ রেমো রায়ের হাতে!

সরসী ॥ চুল পেকেছে বুড়িটার, বদমায়েসি কমেনি!

নদু ॥ কী হয়েছে? আমার মায়ের দোর্ষ

সরসী ॥ গলায় যে সোনার হারটা পরে বুড়ি আজো নেচে বেড়ায, সেটা কার কাছ থেকে বাগানো! ভয দেখিয়ে রমেশকাকাকে চুষে খেয়েছে! অত্যাচারিত হয়েছে! মা শেতলা— [নদু অতসীর হাতের প্রদীপটা ফুঁ দিযে নিভিয়ে দেয়।] অ্যাই, কী হচ্ছে?

নদু ॥ সব নিভিয়ে দেব...(ছুটে গিয়ে রথের প্রদীপগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নেভায়)...এই বাড়িটা দেখলে আমার সব কেড়ে নিতে ইচ্ছে করে!...জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে ইচ্ছে করে! এদের এতো ছিল কেন, কেন ছিল এতো?

সরসী ॥ ছিল বলেই পকেটটি কাটতে পারছ ভাল করে! তবে আর না, আর পারছ না। প্রফুল্লবাবু বলেছেন তোমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবেন!

নদু ॥ আমার জন্যে তোমার কষ্ট হয না সরসী? জ্যাঠামশাইকে ব'লো, আমি সব ভুলে যাবো, জ্যাঠামশাই যদি প্রফুল্লদাকে একবার বলেন, তবে আর গাঁ ছাডতে হয় না! সরসী, তোমার পা ধরছি সরসী...

[নদু বাঁ হাত দিয়ে সরসীর পা ধরে। অতসী ও শঙ্খ বাইরে থেকে ঢোকে। ওরা মন্দির থেকে ফিরছে। শঙ্খর পরনে নতুন কাপড, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন।]

অতসী ॥ অ্যাই, কে রে!

সরসী ॥ (কেঁদে ফেলে) দ্যাখো না দিদি, সেই থেকে...

অতসী ॥ যা, বাবা আর মুকুলকে ডেকে আন তো! ওরা শ্যামসাযরের ধারে—ছুটে যা...

[সরসী বেরিযে যায। নদু বাগানের দিকে বেরুতে যায—]

অ্যাই দাঁড়া! পালাবি না। আর তোকে ভয় পাই না। ফের যদি এ বাড়িতে ঢুকবি...তোর ঐ একটা হাত ভাঙা, আর একটা হাত ভাঙব!

নদু ॥ (ফিক করে হেসে) দূর, হাত ভাঙা কে বললে! আমাদেব কি সত্যি সত্যি হাত ভাঙলে চলে দিদি?

[নদু হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে। কবজি ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দেয় হাতে কিছুই হয়নি।]

অতসী ॥ অ্যাই জোচ্চোর! অ্যাদ্দিন ধরে তুই আমাদের ঠকালি...এইভাবে ...এইভাবে ঠকালি!

[নদু হাসতে হাসতে পাঁচিল টপকে পালাচ্ছে...অতসী তার পিছু তাড়া ক'রে বাগানে ঢোকে। অন্ধকারে কাউকে দেখা যায় না। শুধু অতসীর চিৎকার ঃ শয়তান! এইভাবে ঠকালি! এইভাবে...কোথায় গেলি! গাঁ-ছাড়া করব তোকে...

হঠাৎ মাঝপথে অতসীর হাঁকডাক আচমকা বন্ধ হয়। একটা চাপা গোঙানি শোনা যায় অতসীর। তারপরই বাগানটা নিশ্চুপ। পায়রাদের গলা মোচড়ানো ডাক শোনা যাচ্ছে। যেন পায়রার গলায় অতসী, কিংবা অতসীর গলায় পায়রা ডাকছে। এখন শঙ্খকে দেখা যাচ্ছে রথের সর্বোচ্চ চাতালে। রথের গায়ে রঙিন পতাকা, চারপাশে জ্বলন্ত প্রদীপ, চূড়োয় শঙ্খ...ফুলের মালা গলায়। বাগানের ঐ অন্ধকারের দিকে শঙ্খর চোখ বিস্ফারিত। তার শরীর কাঁপছে বাঁশপাতার মতো। কী দেখছে সে, কী দেখছে? বারকোশের ওপর রাশীকৃত প্রসাদ নিয়ে যামিনী ঠাকুর ঢুকল।]

যামিনী ॥ চানযাত্রার পেসাদ এনেছি, ধরো...অতসী...অতসী...কোথায় গেলে? (শঙ্খকে দেখতে পেয়ে) মা কই? এই যে দুজনে এলে! ও শঙ্খবাবু...কী দেখছো আঁধারে? ওকি কাঁপো কেন? তুমি যে কখন কী করো! সাপ-টাপ দেখলে নাকি? এসো...নেমে এসো...জগন্নাথের চানযাত্রার কাহিনী শুনবে না? এসো! তুমি তো গল্পটল্প শুনতে ভালবাসো। শোনো, ঠাণ্ডা কনকনে জলে...এই আজকের দিনে...জগন্নাথ তো চান সারলেন। অমনি শরীরে ধরল কাঁপুনি...হি হি হি...এলো জ্বর...বেদম জ্বর। লক্ষ্মী বললেন, তবে রে অকম্মা, আমায় না বলে তুমি ঠাণ্ডা জলে চান করতে গেছো! থাকো শুয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে। তোমায় আজ খেতেও দেব না, উঠতেও দেব না। আর জগন্নাথ উঠবেনই বা কী করে? তাঁর তো হাতও নেই, পা-ও নেই। তবে রে? জগন্নাথ বললেন, তবে রে! আমি উঠতে পারিনে ভেবেছ? ওগো আমি অপানিপাদ তবু দ্রুতগতি! (গানে) আমি অপানিপাদ—তবু দ্রুতগতি...(থেমে) এই না বলে জগন্নাথ ফুলমালা ধারণ করলেন, কপালে মাখলেন চন্দন, চড়ে বসলেন রথে। জ্বলল আলো, বাজল বাদ্যি...চলল বাহন গড়গড়িয়ে...পিছু পিছু চলল কতজন...

[গান]

চলে সুখীজন দুখীজন সুজন কুজন...
পাপী তাপী কত অন্ত্যজন...

(গান থামিয়ে) আহা, কী সে শোভা...কী সে সমারোহ! সে এক মস্ত শোভাযাত্রা...

[শঙ্খ পূর্ববৎ বিস্ফারিতনেত্র, পূর্ববৎ কম্পমান। যামিনী এবার সচকিত হ'লো। শঙ্খর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাগানে তাকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে।]

যামিনী ॥ অতসী!

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[অনেক রাতে রায়বাড়ির উঠোনে ভূতুড়ে অন্ধকার। বারান্দায় ধনগোপাল ও যামিনী। একটা তাণ্ডব বয়ে গেছে তাদের ওপর দিয়ে। বাড়ির ভেতরে সরসীর কান্না শোনা যায়। উঠোনে বসে যামিনীও নিঃশব্দে কাঁদছে।]

ধনগোপাল ॥ (নেপথ্যের উদ্দেশে) চুপ কর্, চুপ কর্! আর লোকজানাজানি করিসনে তোরা। অ্যাই যামিনী, তোমায় যেতে বললাম না! যাও! শোনো—কেউ যেন জানতে না পারে—আজ ভর-সন্ধেবেলায় কী হয়েছে আমার বাড়ি...

যামিনী ॥ গোড়ায় আমি বুঝতে পারিনি বাবু, শঙ্খবাবু যে কী দেখছে...কী দেখে অমন কাঁপছে। শেষে পাঁচিলের ধারে গিয়ে দেখলাম—

ধনগোপাল ॥ তুমি না দেখলে বোধহয় শ্যালকুকুরেই টেনে নিয়ে যেত আমার বড় মেয়েটাকে...(বাড়ির ভেতরে মেয়েদের কান্না) কে! আবার কাঁদে কে! ওঃ, মেয়ে দুটোর মুখে কাপড় গুঁজে দাও না যামিনী! ওরা কি আমায় মুখ দেখাতে দেবে না? কী লজ্জা! যাও তো যামিনী...যাও, ঘরের আলো নিভিয়ে দাও, জানলার খড়খড়ি ফেলে দাও...অমাবস্যের রাত করে দাও...

[ধনগোপাল ছুটে গিয়ে রথের পতাকা ছিঁড়তে ছিঁড়তে দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজেই কাঁদতে থাকে। বাইরের পথে মুকুল ঢুকল।]

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই...জ্যাঠামশাই, এসব কী করছেন?

যামিনী ॥ কাকাবাবু!

ধনগোপাল ॥ ছাড়ো...ছাড়ো...

মুকুল ॥ জ্যাঠামশাই, একটু শান্ত হন। [যামিনী ও মুকুল ধনগোপালের হাত ধরে।]

ধনগোপাল ॥ কেন আর এসব? আর সাজিয়ে রেখে কী হবে? এরপর এ বাড়িতে আর তো উৎসব হবে না! কাল যখন মন্মথর হাতে রথখানা তুলে দেব, শুদ্ধ পবিত্র অবস্থায় দিতে হবে তো।

মুকুল ॥ রাখুন মন্মথ পাল! কাল সকালে প্রফুল্লদা আপনার কাছে আসছেন!

ধনগোপাল ॥ কেন, আমার কাছে কেন? তুমি কি তাকে এসব কথাও বলে এলে?

মুকুল ॥ হ্যাঁ, আমি বলে এলাম। এতবড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল, সেটা জানাবো না তাঁকে? জ্যাঠামশাই, একা একা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। অন্তত প্রফুল্লদার পরামর্শ...

ধনগোপাল ॥ কী লাভ? ঐ তো প্রফুল্লবাবুর পরামর্শে নদুর চাকরি খেলে, তার ফলটা কী হ'লো দেখতে পেলে!

মুকুল ॥ উনি তো ভালোর জন্যেই করেছিলেন। জ্যাঠামশাই আপনি ডুবছেন আপনার পূর্বপুরুষের জন্যে, উনি ডুবছেন ওঁর উত্তরপুরুষের জন্যে!

ধনগোপাল ॥ তাহলে বুঝতে পারছ আমি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, কেউ আর চাইলেও আমাব ভালো করতে পাববে না! তুমি শুধু পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দেবে, তারা যেন রথেব দিন সবসীকে দেখতে চলে না আসে। (অতসী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।) আব তুমি থেকে বাড়িঘব সব বেচে দিয়ে যাও...আমরা তো আর এখানে থাকবো না...

[ধনগোপাল ছেঁড়া পতাকাটতাকা নিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে খিড়কি দিয়ে চলে যায় সব পুকুরে ফেলতে। মুকুলও পিছন পিছন যায়। অতসীর চুল এলোমেলো, চোখ মুখ ফোলা।]

অতসী ॥ (যামিনীকে) তুমি আব কতক্ষণ বসে থাকবে? অনেক বাত হ'লো, মন্দিরে যাও। [যামিনী তেমনি মুখ নিচু কবে থাকে।]

এবাব বোধহয বন্যা টন্যা হবে। একটু বাতাস নেই। সাবা আষাঢ় মাসে এক ফোঁটা বর্ষা নেই। বিছানায দম আটকে আসছে।...উঃ, হাত পা জ্বলে যাচ্ছে! গায়ে যেন বুনো গন্ধ জড়িয়ে রয়েছে।

[অতসীর গা গুলিয়ে বমি আসে। পাঁচিল ধবে ওধারে মুখ বাড়িয়ে ওয়াক তোলে।]

যামিনী ॥ কী হ'লো?

[বমিটা হয় না। হাঁ কবে বাগানেব বাতাস টানে অতসী। হাঁপায়। যামিনী চলে যাচ্ছে।]

অতসী ॥ যাচ্ছো? (যামিনী থমকে দাঁড়ায) কিছু বলবে না?

যামিনী ॥ আমি..আমি এবাব দেশে চলে যাবো অতসী।

অতসী ॥ জানি, জানি আব থাকবে না তুমি। আমাদেব হাতেব জলও তো ছোঁবে না তুমি। বাবা বলে, যামিনী বড় শুদ্ধাচাবী।

যামিনী ॥ না না, অতসী...আমি ..

অতসী ॥ যেত অনেক আগেই যেতে তুমি। বিনি মাইনেতে একটা ভাঙা মন্দিব আঁকড়ে এতকাল কেন যে রয়ে গেলে...

যামিনী ॥ মাধবকাটি ছেড়ে যাব, আগে কোনদিন ভাবিনি...

অতসী ॥ সেই তো ঢেব, সেই তো অনেক...(যামিনী অতসীব দিকে তাকায) যাও, চলেই যাও...

[যামিনী একটুক্ষণ চুপ কবে ধীবে ধীবে বেবিযে যায। অতসী উঠোনে লুটিযে বালিকাব মতো ডুকবে কাঁদে। মুকুল ফিবে আসে।]

মুকল ॥ তুমি আমাদেব ক্ষমা কবো অতসীদি...

অতসী ॥ তুমি তো কিছু অন্যায কবনি!

মুকুল ॥ তোমাব যা হ'লো তাব জন্য দাযী তো আমবা। আমাব বাবাব পাপেব যত শাস্তি ভোগ কবলে তুমি...জ্যাঠামশাই! ওঃ, কেন যে আমি মাধবকাটি এলাম...

অতসী ॥ বাবা কি বলে জানো, এক বংশের লোকের পাপপুণ্য সব এক খাতাতে লেখা থাকে। বিষয়সম্পত্তি যেমন ভাগ হয়, তেমনি হয় দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা...

[দুজনে অল্পক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। মেঘ ডাকে।]

শঙ্খকে এবার ছেড়েই দেব মুকুল।

মুকুল ॥ অতসীদি!

অতসী ॥ না না, আর রাখতে পারব না। আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে ও বাড়তে পারবে না। কী করে বইব ওকে? আমি নিজে কোথায় আছি? বাড়িটার ভিত কাঁপছে, হাত কাঁপছে। আমার সঙ্গে থাকলে এই ভাঙা বাড়ির নিচে ইঁদুরচাপা হয়ে মারা পড়বে।

[অতসী স্থির হয়ে বসে থাকে। মুকুল তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়।]

মুকুল ॥ অতসীদি, পারবে! থাকতে পারবে? ওকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে।

অতসী ॥ থাকতে হবে। তা বলে ছেলের নামে টাকা নিয়ে আর কতকাল পেট ভরতি করব? না না, খোরপোষ ভিক্ষে ক'রে আর বাঁচবো না, বাঁচতে পারব না...

[ঘরের দরজায় শঙ্খকে দেখা যায়। এখনো সেই বিস্ফারিত চোখ, এখনও সেই কাঁপুনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অতসীর দিকে।]

অতসী ॥ (আঁচলে মুখ ঢেকে) সরাও, সরাও ওকে! আমি আর ওর দৃষ্টি সইতে পারছি না! সেই থেকে ঐ এক ভাবে দেখছে আমাকে...সরাও...

[শঙ্খকে নিয়ে মুকুল চলে যায় মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি নামে। বিদ্যুতের আলো দেখা যায়—উঠোনে পড়ে আছে একা অতসী। সে বৃষ্টিতে ভিজছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[রথটা নেই। রায়বাড়ির উঠোনটা আজ খাঁ খাঁ। শেষ বিকেল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো আকাশ মেঘলা। চারপাশ ভিজে ভিজে। বাড়িটা নীরব, নিঃসাড়। রাগে দুঃখে ফুটতে ফুটতে জলকাদা মাখা পায়ে মন্মথ ঢুকল। পিছনে কাকা।]

কাকা ॥ ছেড়ে দাও মন্মথ, কী দরকার আর হুজ্জুতি পাকিয়ে! পাখি তো পালিয়ে গেছে!

মন্মথ ॥ (একটুক্ষণ চুপ করে বাড়িটার দিকে চেয়ে থেকে) সেই দিলে...তবু আমায় দিলে না!

কাকা ॥ সত্যি! দিচ্ছি দেব করে নাকে দড়ি দিয়ে লোকটা একেবারে তোমায় বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়ল গো!

মন্মথ ॥ বড্ড আশা করেছিলাম কাকা, শেষ পর্যন্ত আমার আশা ছিল...রাখতে পারবে না! আমাকেই দিতে হবে! (নেপথ্যের উদ্দেশে) প্রফুল্ল মণ্ডলের কথা শুনে তুলে দিলে কিনা জনসাধারণের হাতে!

কাকা ॥ হুঁ, তুমি ঘুরে মরলে—মাঝখান থেকে যারা নেবার তারাই নিয়ে গেল ! নেপোয় মারে দই !

মন্মথ ॥ কী বক্তিমে ! ধম্মো নিয়ে ব্যবসা করতে দেব না ! বলে ধম্মোটম্মো কিছু না, গাঁ'র উচ্ছব গাঁ'র মানষের হাতে থাকবে ! চারদিকে ফোক ফেস্টিভালের চর্চা চলছে !

কাকা ॥ যাক্‌গে, যা হবার হয়ে গেছে ! কী হবে আর এখানে দাঁড়িয়ে...তোমার বন্দকী দলিল তো ফেরত পেয়েই গেছ !

মন্মথ ॥ কে চেয়েছিল, ছাতার দলিল কে চেয়েছিল ? লোকে সেধে বন্দকী দলিল ফিরে পায না। আমি পদতলে রেখেছিলাম !... না, একবার মুখোমুখি হব। কী করে আমাব চোখের দিকে তাকায় দেখতে চাই। ঠিক আছে, আমি বসলাম।

কাকা ॥ আরে তুমি যতক্ষণ বসে থাকবে, কেউ ঘর থেকে রেবুবে না !

মন্মথ ॥ না বেরিয়ে পারবে কতক্ষণ ? কতকাল, কত যুগ ?

কাকা ॥ আরে লজ্জা বলে একটা বস্তু আছে তো ! বাঁশবাগানে বড়মেয়েটা নষ্ট হ'লো নদু জানোয়ারের হাতে !...গোঙা নাতিটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল কোর্টের পেযাদা...

মন্মথ ॥ কী পেলে...কী পেলে ধনগোপাল রায় ?

কাকা ॥ ট্যাঁডশ !

মন্মথ ॥ ভক্কি দিয়ে রথখানা বাগিয়ে নিয়ে গেল, একটা পয়সা ঠেকাল ! তোমার আরো যাবে, সব যাবে !

কাকা ॥ মন্মথ, শুনছিলাম নাকি এরা এখানকার বসবাস তুলে দেবে। বাড়িঘর বেচা হবে ! চেষ্টা করে দেখ না মন্মথ...

মন্মথ ॥ [সঙ্গে সঙ্গে লোভ ঝিকিয়ে ওঠে চোখে] দেখি..ইচ্ছে তো আছে ! সে আমলের কড়ি বরগা, এখন সোনার চেয়ে দামী ! শুধু এই মাল বেচার টাকায় গোটা কতো মাল্টিস্টোরিড হয়ে যায় ! আনমনা করে দেয় কাকা...এই প্রাসাদপুরী... এই মেঘলা-রঙা পায়রার ডাক ! কিনে নিতে ইচ্ছে করে...সব !

[বহু দূরে আনন্দমুখর কোলাহল।]

কাকা ॥ ঐ...ঐ রথটানা শুরু হচ্ছে ! মন্মথ !

মন্মথ ॥ ওঃ, আজ কার টানার কথা, কারা টানছে !

কাকা ॥ চলো যাই মন্মথ...

মন্মথ ॥ কোথায ?

কাকা ॥ রথতলায়। এবার বিরাট মেলা বসেছে ! ভীড়ে ভীড়াক্কার !

মন্মথ ॥ আমি যাবো রথতলায় !

কাকা ॥ চলো না। বচ্ছরকার দিনে ওসব দুঃখুটুখ্যি মনে রাখতে নেই ! চলো...চলো...

মন্মথ ॥ ধোর ! আমি আজ ওমুখো হ'তে পারবো না !

কাকা ॥ কী আছে, চলো না ! পাঁপরভাজা খাওয়া যাবে। বড় বড় কাঁঠাল উঠেছে।

মন্মথ ॥ ধোর !...চলো মাছের আড়তে চলো—একটা বাংলা বোতল কিনে নাও ! ওখানেই

পাঁপর ভাজাবো। খোর! আজ আমার কিছুই ভালো লাগছে না...খোর খোর...
[মন্মথ বেরিয়ে গেল, পিছনে কাকাও। বাইরের কোলাহল একটু বেড়েছে। ঢোল কাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে। ছোট্ট নৌকোর মতো শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ লাফ দিয়ে উঠল বাঁশবাগানের মাথায়। ধনগোপাল বাইরে এলো। দূরে তাকিয়ে আছে সতৃষ্ণ চোখে। সরসী আর্তনাদ করে ছিটকে বেরিয়ে এলো উঠোনে।]

সরসী   শঙ্খ! শঙ্খ!

[ধনগোপাল তাড়াতাড়ি ভেতরে গেল। মুকুল বেরিয়ে আসে।]

মুকুল ॥   সরসী...সরসী...অ্যাই সরসী...

সরসী ॥   শঙ্খ এবার বাজাবে...শঙ্খ ভাল বাজনা শিখেছে...শঙ্খকে এনে দাও তোমরা...

মুকুল ॥   শোন সরসী, শোন...

সরসী ॥   (মুকুলকে খিমচে ধরে) তুমি! তুমি! তুমি দিদিকে শিখিয়েছ শঙ্খকে ছেড়ে দিতে! তুমি বাবাকে বলেছো ওদের হাতে রথ দিযে দিতে! (মুকুলের বুকের জামা ধরে পাগলের মতো চিৎকার করছে) কেন এসেছিলে তুমি আমাদের বাড়ি! কেন! কেন!

মুকুল ॥   তোমার জন্যে সরসী—তোমার জন্যে! [দুই করতলে সরসীর মুখটা নিয়ে] কেন বার বার মাধবকাটি ফিরে আসি, বুঝতে পারো না সরসী? [সরসী হতচকিত।] কিন্তু জ্যাঠামশাইকে কী করে বলব তোমার কথা! তিনি যদি নাও মানেন, আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না!

[দূরে বাজনা বাড়ে। অতসী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।]

মুকুল, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

সরসী।   [অতসীর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদে] দিদি—

অতসী   কাঁদিসনে। মুকুল তোকে সুখী করবে। তুমি ভেবো না মুকুল, আমি বাবাকে রাজি করাবো। আমাদের জ্ঞাতিগোত্র এক, তাতে কী? এতো ওলটপালট হলো, আর একটা সংস্কার ভাঙা যাবে না? আমার সরসীকে কোনোদিন কষ্ট দিও না ভাই!

[অতসী সরসীর মাথায হাত বোলায়। দূরের বাজনা কাছে এসেছে। ফর্সা জামা কাপড় পরা ধনগোপাল বায় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাতে নানা রঙের ঝলমলে এক মস্তবড় ছত্র। জগন্নাথের ছত্র।]

ধনগোপাল ॥ আরে কী কাণ্ড! ও মুকুল, সবই দিলে, ছত্রটা বাদ রয়ে গেল কী করে? জগন্নাথ কি আজ ন্যাড়া মাথায় শোভাযাত্রায় বেরুবেন নাকি? এটা তো এক্ষুনি দিয়ে আসতে হয়! কে দিয়ে আসবে? কে যাবে?

মুকুল ॥   আমি যাব?

ধনগোপাল ॥ (মেয়েদের) ওরে তোরা কেউ একটু শাঁখটা বাজা!

সরসী ॥   (ফুঁসে ওঠে) কেউ যাবে না। রেখে দাও। ফেলে দাও।

ধনগোপাল ॥ তা বললে কি চলে! আমি আচারবিচারের কথা বলছিনে, কিন্তু সবকিছুর একটা পরিপূর্ণতা আছে তো! (বাজনা এগিয়ে আসছে) একবার...আমি তখন

খুব ছোটো। আমাদের শ্যামসায়রের পাড়ে আটকে গেল রথ। যতই টানে, আর নড়ে না। রথের সেই মস্ত আলোকোজ্জ্বল ছায়াটা শ্যামসায়রের জলে আটকে রয়েছে কতক্ষণ। আমরা ছোটরা তখন পুকুরের জলে ঢিল মারি, জলটা কাঁপে, ছায়াটা দোলে। আমরা গলা ছেড়ে চেঁচাই, ঐ যে...ঐ যে আমাদের রথ চলেছে...চলেছে...চলেছে...

[বাজনা এগিয়ে আসছে। পথের দিকে তাকিয়ে]

তোমায় কখনো দেবতার চোখে দেখিনি ! স্বজন বন্ধুর মতো তুমি ছিলে আমার ঘরের কোণে ! আর তোমায় রাখতে পারলাম না !...যাও, মুকুল ছাতাটা দিয়ে এসো।

অতসী ॥ বাবা, ওটা কি এখন আমাদের রথ !

মুকুল ॥ আমাদেরই তো। অতসীদি, সকলের মধ্যে আমরাও তো আছি। দ্যাখো যা ছেড়েই দিতে হবে, তা তো বড় জায়গাতেই দেওয়া ভালো। ঐ মন্মথ পালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মুনাফা লুটবে বলে! অতসীদি, একটা বড় উৎসব এই ভাঙাবাড়ির মধ্যে আটকে না রেখে ছড়িয়ে দিলাম অনেক মানুষের মধ্যে, এটা ভালো হলো না ?

ধনগোপাল ॥ তাছাড়া দ্যাখো, আমার ঘরে কতো দীনতার মধ্যে ছিল জগন্নাথ ! আজ অনেক মানুষেব মধ্যে সে কেমন বোধ করছে,...এতো আলো...এতো বাদ্যি...এতো ফুলমালায তাকে কেমন মানালো...সবাই তাকে মেনে নিতে পারল কিনা...দেখব না, একবার চোখে দেখব না !

মুকুল ॥ চলো...শোভাযাত্রায চলো অতসীদি...প্রফুল্লদা বলেছেন আমাদের মালিকানা চলে গেছে, কিন্তু অধিকার যায়নি।

ধনগোপাল ॥ [অতসীর হাতে ধরে বালকের মতো] যাবো— যাবো রে অতসী...একবার একচোখ দেখেই চলে আসবো ! যাবো ?

অতসী ॥ তোমার শঙ্খ নেই— পারবে, তুমি আজ রথের কাছে যেতে পারবে ?

ধনগোপাল ॥ (অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে) নেই তা কি করব ? আমি কি তাকে যেতে বলেছিলাম ? ওর বাবা কোর্টের ডিক্রি নিয়ে এই উঠোনে এসে দাঁড়াল...দাদা আমাদের ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধবল, তার হাত ধরে হাঁটা জুড়ল, একবার তোর আমার দিকে ফিরে তাকাল না ! অচেনা মানুষটার হাত ধরে কোন অচেনা দেশে চলল... [অতসী চোখে আঁচল দিয়ে ভেতরে গেল।] আমার শঙ্খ নেই, আমি কথা বলব কার সঙ্গে, গল্প বলব কাকে, কাকে নিয়ে কাটবে আমার দিন রাত...হাবা ছেলেটা চলে গেল...আমায় চিরদিনের মতো হাবা গোঙা রাজ্যে ফেলে রেখে গেল ! এই আঁধারপুরীতে আর থাকতে পারিনে— ওরে ও সরসী, একবার যেতে দে তোরা...

[শোভাযাত্রার বাজনা সন্নিকটে। ধনগোপাল ছটফট করে।]

একবার, একবার যেতে দে...

[শাঁখ নিয়ে বেরিয়ে আসে অতসী।]

অতসী ॥ আজ আমার রথও নেই, জগন্নাথও নেই! হয়তো এই বাড়িতে তাদের মানাচ্ছিল না! দুঃখ বুঝিনে, ব্যথাও বুঝিনে! সবাই যাও তোমরা, কিচ্ছু মানিনে! যাও...

[অতসী শাঁখ বাজায়। পরপর দুবার। শোভাযাত্রা এগিয়ে এসেছে...আলোয় বাজনায় রায়দের মরা উঠোনটা ভেসে যাচ্ছে—

ধনগোপাল মুকুল সরসী ঐ শোভাযাত্রায় যেতে পা বাড়িয়েছে]

দাঁড়াও, আর একবার...তিনবার বাজালে তারপর যাবে...

[সবাই অপেক্ষা করছে। শাঁখটা তৃতীয় বার বাজলেই ঐ জনস্রোতে যোগ দেওয়া যায়। শাঁখটা বাজাতে পারছে না অতসী। তার বুকের বাতাস ফুরিয়ে আসছে। চোখ ভেঙে ধারা গড়াচ্ছে। তবু সে চেষ্টা করছে।

শোভাযাত্রার আলো ডাক দিয়ে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে—]

—ঃ যবনিকা ঃ—

নরক
গুলজার

উৎসর্গ

শ্রী বিভাস চক্রবর্তী.

শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

ব্রহ্মা	নারদ
যম	চিত্রগুপ্ত
যমদূত	গুঁইবাবা
পান্নালাল	ঘোড়ুই
নেংটি	খগেন চক্কোত্তি—বা খচো
লোকটা	মানিকচাঁদ

ও

ফুল্লরা

●

নরকের পিশাচদের দুবার মৃতদেহ ঘিরে নাচ আছে, একবার গানসহ। প্রথমবারে যমদূত নেংটি ও খচো এবং দ্বিতীয়বারে যমদূত নেংটি খচো ও ঘোড়ুই পিশাচরূপে অবতীর্ণ হতে পারে।

নরক গুলজার

প্রযোজনা	:	থিয়েটার ওয়ার্কশপ
প্রথম অভিনয়	:	একাডেমি মঞ্চ, ২৭ ডিসেম্বর
নির্দেশনা	:	বিভাস চক্রবর্তী
আলো	:	তাপস সেন
মেক-আপ	:	শক্তি সেন
সঙ্গীত	:	দেবাশিস দাশগুপ্ত
মঞ্চ	:	মনু দত্ত
		(পরে) রঘুনাথ গোস্বামী

অভিনয়ে

ব্রহ্মা	:	অশোক মুখোপাধ্যায়
নারদ	:	বাম মুখোপাধ্যায
যম	:	বিমলেন্দু ঘোষ
চিত্রগুপ্ত	:	অমিয় মুখোপাধ্যায
যমদূত	:	চিত্ত দে
গুঁইবাবা	:	মানিক রায়চৌধুবী
পান্নালাল	:	শরদিন্দু রায়
ঘোড়ুই	:	রণজিৎ চক্রবর্তী
নেংটি	:	আশিস মুখোপাধ্যায়
খচো	:	শিবনাথ চৌধুরী
লোকটা	:	গৌরাঙ্গ গুহঠাকুরতা
মানিকচাঁদ	:	সুদীপ্ত বসু
ফুল্লরা	:	সুচেতা দাস

নরক গুলজার

মঞ্চনির্দেশ

মঞ্চের তিন ভাগে—স্বর্গ নরক মর্ত্য—ত্রিলোক স্থাপিত।
আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে
এক প্রবহমান নিরবচ্ছিন্নতা গড়ে উঠবে।

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

[মর্ত্য। গ্রামের পথ। ঘোড়ুইমশাই ঢোকে। হাতে খেরো-বাঁধানো হিসাবের খাতা। ঘোড়ুই অসুস্থ। প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে, মাঝে মাঝে বুক ডলছে।]

ঘোড়ুই ॥ ...মানকে! এই শালা মানকে! এতবড় সাহস তোর, তুই আমার গাছে হাত দিস! একগাছ তেঁতুল আমার রাতারাতি ফর্সা! বেরিয়ে আয় শালা! কতবড় চোর হয়েছিস দেখে নিই! চুরি করার আর জায়গা পাসনি! আর শালা এই একটা চোরেই গাঁখানা তচনচ করে দিল রে! একপুকুর মাছ, এক রাতেই কাবার...সকালে উঠে দ্যাখো চুনোপুঁটিটাও পড়ে নেই! একঝাড় বাঁশ, সকালে উঠে দ্যাখো ঝাড়াপোঁছা...আর হাঁসমুরগির তো কথাই নেই...নজরে পড়েছে কি...! আর এই হয়েছে খ্যাঁচাকল এক ডিফেন্স-পার্টি! টর্চ কিনে দাও, ছাতা কিনে দাও...খ্যাঁচাকল একটা চোরকে থামাতে পারলি না—

[মানিক ঢোকে। গায়ে নতুন জামা, পায়ে নতুন জুতো।]

মানিক ॥ (ঘোড়ুই-এর পায়ের ধুলো মুখে দিয়ে) আমারে ডাকছেন বাবু?

ঘোড়ুই ॥ ওরে শালা, নতুন জামা নতুন জুতো...শুয়োরের বাচ্চা! আমার তেঁতুল বেচে বাবুগিরি মারাচ্ছ!

মানিক ॥ (কাপড়ের কোঁচায় জুতোটা ঝাড়ে) আজ্ঞে কিনতে হ'লো, শিগ্‌গিরি বে করব কি না। কিন্তু এটা কি বললেন, তেঁতুলগাছটা আপনার কিরকম?

ঘোড়ুই ॥ না...তোর বাপের গাছ!

মানিক ॥ আজ্ঞে বাপ তো সেই রকম বলে গেছেন।

ঘোড়ুই ॥ মানকে!

মানিক ॥ বলে গেছেন, হুই তেঁতুলগাছটা তানার বাপের ছেলো...ধম্মত এবং নেয্যত! তো আপনি নিজের জমির সীমানা লাফে লাফে বাড়াতি বাড়াতি গাছটারে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে ফেললেন। পকিতপক্ষে ওটা আমারই...

ঘোড়ুই ॥ তোমারই! (দলিল বার করে) দ্যাখ শালা, দলিল দ্যাখ। স্পষ্ট লেখা তিন্তিড়িবৃক্ষ আমার। দ্যাখ শালা তোর বাপের টিপসই...

মানিক ॥ আজ্ঞে বাপও বেঁচে নেই, হাকিমও বেঁচে নেই...কী করে বোঝবো ওটা বাপের টিপসই, না হাকিমের টিপসই! পকিতপক্ষে বাঁশঝাড়টাও আমার।

ঘোড়ুই ॥ বাঁশঝাড়ও তোর!

মানিক ॥ সেই রকম জানি বলেই তো বাঁশগুলো চুরি কল্লাম। ধরেন নিজের দ্রব্য ছাড়া আমি তো বড় একটা চুরি করিনে ঘোড়ুইমশাই।

ঘোড়ুই ॥ তেঁতুলগাছ তোর, বাঁশঝাড় তোর, গোটা হাতিবাঁধা গাঁখানাই তোর ! শালা তোর মিত্যু আমার হাতে। ঐ দ্যাখ কে আসছে—

মানিক ॥ (বাইরে তাকিয়ে) একটা মোষ—ওটা তো আমার জ্যাঠার ছেলো—

ঘোড়ুই ॥ তোর জ্যাঠার মোষের পোঁদেপোঁদে কে আসছে ?

মানিক ॥ পোঁদে ? পোঁদে পুলিশ ! (আতঙ্কে) পুলিশ কেন ! বাবাগো !

[পায়ের জুতো হাতে নিয়ে ছুটে বেরুতে যায়।]

ঘোড়ুই ॥ খবরদার ! গুলি খেয়ে মরবি !

মানিক ॥ (জুতোজোড়া ঘোড়ুই-এর হাতে দিতে দিতে) আপনি চারটে ঘা মারেন বাবু...ওনাদের হাতে দেবেন না।

ঘোড়ুই ॥ কেন, সব না তোর ! তড়পানি ! এখন চল্...বাঁশ চুরি, হাঁস চুরি, নারকেল চুরি, তেঁতুল চুরি...মোট আশিটা চুরি...একের পর একটা কেস...খ্যাঁচাকল জীবনেও আর জেলের বাইরে বেরুতে হবে না...হ্যা হ্যা হ্যা...

মানিক ॥ ছেড়ে দ্যান বাবু, আমি আপনার তেঁতুলের দাম দিয়ে দিচ্ছি।

ঘোড়ুই ॥ পথে এসো চাঁদ ! সাড়ে সাতশো টাকা ফ্যালো...

মানিক ॥ তেঁতুলের দাম সাড়ে সাতশো !

ঘোড়ুই ॥ শুধু তেঁতুল ! বাঁশ নেই, হাঁস নেই, কুমড়ো নেই, রুইমাছ নেই...ঐ দ্যাখ খ্যাঁচাকল এসে পড়েছে...

মানিক ॥ অত টাকা কোথায পাব ?

ঘোড়ুই ॥ না থাকে দে...(মানিক না বুঝে ঘোড়ুই-এর দিকে হাতের জুতো এগিয়ে দেয়। ঘোড়ুই জুতো ফেলে ধমক দেয়) ভিটের দলিল দে ! ভিটেমাটি যদি লিখে দিস মানকে—কেসগুলো তুলে নিতেও পাবি— [মানিক কাঁদছে]

ঘোড়ুই ॥ দিবি না...হাজতে যাবি। ভিটে তো এমনিতেও ভোগ করতে পারবি না...জীবন যাবে জেলখানায়। যা, ঝপ করে নিযে আয। আমি ওনাদের শান্ত করি—

মানিক ॥ ও বাপ...কেনে বলেছিলে হাঁস, বাঁশ, তেঁতুল পকিতপক্ষে আমার ? নইলে তো চুরি কবে ফাঁসতাম না গো !

[মানিক জুতো পায়ে দিযে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরে চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে।]

ঘোড়ুই ॥ তবে ! (হেসে) কর শালা, চুরি কর। তোরই গাছ, তোরই মাছ...তুই করিস চুরি. .আমি পাই বাড়ি। মানিকচাঁদ, তুই কত্ত বড় চোর, আর বামনদাস ঘোড়ুই কতবড খ্যাঁচাকল—

[ঘোড়ুই ভেতরে যায়। নেপথ্যে ঘোড়ুই-এর গলা।]

বাবা মানিকচাঁদ, বার করো, দলিলটা বার করো। (জোরে) মানিক...মানকে...অ্যাই মানকে ! কই তুই...মানকে...

[মানিককে দেখা গেল চুপিসাড়ে অন্যপথে বেরিয়ে পালাচ্ছে। ঘোড়ুই পাগলের মত বেরিয়ে আসে। কাছাখোলা। হাতে মানিকের পাম্পসু জোড়া।]

(চীৎকার করে) মানকে ! মানকে !...পালিয়েছে...আমায় পেছন দেখিয়ে

পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে রে... ! দলিল নিয়ে পালাচ্ছে...ধর...হারামিরে ধর...ধর...

[উত্তেজিত ঘোড়ুই আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সংগে সংগে বীভৎস নরক জেগে ওঠে। নরকের ভযাবহ ডাকিনীর মূর্তির হাঁ-মুখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে, চোখ জ্বলছে নিভছে, পিঙ্গল কেশরাশি উড়ছে। তীব্র কটু বাজনা বেজে ওঠে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঘোড়ুই মারা যায় ! নরকের পিশাচেরা পৈশাচিক উল্লাসে ছুটে এসে মৃত ঘোড়ুইকে ঘিরে ধরে নাচতে থাকে। পিশাচদের সর্বাঙ্গ কালো বোরখায ঢাকা। (যমদূত খগেন নেংটি চরিত্রের অভিনেতারা এই পিশাচরূপে অবতীর্ণ হবে।) নেপথ্যে ধ্বনি ওঠে ঃ বলহরি হরিবোল !...পিশাচ-বেষ্টিত ঘোড়ুই নরকে ঢোকে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুন্দর সুসজ্জিত স্বর্গ। পিতামহ ব্রহ্মা পালঙ্কের ওপর নিদ্রিত। নারদমুনি নেচে নেচে গান গাইছে।]

নারদ ॥ [গান]

কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলযোগ সইতে পারেন না।
একদা উষাকালে মজিয়া লীলাছলে
ভগবান বিশ্ব গড়িলেন
কালে কালে জীর্ণ হলো বাগানখানা শুকিয়ে এল
আর জমিদারি দেখতে পারেন না।
ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানাজনা
আয়েসে ফূর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করছেন...
সব হেলে দুলে চলে
টলমল করে...
অকাজের গোঁসাই তারা কাজের বেলা না।
কথা বলো না কেউ শব্দ করো না
ভগবান বৃদ্ধ হয়েছেন
দায়ভার বইতে পারেন না ॥

[নেপথ্যে যমরাজের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল...ঠাকুর্দা...ঠাকুর্দামশাই...। যমরাজ ঢোকে। যমরাজ খোঁড়াচ্ছে। যমদণ্ডটি এখন তার যষ্টি।]

যম ॥ ঠাকুর্দা !

নারদ ॥ আরে আরে, নরকেশ্বর যমরাজ যে ! সর্ব কুশল ?

যম ॥ (নিদ্রিত ব্রহ্মার পা ধরে) ঠাকুর্দা...ও ঠাকুর্দা...

নারদ ॥ সকালবেলা মোষের মত চেঁচাচ্ছ কেন ? পিতামহ ব্রহ্মা ঘুমুচ্ছেন।

যম ॥ (খিঁচিয়ে) কী করছে !

নারদ ॥ নাসিকায় খাঁটি সরষের তেল ঢেলে... [বাকিটা নাক ডেকে বোঝায়]

যম ॥ বাঃ ! বা বা বা বাঃ ! যখনি আসব, ঘুমুচ্ছে ! আমরা মরছি নাকের জলে, চোখের জলে...হাত পা ভেঙে ন্যাজে-গোবরে—আর দেবকুলের মাথা...নাকে তেল ঢুকিয়ে...উঃ...

[যম বাকিটা শেষ করার আগে কোমরের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে]

নারদ ॥ আরে ও যমরাজ, ল্যাংচাচ্ছো নাকি ?

যম ॥ নারদ ! একটা লোক ব্যথায় টাটাচ্ছে...ফ্যাকফ্যাক করে তোমার হাসি হচ্ছে ! এই বুঝি তোমার ভদ্রতা !...হারামজাদা আছো তো স্বর্গে...হাওয়া খাচ্চো...গায়ে রস জমেছে...পড়তে আমাদের মত নরকের পাল্লায়, ঝুঁটি নাচানো বেরিয়ে যেত ! (ব্রহ্মার দিকে চেয়ে) কেন আছে অ্যাঁ...কোথায় কী হচ্ছে, কোন খবর রাখবে না...কী করতে আছে, অ্যাঁ...

নারদ ॥ ভাম ভাম ভাম...

বুড়া একটি পুরা ভাম !

ক্যা করগে ভাই, ইসকো নেহি কোই কাম !

যম ॥ ঠিক বলেছ, জরদগব !

নারদ ॥ চ্যবনপ্রাশ খায় ! অকর্মণ্য...

যম ॥ যত জুটেছে শালা ঘাটের মড়া...

[বিচিত্র হাই ছাড়তে ছাড়তে ব্রহ্মার ঘুম ভাঙছে। যম সংগে সংগে সামলে নিয়ে—]

অপার করুণাময়...দীনবন্ধু...বিপত্তারণ...সর্ববিঘ্ননাশী পিতামহ ব্রহ্মা...পরম পূজনীয়েষু...শ্রীচরণকমলেষু...

ব্রহ্মা ॥ (উঠে বসে) গালাগালিগুলোও তো তুমিই দিচ্ছিলে ! জরদগব...ঘাটের মড়া...

নারদ ॥ শালা !

ব্রহ্মা ॥ গায়ে মাখি না। এক ডাকেই সাড়া না দিলে সব শালাই ভগবানকে শালা বলে। ঠাকুর্দাকে শালা বলবে না তো কাকে বলবে...(যমকে) দাঁড়িয়ে পেন্নাম করছ যে ! সাষ্টাঙ্গ হও।

নারদ ॥ হও...

যম ॥ পারছি না ঠাকুর্দা...আমার হিপ-বোন ভাঙা...

নারদ ॥ এখুনি তো দু'পা তুলে তড়পাচ্ছিলে। পেন্নামের বেলায় ভেঙে গেল ?

[যম বহু. কষ্টে নিচু হচ্ছে]

—আউর থোড়া...হেঁইয়ো...আউর থোড়া...

ব্রহ্মা ॥ (যমের ঘাড় ধরে) সাষ্টাঙ্গ হও... [যম ব্রহ্মার পায়ে লুটিয়ে পড়ে]

ব্রহ্মা ॥ এইবার বলো, কী হয়েছে ? নাতবৌরা সব কেমন আছে ? বড় ভাল বৌগুলো তোমার যম...

নারদ ॥ বিশেষ করে বারো নম্বরটি ! একটি কাশ্মিরী ফারের কোট !

ব্রহ্মা ॥ কোট ! দেখলেই যমের ওপর আমার সব রাগ পড়ে যায়... ! কাশ্মিরী ফার !...দেখছিনে কেন ?

যম ॥ (ডুকরে ওঠে) সে আর নেই ঠাকুর্দা...আপনার নাতবৌ ছেন্তাই হয়ে গেছে !

ব্রহ্মা ॥ কী সর্বনাশ ! ছেন্তাই ! নাতবৌ ! উত্তিষ্ঠ ! উত্তিষ্ঠ ! ওরে ওঠ্ না !—চিত্রগুপ্ত !

[চিত্রগুপ্তের প্রবেশ]

চিত্র ॥ প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ ওকে তুলে বসাও !...কে ছেন্তাই করল ?

চিত্র ॥ নরকবাসী পাপীরা প্রভু...ভূত পিশাচ...কাল বাত্রে...

ব্রহ্মা ॥ বলো কী !

চিত্র ॥ হ্যাঁ প্রভু ! নরকেশ্বর বারো নম্বরকে নিয়ে বিমানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন...দুষ্ট ভূতগুলো দল বেঁধে বিমানখানি লোপাট করে ছোটরাণীমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে প্রভু !

ব্রহ্মা ॥ কী কাণ্ড ! এখানেও হাইজ্যাকিং ? তোমাদের দায়িত্ব ভূত পিশাচদের ঠাণ্ডা রাখা, এখন ভূতেরাই তোমাদের বৌ ধরে টানছে ! এসব কি হচ্ছে মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে হবেই তো ! নরকে আজ রক্ষীদের চেয়ে ভূতের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে প্রভু !

ব্রহ্মা ॥ সে কী !

যম ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) আরে দূর ছাতা ! কোন খবরই রাখবে না, জেগে উঠে যা শুনছে সে কী—সে কী ! জানেন এই ওয়েস্টবেঙ্গলের ভূতগুলো কিরকম ফেরোশাস। সাধে কি আর বলে ঘাটের ম—ম-(সামলে) আমার মাথার ঠিক নেই ঠাকুর্দা—নাতবৌকে ছাড়িয়ে এনে দিন।

[যমের ক্রোধে ব্রহ্মা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এবার সাহস পেয়ে।]

ব্রহ্মা ॥ কাপুরুষ ! ছেন্তাইকারীদের মেরে ফেলতে পারনি !

যম ॥ (পুনরায় ধৈর্য হারিয়ে) এই, এই, আপনি কি জেগেছেন ! কি বলা হচ্ছে কিছু খেয়াল করেছেন ! (ব্রহ্মা ঘাড় নেড়ে জানায়, না—খেয়াল করেনি) ওরা ভূতপ্রেত, ওদের মারা যায় নাকি ? মরার পরেই তো ওরা আমার কাছে এসেছে। মড়াকে আবার মারা যায় কখনো ?

নারদ ॥ প্রভু, আপনাকেও চোখ রাঙাচ্ছে !

ব্রহ্মা ॥ না, না। প্রাপ্তেষু আস্বাতে হিপে, নাতি মিত্রবদাচরেৎ। বলো, বলো, কারা কারা এই দুষ্কর্ম করেছে নাম বলো দেখি !

চিত্র ॥ কটার নাম বলবো প্রভু ! সব আপনার ঐ ওয়েস্টবেঙ্গলের লোক।

ব্রহ্মা ॥ কুত্র ! কুত্র !

চিত্র ॥ রাণীমা পশ্চিমবঙ্গের মালেদের হাতে পড়েছেন প্রভু !

নারদ ॥ তবে পত্নীর আশা ছেড়ে দাও যমরাজ।

চিত্র ॥ মুনিবর ঠিকই বলেছেন। নরকপুরীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস এই ওয়েস্টবেঙ্গল সেল। ওখানে খুনে আছে, ডাকাত আছে, চোর, জোচ্চোর, গুন্ডা, কে নেই ? আছে সুদখোর মহাজন, মানুষমারা ডাক্তার। দীর্ঘদিন ধরে ওরা একটা দাবি জানিয়ে আসছে। ওদের দাবি, পুনর্জন্ম দিতে হবে।

ব্রহ্মা ॥ কিম্ ! কিম্ !

নারদ ॥ পুনর্জন্ম ! রিবার্থ !

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা আবার ওদের মাতৃভূমি ওয়েস্টবেঙ্গলে জন্মাতে চায়। আমার কাছে ন'শো স্মারকলিপি পেশ করেছে। দাবি মেটানো হচ্ছে না বলে এই চরম পথ ধরেছে।

ব্রহ্মা ॥ জন্মাতে চায় ! দাও না জন্ম ! ঝামেলা নিষ্ক্রান্ত হয়।

যম ॥ (ভয়ঙ্কর জোরে) না। মহাপাপীদের জন্য নরক ভোগ। আমি নিজে বিচার করে রায় দিয়েছি—ওয়েস্টবেঙ্গল গড়পড়তা ত্রিশ হাজার বছর। আমি ধর্মরাজ...পাজি বদমাসের কাছে মাথা নোয়াব না...মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে একটাকেও ছাড়ব না।

ব্রহ্মা ॥ তবে মর্ !

যম ॥ ঠাকুর্দা !

ব্রহ্মা ॥ তোমার ব্যাপারে আমি নেই। প্যাঁচড়া কোথাকার ! সামলাতেও পারবে না, ছাড়বেও না ! নারদ, তুমি গীত গাও।

যম ॥ আপনি এখন গীত শুনবেন ?

ব্রহ্মা ॥ জ্বালিয়ে মারলে ! এর কি আর কোন কাজ নেই ?

চিত্র ॥ আজ্ঞে কাজ তো আছেই। এক্ষুনি ওঁর কলকাতায় যাবার কথা। বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাসের আজ মৃত্যুদিন। যমরাজের সেখানে উপস্থিত থেকে মৃত্যুকর্মাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার কথা।

ব্রহ্মা ॥ রোসো ! রোসো ! বঙ্গশ্রী বাঁটুল...মানে কোন্ বাঁটুল !

চিত্র ॥ বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস। দশখানা বাড়ি, দশখানা গাড়ি, দশটা বড় বড় কলকারখানার মালিক...বেজায় বড়লোক।

ব্রহ্মা ॥ বুঝেছি ! বুঝেছি ! ওকে মারবি কোন্ আক্কেলে ? ওরে ও যে আমারই...

যম ॥ হুঁ-উ, তোমারই মাল...তোমাকেই এখন হুড়কো ঠেলছে, তার খবর রাখ ! এই তো কালই আরেক হারামজাদাকে মেরে নরকে ঢোকালুম।

ব্রহ্মা ॥ হুম্ ? হুম্ ?

যম ॥ (ভেংচি কেটে) হুম্ ? হুম্ ? অত ঘুম দিলে জানবে কি করে ? আরে ঐ যে হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরের জোতদার বামনদাস ঘোড়ুই। ব্যাটা টাকার কুমীর—বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। ভিটেমাটি গ্রাস করবে বলে মানিকচাঁদ নামে এক ব্যাটা চাষার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। আমিও ব্যাটাকে ড্যাশ মেরে মাটিতে ফেলে—হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা ॥ ওরে করেছিস কি ? বেছে বেছে ভি-আই-পি মারা শুরু করেছিস ! একটু ঘুমিয়েছি, সেই ফাঁকে মাথামোটাটা যত নিজেদের লোক মারলো গো !

চিত্র ॥ আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদপুষ্ট এই সব ভি-আই-পিরা সুতীব্র বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে প্রভু। মর্ত্যের লোকেরা সন্দেহ করছে ওরা আপনারই লোক। তাই ওদের অত্যাচার যত বাড়ছে লোকজন ততই আপনার ওপর ক্ষেপছে!

ব্রহ্মা ॥ অ্যাঁ, ক্ষেপছে! জনতা ক্ষেপছে! না, না, তা'লে মারো। কিন্তু সসম্মানে মারো, সসম্মানে নরকে ঢোকাও। যাও, এক্ষুনি রাজধানী এক্সপ্রেসে করে বাঁটুলকে সসম্মানে নিয়ে এসো।...কিন্তু নারদ, বারো নম্বরের কী হবে ?

নারদ ॥ প্রভু যদি অনুমতি করেন, আমি একবার নরকটি পরিদর্শন করে আসতে পারি। জানাটা দরকার, নরকটাকে কে নাচাচ্ছে! হু এণ্ড হোয়াই ?

ব্রহ্মা ॥ পারবে নারদ ? ভূতের কবল থেকে নাতবৌকে...আমাদের হারিয়ে যাওয়া ফারের কোটটিকে...ছাড়িয়ে আনতে পারবে ?

নারদ ॥ যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ছদ্মবেশে সোজা ওদের মধ্যে ঢুকে যাব।

চিত্র ॥ খুব ভাল হয় প্রভু। মুনিবর ছদ্মবেশেই ঢুকে পড়ুন—ওয়েস্টবেঙ্গলের কারো রূপ ধরে! আমি এক্ষুনি ভাল দেখে একটা ছদ্মবেশ তৈরি করিয়ে আনছি—

যম ॥ থাম! (নারদকে) ঘোড়ার ঘেঁচু করবে তুমি। ও কিচ্ছু করবে না। দুষ্টুটা হাসছে।

ব্রহ্মা ॥ (যমকে) তুই তোর কাজে যাবি কি না! গচ্ছ...ঝটিতি গচ্ছ...মমাদেশ...

যম ॥ [ভেংচি কেটে] গচ্ছ! ঝটিতি গচ্ছ! মমাদেশ! বুড়োভাম! দেবভাষাকা শ্রাদ্ধ করতা হ্যায়—

ব্রহ্মা ॥ (জোরে) গচ্ছতু !

যম ॥ (ভেংচি কেটে) যাচ্ছিতু !

[যম বিরস মুখে যাবার সময় নারদকে একটা ধাক্কা মেরে গেল।]

ব্রহ্মা ॥ এ কী ব্যবহার! কিম্ ‍িম্!

নারদ ॥ চিত্রগুপ্ত, ছদ্মবেশ গুছিয়ে দাও। চলো আমরা নরকে যাই!

চিত্র ॥ (ডুকরে) আমি! আমাকে ওয়েস্টবেঙ্গল সেল্-এ যেতে বলবেন না মুনিবর! আমার ওপর ওদের রাগ...আমি আর ফিরতে পারব না প্রভু।

ব্রহ্মা ॥ গচ্ছ, গচ্ছ। একেবারে টিট্ করে দিয়ে আসবে। মাভৈঃ, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকছি।

নারদ ॥ সে তো খুবই ভালো হয় প্রভু।

ব্রহ্মা ॥ হ্যাঁ...ভেবেছে কী সব...আমাদের ফারের কোট ছিনিয়ে নিয়ে যাবে...চুপ করে বসে থাকব! যাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেয়ো।

[চিত্রগুপ্তকে নিয়ে নারদ ভেতরে গেল। সাধক গুঁইবাবা ও ভক্ত পান্নালাল ঢনঢনিয়া ঢোকে। গুঁইবাবা ভাবে বিভোর। চোখ দিয়ে দরদর ধারা গড়াচ্ছে। পান্নালালের হাতে জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ। গুঁইকে আরতি করছে। মাঝে মাঝে গুঁই-এর ভাব-সমাধি হচ্ছে।]

গুঁই ॥ অহো! অহো! কী-বা মনোরম শোভা! কী-বা মাধুরিমা!

ব্রহ্মা ॥ এসো, এসো বাবা গুঁইবাবা, এসো বৎস পান্নালাল। স্বর্গ বেশ ভালো লাগছে তো বাবা ?

গুঁই ॥ অহো! মধুর মলয়...পারিজাত পুষ্পের গন্ধ...অহো বৃক্ষে বৃক্ষে ন্যাজঝোলা পাখি...অহো গান গাহিছে...মধুর কাকলি...অহো! স্বর্গ এত চিত্তহারী মনোরমো...নমো নমো...(ব্রহ্মার সামনে বসে) অহো ব্রহ্মাদরশন! কী দেখিনু...কী দেখিনু পানু...এ আমি কাকে পেনু ?

ব্রহ্মা ॥ তা তো পাবেই বাবা গুঁইবাবা...অপার পুণ্য করে এসেছো...সাধনে ভজনে নরজীবন ধন্য করে এসেছো...তোমরা পাবে অক্ষয় স্বর্গ...পাবে আমার দর্শন।

গুঁই ॥ না, না, না...কতটুকু...ও পানু কতটুকু করে এনু আমি ?

পান্না ॥ ও কী বলছেন ? কমটা কি করিয়ে এলেন ? ধরেন হামার বাবার তো সাড়ে তিন কোটি ভক্তই ছিলো খালি ওয়েস্টবেঙ্গলে...আমরিকায় আউর পান্‌চ কোটি!

ব্রহ্মা ॥ অতঃ কিম্ ? অতঃ কিম্ ? আর কি চাই ?

পান্না ॥ তারপর ধরেন, আশ্রমে বাবার বসবার সীট...আসলি সোনার থান ইঁট...হামি বানিয়ে দিয়েছিলাম...

ব্রহ্মা ॥ অতঃ কিম্! সোনার থান ইঁটে বসে সাধনা, সাধনায় আর বাকি রইল কী ?

পান্না ॥ হাঁ, লাইন পড়তো ভক্তদের।...টাকা পড়তো...সোনা পড়তো...বাড়ির দলিলভি পড়তো।...ছানা, মাখন, ঘিউ, মুর্গি...মুর্গি বাবা ছুঁতেন না।

ব্রহ্মা ॥ জ্ঞাতোস্মি! জ্ঞাতোস্মি! জানা আছে।

পান্না ॥ তারপর ধরেন...ঐ যে দেখছেন নযনমধু...

ব্রহ্মা ॥ কিম্ ? কিম্ ?

গুঁই ॥ ধর, ধর, ওরে ঝরে যাচ্ছে পানু, ধর।

পান্না ॥ ধরেন, ধরেন!

ব্রহ্মা ॥ কী ধরব ?

পান্না ॥ অশ্রু ধরেন!

ব্রহ্মা ॥ অশ্রু! [কোষ পেতে গুঁই-এর নয়নাশ্রু ধরে।]

পান্না ॥ খান, খান!

ব্রহ্মা ॥ কী খাব ?

পান্না ॥ খান...বাবার অশ্রু খান...

ব্রহ্মা । কান্না খাব ? [বিকৃত মুখে ব্রহ্মা কোষে জিব ঠেকায়।]

পান্না ॥ কী রকম লাগে ?

ব্রহ্মা ॥ (জিব চুকচুক করে) অমৃত! ইদম্ অমৃতম্!

পান্না ॥ আউর থোড়া খাবেন ?

ব্রহ্মা ॥ (জিব চাটতে চাটতে) অমৃত হ'লো কি করে ?

পান্না ॥ হোয, হোয়...আপনি জানতে পারেন না। কোটি কোটি ভক্ত লোক খামচা দিয়ে খেতো।

ব্রহ্মা ॥ কিমাশ্চর্যম্! খলু অমৃতম্!

পান্না ॥ ভাল লেগেছে? বাবা, আউর এক পশলা কাঁদেন তো!

ব্রহ্মা ॥ চোখের জল মধু হয় কিরূপে! (নিজের চোখের থেকে একটু জল নিয়ে খেয়ে) আমারটা তো নোনতা...আমার পরিবারেরও নোনতা! বাবা গুঁইবাবা, কোন্ তপস্যায় মধু করলে...যা স্বয়ং ব্রহ্মারও হয় না!

পান্না ॥ তা ধরেন, ভক্তরা তো ভগবানকে টপকেই যায়।

ব্রহ্মা ॥ তাই গেছ...তুমিও তাই গেছ বাবা গুঁইবাবা...অহম্ অভিভূতম্! বৎস পান্নালাল...যৎপরোনাস্তি মুগ্ধম্।...নাও! এই কল্পতরু থলিটা তোমরা নাও।

[ব্রহ্মা একটি থলি দেয়।]

পান্না ॥ কল্পতরু? ইসকা মতলব!

ব্রহ্মা ॥ যা আশা করে ঐ থলির কাছে চাইবে, তৎক্ষণাৎ তাই পেয়ে যাবে বাবারা। হে হে...এ জিনিস আমি বড় একটা কাউকে ছাড়ি না। কিন্তু তোমাদের ওপর আমি প্রীত...অহম্ অভিভূতম্...

পান্না ॥ কচৌরি চাই?

ব্রহ্মা ॥ চাও।

পান্না ॥ (থলিটা ফাঁক করে) খাস্তা কচৌরি...

ব্রহ্মা ॥ এসে গেছে। (পান্না হাত ঢুকিযে কচুরি বার করল) খাও।

পান্না ॥ (খেযে) কেযা তাজ্জব! মিঠাপাতি পান মিলেঙ্গি?

ব্রহ্মা ॥ হাত ঢোকাও! [পান্না পান বার করে।]

পান্না ॥ ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ সিগরেট! (থলিতে মুখ দিযে) আ যা...আ যা মেরে ফাইফ ফিফ্‌টি ফাইভ! (সিগারেট বার করে) আ গিয়া রে...

ব্রহ্মা ॥ টানো, মনের সুখে টানো বাবা পান্নালাল, আমার সবচেয়ে বড দেওয়াটা আমি তোমাদের দিযেছি। অভাব রাখব না...কোন অভাব রাখব না তোমাদের। বাবা গুঁইবাবা, কেঁদো না...কেঁদে কেঁদে তোমার ও দামী জিনিস আর নষ্ট করো না...দাঁড়াও...আমি একটা পাত্তর আনি। অহম্ বিস্মিতম্...যৎপরোনাস্তি!

[ব্রহ্মা পিছন ফিরে বার বার গুঁইবাবাকে দেখতে দেখতে চলে যায়।]

পান্না ॥ (ব্রহ্মা অদৃশ্য হতেই) আ যা আ যা...হুইস্কি আ যা...

গুঁই ॥ একাই টানবি পানু?

পান্না ॥ বলেন বাবা, আপনার কী চাই? কী খাবেন?

গুঁই ॥ ক্ষুধা! ক্ষুধা তৃষ্ণা তো আমার চলে গেছে পানু! যতদিন তাকে নাই পাইনু।

পান্না ॥ বলেন বাবা কাকে চাই...

গুঁই ॥ রম্ভা!

পান্না ॥ (থলিটা বাড়িয়ে) মাঙেন একটা রম্ভা...(চমকে) রম্ভা! আচ্ছাজী! স্বর্গের অপ্সরী!

গুঁই ॥ যখন মর্ত্যে ছিনু...কতো মেয়েছেলে...সধবা, বিধবা, কলেজের ছাত্রী...আর কতো অফিসার প্রফেসর ডক্টরেট এডভোকেটের এডুকেটেড্ ওয়াইফরা আমার ডাইনে বাঁয়ে, কোলেপিঠে ঝুলে...আমায় ওডিকোলন মাখাতো। স্বর্গে এসে

একটাও পেনু না। একটা অপ্সরাই যদি না পেনু...কেন সাধন করিনু...কেন স্বর্গে এনু পানু ?

পান্না ॥ কেন কাঁদছেন, এখুনি পেয়ে যাবেন...ডাকেন তো !

গুঁই ॥ (থলিতে মুখ দিয়ে) রম্ভা...আয় তো আমার রম্ভা ! (থলিতে হাত ঢুকিয়ে) কই ?

পান্না ॥ মৌজ করে ডাকেন, তবে তো আসবে...

গুঁই ॥ রম্ভা প্রিয়ে, তোমায় যেমনি দেখিনু...প্রেমশর খাইনু ! ইন্দ্রের নাচঘরে তোমার জঙ্ঘা দেখেছিনু...

পান্না ॥ (সোল্লাসে) দেখেছেন !

গুঁই ॥ (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেখিয়ে) এই থেকে এইটুকুরে ব্যাটা ! একেই বলে জঙ্ঘা !...এসো প্রিয়ে রম্ভা...দরশন দাও...এ হিয়া রাখিতে নারিনু...ওগো বরতনু ! ডাক না !

পান্না ॥ (থলিতে মুখ দিয়ে) আ যা ! আ যা !

গুঁই ॥ (সুরে) আযা আযা, মেরে রম্ভা আযা...

গুঁই ও পান্না ॥ (সুরে) আ আ আযা...আ আ আযা...

[থলি থেকে দুজনে দুটো পাকা কলা তুলে অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। স্বর্গের আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[নরক। ডাকিনীর মূর্তি বিভীষিকা ছড়াচ্ছে। নরকের ভেতর থেকে রমণীর আর্তকণ্ঠ ভেসে আসছে ঃ 'রক্ষা করো, রক্ষা করো...প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ কোথায় তুমি ?...হে স্বর্গবাসী দেবগণ, কুল-রমণীর মান বাঁচাও ! ওগো আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে গেল...কেউ এলে না ! হায় বিধি, স্বর্গ কি এতোই কাঙাল...']

[ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্ত ছুটে ঢোকে।]

ব্রহ্মা ॥ (পুরানো যাত্রার ঢঙে) কে ! কে ! কার কণ্ঠস্বর ?

চিত্র ॥ বারো নম্বরের প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ যাবে নাকি, অ্যাঁ ? টুক্ করে ঢুকে পড়তে পারো ! পুট্ করে নাতবৌকে নিয়ে সুট্ করে বেরিয়ে এলে।

চিত্র ॥ মুট্ করে ঘাড়টা মুট্কে দেবে প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ ভয় পাচ্ছ কেন, অ্যাঁ ! আমি তো পেছনেই থাকছিলাম...যাক্‌গে, তোলো দেখি...উঁচু করে তুলে ধরো...

[চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার পায়ের দিকের কাপড় খানিকটা উঁচু করে তুলতেই—]

কাপড় না, আমাকে! উঃ এতো উতলা হবার কী আছে! মানুষ না...মানুষ না...তোরা যদি মানুষ হবি, বুড়োবয়সে আমার এই হ্যাপা! নাও তোলো...

[চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে পাঁজাকোলা করে উঁচুতে তুলে ধরে।]

ব্রহ্মা ॥ (নরকের উদ্দেশে) হে নরকবাসী ভূত ও পিশাচগণ...পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত অভদ্র পাপীগণ...এটা মস্তানির জায়গা না। (চিত্রগুপ্তকে) পেটে চাপ দিয়ো না। (নরকের প্রতি) অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছো তোমরা...যমপুরীর নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে রমণীদের ধরে ধরে টানছো...এটা কি ওয়েস্টবেঙ্গল পেয়েছো? (হাসতে হাসতে চিত্রকে) এই কাতুকুতু লাগছে, ধ্যাৎ—(নরককে) ভেবেছোটা কী...আমি মরে গেছি! হ্যাঁ, নিচের মাড়ির গোটা পাঁচেক দাঁত নড়ে-নড়ে পড়ে গেছে...ঘাড়ের তিনটে মাথাও নড়ে-নড়ে পড়ে গেছে—ছিলাম চতুর্মুখ—এখন একটা আছে। তবু সবার ওপরে আছি। (চিত্রকে) নাড়াচ্ছ কেন?...সারেন্ডার করো...তিন মিনিট সময় দিলাম...কথা না শুনলে...(স্বগত) ঘোড়ারডিম কী যে কবব!...বুঝতে পারছো কী করতে পারি...আমি কী করতে পাবি!

[নরক থেকে সাঁ করে চক্রাবক্রা জামা পরা মস্তান নেংটি বেরিযে আসে।]

নেংটি ॥ কে বে! বাতেলা ঝাড়ছে কে!

[চিত্রগুপ্তের জিব বেরিয়ে ব্রহ্মার ঘাড়ে ঠেকেছে।]

ব্রহ্মা ॥ চেটো না! চেটো না...

নেংটি ॥ খচো...আবে খচো দেখে যা...সে স্বগ্গো থেকে লাগরদোলা লেবেছে বে!

[চিত্রগুপ্ত থরথর করে কাঁপে।]

ব্রহ্মা ॥ পড়ে যাব...এই...এই...ধরো...

[ব্রহ্মাকে নিয়ে চিত্রগুপ্ত বসে পড়ে। নেংটি হাসে।]

ব্রহ্মা ॥ কস্তম্!

নেংটি ॥ আবে হিব্রু ঝাড়ে বে...কস্তুং?

ব্রহ্মা ॥ হিব্রু না, দেবভাষা...কা তব কান্তা, কস্তে বাপ জ্যাঠা! তুই কে?

নেংটি ॥ চিনতে পাবছো না গুবু! তুমিই তো আমাদের নরকে ফিট করেছো!

ব্রহ্মা ॥ দিনের মধ্যে হাজারটা ফিট করছি...অতো খেয়াল থাকে না। চিত্রগুপ্ত...

চিত্র ॥ মস্তান! ওয়াগন ব্রেকাব! মাত্তব বাইশ বছর বযসে তিন হাজাব চোদ্দখানা মাল-বোঝাই ওযাগন ভেঙেছে প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ খুবই কর্মময় জীবন!

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে যেমন আপনি সবার ওপরে...ওযেস্টবেঙ্গলে তেমনি মস্তান! চোখের নিমেষে লাশ নামায়। নরকভোগ ত্রিশ হাজার বছর!

নেংটি ॥ খোমাখানা দেখি! নেংটি—গ্রেট নেংটি মস্তান! শালা কারোর রোয়াবি সহ্য করে না!

চিত্র ॥ রাণীমা কোথায়...বার করে দে!

নেংটি ॥ চোপ শালা, কেরাণীর ডিম!

চিত্র ॥ মারবি?

নেংটি ॥ ঘোষনা ছিঁড়ে নেব! শালা তিরিশ হাজার মারাচ্ছে! তিরিশ হাজার বছর নরকে বসে থাকব, ওদিকে দমদম দিয়ে ঝমাঝম ওয়াগনগুলো গড়িয়ে যাবে! এক একখানা কামরা ঝাঁপব, বিশ হাত কালীর খরচা উঠে আসবে!

[নেংটি তেড়ে যায়। চিত্রগুপ্ত সভয়ে ব্রহ্মার গায়ে সেঁটে যায়।]

চিত্র ॥ (সভয়ে) প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ না না, আমার সামনে গায়ে হাত দেবে না।

নেংটি ॥ (ব্রহ্মাকে) ফোট্ শালা!

ব্রহ্মা ॥ বাড়ি চলো...

চিত্র ॥ রাণীমা!

ব্রহ্মা ॥ নারদ তো আসছেই...সেই ছাড়াবে। [চিত্রগুপ্ত ও ব্রহ্মা প্রস্থানোদ্যত]

নেংটি ॥ বসো...বসো, কোন শালাকে ফুটতে দেব না...পুনর্জন্ম ছাড়ো, কাটো! বসো...(হঠাৎ ছুরি বার করে চিত্রকে) আবে বোস্ শিগগির...

ব্রহ্মা ॥ বাবা নেংটু...

নেংটি ॥ ওসব নেংটুমেংটু ছাড়ো গুরু। তিন মিনিট সময়...কথা না শুনেছো কি ডিনামাইট ফাটিয়ে দেব তোমাদের সুন্দরীকে ফুটিয়ে।

ব্রহ্মা ॥ ডিনামাইট!...বাবা নেংটু...এসো, আমার পাশটিতে বসো বাবা মস্তান! চিত্রগুপ্ত অর্ডারবুক দাও। পুনর্জন্ম, এ আর বেশি কথা কী—

চিত্র ॥ কী করছেন প্রভু!

নেংটি ॥ দে, চোতা দে, দে চোতা...গুরুকে পেন্সিল দে—

[চিত্রগুপ্ত খাতাখানা বুকে জড়িয়ে সরে যায়। নেংটি তাকে তাড়া করে মাথার ওপর ছোরা তোলে। পাখার মত বাতাস করে। চিত্রগুপ্ত উদ্যত ছোরার নিচে কাঁটা হয়ে ঠকঠক করে কাঁপে।]

চিত্র। প্রভু!

ব্রহ্মা যা বলছে শোন্! ওরে মস্তানের ওপর কারো হাত নেই! আমার তো নেই-ই! [ঘোড়ুই ঢোকে।]

ঘোড়ুই কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! আপনারা এসে গেছেন? কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার!

ব্রহ্মা ॥ না, না, অসুবিধে হবে কেন, কেমন বাতাস করছে!

[নেংটির ছুরি নাচানো দেখায়।]

ঘোড়ুই ॥ হেঁ হেঁ, না না, মারবে না স্যার! খ্যাঁচাকল ভয় দেখাচ্ছে। আসুন আলোচনায় বসি। আলোচনার মাধ্যমে যদি কোন সিদ্ধান্তে না আসা যায় তখনি লাশ নামাবার প্রশ্ন। ততক্ষণ তাক্ করে থাক নেংটি।

নেংটি ॥ ঠিক আছে, তুমি কথা বলো ঘোড়ুইদা। (চিত্রকে) আবে এই! নড়িস না।

ঘোড়ুই ॥ আজ কী বার বলুন তো?

ব্রহ্মা ॥ অ্যাঁ?

ঘোড়ুই ॥ কী বার...কী মাস...খ্যাঁচাকল কোন খবরই তো পাই না। এটা কী কাল যাচ্ছে?

ব্রহ্মা ॥ আমি তো একটা কালই জানি বাবা ঘোড়ুই, চিরবসন্ত!

ঘোড়ুই ॥ সে তো আপনি যেখানে থাকেন সেই স্বর্গে। আমাদের ওধারে, হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরে এখন কী মাস যাচ্ছে?

ব্রহ্মা ॥ কার্তিক কিংবা চৈত্র।

ঘোড়ুই ॥ দুটোই ফসল তোলার মরশুম। ফলন কিরকম এবার?

ব্রহ্মা ॥ খবর রাখি না।

ঘোড়ুই ॥ মানে তেমন হয়নি! খ্যাঁচাকল দুর্ভিক্ষ আসবে, অ্যাঁ? খালি গোছা গোছা কাটো, গোলায় পোরো। আমার খামারগুলো আছে তো?

ব্রহ্মা ॥ আর আমাব আমার করছো কেন বাবা ঘোড়ুই? মরে ছেড়ে চলে এসেছো...তুমিই বা কার, তোমার খামারই বা কার—

[চিত্রগুপ্তের গলায় আওয়াজ পেয়ে চমকে ঘুরে]

চিতু, নড়ো না! তোমার মাথায় হাতপাখা ঘুরছে!

ঘোড়ুই আচ্ছা, হাতিবাঁধার চাষাদের খবর কী? চাষাগুলো আছে, না পালিয়েছে?

ব্রহ্মা ॥ য পলায়তি স জীবতি! কিন্তু কোথায় পালাবে?

ঘোড়ুই কেন, শওরে! হারামজাদারা তো একটা জায়গাই চেনে। বেগতিক বুঝলেই বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে টেবেনে চেপে বসে সোজা গিয়ে নাঁমে শ্যালদায়! আর এই হয়েছে খ্যাঁচাকল এক শওর! হারামজাদাগুলো চুরি বাটপাড়ি করে...ফুটপাত নোংরা করে, মার্ লাথি...লাথি মেরে ব্যাটাদের গাঁয়ে ফেরত পাঠা, আমার হাতে ফেরৎ পাঠা— [চিত্রগুপ্ত অসহিষ্ণু হয়ে কিছু বলতে যায়।]

নেংটি ॥ (চিত্রগুপ্তকে) আবে এই, গরম লাগছে? লে হাওয়া খা।

ঘোড়ুই ॥ ব্যাটা মানকে! ব্যাটা মানকে ঠিক ঐ শওরে পালিয়েছে। শালার ব্যাটা শালা ওকে ধরতে গিয়ে মরলাম। গলায় ফাঁসি দিয়ে তোর দলিল আদায় করব! চোদ্দ শ' টাকা পাই—

ব্রহ্মা ॥ চোদ্দ শ'!

ঘোড়ুই ॥ এই যে লেখা রয়েছে—হাঁস, বাঁশ, মাছ, তেঁতুল...মরার সময় ছিল নশো চোদ্দ টাকা ছ পয়সা। অ্যাদ্দিনে সেটা চোদ্দশ' হবে না, অ্যাঁ?

ব্রহ্মা ॥ সে কি বাবা, তুমি কি মরার পরেও সুদ কাউন্ট করে যাচ্ছ?

ঘোড়ুই ॥ তবে? অ্যাঁ? দেহ রেখেছি, তা বলে খ্যাঁচাকল হিসেব তো ছাড়িনি। কোথায় পালাবি মানকে...আমিও যাচ্ছি...ঠিক ধরে ফেলব!

চিত্র ॥ পাষণ্ড! জন্ম নিয়ে ফের মানুষের রক্ত খাবে!

নেংটি ॥ না, নদের নিমাই সেজে ঘুরবে! ফতুয়াটা কোত্থেকে জুটিয়েছ গুরু? দেব শালাকে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে—

ব্রহ্মা ॥ কেন কথা বলছো চিতু? ভীতু লোকের অত ঠোঁটকাটা হতে নেই।

[ঘোড়ুই একগোছা নোট বার করে এগিয়ে দেয়।]

—কী বাবা ঘোড়ুই?

ঘোড়ুই ॥ এই দেড় হাজার রাখুন। রিবার্থের অর্ডার বেরুলে...দেব, পুষিয়ে দেব...

নেংটি ॥ লাও গুরু। কিছু না খিঁচে তো ছাড়বে না। নিয়ে চোতাখানায় একখানা সই মারো। গুরু, পয়লা ওয়াগনে তোমার নামে পাঁচমাথায় এস্ট্যাচু গেঁথে দেব...দাড়িখানা মাইরি ফ্লাইওভার নাচিয়ে দেব।

ব্রহ্মা ॥ চিতু, ওয়েস্টবেঙ্গল কি একখানা মৌচাক ?

চিত্র ॥ আর এগুলো মাছি। এতই যদি মধু সেখানে, সাধ করে মরতে গেলে কেন সব ?

নেংটি ॥ সাধ করে মরেছি বে ! পোভাতি সংঘ এপাশ দিয়ে ওয়াগনে চাপল...ওপাশে লবারুণ। খবর ছিল না ওস্তাদ...টপাটপ ছোটখোকা টপকাটপকি...একখানা এসে ধাঁই করে পড়ল পোভাতি সংঘের বুকে...চেন ধরে ঝুলছি...কে যেন পা ধরে হড়াস করে নামলো মাইরি !...হুস্ হুস্...(বুক দেখিয়ে) আপগাড়ি ছুটে গেল হুস্ হুস্ হুস্...

ব্রহ্মা ॥ ইস্ ইস্ ইস্...এই কাঁচা বয়সে...ইস্ ইস্ ইস্...

[ব্রহ্মা ঘোড়ুই-এর হাত থেকে টাকা নিতে যায়।]

চিত্র ॥ উৎকোচ ! [ব্রহ্মা চমকে হাত সরায়।]

নেংটি ॥ হুস্ হুস্ ! [ছুরিখানা চিত্রগুপ্তর দিকে বাড়িয়ে দেয়।]

ঘোড়ুই ॥ বঞ্চিত করব না...তোমাকেও বঞ্চিত করব না। স্যারকে দিলে চাপরাশিকেও ছোঁয়াতে হয়। এসো ভাই, কী আছে, সেখানে গিয়ে সুদে আসলে তুলে নেব।

চিত্র ॥ ছিঃ ! জঘন্য মহাজনের টাকা ! ছিঃ ! মানুষের বুকে পা দিয়ে টাকা এনেছে !

ঘোড়ুই ॥ (রেগে) হ্যাঁ এনেছি ! পা চাপায়ে রক্ত তুলে এনেছি। বলুন তো স্যার...সে কার ইচ্ছেয় ?

ব্রহ্মা ॥ আমার ?

ঘোড়ুই ॥ (কেঁদে) আলবৎ ! এই কপালে কে লিখে দিয়েছিল—যা ঘোড়ুই...দুহাতে ওদের গলা টিপে বার করে নে, টাকা বার করে নে। 'না' করতে পারেন ?

ব্রহ্মা ॥ পাগল ? তাই করা যায় ?

নেংটি ॥ যখন করেকম্মে খেয়েছি তখন মাইরি ছেড়ে দিয়েছ...আজ মরার পরে তেড়ে ধরেছ ! তুমি মাইরি দেয়ালা জানো গুরু।

ব্রহ্মা ॥ একটু আধটু শাস্তি না দিলে যে ধম্ম থাকে না খোকা !

ঘোড়ুই ॥ এই হাত...এই হাত রক্তমাখা ! এ কার হাত ! কার ? ভগবানের হাত...সব ভগবানের হাত !

ব্রহ্মা ॥ তবে ? ভগবানের হাত ভগবানকে দিচ্ছে। একে ঘুষ বলে না।

[ব্রহ্মা টাকা নেয়]

চিত্র ॥ ছিঃ !

ব্রহ্মা ॥ (ট্যাঁকে টাকা গুঁজতে গুঁজতে) মেলা ফাজলামি করো না। উৎকোচ ছাড়া আমাদের ইন্‌কামটা কী, অ্যাঁ ? আমরা কি খাটি, না এগ্রিকালচার করি, না মেসিন বানাই ? অতবড় স্বর্গপুরীর এসট্যাবলিশমেন্ট কস্‌টটা আসবে কোত্থেকে, অ্যাঁ ? বাবুরা সব ভাল ভাল খাবে...ভাল ভাল ঝর্ণায় গা ধোবে...ভাল ভাল মৃদঙ্গ

চাঁটাবে...ভাল ভাল ইয়েদের নিয়ে ইয়ে করবে !...বরুণবাবুর তো এমনি গণ্ডারের ধাত...এয়ারকন্ডিশন একটু বিগড়োলে...ঠাকুর্দা গেলুম...ঠাকুর্দা গেলুম ! (ঘোড়ুইকে) যা দিলে হিসেবে রেখো...ওপারে গিয়ে তুলো নিয়ো।

চিত্র ॥ *পৃথিবীটা ছিবড়ে হয়ে যাবে প্রভু !*

ব্রহ্মা ॥ (চিত্রগুপ্তকে চড় মেরে) পৃথিবী আমার চোখের বাইরে শালা ! সেখানে যা হোক আমার দেখার দরকার নেই। মোটকথা আমার গায়ে ছ্যাঁকাটি না পড়লেই হ'লো। (অর্ডারবুকে সই করে) এই নাও, ব্ল্যাঙ্ক পেপারে সই বসিয়ে দিলুম, যে যে যাবে—নাম বসিয়ে নিয়ো— [সইকরা অর্ডারবুক ঘোড়ুইকে দেয়]

নেংটি ॥
ঘোড়ুই ॥ } হুররে ! হুররে ! পেয়ে গেছি !

চিত্র ॥ কি করলেন প্রভু, কাদের হাতে ব্ল্যাঙ্ক পেপার তুলে দিলেন ! মর্ত্যের মানুষ আমাদেব গালাগালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দেবে—

নেংটি ॥ দ্যাখো মাইরি ঘোড়ুইদা, ফুসফুস করে সুড্ডার কানে চুকলি কাটছে !

চিত্র ॥ বেশ করছি !

নেংটি ॥ লে কর্ ! . [চিত্রগুপ্তকে তাড়া করে]

[চিত্রগুপ্ত ঘোড়ুই-এর হাত থেকে আচমকা অর্ডারবুক কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

ঘোড়ুই ॥ নিয়ে গেল ! নিয়ে গেল !

নেংটি ॥ ধর্ শালাকে...ধর্... [নেংটি ধাওয়া করে বেরিয়ে যায়]

ব্রহ্মা ॥ চিত্রগুপ্ত...চিতু...ওরে চিতু, অর্ডারবুক দিয়ে যা...ব্ল্যাঙ্ক পেপার সই করা...কী থেকে কী হবে...নিজের হাতে অর্ডার লিখেছি...

[ব্রহ্মা বাইরের দিকে গিয়ে সহসা ঘুরে।]

ব্রহ্মা ॥ দেব না।

ঘোড়ুই অ্যাঁ !

ব্রহ্মা ॥ ছাড়ব না...ছাড়ব না...ছাড়ব না। বেটা আমার হাতে করে খেলি, এখন আমার হাতে একটু আধটু মার খেতে এত আপত্তি ! আমার সম্মানের জন্যেও কদিন নরকে থাকতে পারিস না ! তিরিশ হাজার না...তোদের প্রত্যেকটার জন্যে ষাট হাজার বছর...

[ব্রহ্মা দ্রুত বেরিয়ে গেল। ঘোড়ুই ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে।]

ঘোড়ুই ॥ টাকা ! শালা টাকা মেরে চলে গেল ! ওই শালা পালাচ্ছেরে...খচো...খচো...

[বাঁশি বাজাতে বাজাতে খগেন চকোত্তি ওরফে খচো ঢোকে। পরনে বোতাম ছেঁড়া খাকিপ্যান্ট। মাথায় পুলিশের টুপি, এক পায়ে মোজা, বগলে রুল। খগেন অনর্গল বাঁশি বাজিয়ে চলেছে।]

ঘোড়ুই ॥ সব হয়ে গেল, বাঁশি খিঁচছে ! যা...অ্যারেস্টো কর।

খগেন ॥ কেসটা কী ?

ঘোড়ুই ॥ টাকা...টাকা...ভক্তি দিয়ে ফক্তি করে নিয়ে গেল !...সব শালা আমায় পেছন দেখিয়ে পালায়রে। যা ধর...ঐ পালাচ্ছে বোম্মার বাচ্চা !

খগেন ॥ পাঁচটা টাকা লাগবে।

ঘোড়ুই ॥ দূর শালা ! অ্যারেস্টো করা তোর ডিউটি...তাই কর। যা না বাবা খচো !

খগেন ॥ যাব না ! খচো বল্লেন কেন ? আমার একটা নাম নেই ! খগেন চক্কোত্তি।

ঘোড়ুই ॥ এ্যাঁ ! খগেন চক্কোত্তি ? অতবড় নাম মুখে ধরে ? সংক্ষেপে খচো। যা দৌড়ো...

খগেন ॥ আট আনা দিন অন্তত।

ঘোড়ুই ॥ খ্যাঁচাকল টাকা ছাড়া নড়বে না রে !

খগেন ॥ কেসের পেছনে যে খরচ করতে পারে না, তাঁর কেস আমি নিই না ! ফোট্ শালা !

[খগেন ঘোড়ুই-এর হিসাবের খাতাপত্তর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। ঘোড়ুই সেদিকে ছুটে বেরিয়ে যায়। খগেন বগলের রুলটা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মতো বাগিযে ধবে গান গায।]

খগেন ॥ আমি হলাম ঘুষের রাজা...ঘুষ ছাড়া ভাই নড়ি না...
কড়ি যদি নাই পড়ে...চোরকে আমি ধরি না !
লেকটাউনে বাড়ি ছিল...বারাসাতে বাগানবাড়ি
আমার প্রিয়ার কণ্ঠে ছিল...চন্দ্রমুখী সপ্তনবী !

(কেঁদে) আবার কবে জন্ম নেব...ঘুষের মুখ দেখতে পাব—
প্রিয়াব চোখের জলটুকু...বাঁ হাত দিযে মুছিযে দেব—

[খগেন গাইতে গাইতে নবকে ঢুকে যায়। আবাব সেই বিভীষিকাময় আলোছাযা ও তীব্র বাজনায নরক উদ্দাম হয। মাঝে মাঝে ভৌতিক হাসি শোনা যায। ছদ্মবেশ পরা নাবদের হাত ধবে চিত্রগুপ্ত ঢোকে। চুস্‌ত পাযজামা লংকোট ও কাব্‌লি জুতো পরেছে নারদ। মাথায চুড়ো বাঁধা চুলটা আধখোলা।]

চিত্র ॥ নিন, এই হ'লো আপনার ওযেস্টবেঙ্গল সেল। পাশেই বিহাব, গুজরাট, বোম্বাই...পশ্চিম তল্লাটে আমেরিকা। সব কটা ভূত, বুঝতেই পারছেন ত্যাঁদড়েব বাদশা।...এধারে আসুন তো, শেষবারের মতো ছদ্মবেশটা মিলিযে নিই।...বেশ হয়েছে কিন্তু মুনিবর, খুব মানিয়েছে।

নারদ ॥ এবার তাহলে...

চিত্র ॥ হ্যাঁ, এবার এটিকে পরিত্যাগ করুন। (ঝুঁটিবাঁধা চুলটা খুলে নেয়) মনে আছে তো আপনি কে ?

নারদ ॥ কে ! আমি কে ?

চিত্র ॥ ভুলে গেলেন ? আপনি হলেন বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস !

নারদ ॥ কে ! বাঁটুল বিশ্বাস কে ?

চিত্র ॥ আপনি, আপনি। দশখানা গাড়ি, দশখানা বাড়ি, আর দশখানা বড় বড় কারখানার মালিক...বিখ্যাত ধনী, প্রখ্যাত দেশনেতা বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস...

নারদ ॥ নেতা...আমি নেতা ! আমি দেশনেতা !

চিত্র ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। যাকে আনতে প্রভু যমরাজ মর্ত্যে গেছেন। প্রভু যমরাজ ফেরার আগেই আপনাকে সাজিয়ে দিলাম। তার তো মরার কথাই, কাজেই এরা বিশ্বাস করবে।...ও কী! অমন ছটফট করছেন কেন?

নারদ ॥ গরম! গরম!

চিত্র ॥ তা তো হবেই। দেশনেতার ড্রেস তো গরম হবেই। হাঁটুন...হেঁটে হেঁটে বেশ সহজ হয়ে নিন। আসুন...

[নারদ ও চিত্রগুপ্ত হাত ধরাধরি করে নাচের ভঙ্গিতে লাফায়।]

নারদ ॥ (চমকে চমকে) কে! কে!

চিত্র ॥ কই কে?

নারদ ॥ আমার কাঁধে...আমার ঘাড়ে! কে! কে! কোটের মধ্যে ঢুকছে...চুস্‌তের মধ্যে ঢুকছে!

চিত্র ॥ (সোল্লাসে) দেশনেতা ঢুকছে, দেশনেতা ঢুকছে! জাগো...জাগো নেতা...জাগো দেশনেতা।

নারদ ॥ (অদ্ভুত কর্কশ গলায়) কে? কে?

চিত্র ॥ এই বেশের প্রকৃত মালিক দেশনেতা—আপনার দেহে ভর করেছে মুনিবর!

নারদ ॥ (সহসা সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তিত্বে) মুনিবর! কে মুনিবর! বলো বাঁটুল বিশ্বাস!

চিত্র ॥ বাঃ! এবারে সহজ হয়েছেন...গলার স্বরটিও হুবহু! আসল বাঁটুল এখনও জানে না, পরলোকে অবিকল একটা ছায়া-বাঁটুল তৈরি হয়ে গেছে।

নারদ ॥ কে ছায়া! আমি কারো ছায়া নই। সারা ওয়েস্টবেঙ্গলে আমার ছায়া। আমি কারো ডুপ্লিকেট না, আমি খাস বাঁটুল!

চিত্র ॥ বেশ, বেশ, আপনিই ওরিজিনাল! এখন যান, ঢুকে পড়ুন। কী করতে এসেছেন, ভুলে যাবেন না—

নারদ ॥ মুভমেন্ট করব! সংগ্রাম করব! ওয়েস্টবেঙ্গলের নব্বুই লক্ষ পিশাচকে সংগঠিত করে আন্দোলন করব...বাপ-বাপ বলে তোরা সবাইকে ছেড়ে দিবি...ছেড়ে দিতে বাধ্য হবি!

চিত্র ॥ দূর! আপনি না খালি ইয়ার্কি করেন!

নারদ ॥ সাট্ আপ! ইয়ার্কি! আমি বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস—দ্য গ্রেট মাস-লীডার!...মস্তান, পুলিশ, জোতদার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার আমার ডান-হাত বাঁ-হাত! ওদের আটকে ইয়ার্কি করছো তোমরা! ওদেরই কাঁধে ভর দিয়ে আমি এতদূর উঠেছি!...কেন ওদের আটকে রাখা হয়েছে...হোয়াই...হোয়াই... [দ্রুত ব্রহ্মা ঢোকে।]

ব্রহ্মা ॥ ওরে খুলে নে, শিগগির ওর প্যান্টলুন খুলে নে!

চিত্র ॥ প্রভু!

ব্রহ্মা ॥ ওর মধ্যে ও নেই! ওর মধ্যে যার থাকার কথা সে-ই! এত জিনিস থাকতে ওকে দেশনেতার জামা প্যান্টলুন পরালে কেন?

চিত্র ॥ কি করে বুঝব? মাত্র জামাকাপড়েই...

ব্রহ্মা ॥ ওই জামাকাপড়েই হয় গো...জামাকাপড়েই হয়। দেশনেতা...সে একটা খোলতাই ড্রেস ছাড়া আর কী! নেংটি-ইঁদুরকে পরিয়ে দাও বাঘের মত হালুম করবে! টাকা মেরে মেরে টিকটিকিগুলো দুদিনেই হয় টাকার কুমীর!

নারদ ॥ হ্যাঁ, টাকা...টাকা! পাবলিককে লাইসেন্সের টোপ দিয়ে টাকা...বেকারকে চাকরির টোপ দিয়ে টাকা...খরা বন্যায় রিলিফের টাকা! যে বছর খরা না হয়েছে, খরা সৃষ্টি করে রিলিফ বসিয়েছি! আমি বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস—জনগণের পকেট কেটে ফেঁপে উঠেছি!...কে আমায় বাঁটুল সাজিয়েছে...ঐ ভগবান!

ব্রহ্মা ॥ অ্যাই নারদ!

নারদ ॥ (দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে) দেবতাদের কালো হাত...ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও!

[শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে নারদ দেশনেতার কার্টুনের মতো ফ্রীজ হয়ে যায়।]

ব্রহ্মা ॥ হয়ে গেছে...যা আশঙ্কা করেছি, তাই হয়েছে। এখন বাড়ি চলো...

[ব্রহ্মা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে যায়।]

চিত্র ॥ (দুঃখে কাঁদো কাঁদো) ছিঃ ছিঃ! বিশ্বাসঘাতক! ছিঃ! আসল বাঁটুল আসছে! আপনার দফারফা সেই করবে! মুনিবর, আপনি চিরদিনই একটা মহা খচ্চর।

[চিত্রগুপ্ত বেরিয়ে যায়। নারদ তেমনি শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে দাত মুখ খিঁচিয়ে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উন্মত্ত নেংটি টলতে টলতে ঢোকে।]

নেংটি ॥ খচো...আবে খচো...সে মালের বোতলটা কোথায় ঝাঁপলি বে? (নারদকে খচো ভেবে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে চমকে) কে বে? বাঁটুলদা?

নারদ ॥ কেমন আছিস!

নেংটি ॥ দাদা! দাদা তুমি! তুমি এসে গেছ!

নারদ ॥ তোদের ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি!

নেংটি ॥ ঘোড়ুইদা! আবে দেখে যাও মাইরি কে এসেছে! আবে ডাক্তারবাবু, হাকিমবাবু...

[ঘোড়ুই ও খগেন ঢোকে।]

ঘোড়ুই ও খগেন ॥ (বাঁটুল-বেশী নারদকে দেখেই) বাবা!

নেংটি ॥ (আবেগে) বাবা রে বাবা! তোর বাবা, আমার বাবা, নব্বুই লাখের বাবা বে!

[ঘোড়ুই নেংটি খগেন যুক্তকরে বাঁটুল-বেশী নারদের পায়ের সামনে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রার্থনা সুরু করে। প্রথমে ঘোড়ুই এক লাইন বলে—পরে নেংটি ও খগেন পুনরাবৃত্তি করে।]

ঘোড়ুই ॥ বাবা, বাবাগো বাঁচাও!

নেংটি ও খগেন ॥ বাবা, বাবাগো বাঁচাও...

ঘোড়ুই ॥ কতবার বাঁচিয়েছ, শেষবারের মতো বাঁচাও...

নেংটি ও খগেন ॥ কতবার বাঁচিয়েছ, শেষবারের মতো বাঁচাও...

ঘোড়ুই ॥ মর্ত্যে বাঁচিয়েছ, নরকেও বাঁচাও...

নেংটি ও খগেন ॥ মর্ত্যে বাঁচিয়েছ, নরকেও বাঁচাও...

ঘোড়ুই ॥ তুমি থাকতে আমাদের এ দুর্গতি!

নেংটি ও খগেন ॥ তুমি থাকতে আমাদের এ দুর্গতি!

ঘোড়ুই ॥ বাবাগো বাঁচাও...

সকলে ॥ বাবা বাঁটুল বিশ্বাসের চরণে সেবা লাগে—বাবাগো!

[সকলে নারদের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলো নিভে যায়।]

প্রথম অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[মর্ত্য।

শহরেব ধাবে জলেব পাইপেব গা-ঘেঁষে পাতানো ঝুপড়ির ভেতর গরিবের ঘর সংসার। বাত্রি। ঝুপড়ির ভেতর থেকে ফুল্লরা বেরিয়ে আসে। আঁটোসাঁটো লকলকে বেতের মত বেদেনী মেয়ে ফুল্লবা। এদিক ওদিক তাকায। বাইরে দূরেব দিকে চেয়ে হাঁক পাড়ে।]

ফুল্লরা ॥ (হাঁকে) ও-ও-ওই! ও-ও-ওই! ফিরলি গো!... মরেছে! মরেছে!...ফেরবে তো আমারে জ্বালাবে কেডা! কত বাত হযে গেল!...মাল খায়!...লিচ্চয়...লিচ্চয়! মাল টেনে পড়ে থাকে কোন্ চুলোয়! নইলে মাঝরাতে তুই ঠেলা চালাস! আমাবে বোঝাবি! রাত নটাব পর ঠেলা চলে পথে!

[পাইপেব মধ্যে একটা বাচ্চার কান্না। ফুল্লরা ছুটে গিযে বাচ্চাটাকে থামায়।]

আ-আ-আ-আ...

চুপো...চুপো শগুনের বাচ্চা...দিবাবাত্তিব জ্বালাযে মারলে গো! ওবেলা দুধ এনে দিলাম...এবেলা খিচুড়িব ঝোল...প্যাটে যেন তিন ভুবনের আগ জ্বলছে গো! মরণ নেই রে!...এই হাবামি...হারামি মানকেটা আমার কী উবগারটাই না করলে! কী ফন্দি এঁটে দেলে বাচ্চাডারে প্যাটে! নইলে আমার ভাবনা! বেদেব মেয়ে বেদেনী...তার কিসের চিন্তে!...বালুর চরে ছুটে বেড়াতাম...পাগলা গাঙে ডুব মারতাম ভুসভুস...সড়কি চ'লাযে চিতের মাথা ফাটাত্তাম...সটাং সটাং তীর—বেঁধতাম পাখির বুক!...এ বনে সে বনে কতো বনে ঘুরতাম গো! এমনি রেতের বেলায় দল বেন্ধে ঢোলে ঘা লাগাতাম..."হাপুরে হাপুরে আজ হাপুর বিয়া রে..."!—কুথায় ছিল এই কালাসাপ...কালা মানকে...দু'কানে বিষমন্তর ঢাললে—চল্ চল্ ফুল্লরা...চল্ কেনে ঘর বাঁধি! এমন করে কেনে যৈবন কাটাবি...ও তুই যাযাবরী বেদেনী...চল্ মোর সাথে...এক ঠাঁই থিতু হয়ে বসি। আমি খাটব খুটব...তুই রাঁধবি বাড়বি! কত্তো সোহাগ!

[মানিকচাঁদ ঢোকে। ক্লান্ত দুঃস্থ চেহারা।]

মানিক ॥ ভক্কি! ভক্কি! তা এট্টুস্ ওরকম ভক্কিফক্কি সোহাগ না দেখালি তুই কি আমার সাথে আসতিস রে ঘর বাঁধতি?

ফুল্লরা ॥ ঘর! এই মোর ঘর হয়েছে? একখানা লোহার খাঁচা!

মানিক ॥ হ্যাঁ...লোহার! লখিন্দরের লোহার বাসর...তুই আমার বেউলো!

ফুল্লরা ॥ বেন্দে ফেলেছে...লোহার বেড়ি দে বেন্দে ফেলেছে গো !

মানিক ॥ তা ফেলেছি...একদম বেন্দে। [ফুল্লরার গলা জড়াতে যায়]

ফুল্লরা ॥ (মানিকের হাত সরিয়ে) ঘর ঠিক করেছিস ?

মানিক ॥ ঘর ! কুথায় ঘর ?

ফুল্লরা ॥ বল্লি যে কোন্ ম্যাথরের ধাওড়ায়...ট্যাংরায় না কমনে...

মানিক ॥ ত্রিশ টাকা ভাড়া চায়, তিনশো টাকা আগাম।...তিনশোটা পয়সা নেই...

ফুল্লরা ॥ কেনে, যায় কুথায় ? দিনভোর ঠেলা টানিস...মুজুরি পাস না ? বেগার খাটিস ?

মানিক ॥ বেগার !

ফুল্লরা ॥ বাঁটুলবাবু তোরে মজুরি দেয় না ?

মানিক ॥ বাঁটুলবাবুর মেনেজার...হ্যাঁ দেয়...

ফুল্লরা ॥ তবে ?

মানিক ॥ যা দেয় তার ডবল কেটেও লেয়।...তোরে কই ফুল্লরা, গেল মাসে আমি এট্টা অ্যাকসিডেন করেছিলাম...তাতে করে ঠেলার চাকার জুহুরিখানা ভেঙে যায়। সারা মাস ধরে বাঁটুল বিশ্বাসের মেনেজার জুহুরির দাম কেটে লিচ্ছে। শালা হররোজের মুজুরি কেটে কেটে...দশখানা ঠেলার দাম তুলে নেলে...আর ক'খান নেবে...ক'মাস...ক'বছর বেগার চলবে...

ফুল্লরা ॥ কর, আর এট্টু অ্যাকসিডেন কর ! শালা অ্যাকসিডেন করে ঠেলা ভাঙবি...তারা মুজুরি কাটবে না ?

মানিক ॥ কেনে কাটবে ? ও ঠেলা কার ঠেলা।

ফুল্লরা ॥ কার ঠেলা ?

মানিক ॥ ঠেলা...আমার ঠেলা।

ফুল্লরা ॥ তোর ঠেলা ?

মানিক ॥ হ্যাঁ, আমার ঠেলা। পথমে আমার মুজুরি কেটে আমার নামে ঠেলা কিনে দিলে। শালা আমার ঠেলা আমি ভাঙলাম...ও শালারা আমারই মুজুরি কাটবে ?

ফুল্লরা ॥ ঠেলাখানা তোর ! কোনদিন বলিসনি তো ?

মানিক ॥ বলে কি করব ? কারে বলব ? নইলে ঘোড়ুই আমার জমি ভোগ করে, আর আমারে বলে চোর ! তার জাল কেটে বেরিয়ে আসি তো আরেকখানা জাল। শালা বাঁটুল ! আমার ঠেলার দাম তোলে আমারই মুজুরি কেটে ! ওদিকে গাঁয়ের ঠ্যালা...ইদিকে শওরের ঠ্যালা।

ফুল্লরা ॥ কাঁদ ! বসে বসে কাঁদ ! তোর জিনিস লুটে খায়...

মানিক ॥ খায় ! আমার জিনিস ওদের মুখে যায়। কখন যে চলে যায় বুঝতে পারিনে। বুদ্ধি নাই...বুদ্ধি নাই...

ফুল্লরা ॥ নাই...কিছুই নাই তোর। বুদ্ধি নাই, তাগদ নাই, শালা বেতো ঘোড়া !

মানিক ॥ আর খোঁচাস নে। দে, বেতো ঘোড়াডারে চাড্ডি দানাপানি দে।

[থালা পেতে খেতে বসে।]

ফুল্লরা ॥ ওরে ওঃ ! ভিখ মেঙে আমি ওরে খাওয়াব ! হারামি শালা। হাত পা ভেঙে পড়েছে মোর ঘাড়ে। যা যা...

মানিক ॥ কুথায় যাব ?

ফুল্লরা ॥ (মানিকের সামনে থেকে থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে) এই শালা চাষা...বাপ বলতো, ভেড়ার জাত...না পারে সড়কি ধরতে...মড়ার জাত...জনম ভোর বাঁধবে বলে ওডারে ডেকে এনেছে। ওডারে রাখবি কুথায় ?

মানিক ॥ রাস্তায় জন্মেছে, রাস্তায় থাকবে...

ফুল্লরা ॥ হ্যাঁ, থাকবে...খুব থাকবে ! আর এট্টুস বাদে ঝোপড়াটা ভেঙে দিয়ে যাবে !

মানিক ॥ (চমকে) আঁ !

ফুল্লরা ॥ ঐ দ্যাখ, পথে কাজ চলছে। লুটিশ দিয়ে গেছে...আজকেই ভাঙা হবে...পাইপটা গর্তে ঢুকবে...গোড় খেতে খেতে তোর ছেলেও গোরে যাবে...

[নেপথ্যে রাস্তা তৈরির শব্দ]

মানিক ॥ আঁইরে ভগবান ! নে ফুলি...শিগগির নে...ওরে বার করে নে...চল্ এট্টা ছাউনির খোঁজ দেখি...

ফুল্লরা ॥ ছাউনি তোর জন্যে বসে রয়েছে ! সব ভাঙা চুরমার ! দু-চ্যারখানা যাও আছে, ভর্তি ! ঢুকতে যাবি তো লাথি খাবি !

মানিক ॥ হেঁইরে ! ছেলেডারে নিয়ে...হ্যাঁরে ফুলি, এট্টা কী করন যায় ?

ফুল্লরা ॥ তোর ভাবনা তুই ভাব...আমি চল্লাম...

মানিক ॥ কুথায় ?

ফুল্লরা ॥ গড়ের মাঠে...

মানিক ॥ অ্যাঁ ?

ফুল্লরা ॥ ঢোল বাজাব...গান শোনাব...বাবুরা পয়সা দেবে...আমারে মাথায় করে রাখবে !

মানিক ॥ ছেলেডার কী হবে ?

ফুল্লরা ॥ তুই সামলা !

মানিক ॥ ও যে বাঁচবে না ফুলি !

ফুল্লরা ॥ এমনিতেও বাঁচবে না...

মানিক ॥ তবু যে কটা দিন বেঁচে আছে, তুই থাক। মরে গেলে চলে যাস...তোর যেখানে খুশি...

ফুল্লরা ॥ হ্যাঁ কবে মরবে, সেই আশায় জেবন বেরথা করি !

মানিক ॥ ফুলি ! তুই চলে গেলে কী করব ? ওরে কোলে নিয়ে ঠেলা টানব কি করে ? কার কাছে থুয়ে যাব ?

ফুল্লরা ॥ কেনে, কুকুর নাই...দ্যাশে শ্যাল নাই !

মানিক ॥ ফুলি ! তুই মা হয়ে...

ফুল্লরা ॥ মা ! থুঃ ! চলে যাব গঙ্গার পাড়ে...বাবুরা গান শোনবে...নাচ দেখবে...পান খাওয়াবে...তোর ঘরে...তোর সোম্‌সারে থুঃ থুঃ— [ফুল্লরা বেরিয়ে যায়।]

মানিক ॥ ফুলি...ফুল্লরা...চলে যাবে !—বাসাটা ভেঙে যাবে !...ওরে নিয়ে আমি কী

করব...আমি একা! শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। শেকল...বাচ্চাডা একটা শেকল...

[মানিক পাগলের মতো বেরিয়ে যায়। শূন্য মঞ্চে যম ঢোকে। যম বিমর্ষ ক্লান্ত। পেছনে যমদূত।]

যম ॥ (কোমর ধরে) উহুহু...

যমদূত ॥ প্রভু...প্রভু...

যম ॥ উহুহু...

যমদূত ॥ প্রভু!

যম ॥ উহুহু...

যমদূত ॥ (জোরে) প্রভু-উ-উ...

যম ॥ (পাইপের ওপর চড়ে বসে) তুই কি যাবি, না পদাঘাত খাবি?

যমদূত ॥ এখানে বসলেন...এটা রাস্তার পাইপ...

যম ॥ আমার খুশি বসব। যা তো। উহু—

যমদূত ॥ আজ্ঞে বাঁটুল বিশ্বাসকে মারার কি হবে?

যম ॥ কিছু হবে না, যা ভাগ্!...প্রিয়ে, প্রিয়তমে, তুমি কি ছাড়া পেলে প্রিয়তমে...

যমদূত ॥ আজ্ঞে মারবেন না?

যম ॥ সে বিঁটলে যদি না মরে আমি কী করব রে?...একেই আমার যা হচ্ছে...নারদটা ওদিকে প্রিয়েকে নিয়ে কি ছিনিমিনি খেলছে...বাঁটুলের এদিকে পটল তোলার নাম নেই।

যমদূত ॥ আর একবার চেষ্টা করে দেখুন না প্রভু...

যম ॥ আর কত্ত চেষ্টা করব রে? সারাটা দিন এক বাঁটুল ধরতেই প্রাণ গেল। ব্যাটার যে দশখানা মোটরগাড়ি, আগে খেয়াল করলে কোন্ শালা আসত! এই শুনলাম বাঁটুল ওখানে...ওখানে গিয়ে শুনি সেখানে! সেখানে গিয়ে দেখি ওই বাঁটুলের গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে! অত যার মোটরগাড়ি...তাকে ধরাও যায় না, মারাও যায় না! যা ভাগ্...

যমদূত ॥ আজ্ঞে মোটরগাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মারুন না...

যম ॥ ঘোড়ার ঘেঁচু! মাঝে পড়ে ড্রাইভারটি মারা যাবে। দেখা যাবে বাঁটুল এ গাড়িতে ছিল না...সে গাড়িতে আছে! দুর্ঘটনায় ব্যাটা গাড়ির ইনসুরেন্সের টাকা পাবে! অতো যার লাখ লাখ টাকার ইন্সিওরেন্স—তাকে মারা আমার কম্মো নয়!

যমদূত ॥ তাহলে কী নিয়ে স্বর্গে ফিরবেন প্রভু?

যম ॥ কেন, দুটি রুটি নিয়ে...

যমদূত ॥ আজ্ঞে?

যম ॥ (ঝোপড়া দেখিয়ে) দেখে মনে হচ্ছে মানুষের বাসা! হুঁ খুটখাট শব্দ হচ্ছে! দ্যাখ তো এক আধখানা বাসি রুটিফুটি পাস কিনা?

যমদূত ॥ গরিব মানুষের রুটি গ্যাঁড়াব ধর্মরাজ?

যম ॥ তবে কি বড়লোকের গ্যাঁড়াবে ? বাঁটুল বিশ্বাসের ! অত সস্তা না। সব কিছু লকারে...গ্যাঁড়াতে যাবি নেপালি ভোজালি গেঁড়িয়ে দেবে...

যমদূত ॥ করোনারি থ্রম্বোসিস্ !

যম ॥ অ্যাঁ ?

যমদূত ॥ করোনারি থ্রম্বোসিস্ ! প্রভু ! হার্টের রোগেই মারুন না।

যম ॥ এটা বাঁটুলের মৃত্যু নিয়ে এত ভাবছে কেন...

যমদূত ॥ আজ্ঞে আপনার ঠাকুর্দা আপনাকে বকাবকি করবেন...

যম ॥ ঠাকুর্দাকে বলো, শ্রীযুক্ত বাঁটুল বিশ্বাস ভিয়েনা গিয়ে দু বুকে পেস-মেকার বসিয়ে এসেছে। যার হার্টই নেই, তার হার্টের রোগটা হবে কোথায় শুনি ? উহুহু...

[যম কোমরের যন্ত্রণায় দুলে ওঠে।]

যমদূত ॥ তবে আর কিভাবে মারা যায় !

যম ॥ জানিনে যা ! ব্যাটা বিঁটলে আমার সর্ব প্রচেষ্টা বাণ্চাল করে দিয়েছে। আমাকে রিক্ত, নিঃস্ব, বিরক্ত করে দিয়েছে ! তাকে মারবার বিন্দুমাত্র রুচিই নেই !...আগে যদি জানতাম জগতে বড়লোকের জীবন রক্ষার এমন প্রভূত ব্যবস্থা হয়েছে—তবে কোন্ শালা...

যমদূত ॥ কোকাকোলা !

যম ॥ অ্যাঁ !

যমদূত ॥ স্টলের ঝাঁপ বন্ধ করছে। এক্ষুনি কোকাকোলা গেঁড়িয়ে আনছি প্রভু ! কোকাকোলা ! [ছুটে বেরিয়ে যায়।]

যম ॥ (জোরে) দুটো আনিস ! (আপন মনে) একটা খুনে ঠিক করেছিলাম, বাঁটলাকে মেরে দেবে...আগাম আমার মুক্তোর মালা...মালা নিয়ে গেল, মাল নিয়ে এলো না ! খুনেটা মনে হচ্ছে ওরই লোক ! খালিহাতে ফিরলে বুড়োভাম খিচ্‌খিচ্ করবে...একটা ছোটখাটো ৺চিকাঁচা পেলেও চলতো...

[যম মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ফুল্লরা ফিরে আসে।]

ফুল্লরা ॥ যাব চলে...কীসের টান আমার ! হুঁ ! অত পিছুটান দেখলে চলে না—

[হঠাৎ ফুল্লরা যমকে দেখে। দেখে মূর্তিমান যমরাজ বিশাল ছায়া ফেলে অভিশাপের মতো তাদের ঘরের ওপরে বসে আছে। যম চমকে ঘোরে, ফুল্লরার সাথে চোখাচোখি হয়। ফুল্লরা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে ওঠে। যম টুপ্ করে আড়ালে লুকায়।]

ফুল্লরা ॥ ও মাগো...ওমা...কেডা আছো...আমার ছেলেডারে বাঁচাও...ওমা আমার ছেলেরে বাঁচাও...

[মানিক একটা মাটির পাত্রে তরল পদার্থ নিয়ে ঢোকে। মানিককে দেখে হাউমাউ করে ওঠে ফুল্লরা।]

ফুল্লরা ॥ খোকা আমার বাঁচবে না রে !—ওরে আমি কী দ্যাখলাম...

মানিক ॥ কী দেখলি ?

ফুল্লরা ॥ য-ম !

মানিক ॥ য-ম !

ফুল্লরা ॥ *ঐ...ঐ ঠাঁয় বসে !*

মানিক ॥ (অদ্ভুত হেসে) এসে গেছেন তবে !

ফুল্লরা ॥ আসে রে যম আসে ! মরণের আগে তারে দেখা যায়। যেবারে আমার বাপ বনবাবুর গুলি খেয়ে মরল...সেবারে আমার মা স্বচক্ষি দেখেছিল...দেখেছিল শালগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে এমন কালো মেঘের মতো এক ছায়া ! খোকারে... [ঝোপড়ার দিকে ছোটে]

মানিক ॥ কী করে বুঝলি যমরাজ তোর ছেলেরে নিতে এলো !

ফুল্লরা ॥ ও যে আমার ছেলে...মার মন ঠিক ধঁরে ফেলেছে...

মানিক ॥ মা ! তুই মা ! তুই মা !

ফুল্লরা ॥ মা ! মা !...ও সোনা তোমারে ফেলে কুথায় যাচ্ছিলাম ! ও সোনা আমি চলে গেলে তোমার গায়ে আঁচলটা টেনে দেবে কেডা !

[ফুল্লরা ঝোপড়ার ভেতর থেকে কাপড়ে জডানো বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে আসে।]

মানিক ॥ যম দেখলি ফুল্লরা, না তোর পরাণের ভযডারে দেখলি ? তবে যা দেখলি সত্য দেখলি ! (পাত্রটা এগিয়ে) নে, তোর ছেলেরে খাওয়া...

ফুল্লরা ॥ দে...দে...বাছা আমার...[পাত্রটার দিকে হাত বাড়ায়]

মানিক ॥ দে দে...ঠোঁট দুখানা শুকায়ে চিমসে...ফাঁক করে অমেত্য ঢেলে দে মা...অমেত্য ঢেলে দে...

ফুল্লরা ॥ (চমকে) বিষ নয় তো !

মানিক ॥ কেনে, ও তো পথের কাঁটা। তোর কাঁটা, আমার কাঁটা।...আয় সরায়ে দিই...

ফুল্লরা ॥ ওরে না, ওরে না, মারিস নে...

মানিক ॥ (ফুল্লরার হাত ধরে) কেনে, আয় দুফোঁটা ঢেলে দিই...তুই চলে যাবি গাঙের ধারে...ঢোল বাজাবি...নাচবি...বাবুরা পান দেবে, খাবি...আর আমি নিশ্চিন্তে বাঁটুলবাবুর বেগার খাটব...জনমভোর খাটব...

ফুল্লরা ॥ শয়তান !

মানিক ॥ কেনে, কেনে, শয়তান কেনে ?...ও শালা তো পথে পড়ে আজও মরবে কালও মরবে...জনম দিয়ে শয়তানি করেছি...মেরে ফেলে তার চেয়ে বড় হারামি আর কি করতেছি রে !

[ফুল্লরার বুকে কাপড় জড়ানো শিশু। মানিক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

দে...ছেড়ে দে ফুলি ! নিকেশ করে দিই ! দে ছেড়ে !

ফুল্লরা ॥ (বুকের মধ্যে ছেলেটাকে চেপে) সারা জেবন নষ্ট করে...আজ বড় মরদ হলি, না ? থুঃ থুঃ ! [ফুল্লরা তার ছেলেকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।]

মানিক ॥ এ শালা জেবন...বেতো ঘোড়ার জেবন...মড়া জাতের জেবন...বেগার খাটার জেবন...রাখব না, এর চিহ্ন রাখব না...

[বলতে বলতে মানিক বিষের পাত্রে চুমুক দেয়।]

মানিক ॥ (টলতে টলতে ফুল্লরার পথের দিকে গিয়ে) ফুলি, ও ফুলি যাসনে! ...যা যা...বাঁচ...বাঁচ...তুই বাঁচ, তোর ছেলেরে বাঁচা।...কুথায় তোর যম...কুথায় বসেছে ? হেইরে যমরাজ...ফুলি বাঁচবে...তার ছেলে বাঁচবে। হেইরে যমরাজ, তুমি আমারে ন্যাও। শালা ঘোড়ুই-এর জাল কেটে বাঁটুলের জালে পড়লাম...এবারে বাঁটুলের জাল কেটে তোমার জালে ধরা দিলাম!...আর কেউ আমাকে ধরতে পারবে না গো...

[মানিক দুহাত আকাশে তুলে ছিটকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
কোকাকোলার বোতল নিয়ে যমদূত ঢোকে।]

যমদূত ॥ [শায়িত মানিককে দেখে, যম ভেবে] নিন ধবুন।...ধরবেন তো! প্রভু...

[বুঝতে পারে, যমরাজ নয়, একটি মৃতদেহ। মহানন্দে জোরে ডাকে।]

যমদূত ॥ প্রভু! একটা পাওয়া গেছে! [যমরাজ আসে]

যম ॥ কই ?

যমদূত ॥ এই তো!

যম ॥ (মানিককে দেখে) আঃ এই তো!

[সংগে সংগে চারিদিকে 'এই তো! এই তো' ধ্বনি ওঠে। চারধার দিয়ে বোরখা-পরা পিশাচেরা ঢোকে। মানিকের দেহ ঘিরে ভূতেরা নাচতে নাচতে গান গায়।]

পিশাচদেব গান ॥ এই তো...এই তো...
পেযে গেছি...পেযে গেছি...পেয়ে গেছি...
বাঁটুলেব বদলে মানিক পেলাম...
ধনীর বদলে গরিব পেলাম...
পিছু পিছু ছোটাছুটি নেই...
এদের বাঁচার ব্য স্থা নেই...
না চাইতে পাওযা যায...
পথে ঘাটে মিলে যায...
গরিব মরে কত সহজে...

—ঃ পর্দা ঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[স্বর্গ।
ব্রহ্মা খালি গায়ে গরদের ধুতিখানা কোমরে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে বড় একটি থালায় জলখাবার খাচ্ছে। প্রচুর রসগোল্লা ও দিস্তে দিস্তে লুচি।]

ব্রহ্মা ॥ (খেতে খেতে) মালপো দিল না ? এরা করে কি ! (জোরে) ওগো আজ মালপো করা হয়নি ? ও পাচিকে !...নাঃ, লুচিগুলো আর খানিকটা ফুলবে তো...অন্ততঃ ইঞ্চিটাক ! একটু আলুভাজি না...কিচ্ছু না...(রসগোল্লায় কামড় বসিয়ে) খালি রসগোল্লা ভালো লাগে কচু ! ...(নেপথ্যে তাকিয়ে) এই যে ইন্দ্র এদিকেই আসছে ! আরে কী ব্যাপার হে ইন্দ্র...মালপোযাটাই তোমরা বন্দ করে দিলে...(জোরে) ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! কী হ'লো, চৌকাঠ পর্যন্ত এসে পাঁই করে ঘুরে গেল... ! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) এই যে মহেশ্বর, এসো এসো...আচ্ছা ইন্দ্রটা অমন অসভ্যের মতো পেন্নাম না করে কোথায় ছুটলো বলো তো ঊর্ধ্বশ্বাসে...(জোরে) মহেশ্বর...মহেশ্বর...মহেশ...পড়ে যাবি, আস্তে যা !...সবাই পড়িমরি...কী ব্যাপার ? আরে এই যে বরুণ...(জোবে) বরুণ...বরুণ... [চিত্রগুপ্ত ঢোকে]

ব্রহ্মা ॥ কি হয়েছে গো চিতু, দরজা থেকে সব অমন পালাচ্ছে কেন, আমায় অসম্মান করে !

চিত্র ॥ আজ্ঞে না, অসম্মান না, ফুড্ পয়জনিং !

ব্রহ্মা ॥ কিম্, কিম্ !

চিত্র ॥ পঞ্চাশ ষাটটা করে মালপো খেয়েছেন প্রভুরা...বিষাক্ত মালপো ! থাকতে পারছেন না...হঠাৎ পেট চেপে যে যেদিকে পারছেন...বিশ্রীভাবে ছ্যাডাভ্যাড়া করে... ছি ছি ছি—

ব্রহ্মা ॥ (খেতে খেতে) সে কী ! স্বর্গের খাদ্যে বিষক্রিয়া ! আমরা তো চিরকাল ঘিটা দুধটা খাচ্ছি টাটকা...

চিত্র ॥ ছিঃ ! সবাই মুক্তকচ্ছ ! ছি ছি...

ব্রহ্মা ॥ তুমি তো আচ্ছা টেঁটিয়া হে, আমার নাতিদের এই অবস্থা, এক নাগাড়ে ছি ছি করছো !

চিত্র ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! ভাবা যায় ? সামান্য ভূত-পিশাচ এমনি করে প্রভুদের কাছা আলগা করে দেবে !

ব্রহ্মা ॥ আরে রসো রসো। ভূত-পিশাচ মানে...সে গুয়োরব্যাটারা এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে...

চিত্র ॥ নরকের ভূতেরা কাল মধ্যরাত্রে স্বর্গে ঢুকে পড়ে ভাণ্ডারের যাবতীয় খাদ্যে...চাল ডাল আটা ময়দা চিনি মিষ্টান্ন...সব কিছুতে তীব্র বিষ মিশিয়ে...(ব্রহ্মা রসগোল্লা খাচ্ছে) ছিঃ !

ব্রহ্মা ॥ চিত্রগুপ্ত !

চিত্র ॥ ছি ছি, আর খাবেন না...সর্বনাশ হবে...ফেলে দিন...

ব্রহ্মা ॥ (গালের রসগোল্লা ফেলে) এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ, কী হচ্ছে সব...

চিত্র ॥ হবেই তো !

ব্রহ্মা ॥ হবেই তো ?

চিত্র ॥ হবেই তো ! মর্ত্যে ওদের কাজই ছিল ভেজাল দিযে মানুষ মারা। বাধা দেননি...আস্কারা দিয়েছেন...আজ—

ব্রহ্মা ॥ আজ বংশটি বিপরীতগামী। নির্বংশ করব ! ওফ্ কী বাঁশই গড়েছিলুম সব...কী করব, এদের আমি কোথায় রাখব...দেব রিবার্থ ?

চিত্র ॥ ছিঃ !

ব্রহ্মা ॥ তা রাখবটা কোথায় ? এখানেও বাখা যাবে না, সেখানেও ঠেলা যাবে না...এদের জন্যে আব একটা উপগ্রহ ছাডব ? স্বর্গে ঢুকল কি করে অ্যাঁ, কে ঢোকালে ?

চিত্র ॥ বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাস...

ব্রহ্মা ॥ নচ্ছার নাবদ !

চিত্র ॥ বিষম কাণ্ড শুরু করেছেন ! ওঁরই নেতৃত্বে নরক আজ মারমুখী...উত্তাল ! দলবদ্ধ পিশাচেরা নরকরক্ষীদেব পেটাচ্ছে, ফুটন্ত তেলেব কড়াইতে চুবোচ্ছে...নরক গুলজার...গুলজার করে দিলো এক বাঁটুল বিশ্বাস...

ব্রহ্মা ॥ প্যান্টুলুনটা ছাডিযে নিতে পারলে না কোনমতে...

চিত্র ॥ বলছেন প্যান্টুলুন ছাড়ালেই ঠাণ্ডা হবে...

ব্রহ্মা ॥ হবে, হবে ! বেড়ালের গাযে ডোরা কেটে আমি বাঘ বানিয়েছি...কেঁচোর মাথায় মণি বসিযে সাপ...ঐ এক বেশেই যত হেরফের ! প্যান্টুলুন খসিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে বেব করে আনো...ঠেঙিযে আমি ওব...

[ব্রহ্মা রসগোল্লা খেতে যায়—]

চিত্র ॥ প্রভু...প্রভু...

ব্রহ্মা ॥ ছেড়ে দাও ! এত রসগোল্লা ফেলতে পারব না চিতু !

চিত্র ॥ মারা পডবেন যে !

ব্রহ্মা ॥ কী করব চিতু...কী করব ! আমিই ওকে জামাজুতো পরিয়ে বাঁটুল সাজালাম...এখন আমার বাঁট আমাকে ইঁট মাবছে, ইঁট মেরে আমার ফুল্‌কো নুচি চুপসে দিচ্ছে ! কে বুঝবে...আমার দুঃখু কে বুঝবে...(একটা রসগোল্লা খেয়ে) নিজের ঢোঁক আমি নিজে গিলতে পাবছি না গো...নিজে গিলতে পারছি না...

চিত্র ॥ ছিঃ ! কাঁদবেন না ! প্রভু যমরাজ আসল বাঁটুলকে এনে ফেললেই নকলের দাপাদাপি ঘুচে যাবে। আমার ধারণা দুটো বাঁটুল মুখোমুখি হলে দুই শয়তানে লডালডি হবে...দুটোরই পতন হবে !

ব্রহ্মা ॥ আর হয়েছে ! কার ওপর ভরসা করব ! যমটা গেছে আজ তিনদিন ! গেছে তো গেছেই...তিনদিনের মধ্যে না যম, না বাঁটুল ! একটা মানুষ বয়ে আনতে কত সময় লাগে রে ! ফিরুক ! মাজাভাঙাটাকে যদি এবার না ছাড়াই তো কী বলেছি ! ছাড়িয়ে নতুন যম অ্যাপয়েন্ট করব ! (হঠাৎ যন্ত্রণায়) আঃ আঃ...

চিত্র ॥ প্রভু ! প্রভু !

ব্রহ্মা ॥ (পেট চেপে) আরম্ভ হয়ে গেছে চিতু...আমারই রসগোল্লা আমারই উদরে হল্লা করছে। উঃ হু হু...

চিত্র ॥ জল ! জল ! [দরজায় পান্নালাল]

পান্না ॥ রাম রাম...রাম রাম হনুমানজী...

ব্রহ্মা ॥ হনুমান বলল ! আমায় বলল !

পান্না ॥ হামি তো আপনাকে হনুমানের স্বরূপেই ধেয়ান করিয়ে আসছি হনুমানজী !

ব্রহ্মা ॥ উদ্ধার করিয়ে এসেছ ! (রসগোল্লার থালাটা ঠেলে) নাও, এগুলো গেলো !

পান্না ॥ জয় রাম ! খাস হনুমানজীর মুখের পরসাদ ! জয় হনুমানজী !

[পান্না টপাটপ খায়]

চিত্র ॥ (পান্নাকে বাধা দিতে যায়) না—

ব্রহ্মা ॥ (চিত্রগুপ্তকে বাধা দিয়ে) না, খাক। বাধা দিয়ো না। খাও...আমার প্রসাদ পেট ভরে খাও...(চোখ মুছে) ইসকা বোল্‌তা...নেপোয় মারতা...রসগোল্লা গো...আঃ আঃ—

[ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে চলে যায়। পান্না খেয়ে চলেছে। কল্পতরু থলি মুখের সামনে খুলে গুঁইবাবা ডাকতে ডাকতে ঢোকে।]

গুঁই ॥ রম্ভা ! রম্ভা !

পান্না ॥ কাঁহাতক রম্ভা রম্ভা করে ডাকছেন বাবা...খালি কেলা উঠে আসছে—

গুঁই ॥ রম্ভা, প্রিয়ে, নন্দন কাননে তোমায় দেখিনু, মুচকি মুচকি হাসিনু...বিনিময়ে বলে গেলে—গুঁইবাবা, তুমি একটা ধেনু...

পান্না ॥ এ হে হে...আপনাকে ধেনু বলিয়ে গেল ! জাপটে ধরে থোড়া নয়নমধু খাইয়ে দিতে পারলেন না ?

গুঁই ॥ চেষ্টা তো করিনু...অঝোরে কাঁদিনু...মধু যে আর ঝরছে না পানু...

পান্না ॥ কেয়া ? মধু পড়ছে না ?

গুঁই ॥ কী করে পড়বে বল, চোখের কোলে ক'দিন ভাল করে মধু লাগাতে না পারিনু...

পান্না ॥ আরে না না, লাগালে সে তো আর্টিফিসিয়াল মধু হোবে...আপনার তো ন্যাচারাল হনি...

গুঁই ॥ দূর শালা ! চোখ দিয়ে কারো মধু পড়ে ! ও তো ফল্‌স !

পান্না ॥ ফল্‌স্ !

গুঁই ॥ ফল্‌স ! ফল্‌স ! (পান্নার থুতনি ধরে) এতকাল পিছু পিছু ঘুরলি, বুজরুকিটা ধরতে পারলিনি মুনু মুনু মুনু...

পান্না ॥

গুঁই ॥ (চারদিকে দেখে নিয়ে) তবে শোন্ ব্যাটা ! লোকে যেমন কাজল পরে, দেখেছিস তো, আমিও তেমনি করে মধু পরতাম ! এমনি করে ! তার ওপর মোম দিয়ে দিয়ে প্লেন নিপিস করে চামড়ার রং ধরাতাম...

[যম বাইরে থেকে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে শুনছে।]

তারপর তোরা যখন ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে আরতি করতিস...মোম গলে যেত...হ্যা হ্যা হ্যা...ভস্ করে মধু বেরিয়ে পড়ত...হ্যা হ্যা হ্যা...

পান্না ॥ আরে শালে ! এই কারবার ! আমরা শোচতাম কী...

গুঁই ॥ পুণ্যির জোরে মধু ছড়াইনু। হ্যা হ্যা হ্যা...তোদের কী দোষ, স্বয়ং বেহ্মাই ধরতে পারেনি...হ্যা হ্যা হ্যা...(থলিতে মুখ দিয়ে) আয় তো আমার মধু আর মোমবাতি...

[যম পেছন থেকে গুঁই-এর কাঁধে হাত দেয়।]

গুঁই ॥ কে রে ! ঘাড়ে হাত দিলি কে রে ! অসভ্য !

যম ॥ সব শুনলাম !

গুঁই ॥ (না ঘুরে) কী শুনলি রে !

যম ॥ (গুঁই-এর পেটে গুঁতো মেরে) জিনিয়াস্ ! ক্ষণজন্মা ! মহাপুরুষ ! শালা !

গুঁই ॥ কেন, আমি কী করিনু ?

যম ॥ কী করিনু ! ব্যাটা তোকে হাতেনাতে ধরিনু !

গুঁই ॥ আমি তোমার পায়ে পড়িনু... [গুঁই যমের পা ধরে।]

যম ॥ ছাড়, পা ছাড়। জোড়া ঘুঘু ! ভক্তি দিয়ে স্বর্গে চরছে ! তোদের আজ যমের বাড়ি পাঠাইনু। চল্, নরকে চল্... [ব্রহ্মা ঢোকে]

ব্রহ্মা ॥ যম ! অ্যাই যম !

যম ॥ (সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে) গরম তেলে ঠাসব...হাঃ হাঃ...চিনিস আমায়...কাপড় কাচা পাটাতনে ধোলাই লাগাব...

ব্রহ্মা ॥ ওরে না না...নরকে আর ভিড় বাড়াসনে...এখনো তোর বৌ...

যম ॥ (ব্রহ্মাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে) আরে ধুত্তোরি ! নিকুচি করেছে বৌয়ের। ফালতু একটা বৌয়ের জন্যে আমি ধর্মরাজ (গুঁইকে) মারব এক লাথি, ছিটকে পড়বি চেরাপুঞ্জি !

গুঁই ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) অপমান !...কোটি কোটি বিশ্ববাসী যার পদরজঃ খামচা দিয়ে খায় ! আয় পানু, চল্ কোথায় নরক...চল্ ওদের সংগে হাত মেলাই !... তোমাদের চোখ দিয়ে যদি কুইনিন মিকশ্চার না ফেলিনু...তো গুঁইবাবা ধেনু...সত্যি একটা ধেনু...হাঃ হাঃ হাঃ...

[ইতিমধ্যে বিষাক্ত রসগোল্লা খেয়ে পান্নার বমি এসেছে। গুঁই-এর পিছু পিছু পান্না ওয়াক্ ওয়াক্ করতে করতে নরকে চলে গেল।]

ব্রহ্মা ॥ কী করলি !

যম ॥ বেশ করেছি, ঠিক করেছি, আবার করব ! কীর্তি জানেন ওদের ? কীসের ঘোড়ার ডিমের অন্তর্যামী হয়েছেন !

ব্রহ্মা ॥ তুমি আজ জানলে, আমি তোমার বাপের আমল থেকে জানি!

যম ॥ তবে ওদের স্বর্গে পুষছিলেন কেন?

ব্রহ্মা ॥ জনমতের চাপে!

যম ॥ জনমত!

ব্রহ্মা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জনমত! পৃথিবীর থ্রি-ফোর্থ লোক চায় ওর স্বর্গলাভ হোক। মেজরিটি যা চায় আমি তা করতে বাধ্য...ওর নাকের সিকনি খেতে বাধ্য! (যমের গালে ঠাসঠাস চড় কষিয়ে) কোনমতে তাপ্পিতুপ্পি দিয়ে, এর ধামার কাঁঠাল ওর ধামায় রেখে চালাচ্ছি...মাথামোটা হামদো গোঁয়ার...মরছি পেটের কামড়ে...বউটা কার গেছেরে ছাগল...তব না মম...তব না মম...

যম ॥ (সম্বিত ফিরে পেযে হাউমাউ করে ওঠে) মম! মম!

ব্রহ্মা ॥ তবে! তবে! দুটো জ্যান্ত শয়তান ক্ষেপিযে দিলি...জানিস ওধারে কী হচ্ছে...তোর রক্ষীদের মেরে পাউডার করছে...(পুনরায় যমকে মারতে মারতে) তোরা কি আমায় হাঁপ ফেলতে দিবিনে...দিবিনে...দিবিনে...

[চিত্রগুপ্ত ঢুকে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মাকে প্রহার করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে।]

ব্রহ্মা ॥ ছাড়ো ছাড়ো, ওকে আমি...ওই ওর জন্যে আমার যত হেনস্থা। ওর বউ খুঁজতে...কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।...বিষধর ফণী আমার মাথায ফণা তুলছে...কেন ক্ষেপালি...

যম ॥ মারুন...মারুন...এ মাথায় থেকে থেকে কেন যে ধর্মের পোকা নড়ে ওঠে...(নিজের মাথায় ঘুঁসি মারতে মারতে) কেন...কেন...হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ...

[যম 'যমের হাসি' হাসে]

ব্রহ্মা ॥ বাঁটুল বিশ্বাস কই?

যম ॥ বাঁটু...হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা ॥ হ্যা হ্যা করে হাসছিস কেন? তাকে যে আনতে গেলি, কই সে...

যম ॥ কই...বাঁটুল কই...হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা ॥ যম!

যম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...গৃধিনীনন্দন! [যমদূত ঢোকে]
বাঁটুল বিশ্বাসকে তো এনেছি! [যমদূত ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।]
দেখাও...

যমদূত ॥ হাঃ হাঃ হাঃ... [ব্রহ্মার চোখের দিকে চেয়ে যমদূত ছুটে বেরিয়ে যায়।]

ব্রহ্মা ॥ যাক, একটা কাজ অন্তত করেছিস। বাঁটুলকে আমাদের খুব দরকার...কি বলো চিতু? সেই শুধু পারে হতচ্ছাড়া নারদের খেল্ খতম করতে। আমি তো ভাবছিলাম তুই বুঝি তাকে না নিয়েই ফিরবি!

[যমদূত কোমরে লোহার শেকল বাঁধা অবস্থায় মানিকচাঁদকে নিয়ে ঢোকে।]

ব্রহ্মা ॥ এ কে!

যমদূত ॥ বাঁটুল বিশ্বাস ভগবান!

ব্রহ্মা ॥ কে বাঁটুল বিশ্বাস!

যমদূত ॥ এই তো ভগবান !

ব্রহ্মা ॥ এই তো ! আরে কোথাকার এক মরা গরিব...

যমদূত ॥ যদি চান আরেকটা এনে দিচ্ছি ! দুটো গরিব জুড়ে একটা বড়লোক হয় না ভগবান !

ব্রহ্মা ॥ দুটো জুড়ে একটা...

যমদূত ॥ যদি ওজনে কম হয় আরো দশটা বিশটা গরিব এনে দেব ভগবান...বড়লোক ধরা গেল না ভগবান !

ব্রহ্মা ॥ চোপ্ ! (যমদূত ছুটে বেরিয়ে যায়) যম !

যম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা ॥ (চিত্রকে) কী করব...এদের নিয়ে কী করি বলতে পার ? একে সবকটা পুনর্জন্ম পুনর্জন্ম করে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে...আবার এক ব্যাটাকে বয়ে আনল ! এখুনি এ ব্যাটাও কাছা ধরে ঝুলবে...(যমকে) নে ঢোকা...ঢোকা নরকে...ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছে তো একটা নরক...পোর...যতখুশি পোর...

যম ॥ বাজে চেঁচাবেন না তো ! বিচার না করেই নরকে পুরছেন...ছেলেখেলা হচ্ছে নাকি ?

ব্রহ্মা ॥ ঠিক আছে ! বিচার করেই পুরব ! (মানিকের মুখ দেখিয়ে) মুখে ওসব কী লেগে ? অ্যাঁ ?

চিত্র ॥ ফলিডল প্রভু !

ব্রহ্মা ॥ ফলিডল ! তার মানে সুইসাইড কেস্...স্ট্রেট কেস্...স্ট্রেট নরক...

যম ॥ দূর দূর ! স্ট্রেট কেস্ ! এ স্বর্গে থাকবে। সুইসাইড করবে না ? জানেন খেতে পেত না, গাঁয়ে কলামূলো চুরি করে খেত...ধরা পড়ার ভয়ে প্রাণ হাতে করে পালাত...

ব্রহ্মা ॥ চোর ! তস্কর ! অপিচ পাতক আসামী !

যম ॥ আরে দূর কলা ! সে সব কলা ওর নিজের কলা !

ব্রহ্মা ॥ কলা নিজেরই হোক তোমারই হোক...চুরি ইজ চুরি ! দুর্লভ মানব জীবনে...

যম ॥ আহাহা, দুর্লভ মানব জীবন ! বেগাব খাটতে খাটতে মরছিল...বউটা পালালো... রাস্তার পাইপের মধ্যে মানব জীবন দুর্লভ...মহাদুর্লভ...

ব্রহ্মা ॥ সেন্টিমেন্টাল বেহালা ছেড়ো না যম ! পাইপে, মানে নলে বাস করত ! অপিচ ইঁদুরছানা ! এই নোংরা ঘেয়ো ইঁদুরছানা আমার ভালো ভালো ঝর্ণায় গা ধোবে !

যম ॥ ওই ছোট্ট ইঁদুরছানাদের খাবার দিতে পারেন, খাবার !

ব্রহ্মা ॥ হ্যাঁ, আমি আর দিয়েছি ! সকাল থেকে আমারই বলে খাওয়া হয়নি !

যম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ...

ব্রহ্মা ॥ হ্যা-হ্যা-হ্যা...এই দ্যাখো তো, এটা কি আমাদের যম, না নষ্ট কোম্পানির যম পাল্টে এলো !

চিত্র ॥ একে তাহলে কোথায় রাখি ?

ব্রহ্মা ॥ যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই পাঠিয়ে দাও ! গোলেমালে কাজ নেই বাপু !

ব্ল্যাঙ্কপেপারে সই তো করাই আছে, দাও নামটা বসিয়ে দাও! যা করছিল করুকগে! তোলো তো ওর মুখটা...

চিত্র ॥ (মানিকের মুখটা তুলে) প্রণাম করো মানিকচাঁদ...জগৎপতি শ্রীভগবান তোমার সামনে...

ব্রহ্মা ॥ শৃণু বৎস!

যম ॥ বাংলায় বলুন!

ব্রহ্মা ॥ শুনছিস, তোকে আমি ফেরত পাঠাচ্ছি!

মানিক ॥ অ্যাঁ...কোথায়...কোথায়...

ব্রহ্মা ॥ তোর বাড়ি!

মানিক ॥ (আতঙ্কে) না! না!

ব্রহ্মা ॥ না কেন? আমার এখানে জায়গা হচ্ছে না। তোর তো ভালই হলো ব্যাটা, লোকে সেধে জীবন পায় না...তোর না চাইতে মিলে গেল! (চিত্রগুপ্তকে) দাও পাঠিয়ে দাও...

মানিক ॥ না! না! আর যাবো না...আর যাবো না...আমি মরে বেঁচেছি গো!

চিত্র ॥ পৃথিবীতে কেন যাবে! শেকল ছাড়া তো কিছু ছিল না! লোকটা পালিয়ে এসেছে...আপনার আশ্রয় চায়।

ব্রহ্মা ॥ হুঁ, পাকা চোর...পলাতক আসামী! আশ্রয় দিতে পারি, কিন্তু তোকে একটা কাজ করে দিতে হবে মানিকচাঁদ!

মানিক ॥ বলো কী কাজ, যা বলো করে দেব...

ব্রহ্মা ॥ কাজটা কঠিন...তুই পারলেও পারতে পারিস!...চুরিও জানিস, ধরা পড়ার আগে পালাতেও জানিস! হ্যাঁ, শুধু তুই-ই পারিস! আমার একটা জিনিস চুরি গেছে, তোকে সেটা উদ্ধার করে আনতে হবে...

চিত্র ॥ আপনি আবার ওকে চুরি করতে পাঠাবেন! ছিঃ!

ব্রহ্মা ॥ চোপ্! নিজের জন্যে তো ঢের চুরি করেছে, ভগবানের জন্যেও একটা করুক!...নরকে যাবি! সেখানে অনেক খাদ অনেক গুহা...অন্ধকার...তুই একটার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবি...শুনতে পাবি একটি রমণীর কান্না...অপহৃতা অসহায়া...মানিক বাবা, তাকে যদি চুরি করে টুক্ করে পালিয়ে আসতে পারিস...তুই আমার শেষ ভরসা বাবা মানিক...

মানিক ॥ তুমি আমারে ঠাঁই দেবা?

ব্রহ্মা ॥ দেব...দেব...তোকে আমি এমন জায়গা দেব...এতটুকু ছোট্ট জায়গা...কেউ তোকে আর ছুঁতে পারবে না...কোন জন্মে তোর হদিশ পাবে না কেউ!
[ব্রহ্মা যম চিত্রগুপ্ত মানিককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবাই ব্যাকুল হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।]

মানিক ॥ পারব। হ্যাঁ, পারব! [স্বর্গের আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[নরক। নেংটি ঘোড়ুই ও খগেন মহোল্লাসে নাচছে। মদ খেয়ে হল্লা করছে। নবাগত পান্নালালকে ভৌতিক বিভীষিকা দেখাচ্ছে। খগেন পান্নার টুপিটা বার বার কাড়ছে। র‍্যাগিং করছে।]

ঘোড়ুই ॥ এবার একবার গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়, খ্যাঁচাকল চুষে সব ফাঁক করে দেব। আগের জন্মে তবু ভাল মানুষ ছিলাম, রয়ে বসে খেয়েছি। এবার দেখবি বামনদাস ঘোড়ুই...দশপায়ে খাবে, দশহাতে নাচবে...

নেংটি ॥ ফের জন্ম...ফের পোভাতি সংঘ...হুস্ হুস্...নেংটি, গ্রেট নেংটি ফিন্ জিন্দা হো গিয়া, কোন্ শালা রুখবে...

ঘোড়ুই ॥ (পান্নার পেটে খোঁচা দিতে দিতে) যে রকম হুড়কো দিচ্ছি, এই রকম আর কটা দিতে পারলেই খ্যাঁচাকল কাত্তিক মাসের মধ্যে দুনিয়াটা হাতের মুঠোয়...

নেংটি ॥ (বোতল খুলে পান্নার মুখে ধরে) টানো ইয়ার...লাগাও ফূর্তি...পিয়ো শালা, জিন্দেগি ভরকে পিয়ো—

[খগেন পান্নার টুপিটা কেড়ে নেয়। সবাই মিলে সেটা নিয়ে লোফালুফি খেলে।]

পান্না ॥ মজা করছেন...মাজাকি! রিবার্থ অতো সুবিস্তা না!

নেংটি ॥ সেই থেকে কী বলছে রে!

পান্না ॥ যা বলছি শোনেন! উধারে ভেসেকটমি চালু হয়েছে।

নেংটি ॥ টমটমি!

পান্না ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, টমটমি! এক দো...ব্যস্ খতম! রাস্তা বন্ধ! ভেবে দেখেছেন নব্বুই লাখের রিবার্থ ক্যায়সে হোবে!

নেংটি ॥ সে কি মাইরি, রেড সিগন্যাল!

পান্না ॥ এক-দো এক-দো করে কতদিনে পৌঁছুবেন সব! তার চেয়ে বাবা যা বোলেন শোনেন...

নেংটি ॥ কী বলছে রে তোর বাপ...

পান্না ॥ মহাবাবা গুঁইবাবা বলছেন, যাদের দরকার ভেরি আর্জেণ্ট, তারা পহলে যাবে।

ঘোড়ুই ॥ তবে আমি। ভেরি ভেরি আর্জেণ্টো। তোমরা জানো, সবাই জানো মানকেটাকে ধরতে হবে...মানিকচাঁদ...

পান্না ॥ আরে রাখেন আপনার মানিকচাঁদ। হামার কেস্ ভেরি ভেরি আর্জেণ্ট! লাখ লাখ রুপেয়ার বেবিফুড হামার গুদামে পচছে...কলকাতায় আভি তেজী

মার্কেট...ভুষি মিশায়ে ছাড়তে পারলে...বাবা বলেছেন সবসে আগে হামি যাবে...কাল সবেরসে কারবার স্টার্ট !

ঘোড়ুই ॥ কালই ! খ্যাঁচাকল বলে কী ! আরে মশাই সেখানে পৌঁছুতেই তো দশমাস দশদিন লেগে যাবে...

পান্না ॥ আরে না, না। ওতনা টাইম ফালতু নষ্ট করবো না। তিন মাহিনার মাথায় এমন চাড়া দিব...ব্যস্ ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া...

ঘোড়ুই ॥ ওরে ব্যাটা, তোর জন্ম দিতে গিয়ে মা-টা যে মারা যাবে !

পান্না ॥ মা যাবে, লেকিন গদ্দি বাঁচবে, কারবার বাঁচবে !

খগেন ॥ ওঁয়া ওঁয়া ! ফোট্ শালা ! আমার আগে কেউ যাবে না-। মেলা ফ্যাচ্ফ্যাচ্ করলে অ্যারেস্ট করবো !

পান্না ॥ রাখেন, রাখেন জী ! হামাকে অ্যারিস্ট করার আগে নিজের প্যান্টুলুন অ্যারিস্ট করুন।...

[খগেনের ঢলঢলে প্যান্ট দেখিয়ে প্রস্থানোদ্যত]

নেংটি ॥ (পান্নাকে আটকে) শালা, কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে ! হাইজ্যাক করে আন্দোলনের গোড়া বেঁধেছি আমি...সবার আগে আমি যাবো...নেংটি...গ্রেট নেংটি...

ঘোড়ুই ॥ নেংটু !

নেংটি ॥ ফোট্ শালা...পীরিত মারাতে হবে না। তোমরা শালা সেখানে গিয়ে খাবে আর আমরা দুজনে এখানে বসে বসে ঘণ্টা নাড়বো ? চলে আয় খচো—

খগেন ॥ দুভাই যাবো। নাড়িতে নাড়িতে বেঁধে যাবো।

[খগেন লাফিয়ে নেংটির পিঠে উঠে পড়ে।]

খগেন ও নেংটি ॥ টুইন ! টুইন !

পান্না ॥ হাঃ হ ! মস্তান আর খচো পিঠে-পিঠে ! (হাততালি) গ্র্যান্ড কম্বাইনেশন... গ্র্যান্ডেস্ট ! [গুঁইবাবা ঢোকে]

গুঁই ॥ আয় তো পানু ! [গুঁই পান্নার কাঁধে চড়ে বসল।]

পান্না ॥ মর্ গিয়া মর্ গিয়া...উতারো...

গুঁই ॥ তোরাও টুইন ! আমরাও টুইন !

[দুজোড়া ভূত, যমজ ভ্রূণের মত পরস্পরের দিকে চেয়ে আপ্রাণ 'টুইন টুইন' করে চেঁচাচ্ছে। বাঁটুলবেশী নারদ ঢোকে।]

নারদ ॥ বানচাল করছে...ডিভিশন ক্রিয়েট করে মুভমেন্ট খতম করছে ! ইডিয়ট ! মাথায় এটা নেই, একা কি দোকা গিয়ে আমরা কেউ করে খেতে পারব না ! ইউ ইউ ! (পান্নার চুলের মুঠি ধরে) কী ভাবছিস ! একাই ব্যবসা করবি ! সবটা মধু একাই খাবি ! দ্যাট ইজ নট পসিবল ! নো...নেভার। এ ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার উইদাউট এ খচো ব্যাকিং হিম, ইজ ওনলি এ ফেকলু !

গুঁই ॥ বুঝিনু বুঝিনু।

নারদ ॥ না, বোঝনি। লুক হিয়ার, লুক অ্যাট মি, আমি বাঁটুল বিশ্বাস, আই অ্যাম

ইওর লিডার...ইচ্ছে করলে তোদের সব কটাকে ফেলে সবার আগে আমি চলে যেতে পারতাম...

নেংটি ॥ পারো, মাইরি, তা তুমি পারো।

নারদ ॥ বাট আই ওনট্। বিকজ আই নো, এ লিডার উইদাউট মস্তান, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার এন্ড এ গুরু বিহাইন্ড হিম, ইজ নাথিং বাট এ ফেকলু!

গুঁই ॥ গেলে সবাই যাবো বাঁটুল...

নারদ ॥ ইয়েস! নইলে কেউ না। আমাদের একজনের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে আর একজনের প্রতিষ্ঠার ওপর। এ চেন...এ লং চেন!...লিডার—জোতদার—মজুতদার—মস্তান—খচো—এ চেন...এ লং-চেন! ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ছিস!...নে, শপথ নে। আয় এগিয়ে যাই। জয় সুনিশ্চিত, বন্ধুগণ, জয় উঁকি দিচ্ছে। আর মাত্র দু একটা দিন চালাতে পারলে বুড়ো ব্রহ্মার রাজত্ব মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। দে, দে, হাতে হাত দে ভাইসব, হাতে হাত—

[সকলে হাত ধরাধরি করে একটা চেন তৈরি করে দাঁড়ায়।]

নারদ ॥ বন্ধুগণ, খাদ্যে বিষ মিশিয়ে আমরা দেবতাদের কাছা আলগা করে দিয়েছি...আজ আবার আমরা স্বর্গে হানা দেব...এবার ছিনিয়ে আনব ব্রহ্মার অর্ডারবুক।

সকলে ॥ অর্ডারবুক! অর্ডারবুক!

নেংটি ॥ অর্ডারবুকের সাদা পাতায় বেহ্মার সই মারা আছে, শ্লা একবার ঝাঁপতে পারলে...

নারদ ॥ আমাদের নামগুলো বসিয়ে নিতে যা দেরি। সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম!

গুঁই ॥ জানিনু জানিনু বাঁটুল, অর্ডারবুক কোথায় রেখেছে আমি দেখিনু।

নারদ ॥ তবে আজ রাতে গুঁইবাবা তুমি আর আমি...

সকলে ॥ বাঁটুলদাদা যুগ যুগ জীয়ো...বাঁটুলদাদা যুগ যুগ জীয়ো—

[ঘোড়ুই বাদে আর সকলে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।]

ঘোড়ুই ॥ এই! এই না হলে লিডার: জনগণ কতবড় নেতাকে হারিয়েছে, অ্যাঁ! এ তো নেতা নয়, এ যে মায়ের কোলের মস্তান, বধূর হাতের শাঁখা...শাঁখা দিয়ো না ভেঙে...

[নেপথ্যে মানিকচাঁদের গান শোনা যায়। ঘোড়ুই শিহরিত হয়।]

কে! কার গলা!

[ঘোড়ুই ওঁৎ পাতে, ঠিক বাঘের লাফ মারার ভঙ্গী। মানিক গাইতে গাইতে এদিকে এলো। তার কোমরে শেকল ঝুলছে।]

মানিক ॥ যাব না...যাব না...যাব না...

মা আর যাব না তোর কোলে...

ডাকব না আর মা মা বলে...

মুখে দিলি আমার নিমপাতা মা...

পরনে ছেঁড়া তেনি...

সারা জীবন বলদ করে টানালি তোর ঘানি।

আর যাব না তোর কোলে...

ঘোড়ুই ॥ মানকে !

মানিক ॥ আজ্ঞে ! (মানিক ঘোড়ুই-এর দিকে তাকায়। ঘোড়ুই-এর চোখ জ্বলছে। মানিক খানিকক্ষণ ঘোড়ুইকে যেন চিনতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে) তুমি...তুমি কেডা ! (হঠাৎ ভীষণ আতঙ্কে) ও ভগমান !

[মানিক ছুটে পালাতে চায়। ঘোড়ুই ঝাঁপিয়ে পড়ে মানিকের কোমরের শেকলটা টেনে ধরে।]

ঘোড়ুই ॥ বড্ড ঘোরালি মানকে...বড় ঘোরালি...

মানিক ॥ (বলির পাঁঠার মতো সর্বশক্তি দিয়ে শেকল ছিঁড়ে বেরুতে যায়) ও ভগমান...কুথায় পাঠালে...

ঘোড়ুই ॥ ...ঘরে ঢুকলি দলিল বার করতে...তারপর...তারপর...তুই আমায মেরেছিস মানকে...তোব শোকে আমি মরেছি !

মানিক ॥ তুমি এখানে আছো জানলে আসতাম না গো...

ঘোড়ুই ॥ তেঁতুল...আমার তেঁতুলের দাম !...হাঁস, বাঁশ, নারকেল...সুদে আসলে উনিশ শো...হাঃ হাঃ...

মানিক ॥ ও বাবা, মরেও ছাড়ান নেই গো...মরেও...

ঘোড়ুই ॥ (ভয়ঙ্কর হেসে নিজের দিকে শেকল টানতে টানতে) এবার কোথায় পালাবি মানকে...কোথায পালাবি...হাঃ হাঃ হাঃ...

[আলো নিবে যায়। সংগে সংগে মর্ত্যে আলো জ্বলে ওঠে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[মর্ত্য। গঙ্গার পাড়। রাত্রি। ফুল্লরাকে দেখা গেল গান গাইছে। নাচছে। মন ভোলানো সাজসজ্জা। তার সামনে শয়তান গোছের একটা লোক। লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরা। গলায় রুমাল জড়ানো।]

ফুল্লরা ॥ (গান)

বাবু পান খাওয়াবে ও বাবু গাল রাঙাবে
এক পয়সার পাতা পান দু পয়সায় চুন
তিন পয়সায় যেমন তেমন চারে ছোটে খুন...
আমার পানের এমন গুণ।

[নরকের দিকে মানিকচাঁদের আর্তনাদ ঃ ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও !]

ফুল্লরা ॥ (আনমনে গাইছে)

ও আমার বন্ধুরে এই ছিল তোর মনে রে—

রাগ দেখায়ে কোথায় গেলি মোরে হেথায় ছেড়েরে...
বন্ধু কোথায় লুকাইলি...

[নেপথ্য থেকে ভেসে আসে মানিকের গান ঃ]

মানিক ॥ যাব না...যাব না...যাব না মা
আর যাব না তোর কোলে...

ফুল্লরা ॥ (বিষণ্ণ মনে গাইছে)
ভবের দুঃখ কাটাতে বন্ধু কোথায় পালাইলি
কত সুখ পেলিরে ও আমার বন্ধুরে...

[লোকটা ফুল্লরাকে টাকা দেয়। ফুল্লরা বিষাদ ঝেড়ে ফেলে গায়—]

ফুল্লরা ॥ বাবু পান খাওয়াবে ও বাবু গাল রাঙাবে...

[গান শেষ করে।]

বাঁচালে বাবু...কী যে উবগার হ'লো কী বলব ! ছেলেডার অসুখ ! ওই দ্যাখো গাছতলায শুয়ে আছে। কী যে হয়েছে ! হাত-পা গুলান শুকুয়ে যাচ্ছে ! (বাইরে তাকিয়ে) ও সোনা ! আর ভয নাই...সব অসুখ সেরে যাবে...এই দ্যাখো কত্তো টাকা...

[ফুল্লরা বাইরে ছেলের দিকে ছোটে। লোকটা পথ আটকে ফুল্লরাকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী যেন বলে।]

লোকটা ॥ তা'লে যাবি তো ?

ফুল্লরা ॥ না, না, আজ না ! আজ আমি কিছুতে পারবো না...ওরে ডাক্তারের ঠাঁয় নে যাবো। তুমি চলে যাও...

লোকটা ॥ হে হে, গুরুদেব তোকে দেখতে চেয়েছেন !...হ্যাঁ, তোর কথা শুনে অবধি ছটফট করছেন...

ফুল্লরা ॥ কেডা !

লোকটা ॥ মস্ত গুরু ! গা দিয়ে ঘি মাখন গডাচ্ছে...হে হে...শুধু একটা রাত !

ফুল্লরা ॥ হবে না। আজ ওরে একা ফেলে যাওয়া যাবে না। যাও, তুমি আর কারোরে নিয়ে যাও...

লোকটা ॥ ময়দান ফাঁকা...যে যার খদ্দের ধরে চলে গেছে...হে হে, এতো রাতে আর কাকে পাব...(বাইরে তাকিযে) ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি !

ফুল্লরা ॥ ডেকো না ! পারব না !

লোকটা ॥ খুব পারবি ! কোঁচড়ে ছেলে নিযে ময়দানে নেমেছিস কেন ? ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি !...ওটাকে গাঙে ফেলে দিয়ে চল্ !

ফুল্লরা ॥ কী বল্লে ?

লোকটা ॥ ওসব বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কি এ লাইনে থাকা যায় ?...ট্যাক্সি !

ফুল্লরা ॥ ঘরে মাগ নেই ? একটা রাতের তরেও নিজের বৌরে ভাল লাগে না ?

লোকটা ॥ চেঁচাবি না ! ওঠ্ ট্যাক্সিতে ! ওঠ্ শিগ্‌গির ! মাল না নিয়ে গেলে গুরু হার্টফেল করবে ! ওঠ্ ! [ফুল্লরাকে ধরে টানে]

ফুল্লরা ॥ (লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে) মারব সড়কি, দুখান করে দেব তোর বুক! চিতেবাঘ! তোর মত অনেক বাঘ মেরেছি! দূর হ!

লোকটা ॥ যাবি না?

ফুল্লরা ॥ মেলা টানা হেঁচড়া করবি তো, আমিও তোর গুরুদেবের কেলেহাঁড়ি ফাটায়ে ছাড়ব! (বাইরে যেতে যেতে) ওঃ লাইনে নেমেছি বলে, এট্টা দিনও জিরোন দেবে না! ও সোনা, বলো কী খাবা বলো...

[লোকটা ইতিমধ্যে ধুলো ঝেড়ে উঠেছে এবং পকেট থেকে ছুরি বার করেছে। ফুল্লরা নিস্ক্রান্ত হবার মুখে...]

লোকটা ॥ হাঁড়ি ফাটাবি, না! নে ফাটা...

[পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। ফুল্লরা আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে। আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[নরক। নারদ ওরফে বাঁটুল বিশ্বাস দুই কোমরে হাত দিয়ে মস্ত বড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। তার সামনে মানিকচাঁদ। তার কোমরের শেকল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কনস্টেবল খগেন। ওদের ঘিরে ঘোড়ুই, নেংটি, গুঁই ও পান্না।]

নারদ ॥ ভয় পাচ্ছিস! কাকে ভয়! আমি বলছি, আমি দেখব। তোরা....তোদের মতো লোকেরা যাতে পেট ভরে খেতে পায়.....বৌ-ছেলে নিয়ে সুখে সংসার করতে পারে......মানুষের মতো বাঁচতে পারে....(মানিক চুপ। মানিককে বুকে টেনে নিয়ে) ভাইরে, আগের জন্মে যত ব্যথা দিয়েছি ভুলে যা! এবার আমি জীবন লড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব।

খগেন ॥ তবে? আবার কি চাস! তাছাড়া আমি থাকছি। হ্যাঁ, তোকে, তোর মা-বোনকে কেউ ফাঁকি দিলেই, কেউ চোখ রাঙা করে তাকালেই.....সোজা অ্যারেস্ট....সোজা লক-আপ। তার জন্যে পাঁচ পয়সাও নেব না ভাই।

ঘোড়ুই ॥ (মানিকের মাথায় হাত বুলিয়ে).....মানকে, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাঁড়, সব তোকে আমি দিয়ে দেব। ওতো তোরই ভাই। তুই বাড়ি বসে থাকবি আর আমি নিজের হাতে তোর জমিতে লাঙল দেব......

নারদ ॥ বহুতাচ্ছা ঘোড়ুই! কী ভাবছিস মানিক, যাচ্ছিস তো...অ্যাঁ, আমাদের সংগে যাবি তো?

মানিক ॥ (চিৎকার করে) না।

নারদ ॥ আমাদের তোর বিশ্বাস হয় না!

মানিক ॥ না.....এক্কেরে না। ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছো, ফের আমারে চোষবা বলে। তোমাদের পত্যেকেরে চিনি।

নারদ ॥ (মানিককে মেরে) ইউ সোয়াইন ! সান অফ্ এ বীচ !
খগেন ॥ (লাঠি তুলে) তুই যাবি না.....তোর বাপ যাবে !
ঘোড়ুই ॥ (মানিককে মেরে) না যাবি তো আমার দুহাজার টাকা মেটাবে কে ? চাষবাস করবে কে ? লাঙল ঠেলবে কে ? আমরা সেখানে গিয়ে খ্যাঁচাকল ল্যাটামাছ চুষবো !
গুঁই ॥ মর্ত্যে গিয়ে তোকেই যদি না পেনু কাকে খেল্ দেখাইনু, কাকে উদ্ধার করিনু ?
পান্না ॥ আরে বুদ্ধু, না যাবি তো হামার গুদাম সাফা করবে কে.....বাঁটুলদাদার কারখানামে কাম করবে কে.....ঝাড়ু লাগাবে কে ?
নেংটি ॥ রেললাইনে খোয়া বিছোবে কে বে গাঁইয়া শালা ! মারব এক ঝাপ্পড়...

[চড় মারে]

নারদ ॥ বল্.....যাবো বল্.....
মানিক ॥ না !
খগেন ॥ না যাবি তো আমাব পকেট ভরাবে কে ?
নারদ ॥ (মানিকের কোমরের শেকল মুচড়াতে মুচড়াতে) জগৎ সংসার তোদের ঘাড়ে ভর দিয়ে চলে.....না যাবি তো আমরা কার ঘাড়ে পা দিয়ে দাঁড়াব....কার ঘাড়ে !
মানিক ॥ ও যতুই মারো.....ন্যাড়া আর বেলতলায যাবে না গো।
নারদ ॥ নেংটি !
নেংটি ॥ দাদা !
নারদ ॥ (চেনটা নেংটির হাতে দিযে) একটা গুহার মধ্যে ঢোকা। পালাতে না পারে। সবাই যাবে.....সেলের মধ্যে যতো গরিব আছে সবাইকে হাজির কর। ইচ্ অ্যান্ড এভরিওযান। মাসট.....দে মাস্ট গো ! এই দ্যাখ, আমার হাতে অর্ডারবুক, ব্রহ্মার সই-করা ; সবার নাম ঢোকাব। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তোদেরও সবাইকে যেতে হবে মানিকচাঁদ। স্বর্গ মর্ত্য নরক.....যেখানেই পালাস.....ছাড়া পাবি না মানিক, আমাদের হাত থে.ক ছাড়া পাবি না.....

[রৈ রৈ সকলে মিলে মানিকের কোমরের শেকল টানতে টানতে ভেতরে ঢুকল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // পঞ্চম দৃশ্য

[স্বর্গ। ব্রহ্মা শুযে খবরের কাগজ পড়ছে। ব্রহ্মার শিযরে একটি অদ্ভুতদর্শন যন্ত্র। অনেকটা টেলিফোনের মতো। যন্ত্রটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল।]

ব্রহ্মা ॥ (চমকে) কে ! কে ! (যন্ত্রটা কানে তুলল) ভো ! ভো ! কস্তম্ ! চিত্রগুপ্ত ? হ্যাঁ বলো, না না ঘুমুবো কেন ? ঘুম আর রেখেছো তোমরা ? খবরের কাগজ

দেখছিলুম.....হ্যাঁ গো....স্বর্গবার্তা ! আচ্ছা এই সাংবাদিকগুলো কী বলো তো ? গুচ্ছের আগড়ম বাগড়ম ছেপে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে ! (হঠাৎ চমকে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে) কে ! কে !.....না, তোমায় না। কাগজপত্র দেবো বন্ধ করে ! ভো ভো চিতু, আমার সেই লোকটা কতদূর কী করলো....আরে সেই চোরটা !....হ্যাঁ মানিকচাঁদ !....যে কাজে পাঠালাম তার কী করলো....দেরি করছে কেন ! অ্যাঁ, ধরা পড়ে গেছে....কী বলছ ? তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ! নরকের অবস্থা খারাপ ? তুলকালাম ! পৈশাচিক !....কে ! কে !....নরকে ঢোকাই যাচ্ছে না....দেউড়ি ভেঙে ফেলেছে ? স্বর্গ আক্রমণ করবে.... ! বাবাগো !.....না, না, আমি বলিনি....ভো ভো....বাবাগো-টা আমি বলিনি !.....তাহলে স্বর্গ বেদখল হচ্ছেই ? ভো ভো !......নারে না, বাবাগো-টা আমি বলিনি.....বলেছে ইন্দ্র....এই যে আমার ডান পা....পা....পালিয়েছে ? ইন্দ্র পালিয়েছে ? কখন ? দুপুরে ? আগেই সংবাদ শুনে কেটে পড়েছে ! বরুণও গেছে ! সবাই ? স্বর্গ ফাঁকা ! বাবাগো ! হ্যাঁ, এবার আমি বাবাগো বলেছি....বেশ করেছি....বুড়ো মানুষটাকে একা ফেলে সব পালালো !....কে ! কে !.....ভো ভো চিতু....আমার ঘরে বোধহয় কেউ ঢুকেছে....শিগগির এসে দ্যাখো তো.....আমার কীরকম গা ছমছম করছে !....কাল রাতে আমার অর্ডারবুক চুরি করে নিয়ে গেছে ! (চমকে চারদিক চেয়ে) কে ! কে ! .....চিতু....চিতু ! উঃ কী সৃষ্টি করেছিলাম.... আমার সৃষ্টি আমার গুষ্টির তুষ্টি করতে ধেয়ে আসছে ! মাথাফাতা গেল ! চিতু ! চিতু ! অবস্থা হাতের বাইরে.....হ্যাঁ, জরুরি অবস্থা ! তুমি চলে এসো.....

[উদাসীর মতো গান গাইতে গাইতে যম ঢোকে।]

যম ॥ (গান) যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো....

ব্রহ্মা ॥ যম ! ও যম ! তুমি আছো ? আমাকে কুপোকাৎ করতে সব আসছে ! কিছু করতে পারো ?

যম ॥ (গান) যে বাঁশি ভেঙে গেছে তারে কেন গাইতে বলো.....

ব্রহ্মা ॥ এই তুই কীরে ? তুই কী ? আমি যেতে বসেছি আর এ মাকড়া হেঁড়ে গলায় রামকেলী গাইছে !

যম ॥ আমার প্রিয়েকে উদ্ধারের কী ব্যবস্থা নেওয়া হ'লো ?

ব্রহ্মা ॥ দূর শালা ! আমি মরছি আমার জ্বালায়....বৌ-বৌ করে হেজিয়ে দিল রে ! তোর বৌ ছেড়ে আমার ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে গেছে.....সামলাতে পারবি ?

যম ॥ অনেক সামলেছি.....তোমার জন্যে অনেক করেছি.....করতে গিয়েই হৃদয়েশ্বরীকে হারিয়েছি !....আর তুমি এমনই ক্ষ্যামতাবান.....একটা নারীকে উদ্ধার করতে পারো না। যাও, শীঘ্র যাও.....এনে দাও,....

[সাংঘাতিক পদক্ষেপে ব্রহ্মার দিকে এগোয়।]

ব্রহ্মা ॥ (সভয়ে পিছিয়ে) এই ! এই !

যম ॥ বিরহ যাতনা সইতে পারছি না....যাও নিয়ে এসো....

ব্রহ্মা ॥ মারবে নাকি !....যম, দেশে দেশে বউ মেলে, ঠাকুর্দা মেলে খালি স্বর্গে ! তোর কপালে বৌ ছিল না, চলে গেছে....কাঁদিস না।

যম ॥ যত পাপ কাজ করিয়ে নিলে.....এখন কপাল ! গচ্ছ, ঝটিতি গচ্ছ—গচ্ছতু !

ব্রহ্মা ॥ আমি রেজিগনেশন দিচ্ছি।

যম ॥ কিম্ কিম্ !

ব্রহ্মা ॥ আমায় আর কিছু বলিস না.....আমি রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাচ্ছি..... ধর, লেটার ধর্। (পদত্যাগপত্র দিয়ে) আমার তো গদির মোহ কোনদিনই নেই।

যম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ !

ব্রহ্মা ॥ হাসির কথা কী বল্লুম !

যম ॥ গদির মোহ নেই ! বুড়ো ভাম ! গদি-গদি করে তুমি দাড়ি পাকিয়ে ফেল্লে !

ব্রহ্মা ॥ অ, পাকিয়ে ফেল্লুম ? এই দ্যাখ, সব কাঁচিয়ে কেমন চলে যাচ্ছি।

[ব্রহ্মা প্রস্থানোদ্যত]

যম ॥ (পথ আগলে) দাঁড়াও !

ব্রহ্মা ॥ পথ ছাড়্....আমি তো বলছি, হাঙ্গামা চুকে গেলে আমি আবার আসব।

যম ॥ হাঃ হাঃ ! যাবে তো একেবারে যাবে.....আর ঢুকতে পাবে না। বিটলে ঘুঘু, একটা মরা আধমরা গরিব লোককে পাঠিয়েছ কাজ হাসিল করতে ! জানতে না ওখানে ঘোড়ুই আছে, বাঁটুল আছে....ওখানে লক্ষ লক্ষ নেকড়ে থাবা পেতে আছে !.....ঐ রোগা লোকটা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে !....জেনেশুনে.... স্রেফ জেনেশুনে নেকড়ের জঙ্গলে মেষশাবকটাকে পাঠালো !.....আঃ ! লোকটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে !....ওহো হো, কেন এ বুকে মায়া জাগে, বেদনা হয়....কেন ! কেন !

ব্রহ্মা ॥ কেন হয় তা আমি কি করে বলবো ! আমার তো হয না। যা করেছি নিজেদের জন্যেই করেছি। এতবড এস্টাবলিশমেণ্ট চালাতে গেলে....এই অপোগণ্ড খোদার খাসি পুষতে গেলে.....কিছু লোককে গরিব করতেই হয়। যে মহাজন হতে চায় তাকে মহাজন করেছি.....যে ব্লাক-মার্কেটিয়ার হতে চায় তাকে লাইসেন্স দিয়েছি....যে রক্ত খাবে, তাকে রক্তপায়ী করেছি। আর সৃষ্টির ব্যালান্স রাখতে তাদের খাবার মতো কিছু প্রাণী আমায় সাপ্লাই করতেই হয়েছে।

যম ॥ ওহোহো......তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কী করেছি এত কাল ! ওহোহো....রিক্ত নিঃস্ব বিরক্ত লাগছে !

ব্রহ্মা ॥ বুঝি না বাবা, কেন যে তোমার থেকে থেকে এত রিক্ত নিঃস্ব বিরক্ত লাগে, বুঝি না।

যম ॥ বোঝ না, না ? (ব্রহ্মাব দিকে তেড়ে যায়) বৌটা কার গেছে ? তব না মম ?

ব্রহ্মা ॥ তব ! তব ! উঃ বুঝতে পারবি আমি গত হলে ! এই বুড়ো ঠাকুর্দাটি চলে গেলে সব ধরে ধরে চিতেয় তুলবে ! চিতে ! চিতে !

[দ্রুত চিত্রগুপ্ত ঢোকে]

চিত্র ॥ বলুন.....

ব্রহ্মা ॥ চিতে! চিতে!

চিত্র ॥ বলুন....

ব্রহ্মা ॥ চোপ্! চিতে.....চিতা....চিতা বহ্নিমান! দাও একটা ফেয়ারওয়েলের মালা দাও....চলে যাচ্ছি।

চিত্র ॥ সে কী প্রভু!

ব্রহ্মা ॥ জানি, আর কেউ না করুক তুমি আমায় রিকোয়েস্ট্ করবে। কিন্তু রাখতে পারব না.....

চিত্র ॥ হতাশ হবেন না প্রভু, সম্ভবত আর কোন ভয় নেই। সম্ভবত স্বর্গ এ যাত্রা বেঁচে গেল!

ব্রহ্মা ॥ আবার বলো!

চিত্র ॥ স্বর্গের আর কোন ভয় নেই প্রভু! নরকের পিশাচেরা এখন আপনার কথা ভাবছেই না, তাদের নজর এখন অন্যত্র!

ব্রহ্মা ॥ কুত্র! কুত্র!

চিত্র ॥ নরকের বন্দী গরিবদের দিকে।

ব্রহ্মা ॥ গুছিয়ে বলো!

চিত্র ॥ পিশাচেরা এখন গরিব বন্দীদের পিছু নিয়েছে। তাদের ধরছে.....বাঁধছে....দু'দলে একটা বড় রকমের লড়াই হতে চলেছে প্রভু!

ব্রহ্মা ॥ বটে! বটে!

চিত্র ॥ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত প্রভু! দু'পক্ষ যতক্ষণ লড়বে ততক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত। আপনার দিকে তাকাবার ফুরসত পাবে না।

ব্রহ্মা ॥ তবে খানিকটা বসে যাই, অ্যাঁ?

চিত্র ॥ নির্ভয়ে বসুন। চাই কি, এই ফাঁকে আমরা আমাদের হারানো সম্পত্তিটাও উদ্ধার করে নিতে পারি।

ব্রহ্মা ॥ কই রে, রেজিগনেশন লেটারটা কই!.....(পদত্যাগপত্র ফেরৎ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে) এ লড়াই থামতে দিলে চলবে না চিতু।

চিত্র ॥ আজ্ঞে নিঃস্ব গরিব ঐ ত্যাঁদোড়দের সংগে কতক্ষণ লড়বে? অচিরেই শেষ হয়ে যাবে।

ব্রহ্মা ॥ আবার পাঠাবো—

চিত্র ॥ অ্যাঁ!

ব্রহ্মা ॥ আবার শেষ হবে, আবার পাঠাবো। এ কন্‌টিনুয়াস ফ্লো অব্ দি পুওর পিপ্‌ল ইনটু দেয়ার মুখ-গহ্বর। খাবার জুগিয়ে যাও চিতু, খাবার! ওদের গাল কখনও শূন্য রাখবে না। সর্বদা ফিড্ করে যাবে, চিরকাল!.....ফলম্ ফলে ফলানি.....চিরকালের জন্য অহম্ নির্ভয়ম্ ভবামি। হাঃ হাঃ.....যমরে...ওঠ, বসে থাকিস না। যা মর্ত্যে চলে যা.....আন যত পারিস গরিব মেরে আন....আমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই.....হাঃ হাঃ....উনুনের কাঠ যেন কখনও না ফুরোয় যম....কখনও

না ফুরোয়... ! মনে রেখো, ওদের মুখে খাবার যোগাতে যেদিন ফেল করবো, সেদিন আমার সিংহাসনও ফল্ করবে !

যম ॥ প্রতিবাদ জানাচ্ছি !

ব্রহ্মা ॥ বৌ পাবি যম। তোর কাশ্মিরী ফারের কোট !

যম ॥ প্রতিবাদ জানাচ্ছি....লিখে নাও, এই প্রস্তাবে আমি পদাঘাত করি !....থুঃ.... থুঃ....থুথু ফেলছি....লিখে নাও ! লিখে নাও, তথাপি আমি যাচ্ছি....কেননা না গিয়ে আমার উপায় নেই ! এই বুড়ো ভাম যে চাকায় আমায় বেঁধেছে তা থেকে যমের নিস্তার নেই। হাঃ হাঃ হাঃ....না মরা পর্যন্ত যমের রেহাই নেই ! হাঃ হাঃ হাঃ—যমের প্রস্থান !

[যম ছুটে বেরিয়ে যায়। স্বর্গের আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // ষষ্ঠ দৃশ্য

[নরক। অপ্রাকৃত ভয়াবহ আলো বাজনার মধ্যে ফুল্লরা সম্মোহিতের মতো নরকে প্রবেশ করল।]

ফুল্লরা ॥ সোনা....ও সোনা.....কই তুমি ! এই দ্যাখো কত টাকা পেয়েছি....চলো আজ তোমারে খাওয়াযে আনি !....কই, কই তুই ! কুথায় লুকালি বাপ আমার ! আয়....কত রাত হ'লো....আয়....কতক্ষণ দেখিনি তোরে ! উঁঃ রাগ হয়েছে !....তা গান না শোনালে, বাবুদের মন না ভরালে আমরা বাঁচব কী করে বাপ ? [নরকের পরিবেশের ভযাবহতা আরো বেড়েছে। ডাকিনীর মূর্তির দিকে নজর পড়তে ফুল্লরার সম্মোহিত ভাবটা কেটে যায়।]
ও কী ! (পাগলের মতো) কুথায় ! এ কুথায় আমি !

[একটা আলোকবৃত্তে ব্রহ্মার মুখটা দেখা যায়।]

ব্রহ্মা ॥ বুঝতে পারছ না ?

ফুল্লরা ॥ এখানে কেন ? কুথায় ধরে আনলে গো ?

ব্রহ্মা ॥ পাপের শাস্তি !

ফুল্লরা ॥ আমি বেঁচে নেই !

ব্রহ্মা ॥ কারো কারো বুঝতে দেরি হয়।

ফুল্লরা ॥ সোনা....সোনা কুথায়....সোনারে..... [ফুল্লরা ছুটে বেরুতে যায়]

ব্রহ্মা ॥ কোথায় যাচ্ছো ? তাকে এখানে কোথায় পাবে ?

ফুল্লরা ॥ এনে দাও.....আমার সোনারে এনে দাও !

ব্রহ্মা ॥ সে যে বেঁচে আছে !

ফুল্লরা ॥ মেরে আনো—

ব্রহ্মা ॥ ছেলেকে মারতে বলছো ?

ফুল্লরা ॥ হ্যাঁ, মারো....কঠিন ব্যাধিতে মারো.....না মরে, ঝড় দাও ....মাথায় বাজ ভেঙে ফেলো....না মরে, একপাল শকুন ছেড়ে দাও—বুকে নখ বিঁধে তুলে নিয়ে আসুক....

ব্রহ্মা ॥ ডাকিনী ! ডাকিনী !

ফুল্লরা ॥ আমার সোনারে ছেড়ে আমি কী করে থাকব !....মর্ ও চাঁদ, তুই মর্....

ব্রহ্মা ॥ আমি যতদূর বুঝেছি, ও মরবে না।

ফুল্লরা ॥ অতোটুকু ট্যাংটেঙে শরীর, কেন মরবে না ?

ব্রহ্মা ॥ কই মরল ? তার বাপ বিষ দিয়ে মারতে গেল.....বাপ মরল, সে মরল না !...কঠিন রোগে গাছতলায় পড়ে আছে....সে আছে, তুমি নেই ! পথের ধুলো খায়.....নর্দমার জল খায়....তবু আমি তাকে কিছুতেই মারতে পারছি না।

ফুল্লরা ॥ কেন ? কেন ?

ব্রহ্মা ॥ কেন, সেকথা আমিও জানি না— [ব্রহ্মা অন্তর্হিত হয়।]

ফুল্লরা ॥ (দু'হাত মেলে বহুদূর গ্রহান্তরে তার ছেলেকে ডাকে) মরবিনে....ও চাঁদ মরবিনে.....আমার কোলে আসবিনে....

[নরকের দ্বারপথে গুঁইবাবার হাসি শোনা যায়।]

গুঁই ॥ (হাসতে হাসতে) কে...কে...কে এলি ? আমার রম্ভা.....আমার রম্ভা এলি ?

ফুল্লরা ॥ বাবাগো !

গুঁই ॥ আয়, আয বেটি আয....কাছে আয়। কতদিন পরে তোকে দেখিনু !

ফুল্লরা ॥ বাবা.....

গুঁই ॥ বল্ বেটি....

ফুল্লরা ॥ সন্ধেরাতে গঙ্গার পাড়ে একটা লোক আমায টানছিল, বললে তার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবে, সে নাকি ছটফট করছে ! সে কি তুমি ?

গুঁই ॥ সেও আমি....এও আমি। সেখানে আমার মায়া-শরীর, এখানে আমার ছায়া-শরীর ! সবই 'আমি'র খেলারে ! আয় দুখিনী তাপিনী....চোখ ভিজে কেন, কীসের যাতনা ? হ্যাঁরে বেটি, সন্তানের জন্যে কাঁদছিলি ?

ফুল্লরা ॥ হ্যাঁ বাবা।

গুঁই ॥ ছেলেকে দেখবি ?

ফুল্লরা ॥ পারো, একবার দেখাতে পারো বাবা !

গুঁই ॥ কেন পারব না ! কত মাকে সন্তান দেখাইনু, কত পত্নীকে পতি দেখাইনু, কত পতিকে বাঈজী দেখাইনু !....বোস্ বোস্, ভাল করে বোস্....শরীর হাল্কা কর, জড়তা রাখিসনি। চোখ বন্ধ কর....ঘাড়টা নরম কর....আরো.....আরো...হ্যাঁ হ্যাঁ....

[গুঁই ফুল্লরার পেছনে বসে মাথাটা নিজের বুকে টেনে ধরেছে। গুঁই-এর মুখটা ফুল্লরার মুখের ওপর।]

গুঁই ॥ দেখতে পাচ্ছিস ?

ফুল্লরা ॥ কই !

গুঁই ॥ (আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে) পাবি। [ফুল্লরার গায়ে হাত বোলাচ্ছে।]

ফুল্লরা ॥ (ছটফট করে) কী করো....ছেড়ে দাও....ছেড়ে দাও....

গুঁই ॥ রূপসী...আমি যে উপোসী ! কতকাল পরে পেনু !

ফুল্লরা ॥ ছাড়ো ছাড়ো....

গুঁই ॥ রম্ভা....আমার রম্ভা....

[গুঁই লালসায় অধীর হয়ে ফুল্লরাকে টেনে ধরে। ফুল্লরা ছটফট করছে। সহসা অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে মানিকচাঁদ ঢোকে।]

মানিব ॥ কে রে ! ফুলি নাকি ?

ফুল্লরা ॥ মানিক ! [ফুল্লরা মানিকের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

গুঁই ॥ শুয়োরটা শেকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে ! বাঁটুল....বাঁটুল....

[গুঁইবাবা চলে যায়।]

মানিক ॥ তুই এখানে কী করে এলি....ও ফুলি.....আমার ফুল্লরা....কদ্দিন দেখিনি.... কোনদিন দ্যাখব ভাবিনি....ও বৌ, তোর গলা শুনে....ও কার গলা....ফুলির না ? আঁধার গুহায় আছড়ে আছড়ে শেকল ভেঙেছি ! বৌ....আমার বৌ....

ফুল্লরা ॥ (মানিককে দু'হাতে ধরে) মানিক......মানিক....তুই তো !

মানিক ॥ আমি, আমি ফুলি, আমি। কুথায় ছিলি.....কেমনে ছিলি....আমি যে মনে মনে বলতাম, ফুলি আমারে ছেড়ে গেছে, তার যেন কোন কষ্ট না হয়.....আমার বনের পাখিটা উড়ে গেছে....সে যেন বাঁচে.....ভালোভাবে বাঁচে.....

ফুল্লরা ॥ (দু'হাতে মানিককে সরিয়ে) ছুঁসনে....ছুঁসনে....ওরে মা-গঙ্গার পাড়ে পাড়ে রাতের পর রাত লুঠতবাজ হয়ে গেছে....সব....আমার সব ! ....কেনে নিয়ে এলি বনের বাইরে ? কেনে সড়কিখানা ধরতে ভুলালি....কেনে জানোয়ারের হাতে মরলাম....কেনে....(কেঁদে) পারিনি রে, বাঁচতে পারলাম না....পিঠে ছুরি বিন্ধে মেরে ফেলেছে তোর বনের পাখিরে !

মানিক ॥ ইস্ !

ফুল্লরা ॥ সব সহ্য করেও টিঁকতে পারলাম নারে.....

মানিক ॥ (পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে) পাখিটারে আমার বিন্ধে ফেলেছে....ইস্‌স্ ! বাবুরা কত আদর....কত সোহাগ করেছে, না ফুলি ? ইস্‌স্ !

ফুল্লরা ॥ মানিক.....

মানিক ॥ মেলা তো চাইনি ভগবান....তোমার অতবড় ভুবনে....একখানা ঘর....একমুঠো দানাপানি.....তাও দিলে না আমাদের ! (থেমে) সে কই ফুলি......সে কই.... আনতে পারিসনি তারে ?

ফুল্লরা ॥ (ডুকরে ওঠে) ও আমার সোনারে.....

মানিক ॥ (কান্না চেপে) মরলে কাঁদে, এট্টা মানুষ মরলে, যারা বেঁচে থাকে, তারা কাঁদে ! আমরা মরে গিয়ে.....যে বেঁচে আছে তার জন্যে কাঁদি কেনে ?....আয়, আয়

ফুলি, দ্যাখ...ঐ মেঘের ওপারে...চাঁদের ওপারে আমাদের পিথিবী ! কালা কুচ্ছিৎ...শুকনো মরা ভাঙাচোরা খাদ খোন্দল...থরে থরে কালা শ্বাস...তার ভেতর জেগে রয়েছে তোর আমার ছেলে। চারদিকে শ্যাল শকুন জন্তু জানোয়ার...কেউ তারে মারতে পারছে না...এখনো সে বেঁচে ! আয় ফুলি, আমরা তার শত্তুর মা-বাপ...আয় আমরা হাসি.....আমরা হাসি...

[হাসতে হাসতে ফুল্লরা ও মানিকের দু'চোখ ভারাক্রান্ত হয় জলের ধারায়। বাঁটুল-বেশী নারদ, নেংটি, গুঁইবাবা, পান্না, ঘোড়ুই ও খগেনের প্রবেশ।]

নারদ ॥ অর্ডারবুক ! ঐ তো আমার অর্ডারবুক ! চুন্নি করেছে !

মানিক ॥ হ্যাঁ, করেছি। (কোমরে গোঁজা অর্ডারবুকখানা বার করে তুলে ধরে) তোমাদের জীয়ন-কাঠি ! এখন আমার হাতে ! পিথিবীতে আর তোমাদের যেতে দেব না !

নারদ ॥ ধরো.....পালাবার চেষ্টা করলে.....

মানিক ॥ না ! আর করব না ! পলাতি পলাতি এসে ঠেকেছি মরণের পারে। এর ওধারে তো আর যাওয়া যায় না ! (কোমরের শেকলটা খুলে ওদের সামনে রেখে) ঐ শেকল রইল ! ওটা এবার হয় তুমি আমারে পারবে, নয় আমি তোমারে। এসো, চলে এসো !

নারদ ॥ নেংটি !

[নরকের পিশাচেরা মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার দেয়। সমবেত হুঙ্কারের মধ্যে উন্মুক্ত ছুরি হাতে নেংটি মানিকচাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানিক ও নেংটিতে তুমুল লড়াই। বাকি সকলে দেখছে। ফুল্লরার চোখে আতঙ্ক। পিশাচেরা চীৎকার করছে। এরই মধ্যে মানিক নেংটিকে ধরাশায়ী করে তার ছুরি কেড়ে নেয়। নেংটি ইঁদুরের মতো ছুটে পালায়। নেংটি পালাতে সকলের করতালির মধ্যে গুঁইবাবা দু'হাতে দৈবশক্তি ছড়াতে ছড়াতে নাচতে নাচতে মানিকের দিকে অগ্রসর হয়। মানিক এই দৈবশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। জোড়হাতে গুঁইবাবার সামনে বসে। গুঁই মানিকের পিঠে পা তোলে। যখন মনে হচ্ছে গুঁই জিতেছে, মানিকচাঁদ তখন একটানে তার লুঙ্গিটা খুলে দেয়। গুঁইবাবা লজ্জায় ছুটে পালায়। এবার খগেন ঘোড়ুই পান্না একযোগে মানিককে আক্রমণ করে। মানিক এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে তাদের হটিয়ে এসে দাঁড়ায় বাঁটুল-বেশী নারদের সামনে।]

মানিক ॥ বাঁটুল বিশ্বেস ! আজ তোমার বুক ফাঁড়ব !

[মানিক ঝাঁপিয়ে পড়ে নারদের ওপর। অন্যেরা তাদের ঘিরে ধরেছে। গোলমালের মধ্যে মানিক বাঁটুলের পাজামা টান মেরে খুলে দেয়। এসময় আলো কম। পিশাচেরা ঘিরে ছিল, সেই ফাঁকে নারদের কোটটিও খোলা হয়েছে। বাঁটুলের বেশ খসে যেতে গৈরিকধারী নারদ মুনি বেরিয়ে পড়ে। আলো বাড়ে।]

নারদ ॥ [গান] আমায় মেরো না। আমি বাঁটুল বিশ্বাস না....
বাঁটুল মর্ত্যে রয়েছে তারে ধরতে পার না।

[ঘোড়ুই খগেন ও পান্না বাঁটুলের এই রূপ পরিবর্তনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে পালায়।]

ফুল্লরা ॥ তুমি কেডা ?

নারদ ॥ (মাথায় চূড়াবাঁধা জটা লাগাতে লাগাতে) কেউ না—আমি কেউ না....নেহাতই নিমিত্ত মাত্র ! নারদের নাম শুনেছো ? আমি সেই হতভাগা নারদ। মর্ত্যে তো আমার খুব বদনাম—আমি নাকি কলহ কোন্দল ছাড়া কিছুই করতে পারি না। তাই ঠিক করেছি, ব্রহ্মার চাল বাণ্চাল করে এ পালায় এক নতুন খেলা খেলে যাব! যাতে চিরকাল তোমরা আমায় মনে রাখ। দাও, খাতাটা দাও মানিকচাঁদ।....তোমাদের রিবার্থ দিয়ে দিই! ব্রহ্মার সই-এর ওপর তোমাদের নাম দুটো বসিয়ে দিই। যাও মর্ত্যে আসল বাঁটুল ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে....তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা....ওখানেই হবে। যাও....

মানিক ॥ লেখ, লেখ। জ্যান্ত শয়তানের থাবা থেকে ছেলেডারে বাঁচাতে হবে....পিথিবীরে বাঁচাতে হবে। জ্যান্ত নেকড়ের দাঁত ভাঙতে হবে।

নারদ ॥ হ্যাঁ। তোমাদের হবে নবজন্ম.....নতুন বিশ্বে মানিকচাঁদ-ফুল্লরা—

ফুল্লরা ॥ না, ঐ পাজীর বাচ্চাগুলোরে না মেরে এখান থেকে যাব না মানিক !

নারদ ॥ ওদের মেরে কী হবে ! ওরা তো অশরীরী....ছায়া.....মড়া ! মড়াকে কি মারা যায় ? তার চেয়ে বরং ওদেরও তোমাদের সঙ্গে জন্ম দিয়ে দিই।

ফুল্লরা ॥ ফের ঐ জানোযারদের জন্ম হবে ?

নারদ ॥ ভয় কি ? মানবজন্ম তো আর দিচ্ছি না !

ফুল্লরা ॥ তবে ?

নারদ ॥ জানোয়ারদের জানোয়ার জন্মই লিখে দিচ্ছি।

ফুল্লরা ॥ হালুম করে তেড়ে আসবে !

নারদ ॥ না না, তা কেন ? যদি গোরু করে দিই—

মানিক ও ফুল্লরা ॥ গোরু !

নারদ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—সবাই গাই, বলদ, ষাঁড় হয়ে তোমাদের সেবা করবে। এতকাল যারা তোমাদের শোষণ করেছে, এবার তাদেরই দোহন করে অমৃত পান করবে তোমরা।

ফুল্লরা ॥ আমার বাচ্চারা দুধ খাবে....

মানিক ॥ চামড়া দিয়ে জুতা বানাব, শিং ভেঙে অস্ত্র গড়ব....কাঁধে লাঙল জুতে চাষ করব.....হুর্‌র্‌....হ্যাট্ হ্যাট্ হ্যাট্.....

নারদ ॥ তাহলে লিখে দিচ্ছি.....ঘোড়ুই, খচো, নেংটি, গুঁইবাবা, পান্নালাল, নরকের যাবতীয় শয়তান....আর স্বর্গের অবশিষ্ট দেবতারা.....যা, সব গোরু হয়ে যা ! গো-জন্ম !.....তোরা গোরুগুলো নিয়ে চলে যা.....আমিও বনের পথ ধরি....

[ঘোড়ুই গুঁইবাবা খগেন নেংটি পান্নালাল গোরুর মুখোশ পরে ঢোকে।]

গোরুরা ॥ (সুর করে ডাক ছাড়ে) হাম্বা বাবা হাম্বা হাম্বা.....

নারদ ॥ (গান) কথা বোল না

কেউ শব্দ কোর না....

ভগবান গাভী হয়েছেন.....
আমি আর সইতে পারি না.....

[ব্রহ্মা যম চিত্রগুপ্ত গোরুর মুখোশ পরে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। নারদ গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল।]

মানিক ॥ কোন্‌টা কে রে ফুলি! চেনা যাচ্ছে না!

ফুল্লরা ॥ সব কটা গাই নয়রে! (যমকে দেখিয়ে) এটা যেন ষাঁড়-ষাঁড়! (ব্রহ্মাকে দেখে) ওমা! এ কেডা? ভগবান না?

ব্রহ্মা ॥ (গোরুর মুখোশটা একটু সরিয়ে, মুখ বাঁক্‌ করে) ভগবান না.....বলো ভগবতী!....নারদ! তোর মনে এই ছিল! নচ্ছার পাজী.....বর্ণচোরা.... ফ্রাঙ্কেনস্টাইন! লিখলি কিনা স্বর্গ নরকে সবারই গো-জন্ম! আর কাকেই বা দোষ দেব চিতু? আমারই সই.....আমারই ব্ল্যাঙ্ক-সই যে আমারই মুখের জিওগ্রাফি এমনি পাল্টে দেবে কে জানতো!....ক্ষুর ঘষিসনে যম....ক্ষুর ঘষিসনে.....কাঁদিস নে.....আমার সাথে অনেক করলি....এবার চল্, ঘাস খেতে চল্! ইথে ভগবানের মান যায় না রে! বিষ্ণু শুয়োর-অবতার হযে জন্মেছিল! (নরকের গোরুদের দিকে চেয়ে) এসো বৎসগণ, চলো, বাপ বেটায সব এক মাঠে চরিগে। (মানিককে) প্রভু, একটা রিকোয়েস্ট্। গোরুর মধ্যেও আমাদের একটু স্পেশাল ট্রিট্‌মেন্ট করো। কেননা বয়ম্ খলু অবতার গোরুম্!....ভগবান এবার গো-অবতারে মর্ত্যে যাচ্ছেন!....পথ দেখাও মা....পথ দেখাও....

[ব্রহ্মা মুখোশটায় মুখ ঢাকে। সামনে ফুল্লরা, পেছনে মানিক এই অদ্ভুত মিছিল নিয়ে চলতে থাকে।]

গোরুগুলি ॥ (চলতে চলতে সুর করে গায়) হাম্বা বাবা....হাম্বা....হাম্বা.....
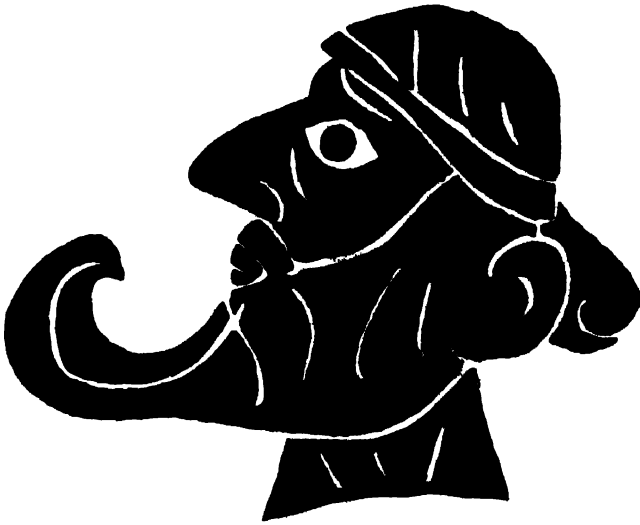
—ঃ যবনিকা ঃ—

গল্প
হেকিমসাহেব

ডঃ পবিত্র সরকার

করকমলেষু

চরিত্র

ফকির	হেকিম
ছাযেম	বক্কর
ওযালী খাঁ	হর্তুকি
তাকিযা	মৌলবী
পশুপতি	যুগী
জলধব	ভণ্ডুল
ববকন্দাজ ও দেহবক্ষী	গঙ্গামণি
মোহববাঈ	ফুপু

গল্প হেকিমসাহেব

মঞ্চ ও শিল্প নির্দেশনা	:	খালেদ চৌধুরী
মঞ্চ নির্মাণ	:	কৃষ্ণচন্দ্র রায়
আলোক পরিকল্পনা	:	তাপস সেন
আলোক সম্পাত	:	বাবলু রায়
পোশাক পরিকল্পনা	:	রঘুনাথ গোস্বামী
রূপসজ্জা	:	অজয় ঘোষ
আবহ	:	গৌতম ঘোষ
শব্দ প্রক্ষেপণ	:	সোমেন ঠাকুর
নেপথ্য কণ্ঠ	:	হৈমন্তী শুকলা
বাঈজীর গানের কথা ও সুর	:	তপন সিংহ
নির্দেশনা	:	মনোজ মিত্র

চরিত্রলিপি

ফকির	:	দেবব্রত দাস
হেকিম	:	দীপক দাস
ছায়েম	:	রতন মুখোপাধ্যায়
বক্কর	:	সুব্রত চৌধুরী
ওয়ালী খাঁ	:	মনোজ মিত্র
হর্তুকি	:	অসিত মুখোপাধ্যায়
তাকিয়া	:	অসীম দেব
মৌলবী	:	দীপ্তেন্দ্র মৈত্র
পশুপতি পোদ্দার	:	দীপক ভট্টাচার্য
যুগী	:	রঞ্জন রায়
জলধর	:	রণেন্দ্রনাথ মিত্র
বরকন্দাজ	:	মনিরুল মোল্লা
ভণ্ডুল	:	দেবাশিস ভট্টাচার্য
অন্যান্য চরিত্র	:	বিষ্ণু দে, কার্তিক মৈত্র, উজ্জ্বল তালুকদার, শঙ্কর প্রসাদ সরকার
গঙ্গামণি	:	কাবেরী বসু
মোহরবাঈ	:	ফৌজিয়া সিরাজ
ফুপু	:	মায়া রায়

গন্ধ হেকিমসাহেব

মঞ্চ নির্দেশ

সবুজ মাথাওয়ালা বুড়ো তালগাছটির পায়ের কাছেই হেকিমসাহেবের কবর। সমগ্র নাট্যের পশ্চাৎপট একটাই— মুক্ত আকাশ, প্রাচীন তালগাছ এবং শতাধিক বছরের পুরনো কবর। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাস্থলের অন্য অন্য দৃশ্যগুলিতে গাছের সামনের বিস্তৃত মঞ্চভূমিতল নানা রূপে বদলে যাবে।

প্রথম অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[সূর্য ডুবছে। তালগাছের মাথায় ঝিকমিকে রোদ্দুর, হালকা বাতাস। মাঝে মাঝে স্তব্ধতা ভেঙে ঝুমঝুমির মতো বেজে উঠছে টানটান শক্ত পাতাগুলো। চামর দুলিয়ে মুশকিল আসান গাইতে গাইতে ফকির এলো নির্জন কবরের কাছে।]

ফকির ॥ (দর্শকের উদ্দেশে) মুশকিল আসান হোক। খোদাতালার অফুরান দোয়া বরষার ধারার মতো ঝরে পড়ুক আপনেদের সবাকার উপর। আল্লা আপনেদের নীরোগ করেন, বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকেন সব। বাপজানেরা, আমি ফকির মানুষ, ঘুরে ঘুরে দিন কাটে আমার। যখন যেখানে, সেখানের একটি মানুষেরে খুঁজে পেতে নিয়ে, একটি চিরাগ জ্বেলে দিয়ে যাই তার হাতে। (ঝুলি থেকে মাটির প্রদীপ বার করে) আজ এই চিরাগটি দিব দরিয়াগঞ্জের হেকিম সাহেবের গোরস্থানে। (কবর দেখিয়ে) আমি এনাবে কোনদিন দেখি নাই। দেখার কথাও নয়। মানুষটি শ-দেড়েক বছর পূর্বেকার। লোকমুখে শোনা হেকিমসাহেবের বৃত্তান্ত। (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো হাঁটুর ওপর ফেলে সলতে পাকায় ফকির। কাছে পিঠে পাখির ডাক শোনা যায়।) .... বাপজানেরা, পাখির মধ্যে যেমন ঐ ইষ্টকুম পাখিটার আজ আর তেমন হদিশ মেলে না, ডাক্তার-বদ্যির সমাজে হেকিমেরও তাই... পাত্তা মেলে না। তবে ছিল, সে আমলে বাঙলার গাঁ-ঘরে বড় চল ছিল হেকিমি দাওয়াই-এর। আর গাঁ-গঞ্জও ছিল রোগের খোঁয়াড়। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর পিলেজ্বর হাঁপ যক্ষ্মা খোসপাঁচড়া, হাঁস মুরগির মতো পোষা ছিল গেরস্তের ঘরে ঘরে। গাঁ-কে-গাঁ ফর্সা করে দিয়ে যেত মহামারী। খাবার পানি ছিল না ...ময়লা নিকাশের পয়ঃপ্রণালী ছিল না... রাস্তাঘাট খানাখন্দ একশা। কারুর নজর ছিল না সেদিকে। ...দেশের রাজা ইংরাজ, ইংরাজের চেলা জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক তালুকদার তহশীলদার ছেপত্তনিদার—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানান মধ্যস্বত্বভোগী... বুঝত কেবল খাজনা। মানুষ মরছে মরুক, খাজনা চাই!.... ও মোর বাপজানেরা সেই আকালে— যখন আসমান আঁধার করে ঝাঁক ঝাঁক শকুনের নাচানাচি— সেই বিষমকালে হেকিমসাহেব তার ল্যাংড়া গাধায় চেপে দরিয়াগঞ্জ তালুকের মহল্লায় মহল্লায় চালাত টহল... আর হাঁক পাড়ত...

[বহুদূর থেকে ভেসে আসে হেকিমের গলা— ফেরিওয়ালার সুরে হাঁকছে সে....]

হেকিমের কণ্ঠ ॥ দাওয়াই চাই গো... দাওয়াই... দাওয়াই। ....জ্বরজারি হাঁপকাশি চক্ষুপীড়া বক্ষবেদনা সর্বরোগের দাওয়াই পাবে গো... দাওয়াই...। গেরস্তরা সব ভালো আছো গো... ভালো আছো... ভালো আছো....

[দিবস-রজনীর সন্ধিক্ষণে শূন্য আকাশে ঘূর্ণি তুলে মিলিয়ে যায় হেকিমের কণ্ঠ। দিনের আলো মরে এলো। লাউ-এর ফালির মতো ফ্যাকাশে চাঁদ আকাশে। সলতে পাকানো সারা। পিদিম জ্বালায় ফকির।]

ফকির ॥ বাপজানেরা, একালে মোরা বুঝি রোগীরাই ডাক্তার খুঁজে বেড়াবে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে। হেকিমসাহেব খুঁজে বেড়াতেন রোগী। গেরস্তর দোরে দোরে দিনভর টহল... ভালো আছো গো... ভালো আছো... (থেমে) এই ইষ্টকুটুম মানুষটিরে স্মরণ করে এই এই চিরাগটি আজ দশপাক ঘুরিয়ে যাবো কবরটিতে....

[পিদিম হাতে ফকির নীরবে হেকিমের কবর প্রদক্ষিণ শুরু করে। প্রথম পাক ঠিকঠাক হয়। দ্বিতীয় পাকে ফকির ফেরে না। বদলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে হেকিমসাহেব। খাটো পায়জামা, লম্বা ঢোলা জামা, খাড়া টুপিপরা মধ্যবয়সী হেকিমের শরীরটা ভারি মজবুত। হাতে ওষুধের প্যাঁটরা, কাঁধে পেটমোটা বস্তা। টহল সেরে দিনান্তে হেকিম তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলো। তালগাছের সামনে এখন হেকিমের ঘর।]

হেকিম ॥ (দরজায় মালপত্র নামাতে নামাতে) কই গো... ও ভণ্ডুলের বউ... গেলে কোথায় হে ভণ্ডুলের বউ! ...চলে গেল নাকি? (এদিক সেদিক উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে বাড়ির বাইরে বউটিকে দেখতে পায়) এই যে! হোথায় কী করো, ও ভণ্ডুলের বউ....

[দুঃস্থ মলিন বিষন্ন বাগদি-বৌ গঙ্গামণি ধড়ফড় করে ছুটে আসে।]

কী ব্যাপার? হাঁ করে আসমানের পানে কী দেখছিলে? (হেসে) এখনো তারা ফোটে নাই। ....ভালো কথা, তোমার নামটি কহ দেখি...

গঙ্গামণি ॥ গঙ্গামণি।

হেকিম ॥ গঙ্গামণি, যাও একটি ধামা আনো। বস্তাটি খালি করো।

[ঘর থেকে ধামা এনে বস্তার মালপত্র ঢালে গঙ্গামণি। খানিকটা চালডাল কাঁচা সবজি ধামায় পড়ে। বস্তাটা বেশ কয়েকবার ঝাড়া দেয় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ॥ আপনের বস্তা যত বড়, মাল কিন্তু তেমন না হেকিমসাহেব।

হেকিম ॥ কী, চালে-ডালে কতোটি হবে?

গঙ্গামণি ॥ সের দুই। পাঁচ প্রকারের চাল, সাত প্রকারের ডাল। বাছতে বাছতে পেটের ক্ষুধা পেটেই মরে যাবে।

হেকিম ॥ বাছাবাছির কি মামলা! খিচুড়ির আধা পাক তো সারা।

গঙ্গামণি ॥ (ঠোঁট বাঁকিয়ে) ক'ড়ে আঙুলের পারা কাঁচকলা, বেগুনটি কানা, কুমড়াটি হদ্দ জালি। ফুলও ঝরে নাই। ....ও বাবা, ডিম আছে বটে একটি।

হেকিম ॥ আণ্ডাও আছে? কামাল করেছি বিবি! সিভিলসার্জনও এতো পায় না!

গঙ্গামণি ॥ আপনে হাসেন! সারা দিনমান হাঁক পেড়ে, এই মোট কামাই! যেন ভিক্ষার মাল।

হেকিম ॥ আহা ও কথা কেন কহ? লোকের খাওয়া জোটে না, হেকিমেরে দিবে কী? রোগের চিকিৎসা তো বাবুয়ানি। নেহাৎ আমি গিয়ে ঘাড়ের পরে চড়াও হই.... ধরে বেঁধে ওষুধ গেলাই... চিকিৎসা না হয়ে ছাড়ান নাই, তাই। (হেসে) আমি ও সব দেখি না। ঐ মোতির পিঠে বস্তা খোলা থাকে, ক্ষেতের কলাটি মুলোটি যে যা পারে ফেলে দেয়...! হ্যাগা গঙ্গামণি, শরবতে হুম্‌মাটি বানিয়েছ তো?

গঙ্গামণি ॥ শরবতে হুম্‌মা!

হেকিম ॥ হুঁ হুঁ, যে দাওযাইটি তোমাবে তোয়ের করতে দিযে গেলাম....

গঙ্গামণি ॥ ঐটি শববতে হুম্‌মা!

হেকিম ॥ দাওযাই-এর নাম তুমি মনে বাখতে পারো না?

গঙ্গামণি ॥ আমি মনে রেখে কী করব? আমি তো হেকিমি করছি না! হাঁড়ি ভরতি করা আছে ঘরে।

হেকিম ॥ বানিয়েছ? বাঃ! তোমারে কাজে রেখে ভারি সুবিধা হলো দেখি! শোন শোন গঙ্গামণি, হেকিমের ঘরে যখন কাজটি ধরলে, শিখে রাখো— শরবতে হুম্‌মা জ্বরজারি বমিদাস্তর যম। সর্ব সময এইটি আমারে ঘরে মজুত রাখতে হয়... (থেমে) যাও, আধা মাল তুমি নিযে যাও!

গঙ্গামণি ॥ আমার তো সিকি নেবার কথা!

হেকিম ॥ আধা নাও, আধা নাও। তুমি আজ হেকিমের ঘরে প্রথম দাওয়াইটি বানালে....

গঙ্গামণি ॥ (হাসে) আপনের কানা বেগুনের আধাই তো বাদ পড়বে।

হেকিম ॥ আচ্ছা কানা অংশ আমাব, ভালো অংশ তোমার। আমি গুন খাই বিবি, বেগুন খাই না।

গঙ্গামণি ॥ (খুশিতে চোখ ঠিকরে ওঠে) ডিমটির আধা কী করে হবে?

হেকিম ॥ আচ্ছা সাদা অংশ আমার, কুসুম তোমার.... (হাসে) কাজ নাই। গোটাই তুমি নাও। ভারী ফুর্তি লাগছে। নাও, নাও আল্লা যা জোটালেন খুশি মনে নাও...

[গঙ্গামণি খুশি হযে তাডাতাডি মালপত্রের আধাআধি ভাগ করছে। হেকিম বদনা নিয়ে হাত ধুতে বেরুচ্ছে—দলাপাকানো বুড়ো ভিখারি ছায়েম আলি এলো। ছায়েমের পিঠে তেলচিটে থলির মধ্যে তার যাবতীয় সম্পত্তি— ছেঁড়া গামছা, ভাঙা সানকি, ভিক্ষে ধরার নারকোল মালা ইত্যাদির সংগে একটা ভাঙাচুরো তালপাখাও আছে। ভিখারি মাঝে মাঝে কায়দা করে হাওয়া খায়। এখন একটা

ছোট্ট মাটির কলসির মুখে হাত চাপা দিয়ে নিয়ে এসেছে ছায়েম। কলসির ভেতর কিছু একটা রয়েছে, যার স্পর্শে ছায়েমের সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠছে।]

ছায়েম ॥ ধর্ ধর্ ওরে হেকিম.... ই-রি-রি... ধর্ ধর্ উড়ে যায়রে... হি-হি-হি...ঠোকরায় ঠোকরায়... ও ভন্ডুলের বউ, সুড়সুড়ি লাগে... ইরিরিরি...

গঙ্গামণি ॥ খোলে কীরে ?

ছায়েম ॥ (হেকিমকে) সেদিন কহেছিলি না, কী একটা দাওয়াই বানাতে তোর চড়াইপাখির মগজ চাই ?

হেকিম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, হাব্বে জালিনুস ! হাব্বে জালিনুসে লাগে চড়াইপাখির মগজ।

ছায়েম ॥ তো লে, চড়াই লে ! হিরিরিরি....

[গঙ্গামণি ছায়েমের গামছায় কলসির মুখটা বেঁধে দেয়।]

গঙ্গামণি ॥ এ চঞ্চল চড়াই কী করে পাকড়ালে গো ছায়েমচাচা ?

ছায়েম ॥ কল্পনা.... বহুৎ কল্পনা করে ধরেছি। কলসে মুসুরি রেখে কাপ ধরে বসে আছি। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ... (গানের সুরে) চড়াই আসে যায়, কলস ঘিরে খ্যামটা নাচে— চুড়ুৎ !

গঙ্গামণি ॥ চুড়ুৎ !

ছায়েম ॥ (সুরে) চড়াই ঝাঁপ দিয়েছে মরণ কলসে— (পাখার হাওয়া খায়) হাব্বে জালিনুস বানালে মোরে একটুকু দিবি তো রে হেকিম ?

হেকিম ॥ তোমারে দেখেই তো দাওয়াইটির কথা মনে পড়ল ছায়েম....

ছায়েম ॥ (খুশিতে) আমারে দেখে ?

গঙ্গামণি ॥ পড়বে না ! এ শরীর দেখেও যদি দাওয়াই না মনে পড়ে, কীসে পড়বে ?

হেকিম ॥ এই যে পথের পরে বসে ভিক্ষা মাঙো, রক্তচলাচল বলে কিছু কী আছে ?

ছায়েম ॥ নাই ?

হেকিম ॥ আরে হাত পায়ের শিরাগুলি চেয়ে দ্যাখো, নিজের মাথার চুলের মতই জট পাকিয়ে। হাব্বে জালিনুস সব সিধা করে দিবে, বুঝলে মিঁয়া, ফের তাকৎ ফিরে পাবে ! ইউনানি চিকিৎসায় বড় গুণবতী দাওয়াই হাব্বে জালিনুস !

ছায়েম ॥ (আহ্লাদে কাঁদে) দে বাপ, তাকৎ ফিরিয়ে দে। তো দেখিস বাপ, পুরা ফিরাস না। পুরা ফেরালে লোকে আর আমারে ভিক্ষা দিবে না। বুঝলি ভিতরে রক্ত চলুক, বাহিরটা আমার এমনই অচল থাক।

হেকিম ॥ ভিতরে চল, বাইরে অচল ! ....এমন জিলাবির প্যাঁচমারা দাওয়াই আমাদের জানা নাই মিঁয়া। পাখিটিরে তুমি মুক্তি দাও।

[হেকিম হাসতে হাসতে হাতমুখ ধুতে বেরিয়ে গেল]

ছায়েম ॥ মুক্তি দিব !

গঙ্গামণি ॥ দিবে না ? সেই যখন ভিখারী থাকারই বাসনা, কী প্রয়োজন পাখিটির কলিজা ছিঁড়ে !

ছায়েম ॥ (গঙ্গামণির থুতনি নেড়ে গান ধরে) কলিজে না ছিঁড়িলে কলি যে যায় না... কলিতে কাকলি পাখিতে গায় না... (বাইরে গাধাটি ডাকে) এঃ ! গাধাটি চিল্লায় কেন রে !

গঙ্গামণি ॥ ছায়েমচাচার ঢপ কীর্তন শুনে। এতো ফুর্তি কীসের ?

ছায়েম ॥ জোর খানাপিনা সেরেছি। কোর্মা দোর্মা বিরিয়ানি....

গঙ্গামণি ॥ বিরিয়ানি। কোথায় গো ?

ছায়েম ॥ শুনিস নাই মোদের তালুকদার সাহেব যে বাঈজী পুষেছে

গঙ্গামণি ॥ শুনেছি। বুড়ো বয়সে তালুকদারের চিত্তে রঙ লেগেছে।

ছায়েম ॥ তো সেই বাঈজীর খাতিরে তালুকদারের বাড়ি ক'দিন বিরিয়ানির ছড়াছড়ি। আঁস্তাকুঁড়ে আজ খানকুড়ি এঁটো পাতা চেটেছি। ইয়া মোটা মোটা হাড্ডি চুষে চুষে চুষে...

গঙ্গামণি ॥ ছায়েমচাচা তুমি আর তালুকদারের আস্তাকুঁড়ে খাবার খুঁটতে যাবে না। লোকটি বাঈজী পোষে, ডাকাত পোষে ! আমার লোকটিরে সে কীভাবে পুষে রেখেছে ! কিছুতেই ছাড়িয়ে আনতে পারি না।

ছায়েম ॥ কে ? ভণ্ডুল ! আরে খাঁসাহেব তো তারে বহুৎ পেয়ার করে !

গঙ্গামণি ! (ক্ষেপে) হ্যাঁ হ্যাঁ পেযার করে ! ঐ মোল্লারা যেমন মুরগিরে করে....

[বাইরে গাধার ডাক। হাতমুখ ধুযে হেকিম ফিরে এলো।]

হেকিম ॥ এহেঃ ভারি ভুখ লেগেছে মোতির। গঙ্গামণি ঘাসেব ঝুড়িটি বার কর দেখি....

গঙ্গামণি ! এই যাঃ ! ঘাস তো কাটি নাই....

হেকিম ॥ কহে গেলাম যে....

গঙ্গামণি ॥ ভুলে গেছি।

হেকিম ॥ সারা বেলাতেও তোমার মনে পডল না ? আজ রাতে মোতি যদি খাবার না পায় কাল আমাবে দূর দূর গাঁয়ে রোগীর ঘরে পৌঁছে দিবে কে ? একটি কাজের সঙ্গে আর একটি কাজ বাঁধা।

ছায়েম ॥ একটি ঘোড়া আনরে হেকিম. চাবখানি টগবগে পা ! নিমেষে তোরে রোগীর ঘরে পৌঁছে দিবে, হাঁ !

হেকিম ॥ তা হযতো দিবে। মোতির মতো এমন শান্ত ভাবটি কি পাব ! মোতি আমার রোগীব মুখের পানে চুপটি করে চেয়ে থাকে ! (গঙ্গামণিকে) এমন ভোলা প্রকৃতির হলে চলবে না। সারা বেলা কার কথা ভাবছিলে আসমান পানে চেয়ে ? ভণ্ডুলের ? ঐ ডাকাতটির ? তোমারে কহি গঙ্গামণি, ভণ্ডুলের আশা ছাড়ো। নিজের মতো বাঁচার চেষ্টা করো।

[ওষুধের প্যাঁটরা তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যায় হেকিম।]

ছায়েম ॥ ভারি বদমেজাজি লোক ! বুঝে শুনে কাজ করিস। মেয়ে— ও মেয়ে....

গঙ্গামণি ॥ ছায়েমচাচা, শুনেছ পলাশপুরে একদল ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত ধরা পড়েছে ! জানিনা আমার লোকটির কী হলো ?

ছায়েম ॥ কী হবে ? আরে ভণ্ডুলেরে ধরবে পলাশপুর। লে-লে বাঘের বাচ্চা ঠ্যাঙাড়ে, কেউ তারে আটকাতে পারবে না।

গঙ্গামণি ॥ তোমরা পাঁচজনে মিলে আর তারে আস্কারা দিও না। কোনদিন না গোরা পুলিশের গুলি খেয়ে মরে, তাই ভাবি।

ছায়েম ॥ ওরে লে লে তোর গোরা পুলিশ। ভণ্ডুল বাগদির ফাবড়ার সামনে গোরা পুলিশ। ছোঃ! বিশ পঁচিশ গজ দূর হতে এমন কল্পনা করে ফাবড়া ছুঁড়ে মারবে, গোরা পুলিশের হাঁটু দু ফাঁক।

গঙ্গামণি ॥ আহাহা, কী আনন্দের কথা! আঁধারে ঝোপের মধ্যে চোখ জ্বালিয়ে বসে আছে, নিরীহ পথচারীর ঠ্যাং ভেঙে ঘাড় মুটকে লুটপাট করে আনছে, তোমাদের দেখি রঙ্গ আর ধরে না। কাল আমাদের তালুকদার সাহেবের কাছে গিয়ে কহিলাম.... হুজুর লোকটিরে ফেরান! আপনি সাজা দিলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে...গা-ই করলেন না! তিনি দেখছেন, সে তো তাঁর তালুকে ঠ্যাঙাড়েগিরি করছে না, করছে গিয়ে পলাশপুরে। যাচ্ছে যাক পলাশপুরের তালুকদারের যাক... দরিয়াগঞ্জের তালুকদারের কী আসে যায়!

ছায়েম ॥ সেই তো কথা! দরিয়াগঞ্জের কী আসে যায়! খাঁসাহেবের সঙ্গে আমি একমত।

গঙ্গামণি ॥ বড় মজাই পেয়ে গেছো না? একটি ঠ্যাঙাড়ে, সে পলাশপুর না দরিয়াগঞ্জের মানুষ ঠ্যাঙাচ্ছে—সেটিই হয়েছে তোমাদের সকলের বিচার্য।

ছায়েম ॥ আরে মণি, মানুষ ঠেঙিয়ে ভণ্ডুল যে এতো এতো আয় করে আনে, তোমরা তো সেটি দিব্য খাও!

গঙ্গামণি ॥ হ্যাঁ খেয়েছি, খেয়েছি এতকাল। কী করব, পেট তো একটি না, সন্তানটি রয়েছে! ঘৃণা হয়েছে, তবু খেয়েছি। আর না... ওর আয় আর ছোঁব না! সেই ভেবেই তো চাকরানির কাজটি নিয়েছি!

[গঙ্গামণির গলা বুঁজে আসে কান্নায়। আলো চলে যাচ্ছে দ্রুত। তালের সবুজ পাতায় আঁধারের ছোপ ধরছে। গঙ্গামণি তার গামছায় চালডাল তরিতরকারির ভাগ বেঁধে নিচ্ছে... সহসা ভেতর থেকে হেকিমের চিৎকার ভেসে এলো : ভণ্ডুলের বৌ ...অ্যাই ভণ্ডুলের বৌ! —গঙ্গামণি চমকে উঠল। একটি ভরা মাটির হাঁড়ি দোলাতে দোলাতে হেকিম ঢুকল।]

হেকিম ॥ এটি তুমি কী করেছ বাপু?

গঙ্গামণি ॥ আপনের দাওয়াই....

হেকিম ॥ কোন্ জাতের দাওয়াই এটি?

গঙ্গামণি ॥ শরবতে হুম্মা!

হেকিম ॥ (বিকৃত মুখে) শরবতে হুম্মা না এঁড়ে গোবুর চোনা! আরো ছাড়ো ছাড়ো ওসব বাঁধাবাঁধি ছাড়ো। কহ কহ, কীভাবে কী করতে কহেছিলাম, কোন্ কোন্ দ্রব্য কী মতে সংমিশ্রণ? কহ...

গঙ্গামণি ॥ (ভয়ে ভয়ে) বাসকপাতা শশার বীচি ঝাউপাতা থানকুনির ফুল সব একত্রে হাঁড়িতে চাপিয়ে...

হেকিম ॥ কতোটি পানি?

গঙ্গামণি ॥ সাড়ে সাত ঘটি....

হেকিম ॥ কতোটি সময়?

গঙ্গামণি ॥ চান করে ভিজা চুল রৌদ্রে শুকাতে যে সময়...

হেকিম ॥ করেছ তাই ?

গঙ্গামণি ॥ হুঁ, ভিজা চুল শুকিয়েছি, এই উঠানে বকের মতো একঠাঁয নিথর দাঁড়িয়ে....
[হেকিম একটু সময় তীব্র দৃষ্টিতে হাঁড়ির ওষুধটা লক্ষ্য করে হঠাৎ গর্জে ওঠে—]

হেকিম ॥ আরে মূল উপকরণটিই তো দাও নাই। রক্তগুলাব.... বিশটি রক্তগুলাবের পাপড়ি !

গঙ্গামণি ॥ দিয়েছি !

হেকিম ॥ অ্যাই বাসকপাতা শশার বীচি সব কহেছো, রক্তগুলাব কহ নাই।

ছাযেম ॥ কহ নাই...

গঙ্গামণি ॥ কহিতে ভুলেছি, কিন্তু দিযেছি...

ছাযেম ॥ (সবিস্ময়ে) রক্তগুলার !

হেকিম ॥ মিছাকথা কেন কহ ! রক্তগুলাব দিলে এই তার বাস হয়, এই কিনা বরণ ! (হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে জিবে ঠেকায়) থুঃ ! শরবতে হুম্‌মার আস্বাদ আমি জানি না।

গঙ্গামণি ॥ কিসে কী হয় আমি কী জানি ! তালুকদারের বাগিচা হতে গুলাব তুলে এনে বিশটি পাপড়ি আমি গুণে দিয়েছি !

ছাযেম ॥ (চোখ কপালে) তালুকদারেব বাগিচা হতে দিযেছিস !

গঙ্গামণি ॥ (তেড়ে যায ছায়েমকে) হ্যাঁ দিযেছি দিযেছি ! যেমন যা করার কথা করেছি !

হেকিম ॥ আরে তুমি তো বড় বেযাড়া মেযেলোক। দাও নাই, তবু জিদ ধরো দিয়েছি দিযেছি দিয়েছি...

গঙ্গামণি ॥ আমি কি আপনের মতো হেকিম ? আপনের হাতে যেমন গন্ধ আস্বাদটি হবে, আমার হাতে তেমনটি হবে কী ?

হেকিম ॥ গুলাব দিয়েছ কিনা কহ। (গঙ্গামণি চুপ) তাহলে আমি যাই, তালুকদার খাঁসাহেবের মালীরে গিযে শুধাই, তুমি কখন গুলাব তুলে এনেছ...
[গঙ্গামণি আর পারে না। আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ওঠে।]

হেকিম ॥ দাওযাই নিযে তুমি ফক্কিকারি কবো। তোমারে ভরসা করে হেকিমি করলে তো আমি জল্লাদ হয়ে যাবো !

গঙ্গামণি ॥ আমার মনটি বড অস্থির ছিল হেকিমসাহেব। লোকটির কথা ভাবতে ভাবতে দেখি দিন ফুরিয়ে আসে ! তখন আর গুলাব যোগাড়ের ফুরসৎ নাই....

ছায়েম ॥ (আর্দ্র গলায়) ফুরসৎ পায় নাই।

হেকিম ॥ (এক ধমকে ছাযেমকে থামিযে, গঙ্গামণিকে) ঠ্যাঙাড়ের বউ ঠ্যাঙাড়ে ! তোমারে দিয়ে দাওযাই হবার নয় ! তোমারে কাজে রেখেই ভুল হয়েছে !

গঙ্গামণি ॥ গাল দিবেন না। আমি গুলাব তুলে আনি...

হেকিম ॥ থাক্ থাক্ ! সারাদিনেও আমার জরুরি দাওয়াইটি হলো না। শোনো গঙ্গামণি, তোমারে যে খোরাকি দিয়ে কাজে রেখেছি, সে এই ওষুধের কাজে লাগাবো বলে। তুমি গাধার ঘাস না কাটো নাই, কাটলে, কিন্তু মূল জায়গাতেই যখন তোমার এতোই কারসাজি, যাও কাল হতে আর আসবে না তুমি...

[হাঁড়ির ওষুধ দূরে ছুঁড়ে ফেলে ঘরে ঢুকে গেল হেকিম। গঙ্গামণির মালপত্র বাঁধছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো ধামায় ঢেলে শূন্য গামছা কাঁধে ফেলে নীরবে বেরিয়ে যাচ্ছে—]

ছায়েম ॥ ওরে তোর ভাগের মাল নিলি না, ও বউ....

[গঙ্গামণি না ফিরে চলেই গেল। হেকিম বেরিয়ে এলো।]

খামোকা তুই মেয়েটিরে খেদালি! আরে গুলাব পাবি কোথায়? খাঁসাহেবের বাগিচা তো নেড়া খাঁ খাঁ!

হেকিম ॥ খাঁ খাঁ?

ছায়েম ॥ তবে আর কহি কি? গুলাব থাকলে তো তুলে আনবে! সেথায় গুলাবের ছায়াটি পর্যন্ত নাই!

হেকিম ॥ কী রকম? সেদিনও দেখেছি বাগিচাটি ঝকমক করছে! ও বাগিচার গুলাবে তো আমি ছাড়া কারো হাত দিবার কথা নয়।

ছায়েম ॥ (হেসে) তুই তাহলে খবরটি এখনো পাস নাই? বাগিচা তো এখন খাঁয়ের বাঈজীর দখলে!

হেকিম ॥ বাঈজীর দখলে?

ছায়েম ॥ হুঁ, হুঁ গুলাব ছাড়া বাঈজীর এক দণ্ড চলে না। তার হাতে গুলাব, মাথায় গুলাব, বুকে গুলাব, কাঁখে গুলাব, গুলাব ছাড়া বাঈয়ের আলাপই জমে না।

হেকিম ॥ আরে গুলাব ছাড়া আমার চলে কী মতে? আমার যে একটি বড় কাজ আটকে যাবে! বড় কাজ! ওহোহো কোথা হতে দরিয়াগঞ্জে রাঈজী জুটলো কহ দেখি। যতো ফ্যাচাং!

ছায়েম ॥ শুনিস নাই? আরে মোদের তালুকদার তো বাঈজীরে ছিন্তাই করে এনেছে! কত কাণ্ড ঘটে গেল—

হেকিম ॥ সে আবার কী?

ছায়েম ॥ আরে এ বাঈজীতো আসলে পলাশপুরের তালুকদারের। বায়না নিয়ে কলিকাতা হতে চলেছিল পলাশপুরে। তো মধ্যপথে দরিয়াগঞ্জের ঘাটে নৌকা লাগতে মোদের তালুকদার বহুৎ কল্পনা করে বাঈজীরে ছিন্তাই করে এনেছে। পলাশপুরের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি আমরা।

[উত্তেজনায় আনমনা ছায়েম পাখির কলসির মুখবাঁধা গামছাটা খুলে নিয়ে ঘাড়গলা মুছতে আরম্ভ করেছে। কলসিটা তার কোলে।]

হেকিম ॥ (ঝেঁঝেঁ ওঠে) বেশ করেছ তোমরা। এ নোনামাটির দেশে গুলাবের চাষ নাই... কেবল আছে খাঁসাহেবের বাগিচায়। (থেমে) পলাশপুরের মুখে ঝামা ঘষে সব যে এখন পণ্ড হয়ে যায়! আমার আবিষ্কারটির কী হবে? কঠিন ব্যাধির দাওয়াইটি! [বলতে বলতে একটা তালপাতার পুঁথি বার করে] তালপাতার পুঁথিখানি বয়ে বেড়াচ্ছি কেন?... না, না, রক্তগুলাব আমার আজই চাই।

[হেকিম দ্রুতপায়ে ঘরে গেল। ছায়েমের চোখ পড়ে কলসির দিকে। কলসির মুখ খোলা।]

ছায়েম ॥ (কলসির মুখে হাত চাপা দিয়ে) কইরে ? ঠোকরায় না কেন রে।... যাঃ! আমার কোলের পাখি, না-বলে চলে গেল!

[নেপথ্যে চড়াইপাখির কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজ শোনা যায়।]

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[তালগাছের মাথায় চাঁদে এখন রঙ ধরেছে। হেকিমসাহেবের কবর আর এক পাক ঘুরে এলো ফকির।]

ফকির ॥ দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুর...নদীব দুই পারে দুই তালুক। এপারে রাজত্ব করেন খান বাহাদুর ওয়ালী খাঁ-সাহেব, ওপারে শ্রীযুক্ত পশুপতি পোদ্দার। দুপারেই ছিল বাপ মস্ত দুই আস্তাবল...আর তাজী ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি...আর লেঠেল পাইক বরকন্দাজের হাঁকাহাঁকি। লেগেই ছিল দুপক্ষের লাঠালাঠি। তা এরই মধ্যে দরিযাগঞ্জের খাঁসাহেব ছিনিযে আনলেন পলাশপুরের বাঈজী...
[চাঁদের আলোর মতোই ভেসে আসে মোহরবাঈ-এর কণ্ঠের আলাপ।]
পূর্ববৎ আডালে অদৃশ্য হয ফকির। তালগাছের সামনে তালুকদার ওয়ালী খাঁসাহেবের বৈঠকখানা। উল্লাসে লাফাতে লাফাতে বৈঠকখানায় ছুটে আসে বক্কব, খাঁসাহেবের মোসাহেব। ভারি বঙবাহারী পোষাক তার।]

বক্কর ॥ (অন্দরে তাকিযে) হুজুর হুজুর...আমাব হুজুর কি কাছারি ঘরে আছেন ?

ওয়ালী ॥ (ভেতর থেকে) বক্কররে বক্কর...

বক্কর ॥ জী হাঁ বক্কর। ঐ শোনেন সারঙ্গীতে তান ধরেছেন আপনার বাঈ মোহর! আসেন হুজুর আসেন।
[ওয়ালী খাঁ বৈঠকখানায় আসছে। সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধের শরীর গোলগাল থলথলে ভোগে টুসটুসে। খুশি যেন মধুর মতো টিটপিট করছে সর্বাঙ্গে। সেই সংগে গেঁটে বাত। ভার বইতে হাতের লাঠিখানাও বেসামাল হয়। ওয়ালী সর্বদাই টলমল করে।]

ওয়ালী ॥ বক্কররে বক্কর...খচ্চর ফক্কড়...কিছুতেই করতে দিবি না কাছারি! কতো খাজনাপত্তর হিসাবনিকাশ লিখাপড়া তালুকদারি...

বক্কর ॥ লিখাপড়া ? হুজুর আসমানে চাঁদখানি দ্যাখেন পাকা কুমড়া! তালুকদারি এমন কী জরুরি। কান পেতে শোনেন হুজুর, এর নাম ঠুমরী।

[ওয়ালী বক্করের গলা জড়িয়ে দূর আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে বাঈজীর গান শোনে ।]
কোকিলা হুজুর, কোকিলা। মাৎ করে দিচ্ছে মাৎ...হায় হায়...

ওয়ালী ॥ তবে আছে আম্মার ক্ষ্যামতা !

বক্কর ॥ জী নেই বলে, ঘাড়ে কখানি মাথা !

ওয়ালী ॥ কী করবে এখন পলাশপুরের তালুকদার...তোদের পশুপতি পোদ্দার !

বক্কর ॥ হার হার...শালার এবার গো-হার ! (বুক চাপড়ে ফক্কুড়ি করে) হতাশ হতাশ...হুজুর কেড়ে নিয়েছেন তার মুখের গরাস !

[বক্করের ঢঙ দেখে ওয়ালী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। তখনই মস্ত এক তাকিয়া নিয়ে হাজির হয় খাসচাকর—পিছুপিছু এই বিশেষ তাকিয়াটি বইতে বইতে যার নামও হয়ে গেছে 'তাকিয়া'। নিপুণ হাতে তাকিয়া ওয়ালীকে ধরাধরি করে তাকিয়ায় রাখে।]

ওয়ালী ॥ বক্কররে বক্কর, তবু দিলটা ভরল নারে বক্কর...

বক্কর ॥ কেন হুজুর, কেন ?

তাকিয়া ॥ কী করে ভরে ? বাঈরে ছিন্তাই করলেন, এখনো পলাশপুরের সাথে কোনো মারামারিই হলো না ! সব ফুসফাস !

বক্কর ॥ এতে মন খারাপের কী আছে হুজুর ? বোঝা যায় আপনার সাথে পাঞ্জা লড়ার হিম্মৎ ধরে না পশুপতি পোদ্দার !...হুজুর দরিয়াগঞ্জের তালুকদারের চেয়ে বড় তালুকদার আমরা রাখতে দিব না দুনিয়ায়। পলাশপুর যতো বাড়বে, তার দশহাত ওপরে বাড়বে দরিয়াগঞ্জ।

ওয়ালী ॥ বেড়েই তো আছিরে বক্কর ! একশো লেঠেল পুষেছে পশুপতি, আমি একশো বারো...

বক্কর ॥ আরো চাই হুজুর, আরো আরো...

ওয়ালী ॥ তার ডাকাত পঞ্চাশ, আমার পঁচপান্ন !

বক্কর ॥ মেরে দিয়েছেন হুজুর, একটুর জন্য !

ওয়ালী ॥ একটুর জন্য ! আরে হারামিটা কহে কী ! বিয়া করেছে তিনটা, আমার শাদি গুণে গুণে চারটা !

বক্কর ॥ মারে কাট্টা, ভোঁ-কাট্টা ! শুনেছি ভারি কচি নাকি পলাশপুরের ছোটোবউটা !

ওয়ালী ॥ কত কচি, উঁ ? ছোটোবউ কতো কচি ? আমারো ছোটো বিবির বয়স....(থেমে) তার বয়স আর কী বলব, তার বাপের বয়সই পঁয়ত্রিশ !

তাকিয়া ॥ এর কমে আর শ্বশুর মেলে না... !

ওয়ালী ॥ (হেসে) আর কত কম্পিটিশন দিব রে তাকিয়া ?

তাকিয়া ॥ আর দিবেন না হুজুর, আপনার হাঁটুতে বাত, ভাঁজ করায় অসুবিধে আছে।

বক্কর ॥ চল্লেন হুজুর আজ রাতে ফুর্তি হবে বাঈসাহেবার মজলিশে !

ওয়ালী ॥ আরে না না, তোদের ও রাতভোর হুল্লোড়ে আমি নাই। পলাশপুরের বাঈজী তুলে এনে দিয়েছি, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে ! এখন রঙ তামাশা যা করার তোরা চালাগে যা...

বক্কর ॥ হুজুর মধ্যমণি না থাকলে কারে ঘিরে রঙ তামাশা চলে ?

তাকিয়া ॥ বাঈসাহেবারও মন ভরেনা।

বক্কর ॥ বলে বক্করভাই, তোমাদের হুজুর কী গানবাজনা বোঝেন না ? তাঁর যে ভাই লাগাম টানার মুরোদ নাই, তবু কেন হাওদা চাই।

ওয়ালী ॥ (হাসে) অ্যা !

তাকিয়া ॥ চলেন হুজুর, একটা রাত জবাব দেবেন চলেন !

[বক্কর ও তাকিয়া ওয়ালীর হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে। বস্তুত ছোকরা দুটি ওযালীর খুব পেয়ারের। একটা পত্র হাতে ওযালীর নাযেব হর্তুকি ঠাকুর কাছারি ঘর থেকে বেরিযে এলো।]

ওয়ালী ॥ আচ্ছা আচ্ছা, ছাড়্ ছাড়্। আমার নাযেব যদি যায, আমি যাবো। কী হর্তুকি, যাবে নাকি ?

হর্তুকি ॥ জী আজ্ঞে কোথায় ?

ওয়ালী ॥ বাঈজীর মজলিশে ফূর্তিফার্তায...

[ওযালী মদ্যপানের ইঙ্গিত করে। হর্তুকি জিব কাটে, কান ছোঁয, ঘন ঘন টিকি নাড়ে। ওযালী হাসতে হাসতে গডিয়ে পড়ে।]

বক্কররে বক্কব...দ্যাখ দ্যাখ হর্তুকিব কাণ্ড দ্যাখ...মুখখানি আমলকির মতো হয়ে গেছে।

হর্তুকি। হুজুর, কদ্দিন আমি বলেছি, এসব ছেলেছোকরার কাণ্ডকারখানার মধ্যে আপনি যাবেন না ! আপনারে মানায় না !

ওয়ালী ॥ (গম্ভীর হযে) হ্যাঁ। যা যা—সর ! (তাকিয়া ও বক্করকে ঠেলে সরিযে) ছেলে দুটিকে মারতে পারো না !

হর্তুকি ॥ (হাতের পত্রখানা বাডিযে) নিন পত্রখানায় একটা সীলমোহর মেরে দিন।

ওয়ালী ॥ হযে গেছে মুসাবিদা ? পড়ো দেখি কেমন লিখলে। বল্ দেখি পত্রখানা কোথায় যাচ্ছে বক্কর... ?

হর্তুকি ॥ (পত্র পড়ে) এলাহি ভরসা, পেযারের ভাই পশুপতি...

বক্কর ॥ পশুপতি ! অ্যাঁ ? পলাশপুরের তালুকদাররে লিখছেন ?

হর্তুকি ॥ (পডছে) অত্রপত্রে তুমি আমার অন্তরের অন্তস্থলেব মহব্বত জানিবে। ভাই, শুনিয়া খুশি হইবে, সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আমি একটি অপরূপা বাঈজী আনয়ন করিযাছি।

বক্কর ॥ অ্যাঁ ? আমি আনযন করিয়াছি, তুমি শুনিয়া খুশি ! এতো এগালে চড়, ওগালে ঘুষি !

হর্তুকি ॥ (পড়ে) বাঈজী নামে মোহর, কণ্ঠে ভ্রমর...

ওয়ালী ও বক্কর ॥ কেয়াবাৎ ! কেয়াবাৎ !

হর্তুকি ॥ (পড়ে চলে) আমি দিবসরজনী এই মদালসা রমণীর নাইটেঙ্গেলিয় কণ্ঠসুধায় নিমজ্জিত !

বক্কর ॥ (উত্তেজিত) মদালসা ! মদালসা ! মানেটা কী হলো... ?

ওয়ালী ॥ ওরে মানে ছাড় ! খালি আমার নায়েবের জ্ঞানের বহরটা মেপে যা। ভাষার কারসাজিতে পশুপতিকে কতগুলি বাঁশ দিচ্ছে, গুণে যা—.

বক্কর ॥ (হর্তুকিকে উদ্দেশ করে) জবাব নাই....লা জবাব ! উর্দু ফারসি ইংরাজি সোমসকৃত একসঙ্গে পাকিয়ে কাবাব !

ওয়ালী ॥ (বক্করকে) চোপ্ ! চোপ্ ! পড় তুমি, পড় পড়...

হর্তুকি ॥ (পড়ে) ভাই এমন খুশির দিনে সর্বাগ্রে তোমার কথা মনে পড়িল...

ওয়ালী ॥ আচ্ছা। তা আমার কেন মনে পড়িল ?

হর্তুকি ॥ (পত্র পড়ে) পড়িবে না ? পলাশপুর আর দরিয়াগঞ্জ একই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত দুই তালুক। আমরা একই সিংহের দুই শৃঙ্গার !

ওয়ালী ॥ (তারিপ করে) হাঁ...

বক্কর ॥ মানে....মানে....

ওয়ালী ॥ কী মানে ?

বক্কর ॥ শৃঙ্গার !

ওয়ালী ॥ ওরে আমার নায়েব মানে বুঝেও যা লিখবে, না বুঝেও তাই লিখবে। যা প্রাণে চায় চালিয়ে যাও ঠাকুর। তোমার পণ্ডিতির ওপরেই ছেড়ে রেখেছি তালুকের লেখাপড়া। তা শেষটি কী লিখলে ?

হর্তুকি ॥ (পত্র পড়ে) ভাই আমার সনির্বন্ধ মোনাজাত, এক রজনীতে আমার দাওয়াৎ গ্রহণ করো। আমার কোকিল-কূজিত সুরভি-সিঞ্চিত কুঞ্জ-কুটীরে আসিয়া সুরাঙ্গনার কণ্ঠনিঃসৃত সুরামৃত পান করিয়া যাও...

ওয়ালী ॥ (গম্ভীর মুখে) না না, এই পত্তর শোনাব পর আর তো চুপ করে বসে থাকা যায় না বক্কর। (বক্করের দিকে চোখ টিপে হাসে) পশুপতি শালা আসুক না আসুক আমি তো মজলিশে যাচ্ছি ! হাঁ, তোমার পত্তরের একটা মর্যাদা আমায় দিতে হবে বৈকি হর্তুকি !

বক্কর ॥ তাকিয়ারে, যা যা হুজুরের টুপি জুতা মোজা আন...আতর লাগা...হুজুর মজলিশে যাবেন ! (তাকিয়া ছুটে চলে যায়।)

ওয়ালী ॥ দ্যাখো ঠাকুর, তুমিই কিন্তু আমায পাঠালে !

বক্কর ॥ জী, এক একটা লোক থাকে, নিজে যায় না...অন্যেরে ঠেলে পাঠায়...

[হর্তুকি সীলমোহর বাড়িয়ে দেয়। পত্রের ওপর সীলমোহরের ছাপ দেয় ওয়ালী। বাইরে গাধার ডাক। ওয়ালীর হাত কেঁপে গেল।]

যাঃ ! বেঁকে গেল যে ! কে চেল্লায় রে !

হর্তুকি ॥ গর্দভ !

ওয়ালী ॥ জোছনারাতে গর্দভ ! (বক্করকে) জেনে আয় তো কার গর্দভ !

হর্তুকি ॥ গর্দভ তো আপনার তালুকে একটাই আছে। ঐ যে...

[গুটি গুটি পায়ে হেকিম আসছে। হর্তুকি ভুরু কোঁচকায়।]

হেকিম ॥ আস্‌সালামওয়ালাইকুম হুজুর...

ওয়ালী ॥ (আনন্দে) ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম...এসো এসো আমার হেকিম এসো...আমার দোস্ত এসো...আমার বেটা এসো।

হেকিম ॥ হুজুর কি ব্যস্ত আছেন ?

হর্তুকি ॥ বলো, কী চাই আমায় বলো। ওহে, সব সময় তুমি সরাসরি হুজুরের কাছে আসো কেন ? উঁ ? মাঝখানে আমি রয়েছি দেখতে পাও না ?

[এর মধ্যে তাকিয়া জুতো মোজা টুপি আতরের বাক্স সুর্মাদানি নিয়ে এসেছে। ওয়ালী চোখে সুর্মা লাগায়।]

ওয়ালী ॥ শুনেছ তো হেকিম, আমি একটি বাঈজী পুষেছি।

হেকিম ॥ জী শুনেই তো ছুটে এলাম...

বক্কর ॥ (গায়ে আতর ছডাতে ছড়াতে) কেন আসরে বসতে চাও নাকি হেকিমসাহেব ?

হর্তুকি ॥ তোমার যে এদিকেও গুণ আছে জানা ছিল না তো !

বক্কর ॥ চলো হেকিমসাহেব, গানের ফোযাবায চান করবে চলো।

ওয়ালী ॥ না না, ও কোথায যাবে ? কাজের মানুষ...এসব বেশরম কারবারে ফেঁসে গেলে চলবে ? দেশের কাজ করবে কে ? তালুকে মাত্র একখানি হেকিম। না না, এসব আকামেব দিকে তুমি মোটে ভিড়বে না বেটা ! তুমি ভারি খাঁটি মানুষ।

হর্তুকি ॥ মানুষটি খাঁটি, ওষুধটি না ! (হেকিমকে) আরে প্রজাদের যে অসুখ বিসুখ হচ্ছে, তার কি করছ, অ্যাঁ ? সামনে চোত-কিস্তি ! তাডাতাড়ি সুস্থ করে না তুলতে পারলে, ঐ জ্বরজাবিব ছুতোয় ব্যাটারা যে খাজনা মকুব করতে বলবে, সে খেযাল আছে ?

ওয়ালী ॥ না না তাড়াতাড়ি সারাও বেটা। কাজে মন দাও। দ্যাখো আমার তালুকের সাতখানি গাঁয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি...এখন তোমার তো উচিত আমার যাতে খাজনা মার না যায়, অন্তত সেইমতো স্বাস্থ্যরক্ষা করে যাওযা...(তাকিযাকে) নে জুতো লাগা...

[তাকিয়া ওয়ালীকে জুতো মোজা পরাতে শুরু করে।]

হেকিম ॥ জী চেষ্টাব আমি কসুর করি না। এখন হুজুর যদি মেহেরবানি না করেন...

ওয়ালী ॥ সে তো আমি কবেই থাকি বেটা। তোমার পরে যে আমার একটি নেকনজর রয়েছে, কথাটি তুমিও জানো....

হেকিম ॥ হুজুর শুনলাম বাগিচার রক্তগুলাব আমি আর পাবো না ?

বক্কর ॥ গুলাব ! গুলাব কি আর হুজুরের হাতে আছে নাকি ? সব হুজুরের কোকিলার কবলে ! একটি ফুল ছেঁড়ারও হিম্মৎ কারো নাই হেকিমসাহেব, হুজুরেরও নাই !

হেকিম ॥ (জোড় হাতে) রক্তগুলাব না পেলে চিকিৎসা যে বন্ধ হয়ে যায় হুজুর ! রক্তগুলাব এমন একটি উপকরণ যেটি ইউনানি চিকিৎসার হরেক দাওয়াই-এ লাগবে। গুলাব না পেলে আমার কী করে চলে মনিব ?

ওয়ালী ॥ এত কাল তো পেয়েছ বেটা। বাগিচা আমার খোলাই ছিল তোমার জন্য। কিন্তু এটিও দ্যাখো, তালুকে একটি বাঈ-টাই না পুষলে তালুকদারের জমক থাকে না।এখন বাঈ যদি গুলাব চায়, আমাকে তো দিতেই হবে। গুলাবটি তুমি ওরে ছেড়ে দাও বেটা।

হেকিম ॥ তা হলে চিকিৎসার কী হবে হুজুর.:.. ?

ওয়ালী ॥ সেটি তোমার ব্যাপার। ভাবো, চিন্তা করো, মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বার করো...

হর্তুকি ॥ আরে গোলাপ গোলাপ করছ কেন ? গাঁদাফুল দিয়ে কাজটা চালিয়ে নাও গে...

ওয়ালী ॥ হাঁ, তাই নাও।

হেকিম ॥ (বিরক্ত গলায়) এটি কি কাজ চালানোর ব্যাপার ?

ওয়ালী ॥ (সংগে সংগে মত বদল করে) না, না, এটি কাজ চালানোর ব্যাপার নয়।

হেকিম ॥ সারাতে হবে মানুষের ব্যাধি ! গাঁদাফুলে হবে না।

ওয়ালী ॥ আরে না, হবে না।

হেকিম ॥ ছাগলের পায়ে ধান মাড়াই হয় না, তার জন্যে গরুর পা-ই চাই।

ওয়ালী ॥ (হর্তুকিকে) হাঁ, গরুর পা-ই চাই।

হর্তুকি ॥ আর যে দেশে গরু নেই ?

ওয়ালী ॥ (মত বদল করে) হ্যাঁ, যে দেশে গরুই নাই ?

হর্তুকি ॥ ধান মাড়াই হবে না ? এই যে হুজুর...হুজুরের পরিবার কেউ তোমার ওষুধ খায় না...

বক্কর ॥ সব সেই শহরের ডাক্তার পীরজাদা।

হর্তুকি ॥ তো পীরজাদা ডাক্তারের ওষুধে তো গুলাবের গ-ও নেই...তাহলে ? গুলাব না হলেও চলে তো।

ওয়ালী ॥ চলে তো !

বক্কর ॥ যান তো হেকিমসাহেব ! গুলাব নাই, গুলাবপানি নেন। (গোলাপজল ছিটোয় হেকিমের দিকে।) ছাড়েন হুজুর, বেকার তর্ক করে লাভ নাই—

হেকিম ॥ হুজুর...

ওয়ালী ॥ আচ্ছা শোন বেটা, দাওয়াই-এ একটি মশলা কম দাও। জানাজানি হবে না। আমরা চেপে রাখব।

হেকিম ॥ এত চাপা না-চাপার ব্যাপার নয় হুজুর। আমি তো জানলাম দাওয়াই আমার নিখুঁত নয়।

ওয়ালী ॥ তা জানলে... [মৌলবী ঢোকে।]

মৌলবী ॥ আস্‌সালামওয়ালাইকুম...

ওয়ালী ॥ আরে এস এস আমার মৌলবী এস ! আমার ব্যাটা এস। দোস্‌ত এসো। কহ তোমার মাদ্রাসার খবর কহ।

হর্তুকি ॥ (হেকিমকে) খুব যে বড় বড় কথা বলছ ! তোমার চেয়ে ঢের ওজনের ডাক্তারবদ্যি আমার দেখা আছে, বুঝলে ? শুনেছ ধন্বন্তরি রত্ননিধির নাম ?

তাকিয়া ॥ আপনের সেই মামাশ্বশুর ?

ওয়ালী ॥ তার গুলাব লাগে না।

হর্তুকি ॥ গোলাপ কেন হুজুর, তার কিছুই লাগে না।

ওয়ালী ॥ কিছুই লাগে না ! এক কোষ সাদা পানি ছুঁড়ে মারবে রোগীর মুখে সব ফর্সা !

হর্তুকি ॥ আমি তো বলছি, রত্ননিধিকে দরিয়াগঞ্জে আনুন, আশ্চর্য ফল পাবেন। এসব হেকিমটেকিম তার কাছে তেলাপোকা। ভারি তিনপেয়ে গাধায় চেপে চাষাভুষোর

মহলে ঘুরছে, ভাবছে কী-না-কী করছি! যে জানে তাকে গাধায় চেপে ঘুরতে হয় না...বুঝলে?

তাকিয়া ॥ মামাশ্বশুর ঘোরেন কীসে?

ওয়ালী ॥ ঘুরবেন কীসে? পক্ষাঘাতে রত্ননিধির এক পাশ পড়ে গেছে!

হর্তুকি ॥ এক জায়গায় বসে দিনে একঘণ্টা রোগী দেখেন...ব্যস্।

মৌলবী ॥ গোস্তাকী মাফ করবেন নায়েবমশাই, ওরকম করলে আমাদের এখানে চলবে না।

ওয়ালী ॥ (চট করে ঘুরে যায়) না এরকম করলে এখানে চলবে না।

মৌলবী ॥ হুজুর আপনার প্রজারা সব চিকিৎসা-বিমুখ।

ওয়ালী ॥ হক কথা!

মৌলবী ॥ পিছু পিছু তাড়া করে দাওয়াই না খাওয়ালে খাবেই না!...এই হেকিমসাহেব যে ভাবে করে...

ওয়ালী ॥ হাঁ। এই হেকিম যে ভাবে করে...

হর্তুকি ॥ (মৌলবীকে) তুমি থামো, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

ওয়ালী ॥ (হর্তুকির পক্ষ নিযে মৌলবীর দিকে লাঠি উঁচিযে) থামো শা! এতো কথা কহ কেন অ্যাঁ?

হর্তুকি ॥ হুজুর রত্ননিধির এমন ক্ষ্যামতা, দরিয়াগঞ্জে পা দেবে—সব রোগ উড়ে যাবে।

ওয়ালী ॥ (মৌলবীকে) উড়ে যাবে!

মৌলবী ॥ সে তো ইচ্ছা করলে হুজুরই করতে পারেন...।

ওয়ালী ॥ (মৌলবীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হর্তুকিকে) সে তো আমিও পারি! (থেমে মৌলবীকে) আমি কী করে পারি রে ব্যাটা?

মৌলবী ॥ পারেন হুজুর। রাস্তাঘাটের ময়লা সাফা, নিয়মিত গরু ছাগলের খোঁয়াড় সাফা, মশামাছি মারা, মানুষের জন্যে দুবেলা পেটটি ভরা খাওয়া আর খাবার পানির পৃথক ব্যবস্থা...এই করলেই অর্ধেক রোগ সাবাড়!

হর্তুকি ॥ (ওয়ালীকে) নিন্, আপনার মৌলবী ফিরিস্তি দিয়েছে, এখন কোনটি কি করবেন, বিবেচনা করুন। [চটি ফটফটিয়ে হর্তুকি কাছারি ঘরে চলে গেল।]

তুমি হক কথাই বলেছ মৌলবী, হক কথা—তালুকদার হিসাবে আমারই কর্তব্য রাস্তাঘাট করা, পয়ঃপ্রণালী করা, আবর্জনা সাফা করা, খাবার পানির জন্য পৃথক দীঘি কাটানো...হক কথা! জমিদারবাবুর কাছ হতে যেদিন তালুক পত্তনি নিয়েছি, সব দায় আমার ওপর বর্তেছে। কিন্তু আমি কোনটাই করি না। আমি কেন করি না? (হেকিমকে) তুমি রয়েছ বলেই করিনা। আরে এর জন্যে আমার তালুকে কতো রোগ হবে, হোক না। আমার তো ঠেকাবার লোক রয়েছে। আমার হেকিম রয়েছে!...

[ওয়ালী হাসতে হাসতে পা ছড়িয়ে শোয়। বক্কর তার কানে আতর লাগায়।]

হেকিম ॥ হুজুর, আসল কথাটি কহি...

বক্কর ॥ এখনো কহ নাই?

হেকিম ॥ গুলাব চাই মনিব...আমি একটি ব্যাধির দাওয়াই আবিষ্কার করতে চাই!

ওয়ালী ॥ আবিষ্কার! আচ্ছা...আচ্ছা, দাওয়াইটি কি দুনিয়ায় নাই?

হেকিম ॥ জী না! কারো কাছে সে ব্যাধির নিদান নাই।

ওয়ালী ॥ (খানিকটা সোজা হয়ে বসে) আমার পীরজাদার কাছেও নাই?

হেকিম ॥ জী না। সে এক আদ্যিকালের দুশমন রোগ! আজো কেউ তার নাগাল পায় নাই। মানুষ তারে ভয় পায, ঘৃণা করে। রোগীরে দূর করে দেয় সমাজের বাইরে....

ওয়ালী ॥ (শিরদাঁড়া সোজা করে) কী কী ব্যারামটি কী?

হেকিম ॥ নামটি আজ কহিব না, আগে প্রতিকার বার করি। এক দরবেশের কাছে পেয়েছি এই তালপাতার পুঁথি! আছে মোকাবিলার সন্ধান! আর সব উপকরণ জুটিযেছি, হুজুর শুধু আজকালের মধ্যে রক্তগুলাবটি পেলে.... [পুঁথি দেখায়]

ওয়ালী ॥ ব্যারামটি কি আমার তালুকে দেখতে পেয়েছ?

হেকিম ॥ জী না, এ অঞ্চলে নাই।

ওয়ালী ॥ অঞ্চলেই নাই? (হেসে ওঠে) আরে তবে তার মোকাবিলায় মাথা ঘামায় কেন?

মৌলবী ॥ হুজুর, দুনিয়ার কাজে লাগবে...

ওয়ালী ॥ ও বেটা, আমার দুনিযা আমার তালুক! (হেকিমকে) তোমার যেটুকু বিদ্যা আছে, সেইটুকু খাটাও।

বক্কর ॥ কমজ্বর বেশিজ্বর ন্যাবাজ্বর পিলেজ্বর আমাসা পিপাসা...

ওয়ালী ॥ মানে আবর্জনা সাফা না করে, পযঃপ্রণালী না করে, আমি যে যে রোগ তোমার জন্যে ছাডিযে রেখেছি, সেইগুলি সামলাও। আমার খাজনার পথটি পরিষ্কার কর। আবিষ্কার! হে হে হে...এতো আমার মাথা খারাপ করে দেয়রে বক্কর।
[বাঈজীর গান ভেসে আসে]

বক্কর ॥ হুজুব!

ওয়ালী ॥ চল্ চল্...তাকিযারে, তাকিয়াটা সংগে আন...
[বক্করের হাত ধরে ওয়ালী মজলিশে যাবে বলে উঠে দাঁড়ায়]

হেকিম ॥ হুজুর পলাশপুরে যাব?

ওয়ালী ॥ (বজ্রাহত) কোথায়?

হেকিম ॥ কহি কি, পলাশপুরের তালুকদারের বাগিচাটি নাকি আরো বড়। দু' আড়াই শ গাছ। ওষুধের তরে চাহিলে নিশ্চয় কিছু ফুল দিবেন তিনি।

ওয়ালী ॥ (চলতে গিয়ে খোঁড়ায়) অ্যাই কোন জুতা পরালি?

তাকিয়া ॥ বাছুরের চামড়ার!

ওয়ালী ॥ মেরে বাছুর বানিয়ে দিব তোরে। মজলিশে যাবার কালে হরিণের চামড়ার জুতা দিবি। (হেকিমের কাছে এসে) বেটা, যার সাথে আমার কম্পিটিশন, তার বাগিচার ফুলে হবে তোমার আবিষ্কার!

বক্কর ॥ আবিষ্কার বন্ধ থাক।

ওয়ালী ॥ থাক্!

[ওযালী বক্কব ও তাকিযা মজলিশে বেবিযে যায। হেকিম স্তব্ধ দাঁডিযে। বাঈজীর গান চলছে।]

মৌলবী ॥ হেকিমসাহেব, তুমি পলাশপুবেই যাও। যাও।

প্রথম অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[পলাশপুবেব তালুকদাব পশুপতি পোদ্দাবেব বৈঠকখানা। খানকয চেযাবেব মধ্যে বডটায পশুপতি। বছব ত্রিশেব সুসজ্জিত যুবক। এক হাতে সুদৃশ্য গডগডাব সোনালি নল। আব হাতে পত্র। পত্রটা বাব কয পডাব পব ভুবু কুঁচকে উঠল পশুপতিব। পাশেই বৃদ্ধ যুগীমশাই— পশুপতিব গোমস্তা। পশুপতিব কাঁধেব উপব দিযে মুখ বাডিযে সেও চিঠিটা পডে নিযেছে। অদূবে হর্তুকি ঠাকুব মিটমিট কবে হাসছে।]

হর্তুকি ॥ তাহলে আমাদেব খাঁসাহেবেব আমন্ত্রণ বক্ষা কবছেন তো বাবু ?

পশুপতি খাঁসাহেব আমাব বডভাইযেব মতো। আদব কবে ছোটভাইকে তাঁব বাঈজীব নাচগান উপভোগ কবতে ডাকছেন, একি উপেক্ষা কবা যায, কী যুগীমশাই ?

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না।

পশুপতি মোহব গাইছে কেমন ?

হর্তুকি ॥ ঠুমবীটা বিশেষ সুখশ্রাব্য।

পশুপতি দেখবেন ভজনটিও। বাগ ভৈববীতে তিলক কামোদ মিশে যায...আব অন্তবাতে মোহবেব সেই পুকাব...। দেখছেন, গাযে আমাব কাঁটা দিযে উঠছে।

হর্তুকি ॥ (ঘাবডে) বাবুব দেখছি বাগবাগিনীতে সবিশেষ দখল !

পশুপতি না, না তেমন কিছু না। তবে ছোটবেলাটা আমাব কলকাতায কেটেছে। বাঈজীপাডায নিত্য যাতাযাত ছিল। বলতে পাবেন, আমি ওদেব একজন ভক্ত শ্রোতা...(থেমে) ঠাকুবমশাই নিশ্চযই অবগত আছেন, মোহব সেদিন আমাব মুজবো নিযেই পলাশপুবে আসছিল...পথেব মধ্যে খাঁসাহেব তাকে হবণ কবেছেন।

হর্তুকি ॥ (ব্যস্ত হযে) বাবু বাবু, যা হযে গেছে, গেছে খাঁসাহেব বাবংবাব বলে দিযেছেন, সেদিনেব ব্যাপাব নিযে আপনি যদি বিন্দুমাত্র দুঃখ পান...

পশুপতি দুঃখ ! (হেসে) দুঃখ পাবো কী ? ও যুগীমশাই...

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না।

পশুপতি খুশি হযেছি ঠাকুবমশাই। আমাব প্রতিবেশীব যে সংগীতে মন লেগেছে, এটাই বড কথা। তাঁব মত উচ্চবংশীয বিত্তশালী কেন যে এতকাল এদিকে নজব দেননি, এটাই বিস্মযেব ! (গডগডায টান দিযে) উনি বংশ পবম্পবায তালুকদাব। আমি তো কালকা যোগী !...পিতৃদেবের ছিল সোনাদানা তেজাবতিব

কারবার। যাকে বলে পোদ্দারি। আমার ও পরের ধনে পোদ্দারি পোষাল না...তাই তালুকদারি। খাঁসাহেবকে আমার সালাম জানাবেন।

হর্তুকি ॥ শুনেছেন তো, খাঁসাহেবের তালুক আরো বড় হচ্ছে। তালুকে মোট ছিল সাতটি গাঁ, হচ্ছে ন'টি।

যুগী ॥ কেন শুনবো না ? জমিদারবাবু তো আমাদেরই তালুকের দুটি গাঁ ছেঁটে নিয়ে খাঁসাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছেন...

হর্তুকি ॥ (হেসে হেসে খোঁচা দেয়) হুজুরের ছোটো শ্বশুরের বয়েস আবার মাত্র পঁয়ত্রিশ।

যুগী ॥ সুসময় পড়েছে, সব দিকেই উন্নতি।

পশুপতি ॥ তাজি ঘোড়ার মত ছুটছেন খাঁসাহেব।...তবে কি জানেন,আমার মতো টাট্টু ঘোড়ার সংগে পাল্লা না দিলেই পারেন আপনার হুজুর...

হর্তুকি ॥ (হেসে) ছি ছি, নিজেকে টাট্টু বলবেন না বাবু!

যুগী ॥ (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে চিৎকার করে) টাট্টুই তো করেছেন আপনারা, মেরে মেরে টাট্টু করে দিচ্ছেন। পাল পাল ডাকাত লেলিয়ে দিচ্ছেন পলাশপুরে। ধানচাল গরু মোষ লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে উঠছে দরিয়াগঞ্জে।

হর্তুকি ॥ একি উন্মত্ত ব্যবহার!

যুগী ॥ উন্মত্ত! ঐ ঠ্যাঙাড়ে...আপনাদের ভণ্ডুল বাগদি, ব্যাটার ফাবড়ায় অতো জোর কীসে জানিনা ? খাঁসাহেবের মদত। ব্যাটাকে ধরে ফেলেছি...দেব এবার গোরা পুলিশের হাতে তুলে। আপনার খাঁসাহেবকে বলবেন তার মতো চোদ্দটা তালুকদার এসেও ভণ্ডুলকে বাঁচাতে পারবে না। ফাঁসি দিয়ে ছাড়ব।

হর্তুকি ॥ (গলা তুলে) সে তো আপনারাও ডাকাত পাঠান দরিয়াগঞ্জে, পাঠান না ?

যুগী ॥ (আর এক মাত্রা চড়িয়ে) আমরা পাঠাই না, যারা যায় নিজেরা যায়...

হর্তুকি ॥ তাদের বাধা দেন না কেন ?

যুগী ॥ আগে আপনারা আপনাদের ডাকাত সরিযে নিন...

হর্তুকি ॥ তার আগে আপনারা হার স্বীকাব করুন...

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না...

পশুপতি ॥ আহা কী হচ্ছে যুগীমশাই ? এভাবে বাচ্চাদের মতো কেউ ঝগড়া করে ? বিশেষ উনি দরিয়াগঞ্জের দূত! উনি যা খুশি বলতে পারেন...তাবলে আমরা...

[যুগী অমনি হর্তুকির সামনে হাতজোড় করে নতজানু হয়।]

না ঠাকুরমশাই, ওসব ডাকাত-ফাকাত নিয়ে আমি ভাবিত নই। আজ আপনাদের কযেকগাছি ডাকাত বেশি আছে, আমাদের হেনস্থা করার সুবিধে পাচ্ছেন...কাল আমরাও ভণ্ডুল বাগদির মতো একটি ধূমকেতু পয়দা করতে পারলে সুবিধা পাবো।

যুগী ॥ আশ্চর্য কী! আর ঐ শ্বশুরের বয়েস পঁয়ত্রিশ কি পনেরো, তাও কিছু না।

পশুপতি ॥ কনের বয়েস দেখে ইতিমধ্যে তিনটি বিবাহ সেরেছি, বাকি কয়েকটি না হয় কনের বাপের বয়েস দেখেই সারা যাবে।...আসলে আপনারা আমায় দাবিয়ে রেখেছেন একটাই জায়গায়...কেবল একটাই...

হর্তুকি ॥ কেবল একটা ?

পশুপতি ॥ আন্দাজ করতে পারেন, কী সেটা ? জনস্বাস্থ্য...পাবলিক হেলথ ! গেল বছর আমার তালুকে সামান্য আমাশায় মারা গেছে শ'য়ের ওপর।

হর্তুকি ॥ আমাদের তালুকে সাকুল্যে দশটিও না...

পশুপতি ॥ ঐ দশ আর শ'য়ের ফারাকটাই ফারাক, বুঝলেন ? এবারকার বেঙ্গল গেজেটে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। জমিদারের ঘরে আমি ব্ল্যাকলিস্টেড ! (পায়চারি করে) তালুকদারি নেওয়ার সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এদিকটা দেখিনি। ইংরাজ বাহাদুর জমিদারদের বলবেন, প্রজাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা রাস্তাঘাট আইনশৃঙ্খলা সব তোমরা দ্যাখো, আমায় শুধু অমুক দিন খাজনাটা মিটিয়ে যাও...জমিদারও সঙ্গে সঙ্গে সব দায়িত্ব তালুকদারের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবেন, অমুক দিন সূর্যাস্তের আগে আমার খাজনাটি পাঠাও !...বহু চেষ্টা কবেও তালুকে একঘর ডাক্তার বসাতে পারলাম না ঠাকুরমশাই... ! না এলোপ্যাথি, না হোমিওপ্যাথি...কবিরাজ হেকিমি কোনোটাই না ! (থেমে) একটা লোক দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুরের ফাবাকটা গড়ে দিযেছে ঠাকুরমশাই...একটা লোক !

হর্তুকি ॥ দরিযাগঞ্জের হেকিম !

পশুপতি ॥ (ঘাড় নেড়ে) ঐরকম একটা লোক যদি পেতাম, জলকাদা মাঠজংগল কিছু না মেনে যে মানুষের দেখভাল করবে, মহামারীতে প্রাণ দিয়ে সেবা করবে...

হর্তুকি ॥ একজন ধন্বন্তরি আছেন, রাখবেন ? ধন্বন্তরি রত্ননিধি। আমার মামাশ্বশুর বলে বলছি না...

পশুপতি ॥ ধন্যবাদ ঠাকুরমশাই, ক'দিন আগে জানতে পারলে রাখা যেত, এখন আর তার দরকার নেই। আপনাদের শুভেচ্ছায় একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি...

হর্তুকি ॥ পেরেছেন... !

পশুপতি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, হেকিমকে আমি পাচ্ছি।

হর্তুকি ॥ (না বুঝে) আচ্ছা ! (খেয়াল হতে) অ্যাঁ হেকিম...মানে আমাদের হেকিম !

পশুপতি ॥ হ্যাঁ ! দরিযাগঞ্জের বসবাস ছেড়ে পলাশপুরে উঠে আসছে !

হর্তুকি ॥ বলেন কী ? হেকিম পলাশপুবে...

পশুপতি ॥ লোকটি দেখলাম আপনাদের ওপর বিশেষ ক্ষুব্ধ। কী সব বলছিল, গোলাপফুল পাচ্ছে না, ওষুধ বানাতে পারছে না...কী নাকি একটা আবিষ্কার আটকে আছে তার..,

হর্তুকি ॥ ও—ও...

পশুপতি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...আমি তাকে দশ বিঘের বসতভিটে, বিঘে কুড়ি ধেনো জমি, আমগাছ, নারকোল গাছ...আর যেন কী, আহা বলুন না যুগীমশাই...

[যুগী বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। কোনরকমে তড়িঘড়ি বলে বসে]

যুগী ॥ ইয়ে কাঁঠাল গাছ...

পশুপতি ॥ না, না—আর একটা তাজি ঘোড়া কড়ার করেছি না ?

যুগী ॥ (নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে) হ্যাঁ, পলাশপুরে আর ল্যাংড়া গাধা না, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরবে হেকিম।

হর্তুকি ॥ এসব কবে ঠিক হলো ভাই যুগী ?

যুগী ॥ এই তো গেল হপ্তায়। আস্তাবলের ঘোড়াটিও বেছে রেখে গেল না বাবু ?

হর্তুকি ॥ আমি আজ উঠি।

যুগী ॥ আসুন...

পশুপতি ॥ সে কী কথা ! এতো বেলায় আহারাদি না করে যাবেন কী রকম ?

যুগী ॥ (হর্তুকির সামনে জোড় হাতে) বসুন, বসুন। (জোরে ডাকে) ওরে জলধর...

হর্তুকি ॥ দরিয়াগঞ্জে বিশেষ কর্ম পড়ে রয়েছে। তাছাড়া আমি তো আপনাদের ঘরে এমনিতেই অন্ন গ্রহণ করতে পারব না !

পশুপতি ॥ জানি তো, স্বপাকে খাবেন। যুগী পোদ্দাব...এসব নিম্নবর্ণের হাতে খাইয়ে আমরা কি আপনার জাত মারতে পারি ঠাকুরমশাই... ?

[গামছা ও তেলের বাটি নিয়ে বৃদ্ধ জলধর এলো]

যুগী ॥ জলধর, ঠাকুরমশায়ের আহারের ব্যবস্থা—

জলধর ॥ সব হয়ে গেছে বাবু। পশ্চিমের আমবাগানে ঘন ছায়া দেখে খানিকটা জায়গা ভালো করে চেঁচে গোবরজলে নিকিয়ে উনুন খুঁড়ে দিয়েছি। চালডাল তরিতরকারি ঘি তেল মশলা—সের পাঁচেক নির্জলা দুধ ছানা সন্দেশ—সব গুছিয়ে দিয়েছি ঠাকুরমশাই—

হর্তুকি ॥ এতো খাবার দাবার আমার সহ্য হবে না। ওয়ালী খাঁসাহেব ছাড়া কারো অন্ন আমার হজম হয় না।

[হর্তুকি চলে যাচ্ছে। জলধর ছুটে যায় পিছু পিছু]

জলধর ॥ দুপুরবেলা রাগ করে চলে যাবেন না ঠাকুরমশাই ! আমাদের অকল্যেণ হবে। এই যে তেল গামছা। ঠাণ্ডা তেলটুকু মাথায় ডলে বাগানের দীঘিতে গোটা কয় ডুব দিয়ে...

[অপমানিত হর্তুকি বেরিয়ে যায়। পিছু পিছু জলধরও। পশুপতি ও যুগী হেসে ওঠে।]

পশুপতি ॥ কী বুঝলেন যুগীমশাই ?

যুগী ॥ বেশ ভালোমতোই তো ডলে দিলেন—

পশুপতি ॥ ধরতে পেরেছেন ?

যুগী ॥ বিলক্ষণ। হেকিমের দেখাই নেই, বলে দিলেন সব পাকা, চলে আসছে পলাশপুরে। ওয়ালী খাঁর হাতে হেকিমের একচোট হবে।

পশুপতি ॥ সেটাই চাই। বহু টোপ দিয়েও হেকিম লোকটাকে রাজি করাতে পারিনি। বুঝতে পারছি দরিয়াগঞ্জে মার না খেলে ওর পলাশপুরের কথা মনে পড়বে না। ওপারে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই সুড়সুড় করে চলে আসবে এপারে। আসবেই। (হেসে) দরিয়াগঞ্জে কাজও সুরু করে দিয়েছে আমার লোক !

যুগী ॥ আপনার লোক ! ওপারে আমাদের লোক আছে নাকি বাবু ?

পশুপতি ॥ (হেসে) কেন মোহরবাঈ !

যুগী ॥ মোহরবাঈ !

পশুপতি ॥ আমি জানতাম, কলকাতার বাঈজীর নৌকো পলাশপুরে আসছে জানলে ওয়ালী

খাঁ আর মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। ঠিক ছোঁ মেরে তুলে নেবে। (হেসে) তাই নিয়েছে!

[পশুপতি গা এলিয়ে গড়গড়াটা টানে। অগাধ মুগ্ধতা নিয়ে যুগী হাত জোড় করে হাসে। আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[বিকেলবেলা। মস্ত এক পুঁটলি বযে এনে হেকিমের উঠোনে ফেলল ছাযেমবুড়ো।]

ছায়েম ॥ হেকিম, ওরে হেকিম, আয! দেখে যা...কতো গুলাব নিবি নিয়ে যা...কতো গুলাব... [হেকিম তার কুঁড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।]

হেকিম ॥ গুলাব!

ছায়েম ॥ (মহা উল্লাসে) গুলাব! গুলাব!

হেকিম ॥ কোথায পেলে ছাযেম?

ছাযেম ॥ কল্পনা...মগজে কল্পনা থাকলে বাঘিনীর বাঁটেও ঠোঁট দেওয়া যায় বাপ। রোজ তোরে এতোটি করে গুলাব দিব...বানা...নয়া নযা দাওয়াই বানা। কঠিন ব্যাধির সুরাহা কর।

[হেকিম দ্রুত হাতে পুঁটলি খুলতে বেরিয়ে পড়ে হাবিজাবি আবর্জনা—সেই সঙ্গে দু'চারটে গোলাপের তোড়া—বাসি চটকানো মযলা-মাখা।]

হেকিম ॥ একি!

ছায়েম ॥ এই তো!

হেকিম ॥ বাসি...শুঁটকো! থুঃ থুঃ! এ কোথাকাব আস্তাকুঁড়?

ছাযেম ॥ তাই তো! বাঈ-এব কোঠিব বগলের আস্তাকুঁড়। তোরে কহেছি সেদিন, সেথায় রোজ পাতা চাটতে যাই। তা আজ দেখি, এঁটোপাতার সঙ্গে বাসি তোড়াও ফেলেছে। আবিষ্কারটি করে মোরে কিন্তু একটু দিবিরে হেকিম।

হেকিম ॥ আল্লারে, আস্তাকুঁড়ের ফুলে হবে দাওয়াই আবিষ্কার! মদের বোতল...মাংসের ছিবড়া...তারই মধ্যে কিনা আমার গুলাব! আমারে কি পাগল সমঝেছো? [হেকিম চ্যালাকাঠ নিয়ে ছায়েমের দিকে ধেয়ে যায়। ছায়েম ভয়ে পিছিয়ে যায়।]

ছায়েম ॥ উবগার করতে নাই!

হেকিম ॥ না। কেউ যেন নাই করে উবগার! দাওয়াইটি বানাতে পারি না! অমন বিষম ব্যাধির দাওয়াই...কারো যা জানা নাই...আমি তাই পেয়েছি! শুধু চাই রক্তগুলাব! ...তোড়ায় বাঁধা গুলাব গড়াগড়ি যায় আদাড়ে পান্দাড়ে। দাও...সাফা করে দাও...আমার অঙ্গনের দুর্গন্ধ তাড়াও।...আমার ঘরের দাওয়াই সব বিনষ্ট হয়ে যায়...

ছায়েম ॥ উঁ, এই খেয়ে আমরা বাঁচতে পারি...আর ওর দাওয়াই বিনষ্ট হয়ে যায় ! মানুষের চেয়ে দাওয়াই-এর কদর বেশি। আস্তাকুঁড় খাদ্য দিলে কিছু না, দাওয়াই দিলে আপত্তি ! [হাবিজাবি কুড়িয়ে ফের পুঁটলি বাঁধে ছায়েম।]
যা, তোর ঘরে পা দিব না। ভারি আমার হেকিমরে ! কথাই কহিব না আর...

হেকিম ॥ (নরম গলায়) ছায়েম...ও ছায়েম !

ছায়েম ॥ উঁ ! ঐ চ্যালাকাঠের আঘাতটি গায়ে পড়লে এতো সময় ডাকতে পারতিস— ছায়েম...ও ছায়েম... ?

হেকিম ॥ রাগ কোর না ছায়েম, আমার মাথার ঠিক নাই। ঠিক রাখতে পারি না আজকাল।

ছায়েম ॥ যাই বোঝাস, দিলটি তোর বড় ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। ভণ্ডুলের বৌটিরে সেদিন কিভাবে তাড়ালি ! তার বরটির হদিস নাই। সাঁঝের বেলা তারে তুই খোরাকিটি দিলি না !

হেকিম ॥ গঙ্গামণির সঙ্গে কি তোমার দেখা হবে ? কহিবে তারে, আমি তার ভাগের চালডাল আলাদা করে রেখে দিয়েছি...

ছায়েম ॥ নিবে না, তোর চালডাল সে নিবে না। দ্যাখ যে গুলাবের তরে তুই তারে খেদালি...সে গুলাব তুই আজও পাস নাই। খোদার বিচার !
[পুঁটলি নিয়ে বাইরে যেতে থমকে দাঁড়ায় ছায়েম। দুজন কেতাদুরস্ত মহিলা ঢোকে। আগে যুবতী হাতে রক্তগোলাপ, পেছনে বয়স্কা। হতচকিত ছায়েম বেরিয়ে যায়।]

যুবতী ॥ আদাব হেকিমসাহেব...

হেকিম ॥ আদাব বাঈসাহেবা ! [বলাবাহুল্য যুবতী মোহরবাঈ]

মোহর ॥ হেকিমসাহেব আমাদের চিনতে পারলেন ?

হেকিম ॥ হাতের গুলাবটি চিনিয়ে দিল।

মোহর ॥ আপনার নজরটি দেখছি পাক্কা ! (সঙ্গিনীকে দেখিয়ে) আমার ফুপু। আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘোরে।

ফুপু ॥ (জোড় হাতে) বেটিকে মাপ করে দিন হেকিমসাহেব...

হেকিম ॥ জী ?

মোহর ॥ আপনার গোলাপবাগিচা আমি দখল করে নিয়েছি। জানতাম না হেকিমসাহেব ওই ফুল আপনার চিকিৎসার কাজে লাগে।

ফুপু ॥ একটা বড় আবিষ্কার নাকি আমরা আটকেছি ! শোনার পরে কি যে আফসোস হচ্ছে !

মোহর ॥ কাল থেকে বাগানের গেট আপনি খোলা পাবেন জনাব। এ ফুল আমি আর ছোঁব না। (খোঁপার গোলপটি খুলে ফেলে দেয়।)

হেকিম ॥ বাঈসাহেবা....বাঈসাহেবা, বাগিচা আপনেরই থাক। আমার যখন লাগবে, আমি আপনের নিকট চেয়ে নিব। শুনেছি, গুলাব আপনে খুব ভালোবাসেন।

মোহর ॥ সে তো আমার খেয়াল জনাব। প্রাণ আগে, না খেয়াল ? (সেলাম জানিয়ে) চল ফুপু...

হেকিম ॥ কষ্ট করে যদি গরিবের কুঁড়েতে পা দিয়েছেন, একটুকাল বসে যান বাঈসাহেবা...

[হেকিম দ্রুত ঘরের ভেতরে যায়]

ফুপু ॥ (চাপা গলায়) কাজের কাজ কিচ্ছু হলো না...চলে যাচ্ছিলি কি রকম ? ভাগ্যিস বসতে ডাকল !

মোহর ॥ (মুচকি হেসে) জানতাম ডাকবে।

ফুপু ॥ বিল্লি ! বিল্লি ! চটপট বিল্লির কথাটা পাড...মনে আছে তো...

মোহর ॥ বিল্লির হাঁচি ? দাঁড়াও না। হুটপাট করে হয় না।

ফুপু ॥ ফাঁসাতে হবেই বেটি। পশুপতিবাবু হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন। বড়মুখ করে বলে এসেছি, হেকিমকে এনে দেবই। কোন রকমে পলাশপুরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে কলকাতায় ফেরা যায়।

মোহব ॥ তার আগে যতটা পারা যায় খাঁসাহেবের তলপি ফাঁসাই ফুপু।

ফুপু ॥ (হেসে) তলপি কেন, খাঁসাহেবকেই তো ফাঁসিয়ে রেখেছ বেটি।

[হেকিম শেতলপাটি এনে বারান্দায় পেতে দিল। দুই মহিলা জাঁকিয়ে বসল]

মোহর ॥ তা হ্যাঁ হেকিমসাহেব, আসা থেকে ডালিমগাছে কেবল পাখিটারই ডাক শুনি...বিবির গলা তো পাই না। শাদি করেননি কেন ?

হেকিম ॥ (লজ্জায় মাথা নিচু করে) জী ঠিক সাহস পাই নাই।

[ফুপু ও মোহর হেসে ওঠে]

ফুপু ॥ নওজুমিল্লা ! নওজুমিল্লা ! এমন তাগড়াই মরদ, ঘাবড়ে গেলেন ?

মোহর ॥ সবাই বলে আপনি বড় গুণী মানুষ দরদী মানুষ। আমি তো দেখছি বোকা মানুষ।

হেকিম ॥ জী মানুষ আসলে বোকাই। ভাব দেখায় কতো না চালাক।

ফুপু ॥ তাই নাকি ?

হেকিম ॥ জী হ্যাঁ। চিকিৎসাক্ষেত্রে দেখেছি, যাদের সত্যি রোগ হয়েছে—ভাব দেখায় কিছুই হয় নাই। যাদের কোনো ব্যাধি নাই...তারাই করে আইঢাই।

মোহর ॥ হেকিমসাহেব আপনার কাছ থেকে একটা দাওযাই নেব। মনে হচ্ছে আপনি বড় এলেমদার হেকিম ! দেখি একবার পরখ করে।

হেকিম ॥ (গভীর দৃষ্টিতে মোহবকে দেখতে দেখতে) কহেন দেখি কী হয়েছে আপনের ? (মোহরের মুখের সামনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে) বাঈসাহেবা অনেকক্ষণ ধরে দেখি, আপনের ললাটের এই খোপগুলি... এই ভাঁজ কদ্দিনের ? কহেন, খোলসা করে কহেন। আমার কাছে লুকাবার কিছু নাই। (আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে) কানের লতিটি ফোলা দেখায়, হুঁ, নাকের পাটাও ভারী !

[হেকিমের কাণ্ড দেখে মোহর ও ফুপু হেসে গড়িয়ে পড়ে।]

মোহর ॥ আমার না, আমার না, ও হেকিমসাহেব, বিল্লি, বিল্লি !

ফুপু ॥ ওর পোষা বিল্লির অসুখ হয়েছে...

মোহর ॥ তাই একটু দাওয়াই নেব আমরা...

ফুপু ॥ ক'দিন ভাতমাছ খায় না, ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাঁচে। সারাতে পারবেন ?

হেকিম ॥ বিল্লির হাঁচি আপনে সেরে যাবে। আচ্ছা বাঈসাহেবা, গরম পানিতে হাত-পা ডোবালে সবখানে আপনের সমান গরম লাগে কী ? কহেন দেখি, কোনো হাতে কি পায়ে কম বেশি... ?

মোহর ॥ (দুষ্টুমি করে) গরম আমি সইতে পারিনে হেকিমসাহেব। ইচ্ছে করে এমনি শেতলপাটিতে সারাদিন গা এলিয়ে থাকি।

[মোহর আরো একটু ছড়িয়ে বসে, আড়ালে হাসি লুকোয়]

ফুপু ॥ ওকে ছাড়ুন হেকিমসাহেব...বেটি কিন্তু বসতে পেলে শুতে চায়। (মোহরের গায়ে খোঁচা দিয়ে) গতরখাগীকে তখন আর তোলাই যায় না। এ রোগী আপনার যুতসই হবে না সাহেব। তার চেয়ে ওর বিল্লির হাঁচিটা...

হেকিম ॥ তেঁতুলপানি গিলিয়ে দিবেন, সেরে যাবে।...বাঈসাহেবা, আপনে ভালো আছেন তো ?

ফুপু ॥ আরে কিছুতেই ছাড়েন না দেখি ! এতো যদি পছন্দ হয়ে থাকে, রোগীকে আপনার ঘরে রেখে যাই। আপনি দেখুন ওর কোনখানটা গরম, কোনখানটা নরম...

হেকিম ॥ আঃ ! কাজের সময় বিরক্ত করবেন না ! বাঈসাহেবা আপনের গা চুলকায় ?

ফুপু ॥ (রাগ চেপে) চুলকায়।

হেকিম ॥ চুলকালে লাল হয় ?

ফুপু ॥ লাল হয়, ধলো হয়, সবুজ হয়, মেহেদি হয়...

হেকিম ॥ যা কহি তার জবাব দিবেন ? জ্বরটর আসে কী ? গা ঘুসঘুস করে কী ?

মোহর ॥ ফুপু, আমার কি গা ঘুসঘুস করে ?

ফুপু ॥ হ্যাঁ বেটি তোমার গা ঘুসঘুস করে, খুশখুশ করে, হুসহুস করে ! (হেকিমকে) সোজা কথা শুনুন জনাব, আমাদের বিল্লিকে সারিয়ে তুলতে না পারলে, গুলাব কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না।

হেকিম ॥ (ক্ষেপে তারস্বরে) বসেন আনছি...

[হেকিম ভেতরে গেল। হেকিমকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মোহর ও ফুপু গলা জড়িয়ে হাসছে।]

মোহর ॥ (তুড়ি দিয়ে) পাগলটাকে ফাঁসাতে দেরি হবে না গো...

[বক্কর ঢোকে ছুটতে ছুটতে]

বক্কর ॥ ভারি মজলিশ বসিয়েছেন দেখি... ! জান কয়লা ! সারা মুল্লুকে খোঁজ খোঁজ ! হুজুর ওদিকে কাঁপতে কাঁপতে পাল্কি চেপে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন...

ফুপু ॥ খাঁসাহেব !

বক্কর ॥ পাল্কির পেছনে ছুটে পারা যায় ? দম বেরিয়ে গেল ! (ফুপুকে) সরেন দেখি—আরে সরেন না—

[ফুপুকে ঠেলে মোহরের পাশ থেকে সরিয়ে বক্কর মোহরের গা ঘেঁসে বসে মোহরেরই গলায় শোনা গান ধরে। ওয়ালী খাঁ ঢোকে। পেছনে তাকিয়া নিয়ে তাকিয়া। বক্করকে মোহরের পাশে বসে গাইতে দেখে লাঠি তুলে তাকে তাড়া করে ওয়ালী।]

ফুপু ॥ ধর ধর ও মোহর, খাঁসাহেব পড়ে যাবেন যে ! দ্যাখ দেখি গণ্যমান্য মানুষটিকে কি হয়রানটাই করলি ! [মোহর এগিয়ে ওয়ালীকে ধরে]

ওয়ালী ॥ কক্ষনো এমন করবে না, কোঠি ছেড়ে এক পাও বাড়াবে না ! (মোহর হাসে, ওয়ালীও হেসে ফেলে) না তুমি এমন করে হাসবে না... !

বক্কর ॥ আমরা মনে করি হুজুরের গুলবাগিচার কোকিলারে পলাশপুরের ডাকাতে বুঝি খাঁচায় পুরে তুলে নিয়ে গেল !

ওয়ালী ॥ এই চাষাপাড়ার মধ্যে কি করছ তোমরা ?

মোহর ॥ আমার বিল্লির অসুখ করেছে কিনা...

ওয়ালী ॥ মুন্নার ? কী হয়েছে তাব ?

ফুপু ॥ হাঁচি হযেছে। আর ম্যাও ম্যাও ডাকছে না মালেক...

বক্কর ॥ ডাকছে না ? কী আফসোস ! তা এখানে কেন ? হুজুব মুন্নার চিকিৎসা করবে সিভিল সার্জন।

ওয়ালী ॥ (মোহবকে) তুমি জানো না, আমার পরিবারকে দেখে শহরের ডাক্তার পীরজাদা ?

বক্কর ॥ আর মুন্না না পরিবারেরই একজন !

ওয়ালী ॥ অ্যাই হেকিম... !

[হাতে কলাপাতায় মোড়া আচারজাতীয় একটা ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে এলো হেকিম।]

হেকিম ॥ হুজুর...

ওয়ালী ॥ (একটুক্ষণ হেকিমের মুখের দিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে থেকে) মুন্নারে ভালো করতে পারবি ?

হেকিম ॥ জী রাতের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই আচারটুকু দুধের সাথে মিশিয়ে বার দু'তিন খাওয়ালেই... [ফুপু খপ্ করে মোড়কটা হস্তগত করে]

ফুপু ॥ দু'তিনবাব ! কেন একবারে হয না ?

হেকিম ॥ তাও হয, মোটে না খাওয়ালেও হয়

মোহর ॥ দেখছেন খাঁসাহেব, আপনার হেকিম আমার মুন্নার অসুখটারে আমলই দিচ্ছে না !

ওয়ালী ॥ (হেকিমকে) কাল ফজরেই যেন মুন্নার ম্যাও ডাক শুনতে পাই।

হেকিম ॥ জী !

ওয়ালী ॥ (মোহরকে) যাও, তুমি পাল্কিকে উঠে বসো। যা, বক্কর, ফুপুরে নিয়ে হেঁটে যা।

বক্কর ॥ আবার হাঁটা !

ওয়ালী ॥ তা তোরা কি আমাদের সঙ্গে পাল্কিতে দুলতে দুলতে যাবি ? (ফুপুকে) হাঁটেন না...হাঁটেন...

[ফুপু, বক্কর, তাকিযা বেরিয়ে যায়। মোহর ওয়ালীকে ধরে নিয়ে বেরুতে যাবে—]

(মোহরকে) দাঁড়াও ! আমি কটা কাজের কথা সেরে যাই। (হেকিমকে) চুক্তি হয়ে গেছে ?

হেকিম ॥ জী ? কিসের চুক্তি ?

ওয়ালী ॥ রাতের কালে নদী পেরিয়ে তাজী ঘোড়াটাও তো বেছে রেখে আসা হয়েছে ?

হেকিম ॥ জী, কার ঘোড়া ! কে বাছে হুজুর ?

ওয়ালী ॥ (গর্জে ওঠে) চোপ রহ বেয়াদপ ! আমার তালুক ছেড়ে তোমার পশুপতির তালুকে ভেগে পড়ার মতলব !

হেকিম ॥ . হুজুর আল্লার নামে কহি, পলাশপুরের সাথে আমার কোনো যোগাযাগ নাই।

ওয়ালী ॥ আমার নায়েব নিজে কানে শুনে এসেছে ! রক্তগুলাব দিতে পারি নাই বলে গোঁসা হয়েছে তোমার, গোঁসা ! এতবড় বাহাদুর কবে হয়ে উঠেছ, দুনিয়া বাঁচাবার ঠিকাদারি নিয়েছো ! তোরে আমি দিব না গুলাব !

হেকিম ॥ হুজুর মা বাপ, রক্তগুলাব না পেয়ে আমার ভারি ব্যথা লেগেছে ঠিক, কিন্তু আমি তো তা মেনে নিয়েছি। গুলাব ছাড়াই শরবতে হুম্‌মা বানাচ্ছি, ভুয়ো মালের বেসাতি করছি...(কেঁদে ফেলে) সেই আবিষ্কারের চিন্তাও মাথা হতে ঝেড়ে ফেলেছি হুজুর !...সকলই মেনে নিয়েছি...দরিয়াগঞ্জ ছেড়ে যাবার কথা কখনো ভাবি না।

ওয়ালী ॥ জবান যেন ঠিক থাকে। দ্যাখ বেটা, মানুষটি আমি সাধাসিধা, আমার মনটিও নরম। সেইখানে তোর তরে ভালবাসাও আছে...(মোহরকে) তোমার জন্যে তো আছেই।—কিন্তু বেইমানি করেছ কি...করেছ কি, এমন ব্যবস্থা নেব জনমেও আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

[ওয়ালী খাঁ মোহরকে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। হেকিম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।]

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

[চিরাগ হাতে হেকিমসাহেবের কবর ঘুরে সামনে এলো ফকির।]

ফকির হায় হায়...রাত আর পোহায় নাই বাপজানেরা, মোহরবাঈ-এর সেই রাতটি। মধ্যরাতে ঘুম ছুটে গেল দরিয়াগঞ্জবাসীর। কান্না ভেসে আসছে, বাঈ-এর কোঠি হতে কণ্ঠচেরা চিৎকার। ভোর না হতে শোনা গেল, নাই...দরিয়াগঞ্জের নয়নের তারা মোহরবাঈ-এর কলিজাটি আর দুনিয়ায় নাই...

[ফকিরের কণ্ঠ সজল হয়। গান গাইতে গাইতে কবরের আড়ালে অদৃশ্য হয় ফকির। আলোকিত হয় ওয়ালী খাঁর বৈঠকখানা। মুহ্যমান ওয়ালী কাঠের মূর্তির মতো নিশ্চল। বক্কর অনেক কেঁদে ক্লান্ত। এক মৌলবীই যা কেবল স্বাভাবিক।]

মৌলবী ॥ হুজুর আর কেন অপেক্ষা করা ? এন্তেকাল হয়েছে কাল মাঝরাতে। রাত কাবার হয়ে দিন ফুরোতে চলল। এখনো মড়াটির কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। এরপর দেহটিতে পচন ধরবে, আপনার হাভেলির সুগন্ধ নষ্ট হবে, দূষণ ছড়াবে !

বক্কর ॥ (ভাববিহ্বল) ছড়াক ! ছড়াক ! দূষণে আর ভয় পাই নারে মৌলবী...

মৌলবী ॥ এটি তো ভাবের কথা হলো বক্করসাহেব। দূষণ দূষণই। তোমারও ভয় আছে, আমারও আছে, হুজুরেরও আছে...সকলেরই আছে !

[শোকের আচমকা আক্রমণে বেসামাল হলো ওয়ালী।তাকিয়া এই সময় তাকিয়া নিয়ে ঢুকল এবং কোনরকমে তাকিয়ার পিঠে ওয়ালীকে বসাল।]

বক্কর ॥ যাও কবরের আযোজন কর মৌলবী।

মৌলবী ॥ (ওয়ালীকে) হুজুর বলছিলাম কি, কবরের কি খুব দরকার আছে ?

বক্কর ॥ (খিঁচিয়ে) দরকার নাই ? (বিহ্বল সুরে) কবর চাই, কবর। আমরা সবাই তার গোরে মাটি দিব। ফলক গেঁথে দিব। বক্তগুলাব ছড়িয়ে দিব গোরস্থানে।। (খিঁচিয়ে) তুমিও দিবে !

মৌলবী ॥ হুজুর, বক্তগুলাব দেওযাটা কি ঠিক হবে ? মানুষের চিকিৎসার গুলাব মিলছে না। একটি বিল্লিব কবরে গুলাব ছড়ালে লোকে বলবে কী ?

বক্কর ॥ (খিঁচিযে ওঠে) অ্যাই ! সেই হতে বিল্লি-বিল্লি কবছ কেন ? মুন্না বলো, মুন্না ! মোহরবাঈ-এর কলিজা ! হুজুরের পরিবারের একজন ! মুন্না বলো...

মৌলবী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মুন্না মুন্না !

তাকিয়া ॥ হুজুর সারাদিন খান নাই। মুন্নার জন্যে গোসল পর্যন্ত করেন নাই।

বক্কর ॥ চলেন হুজুর, মুন্নাকে কবরে নামিযে আমরা ফুল ছডিয়ে গান গেয়ে চোখের পানিতে ভাসিযে চির বিদায় জানাই।

[শোকবিহ্বল ফুপু উন্মাদিনীর মতো ঢোকে।]

ফুপু ॥ কাকে...কাকে বিদেয় জানাবে বক্কবভাই ? মোহর তাকে ছাড়লে তো ? কোলে আঁকড়ে বসে আছে। হুজুর, বলছে সারা জীবনেও মুন্নাকে সে কোল ছাড়া করবে না।

মৌলবী ॥ সে কি ! একটা মরা বিল্লি কোলে নিয়ে...

বক্কর ॥ অ্যাই মুন্না।

মৌলবী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মুন্না...মানে একটি মরা মুন্না কোলে নিয়ে সারা জীবন... ? বাঈসাহেবা কি পাগল হলেন ?

ফুপু ॥ পাগল, পাগল ! দুগণ্ড বেয়ে দরদর পানি ! মালেক, দেখবেন চলুন...

ওয়ালী ॥ (হঠাৎ বিকট সুরে চেঁচিয়ে) যান, কোল হতে নামাতে বলেন। একটা বেড়াল নিয়ে এতো ক্যাঁচালের কী আছে ? মরেছে ফুরিয়ে গেছে ! ব্যস !

মৌলবী ॥ আমিও সেই কথা বলি...

ফুপু ॥ আপনি নিজেও মুন্নার জন্যে কতো কাঁদলেন মালেক...

ওয়ালী ॥ হ্যাঁ কেঁদেছি। কেঁদে কেঁদে ফুরিয়ে গেছি। একটা বেড়ালের শোক যদি মোহরের ঘাড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে, সে হাসবে কখন...গাইবে কখন...মজলিশে রঙ তামাশা হবে কখন ?

মৌলবী ॥ আপনিও বা তালুকদারি করবেন কখন ?

ওয়ালী ॥ (বক্করকে) যা ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে গাঙে ফেলে দিয়ে আয়—

[তাকিয়া ও বক্কর হঠাৎ ওয়ালীকেই খিঁচিয়ে ওঠে—]

তাকিয়া ও বক্কর ॥ আপনার কি মগজে পোকা ধরেছে ?

ওয়ালী ॥ হ্যাঁ ধরেছে ! কবর হবে, ফলক হবে, গুলাব ছড়ানো হবে...(তাকিয়া ও বক্করের চুলির মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়) মুন্না কি তোদের যুগ্ম পিয়ারী ? (তাকিয়া ও বক্করকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।) এই মৌলবীর চিন্তা—উপকারী চিন্তা। আমি ওর পরামর্শ মতো চলব। এসো বেটা এসো —আমার পাশটিতে বসো। (মৌলবীকে নিজের পাশে বসায) তাকিয়া...

তাকিয়া ॥ তাকিয়া তো দিয়েছি—

ওযালী ॥ ছুঁড়ে ফেলে দিযে আয...

[তাকিয়া ওয়ালীর পিঠেব তাকিয়া টানতে যায়। ওয়ালী ছড়ির বাড়ি হাঁকায় তার পিঠে]

ওয়ালী ॥ বিল্লিটা ! বিল্লিটা !

বক্কর ॥ (মৌলবীকে) দেখে নিব। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে এই তোমার চরিত্র হয়েছে। তোমার পড়ুয়া দিয়ে তোমারে ঠ্যাঙাবো—

ওয়ালী ॥ যা—

বক্কর ॥ (তাকিয়াকে) আয় !

[বক্কর তাকিযাকে নিযে চলে যায। ফুপুও চলে যাচ্ছে—]

ওয়ালী ॥ (ফুপুকে) আপনে দাঁড়ান। আপনেব সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে...

[হনহন করে হর্তুকি ঢুকল বাইরে থেকে]

হর্তুকি ॥ (উত্তেজিত) পাওয়া গেছে...অবশেষে ব্যাটার সন্ধান মিলেছে ! ও ! সারাটা দিন গাধার পেছনে গাধার মতো ছুটেছে পাইকেরা ! এখন শুনলাম মামুদপুরের হাটে বসে রোগী দেখছে ! বরকন্দাজদের বলে দিয়েছি, যেভাবে থাকে ঐ অবস্থায় টেনে আনতে...

মৌলবী ॥ আপনাদের মত দাওয়াই-এ বিষ ছিল ?

হর্তুকি ॥ কাবুর কি সন্দেহ আছে ? অতি ঠাণ্ডা মাথায় তীব্র বিষ প্রয়োগে পোষা বিড়ালটিকে মারা হয়েছে।

ফুপু ॥ কী বলব মালেক, ওষুধটা দুধে গুলে মুন্নার মুখে ধরতেই বাছার আমার সে কী গোঙানি...সে কী ই...ই... [ফুপু তারস্বরে ডুকরে ওঠে]

ওয়ালী ॥ ওঃ ! গাঙশালিকের মতো চেল্লাবেন না ! আপনে জানেম না আমার হাঁটুতে বাত,ভাঁজ করার বিশেষ অসুবিধা আছে !...হেকিম বিষ দিতে পারে না !

মৌলবী ॥ জী, কিছুতেই পারে না!

ওয়ালী ॥ (মহাক্রোধে হর্তুকিকে) কেন তার পেছনে পাইক বরকন্দাজ ছোটাচ্ছ! লোকটি কাজ করছে. তাকে কাজ করতে দাও না!

হর্তুকি ॥ কী ব্যাপার? সকালে আপনিই তো বললেন তার ছাল ছাড়াবেন!

ওয়ালী ॥ হ্যাঁ বলেছিলাম, ঘটনার চমকে বলেছিলাম। কিন্তু বেলা যত গডাচ্ছে, আমার নানারকম খটকা দেখা দিচ্ছে।

হর্তুকি ॥ খটকা? কোথায, কেন? জলের মতো স্বচ্ছ—মোহরবাঈ গোলাপ দখল করেছিল, বাঈ-এব পোষ্যকে মেরে হেকিম তার শোধ তুলে নিল!

ফুপু ॥ হ্যাঁ! কাল কিন্তু তাকে আমরা বলেছিলাম, মুন্নাকে সারিয়ে তুললে গোলাপবাগান আমরা তাকে ছেড়ে দেবো।

মৌলবী ॥ বলেছিলেন? তবে সে বেড়াল মাবতে যাবে কেন? সাবিয়ে তুলে গুলাবটাই তো সে আগে নিবে।

ওয়ালী ॥ আরে না, না, কোনভাবেই বিষ মেলে না! (ফুপুকে দেখিযে) বিষ দিলে এনারাই দিয়েছেন!

ফুপু ॥ (বজ্রাহত) মালেক!

ওয়ালী ॥ তাছাডা তো বিষের ব্যাখ্যা মেলে না ফুপু...

ফুপু ॥ এইভাবে বেইজ্জত কববেন বলেই কি খাঁসাহেব আমাদের আদর করে নৌকো থেকে নামিয়েছিলেন? [ফুপু চলে যেতে চায়]

ওয়ালী ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান!

মৌলবী ॥ হুজুব বলতে চান, আপনাদেব পক্ষে প্রিয়পোষ্য খুন করা যেমন অবাস্তব...হেকিমসাহেবের পক্ষেও তাই...

ওয়ালী ॥ তাই। তাই আমাব প্রস্তাব, ˉাব দেঁরি না কবে আজই তোমরা গুলাব বাগিচাটি হেকিমের হাতে তুলে দাও।

হর্তুকি ও ফুপু ॥ এই আপনার বিচাব!

ওয়ালী ॥ আহা গুলাব না পেযে সে যখন এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে বিল্লি কুত্তা খতম করে বেডাচ্ছে—আগে তো তাব মাথাটাই ঠাণ্ডা করা দবকাব!

মৌলবী ॥ তার একটি বড কাজ আটকে বযেছে হুজুর, আবিষ্কার!

ওয়ালী ॥ হ্যাঁ বড় কাজ! সত্যি বড কাজ!

মৌলবী ॥ এবং কাজটি যখন সে সমাজেব উপকারেই করতে চায...

ওয়ালী ॥ হ্যাঁ, সেটিও দেখতে হবে! (ফুপুকে) আচ্ছা, আপনার আসার পর থেকে আমার হেকিমটির পেছনে এমন উঠেপডে লেগেছেন কেন, আপনাদের মতলবটি ঠিক কী?

ফুপু ॥ খাঁসাহেব যদি চান, আজই আমরা দরিযাগঞ্জ ছাডি!

ওয়ালী ॥ আরে দাঁড়ান দাঁডান...

ফুপু ॥ দরিয়াগঞ্জে হয় হেকিম থাকবে, নয় থাকবে মোহরবাঈ।

ওয়ালী ॥ এতো বড়ই সাংঘাতিক দোটানায় ফেলে দিলেন ফুপু। ও মৌলবী, হেকিম কি

বাঈ, দুজনার কাউকেই তো আমি ছাড়তে পারব না। এখন এরা উভয়পক্ষে যদি মিলমিশ করে না থাকে, আমার পক্ষে তালুক চালানোই মুশকিল। নাকি বলো হর্তুকি ?

হর্তুকি ॥ আমি এতোক্ষণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, আপনি একটি অর্বাচীন মৌলবীর পরামর্শ মতো চলছেন। তবে আর আমাকে কেন ?

[অস্থিরচিত্ত ওয়ালী তৎক্ষণাৎ মৌলবীকে ধাক্কা দিয়ে নিজের পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।]

ওয়ালী ॥ এই দেখ, তুমি গোঁসা করলে তো আরো মুশকিল ঠাকুর। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা যে সবার চেয়ে ঢের তীক্ষ্ণ, এতো স্বীকার না করে উপায় নেই। কী না বলো মৌলবী ?

হর্তুকি ॥ আবার মৌলবী। আমার বুদ্ধি বিবেচনা আছে কি নেই, সেটাও ঠিক করবে ওই মৌলবী ?

ওয়ালী ॥ (তৎক্ষণাৎ মৌলবীর দিকে লাঠি তুলে) আরে এই বাড়ি যাও না !

ফুপু ॥ ভেবেছিলাম দরিয়াগঞ্জের তালুকদার মানীর মান দিতে জানেন। দেখছি মান দূরে থাক, তাঁর তালুকে প্রাণ বাঁচানোই দায়। মেহেরবানি করে আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করুন মালেক...

[বাইরে কোলাহল। কোমরে দড়িবাঁধা হেকিমকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বরকন্দাজ।]

হেকিম ॥ (পাগলের মতো) সেই দুধটি কোথায় ? যেটিতে দাওয়াই মেশানো হলো ? হুজুর আমার ধারণা দুধটিতেই কিছু ছিল। (ফুপুকে দেখে) দুধটি আমার সামনে আনা হোক ! (ফুপু ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।) হুজুর, মুন্নার তো মরবার কথা নয়। এই তো সে দাওযাই আমার সংগে রয়েছে। (হাতের প্যাঁটরা খুলে একটা বোযম বের করে) আপনেরা খেয়ে দেখুন...আমি ভরসা করে দিচ্ছি ! হুজুর, দাওয়াইয়ে আমার কাজ না হতে পারে, কিন্তু কুকাজ হবার নয়—

[বোযম থেকে আচার বার করে হেকিম গপগপ করে খায়। কালচে আঠা আঠা জিনিসটা ওর মুখের এখানে ওখানে লেগে যায়। বড় অসহায় দেখায় ওকে। বাইরে কোলাহল বন্ধ। ভেতরও থমথমে।]

মৌলবী ॥ রোগী দেখছিলে হেকিমসাহেব ?

হেকিম ॥ হ্যাঁ ভাই, এই হাটের দিনটিতে বড ব্যস্ত থাকি। মোতি আমার তিন পায়ে সব গাঁয়ে সবখানে ঠিকমত পৌঁছাতে পারে না। এই দিনটিতে সব গেরস্তরে এক ঠাঁয় পেয়ে যাই। হুজুর, ঐ দেখুন, হাটুরে মানুষ মোর পিছু ধরে এলো। আপনের মুখে শুনতে চায় আমি বিষ দিয়েছি কিনা। হুজুর ওরা যদি বোঝে ওষুধে বিষ দিয়েছি...আর আমার হাতে ধরা দিবে না। মেহেরবানি করে এমন বদনাম আমারে দিবেন না হুজুর...

ওয়ালী ॥ (করুণায় টলমল করে) এর কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছে কেন ?

বরকন্দাজ ॥ নায়েবমশাইয়ের হুকুম।

ওয়ালী ॥ (হর্তুকিকে) কেন দাও এমন হুকুম ? কোমরে দড়ি বাঁধে কাদের ? যারা বেয়াড়া

প্রজা, তাদের। একজন চিকিৎসকের কোমরে দড়ি বেঁধে তুমি আমার বেবাক প্রজার মনে খটকা বাঁধালে। এরপর যদি তারা ভরসা করে ওর হাতের দাওয়াই না খেয়ে পটপট করে মারা পড়ে আমার তালুকের কিছু থাকবে? দড়ি খোল। (বরকন্দাজ চুপ করে আছে দেখে ওয়ালী নায়েবকে বলে) দড়ি খুলতে বল।
[হর্তুকি দড়ি খোলার ইশারা করে। বরকন্দাজ দডি খোলে। মুক্ত হেকিমকে দেখে বাইরের লোকজন আনন্দে হৈ চৈ করে।]

ওয়ালী ॥ চেল্লায় কারা?

মৌলবী ॥ (আনন্দে) হুজুর হাটুরে মানুষ। জয়ধ্বনি দেয়।

ওয়ালী ॥ কার জয়ধ্বনি? আমার?

মৌলবী ॥ জী ওদের হেকিমসাহেব মুক্তি পেয়েছে। হেকিমসাহেবের জয়।

ওয়ালী ॥ (গম্ভীর গলায়) এতে মুক্তিরই বা কী আছে, জয়েরই বা কী আছে? যদি না পেত মুক্তি?

মৌলবী ॥ জী?

ওয়ালী ॥ যদি না পেত মুক্তি, ওরা কি আমারে গালাগাল দিতো?

মৌলবী ॥ জী ওরা তো জানেই, হেকিমসাহেব নির্দোষ। আপনি ওনারে সাজা দিতে পারেন না।

ওয়ালী ॥ অ্যাঁ? সে কী কথা। আমি সাজা দিতে পারি না? কবে এমন হলো আমার? (হর্তুকিকে) কি অবস্থা করে রেখেছ আমার তালুকের? আমার প্রজারে আমি সাজা দিতে পারবো না। আরে হেকিম, বেটা আয, কাছে আয়...
[হেকিম কাছে আসতেই ওয়ালী লাঠির পেতল বাঁধানো মুন্ডুটা হেকিমের পেটে চেপে ধরে।]
হ্যাঁরে হেকিম, তোরে আমি সাজা দিতে পারি না?

হেকিম ॥ জী পারেন।

ওয়ালী ॥ (লাঠিটা আরেকটু চেপে) তবে ওরা চেল্লায় কেন?

হেকিম ॥ কহিতে পারি না।

ওয়ালী ॥ (লাঠি জোরে চেপে ধরে) ওরা তোর শাগরেদ?

হেকিম ॥ জী আপনের প্রজা!

ওয়ালী ॥ (লাঠির চাপে হেকিমকে ধরাশায়ী করে) হ্যাঁ সবাই আমার প্রজা। আমার একটি প্রজারে আমি সাজা দিই, তাতে দেশ জুড়ে হল্লা ছোটে কেন? এতোবড় তালেবর কবে হলো আমার এই প্রজাটি? আমি বলছি, মুন্নাকে মেরেছিস তুই।
[হেকিমের পিঠে লাঠি চালায়। সংগে সংগে বাইরে চিৎকার]
কী বলে ওরা?

হর্তুকি ॥ ধিক্কার জানাচ্ছে আপনাকে, ধিক্কার।

ওয়ালী ॥ আচ্ছা! [ওয়ালী বাইরের দিকে অগ্রসর হতে হেকিম আতঙ্কিত হয়]

হেকিম ॥ (বাইরের মানুষের উদ্দেশে হাত তুলে) ও ভাই, তোমরা সরে যাও। তালুকদার সাহেবের মানহানি করো না। [বাইরে গন্ডগোল কমে]

ওয়ালী ॥ **(ঘুরে আসে হেকিমের কাছে) আরে অ্যাই, তুই নির্দেশ দিতে ওরা থামে কেন ? তোর হাত তোলায় আমি তালুকদার ! এতেক লায়েক তুই কবে হলিরে ব্যাটা...**

[ওয়ালী বেধড়ক লাঠি চালায় হেকিমের পিঠে।]

হেকিম ॥ মারেন হুজুর, আমারে যত খুশি। ঐ মানুষগুলিরে ছেড়ে দিন। গরিব মানুষ, ভারি দুবলা মানুষ...আহার পায় না...পথ্য পায় না...

ওয়ালী ॥ তাতে তোর বাপের কী ? এটি আমার তালুক। ওরা আমার প্রজা। ওদের বাঁচা মরা কে দেখবে রে ব্যাটা, আমি না তুই ?

[ওয়ালী পায়ের জুতো খুলে মারতে যায় হেকিমকে—মৌলবী ওয়ালীর হাত চেপে ধরে।]

মৌলবী ॥ জুতা মারবেন না মনিব, পীর পয়গম্বরের গায়ে কেউ জুতা মারে না।

ওয়ালী ॥ পীর ! এই ব্যাটা আবার পীর হলো কবে ?

মৌলবী ॥ যে লোকটা না ডাকতেই গরিবেব দোরে দোরে দাওয়াই পৌঁছে দেয়, রোগে শোকে মানুষের পাশে ছুটে যায়, সেইতো পীর পয়গম্বর যাই বলেন।

ওয়ালী ॥ আরে অ্যাই, পযগম্বর কে রে ? আমি না ও ? এ তালুকের মাথায় কে, আমি না ও ? [মৌলবীর গালে জুতো মারে।]

মৌলবী ॥ হক কথা ! আপনে মাথা ! ও আছে পায়ের নিচে। হুজুর ঘাসের গোড়ায় যে জাযগা, সেখানে আছে ও—আপনে নাই, আপনে নাই....

[মৌলবী বেরিয়ে যায়]

ওযালী ॥ আমি নাই ! আমার তালুক, আমি নাই ! পায়ের নিচে ? মাটি কবে কেড়ে নিলিরে ! (ওয়ালী হেকিমকে জুতোপেটা করছে। উল্টো দিক থেকে আসছে মোহর। ওয়ালী হেকিমকে মোহরের দিকে ঠেলে দেয়।) দে ব্যাটা, নাকে খৎ দে ওর পায়ে...দে ! (হর্তুকি ও বরকন্দাজের সংগে বাইরে যেতে যেতে কী ভেবে থেমে মোহরের দিকে ঘোরে ওযালী। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে—) খুশি তো বাঈ, এবার খুশি তো ?

[ওয়ালী বরকন্দাজ হর্তুকি বাইরে গেল। হেকিম মোহরের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝুপ করে মাথা নামিয়ে পায়ের কাছে নাক খৎ দিতে সুরু করে।]

[আলো নেভে।]

—ঃ বিরতি ঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[দুপুরবেলা। বক্কর ও তাকিয়া হেকিমের কুঁড়ের সামনে এলো। তাকিয়ার মাথায় এক ঝুড়ি ফলমূল তরিতরকারি। বক্করের হাতে একছড়া পাকা কলা। ছড়া থেকে কলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বক্কর খাচ্ছে।]

বক্কর ॥ হেকিমসাহেব...ও হেকিমসাহব !

[কুঁড়েব ভেতর থেকে বেবিযে এলো ছায়েম।]

ছাযেম ॥ বড্ড জ্বর হয়েছে গো, নড়তে পারছে না।

বক্কর ॥ (কুঁড়ের দরজায় দাঁডিযে ভেতরে উঁকি দেয়)। এই দ্যাখো তোমার জন্যে হুজুর কত কী পাঠালেন। তাকিয়া, নামা নামা !

[তাকিযা ঝুড়ি নামায। অবাক ছায়েম তাব হাতপাখায হাওযা খেতে খেতে এগিয়ে আসে।]

ছাযেম ॥ কে পাঠালো ? হুজুর !

বক্কব ॥ হুজুর...

ছায়েম ॥ হাতের কলাটিও ?

তাকিয়া ॥ টিও টিও কলাটিও।

ছাযেম ॥ জুতি মেবে কলাদান...

বক্কর ॥ (ছাযেমকে ধমক দেয) অ্যাই ! (হেকিমের উদ্দেশে) মালের ঝুড়ি ঘবে তোলো হেকিমসাহেব। দেখতে পাচ্ছ হুজুর তোমার জন্যে কী পরিমাণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ছায়েম ॥ এক ঝুড়ি চিন্তিত।

বক্কর ॥ ঠিক বলেছে। (হেকিমের উদ্দেশে) দ্যাখো ক'দিন ধরে তুমি গাঁযে রুগী দেখতে বেরুচ্ছ না। তালুকেব অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ঘরে ঘরে পানি-বসন্ত দেখা দিয়েছে। এখন তুমি বসন্তের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে, প্রজাদের বল ভরসা চলে যায়। খাজনা দিতে চায না...কাজেই ভাই...

ছায়েম ॥ কাজেই ভাই বাইরে এসো, খাঁসাহেবের পাকা কলা চোষো !

বক্কর ॥ অ্যাই ! তোকে কে পাকামি করতে বলেছে রে ভিখারীর বাচ্চা ? (তাকিযাকে) যা মালের ঝুড়ি ঘরে তুলে দে।

[তাকিয়া মালের ঝুড়ি নিয়ে কুঁড়ে ঘরে ঢোকে।]

ছায়েম ॥ তা এতো ভেট যদি পাঠাতে হবে সেদিন ওর পিঠে জুতার বাড়ি না মারলে চলছিল না।

বক্কর ॥ শাসন বুঝিস ? আইন শৃঙ্খলা ?

ছায়েম ॥ কী করে বুঝবো রে বকরা, আমার তো শাসনও নাই শৃঙ্খলাও নাই। আমি যে ভিখারী ! (হাওয়া খায়)

বক্কর ॥ তবে চুপ কর !...অ্যাই হাওয়া খাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ ? দুনিয়ায় কোন্ ভিখারী ভিক্ষা করতে বসে তালপাখা নাচিয়ে হাওয়া খায় রে ! কোন্ নিয়মে আছে ?

ছায়েম ॥ নিয়মে নাই। কল্পনায় আছে। এককালে তো গেরস্তই ছিলাম। সেই গেরস্থালীর একটি চিহ্ন ধরে রেখেছি রে বকরা !

বক্কর ॥ অ্যাই ! বকরা বকরা করবি না, টাকরা ছিঁড়ে নিব তোর !

[তাকিয়া মালের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে আসে।]

তাকিয়া ॥ নিবে না !

বক্কর ॥ নিবে না ? হুজুরের প্রীতি উপহার নিবে না ? (ঘরের ভেতর হেকিমের উদ্দেশে) তা না নিয়ে কী করতে চাও তুমি ? (কোন উত্তর নেই) তোমার শেষ প্রতিক্রিয়াটি জানতে হুজুর খুব ব্যগ্র হয়ে আছেন। (উত্তর আসে না) আচ্ছা তুমি কি অন্যত্র কোথাও চলে যেতে চাও—পলাশপুর-টলাশপুর ? দ্যাখো, তুমি কিন্তু হুজুরের সাথে সরাসরি বিরোধে চলে এলে। (উত্তর আসে না।) অ্যাই চলে আয় তাকিয়া।

[বক্কর ক্ষেপে বেরিয়ে যায়।]

ছায়েম ॥ (তাকিয়াকে) যা, যার জিনিস তার ঠাঁয় নিয়ে যা। তোল্, আমি ধরে দিচ্ছি...(ঝুড়িটা তাকিয়ার মাথায় তুলে লুকিয়ে কলার ছড়াটি তুলে নেয় ছায়েম)

তাকিয়া ॥ হাল্কা মনে হচ্ছে।

ছায়েম ॥ (তাকিয়ার মাথার টুপিটা খুলে ঝুড়িতে দিয়ে বলে) নে ভারি করে দিলাম। যা— [তাকিয়া চলে যায়। ছায়েম কলা ছুলতে ছুলতে ঢপ গান ধরে।]

ছায়েম ॥ এ কলা নহে সে কলা...
কলা দোকলা...
ছুলিলে কলা ছলাকলা...
তাইতো বলি ছুলি লে ছুলি লে...

[গানের মধ্যে কালো ছিপছিপে কুৎসিৎদর্শন একটা লোক—তেল চুকচুকে পাটকরা চুল, ফর্সা জামাকাপড়—গালভর্তি পান, দুই ভুরু নাচিয়ে তাল দিতে দিতে ছায়েমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটির কাঁধে বাঁশের লাঠির ডগায় পুঁটলি বাঁধা। খেয়াল হতে ছায়েম লাফিয়ে ওঠে।]

ছায়েম ॥ ভণ্ডুল... ! আমাদের ভণ্ডুল ! হেকিম দেখে যা রে ! কবে ফিরলি বাপ ভণ্ডুল !

ভণ্ডুল ॥ দিন কয়েক হলো। রোজ মনে করি তোমাদের খোঁজ খবর নিব। লজ্জায় পারি না।

ছায়েম ॥ আরে ন্যাংটার আবার লজ্জা কীরে বাপ ? (ভিক্ষের মালাটা বাড়িয়ে ধরে) একটি পয়সা দিবিরে বাপ—

ভণ্ডুল ॥ (ছায়েমের ভিক্ষাপাত্রে একটি পয়সা দেয়।) জীবনটি তো আমার স্বাভাবিক নয় ! ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত। পাঁচজনের সাথে মিশতে কিরকম বাধো-বাধো লাগে !

ছায়েম ॥ আরে ঠ্যাঙাড়ে আছিস পলাশপুরে আছিস। দরিয়াগঞ্জে তুই মোদের সোনার জামাই। তা হ্যাঁরা, আমরা যে শুনি পলাশপুরের তালুকদার তোরে পাকড়াও করেছে...গোরা পুলিশে ধরিয়ে দিবে...

ভণ্ডুল ॥ হ্যাঁ সেরকম কথাই ছিল। পড়েছিলাম ধরা। আবার ছাড়াও পেলাম। তোমাদের পাঁচজনের শুভ কামনায়...

ছায়েম ॥ তো নে বাপ, দুদিন বিশ্রাম নিয়ে ফের ধর্ ফাবড়া। পলাশপুরের হাঁটু ভেঙে দরিয়াগঞ্জের মস্তক পাহাড়ে তোল্।

ভণ্ডুল ॥ বুড়া ওসব কুকাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি!

ছায়েম ॥ ঠ্যাঙাড়েগিরি! কবে ছাড়লি বাপ?

ভণ্ডুল ॥ ভেবে দেখেছি বুড়া দুস্য রত্নাকরের কথাই ঠিক। কেহ তো মোর পাপের ভাগীদার হবে না। তাছাড়া গঙ্গামণিও বেজায় কান্নাকাটি করে। বৌটি তো মোর, কহিতে নাই, মাঝপুকুরে ভাসা শালুক ফুলের মতো নরম! কই গো গঙ্গামণি...আমার শালুক ফুল! ভিতরে এসো...

[গঙ্গামণি ঢোকে। সে আজ চুল বেঁধেছে, আলতা পরেছে। ফর্শা শাড়িতে এক মাথা ঘোমটা টানা। একই সংগে কুঁড়ের দরজায় দেখা দেয় অসুস্থ হেকিম।]

ভণ্ডুল ॥ (গঙ্গামণিকে) কহ তোমার পা ছুঁয়ে আমি কহেছি কিনা, ফাবড়া আর আমি জীবনে ছোঁব না! (গঙ্গামণি কাঁদছে) ওকে অশ্রু ফেলতে বারণ করুন হেকিমসাহেব। আমি তো ছেড়ে দিয়েছি।

হেকিম ॥ তোমারে কহি ভণ্ডুল, কারো পরামর্শে আল্লার মন বিরোধী কাজ করো না।

ভণ্ডুল ॥ বুঝতেই তো পারেন হেকিমসাহেব, কোন্ পাকেচক্রে এই হীন পথে নামা।

গঙ্গামণি ॥ খাজনা মেটাতে পারে না....খাঁসাহেব বলেন, সব মকুব হবে, যদি পলাশপুরে উৎপাত চালাতে পারিস!

ভণ্ডুল ॥ পশুর জীবন কাটালাম হেকিমসাহেব। শেষ পর্যন্ত আমারে বাঁচালো দুজন। একজন আমার গঙ্গামণি...কহ না গঙ্গামণি, আরেকজন কে?

গঙ্গামণি ॥ পলাশপুরের তালুকদার...

ছায়েম ॥ পশুপতি পোদ্দার!

ভণ্ডুল। বাবু যেন মহাদেব—দ্বারকার বাসুদেব। কহেছেন, গোরা পুলিশে দিব না...হীনকর্ম ছেড়ে তবে তুই সোমসার কর!

গঙ্গামণি ॥ বাবু ওরে বসতভিটের জমি দিয়েছেন...ক্ষেত পুকুর গাছগাছালি গাইগরু দিয়েছেন...

ছায়েম ॥ তোরা কি পলাশপুরেই বসবাস করবি নাকি রে ভণ্ডুল?

ভণ্ডুল ॥ পলাশপুরেই চলেছি। তা গঙ্গামণি কহে, যাবার আগে হেকিমসাহেবেরে সালাম জানিয়ে যাবে!....আমি এখানে না থাকলে, হেকিমসাহেবই তো ওর দেখাশোনা করেন—

[আড়চোখে হেকিম ও গঙ্গামণির দিকে তাকিয়ে পান দোক্তা চিবোয় ভণ্ডুল।]

হেকিম ॥ (গঙ্গামণিকে) সেদিন তোমারে ঐভাবে বকাঝকা করাটি আমার ঠিক হয় নাই। তুমি ভারি কষ্ট পেয়েছিলে, কেমন তো ?

গঙ্গামণি ॥ আপনেও আমাদের সাথে চলেন না হেকিমসাহেব...

হেকিম ॥ (চমকে) পলাশপুরে !

গঙ্গামণি ॥ মার খেয়ে কেন পড়ে থাকেন হেথায় ? এরা আপনের মূল্য বোঝে না। আমার বিশ্বাস, আপনেরে পেলে পশুপতিবাবু কোঠাবালা পর্যন্ত দিবেন।

ছায়েম ॥ তোরা যাচ্ছিস যা। ও কোথায় যাবে ? ও গেলে এখানের রুগীপত্তর দেখবে কে ?

গঙ্গামণি ॥ পলাশপুরে আপনে গুলাব পাবেন হেকিমসাহেব। রক্তগুলাব চাই না আপনের ?

হেকিম ॥ চাই না ?

ছায়েম ॥ ওরে হেকিম, হেথায় মানুষ তোরে এত ভালোবাসে। তোর কোমরে দড়ি দিতে ছুটে গেল পিছু পিছু—সেই সব আপনজন ছেড়ে পলাশপুরে যেতে চাস ? মায়ার বাঁধন বলে কিছু কি নাই তোদের ?

ভণ্ডুল ॥ বাঁধন ! কিসের বাঁধন ? ভূমি ভিটে থাকলে তো মানুষের মায়া জন্মায়। বাস করি তালুকদারের খাস জমিতে। এখানেও যা সেখানেও তাই। বাড়তি শুধু গাছগাছালি আর গাইগরু ! চির চঞ্চল যাযাবর পাখির মায়াটি পড়বে কোথায় ?

গঙ্গামণি ॥ তুমিও চল না ছায়েমচাচা...

ভণ্ডুল ॥ (ছায়েমকে) চলো, ভিখারী সেখানেও আছে...শত শত আছে।

ছায়েম ॥ দূর হ। শত শত ভিখারী থাকলে তো আমি সেথায় শতগুণ ফেলনা ! না বাপ, দেশ ছাড়ার কথা আমার কল্পনায় আসে না !

হেকিম ॥ তোমার আবার দেশ কী ! ভিখারীর দেশকাল বলে কিছু আছে ? চলো ছায়েম, আমার এ কাজে শান্তি চাই। মনটিরে শক্ত না করতে পারলে হবে না। একটি আমারে ছাড়তেই হয়...যদি দাওয়াইটি বার করতে পারি ! চলো গঙ্গামণি, আমরা দুজনাই তোমাদের সাথী হবো। দুজনাই যাবো পলাশপুর।

গঙ্গামণি ॥ যাবেন ? সত্যি যাবেন হেকিমসাহেব ?

হেকিম ॥ কদিন ধরে ভাবছি যাই পলাশপুর। খোদাতালা চাইছেন কাজটি করি। তাই তোমাদের পাঠালেন...

[ভণ্ডুল বাগদির চোখদুটো ভাঁটার মতো জ্বলে ওঠে। রোগা পাতলা লোকটা কেন যে দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়ে বুঝিয়ে দেয় এবার। গায়ের চাদরটা কোমরে বেঁধে পুঁটলির গা থেকে খুলে নেয় তেল চকচকে বাঁশের বেঁটে লাঠি। যার নাম ফাবড়া। সকলকে স্তম্ভিত করে ফাবড়া বাগিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ায় হেকিমের সামনে।]

ভণ্ডুল ॥ কোথায় যাবে ? বসো ! খাঁসাহেব ক'ঘা লাঠি মেরেছেন, অমনি ভেগে পড়ার তাল ! হুজুর ঠিক ধরেছেন, তোমার মনের তলে আছে পলাশপুর, পলাশপুর...

ছায়েম ॥ তুই কার কাছ থেকে এলিরে ভণ্ডুল ? পশুপতির না ওলি খাঁর ?

ভণ্ডুল ॥ ওলি খাঁর...ওলি খাঁর। পশুপতির লোক হতে যাবো কেন রে? সে শালা তো পুলিশেই দিয়েছিল। ছাড়িয়ে আনলেন খাঁসাহেব, বহুৎ খরচপাতি করে। জনম জনম আমি ওলি খাঁর ঠ্যাঙাড়ে!

গঙ্গামণি ॥ এখনো ছাড়ো নাই?

ভণ্ডুল ॥ নারে শালী, না...

গঙ্গামণি ॥ ক্ষেতপুকুর গাছগাছালি গাইগরু...আমারে ছল করেছো তুমি?

ভণ্ডুল ॥ তোরে শিখণ্ডী না দাঁড় করালে, ওর মনটি তো পড়া যেত না। (হেকিমকে) লাঠি মারুক, জুতা মারুক, ওলি খাঁর পক্ষেই থাকতে হবে। এপার ছেড়ে ওপারে গিয়েছো যদি—ফাবড়া! ফাবড়া মেরে তোমার...

[হঠাৎ ভণ্ডুল হাতের ফাবড়াখানা ঘুরিয়ে ছোঁড়ে। বন বন শব্দে উড়ে গিয়ে সেটা আছড়ে পড়ে বাইরে। তক্ষুনি বাইরে গাধাটার আর্তনাদ শোনা যায়।]

(হেকিমকে) গাধাটির একটি পা খোঁড়াই ছিল, আর একটি গেল! এরপর তোমারো যাবে... [ভণ্ডুল চলে যাচ্ছে। গঙ্গামণি তার পিঠ খামচে ধরে।]

গঙ্গামণি ॥ কী করলে তুমি!

ভণ্ডুল ॥ ছাড়রে শালী ছাড়! (গা ঝাড়া দিয়ে গঙ্গামণিকে ভুঁয়ে ছিটকে ফেলে) থুঃ থুঃ! হেকিমের চাকরানি! থুঃ! ফের যদি হেথায় আসবি, ফাবড়াখানা তোর গলায় চেপে...চেপে...

[কথা শেষ না করেই ভণ্ডুল চলে গেল। সকলে হতবাক, নিষ্পন্দ। বাইরে গাধাটা গোঙাচ্ছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[গভীর জ্যোৎস্না রাত। হেকিমের দাওযায উনুনে মাটির হাঁড়িতে ওষুধ ফুটছে। উনুনের আগুন কমে আসছে। হেকিম ফুঁফাঁ দিয়ে আগুনটা বাড়াবার চেষ্টা করছে। গঙ্গামণি জড়সড় পায়ে এসে পেছনে দাঁড়ায় চুপচাপ।]

হেকিম ॥ ...ভেবেছিলাম তুমি আর এবাড়ি আসবে না।

গঙ্গামণি ॥ সেদিন যা হলো তা কিন্তু আমার জানা ছিল না হেকিমসাহেব। শয়তানটি আপনেরেও ঠকিয়েছে, আমারেও!

হেকিম ॥ আমি জানি তুমি আমারে ঠকাও নাই।

[গঙ্গামণি হেকিমের কাজে সাহায্য করে।]

গঙ্গামণি ॥ হেকিমসাহেব,আপনে আমারে কাজে রাখবেন? আর কখনো ভুল হবে না আমার।

হেকিম ॥ সে কি তোমারে কাজ করতে দিবে?

গঙ্গামণি ॥ সে কোথায় ? চলে গেছে পলাশপুরে। ভগবান করে আর যেন না ফেরে! ঐ মোতির মতো ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে হোক ওরে।

[গঙ্গামণি একসঙ্গে অনেকগুলো কাঠের টুকরো দিয়েছে উনুনে। হাঁড়ির তলা দিয়ে জিব মেলছে আগুন।]

গঙ্গামণি ॥ আমি কহে দিয়েছি, কোনো সম্পর্ক নাই। ফের যেন না ফেরে ঘরে। আমার দেহ না ধরে। ঐ কুৎসিত লোকটি যখন মানুষ-মারা হাতে আমারে জড়িয়ে ধরে বুকে, ইচ্ছা হয় গভীর নদীতে ডুব দিয়ে থাকি...সারাদিন সারামাস!

হেকিম ॥ আগুন! আগুন! করলে কী, একযোগে দিলে কেন সব কাঠ! একটি একটি করে দাও। দাওয়াই বানাতে যেমন জলেরও মাপ আছে, আগুনেরও আছে। কাঠের আগুন, পাতার আগুন, তুষের আগুন...এক এক আগুনের এক এক তেজ, রূপ!...কমাও কমাও!

[উনুন থেকে দু একটা কাঠ সরিয়ে আগুন কমায় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ॥ আমার একটি বড় ভয় ঢুকেছে। কোন্ দিন না গলায় ফাবড়া চেপে ও আমার সন্তানটিরে হত্যা করে!...দিবেন কাজ ? কাজ পেলে আমি নিজের মতো বাঁচতে পারি। ও হেকিমসাহেব, কহেন না... [বাইরে মোতি গোঙাচ্ছে]

হেকিম ॥ গঙ্গামণি, দ্যাখো দেখি পানি চায় কিনা। কদিন ধরে ঐ এক ঠাঁয়ে...

[গঙ্গামণি জলের পাত্র নিয়ে বাইরে মোতির কাছে গেল। হেকিম হাঁড়ির ওষুধটা দেখতে দেখতে মোতির উদ্দেশে—]

এই যে তোর দাওয়াই হয়ে এলো মোতি। তুই ভালো হয়ে যাবিরে মোতি...ও মোতি, আবার আমরা রোগী দেখতে যাবো দুজনে। দাওয়াই চাই গো...দাওয়াই...গঙ্গামণি দাওয়াই বানিয়ে দিবে... [গঙ্গামণি ফিরে এলো]

গঙ্গামণি ॥ দোষ তো নিজেরই। বিড়ালের হাঁচিতে ওষুধ দিতে যাওয়া কেন ? বাঈজীটা ঢঙ করতে এলো, আর অমনি তারে শীতলপাটি বিছিয়ে দেওয়া! ইস্! আমি সব শুনেছি!...জানেন না, এরা এক একটি জীন! ছলাকলায় ব্যাটা মানুষেরে বগলদাবায় পুরে ফেলে...(হেকিম হাসছে) ইস্! হাসেন যে বড়!

হেকিম ॥ নাও, হাঁড়িটি ঐখানে রাখো দেখি, ঐ উঠানের কোণে...ঐ যেখানে জোছনা পড়েছে...

[উঠোনের যেখানে জোছনা ফুটফুট করছে, হাঁড়িটা সেখানে বসায় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ॥ কেন, জোছনায় কেন ? দাওয়াই কি জোছনা খাবে নাকি ?

হেকিম ॥ খায় তো!

গঙ্গামণি ॥ খায় ?

হেকিম ॥ জানতে না তুমি ?

গঙ্গামণি ॥ নাঃ! (মুচকি হেসে) দাওয়াই-এর মালিকে তো খায় না!

হেকিম ॥ রাতভোর একটানা জোছনা খাবে, শীতল বাতাস খাবে...হেকিমের দাওয়াই ফুলের সুরভি খায়, ফজরের নেহের খায়...মধু খায়, মৃগনাভি খায়, বনের সবুজ খায়...অনেক ক্ষুধা তার! আসমানের দিগন্তজোড়া কালো মেঘে বিদ্যুতের

ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও খায়। হাঁড়ির মুখ চাপা দিয়ে ধরে রাখতে হয় গঙ্গামণি!

গঙ্গামণি ॥ কেন হেকিমসাহেব?

হেকিম ॥ শক্তি দিতে, সৌন্দর্য দিতে। ব্যাধি বড় দুশমন। তার সাথে যে পাঞ্জা লড়বে, তার চাই হিম্মৎ, রোশনাই!

[হাঁড়ির মুখের সরা খুলে ধরে। পাত্রের তপ্ত তরল ওষুধে চাঁদের বর্ণ দেখে হেকিম।]

দ্যাখো দ্যাখো গঙ্গামণি, চাঁদ কেমন হাসে। চাঁদের বরণটি দেখে বুঝবে, কাজটি তোমার ঠিক হলো কিনা। যদি জোছনা পাও এমন উজল সোনা, বুঝবে দাওয়াই বড় গুণবতী!...যদি পাও ঘোলাটে পেতল তামা, বুঝবে কাজটি তোমার বিফলে গেছে!

[ত্রস্ত পায়ে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে মোহরবাঈ এসে দাঁড়ায় উঠোনে।]

মোহর ॥ হেকিমসাহেব! [হেকিম ও গঙ্গামণি চমকে ওঠে।]

একটা কথা জানতে এলাম হেকিমসাহেব...খুব জরুরি...তাই না অসময়ে বিরক্ত করা...

গঙ্গামণি ॥ (ক্ষিপ্ত গলায়) মানুষটিরে পিটানি খাওয়ানোর পরেও কথা আপনের শেষ হয় নাই?

মোহর ॥ (গঙ্গামণির মুখের দিকে একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে) ভারি তেষ্টা পেয়েছে...একটু পানি খাওয়াবে বহিন?

গঙ্গামণি ॥ আপনেরে কিছু দিবার প্রবৃত্তি নাই, বুঝলেন? পিটানি খেতে কেই বা চায়,তাই না?

হেকিম ॥ আহা গঙ্গামণি...

গঙ্গামণি ॥ (চড়া গলায়) দিবার হলে, আপনে দ্যান...

হেকিম ॥ (মোহরকে) বসেন বসেন...

[হেকিম ভেতরে যায়। মোহর অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনে। গঙ্গামণি আড়চোখে সেটা লক্ষ্য করে হেকিমের উদ্দেশে হাঁকে—]

গঙ্গামণি ॥ উনি বসবেন কীসে? শীতলপাটিখানিও দিবেন—

মোহর ॥ কে তুমি? রাতদুপুরে এখানে কী করছ?

গঙ্গামণি ॥ জোছনা খাচ্ছি!

মোহর ॥ কী খাচ্ছো?

গঙ্গামণি ॥ জোছনা জোছনা! হিম শিশিরের ঠাণ্ডা খাচ্ছি! (ঝাঁঝালো গলায়) মাঝেমাঝে বিদ্যুতের ঝলকানিও খাই।

মোহর ॥ পাগল নাকি?

গঙ্গামণি ॥ না। তবে অন্যের পাগলামি ঘুচিয়ে দিতে পারি!

[জলের ঘটি নিয়ে বেরিয়ে এলো হেকিম। মোহর ঘটি তুলে ধরে চাতকপাখির মত জল খাচ্ছে। গঙ্গামণি মিষ্টি করে শুনিয়ে দিল—]

গঙ্গামণি ॥ হাওয়া করবেন না, হাওয়া ?

মোহর ॥ ওকে বাইরে যেতে বলুন, কটা কথা বলব...

হেকিম ॥ যাও দেখি গঙ্গামণি...ওই মোতির গায়ে মশা বসেছে, একটু চুলকে দিয়ে এসো—

গঙ্গামণি ॥ আমি যাবো মোতির গা চুলকাতে ! [হেকিম স্পষ্টত বিব্রত]
ভালো চান তো ভাগান তাড়াতাড়ি। সোমত্ত মেয়ে রাতের কালে এতোটি পথ কেন এসেছে একা একা ? আপনেরে রামঝুলান ঝুলাবে, হ্যাঁ। আর এ সব মেয়েমানুষের ব্যাপারে ফেঁসে গেলে,আপনেরে পিটিয়ে মেরে ফেললেও কেহ পাশে দাঁড়াবে না, হ্যাঁ...

মোহর ॥ (জলপান শেষ করে) আমার দিকে তাকান হেকিমসাহেব...আমার দিকে...আমার দিকে...(স্থির চোখে হেকিমের দিকে তাকিয়ে) সেদিন আমার অসুখের কথা কী বলেছিলেন ? সেকি সত্যি, না আন্দাজে ? হেকিমসাহেব আপনাকে আমি লুকিয়েছিলাম...আমার কিন্তু কিছুদিন যাবৎ অল্পস্বল্প জ্বর হয় !...শরীরে ভারি অবসাদ...গান বাজনায় মন বসে না...এখানে ওখানে চুলকোয়, চুলকোলে লাল হয়ে ওঠে...তারপর সাদা... ! আশ্চর্য ব্যাপার...দু তিন দিন ধরে দেখছি, পায়ের নীচে কোনো সাড় পাচ্ছি না। তাপ লাগছে না। ঐ যে আপনার চুলাটা জ্বলছে...দেখুন পা রাখছি...কিছু হবে না !
[মোহর জ্বলন্ত উনুনের মুখে পা বাড়িয়ে দেয়]
কিচ্ছু না, কোনো অনুভব নেই।...এটা কী অসুখ ? আপনি কি এরই কথা বলছিলেন সেদিন হেকিমসাহেব ?
[হেকিম কি যেন ভাবছিল, মোহরের ডাক কানে যায়ান]

গঙ্গামণি ॥ ও হেকিমসাহেব, উনি কী বলছেন—
[গঙ্গামণির বিরূপতা অনেকখানি কমে গেছে]

মোহর ॥ আজ ফুপু আমাকে একটা রোগের কথা বললে ! রোগটায় নাকি গায়ে শুখো ঘা বাঁধে...হাতে পায়ে পচন দেখা দেয়, পচে খসে পড়ে ! বদহুঁশ বুড়ি বলে কিনা কেউ আমার ছায়াও মাড়াবে না ! ঢিল মেরে তাড়িয়ে দেবে লোকালয় হতে ! হেকিমসাহেব আমার কি তাই হতে চলেছে, তাই ?

হেকিম ॥ তাই !

মোহর ॥ তাই !
[মোহর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে কেঁদে ওঠে !]
এতো সেই ব্যাধি ! সেই দুশমন !

গঙ্গামণি ॥ (হেকিমকে) চিরাগটি ধরাবো ? দেখবেন গায়ের দাগগুলি ?

মোহর ॥ না না এ দাগ আমি কাউকে দেখাতে পারবো না।

হেকিম ॥ ভয় পাবেন না বাঈসাহেবা। আমার চোখ বলে—রোগটি এখনো তেমন করে আপনেরে ধরতে পারে নাই। শুধু তার ঠারগুলি দেখা যায়, শুধু তার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। এর চিকিৎসা আছে !

মোহর ॥ আমার আর আশা নেই, কোনো আশা নেই !

হেকিম ॥ কহে যারা তারা দুশমনের গোলামি করবে বলেই জন্মেছে। বাঙ্গসাহেবা সব রোগেরই প্রতিবিধান আছে,আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার হিম্মতের চেয়ে একটি ব্যাধির দবদবা কখনো বেশি হতে পারে না বাঙ্গ। এই সবুজ গাছপালা মেঘ জোছনা মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার চেয়ে কটি বীজাণুর তাকৎ বেশি, এ কখনো হয়? (মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে। রাত শেষের পাখিরা ডাকে) এর প্রতিকার আছে। আমি জানি গঙ্গামণি!

গঙ্গামণি ॥ পারবেন? বাঁচাতে পারবেন?

হেকিম ॥ দেখি দেখি। এর আগে রোগটিরে আমি চোখে দেখি নাই, শুধু কানে শোনা...দাওয়াইটিরেও হাতে পাই নাই, দরবেশের মুখে শোনা। দুটিরে কতো যে খুঁজেছি, কতো। দেখি দুই অচেনা শক্তির লড়াই বাঁধিয়ে, কে জেতে কে হারে! আল্লারে...রক্তগুলাব চাই আমার বাঙ্গ...গুলাব না হলে হবে না...

[বলতে বলতে হেকিম তার দাওযাই-এর হাঁড়ি উঠিযে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। গভীর গলায় ডাকে আল্লা...আল্লা...। চাঁদের রঙ খোয়া যাচ্ছে। মোরগ ডেকে ওঠে]

গঙ্গামণি ॥ মজা দ্যাখেন বাঙ্গসাহেবা, যে গুলাব আপনের প্রাণ বাঁচাবে, দরিয়াগঞ্জে পা দিয়ে সেই গুলাবটিরেই কিনা আপনে আগে আটকালেন!

মোহর ॥ আমার মূর্খামির কোন জবাব নেই বহিন। কী হেনস্থাই করেছি মানুষটিকে! ওঁকে ফাঁদে ফেলব বলে শুধু গোলাপ কেন, বিষ দিযে মুন্নাকে মেরেছি আমি।

গঙ্গামণি ॥ আপনে!

হেকিম ॥ (ঘবের ভেতরে) আল্লা! আল্লা!

মোহর ॥ ফাঁদে ফেলে ওঁকে পলাশপুরে নিযে যাবো বলে...

গঙ্গামণি ॥ পলাশপুরে...!

মোহর ॥ আমি পলাশপুরের চর। ভেবেছিলাম গোলাপ আটকালেই উনি দরিয়াগঞ্জ ছাডবেন! ছাডলেন না! তখন খাঁসাহেবের হাতে মার খাওযাবো বলে মারলাম মুন্নাকে...এই এতটুকু বাচ্চা থেকে তাকে পেলেছি আমি...মুন্না আমার মুন্নারে...

[মোহর ভেঙে পড়ে। আঁধারের ওড়নাটা সরিয়ে আলো ফুটছে। গাছপালার রঙ ফিরছে। আগে বরকন্দাজ পিছনে ওযালী খাঁ হর্তুকি ও আর দুতিনজন পাইক ঢুকল। তারা আশপাশে অপেক্ষা করছিল। ওয়ালী নড়বড়ে পায়ে এগিয়ে আসে মোহরের দিকে। গঙ্গামণি ভয় পেযে আড়ালে পালায়।]

ওযালী ॥ খটকা আমার প্রথম দিন হতে। এক কথায় নৌকা ছেড়ে নামলি, গোলাপ আটকালি, বিডাল মারলি! সেইদিন হতে পিছু নিয়েছি তোর! আজো তোর পিছু নিয়ে সারারাত জেগেছে আমার পাইক বরকন্দাজ! (সঘৃণায় লাঠি দিয়ে মোহরকে খোঁচায়) শযতানী, পশুপতির গুপ্তচর!...যা নিয়ে যা, নামিয়ে দিয়ে আয় পলাশপুরের ঘাটে। পশুপতি ঘুম থেকে জেগে উঠে যেন দ্যাখে...

[থাবা মেরে মোহরের চুলের গয়না ঝাপটাটা টেনে খুলে নেয়।]

হর্তুকি ॥ আহা অতো কাছে যাবেন না হুজুর। শুনলেন তো দুষ্টব্যাধি! সরে আসুন!

ওয়ালী ॥ বানিয়ার বাচ্চা পশুপতি আমারে খতম করবে বলে দুষ্ট ব্যারাম পাঠিয়েছে!

হর্তুকি ॥ (বরকন্দাজকে) ফেরত পাঠাবার আগে, ওর গায়ের সোনাদানা গয়নাগাটি সব খুলে নে। জিনিসপত্র টাকাকড়ি...(ওয়ালীকে) আপনি আর কি কি দিয়েছিলেন গোপনে-গোপনে? (ওয়ালী মুখ নিচু করে) এখান থেকে যা যা পেয়েছে একটাও যেন না নিয়ে যেতে পারে।

ওয়ালী ॥ (মোহরকে) যা ভাগা ভাগা দুষ্ট ব্যারাম! ভাগ্ ভাগ্!

[পাইক বরকন্দাজরা মোহরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। হতচকিত হেকিম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোহরের পিছু ধরতে যায়।]

হর্তুকি ॥ (ধমক লাগায়) তুমি কোথায় যাচ্ছো! দাঁড়াও!

ওয়ালী ॥ (হেকিমকে) তোরে আমি কী করি? কী করি তোরে নিয়ে? যে ছুঁড়িটার পায়ে তোরে আমি নাকে খৎ দেওয়ালাম...সেই ছুঁড়িটাই আজ তোর দুয়ারে গড়াগড়ি খায়! মুখটি আমার কোথায় রাখলি রে তুই?

হর্তুকি ॥ শুধু মেয়েটারই দোষ নয় হুজুর, ওর তো উচিত ছিল ব্যারামটির কথা আগে আপনাকে জানানো।

ওয়ালী ॥ (হেকিমকে) কী করি...কী করি তোরে? তুই কি দরিয়াগঞ্জে আছিস খালি আমায় শরম দিতে, খালি আমায় হারিয়ে দিতে, খতম করতে!

হর্তুকি ॥ আমি অনেকদিনই বলছি, এ লোকটার বাড়বাড়ানি আর সহ্য করবেন না! দুর্বলতার বশে ব্যাপারটাকে আপনিই এতদূর গড়াতে দিয়েছেন...

ওয়ালী ॥ কী করি, অ্যাঁ, কী করি! এমন কিছু একটা করতে চাই, যাতে কোনোকালে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারিস আমার সামনে।...পলাশপুরে আর না পালাতে পারিস! কী করি...কী করি...চল্ রক্তগুলাব তোরে দিব চল্...

[সস্নেহে হেকিমকে কাছে টেনে নিয়ে ওয়ালী খাঁ বেরিয়ে যায়।]

হর্তুকি ॥ কী হল ব্যাপারটা!

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[পলাশপুরে পশুপতি পোদ্দারের বৈঠকখানা। রাত্রি। অন্দরমহল থেকে মোহরবাঈ-এর গান ভেসে আসছে। যুগী হেকিমকে নিয়ে ঢুকলো। হেকিমকে বৈঠকখানায় বসিয়ে ভেতরে গেল যুগী। হেকিম আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে মোহরের গান শুনতে লাগল। একটু পরেই মোহরের গান বন্ধ হল। পশুপতি ও যুগী ফিরে এলো। পিছনে জলধর ও পশুপতির দেহরক্ষী। পশুপতির হাতে পানপাত্র। পশুপতি নেশাগ্রস্ত।]

পশুপতি ॥ হেকিমসাহেব!

হেকিম ॥ আস্‌সেলামওয়ালাইকুম হুজুর—

পশুপতি ॥ সেলাম ভাই সেলাম।...এই তোমায় আমি চাক্ষুস দেখছি! তবে আমার

লোকলস্করের মুখে এতো শুনেছি তোমার কথা, তোমার নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের কথা, মনে হয় যেন কতকালের চেনা।

হেকিম ॥ জী আপনার লোকজন অনেকবারই আমারে প্রস্তাব দিয়েছেন পলাশপুরে আসার। সে প্রস্তাব রাখতে পারি নাই, দোষ নিবেন না বাবু।

পশুপতি ॥ আরে না না। দ্যাখো তোমার মতো মানুষকে সবাই কাছে পেতে চাইবেই। তা সকলের কথা তুমি রাখবেই বা কী করে? এতে দোষের কী আছে, কী যুগীমশাই?

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের ঘাটে বাবু একখানা অচেনা নৌকা এসে দাঁড়ালো। উঁকি দিয়ে দেখি হেকিম। কিছুতেই পাড়ে নামে না। যত বলি চলো বাবুর কাছে চলো, বলে বাবুকে ডর লাগে!

পশুপতি ॥ (হেসে) ডর লাগে? কেন আমি কি বাঘ! তোমায় গিলে খাবো?

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না।

পশুপতি ॥ আমি জানতাম দরিযাগঞ্জে তুমি টিঁকতে পারবে না। খাঁ-সাহেব তোমার কদর বুঝবে না। একদিন না একদিন তোমায় আসতেই হবে আমার কাছে।

যুগী ও জলধর ॥ আসতেই হলো।

হেকিম ॥ জী না দরিয়াগঞ্জে আমার কোনো অসুবিধা নাই। খাঁসাহেবের সঙ্গে আর কোন বিবাদও নাই।

যুগী ॥ সেকি? এত মারধোর খেলে?

পশুপতি ॥ তোমার আবিস্কারটি তো আটকে রয়েছে ভাই।

যুগী ॥ রক্তগোলাপের অভাবে।

পশুপতি ॥ আমার কাছে বিরাট গোলাপবাগ! জলধর ওকে আমার গোলাপবাগটি দেখিয়ে আনো।

জলধর ॥ কতো গুলাব চাই আপনার হেকিমসাহেব—দিনে ক শ? ক হাজার?

হেকিম ॥ হুজুর গুলাব আমি পেয়েছি,আবিস্কারটিও করতে পেরেছি। দরিযাগঞ্জে আমার কোনো অভাব নাই।

পশুপতি ॥ (যুগীকে) কী ব্যাপার? আপনি যে বললেন ও পলাশপুরে চলে এসেছে।

যুগী ॥ তুমি কি আবার ফিরে যাবে দরিযাগঞ্জে?

হেকিম ॥ জী হাঁ, রাতাবাতি ফিবতে হবে। ঘরে আমার মোতিটির অবস্থা ভালো না। ফিরে গিয়ে দেখতে পাবো কিনা জানি না। মেহেরবানি করে বাঈসাহেবার সঙ্গে একবার দেখা করতে দিন হুজুর—

পশুপতি ॥ রাবিশ! [পশুপতি দেহরক্ষী ও জলধর বেরিয়ে যায়।]

যুগী ॥ কেন, বাঈসাহেবাকে কী দরকার?

হেকিম ॥ জী, একটি দাওয়াই এনেছি ওনাকে দিব বলে।।

[হেকিম হাতের পুঁটলির ভেতর থেকে একটি বোয়ম বার করে দেখায়।]

যুগী ॥ দাওযাই? কেন? কী হয়েছে মোহরের?

হেকিম ॥ ওনার তবিয়ৎ ঠিক নাই হুজুর।

যুগী ॥ কেন, সে তো দিব্যি আছে! এই তো গেল বুধবার রাত্রে দরিয়াগঞ্জের পাইক ওদের দুজনকে আমাদের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল। তারপর থেকে সে তো বেশ খুশ মেজাজেই রয়েছে। বাবুর সাথে মেহফিল করছে। ব্যাপারটা কী বলো তো!

হেকিম ॥ জী মেহেরবানি করে আর আমারে কিছু শুধাবেন না!

যুগী ॥ আচ্ছা হেকিম, তুমি যে ওষুধ আবিষ্কার করলে, সেটা কী রোগের?

হেকিম ॥ গোস্তাকি মাপ করবেন,সেটি আমি পরখ না করে কহিতে পারি না!

যুগী ॥ তুমি কি ওইটাই মোহরকে দেবে বলে এনেছ?

হেকিম ॥ হুজুর, যা জানার আপনে বাঈসাহেবার ঠাঁই জেনে নিবেন। আল্লার নামে কহি, একটিবার তার দেখা পাই...

যুগী ॥ তোমার হাতে ওটা কীসের ওষুধ, কেন দেবে মোহরকে, কী হয়েছে মোহরের, সব কথা খুলে না বললে বাঈসাহেবার সঙ্গে আমরা তো তোমাকে দেখা করতে দিতে পারি না হেকিম। তোমাকে এখান থেকে ছাডতেও পারি না!

[আতঙ্কিত মোহর ছুটে এসে দাঁড়াল।]

মোহর ॥ কেন এসেছ তুমি এখানে?

হেকিম ॥ বাঈসাহেবা, আপনের দাওয়াইটি। আমি পেরেছি বাঈসাহেবা, আবিষ্কারটি করতে পেরেছি। ধরেন, আমার সময় নাই। এটি ফজরে গোসল করে এক তোলা খাবেন, মগরিবে শুদ্ধ হয়ে আর এক তোলা। মোট দুই মাস খাবেন আর—

মোহর ॥ (হিসহিসে গলায়) আমার জন্যে এতো দরদ কেন তোমার? তোমার দাওয়ায় বসে বলেছিলাম, আমি পলাশপুরের চর।

হেকিম ॥ আপনে যেই হন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমি পলাশপুরে আপনের জন্য আসি নাই, এসেছি একটি রোগের খোঁজে! আমার দাওয়াইটি পরখের জন্য।

মোহর ॥ আমার কিছু হয়নি! কিছুনা!

হেকিম ॥ বাঈসাহেবা রোগটি কিন্তু আপনেরে সত্যই ধরেছে।

[যুগী ভেতরে চলে যায়।]

মোহর ॥ না! শিগগির বেরিয়ে যাও তুমি! বেরোও।

হেকিম ॥ বাঈসাহেবা,আপনের মুখখানি ক্রমশ সিংহের ন্যায় ফুলে উঠবে। তখন আর লুকাতে পারবেন না। এখনও কহি, এই দাওয়াইটি নিয়ে আপনে নিজের বাসায় ফিরে যান। এখনও বেঁচে যাবেন। [ফুপু ঢোকে]

মোহর ॥ ওঃ! এই লোকটা কেন আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে! আমার কাজকর্ম কিছুই করতে দেবে না?

হেকিম ॥ যদি আমার কথা না শোনেন, আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দিব।

ফুপু ॥ খবর্দার! আমরা তোর দরিয়াগঞ্জে নেই, আছি পলাশপুরে! এখানে আমরা কী করি না করি তাতে তোর কী?

হেকিম ॥ ব্যাধিটি এ অঞ্চলে নাই। ইহারে ছড়াতে দিব না...দরিয়াগঞ্জেও না, পলাশপুরেও না।

মোহর ॥ আমার গানবাজনা রুজি রোজগার সব বরবাদ করে দেবে তুমি? তুমি জানো না, আমার এখন অনেক মুজরো খাটতে হবে! আমার টাকা চাই—টাকা।

হেকিম ॥ বাঈসাহেবা আপনে সুস্থ হয়ে উঠুন, ফের গানবাজনা করবেন। রোজগারের নেশায় এই ভয়ানক ব্যাধি লুকিয়ে সমাজে মেশা কোনো কাজের কথা নয়। আমার ওপর ভরসা রাখেন বাঈসাহেবা। [টাকার থলি নিয়ে যুগী ঢোকে]

যুগী ॥ (মোহর ও ফুপুকে) নাও বাবু তোমাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিলেন। যা কথা ছিল তার চারগুণ আছে। কিন্তু এক্ষুনি তোমাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। যে অবস্থায় আছো সেইভাবে চলে যাও। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। যাও, রোগ ব্যাধি নিয়ে আর দাঁড়িযো না বাপু!

[ফুপু যুগীর হাত থেকে টাকার থলি নিচ্ছে—]

মোহর ॥ না, টাকা নেবে না! ভিক্ষে নিয়ে ঝাঁটা খেয়ে বিদেয় হবে, মোহর কারো বাঁদী না! (হেকিমের হাতের ওষুধের বোযমটা টেনে নিয়ে হেকিমকে দেখিয়ে) এই লোকটাকে ছাড়বেন না। মানুষেব ভাল যদি চান, একে আটকে রাখুন পলাশপুরে।

[মোহর ও ফুপু বেরিযে যায়। স্তব্ধতার মধ্যে পশুপতি ফিরে আসে।]

হেকিম ॥ আমারে আটকাবেন না বাবু, দোহাই আপনের। আমার মাথার ঠিক নেই।

পশুপতি ॥ জবরদস্তি করব না হেকিমসাহেব। তবে তুমি আজ একটা ভয়ংকর রোগের ছোঁয়াচ থেকে আমাদের বাঁচালে। তাই বলছি, যদি সম্ভব হয় একটা মাস তুমি আমার কাছে থাকবে?

যুগী ॥ আমাদের ঝিকরগাছি গাঁযে ওলাওঠা রোগ দেখা দিয়েছে। মহামারী লেগে গেছে। তাই বলছিলাম...বেচারীদের দেখবার কেউ নেই ভাই...

পশুপতি ॥ গরিব মানুষগুলো বেঘোরে মরছে দেখেও চলে যাবে? ওরা কি এমনই অচ্ছুৎ তোমার কাছে?

যুগী ॥ থেকে যাও হেকিম, মাসখানেকের বেশি একটা দিনও বলব না। আমরা তো জানি সেখানে তোমাব কত ব্যস্ততা।

পশুপতি ॥ তুমি আমার ওপর রেগে আছো হেকিম। সত্যি তোমাকে পাবার জন্যে অনেক উৎপাত চালিযেছি আমবা। বদ উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। যা করেছি আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে করেছি। আচ্ছা, কথা দিচ্ছি ঝিকরগাছিকে যদি বাঁচিয়ে যাও আর আমি তোমায় বিরক্ত করব না কোনদিন...কি যুগীমশাই?

যুগী ॥ প্রশ্নই ওঠে না। [হেকিমের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[তালগাছের নীচে গান গাইতে গাইতে এসে দাঁড়াল ফকির।]

ফকির ॥ আর ফেরা হলো না দরিয়াগঞ্জে। পলাশপুরের রোগীদের নিয়েই দিনরাত কাটে তার। কোথায় পড়ে রইল তার ভিটামাটি, তার সেই কঠিন ব্যাধির দাওয়াই আবিষ্কার, তার তালপাতার পুঁথিখানি...বছর ঘুরে যায়। হেকিমসাহেব আর ফিরতে পারল না তার দরিয়াগঞ্জে।

[ফকির অন্তর্হিত হলো। পশুপতির বৈঠকখানা। বাইরে ঘোড়া ছোটার শব্দ। উত্তেজিত যুগী ও পশুপতি ভেতর বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় ঢুকল।]

যুগী ॥ কে আছিস...লোকটাকে একবার ডাকতো...

পশুপতি ॥ রীতিমত বিদ্রোহ ছড়াচ্ছে...!

যুগী ॥ আরো প্রশ্রয় দিলে ব্যাপারটা কিন্তু প্রজা-বিদ্রোহে ঘুরে যাবে বাবু। বঙ্গদেশের নানা স্থান জ্বলছে। লাটসাহেব ক্যানিং সাহেবও নড়বড়ে হয়ে পড়েছেন, এরপর যদি...

পশুপতি ॥ ওয়ালী খাঁর বাড়িতে একবার হাটের লোক চড়াও হয়েছিল না ওর পিছু পিছু?

যুগী ॥ তাড়ান বাবু তাড়ান!...এখনও আপনাকে বলা হয়নি, চাষারা কাল হুমকি দিয়ে গেছে, খাবার জলের দীঘি যদি না কেটে দি, ওরা খাজনা বন্ধ করে দেবে...

পশুপতি ॥ বটে!

যুগী ॥ বুঝতেই পারছেন কোন্‌দিকে ব্যাপারটা গড়াচ্ছে! আর এখন তাড়ালে তো ক্ষতিও নেই আমাদের। নতুন ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। ফালতু কেন আর সেই কোন্ আমলের হেকিমি ধরে রাখা? পেছনে লাথি মেরে...

[ব্যস্তভাবে হেকিম ঢোকে।]

হেকিম ॥ আস্‌সালামওয়ালাইকুম...হুজুর ডাকেন?

যুগী ॥ হ্যাঁ ডাকি, বসো।

হেকিম ॥ না বসতে কহিবেন না। আজ আমার সময় নাই বাবু, ভারি ব্যস্ত!

যুগী ॥ বাবুর চেয়ে তোমার ব্যস্ততাই যে বেশী!

পশুপতি ॥ একবছর আগে আমাদের কথা হয়েছিল...একমাস পরেই তুমি দরিয়াগঞ্জে ফিরবে—

হেকিম ॥ জী হ্যাঁ, ঝিকরগাছি শান্ত করে।

যুগী ॥ মাসের পর মাস কেটে গেলে, ফিরে যাওয়ার তো নামও করছ না।

হেকিম ॥ কী করে যাই! ঝিকরগাছি ঠাণ্ডা হয় তো কাঁঠালিয়া তেতে ওঠে। কাঁঠালিয়া

ঠাণ্ডা হয় তো...আজ পাঁচটি রুগী সারাই তো কাল দশটি এসে জোটে। ক্রমশ যে জড়িয়ে গেছি হুজুর।

যুগী ॥ এবার বিদেয় হও!

হেকিম ॥ পাগল! এখন কি যাওয়া চলে—হুজুরের তালুকের যা দুরাবস্থা...

যুগী ॥ সেটা আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনি বুঝবেন।

হেকিম ॥ নতুন ডাক্তারবাবু? ওনার কথা আর কহিবেন না। উনি কোনো কম্মের না!

যুগী ॥ অ্যাই! পাশকরা এলোপ্যাথি ডাক্তারের ওপরে যাও তুমি?

হেকিম ॥ জী না, সে কথা কহিনা। ডাক্তারবাবুর ঔষধটি শক্তিশালী। নিমেষে রোগ সারাবার ক্ষমতা ধরে। কহি বাবুটি কেমন যেন। সাতবার ডাক পেয়ে একবার নড়ে...তাও রোগীর গা ছোঁবে না...তফাতে দাঁড়িয়ে ধমক দিবে...ঔষধের দামও চড়া। লোকে এমন ডাক্তার চায় না হুজুর।

পশুপতি ॥ বটে! সবাই তোমাকেই চায়?

হেকিম ॥ জী। আপনে ওনারে নৌকায় পুরে কলিকাতায় চালান করে দেন—

পশুপতি ॥ ভারী সর্দার হয়েছ দেখছি। ঝিকরগাছির লোকদের কী বলেছ তুমি?

হেকিম ॥ ঝিকরগাছি...ও হ্যাঁ, কহেছি দীঘি কাটাও!

যুগী ॥ তুমি ওদের খাজনা বন্ধ করতে বলোনি?

হেকিম ॥ জী হ্যাঁ। খাজনাও দিবে, দীঘিও কাটাবে...দুটি তারা পারে কি করে? আর খাবার পানির ব্যবস্থা করা তো তালুকদারেরই কাজ—

[পশুপতি ধৈর্য্য হারিয়ে উপবিষ্ট হেকিমের পিঠে লাথি মারে।]

হুজুর! পানির অভাবে মানুষ ভুগছে...

পশুপতি ॥ ভুগুক। (যুগীকে) আজ থেকে আস্তাবলের কাজে লাগান একে। ঘোড়ার ঘাস কাটুক, মযলা সাফা করুক, চিকিৎসা করতে যেন না দেখি! চিকিৎসা করতে দেখলে পাইকদের লেলিয়ে দেবেন। [পশুপতি ভেতরে চলে যায়।]

যুগী ॥ বুঝতে পারলে...?

হেকিম ॥ জী না। আজকাল আপনেদের কোনো কথাই বুঝি না আমি।

যুগী ॥ যাও—আস্তাবলের কাজে লাগো গে...

হেকিম ॥ হুজুর যদি একটি অচেনা মানুষ ধরে এনে কহেন—এটি তোর বাপ, আমি তাও মেনে নিব। কিন্তু যে কাজটি আমার নয়, তারে নিজের বলে মানব না। আমি যা করছি তাই আমারে করতে দিন হুজুর।

যুগী ॥ কি করছিস রে তুই? যা করছিস তাতে মানুষের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। ঐ তো...কি এক কঠিন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করলি! কী হলো? কোলকাতা থেকে খবর এসেছে তোর সেই ওষুধ খেয়ে মোহরবাঈ-এর ঘা আরও দগদগিয়ে উঠেছিল!—তারপর তো সে মরেই গেল!...ওটা ওষুধ না বিষ! [যুগী ভেতরে গেল। স্তম্ভিত হেকিম কয়েক মুহূর্ত বাদে সরব হয়।]

হেকিম ॥ মিছা কথা! মিছা কথা! বাঈসাহেবা মরে নাই। মোহরবাঈ মরে নাই—মরে নাই—আপনেরা আমার মনটি ভেঙে দিবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন। যে

কাজটি করতে আমি মন প্রাণ ঢেলেছি—সেই কাজটিরে আপনেরা হেয় করেন। কহেন যা কহিলেন তা মিছা! মিছা—

[বৈঠকখানায় দাপিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে হেকিম। ভীষণ লাগছে তাকে। জলধর ছুটে এলো বাইরে থেকে।]

জলধর ॥ খুন! খুন! খুন হয়েছে! ও হেকিমসাহেব, ভভুল...দরিয়াগঞ্জের ভভুল বাগদি খুন হয়েছে!

[হেকিমের কানে যেন কোনো কথা ঢোকে না। তখনো সে গর্জন করছে—]

হেকিম ॥ মিছা! সব মিছা!

জলধর ॥ না! সত্যি! খুন করেছে তার বউ। কি যেন নামটা...গঙ্গামণি! গলায় ফাবড়া চেপে...! সন্ধ্যেবেলা বউটারে বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল ভভুল। দুবছরের বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। মাঝরাতে গঙ্গামণি, ভভুলেরই ফাবড়াখানা ভভুলের গলায় চেপে—নড়তে পর্যন্ত দেয়নি। এইবার হাড় জুড়োলো পলাশপুরের!

[যণ্ডামার্কা পাইক এসে বিমূঢ় হেকিমকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // পঞ্চম দৃশ্য

[আরো একটি পাক ঘুরে হেকিমের দরিয়াগঞ্জের পোড়োভিটের সামনে এসে দাঁড়াল ফকির।]

ফকির ॥ আর একটি পাক। আর একটি পাক বাকি আমার বাপজানেরা। আর একটি পাক পূরণ হলে আমার গল্পেরও দশপাক পূরণ হয়।...এই সেই হেকিমসাহেবের ভিটেখানি। কুঁড়ের চালা উড়ে গেছে, দেয়াল মিশেছে মাটিতে,—দাবানলের মতো জঙ্গল গপগপিয়ে খায় চারধার। কে দ্যাখে কে রক্ষা করে? ভিটের মালিক তো দু'বছরেও ফেরে নাই। দরিয়াগঞ্জের মানুষ কত ডেকেছে তাদের হেকিমেরে।

[এখন গোধূলি বেলা। বহুদূর থেকে এসে আসছে হেকিমের গলা।]

হেকিম ॥ ও ভাইজান, ভাইজান—ভালো আছো তো—গেরস্থরা ভালো আছো তো—

[ফকির আড়ালে যায়। লাঠি ভর দিয়ে হেকিম এসে দাঁড়ায় তার ভিটের সামনে। সেই দশাসই মানুষটা মার খেয়ে খেয়ে ভাঙাচোরা। দোমড়ানো মোচড়ানো দেহখানা টেনে টেনে পথ চলে। জড়িত গলায় কথা বলে। ছেঁড়া ধুলধাড়া পোশাক। হেকিমকে চেনা মুশকিল। পোড়োভিটে দেখতে দেখতে এককোণে একটা মানুষ শুয়ে থাকতে দেখে হেকিম। তাকে ঠেলা দিতে সে উঠে বসে। লোকটি ভিখারী ছায়েম। তার যেন মরণদশা।]

হেকিম ॥ ছায়েম !

ছায়েম ॥ হেকিম ! ফিরলি বাপ !

হেকিম ॥ ছায়েম...ছায়েম ! কতকাল দেখি নাই। ভালো আছো তো ! আহা-হা একি দশা তোমার ?

ছায়েম ॥ তুই নাই কে মোরে দাওয়াই দ্যায়। কে মহল্লায় মহল্লায় টহল দ্যায়—দাওয়াই চাই গো....দাওয়াই ! কিন্তু বাপ তোর এ দশাটি হল কী প্রকারে ?

হেকিম ॥ (একটু চুপ থেকে) ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে !

ছায়েম ॥ ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে ?

হেকিম ॥ ঘোড়া তো ভালো চালাতে পারি না—ঝটকা মেরে মোরে ছিটকে ফেলেছে। চারটি ক্ষুরে পিষেছে !...জানো তো, ঘোড়া বড় অশান্ত জীব ! আমার মোতি ছিল ভারী শান্ত ! কি, ছিল না ?

ছায়েম ॥ (খিকখিক করে হাসে) ঘোড়া না, তোরে ঠেঙিয়েছে পশুপতির পাইক !

হেকিম ॥ না না না...

ছায়েম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আস্তাবলের ঘাস কাটতে দিয়েছিল তোরে ! ঘাস না কেটে তুই যেতিস ঝিকরগাছি, কাঁঠালিয়ার রোগীর সেবা করতে। যতবার গিয়েছিস ততবার ঠেঙানি খেয়েছিস—খাস নাই ?

হেকিম ॥ কি করি কহ তুমি ? মানুষ মরে আমি বব আস্তাবলে ? গেছি আমি ঝিকরগাছি, কাঁঠালিয়া বকচরা—তালুকদারের পাইক মোর হাত ভেঙেছে তবু গেছি—মাথা ভেঙেছে ফের গেছি—পা ভেঙেছে, হিঁচড়ে পিঁচড়ে গেছি ! শেষে পলাশপুরের রোগীরাই আমারে নৌকায় তুলে দরিয়াগঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল !

ছাযেম ॥ তখনই দেশের কথা মনে পড়ল। যা, যা, যেখানে ছিলি সেখানে যা। এতকাল যদি ছেড়ে থাকতে পারলি তো বাকি দিনও পারবি ! পশুপতি তোরে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিযেছে, আমবা তোরে নিব কেন ! কেন নিব ?

[ক্ষুব্ধ ছায়েম চলে যাচ্ছে]

হেকিম ॥ ছায়েম, ছায়েম...

ছায়েম ॥ পলাশপুর এখনও তোর বক্ষ জুড়ে রয়েছে। কই একবারও তো কহিস না দরিয়াগঞ্জের কথা—কে কেমন আছে ? যা, কথাই কহিব না তোর সাথে। তোর ঘরে পা-ই দিব না !

হেকিম ॥ কহি শুন ভাই—একটি দিবসও আমার কাটে নাই তোমাদের জন্য ভিতরটি আমার পোড়ে নাই।...গঙ্গামণি—কেমন আছে গঙ্গামণি—তার কী সাজা হল ?

ছায়েম ॥ ঠ্যাঙাড়ে সাবাড় করলে সাজা হয় না, পুরস্কার মেলে। তাই মিলেছে। গঙ্গামণি বড় পুরস্কার পেয়েছে...বড় পুরস্কার...এই ভিক্ষার মালা !

[ভিক্ষার মালাটি উঁচুতে তুলে ধরে ভিখারী ছায়েম কাঁদে। দূরে পাল্কি বেহারাদের হাঁক শোনা যায়। হর্তুকি ঢোকে।]

হর্তুকি ॥ এই যে হেকিম...বাবা ফিরেছ ?

হেকিম ॥ আস্‌সালামওয়ালাইকুম নায়েবমশাই...আবার আপনাদের দুয়ারে...

হর্তুকি ॥ বাঁচালে বাবা, বাঁচালে। দরিয়াগঞ্জের আজ মহা সর্বনাশ। ঐ দ্যাখো তোমার দুয়োরে কে! (বেহারারা ওয়ালী খাঁর পাল্কি বয়ে এনে রাখল পোড়োভিটের সামনে।) হুজুরকে বাঁচাও বাবা। যে কালব্যাধিতে পড়েছেন তুমি ছাড়া আর কেউ তার নিদেন জানেন না। পীরজাদা জবাব দিয়ে গেছে। হাতে পায় পচন, শুখো ঘা। [পাল্কির পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ায় ওয়ালী খাঁ। হাতে মুখে দগদগ করছে ঘা। ভারি করুণ অবস্থা তার।]

হেকিম ॥ ইয়া আল্লা! একি সেই ব্যাধি!

হর্তুকি ॥ কতো বলেছি হুজুর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবেন না। এখন দেখ, তালুক মুলুক সব থাকতেও কিচ্ছু করার নেই!...তুমি ফিরেছ শুনে, নিজেই ছুটে এলেন তোমার কাছে। ঠেকানো গেল না।

হেকিম ॥ হুজুর! (হেকিম ওয়ালীর পাল্কির সামনে আছড়ে পড়ে)

ওয়ালী ॥ বেটা কেন ছেড়ে গিয়েছিলি আমায়! তোরে আমি গুলাব বাগিচা দিলাম! এই দ্যাখ বেটা আমার কী হলো রে—লাঠিখানিও ধরতে পারি না, তালুক শাসন করতে পারি না। পীরজাদা কহেছে আমারে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। বেটা, তালুক ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না বেটা। হেকিম তুই আমারে বাঁচা বাঁচা...

হর্তুকি ॥ হেকিম, তুমি যে ওষুধটা আবিষ্কার করেছিলে সেইটে এখন বার করো বাবা। শেষ চেষ্টা করো বাবা...

হেকিম ॥ ইয়েআল্লা! সেটি যে আমি পলাশপুরে ফেলে এসেছি হুজুর!

ওয়ালী ॥ কেন, পলাশপুরে ফেলে এলি কেন? অতবড় দামী আবিষ্কার আমার তালুকের আবিষ্কার...পলাশপুরে পড়ে থাকে কেন?

হেকিম ॥ পলাশপুরের ডাক্তারবাবু কহেছেন, ঐ ওষুধে কাজ হবার নয়—

ওয়ালী ॥ কে ডাক্তার! তুই তাব কথা শুনলি কেন? আমার হেকিম আবিষ্কার করুক আমার ব্যারাম সারুক, সেটি ওরা চাহে না! শয়তান ওরা!

হর্তুকি ॥ মিছে কথা, হেকিম, ডাক্তার তোমায় মিছে কথা বলেছে। তোমার ওষুধ খেয়েই মোহরবাঈ ভালো হয়ে গেছে। আমরা কলকাতার খবর নিযে জেনেছি।

হেকিম ॥ মোহরবাঈ বেঁচে আছে! ইয়া আল্লা! আমার ওষুধ খেয়ে মোহর ভাল হয়ে গেছে!

ওয়ালী ॥ দ্যাখ বেটা রোগটি যে ছড়াল সেই গেল বেঁচে। তা'লে আমি মরি কেন? বাঁচা আমারে বাঁচা।

হেকিম ॥ হাঁ হাঁ বাঁচাবো...কিন্তু দাওয়াই...

হর্তুকি ॥ আহা পদ্ধতি তো তোমার জানাই আছে বাপু। মালমসলাও যোগাড় করে দিচ্ছি! আবার বানাও। দরবেশ তোমায় যেমন যা বলেছিল...

হেকিম ॥ হুজুর, কি কহিব, দুই বচ্ছর আমি আর দরবেশের কথা ভাবি নাই। কাঁঠালিয়া বকচরার রোগীদের সাথে দিন কেটেছে আমার। দরবেশ কি কহেছিল সব যে গোলমাল হয়ে যায় হুজুর।

হর্তুকি ॥ ঐ রোগী দেখার তুচ্ছ কাজের জন্য এতবড় কাজটা তুমি ভুলে গেলে !

হেকিম ॥ (মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) মনে পড়ে না—মনে 'পড়ে না !

ওয়ালী ॥ বেটা, তোর সেই পুঁথিখানি...সেই তালপাতার পুঁথিখানি ! তুই যেটা আমারে দেখালি ! সব উপকরণ লিখা ছিল ! বার কর, পুঁথিখানি বার কর্ বেটা !

হেকিম ॥ হ্যাঁ, পুঁথি ! পুঁথি ! বার করি...বার করি। আমার ওষুধ খেয়ে মোহরবাঈ ভালো হয়ে গেছে !...হুজুর ভালো হয়ে যাবেন !

[হেকিম পোড়াভিটে উটকে পাটকে পুঁথি খোঁজে। ছায়েম বেরিয়ে যায়।]

পুঁথি ! পুঁথি কই ! যাবার কালে আমি এইখানে রেখে গেলাম। আমার তালপাতার পুঁথিখানি...

ওয়ালী ॥ (দুচোখে হতাশা ঘনায়) এই পোড়োভিটায় ও কী খোঁজে হর্তুকি ? ওষুধ নাই, পুঁথি নাই...কার আশায় আমি পথ চেয়ে বসে আছি ! ব্যাটা আমায় আবার ঠকাল ! বেইমান !

হেকিম ॥ তালুকদার সাহেব আজ আবিষ্কারটি বড় নিজের বলে দাবী করেন ! ঐ আবিষ্কারটির জন্য আমি তালুকে তালুকে আপনাদের পায়ে মাথা কুটেছি ! একটি রক্তগুলাবের জন্য আমি শত শত চাবুক খেয়েছি ! তখন আবিষ্কারটির কথা কারো মনে পড়ে নাই ! আজ নিজের গায়ে ঘা ফুটতে আমি হলাম বেইমান ! যান, ভাগেন, দাওয়াই নাই...

ওযালী ॥ ওকে আমি ছাড়ব না হর্তুকি ! আমি ওর মাথা ফাটাবো। ওর ভিটেমাটি আমি ক্রোক করে নিব !

হেকিম ॥ (এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে) হুজুর, মা বাপ, ভিটেখানি কেড়ে নিলে আমি কোথায যাই !

ওযালী ॥ যেখানে খুশি যা ! ভাগ ভাগ ! যে তালুকের তালুকদার মরে গায়ে ঘা বেঁধে; সে তালুকের হেকিমও যায় শেয়ালের পেটে, শকুনের পেটে। মনিবও যায়, প্রজাও যায়—সব যায...যা যা—ব্যাটা আমারে বাঁচালে নারে !

[ওয়ালী পাল্কির পর্দা ফেলে দেয। বেহারারা পাল্কি তুলে নিয়ে বেবিয়ে যায়]

হর্তুকি ॥ (হেকিমকে) অপদার্থ কোথাকার ! যাও বিদেয় হও ! [হর্তুকি বেরিয়ে যায়]

হেকিম ॥ পুঁথিখানি....আমার তালপাতার পুঁথি ! (চারদিকে পুঁথি খোঁজে) ওহো, আবিষ্কারটির কী কী ছিল উপকরণ ! সোহাগ দানা, মৃগনাভি মনাক্কা গুলেপেস্তা—আর কী...আর কী...মনে নাই মনে নাই...(মাথা চাপড়ায়) কী ফাঁকা ধূ ধূ লাগে। আমার ডালিমগাছে সেই পাখিটি ডাকেও না বসেও না ! পুঁথি নাই...নাই নাই—কিছু নাই ! (পোড়োভিটেয় খুঁজতে খুঁজতে) আরে চুলাটি...এই যে আমার দাওয়াই বানানোর চুলাটি ! এখনো আছে !...এটি আমি কতবার দেখেছি, গেরস্থের সব লোপাট...শুধু ভুঁইয়ের ওপর খোঁড়া তিনমুখো দগ্ধ চুলাটি উর্দ্ধপানে করে চেয়ে আছে ! (উনুনের গায়ে হাত বোলায়। আধো ঘুমে আধো জাগরণে বিড়বিড় করে।) কত...কতকাল আগুন পায় না...ভোজ্য পায় না...দাও না দাওনা দুচারটি কাঠকুটো...ওর মুখে আগুন জ্বালাই। (উনুনের আশেপাশে একটা

গয়না কুড়িয়ে পায়। মোহরবাঈ-এর চুলের ঝাপটা। সেটা সে দেখছে নিবিষ্ট হয়ে। মোহরবাঈ এর গানের টুকরো ভেসে ওঠে তার চেতনায়।) বেঁচে আছে! মোহরবাঈ ভাল হয়ে গেছে! [গঙ্গামণি ঢোকে]
গঙ্গামণি! আমার তালপাতার পুঁথিখানি দেখেছ...আমি এই ঠাঁয় রেখেছিলাম...আঃ তুমি কোনো কম্মের নও। দেখে শুনে রাখো নাই কেন...
[পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে পোড়োভিটের ওপর প্রায় গড়াগড়ি খাচ্ছে হেকিম।]

গঙ্গামণি ॥ ওঠেন ওঠেন। পরের জমিতে আর কেন ? আমার সাথে চলেন, আমি যেখানে থাকি!

হেকিম ॥ তোমার বাড়ি!

গঙ্গামণি ॥ বাড়ি নাই। আমি বর মেরেছি। সমাজের লোক আমারে তাড়িয়ে দিয়েছে। থাকি গাছতলায় সন্তানটিরে নিয়ে।

হেকিম ॥ ঠ্যাঙাড়ে মেরে পুরস্কার পাও নাই!

গঙ্গামণি ॥ আমি তার কিছু নিই নাই। পুরস্কার নিয়েছে খাঁসাহেব। তার তালুকে ঠ্যাঙাড়ে খুন, সেই তো নিবে পুরস্কার। ইংরাজ বাহাদুর তারে দিয়েছে মোটা পুরস্কার!

হেকিম ॥ আল্লা রে! যে পোষে ঠ্যাঙাড়ে, সেই নেয় ঠ্যাঙাড়ে মারার পুরস্কার!
[অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে হেকিম তার পোড়ে ভিটের ওপর শুয়ে পড়ে। গঙ্গামণির আঁচলে কী যেন বাঁধা রয়েছে। সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলে]

গঙ্গামণি ॥ ওঠেন হেকিমসাহেব। চলেন দাওয়াই বানাবেন না, দাওয়াই। চলেন আমি গাছতলায় চুলা খুঁড়ে দিচ্ছি! আপনি শুধু বসে বসে দাওয়াইটি বানিয়ে দিবেন, আমি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াব। আপনের তো আমার কাজ কোনদিনও পছন্দ হয় না। দেখবেন আর একবার—
[আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে ছায়েম]

ছায়েম ॥ তালুকদার সাহেব যা ক্ষেপা ক্ষেপে আছে, দরিয়াগঞ্জের কেহ আর সাহস করে হেকিমের দাওয়াই খাবে না।

গঙ্গামণি ॥ খাবে খাবে—ক'দিন পারবে না খেয়ে ? একদিন দু'দিন...বারে বারে দুয়ারে ঘা দিলে ক'দিন ফেরাবে ? হেকিমসাহেব, ও হেকিমসাহেব—আপনার আবিষ্কারটি করবেন না ? রক্তগুলাব চাই না আপনার ? এই দ্যাখেন, আপনার জন্য আমি রক্তগুলাব ফুটিয়েছি। (আঁচল খুলে তাজা রক্তগুলাব রাখে ভিটের ওপর) আমার আস্তানার একপাশে একটি ছোট ডাল পুঁতে তাতে গোবর লেপে এই ফুল আমি ফুটিয়েছি ছায়েমচাচা, ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটি।

ছায়েম ॥ এই দ্যাখ মেয়ে ওর সেই তালপাতার পুঁথিখানি! এই ভিটাতে কুড়িয়ে পেয়েছি। তালুকদারের ব্যাধির কথা শুনেও আমি এটি বার করি নাই।
[গোধূলি ফুরিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। তালগাছের মাথায় ভরা চাঁদ ভাসছে। হেকিম নীরব, নিঃশব্দ।]

গঙ্গামণি ॥ ও হেকিমসাহেব চাঁদ ভাসা দেখবেন না! চাঁদের রোশনাই পাত্রে ধরবেন না ?

সেই যে কহেছিলেন, জোছনা যদি হয় উজল সোনা বুঝবে দাওয়াই বড় গুণবতী—
যদি হয় ঘোলাটে পেতল তামা—

ছায়েম ॥ বুঝবে বৃথাই গেছে সব!

গঙ্গামণি ॥ আমি দিব না হতে বৃথা। চলেন পাত্রে জোছনা ধরব আমরা, ধরে রাখব! আকাশ দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও ধরে রাখব। [চন্দ্রালোকে ভেসে যাচ্ছে হেকিমসাহেবের ভিটে। ভাসছে গোলাপফুল। হেকিম উঠল না। মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হল। আলো আসতেই দেখা গেল কবরস্থান। ফকির জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে গান গাইতে গাইতে তার শেষ পাকটি শেষ করল এবং তালগাছের গোড়ায় হেকিমের কবরে পিদিমটি রাখল।]

—ঃ পর্দা নেমে আসে ঃ—
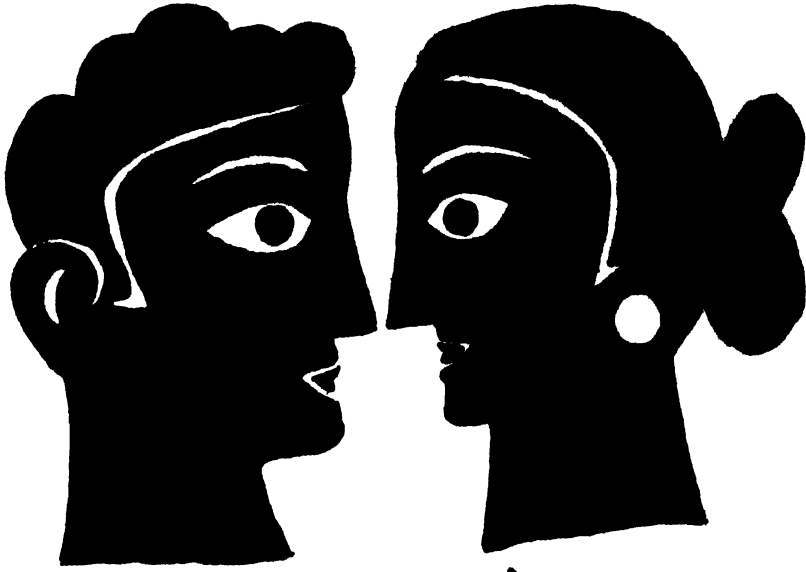
দম্পতি

নট নাট্যকার নাট্যনির্দেশক

তরুণ রায়

স্মরণে

দম্পতি

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা ঃ হরিদাস সান্যাল
নির্দেশনা ঃ দিলীপ রায়
আবহ ঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত
আলো ও মঞ্চ ঃ হীরক মুখার্জি
পোষাক ঃ রাধানাথ দাশ
রূপসজ্জা ঃ মেহবুব
প্রচার ঃ ধীরেন মল্লিক
উপদেষ্টা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত

চরিত্র চিত্রণ
কর্তা ঃ মনোজ মিত্র
জিতেন ডাক্তার ঃ দুলাল লাহিড়ী
শ্যামল ঃ দিলীপ রায়
অরূপ ঃ গৌতম দেয
কানাই ঃ দেব সিংহ
বড়খোকা ঃ শংকর ব্যানার্জি
ছোটখোকা ঃ অসীম মুখার্জি
রামদেও ঃ স্বরাজ মজুমদার
পেল্লাদ ঃ গোপাল চক্রবর্তী
ম্যানেজার ঃ অশোক মিত্র
রহমান ঃ রঞ্জিত বোস
শুকলাল ঃ সোমনা মজুমদার
গিন্নি ঃ গীতা দে
বকুল ঃ বাসবী নন্দী
দোলন ঃ মঞ্জুলা পোলে

চরিত্রলিপি

কর্তা	জিতেন ডাক্তার
কানাই	শ্যামল
অরূপ	বড়খোকা
ছোটখোকা	রামদেও
পেল্লাদ	ম্যানেজার
রহমান	তাতাই
শুকলাল	গিন্নি
বকুল	দোলন

প্রথম অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[একটা দোতলা বাড়ি। নিচতলায বৈঠকখানা ঘর। ঘরটা বড়সড়। দেযালে ঠাকুর দেবতার ছবি, একটা বহু পুরানো অচল ঘডি। আসবাবপত্র সব আগেকার দিনের। দু তিনটে পিঠ-উঁচু চেয়ার, টিপয, মোড়া—সুজনি বিছানো তক্তাপোষে তাকিয়া, টেবিলে ওষুধ-বিসুধ, চশমা, কাগজ দোযাত-কলম। তক্তাপোষের নিচে খবরের কাগজ তাড়া বাঁধা, পিকদানি, আরো একরাশ অব্যবহার্য জিনিসপত্র। একতলায বাস করে কর্তা ও গিন্নি। এক বয়ঃপ্রবীণ দম্পতি।

ভোরবেলা। জানালায কুসুমরাঙা আলো নাচানাচি করছে। জানালার শিকে জড়ানো রযেছে একটা চুলবাঁধা ফিতে। বৃদ্ধ কর্তা এখনো শয্যা ত্যাগ করেনি। গিন্নি খুব ভোরেই উঠেছে। নেপথ্যে তার গলায শুকসারী গানটি শোনা যাচ্ছে—

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মুখেমোহন বাঁশি
সারী বলে, আমার রাধার ফুটবে বলে হাসি
বাঁশি তাইতো বাজে
বৃন্দাবন বিলাসিনীইরাই আমাদের...

শুকসাবী গান গাইতে গাইতে ঘবে এলো গিন্নি। সদ্য স্নান করেছে, হাসিখুশি বৃদ্ধার মুখখানা ঢলঢলে, এককালে খুবই সুন্দবী ছিল। কাঁধে ভিজে গামছা, হাতে ছোট ঘটিতে জল। ঠাকুর প্রণাম করে। ঘরে জল ছিটোয। ধূপ জ্বালে। গান গায।]

গিন্নি ॥ [গান]

শুক বলে আমাব কৃষ্ণ মদন মোহন
সাবী বলে আমাব রাধা পাশে যতক্ষণ
মদন তাইতো মোহন
বৃন্দাবন বিলাসিনী বাই আমাদের...
শুক বলে...

[ঠিক এই সময পাশের ঘবে কর্তার কাশি শুরু হয়। গলার আওযাজ মাঝ রাস্তায় টায়ার বার্সট কবার মতো।]

গিন্নি ॥ কী হ'লো, অতো কাশছ কেন? (নেপথ্যে কর্তার কাশি) এ ঘরে এসো না! বেলা হয়েছে...(গিন্নি তার গানের খেইটা ধরতেই কাশির শব্দ এলো) ওফ্! একটু আদার কুচিমুচি গালে দাও না...বালিশের নিচে দ্যাখো...

[নেপথ্যে কাশিটা আপাতত বন্ধ।]

গিন্নি ॥ (জানালায় গিয়ে) বাবা, কদিন যা প্যাচপ্যাচে বর্ষা গেলো। আজ সূর্যিঠাকুর

হাসছে। (একটু সময় গুনগুন করে) ওগো আমাদের উঠোনের শিউলি গাছটায় কেমন ফুল ফুটেছে গো...ওমা জিতেনবাবুর ডাক্তারখানার মাথার ওপর সুন্দর একটা টিয়া পাখি বসেছে দেখে যাও, দেখে যাও... [গান শুরু করে।]

শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় শিখিপাখা

সারী বলে, আমার রাধার নামটি আছে আঁকা...

[প্রবল বেগে কাশতে কাশতে কর্তা ঢুকলো। লোকটা রুগ্ন, বদমেজাজি, বাতিকগ্রস্ত। গলায় একরাশ মাদুলি, হাতে তামার বালা। শীত গ্রীষ্ম সর্বদাই গলায় মাফলার।]

গিন্নি ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) ভগবান! সকালবেলা যেই একটু কৃষ্ণ নাম শুরু করব....অমনি আমার কেষ্ট খ্যাকর খ্যাকর খ্যাকর...

কর্তা ॥ (কাশতে কাশতে) ডোনট্! ডোনট্! ভেংচি কাটবে না!

গিন্নি ॥ নাঃ! বেলপাতা দিয়ে পূজো করবে!

কর্তা ॥ হ্যাঁ, মরছি দম আটকে...মদনমোহন হচ্ছে! (কেশে) উফ্! এই আর্লি মর্নিং-এর দমকটা আমার গেলো না!

গিন্নি ॥ যাবে না...যদ্দিন আমি বেঁচে আছি...কিছুতে কিছু যাবে না। সব চালাকি...সব আমার পেছনে লাগা!

কর্তা ॥ আহা, ওনার সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে কাশছি আমি!

গিন্নি ॥ তাছাড়া কী?...হাজার দিন বলি, এই একটা সময় একটু চেপেচুপে থাকো...না হয় কলতলায় গিয়ে বসো...। এই একটা সময় আমায় রেহাই দাও।...তারপর সারাদিন পড়ে থাকছে—প্রাণভরে তোমার বোমা ফাটিয়ো...

কর্তা ॥ উঁ! এই সময়টা রেহাই দাও!...এই সময় আমার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়...এই সময়টাই চেপে থাকো! কেন, ভোরবেলাটা কি বন্দ রাখা যায় না তোমার সংগীতচর্চা! বেগম আখতার!

[কর্তা কাশছে। গিন্নি রাগে গরগর করতে করতে পিকদানি এনে তার মুখে ধরে।]

গিন্নি ॥ যেমন হয়েছে খেঁকুরে চেহারা তেমনি হয়েছে কামড়-মারা কথা! দেশে তো আরো কতো বুড়ো মানুষ আছে...কে এর মতো হেঁচে কেশে একশা হচ্ছে গা? ঐ তো জিতেনবাবু...সেও তো বুড়ো মানুষ...বোঝা যায়? দেখলে ভক্তি শ্রদ্ধা হয়!

কর্তা ॥ তবে যাও, জিতেনবাবুর গলা জড়িয়ে ধরে গান শোনাও গে যাও...

গিন্নি ॥ আ-হা-হা!...তাই যাবো!

কর্তা ॥ যাও! (তড়াক করে লাফিয়ে উঠে) খবর্দার! ফার্দার জিতেনের ডাক্তারখানার দিকে তাকিয়ে যেন গান গাইতে না দেখি। আবার জানালা দিয়ে টিয়া পাখি দেখা হচ্ছে! জানালায় চুলের ফিতে বাঁধা হয়েছে কেন! খবর্দার!

গিন্নি ॥ (গোপনে হেসে, জানালায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে গেয়ে ওঠে) শুক বলে আমার কৃষ্ণ....

কর্তা ॥ (প্রচণ্ড শব্দে কাশতে কাশতে) কানাই...ওরে কেনো...ওষুধটা দিবি'? স্টুপিডটাকে আজ যদি বিদেয় না করেছি...

গিন্নি ॥ (জলের গ্লাসটা কর্তাকে দিতে দিতে) বেঁচে যাবে, তোমার হাত থেকে যে ছাড়া পাবে, তার পরমায়ু বৃদ্ধি পাবে...

কর্তা ॥ ডোনট্ কেযার ! কাউকে দরকার নেই আমার। (জল খাওয়া শেষ করে) ডোনট্ কেযার !

[গিন্নি কর্তাকে তার গামছাটা দেয়। কর্তা গামছা দিয়ে মুখটা মুছতে থাকে।]

গিন্নি ॥ উঁ ! ডোনটো কেয়ার ! বলি এখনো যে ডন্টো কটকটাচ্ছ, সেও এই শর্মার জন্যে...

কর্তা ॥ (গামছা ছুঁড়ে দিয়ে) তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

গিন্নি ॥ বয়ে গেছে কথা বলতে। বলি কেন...আছো কেন আমার কাছে ? ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকলেই তো হয। এক ছেলে আসাম...এক ছেলে দিল্লি...ঠাণ্ডা মন্দিরে গিয়ে উঠলেই পারো। ফেলে রেখেছে কেন আমার ঘাড়ে ? তুমি না থাকলে আমার কিসের ভাবনা গো ! ঝাড়া হাত পা ! তীত্থ করব....ধম্মো করব।...ঐ তো জিতেনবাবু কতোবার কামাখ্যাটা ঘুরিয়ে আনতে চাইছেন....

[বলতে বলতে গেলাসে ওষুধ ঢেলে কর্তার সামনে বাড়িয়ে ধরে]

কর্তা ॥ থাক্ ! আর ভালোবাসা দেখাতে হবে না।

গিন্নি ॥ (কর্তার সামনে গেলাসটা রেখে) বযে গেছে তোমার ভালবাসা দেখাতে !... ভালোবাসা ! এই কলা !

[গিন্নি কলা দেখিযে অদৃশ্য হতে কর্তা চোরের মতো ওষুধের গেলাসটা মুখে তোলে। বালতি হাতে দুধআলা রামদেও দরজায এসে দাঁড়ায়।]

রামদেও ॥ দুধ...

[আচমকা ফোযারার মতো কর্তার গালের ওষুধটা রামদেওর দিকে ছুটে গেলো।]

রামদেও ॥ (বালতি আড়াল করে) আরে বাম ! এ কেয়া কিয়া বাবুজি ? হোলি-কা মাফিক পিচকারি ছোটাতা হ্যায কিঁউ ? মাইজী. দুধ !

[গিন্নি একটা তেলচিটে বালিশ বেড়ালছানার মতো খামচে ধরে ঢোকে।]

গিন্নি ॥ দাঁড়া, বেড়ালের বাচ্চাটাকে রোদে দিযে আসি। সারারাত কেশে কেশে বালিশটার কী করেছে দ্যাখ !

কর্তা ॥ আমার জিনিসে হাত দেবে না তুমি। যাও, নিজেব বাপের বাড়ির জিনিস নিয়ে গিয়ে রোদ্দুরে তাতাও গে যাও।

গিন্নি ॥ সক্কালবেলা বাপ তুললে !

[গিন্নি আচমকা হাতের বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে, কোনোদিকে না তাকিয়ে। সেটা উড়ে গিয়ে পড়ে রামদেওর গাযে।]

রামদেও ॥ এ মাইজী !

কর্তা ॥ (গিন্নিকে) যেমন মানুষ, তাতে বাপ তুলে কিছু অন্যায় করিনি !

গিন্নি ॥ কেন ? আমার বাবা তোমাদের কোন হওয়া-ভাতে কাঠি দিয়েছিলো গো...

কর্তা ॥ কাঠি দেবেন কেন, লাঠি ঘোরাতেন। চালিয়াত...দেশ-বিখ্যাত চালিয়াত! (দুধআলাকে) বুঝলি রামদেও, ঐ মেয়েকে দেখতে আসতেন...আর শেতলপাটি দুধের বাটি কিনে কিনে দিয়ে যেতেন। টাকার টেম্পারেচার দেখিয়ে যেতেন। ব্যাঁকা একখানা লাঠি ছিলো...সেখানো আমার বাবার নাকের ডগায় এমনি-এমনি ঘোরাতেন...

রামদেও ॥ (ঘুরন্ত লাঠির সামনে থেকে সরে গিয়ে) মাইজী, বর্তন লে আইয়ে না—

গিন্নি ॥ দাঁড়া! (কর্তার সামনে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) তা গিয়েছিলে কেন, বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনতে!

কর্তা ॥ গিয়েছিলাম বলেই পার হয়েছিলে! নইলে ঐ মস্তান বাপের প্রশ্রয়ে সুন্দরী অ্যাদ্দিন গোল্লায় যেতে, কুপথে ভিড়তে...

গিন্নি ॥ ও-হো-হো, আমি কুপথে যেতুম...উনি আমাকে সাত পাকে উদ্ধার করেছেন! কতো বড় রাজপুত্তুরের হাতে বাবা আমায় তুলে দিয়েছিলো র‍্যা...

কর্তা ॥ তিনিও কতো বড় বাহাদুর ছিলেন, সেও আমার জানা আছে।

রামদেও ॥ বহুৎ লেট হো যাতা হ্যায় মাইজী। দুধটা লিয়ে ল্যান—হামি যাই!

কর্তা ॥ ওয়েট! একখানা সাইকেল দিয়েছিলেন বিয়েতে, সেটা সাইকেল, না ঢেঁকি! [নাপিত পেল্লাদ—ছোট্ট বাক্স হাতে দুধআলার পাশে এসে দাঁড়ায়]

পেল্লাদ ॥ কতক্ষণ চলছে?

রামদেও ॥ কেয়া মালুম। (উঠে) হাম চলা যায় মাইজী—

গিন্নি ॥ বোস্!...শুধু সাইকেল! আর কিছু দেয়নি? ঘড়ি চেন...একরাশ পণের টাকা...তেইশ খানা পেন্নামি কাপড...তারপর সেই রূপোর গাড়ুটা!

কর্তা ॥ (বিচিত্র হেসে) কি-ন্তু সাইকেলটা? এমনি তার সীট...বসতে গেলেই ঢেঁকির মতো লাফায় আর পেছনে খামচি কাটে। (হেসে) ঢেঁকি-মার্কা সাইকেল!

পেল্লাদ ॥ (হেসে) জমে গেছে। (রামদেওকে) বৈঠ্ যাও...

রামদেও ॥ বৈঠ্‌নেমে কাম চলি! মাইজী—

গিন্নি ॥ (রামদেওকে) চুপ! (কর্তাকে) খামচি কাটে? তা শ্বশুরের জিনিসে অতই যদি খামচি...সাইকেলটা না নিলেই হতো! (ঝংকার দিয়ে ওঠে) তোমার বাবাও কতো সুবিধের ছিলেন...সব মনে আছে। জানিস তোরা, আমার অমন সুন্দর রূপোর গাড়ুটা...সাতদিন যেতে না যেতে শুঁড়িবাড়ি বেচে দিয়ে ওর বাবা মদ গিলেছিলেন।

রামদেও ॥ হায় রাম! দারু পিয়া!

কর্তা ॥ অ্যাই চুপ!

গিন্নি ॥ না বল্...বল্ সবাই...আমার শ্বশুর রূপোর গাড়ু বেচে মদ খেয়েছিলো। [গিন্নি ভেতরে যায়।]

কর্তা ॥ (সন্ত্রস্ত হয়ে) আস্তে! আস্তে! কাণ্ডজ্ঞান নেই! বাইরের লোকের সামনে...(পেল্লাদকে) অ্যাই পেল্লাদ, তোর কী চাইরে...

পেল্লাদ ॥ (কর্তার দাড়ি দেখিয়ে) দাড়ি!

কর্তা ॥ যা যা আজ আমার সময় নেই...

পেল্লাদ ॥ আমারও তাড়া নেই। কামিয়ে দিয়ে যাবো। (রামদেওকে) আরে বৈঠ না...

রামদেও ॥ আরে নেহি। বেকার বখোযাজ...হামকো বহুৎ কাম হ্যায়...দশঘর যানে পড়েগা !...মাইজী, দুধ... [দুধেব পাত্র নিয়ে গিন্নি ঢোকে।]

গিন্নি ॥ দুধ ! যে ফ্যামিলির মদ গেলা অভ্যেস তারা দুধ খেতে যাবে কোন্ 'দুঃখে ? সবাই শুনে যা, আমার শ্বশুর রূপোর গাড়ু বেচে মদ গিলেছিলো...

কর্তা ॥ সে তো ইযে...তোমার ওপর রাগ করে। তুমি তো একটা অপযা। তোমাকে বিযে করার তিন দিনেব মধ্যে আমাব ওকালতি ফেলের খবর এলো। বাবা বাগ কবে গাড়ু বেচে স্লাইট একটু ইযে খেলেন....

গিন্নি ॥ আ হা-হা, আমাকে বিযে কবাব তিন দিনেব মধ্যে ওঁর ফেলের খবর এলো ! আমাকে বিযে কবার আগে উনি যেন মোটে ফেল কবেন নি ! এনট্রানসে দু-দুবার ডাব্বা খাওনি !

পেল্লাদ ॥ জানতাম না তো !

গিন্নি ॥ তৃতীযবাব টুকে পাশ কবোনি ?

পেল্লাদ ॥ টুকে !

কর্তা ॥ (ভেংচি কেটে) হ্যাঁ টুকে ! (গিন্নিকে) টোকাটুকির সময তুমি সেখানে ছিলে ?

গিন্নি ॥ আমি ছিলুম না, কিন্তু জিতেনবাবু তো ছিলেন !

কর্তা ॥ শালা !

পেল্লাদ ॥ দাদু তাহলে টুকেছেন...ধবাও পড়েছেন ! [গিন্নি হাসে]

কর্তা ॥ চুপ ! (গিন্নিকে) আমি আজই বড়খোকাকে চিঠি লিখছি, তোমাব মুখ কী কবে বন্দ কবতে হয...

গিন্নি ॥ লেখো তোমার বড়খোকাকে। আমিও লিখছি ছোটখোকাকে...

কর্তা ॥ ছোটোখোকা আমাব কচু করবে...

গিন্নি ॥ বড়খোকাও আমাব ঘেঁচু কববে...

[গামছায ঘুম চোখ মুছতে মুছতে আধাবুড়ো কাজেব লোক কানাই ঢোকে। গম্ভীব মুখ]

কর্তা ॥ কানাই ! আমাব সব জিনিসপত্তর বিছানা টিছানা সব চিলেকোঠায তুলে দেতো। আজ থেকে আমি ওখানেই থাকবো, ওখানেই শোবো।

কানাই ॥ ফাইনাল ?

কর্তা ॥ ফাইনাল !

কানাই ॥ সন্ধেবেলা বলবে না তো তোর মার কাছে শোবো !

কর্তা ॥ সাট আপ। ফাইনালি কাট আপ !

কানাই ॥ (পেল্লাদ ও রামদেওকে) এ পেল্লাদ, এটা ধবতো...আয ভাই রামদেও, চিলেকোঠায ট্রান্সফার করে দিই...

রামদেও ॥ আরে দুধ...

কানাই ॥ ধ্যাত্তেরি দুধ ! আও, থোড়া হাত লাগাও। রোজ রোজ ঝামেলা সহ্য হয় না !

[তক্তাপোষে কর্তা বসে আছে। কানাই আর পেল্লাদ কর্তা সমেত তক্তাপোষ ধরে উঁচু করতে উদ্যত।]

গিন্নি ॥ অ্যাই অ্যাই হতচ্ছাড়ারা, জ্যান্ত মানুষটাকে চ্যাংদোলা করে তুলেছিস কেন রে....

কর্তা ॥ তোল্ তোল্...আমি গৃহত্যাগ করব।

গিন্নি ॥ উঁ...গৃহত্যাগ করে যাবেটা কোথায় ? মাঝরাতে জল জল !

কর্তা ॥ আর ভূত-ভূত ! রাতে ভূতের ভয়ে গোঙায় ! আবার কথা বলছে দ্যাখ্ !

গিন্নি ॥ ওরে আমার কে রে ! ভূতে ধরলে উনি আমায় ঠেকাবেন। ভূতের সঙ্গে পাল্লা দিতে বুকের পাটা লাগে। সে ক্ষ্যামতা আছে একটা লোকের...

কর্তা ॥ কার ?

গিন্নি ॥ ঐ জিতেনবাবুর... !

কর্তা ॥ তবে রে শালা ! [কর্তা তক্তাপোষ থেকে লাফিয়ে পড়ে কাশতে সুরু করে]

গিন্নি ॥ (মুচকি হেসে গায়) শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে
সারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে
চূড়া তাইতো হেলে...

কর্তা ॥ খক্ খক্ খকখক খকখক...

কানাই ॥ (কান চাপা দিয়ে) থামো থামো...চুপ করো...ও বাবা....ও মা দোহাই তোমাদের...

[গিন্নির গান ও কর্তার কাশি পাল্লা দিয়ে উঠছে। রামদেও বলছে, দুধ ! দুধ !...পেল্লাদ বলছে, দাড়ি দাড়ি ! বিচিত্র....কোলাহল]

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[একই ভোরে এই বাড়ির ওপর তলার শোয়ার ঘর। সর্বাধুনিক আসবাবপত্র টেলিফোনে ছিমছাম সাজানো গোছানো এই ঘরে বাস করে এক নবীন দম্পতি। শ্যামল ও বকুল। খাটে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দুজনে ঘুমোচ্ছে পাশাপাশি। শিয়রের জানালা খোলা। নিচতলার কর্তা গিন্নির চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে। দুজনের ঘুম ছুটে গেছে। বকুল তবু চুপচাপ। শ্যামল খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ ছটফট করে মুখের আবরণ সরালো।]

শ্যামল ॥ নাঃ ! জ্বালিয়ে মারলে তো ! শালা কী খ্যাঁচাড়ে বুড়োবুড়ির পাল্লায় পড়েছি !...লাইফ হেল করে দিলো।

[শ্যামল উঠতে যায়—বকুল টেনে শুইয়ে দেয় শ্যামলকে। চাদরে শ্যামলের

মুখ ঢেকে দেয়। দুজনে ফের ঘুমোবার চেষ্টা করে। হঠাৎ নেপথ্যের চিৎকার সপ্তমে চড়ল। শ্যামল চাদর ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল।]

শ্যামল ॥ (জানালায় গিয়ে নিচতলার দিকে ঝুঁকে) আরে ও মেসোমশাই...আমরা কি বাড়ি ছেড়ে পালাবো?

বকুল ॥ (আধখানা শরীর তুলে) ঝামেলা করো না, বাড়িআলা!

শ্যামল ॥ বাড়িআলা বলে নিচে বসে ক্যানেস্তারা পেটাবে! আমরাও তবে শুরু করি (চিৎকার করে) হোলাল্লা...হোলাল্লা...

বকুল ॥ এই, কী করছ!

শ্যামল ॥ বেশ করছি। হোলাল্লা...হোলাল্লা....

[খোলা জানালা দিয়ে দড়ি বাঁধা খবরের কাগজ উড়ে এসে পড়ল শ্যামলের গায়ে।]

শ্যামল ॥ উফ্!

বকুল ॥ খবরের কাগজ! (হেসে) বেশ হতো! যদি বুড়োদাদুর লাঠিখানা উড়ে এসে ঠাঁই করে লাগত! জানালাটা বন্দ করে দাও না।

[শ্যামল জানালা বন্ধ করে। কোলাহল আর শোনা যায় না।]

শ্যামল ॥ কি নিয়ে দিনরাত গ্যাঁজায় বলোতো? (ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) এতো সাবজেক্ট পায় কোথায়? শালা, মরে গেলেও যেন বুড়ো না হই! বুড়োবুড়ির বনিবনা হয় না, ডিভোর্স করলেই পারে!

বকুল ॥ (উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ছড়া বলে)
বুড়োবুড়ি হুড়োহুড়ি
ছেঁড়া কথা ছোঁড়াছুঁড়ি...
বেলা গেল হায় হায়
হবে নাতো কোর্টকাছারি।
(হেসে) মাসিমা সেদিন যা কুলের আচারটা খাওয়ালেন না! আঃ—

শ্যামল ॥ তোমায় তো নিত্য নতুন খাবার খাইয়ে মাসিমা ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছে!

বকুল ॥ (শ্যামলের পাশে এসে ঘাড়টা দেখায়) এই দ্যাখোনা এখানটায় কী হ'লো?

শ্যামল ॥ কাটলো কী ভাবে? আরে এতো ব্লেড দিয়ে চেরা মনে হচ্ছে!

বকুল ॥ ব্লেড না...নিজের নখ!

শ্যামল ॥ উঁ?

বকুল ॥ বনমানুষ কোথাকার! [শ্যামল লজ্জায় জিব কাটে]
একটু ক্রীম লাগিয়ে দাও না।

[শ্যামল বকুলের কাঁধে ক্রীম লাগিয়ে দিচ্ছে।]

বকুল ॥ আঃ! ছিঁড়ে নিয়েছে! (ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামলকে একনজরে দেখে, মিষ্টি হেসে বলে) দস্যিপনার সময় কিছু খেয়াল থাকে না!

শ্যামল ॥ (হেসে আদর করে বলে) ট্যাবলেট খেয়েছিলে তো?

বকুল ॥ (শ্যামলের কথায় কান না দিয়ে) আঃ আঃ...

শ্যামল ॥ কী বলছি...ট্যাবলেট খেয়ে শুয়েছিলে তো ?

বকুল ॥ না।

শ্যামল ॥ সত্যি খাওনি ?

বকুল ॥ ভুলে গিয়েছিলাম...

শ্যামল ॥ রোজকার কথা কী করে ভুলে যাও বুঝি না। বকুল, শেষে কোত্থেকে কী হয়ে যাবে...

বকুল ॥ হোক্ না !

শ্যামল ॥ হোক না মানে ! আরে না না এর মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা হলে সামলাবে কে ? ধরো....ধরো.... [ট্যাবলেটের পাতা বাড়িয়ে ধরে]

বকুল ॥ (শ্যামলের হাত ঠেলে সরিয়ে) কষ্ট যা হবে আমার হবে। তোমার কী ? আমার একটা ছেলে চাই।

শ্যামল ॥ পাগল ! সামনে তোমার প্রমোশান। আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় ! ওসব চিন্তা ছাড়ো। সব আটকে যাবে !

বকুল ॥ ভালো লাগে না...চাকরি প্রমোশান কিছু চাই না আমার ! সত্যি বলছি শ্যামল, আমার এতো ফাঁকা লাগে।

শ্যামল ॥ এখন বলছ কিছু চাইনে, বাচ্চা পেয়ে গেলে তখন সবই চাইবে বকুল ! নাও নাও...হাঁ করো...হাঁ করো...

[বকুল হাঁ করে। শ্যামল বকুলের গালে ট্যাবলেটটা দেয়, বকুল টেবলেটটা গালে নাড়াচাড়া করতে থাকে। শ্যামল একটু দূরে গিয়ে গেলাসে জল ভরছে।]

বকুল ॥ আমার খুব মা হতে ইচ্ছে করে। (বকুল আড়চোখে শ্যামলকে দেখে নিয়ে ট্যাবলেটটা মুখ থেকে বার করে নেয়) ভালো লাগে না, রোজ ট্যাবলেট গিলে গিলে সব আশা মুছে ফেলে অফিসে দৌড়ুতে মাথা ঝিমঝিম করে। মুখে কি সব বেরুচ্ছে। কিরকম মুটিয়ে যাচ্ছি ! এরপর চাইলেও যদি আর না হয়...

[বকুল শ্যামলের আড়ালে ট্যাবলেটটা একটা পেটমোটা মাথাফুটো পুতুলের মধ্যে টুক করে ফেলে দেয়। যেন খুচরো পয়সা জমাচ্ছে।]

শ্যামল ॥ সোনামনি, চাকরি-করা মেয়েদের বাচ্চাটাচ্চা হতে নেই।

[শ্যামল জল নিয়ে এলো। বকুল হাঁ করে। শ্যামল জল গালে ঢেলে দেয়। বকুল এমন ভঙ্গি করে যেন মোটা কিছু গিলল। শ্যামল এককোষ জল বকুলের মাথায় চাপড় মারতে মারতে]

শ্যামল ॥ যাঃ বাচ্চা নির্মূল ! সেফ সাইড্ ! নো রিস্ক ! (বকুল শ্যামলের হাত ঠেলে দিয়ে রাগ দেখায়) আরে হবে হবে। একটু ভালো করে গুছিয়ে নিই। এ বুড়োবুড়ির বাড়ি ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাই...তারপরই হাম দো হামারা (বাকিটা আঙুলে দেখায়) মাত্র আর তিনটি বছর।

বকুল ॥ তিন বছর ! এখনও !....আজ আমি অফিস যাবো না।

[বকুল ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গেল।]

শ্যামল ॥ (এতোক্ষণে খবরের কাগজটা মেলে ধরে সামনে) বেশ আছো মাইরি। বসন্তকে কব্জা করে রেখেছ।...সামনে দিয়ে হেলে সাপের মতো একটু হেলেদুলে ঘুরে যাবে...ঠাণ্ডা! আর শালা আমার ওদিকে...সারাদিন ব্যাগ ঘাড়ে নিয়ে ঘোরো....যতো ডাক্তারের ল্যাজে তেল লাগাও...মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ...ফেরিওয়ালা...শালা! [বাথরুমে বকুলের গান।] ল্যাও ঠ্যালা! আমাকে এখন সেই বর্ধমান হাসপাতালে ছুটতে হবে।

[মুখে চোখে জল দিয়ে বকুল বেরিয়ে এল।]

বকুল ॥ তুমিও আজ ডুব মারো না।

শ্যামল ॥ মাইরি! টি.এ.-ডি.এ-টা তুমি দিয়ো...কমিশনটা তুমি দিয়ো...

বকুল ॥ কী যে দিনরাত টাকা টাকা করো! অ্যাই বলোতো আজ কতো তারিখ?

শ্যামল ॥ সাত তারিখ!

বকুল ॥ হুঁ হুঁ। এই মাসের এই সাত তারিখে পাঁচ বছর আগে কী হয়েছিল?

শ্যামল ॥ কী হয়েছিল?

বকুল ॥ আমরা প্রেমে পড়েছিলাম।

শ্যামল ॥ (চোখ পাকিয়ে) না কি?

বকুল ॥ আহা, সব ভুলে গেছে! মনে নেই, আমরা রাজগীরে বেড়াতে যাচ্ছিলাম...ট্যুরিস্ট বাসে তোমার সঙ্গে দেখা। প্রথম দর্শনেই...

শ্যামল ॥ দূর! প্রেমে পড়ার দিন আবার মনে থাকে নাকি?

বকুল ॥ থাকবে না? বাব্বা! কী ঝড় বয়ে গেল! আমি বাবাকে বললুম, বাবা আমি আমার পছন্দ মতো বিয়ে করবো। বাবা বললেন, করো, এবং বাড়ি থেকে দূর হও। মনে আছে—

শ্যামল ॥ ভদ্দরলোক এক কথার মানুষ!

বকুল ॥ দিনটাকে আমরা সেলিব্রেট করবো! অ্যাই, চলো না কোথাও ঘুরে আসি।

শ্যামল ॥ আউটিং!

বকুল ॥ দারুণ হবে। যাবে? বকখালি যাবে? সমুদ্রের ধারে বিরাট ঝাউবন! যাবে? আজ উইক ডে...বকখালি আমাদের জন্যে একেবারে খালি!

শ্যামল ॥ লোকে জন্মদিন পালন করে, বিবাহবার্ষিকী পালন করে, কিন্তু প্রেমে পড়ার দিন পালন কেউ করেছে বলে শুনিনি...

বকুল ॥ আরে তোমার জন্মদিনে আমার কী, আমার জন্মদিনে তোমারই বা কী? কিন্তু প্রেম আমাদের দুজনের। যাও মোটর বাইক বার করো—

শ্যামল ॥ অতো রাস্তা বাইকে—

[বকুল দুহাতে শ্যামলের গলা জড়িয়ে ধরে, যেমন করে মোটর বাইকের পেছনে মেয়েরা ঝুলে থাকে]

বকুল ॥ (গান করে) এ পথ যদি না শেষ হয়
তবে কেমন হত তুমি বলো তো—

শ্যামল ॥ (সুরে) তুমি বলো...

বকুল ॥ (সুরে) তুমি বলো...

শ্যামল ॥ মোটেই ভালো হবে না। বর্ধমান হাসপাতালে যেতে হবে।

বকুল ॥ গুলি মারো বর্ধমান ! (শ্যামলের হাত ধরে টানে) কই যাও, তাড়াতাড়ি চান করে নাও...তোমার তো গেঁতুমি করতে করতেই...

শ্যামল ॥ আরে দাঁড়াও, চা-টা খাই...ভাবি...

বকুল ॥ ভাবতে গেলে যাওয়া হবে না ! চলো চলো, চা-টা সব আজ বাইরে হবে। যাও...রেডি হয়ে নাও...

[বকুল প্রায় জোর করেই শ্যামলকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর শ্যামলের জামা প্যান্টও বাথরুমে দিয়ে দিলো।]

বকুল ॥ (বিছানাটা বেডকভারে ঢাকতে ঢাকতে রবীন্দ্রসংগীত গুনগুন করে) আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ...

[টেলিফোনটা বেজে ওঠে। বকুল ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরে]

হ্যালো !....

[সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কোণে দেখা যায় টেলিফোন বুথ। দোলন টেলিফোন ধরে আছে। উগ্র প্রসাধনে পোষাকে সজ্জিত। চোখে একটা কালো চশমা। শ্যামল বকুলেরই বয়সী দোলন।]

বকুল ॥ হ্যালো ! কাকে চাইছেন...হ্যালো...কে বলছেন...

দোলন ॥ (একটু সময় চুপ করে থেকে রহস্যময় গলায়) লীলাবতী ঘোড়পাড়ে...

বকুল ॥ (অবাক) লীলাবতী ঘোড়পাড়ে !

দোলন ॥ (পূর্ববৎ) ও...নামটা বুঝি পছন্দ হলো না আপনার ? তাহলে আশ্চর্যময়ী শর্মাচার্য্য !

বকুল ॥ কে ভাই দুষ্টুমি করছেন ? বলুন না, কে ?

দোলন ॥ তবে আমি দুষ্টুমিষ্টি বসু...

বকুল ॥ (বাথরুমের দিকে ফিরে জোরে) অ্যাই শুনছ, কালকের সেই উড়োফোনটা আবার এসেছে।

দোলন ॥ (মুচকি হেসে) আমি উড়োপায়রা মজুমদার।

বকুল ॥ ওগো শুনছো—

শ্যামল ॥ (নেপথ্যে) দাঁড়াও যাচ্ছি।...ছেড়ে দিয়ো না।

দোলন ॥ আপনি বুঝি পুলিশ ডাকছেন ?

বকুল ॥ ডেকে তো কোন লাভ নেই...কোথা থেকে রিং করছেন, তা তো জানার উপায় নেই। নইলে নিশ্চয়ই ডাকতাম। ভদ্রলোকের বাড়িতে উল্টোপাল্টা ফোন করে বিরক্ত করার মজাটা টের পাইয়ে দিতাম।

দোলন ॥ রোজ সকালে এক চামচ করে মধু খাবেন ভাই। গলার স্বরটা মিষ্টি হবে।

বকুল ॥ আপনি রোজ সকালে এক গ্লাস করে চিরতার জল খাবেন, মাথা ঠাণ্ডা হবে।

দোলন ॥ ছিঃ ! কেন চটে যাচ্ছো ভাই ! বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

বকুল ॥ আমার বর ঝগড়া করে না। স্টুপিড্ ! তোমার বরের মতো ইতর অসভ্য নয়।

দোলন ॥ অ্যাই, তুমি কী করে জানলে ভাই! সত্যি যা বলেছ...আমার লোকটা কী-পাজী....কী-পাজী! কাল রাত্রে আমাকে না কী পিটুনি দিয়েছে!

বকুল ॥ তোমার মত বৌকে মেরে ফেলাই উচিত!

দোলন ॥ মারতো...মেরেই ফেলতো...কিন্তু চারদিকে এত বধূহত্যা হচ্ছে...তাই আর সাহস পায়নি!...আচ্ছা তোমার বর তোমাকে পেটায়!

বকুল ॥ ওরে ন্যাকা আমার বর ভদ্রলোকের ছেলে।

দোলন ॥ কী ভালো...কী ভালো!...অ্যাই তোমারটা আমায় দেবে আমারটা তুমি নেবে?

বকুল ॥ অ্যাই শুনছো!

[সদ্যস্নাত শ্যামল জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে ঢোকে।]

শ্যামল ॥ কী বলছে?

বকুল ॥ তোমারটা আমায় দেবে, আমারটা তুমি নেবে... ? দাও তো, গোটা কতক চোখা চোখা গালাগাল দাও তো—(ফোনে) ঐ এসেছে! তোমার হচ্ছে!

শ্যামল ॥ যাও! তুমি তৈরী হয়ে নাও!

বকুল ॥ কী সব নোংরা নোংরা কথা বলছে!...কলকাতায় আজকাল ফোনের এই উৎপাত সুরু হয়েছে! (নিজের জামা কাপড় নিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে) লীলাবতী ঘোড়পাড়ে...মারবো একটি কিল তোর ঘাড়ে! [বকুল চলে যায়।]

শ্যামল ॥ (রিসিভারটা কানে ধরে) কই আসুন, কী বলছেন...আমায় বলুন তো...

দোলন ॥ (ফোনে) কেমন আছো?

শ্যামল ॥ অ্যাঁ!

দোলন ॥ চিনতে পারছো না!

শ্যামল ॥ না!...কে?

দোলন ॥ মাত্র ক' বছরের মধ্যে ভুলে গেলে!

শ্যামল ॥ না মানে....আপনি...মানে তুমি...(রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে) দূর, তুমি না তুই... ?

বকুল ॥ (পাশের ঘর থেকে উঁকি দিয়ে) কই কিছুই তো বলছ না। গালাগালি কই?

শ্যামল ॥ গালাগালি দিতে গেলে একটা প্রিপারেশন লাগে না?

বকুল ॥ প্রিপারেশন লাগে! দাও আমায় দাও।

শ্যামল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি। যাও তুমি তৈরী হও।

বকুল ॥ বাবা! মেয়েছেলের গলা পেয়ে সুর নরম! [পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়]

দোলন ॥ (ফোনে গুনগুন করে)
যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে
তবু মনে রেখো...

শ্যামল ॥ দোলন!

দোলন ॥ উঁহু, দোলা! তোমার দোলা!

শ্যামল ॥ দোলা! তুমি...হঠাৎ এতো দিন বাদে...

দোলন ॥ সাত বছর !...সেই বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে, তোমায় ছেড়ে চলে গেলাম !
শ্যামল ॥ কবে এসেছ কলকাতায় ? সুদীপ কেমন আছে ?
দোলন ॥ আবার সুদীপের কথা কেন ?
শ্যামল ॥ বারে তোমার স্বামীর খবর নেব না ? আর সুদীপ আমার কলেজের বন্ধু ! আমাদের ক্লাসমেট !
দোলন ॥ সুদীপের খবর আমি রাখি না শ্যামল।
শ্যামল ॥ মানে ?
দোলন ॥ আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।
শ্যামল ॥ সে কী ! কবে ? কেন ?
দোলন ॥ তুমি ! তোমাকে নিয়েই বিবাদ !
শ্যামল ॥ আমায় নিয়ে !
দোলন ॥ সুদীপ আর আমার মাঝখানে কাঁটা হয়ে বিঁধেছিলে তুমি ! যাক্ সে সব কথা !...শ্যামল, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। তুমি এখুনি মেট্রোর নিচে চলে এসো শ্যামল !
শ্যামল ॥ ও. কে. ! ও. কে. ! মেট্রোর সিনেমার নিচে...(থেমে) আজ ? সর্বনাশ ! না না দোলা, হবে না...আজ এমন একটা কাজ...
দোলন ॥ প্লিজ ! কাজের দোহাই দেবে না। ওসব অফিস কাছারির পান-চিবুনো বাবুদের কাজের কথা শুনলে আমার অ্যালার্জি হয় ! তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি।
শ্যামল ॥ কিন্তু দোলন, আজকের দিনটা....কী বলব, এমনভাবে ফেঁসে আছি...
দোলন ॥ তাহলে কিন্তু তোমার বাড়িতে চলে যাবো, আর তোমার বৌ-এর সামনে থেকে তোমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আসব...
শ্যামল ॥ না, না, বাড়িতে এসো না...মানে বাড়িতে খুব একটা বিপদ...
দোলন ॥ হোয়াট !
শ্যামল ॥ মানে আমাদের বাড়িআলা, বৃদ্ধ ভদ্রলোক...হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে...বাঁচবে না...আমাকেই ছোটাছুটি করতে হচ্ছে...তেমন হলে হয়তো শ্মশান ঘাটেও যেতে হতে পারে—
দোলন ॥ কিন্তু আজই যে তোমাকে আমার চাই শ্যামল।...শ্যামল, এমন দিন ছিল, যেদিন আমি ডাকলে তুমি না এসে পারতে না !...মনে পড়ে ?
শ্যামল ॥ সে সব দিন কি ভোলা যায় দোলা, সেই ইউনিভার্সিটির দিনগুলো !
দোলন ॥ দামাল দিন, উদ্দাম দিন...রইলো না সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি !...শ্যামল, এই সাত বছরে একটা দিনও তোমাকে ভুলতে পারলাম না।
[বকুল সেজেগুজে এঘরে বেরিয়ে এসে দ্যাখে শ্যামল রিসিভার কানে নিয়ে আবেশে দুলছে।]
বকুল ॥ একি ! দুলছ কেন ?
শ্যামল ॥ (চমকে) দুলছি ?
বকুল ॥ নয়তো কি ? দুলছ...দুলতে দুলতে ঘুমিয়ে পড়ছ ! ব্যাপারটা কী ?

শ্যামল ॥ (সঙ্গে সঙ্গে গলা গম্ভীর করে ফোনে) শুনুন মিসে ঘোড়পাড়ে, আজ যদি সময় থাকত আমি আপনার সঙ্গে মেট্রোর নিচে দেখা করে একটা হেস্তনেস্ত করতুম, নেহাৎ আটকে গেছি তাই। কিন্তু কাল আমি আপনাকে ছাড়বো না। কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলুনতো।

দোলন ॥ বৌ বুঝি পাশে ?

শ্যামল ॥ (রুক্ষ গলায়) বুঝতে এত সময় লাগে কেন আপনার ?

বকুল ॥ (টুক করে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে) বুঝিয়ে দিচ্ছি ! আজ ! আজ ! দেখা করতে চান তো ?....চলে আসুন বকখালি...বকখালির ঝাউবনে। আমরা আউটিং-এ যাচ্ছি !...আপনার স্বামীকেও নিয়ে আসুন। সেখানেই না হয় পাল্টাপাল্টি করে নেয়া যাবে।

[ফোনটা ঝপ করে রেখে দিল বকুল। দোলন কঠিন চোখে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে আছে।]

বকুল ॥ (শ্যামলকে) হাঁ করে দাঁড়িযে আছো যে ! ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ...কী নেবে, গুছিযে নেবে এসো। নাকি এখনও এখানে দুলবে !

[শ্যামলকে টেনে নিযে বকুল পাশেব ঘবে গেলো। দোলন আবার ডায়াল করছে। বার বারই বিফল হচ্ছে। শেষে বকুলের ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। শ্যামল পড়িমরি ছুটে এসে ফোন ধরে। প্রায পিছু পিছু আসে বকুল।]

বকুল ॥ উঃ ! আবার কে !

শ্যামল ॥ (কাঁপা কাঁপা গলায) হ্যালো ! হ্যালো !

দোলন ॥ এখনো বাড়ি আছো ?

বকুল ॥ কে গো ! কার ফোন ?

দোলন ॥ (চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে) বকখালি যাচ্ছো !

শ্যামল ॥ (বকুলকে) হেড অফিসেব বড সাহেবের পি-এ...

বকুল ॥ ভগবান ! আজ কিন্তু কোনো ঝামেলায় জড়াতে পারবে না...শিগগির কাটিয়ে দাও। [বকুল পাশের ঘরে যায়।]

শ্যামল ॥ (চাপা গলায়) দোলন। অ্যাই দোলন—

দোলন ॥ তোমার বাড়িআলা ভালো আছে ? নাকি শ্মশানঘাটে পৌঁছে গেছে ?

শ্যামল ॥ না, মানে দোলন—

দোলন ॥ বৌ নিয়ে বকখালি ঝাউবনে যাবে...আউটিং-এ...এটা জানলে তোমায় আমি আটকাতাম না শ্যামল !

শ্যামল ॥ তুমি এমন করে বোলো না প্লীজ...হঠাৎ সকালবেলা ও ঠিক করে ফেলল...মানে সত্যি এমন হুটহাট প্রোগ্রাম কখনো হয় না আমাদের, আজ কেন জানি না বকুলের উৎসাহে...দোলন আজকের দিনটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও লক্ষীটি...

দোলন ॥ ছেড়ে দেব ? আমি তো তোমাকে এখনো ধরিইনি ! সত্যি ! আশ্চর্য ধরনের মধ্যবিত্ত হয়ে গেছ শ্যামল !...বৌ নিয়ে আউটিং ! (হাসি) সঙ্গে কিছু মাথা ধরার ট্যাবলেট নিয়ে যেও...কাজে লাগতে পারে...

শ্যামল ॥ দ্যাখো তুমি যা ভাবছ, তা নয়। ওসব বৌ নিয়ে ঘোরাঘুরি আমার আসে না...ওসব মধ্যবিত্ত মানসিকতা এখনো আমার মধ্যে ঢোকেনি। ও-কে ! আমি বকখালি ক্যানসেল করছি !

দোলন ॥ কেন ? ক্যানসেল করবে কেন !...যাবে বকখালি,আমার সঙ্গে যাবে।

শ্যামল ॥ তুমি যাবে ?

দোলন ॥ খুব খারাপ হবো না...তোমার বৌকে না দেখেও বলছি...সঙ্গী হিসেবে তার চেয়ে খারাপ হবো না...

শ্যামল ॥ ঠিক আছে...তুমি মেট্রোর নিচে অপেক্ষা করো, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।
[বাইরে বেরুবার সালোয়ার কামিজে প্রস্তুত হয়ে বকুল ঢোকে। শ্যামল ফোন রাখে। বকুলের মাথায় তালপাতার টুপি, চোখে গগল্‌স, কাঁধে ওয়াটার বোতল, ক্যামেরা, হাতে একটা জামাকাপড়ের ব্যাগ।]

বকুল ॥ আধঘণ্টার মধ্যে কোথায় আসছ ?

শ্যামল ॥ হেড অফিসে !

বকুল ॥ হেড অফিসে ?

শ্যামল ॥ জরুরি তলব ! এক্ষুনি আমায় বর্ধমান যেতে হবে বকুল !

বকুল ॥ আমি ঠিক জানতাম তোমার জন্যেই যাওয়া হবে না।

শ্যামল ॥ আরে আমার জন্যে কোথায় ? আশ্চর্য ! আমি তো যাবার জন্যে রেডি হয়ে রয়েছি...মাঝখান থেকে অফিসারটা যে বাগড়া দেবে কে জানতো !

বকুল ॥ আমি আর জীবনে তোমায় নিয়ে প্রোগ্রাম করব না !

শ্যামল ॥ কী করব বলো...পরের গোলামি করতে গেলে এসব হবে। বর্ধমান হাসপাতালে একলাখ টাকার ওষুধের অর্ডার দেবে...আমি না গেলে সব ভেস্তে যাবে...

বকুল ॥ রাখো রাখো।...নিজে ডিউটিফুল হিসেবে নাম কেনা হচ্ছে !...দিনরাত কাজ কাজ !...ফাঁকি দিতে শিখতে হয়...বৌ-এর জন্যে বছরে একটা দিন অন্তত রাখতে হয় !...তা কি আর রাখা যাবে ? নিজে ওষুধ কোম্পানির ফিল্ড-অফিসার হবে....ফিল্ড মার্শাল হবে...কতো অ্যামবিশান... !

শ্যামল ॥ আচ্ছা চলো....চলো বকখালি।

বকুল ॥ হ্যাঁ তারপর তোমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হোক্... !

শ্যামল ॥ হয় হোক্ টানাটানি।...তবু অন্তত একটা দিন আমায় তোমার জন্যে রাখতেই হবে বকুল। তোমার প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে !

বকুল ॥ থাক্। আমার দিকটা কতো উনি দেখছেন ! কী আছে আমার জীবনে ?...কোন্ সুখ আহ্লাদটা আছে !...দশটা পাঁচটা কলম পিষে টাকা আয় করছি !...আমি তো তোমার টাকা আয়ের যন্ত্র !

শ্যামল ॥ বলছি তো, চলো বেড়িয়ে আসি...

বকুল ॥ (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) চলো...

শ্যামল ॥ (থিতিয়ে গিয়ে) না। এভাবে মাথা গরম করে যাবে না। রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে !...যাবে যেদিন, বেশ মুড নিয়ে...মেজাজ নিয়ে যাবে...

বকুল ॥ আমার মুড ঠিক আছে।

শ্যামল ॥ (বকুলের পাশে বসে) যাঃ! একেবারে অফ-মুডে রয়েছো!...আমি তোমার মুড বুঝি না?...কামিং উইকে আমরা যাবো...শোনো, আমরা লাকসারি বাসে যাবো! আজই আমি টিকিট বুক করছি।

বকুল ॥ আজ গেলে যাবো, নাহলে কোনোদিনও যাবো না।

শ্যামল ॥ (ব্যাজার মুখে) আজই! সকাল থেকে এতো বাধাব মধ্যেও যাবে? বেশ চলো...

বকুল ॥ না যাব না, তুমি তোমার কাজে যাও।

শ্যামল ॥ (খুশি হয়ে বকুলের চিবুক ধরে) খালি ছেলেমানুষি! (নিজের কাজের ব্যাগ নেয়, মোটরবাইক চালাবার হেলমেটটা মাথায় দেয়।) শোনো, আজ আমার ফিরতে একটু রাত হতে পারে।...তুমি তাহলে অফিস যাচ্ছো তো! যাও..হুটহাট করে অফিস কামাই করতে নেই...দেখি একটু আদর করে যাই...

[শ্যামল বকুলের মুখটা ধরে নিজের মুখের দিকে টেনে আনতেই হেলমেটে আর বকুলের তালপাতার টুপিতে ঠোকাঠুকি হয়। দুজনে হেসে ওঠে। বকুল শ্যামলের গলা জড়িয়ে ধবে আদুরে গলায বলে—]

বকুল ॥ চলো যাবো।

শ্যামল ॥ বর্ধমানে কিজন্যে যাবে?

বকুল ॥ বকখালি যাবো—

শ্যামল ॥ আরে ধ্যাৎ! একবার বলছো যাবো, আবার বলছো যাবো না! তুমি কি আমায় নাচাচ্ছো?

বকুল ॥ যাবো।

শ্যামল ॥ না যাবে না, বসো। আমার বকখালিও গেলো বর্ধমানও গেলো!

বকুল ॥ বলছি তো যাবো।

শ্যামল ॥ না যাবে না! তোমার মাথায় ছিট আছে! [শ্যামল বেরিয়ে যায়]

বকুল ॥ (ডাকে) শ্যামল...যাবো...সত্যি যাবো...শ্যামল...

[রাগে দুঃখে বকুলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। নেপথ্যে শ্যামলের মোটরবাইকের গর্জন শোনা গেলো। বকুল উঠে জানালা দিয়ে দেখলো। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফোন করতে সুরু করল।]

বকুল ॥ হ্যালো ৫৫৬-৪২৪৯? অরূপকে একটু ডেকে দেবেন? আপনাদের নিচের তলায় থাকে।...অরূপ...অরূপ...অরূপ রায়...

[দরজায় অরূপকে দেখা গেলো। ঘরে পা দিতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়েছে। সপ্রতিভ যুবক। বকুলের চেয়ে সামান্য ছোটো।]

অরূপ ॥ অরূপ বাইরে গেছে।

বকুল ॥ (ফোনে) কোথায় গেছে?

অরূপ ॥ বকুল সেনের বাড়ি! [বকুল চমকে ঘুরে অরূপকে দেখতে পায়।] (হেসে) কে বলে টেলিফোনে কাজ হয় না! একেবারে লোক ধরে বাড়ির ওপর এনে হাজির করে।...বান্দা হাজির! আদেশ করো বেগমসাহেবা...

বকুল ॥ আগে বলো, সকাল বেলায় আমায় কাছে কেন ?

অরূপ ॥ আজ থেকে তোমার এখানেই আমার আস্তানা। তুমি দিনের পর দিন অফিস কামাই করবে, আর আমি ওদিকে নিত্যানন্দ ঘোষালের ধাতানি খাবো....এটা চলতে পারে না !...ঘোষাল সাহেব তোমার যাবতীয় ফাইল আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন...কাজেই আমিও তোমার ঘাড়ে চাপলুম !...নো অফিস, নট কিচ্ছু !...তা আজ তোমার কোথায় প্রোগ্রাম ?

বকুল ॥ নো প্রোগ্রাম !

অরূপ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাজে বকোনা বকুলদি !... সালোয়ার কামিজ... মাথায় তালপাতার টুপি... চোখে গগল্‌স... নিশ্চয়ই কর্তার সঙ্গে আউটিং ?

বকুল ॥ আরে নারে বাবা। আমার কর্তা তার কাজে চলে গেছে। বর্ধমানে।

অরূপ ॥ বর্ধমানে গেছে ! (ব্যাগের চেন খুলে শ্যামলের পায়জামা পাঞ্জাবি দেখায়) এই পায়জামাটা কার ?

বকুল ॥ ওটা নিয়েছি তোমার জন্যে...চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে।

অরূপ ॥ মাইরি আরকি ! যাচ্ছিলে কর্তার সঙ্গে, এখন আমায় সামনে পেয়ে চক্ষুলজ্জার খাতিরে...অত ফেকলু আমি না বকুলদি।

বকুল ॥ অরূপ, হাতে কিন্তু সময় নেই—

অরূপ ॥ তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ ? তোমার জন্যে খেটে খেটে যার হাড় কয়লা...

বকুল ॥ সাত সকালে মজা করতে তোমায় ফোন করিনি। যাবে কি যাবে না ? তুমি না গেলে আর কাউকে নিয়ে যাবো—যাবোই ! (আপন মনে গজগজ করে) কোনদিন আমার কোন কথা শুনলো না ! কোথাও নিয়ে যেতে বললে নিয়ে যাবে না...পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের বিয়ের দিনটা পর্যন্ত পালন করা হ'লো না ! এতো করে বললাম আজকের দিনটা আমার কথা শোনো, কিছুতেই না।

অরূপ ॥ এই বকুলদি, কী হয়েছে কি তোমার ? আমাকে বলো।

বকুল ॥ কিচ্ছু হয়নি। তোমরা যাও, কাজ করো, প্রমোশন পাও, যা খুশি করো, গো টু হেল ! আমার কাউকে দরকার নেই। আমি একাই যাবো।

অরূপ ॥ যা বাব্বা ! এতো ক্ষেপে গেছে ! চলো বাবা, যেখানে নিয়ে যাবে চলো। শুধু রাত বারোটার আগে বাড়ি ফিরতে হবে। আমার স্বর্গত বাবার সহধর্মিনী বুড়িটা বড্ড বকাবকি করে।

বকুল ॥ ...সত্যি যাবে ?

অরূপ ॥ বাব্বা ! বেগমসাহেবার মেজাজ খুশ !...চলো, চলো...তোমার জন্যে এনিথিং...[অরূপ বকুলের দু'একটা ব্যাগ কাঁধে নেয়।] গেল আর একটা ক্যাজুয়াল !

বকুল ॥ অরূপ,শুধু টুরিস্ট বাসের দুখানা টিকিট কাটতে হবে।

অরূপ ॥ টুরিস্ট বাস ! কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?

বকুল ॥ বহুদূর !...সমুদ্দুর...বালিয়াড়ি...ঝাউবন...নীলাকাশ...(হেসে)...ভয় করছে নাকি খোকা ?

[আলো নেভে]

প্রথম অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[নিচের তলায় কর্তা-গিন্নির ঘর। পূর্ববর্তী দৃশ্যের পরক্ষণ। বাইরে বেরুবার সাজে সজ্জিত বকুল এক তাড়া চাবি নিয়ে এ-ঘরে ঢুকলো। ঘর ফাঁকা। বকুল বার দুই 'মাসিমা' 'মেসোমশাই' বলে ডাকল—কোনো সাড়াশব্দ এলো না। বকুল কী করবে বুঝতে পারছে না। ইতস্ততঃ পায়ে অরূপ দরজায় এলো।]

অরূপ ॥ কই, কী হলো ?

বকুল ॥ দাঁড়াও, ঘরের চাবিটা দিয়ে যাই...শ্যামল ফিরে ঘরে ঢুকতে পারবে না।

অরূপ ॥ তাড়াতাড়ি করো।

বকুল ॥ মাসিমা...মাসিমা...যাও, তুমি একটা ট্যাকসি ডাকো।

অরূপ ॥ এরপর কিন্তু আমরা ঝাউবনের বাস মিস করবো। [অরূপ চলে যায়।]

বকুল ॥ কানাইদা... [গিন্নি ঢোকে।]

গিন্নি ॥ কে ? বকুল ! ও মা, সেজেগুজে চল্লি কোথায় সাত-সকালে ?

বকুল ॥ কানে কানে বলবো। [গিন্নির কানে কানে বলে]

গিন্নি ॥ তাই বুঝি ? যা যা, ভালোভাবে ঘুরে আয়। আগে বললে আমিও যেতাম। দিনরাত তোর মেসোর সংগে ঝগড়া করতে ভালো লাগে বল্ !

বকুল ॥ শ্যামলকে কিন্তু বলবেন না !

গিন্নি ॥ না, না ! আরে মেয়েদের সব গোপন কথা...ও কি পুরুষ মানুষকে বলতে আছে নাকি ? তোর কোনো কথাটাই আমি কাউকে বলিনি।...তোর জন্যে চালতার আচার বানিয়ে রেখেছি ! দেখিস, কেমন স্বাদ !

[কর্তা কানাই-এর হাত ধরে বোঝাতে বোঝাতে ঢুকলো।]

কর্তা ॥ (কানাইকে) শিঙি ! শিঙি ! মাছ আনবি শিঙি !

গিন্নি ॥ না, না—বেলে—বেলে !

কর্তা ॥ (জোরে) শিঙি-ই-ই !

গিন্নি ॥ বেলে-এ— [বিপর্য্যস্ত কানাই দু'কানে আঙুল ঢোকায়]

কর্তা ॥ আমি বলছি তুই শিঙি মাছ আনবি।

গিন্নি ॥ খবর্দার ! বেলে মাছ !

কর্তা ॥ উঁ ! বেলে ! যতো এলেবেলে মাছ ! (বকুলকে দেখে) ও শালা মাছ-ই না বুঝলে বকুল। বেলে, খেলে আর না-খেলে...

গিন্নি ॥ আহা যত মাছ ওনার শিঙি ! শিঙি ফোঁকো...

কর্তা ॥ রক্ত আছে !

গিন্নি ॥ তাহলে ব্লাডব্যাংকে গিয়ে রক্ত খেলেই হয়—মাছ খেয়ে কী লাভ, বল্ বকুল ! (বকুল হাসি চেপে ঘাড় নাড়ে) যা, মোটা দেখে বেলে মাছ নিয়ে আয়, জিতেনবাবু বেলেমাছের ঝাল খেতে চেয়েছেন।

কর্তা ॥ কে ! কে খাবে !

বকুল ॥ জিতেন ডাক্তারবাবু।

কর্তা ॥ কানাই !

কানাই ॥ কানাই নাই ! মাইনে কড়ি বুঝে দ্যাও, আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

বকুল ॥ কী হচ্ছে কানাইদা, দাঁড়াও না...

কানাই ॥ না না। ফি-দিন বাজারে যাবার আগে এই কান্ড ! খেটে খাবো, হুজ্জুতির মধ্যে থাকতে যাবো কোন্ দুঃখে ! দুটো কানের ফুটো আমার বুঁজে গেছে বৌদি...

গিন্নি ॥ যাবে না ? দিনরাত কানের ওপর গাঁক-গাঁক করে চেচাঁচ্ছে !

কর্তা ॥ নিজে চেচাঁচ্ছো !

গিন্নি ॥ তুমি চেঁচাচ্ছো !

কর্তা ॥ তুমি ! তুমি !

কানাই ॥ ওরে বাবারে, তোমার ঘরে আমারে রাখবে বৌদি, আমি মাইনে চাইনে—

বকুল ॥ মাসিমা ও মাসিমা...একজন চুপ করুন। মেসোমশাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ! ঐ দেখুন লাঠি ঠুকছেন—

গিন্নি ॥ ও লাঠি ঠোকার লাঠি, মারার লাঠি না রে মা। (বকুলকে পোশাক দেখিয়ে) তোর কী সুন্দর পোশাক ! আমাকে কোনোদিন কিনে দেয়নি !

কর্তা ॥ শালোয়ার কামিজ পরবে তুমি !

গিন্নি ॥ পরবো ! বেলে মাছ খাবো—

বকুল ॥ শুনুন মাসিমা, আমি একটা ফর্মূলা দিচ্ছি, তা'লে আর আপনাদের গোলমাল হবে না।...সারাদিনে আপনাদের যতো কথা হবে—একটা আপনার কথা থাকবে, পরেবটা মেসোমশাই-এর। তারপরটা আপনার, আবার পরেরটা মেসোমশাইয়ের...এইভাবে যদি চলেন—

কর্তা ॥ অল রাইট ! তাতে যদি শান্তি হয়...অলরাইট ! আমি শান্তভাবেই বলছি, বেলেমাছ খাবে তো ? যা কানাই, তোর মা যা বলেন—তাই আন। বেলেমাছই আন—

কানাই ॥ ফাইনাল ?

কর্তা ॥ ফাইনাল !

গিন্নি ॥ না, তোর বাবা যা বলেন তাই আন—শিঙিই আন।

কর্তা ॥ না গো, তুমি বেলে খাবে, আমি শিঙি খাবো—এ হয না।—আমিও বেলে খাবো—

গিন্নি ॥ তুমি হজম করতে পারবে না গো !

কর্তা ॥ আমি চেষ্টা করবো, হজম করতে চেষ্টা করবো ! কী বলো বকুল ?

গিন্নি ॥ মবে যাবে গো ! তোমাব পক্ষে শিঙিই ভালো—

কর্তা ॥ (ক্ষেপে চিৎকাব কবে ওঠে) বেলে !

গিন্নি ॥ শিঙি !

কানাই ॥ দুটোই আনছি।

কর্তা ॥ না—একটা ! সেটা বেলে !

গিন্নি ॥ একটা ! সেটা শিঙি !

কর্তা ॥ বেলে ! বেলে !

গিন্নি ॥ শিঙি...শিঙি...

কর্তা ॥ (মবিযা হযে) বেলে-এ-এ....

[কর্তা দম আটকে তক্তাপোষে চিৎ হযে পড়ে। নেপথ্যে ট্যাকসিব হব্‌ন]

বকুল ॥ এই মবেছে !...মাসিমা আমি যাই...

গিন্নি ॥ (কর্তাকে দেখে) কী সব্বোনাশ হযে গেলো ! ওবে বকুল...দাঁড়া।

কানাই ॥ বাবা ! বাবাগো...

বকুল ॥ চাবিটা ধবো...চাবিটা ধবো কানাইদা...

কানাই ॥ আব চাবি ! এদিকে দাঁতে চাবি লেগে গেছে।

গিন্নি ॥ ও বকুল, কোথায যাচ্ছিস জল দে।

বকুল ॥ কানাইদা, শিগগিব জল দাও। আমায বাস ধবতে হবে।

[জিতেন ডাক্তার হুড়মুড় কবে ঢুকলো। গলা ভাঁজতে ভাঁজতে। দশাসই সমর্থ পুবুষ। প্যান্ট সার্ট পবা...মাথায ছেঁড়া সোলাব টুপি, হাতে ডাক্তাবি ব্যাগ।]

জিতেন ॥ আমি দুবন্ত বৈশাখী ঝড়...তুমি যে বহ্নি শিখা...

কানাই ॥ এই যে জিতেনবাবু এসে গেছেন...

গিন্নি ॥ ও ঠাকুবপো...

জিতেন ॥ কী, কী হযেছে ?

বকুল ॥ শিগগিব প্রেসাবটা দেখুন ডাক্তাববাবু।

জিতেন ॥ তোমাব আবাব প্রেসাব হ'লো কবে বকল ? দেখি পালসটা...

বকুল ॥ আমাব না—ঐ যে ! আপনাব বন্ধুব। আমি গেলাম মাসিমা !

[বকুল ছুটে বেবিযে যায।]

জিতেন ॥ (কর্তাকে) কি হযেছে বে শালা !

[কর্তা চোখ বন্ধ কবে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে।]

গিন্নি ॥ ও ঠাকুবপো, শিগগিবি দেখুন, আপনাব বন্ধু বুঝি চলে যায !

জিতেন ॥ আহা ! কান্নাকাটি কবো না...অ্যাই কানাই ব্যাগটা খোল। (কর্তাকে) সাহেব, ও সাহেব...(কানাইকে) সন্ট বাব কব !...বাবণ কবেছি, চেঁচামেচি কবিস না !... গলা বটে ! আমি ডাক্তাবখানায বসে চমকে উঠি, কাব টাযাব বার্স্ট করলো !... আব তোমাকেও বলি বৌঠান, চপ কবিযে বসিযে বাখতে পাবো না ?

গিন্নি ॥ আমাব কথায কি চুপ কবে ?

জিতেন ॥ ধমক দেবে !

গিন্নি ॥ তাইতো দি !

জিতেন ॥ তাই দেবে ! দরকার হলে ঘরের দরজা বন্ধ করে বেঁধে রাখবে...

কর্তা ॥ (হঠাৎ উঠে বসে) হ্যাঁ, আমায় বেঁধে রাখবে, আর তুমি বেলে মাছের ঝাল খাবে !

জিতেন ॥ চুপ !

[কর্তাকে শুইয়ে দিয়ে হাতে প্রেসারের যন্ত্র বেঁধে পাম্প করছে জিতেন।]

গিন্নি ॥ দিনরাত আপনার বন্ধু আমাকে তুলোধোনা ধুনছে ! আমি যেন ওর চোখের বালি !

জিতেন ॥ (কর্তাকে) তুই কীরে...তুই কী ! এই বয়েসে আমি এখনো সমানে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছি, আর তুই ব্যাটা পেটে নুনের সেঁক লাগাচ্ছিস...আর মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিস।

কর্তা ॥ (তিড়িং করে উঠে বসে) মেয়ে না, খুকু...খুকুমণি !

গিন্নি ॥ দেখলেন ?

জিতেন ॥ (কর্তাকে) চুপ ! আমি দেখেছি বৌঠান, এই বেতো রোগীরা বৌকে কোনোদিন সুখী করতে পারেনা ! পড়তে আমার হাতে, তোমায় রাজরাণী করে রাখতুম। খবরদার মেয়েটাকে কষ্ট দিবি না !

কর্তা ॥ তুমি আমাদের পারিবারিক জীবনে নাক গলাবে না জিতেন !

জিতেন ॥ নাক গলাবো না ! ব্যাটা তুই আমার পেশেন্ট...দরকার পড়লে ঠ্যাঙাবো...ঘুমের বড়ি খাইয়ে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো !...(প্রেসার পরীক্ষা শেষ করে) কিচ্ছু হয়নি। ইচ্ছে করে ভিরমি খেয়েছে !...দাও, কী খেতে দেবে দাও...আজ কী করেছ ?

গিন্নি ॥ হিঙের কচুরি ভেজে রেখেছি।

কর্তা ॥ আহা-হা-হা !

গিন্নি ॥ ও কানাই, নিয়ে আয় বাবা !

কানাই ॥ যাই, কচুরি আনি— [কানাই ভেতরে যায়]

জিতেন ॥ কাল রাতে জানো গো, ডাক্তারখানায় ভাত আসেনি।

গিন্নি ॥ ও মা ! রাতে খাননি ?

কর্তা ॥ (ভেংচি কেটে) না...

জিতেন ॥ (কর্তাকে) অ্যাই ! (গিন্নিকে) পাঠাযনি। ভাইপোদের বৌরা বোধহয় খুড়শ্বশুরটিকে ভুলেই গেছে। পেটে কিল মেরে শুয়ে রইলুম।

গিন্নি ॥ কী আক্কেল সব ! সারা দিন লোকটার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ! আহারে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে ! আমার কাছে চলে এলেন না কেন ঠাকুরপো ?

কর্তা ॥ কি করে আসবে ! রাত দুপুরে তোমার কাছে ?

জিতেন ॥ অ্যাই চুপ ! আসবো, আসবো তো করছি, কিন্তু কী করবো, কাল আবার রোগীরও ভীড় ছিল খুব।

গিন্নি ॥ ঘামটাম মুছুন...সেই কখন ভেজেছি, গরম থাকলে হয় !

কানাই ॥ গরম আছে ! হাতে গরম ! [কানাই কচুরির থালা নিয়ে ঢোকে।]

জিতেন ॥ দে দে। দ্যাখ ব্যাটা দ্যাখ,তোর গিন্নি আমার জন্যে খাবার বানিয়ে রাখে...তোর জন্যে রাখে ?

গিন্নি ॥ এই কলা ! [গিন্নি হেসে হাতপাখা নিয়ে জিতেনের পাশে বসে।]

জিতেন ॥ আঃ ! সকালে উঠিয়া (কচুরি গালে দিয়ে) দিন যাবে আজি ভালো ! আঃ ! অমৃত ! অমৃত !

কর্তা ॥ আদিখ্যেতা ! [গিন্নি ও জিতেন হাসছে]

কানাই ॥ (কর্তাকে) চলো বাবা চলো। যা খেতে পারবে না, বসে বসে তা দেখে লাভ কী ? চলো আমরা বাজারে যাই...

কর্তা ॥ (জিতেনকে) খা...খা...(যেতে গিয়ে ফিরে এসে গিন্নিকে) করো, বাতাস করো।

[কানাই ও কর্তা বেরিয়ে গেলো। গিন্নি ও জিতেন হাসছে।]

গিন্নি ॥ জীবনে সংসার তো করলেন না। কতো বললুম, বিয়ে-থা করুন। বয়েসকালে শুনলেন না....এখন দেখুন শেষ জীবনে একটা লোক নেই...ভাইপো ভাইঝিদের ওপর ভরসা...

জিতেন ॥ ঠকিনি গো। বিয়ে করলে, বৌ কি এমন হিঙের কচুরি সাজিয়ে দিতো...ঝিঙের বাড়ি মারতো ! কোনো অভাব নেই। সব অভাব তো তুমি মিটিয়ে দিয়েছো বৌঠান।

গিন্নি ॥ আপনার জন্যে আমার ভয় হয় ঠাকুরপো। এখনো এতো খেটে বেড়ান। টাকা তো অনেক রোজগার করলেন...আর কেন ? কী হবে এতো টাকায় ?

জিতেন ॥ কেন, ভাইপো ভাইঝিদের দিয়ে যাবো।

গিন্নি ॥ ওরা আপনাকে দেখে না, আর ওদেরই দিয়ে যাবেন ?

জিতেন ॥ সেই জন্যেই তো দিয়ে যাবো বৌঠান। আমার টাকা খরচ করতে করতে ভাববে...যখন বেঁচে ছিলো, লোকটাকে একটু যত্ন করলেও হতো। (হা হা করে হাসে) ভালো কথা, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি ! এই পকেটে আছে, দ্যাখো—

[জিতেনের পকেট থেকে একটা কৌটো বার করে গিন্নি।]

গিন্নি ॥ (আনন্দে) পানবাহার !

জিতেন ॥ সেদিনের জর্দাটা কেমন ছিলো ?

গিন্নি ॥ খুব ভালো। (কৌটোর ঢাকনি খুলতে খুলতে) আঃ কী সুন্দর গন্ধ !

জিতেন ॥ (রুমালে হাত মুছে গুনগুন করে) স্বপন যদি মধুর এমন...হোক সে মিছে কল্পনা...আমায় জাগিযো না...আমায় জাগিয়ো না...

[একটা খবরের কাগজ হাতে নিযে কর্তা চিৎকার করতে করতে ঢোকে।]

কর্তা ॥ ডাকাত ! ডাকাত !

জিতেন ॥ কোথায় ?

কর্তা ॥ আসাম জনতা মেলে ! পরশু রাতে ! সাতজন স্পটডেড...সতেরো জন উনডেড...ভয়ঙ্কর রেল-ডাকাতি...নিউবঙ্গাইগাঁও স্টেশনের এক মাইলের মধ্যে !...কী সব্বোনাশ হয়ে গেলো রে জিতু !

গিন্নি ॥ লঙ্কায় রাবণ মলো, বেউলো কেঁদে বিধবা হ'লো! কোথায় ডাকাতি হয়েছে নিউবঙ্গাইগাঁও, বুক ফাটছে কলকাতায়!

কর্তা ॥ আরে বড়খোকা তো নিউবঙ্গাইগাঁওর স্টেশন-মাস্টার!

জিতেন ॥ তাতে কী হ'লো?

কর্তা ॥ কী হলো! কতো কী হ'তে পারে! জিতু ভাই, তুই একটা টেলিগ্রাম করে আয় ভাই—

জিতেন ॥ কোথায়?

কর্তা ॥ বড়খোকাকে। (খবরের কাগজের একটা জায়গা দেখিয়ে) দ্যাখ্ আহতদের তালিকায় একজন রেল-কর্মচারী! যদি বড়খোকার কিছু হয়ে গিয়ে থাকে! আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে—জিতু...ও জিতু আমায় ধর—

জিতেন ॥ চেপে বসতো শালা! রেলে কি একা তোর বড়খোকাই কাজ করে?

কর্তা ॥ পিতৃহৃদয় তুই বুঝবি নারে শালা! (গিন্নি চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে) ওগো, কেঁদো না গো...কেঁদো না...কেঁদো না...

গিন্নি ॥ (ঝটকা দিয়ে) বয়ে গেছে তোমার বড়খোকার জন্যে কাঁদতে! দিল্লিতে আমার ছোটখোকা কেমন আছে কে জানে!

কর্তা ॥ ধ্যুৎ!

গিন্নি ॥ ধ্যুৎ? আমার ছোটখোকা ধ্যুৎ...আর তোমার বড়খোকা পুতপুত! দেখছেন ঠাকুরপো—

জিতেন ॥ তাই তো দেখছি। হ্যাঁরে, বাসি কাগজ খুঁজে বড়খোকারটাই বার করলি কেন, ছোটোখোকারটাও তো বার করলে পারতিস।

গিন্নি ॥ ও জিতেনবাবু, আপনি আমায় কালিঘাটে নিয়ে যাবেন একটু?

জিতেন ॥ কালিঘাটে?

গিন্নি ॥ ছোটখোকার জন্যে মানত করবো। গেলো মাসে লিখেছিলো ওর ভুঁড়িটা ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে যাচ্ছে—

জিতেন ॥ তাই নাকি? ঠিক আছে, চলো ভুঁড়ি কমাবার ব্যবস্থা করে আসি—

কর্তা ॥ আদিখ্যেতা! ছোটখোকাকে নিয়ে আদিখ্যেতা! ডাকাত পড়েছে বড়খোকার ওপরে—

গিন্নি ॥ ওপরে না ভেতরে!

কর্তা ॥ ভেতরে!

গিন্নি ॥ খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, তোমার বড়খোকা ঐ ডাকাত দলের ভেতরেই রয়েছে। ডাকাতের পাণ্ডা!

কর্তা ॥ পাণ্ডা! বড়খোকা স্টেশনমাস্টারি ছেড়ে ট্রেন-ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে!

গিন্নি ॥ তা ঘুষ খেয়ে খেয়ে যে ছেলে রেল কোম্পানি ঝাঁঝরা করে দিলো, সে কি ডাকাতি করতে পারলে না করে ছাড়ে? বলুন জিতেনবাবু?

জিতেন ॥ তাছাড়া রেলের মধ্যে ডাকাতি করতে হলে, রেলের ঘাঁতঘোঁত নাড়িনক্ষত্র জানা চাই! সেটা ওই স্টেশনমাস্টার ছাড়া আর কেউ তো বেশি জানবে না।

কর্তা ॥ সাট আপ ! (লাঠি তুলে) কোথায় ছেলেটা পড়ে রয়েছে...কী হ'লো না হ'লো জানতে পারছি না...দু'জনে মিলে তার নামে ডিফেমেটারি উক্তি করছে !

গিন্নি ॥ হাজারবার করবো—করবো ফেমিটারী ! জানেন, এই বাড়িটার পরে বড়ছেলের খুব লোভ ! জানেন—বাপকে ধরেছে বাড়ি বিক্রি করে টাকা হাতাবে !

জিতেন ॥ বলো কী ?

গিন্নি ॥ তবে আমিও আছি, ছোটখোকাও আছে—বাড়ি কী করে বেচে দেখি !

জিতেন ॥ না না বড়ছেলেকে এ বাড়িতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না !

কর্তা ॥ (লাঠি তুলে গর্জে ওঠে) বেরোও...বেরোও আমার বাড়ি থেকে—গেট আউট...

জিতেন ॥ (হেসে) চলি গো গিন্নি ! শিগগিরি কালিঘাট নিয়ে যাবো তোমায় ! আমার মোটরে করে।

গিন্নি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ...

কর্তা ॥ না-না—

জিতেন ॥ (কর্তাকে ক্ষেপাতে গান ধরে) পিয়া মিলনকো যানা...পিয়া মিলনকো যানা...

[জিতেন হাসতে হাসতে চলে যায়।]

কর্তা ॥ শালাকে আমি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবো না।

গিন্নি ॥ আবার না ডেকেও তো পারো না। যখন হাঁপের টান উঠবে—

কর্তা ॥ নটবর কবরেজকে দেখাবো, কোই বাত নেই, তবু ঐ হারামজাদার ওষুধ খাবো না—

গিন্নি ॥ দেখেছো দেখেছো ! ছেলেবেলার বন্ধুকে কী করে বলছে !

কর্তা ॥ বন্ধু ? নো। এনিমি—মাই গ্রেটেস্ট এনিমি ! মনে নেই ? ঐ শিউলি ফুলগাছতলায়...ভর সন্ধ্যেবেলায়...ও তোমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দেয়নি... !

গিন্নি ॥ ওমা ! সে কতো কালের কথা ! সবে তখন তিন মাস বিয়ে হয়েছে আমার !...উনি দুষ্টুমি করে দিয়েছিলেন পরিয়ে...

কর্তা ॥ দুষ্টুমি করে !

গিন্নি ॥ (চোখে মুখে গর্বের হাসি ছড়িয়ে) তা দিলে দিয়েছে ফুল পরিয়ে। দেখ্‌তে শুনতে তো ভালো ছিলুম। এ পাড়ায় রূপসী বৌ তো একটাও ছিলো না—এক এসেছিলুম আমি ! ছেলেদের চোখ তো পড়বেই ! আর জিতুবাবুরও তখন উঠতি বয়েস...

[রাঙা মুখ দুলিয়ে গিন্নি ভেতরে গেলো।]

কর্তা ॥ (পাগলের মতো বিড়বিড় করে) জিতুবাবু ! জিতেন থেকে জিতু !...লিখছি, এক্ষুনি বড়খোকাকে চিঠি লিখছি ! বার করছি তোমার জিতু বলা ! আহা জিতু-উ-উ-উ !

[কর্তা ছুটে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে। কানাই থলিভরতি বাজার নিয়ে ঢোকে।]

কর্তা ॥ (খানিকটা লিখে, থেমে) পাজী...লম্পট...দুশ্চরিত্র !

কানাই ॥ সে কি ! আমায় গালাগালি দিচ্ছো কেন ? ও বাবা...

কর্তা ॥ কেন...ঐ লোকটিকে অতো আস্কারা দেওয়া হবে কেন ? কেন তার সঙ্গে এতো

মাখামাখি—কেন, কিসের জন্যে! (আবার খানিকটা লিখে) কেন তার সামনে মাথায় ঘোমটা দেওয়া হয় না কেন?

কানাই ॥ কি আশ্চর্যি! মা আমায় দেখে ঘোমটা দেবে কেন?

কর্তা ॥ (আবার লিখে) সারা জীবন আমায় জ্বালাচ্ছে।...শালাটা আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে...আমায় ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছে! হতভাগা কেন বিয়ে করলো না! কার জন্যে?

কানাই ॥ তা আমি কি করে জানবো? আমায় তো বলেনি।

কর্তা ॥ কার মুখ চেয়ে?

কানাই ॥ (হেসে) কার মুখ চেয়ে বাবা?

কর্তা ॥ আমি কিছু বুঝি না? অ্যাম আই এ ফুল? (পত্রলেখার পৃষ্ঠা শেষ হয়ে গেছে) দে, একটা পাতা দে...

[কানাই বুঝতে না পেরে ব্যাগ থেকে পুঁইশাকের পাতা ছিঁড়ে এগিয়ে দেয়।]

কর্তা ॥ বেরো!

[গিন্নি ঢোকে। কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুনিয়ে তারস্বরে সদ্যলেখা চিঠিটা পড়তে শুরু করে।]

কর্তা ॥ কল্যাণবরেষু বড়খোকা, নিউবঙ্গাইগাঁও স্টেশনের অনতিদূরে ভয়াবহ রেল-ডাকাতির সংবাদ পাঠ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি বিচলিত। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছো। যাহা হউক, তুমি পত্রপাঠ এখানে একবার চলিয়া আসিবে। তোমার মাতৃদেবী আমার জীবন কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমার জীবনে আরো এক শত্রুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে।...বহুকাল যাবৎ সে আমার অনিষ্ট করিয়াই আসিতেছে। এখন চরমে উঠিয়াছে! তুমি আসিয়া আমাকে রক্ষা করো। ইতি...আশীর্বাদক...বাবা!

গিন্নি ॥ (আঙুলটা কলমের মতো শূন্যের ওপর চালিয়ে চিঠি লিখতে শুরু করে—লিখতে লিখতে পড়তে থাকে।) প্রাণাধিক ছোটখোকা, প্রাণাধিকা ছোটবৌমা, তোমাদের পিতাঠাকুর দিবারাত্র নিশিযামিনী আমার হাড়মাস অস্থিমজ্জা কালি করিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, তোমরা যদি অবিলম্বে আসিয়া ইহার কোনো বিহিত না করো, আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবেই হইবেক। ইতি—তোমাদের হতভাগিনী মামণি!...পুনশ্চঃ তোমাদের জিতুকাকুর শোলার টুপিটি ফাঁসিয়া গিয়াছে। দিল্লি হইতে একটি পশমের টুপি আনিবেই আনিবেক!

[কর্তা ও গিন্নি রোষে আক্রোশে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে।]

[আলো নেভে]

প্রথম অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[বকখালি ট্যুরিস্ট লজ। লজের ম্যানেজারের অফিস ও বোর্ডারদের একখানি ঘর নিয়ে দৃশ্যটি। পাশাপাশি দুটি অঞ্চল সাজানো। জানালার পর্দা সরালে দুজায়গা থেকেই দূরের ঝাউবন দেখা যায়। অফিসে ম্যানেজার শ্যামল ও দোলন। দোলন গুম হয়ে বসে আছে। দু-একজন বোর্ডার ওয়েটার এদিক ওদিক যাতায়াত করছে।]

॥ ম্যানেজার-এর অফিস ॥

ম্যানেজার ॥ (রেজিস্টার বুকে লেখার তোড়জোড় করছে) যাক,...আপনাদের যে একটা ঘর দিতে পারলুম। কি যে হিড়িক উঠেছে স্যার। এ বছর দেখছি খালি বকখালি, বকখালি।...পিলপিল করে লোক আসছে।...আজ উইক ডে, তাও দেখুন—কামাই নেই। কী যে আছে বকখালিতে ?...আজ মিনিস্টার আসছে...কাল স্মাগলার আসছে...একদম হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।...এই দিন-কয়েক আগে একটা সিনেমা স্যুটিং পার্টি থেকে গেলো...কি বলবো মশাই, মালের বোতল সাফ করতেই পাঁচ দিন লেগে গেলো।...নামটা ?

শ্যামল ॥ এস. সেন।

ম্যানেজার ॥ পেশেন্ট ?

শ্যামল ॥ (জোরে) এস. সেন।

ম্যানেজার ॥ পুরো নাম...

শ্যামল ॥ শ্যামল সেন।

ম্যানেজার ॥ (রেজিস্টারে লিখছে) বিমল পাল...

শ্যামল ॥ (আরো জোরে) শ্যামল সেন।

ম্যানেজার ॥ আস্তে। একটু আস্তে বলবেন স্যার, আমি তো আর কালা নই।...সঙ্গে উনি ?

শ্যামল ॥ দোলন...

ম্যানেজার ॥ কোলন।...মানে সেমিকোলন।

শ্যামল ॥ দোলন দোলন...

ম্যানেজার ॥ (হাত দুলিয়ে) ও দোলন।...রিলেশন ?

শ্যামল ॥ মিসেস।

ম্যানেজার ॥ মিসিং। কে...কবে...কখন ? পুলিশে খবর দিয়েছেন।

শ্যামল ॥ (জোরে) মিসেস।

ম্যানেজার ॥ আই সি। পারপাস অফ ভিজিট ?

শ্যামল ॥ সাইট সিয়িং!

ম্যানেজার ॥ কাইট ফ্লাইং! মানে বৌ নিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো...ইউ মীন ঘুড়ি নিয়ে বৌ ওড়াবেন!

শ্যামল ॥ আমি লিখছি—[শ্যামল রেজিস্টার খাতাটা টেনে নেয়]

ম্যানেজার ॥ লিখুন ঠিকানাটা লিখুন।

শ্যামল ॥ ঘণ্টা কয়েকের জন্যে ঘর নিচ্ছি, এতো খবর নিচ্ছেন কেন?

ম্যানেজার ॥ খাবার? খাবার খুবই ভালো। যা চাইবেন আপনি...ইংলিশ মোগলাই...

শ্যামল ॥ খাবার নয়, খবর! খবর...!

ম্যানেজার ॥ ও নিতে হবে। মাস কয়েক আগে কী ঝামেলায় পড়লুম...কাগজে দেখেননি! এই আপনারই বয়েসী এক ভদ্রলোক মিসেসকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো—খানিক বাদেই পুলিশ এলো!...আসলে মশাই, ভদ্রলোকটি ভদ্রমহিলার ড্রাইভার!...কি কেচ্ছা—কি কেচ্ছা!...রহমান, রহমান!...আমাকে তো গেঁয়োখালি বদলি করে দিচ্ছিলো, কোনোরকমে ঠেকিয়েছি!...সই করুন—রহমান, রহমান!
[রহমান এলো]

কতোবার ডাকতে হয়?

রহমান ॥ শুনতে পাইনি ছার।

ম্যানেজার ॥ কেন, কালা নাকি? দে, এঁদের চার নম্বর ঘরে ব্যবস্থা করে দে...

রহমান ॥ এই যে স্যার, সামনেই...চলে যান, সব রেডি করা আছে। লাঞ্চে কি খাবেন স্যার?

শ্যামল ॥ চিকেন হবে তো?

ম্যানেজার ॥ সরি। বিরিয়ানি আজ হবে না।

রহমান ॥ (জোরে) উনি চিকেন বলেছেন!

ম্যানেজার ॥ ওঃ আস্তে! আস্তে! এতো চেঁচাবার কী হ'লো? না, মটনও আজ হবে না!

শ্যামল ॥ ইমপসিবল্! তুমি ভাই রহমান. আগে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কসেব ব্যবস্থা করো তো। বরফ হবে তো?

ম্যানেজার ॥ কী করে হবে? 'গরম' হবে কী করে? গরম কোল্ড ড্রিঙ্কস তো হতে পারে না স্যার!

শ্যামল ॥ বরফ! বরফ!

রহমান ॥ গরম না...বরফ!

ম্যানেজার ॥ ও ইউ মীন আইস!

শ্যামল ॥ ইয়েস! মাথায় দেয়! (দোলনকে) চলো...(ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে) শালা! [শ্যামল ও দোলন—মঞ্চের দ্বিতীয় অংশের ঘরে ঢোকে।]

ম্যানেজার ॥ (হাসি) ভাবছে আমি কালা? আরে ওই ঘটনার পর আমি যে কালা সেজে থাকি! কালা ভেবে লোকে প্রাণ খুলে তাদের গুপ্ত কথা আমার সামনে বলে যায়...আর যার যতো সিক্রেট ম্যাটার সব আমার র‍্যাডারে ধরা পড়ে! হ্যা হ্যা...

রহমান ॥ ছার, আপনার কি 'ইনটেলিজেন্ট'!

ম্যানেজার ॥ দাঁত ক্যালাসনি...যা! চিকেনের ব্যবস্থা কর। এখনো ট্যুরিস্ট বাস আসবে, কত্‌তো মাল যে আসবে তার ঠিক নেই!

[আলো নেভে।]

[মঞ্চের দ্বিতীয় অংশ—চার নম্বর ঘরে আলো জ্বলে। শ্যামল জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। দূরে ঝাউবনের আভাস।]

শ্যামল ॥ বিউটিফুল! দোলন দ্যাখো, নাইস ভিউ। সমুদ্রে ভরা জোয়ার...একসেলেনট...অপূর্ব...

দোলন ॥ আমি তোমার সঙ্গে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে আসিনি শ্যামল...

শ্যামল ॥ তোমার কী হয়েছে বলো তো...সারাটা পথ গুম হয়ে রইলে!..ফোনে কতো উচ্ছ্বাস দেখালে...অথচ, দেখা হবাব পব থেকেই দেখছি। কী হযেছে, এই!

দোলন ॥ আমাকে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে শ্যামল।

শ্যামল ॥ টাকা! বিশ হাজার!

দোলন ॥ হ্যাঁ। বিশ হাজার। এবং কালকের মধ্যে দিতে হবে।

শ্যামল ॥ বাবা, তুমি যে এবার নাটক করা শুরু কবলে! বীতিমত রহস্য নাটক!

দোলন ॥ (চাপা গলায়) না। নাটক নয়। টাকাটা আমার চাই...আর টাকাটা তুমি ফেরত পাওয়ার আশা না রেখেই দেবে!

শ্যামল ॥ একসঙ্গে বিশ হাজাব টাকার তোমাব কী দরকার পডলো!

দোলন ॥ বিশ নয়, দরকার আমাব এক লাখ টাকাব।

শ্যামল ॥ লাখ টাকা!

দোলন ॥ বুঝতেই পাবছ টাকাটা আমি নানা খানে যোগাড করছি। দিতেই হবে শ্যামল...আমার কোনো সোর্স নেই।

শ্যামল ॥ কিন্তু টাকাটা তোমার কেন চাই তা কিন্তু বললে না!

দোলন ॥ বলবো না।

শ্যামল ॥ কেন?

দোলন ॥ জিজ্ঞেস করো না, সঠিক জবাব পাবে না!

শ্যামল ॥ উঁ! কিন্তু এতো টাকা আমি কোথায পাবো....?

দোলন ॥ শ্যামল, আমি খোঁজ না নিযে তোমায ট্র্যাপ করিনি! মাসে তুমি হাজার তিনেক টাকা রোজগার কবো, তোমার স্ত্রীও চাকরি করে। তোমাদের বাচ্চাকাচ্চা নেই—! হাজার কুড়ি টাকা তোমার সেভিংস হয়নি এ আমি বিশ্বাস করি না।

শ্যামল ॥ দোলন, তুমি কিন্তু আমার কাছে সত্যি রহস্যময় হয়ে উঠছো! সাত বছরের মধ্যে কোন খবর নেই...হঠাৎ অদ্ভুত ফোন! বললে, সুদীপের সঙ্গে ডিভোর্স হযে গেছে...এখন বলছো লাখ টাকা না হলে নয়! না, সব ব্যাপার পরিষ্কার

না করলে আমার পক্ষে কোনো টাকা দেওয়া সম্ভব না।

সোনম ॥ তুমি দেবে না শ্যামল!

শ্যামল ॥ দেব কি দেব না পরের কথা...কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছো। কী সেটা?

সোনম ॥ ভেবে নাও আমি একটা চীট...একটা স্মাগলার। একটা ব্ল্যাক র‍্যাকেটে ফেঁসে গেছি! কিংবা একটা খুন করেছি, ঐ টাকা নিয়ে নিজেকে উদ্ধার করবো!...যা খুশি ভেবে নাও।

শ্যামল ॥ ও রকম কিছু ভাবলে তো এক্ষুনি তোমাকে ফেলে আমায় পালাতে হয় সোনম...

সোনম ॥ দাও শ্যামল, টাকাটা আমায় দাও। বিনিময়ে তুমি যা চাও...চাইকি তোমার সঙ্গে আজ আমি রাত কাটাবো।

শ্যামল ॥ সোনম। ছিঃ।

সোনম ॥ শ্যামল, আমি ডেসপারেট।

শ্যামল ॥ সোনম, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তোমায় নিয়ে আমি পাগল ছিলাম। আমাদের ভালোবাসাটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি। মাঝখান থেকে সুদীপের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলো। নতুন জীবন শুরু হ'লো। যাক্, ওসব মনখারাপের কথা আমি ভুলেই গেছি, ভুলেই ছিলাম। আজ ফোনে তোমার গলা শুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলো মনে পড়ে গেলো। ভারি সুন্দর...ভারি মধুর। প্লিজ, তাকে তুমি এইভাবে কুৎসিত করে তুলো না।

সোনম ॥ তুমি এতোবড় সাধু তাতো জানতাম না।

শ্যামল ॥ সাধু আমি নই, আবার পাগলও নই। ব্যাপারটা কী তোমার? বকুলকে কাঁদিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। বলতো ঠিক কী কারণে তুমি আমাকে এখানে টেনে আনলে। মতলবটা তোমার কী? কী চাও তুমি?

[আলো নেভে]

॥ ম্যানেজার-এর অফিস ॥

[রহমানের সঙ্গে অরূপ ও বকুল ঢোকে।]

রহমান ॥ বসুন। ম্যানেজারবাবু আপনাদের বসতে বললেন।

বকুল ॥ ঘর পাওয়া যাবে?

রহমান ॥ ম্যানেজারবাবু দেখছেন কী করা যায়। [রহমান চলে যায়]

অরূপ ॥ (হাসি) কোথায় অফিসে বসে এখন কলম পিষবো...তা-না, তোমায় নিয়ে বকথালি।

বকুল ॥ ঘর পাওয়া গেলে আমি কিন্তু ঘুমুবো। তুমি ঘুরেটুরে এসো।

অরূপ ॥ আরে বেড়াতে এসে ঘুমুবে কি? ওসব চলবে না। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নাও। চলো, আজ তোমার গান শুনবো।

বকুল ॥ প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

অরূপ ॥ এই তো! আমায় ধরে এনে এখন মাথা ধরার খেলা সুরু করলে!

বকুল ॥ সত্যি বলছি! আমার একদম ভাল্লাগছে না। এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে হয়!

অরূপ ॥ কর্তার জন্যে মন খারাপ হচ্ছে! জানতুম হবে। এই জন্যেই আমি আসতে চাইনি—

বকুল ॥ কিছুতেই এলো না। কতো বললুম! ওর এমন জিদ না! বিশ্রি একগুঁয়ে! আচ্ছা ও এলে কতো ভালো লাগতো বলো—

অরূপ ॥ বিয়ে-করা মেয়েদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যেতে নেই। খানিকক্ষণ বাদে নিজেকে কিরকম ফেকলু লাগে।

বকুল ॥ রাগ করলে! এই অরূপ! আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। চলো ঘরে ব্যাগট্যাগ রেখে বেরিয়ে পড়ি। আজ যত খুশি তোমাকে গান শোনাবো...আজ তুমি যা বলবে...
[বকুল অরূপের কাঁধে হাত রাখে। ম্যানেজার নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাঁচলো। বকুল চমকে হাত সরিয়ে নিলো।]

ম্যানেজার ॥ বসুন! আর একটু বসতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এক ভদ্রলোক রুম ছাড়ছেন। আপনারা ওখানে যাবেন। আসুন ততক্ষণ ফর্মালিটিসটা সেরে ফেলি!
[রেজিস্ট্রার খুলে]
হুঁ, নামটা?

অরূপ ॥ অরূপরতন মুখার্জি!

ম্যানেজার ॥ (লেখে) সনাতন কংসবণিক!

বকুল ॥ কী? না না— [অরূপ ইশারায় বকুলকে চুপ করে থাকতে বলে।]

ম্যানেজার ॥ উনি?

অরূপ ॥ বকুল সেন...

ম্যানেজার ॥ (লিখতে লিখতে) শেঁকুল বড়ুয়া...

বকুল ॥ কালা নাকি?

অরূপ ॥ হদ্দ!

বকুল ॥ কী সব বিশ্রি নাম লিখছে।

অরূপ ॥ লিখুক না।

বকুল ॥ আমাকে বলছে শেঁকুল বড়ুয়া!

অরূপ ॥ ভালো তো! নিজেদের আসল নামের রেকর্ড না রাখাই ভালো!

বকুল ॥ কেন?

অরূপ ॥ আরে অফিস পালিয়ে সমুদ্রকূলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জানাজানি হলে ও অফিসে আর টেঁকা যাবে! তারপর তোমার কর্তা যদি কোনোদিন বকখালি আসে...
[ম্যানেজারের চোখ ছানাবড়ার মতো টোপা টোপা হয়ে ওঠে রহস্যের গন্ধ পেয়ে।]

বকুল ॥ কী রকম বিশ্রি ভাবে তাকিয়ে আছে দ্যাখো।

অরূপ ॥ তোমায় দেখছে! ওকে একটু গালাগাল দেব?

বকুল ॥ এই! না—না—

অরূপ ॥ দিই না! শুনতে পবে না! (ম্যানেজারের দিকে নিরীহ মুখে তাকিয়ে) তোমার চোখ গেলে দেব! কী দেখছো অমন করে? আমার বৌ না! পরের বৌ। আমরা দুজনে প্রেম করতে এসেছি। কী করবি তুই! আমরা এক অফিসে কাজ করি—অফিস কেটে ফুর্তি করছি—বুঝলিতো! কীরে হাঁ হয়ে গেলি যে! শালা! [বকুল লজ্জায় হাসছে।]

ম্যানেজার ॥ আপনার বৌ না, পরের বৌ! প্রেম করতে এসেছেন! (অরূপ বিস্ময়ে থ). হাঁ হয়ে গেলেন যে! কী দেখছেন অমন করে? চোখ গেলে দেব!

অরূপ ॥ আপনি শুনতে পেয়েছেন?

ম্যানেজার ॥ কী মনে হচ্ছে? পাইনি? কোন্ অফিসে কাজ করেন আপনারা? চটপট অফিসের নামটা বলুন।

অরূপ ॥ এই যে আমার আইডেন্টিটি কার্ড—

ম্যানেজার ॥ (কার্ড নিয়ে) স্বামীর নামটা বলুন বকুল দেবী। (বকুল ভয়ে উঠে দাঁড়ায়) না না, উঠবেন না। বসুন, এখুনি আমি ট্রাংকল করবো।

বকুল ॥ অরূপ!

অরূপ ॥ এই মশাই, যা বলার আমায় বলুন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলুন...

ম্যানেজার ॥ সাট আপ! আপনাদের মতো ভদ্রলোক ঢের দেখেছি—তাদের জন্যে ঢের দুর্ভোগও সয়েছি। এবার তাদের একটু না ভুগিয়ে ছাড়বো? (বিরাট ধমক দেয়।) বসুন! [বকুল ও অরূপ বসে পড়ে।]
অফিসের নামটা বলুন...বলুন...

[আলো নেভে]

॥ দোলন শ্যামলের ঘর ॥

[দোলন ও শ্যামল। শ্যামল মাথা নিচু করে গুম হয়ে বসে আছে।]

দোলন বলো, বলো, কী করবে বলো—টাকাটা কিন্তু তুমি আমায় দিতে পারো শ্যামল।...বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে দিতে পারো...বৌ-এর গয়না বেচে দিতে পারো! শ্যামল, আজ যদি তোমার বকুলের মাথায় একটা টিউমার হতো, তুমি কিন্তু ঠিক যোগাড় করতে টাকাটা!

শ্যামল ॥ আমার যা বলার তোমাকে বলেছি দোলন।

দোলন ॥ তাহলে এবার আমার যা করার আমি করি?

শ্যামল ॥ (চমকে) কী করবে?

দোলন ॥ বিশেষ কিছু না। শুধু তোমার অফিসে আর তোমার স্ত্রীকে আমি জানাবো—তুমি আমাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে এই হোটেলে টেনে এনেছো এবং বদ মতলবেই!

শ্যামল ॥ দোলন!

দোলন ॥ টুরিস্ট-লজের রেজিস্টারে তোমার নিজের হাতে নাম ঠিকানা লিখেছো। প্রমাণ করতে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে না।

শ্যামল ॥ ব্ল্যাকমেইল করবে! এতো ছোট হয়ে গেছো তুমি!

দোলন ॥ ছোট যে হয়েছি সেটা এখনও বোঝোনি?

শ্যামল ॥ যা খুশি করো। আমি চললাম!

[শ্যামল তার ব্যাগ নিযে দরজার দিকে এগোয়। পিছন থেকে দোলন হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে—]

দোলন ॥ খবর্দাব! গাযে হাত দেবে না! গায়ে হাত দেবে না বলছি!

শ্যামল ॥ (বিস্ময়ে বোকার মতো) দোলন!

দোলন ॥ (নিচু গলায) টাকাটা দেবে কি না বলো! টাকাটা আমার চাই! (জোরে) তুমি আমায় মিথ্যে বুঝিয়ে কেন এখানে এনেছ! ইউ চীট! ইউ স্কাউড্রেল! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি...আমি তোমার বৌ না। এক্ষুনি লোক ডাকবো! কে আছো...

[নেপথ্যে লোকজনের কণ্ঠস্বব ও পদশব্দ এগিয়ে আসছে। শ্যামল বাঘের মতো ছুটে গিয়ে দোলনেব মুখ চেপে ধরে।]

শ্যামল ॥ চুপ চুপ করো বলছি—

[ম্যানেজার রহমান ও দু-একজন লোক হৈ চৈ করতে করতে ছুটে আসে ঘরে।]

ম্যানেজার ॥ কী! কী! কী হযেছে! একী ব্যাপার!

[ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছে। দুপক্ষই নিঃশব্দ। হঠাৎ বকুল ঐ অবস্থায জটলা ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে শ্যামলকে দেখতে পায। শ্যামলও দেখছে বকুলকে। ওর দুজনে মুখোমুখি। ঘরে বাইরে সমুদ্র তোলপাড।]

—ঃ বিরতি ঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক // প্রথম দৃশ্য

[কর্তা-গিন্নির ঘর। বেলা তিনটে। কর্তা গুম হযে ঘরময পায়চারি করছে। কানাই তাকে হাওয়া করছে।]

কর্তা ॥ কোথায় গেছে?

কানাই ॥ তা বলতে পারবো না।

কর্তা ॥ কখন গেছে?

কানাই ॥ বেলা আড়াইটে।

কর্তা ॥ আমায় ডাকিসনি কেন?

কানাই ॥ বললাম তো তুমি ঘুমোচ্ছিলে। জিতেনবাবু এলেন...এমনি করে ডাকলেন, মা-ও অমনি পা টিপে টিপে ফুরর্ করে বেরিয়ে গেলো!

কর্তা ॥ বাতাস কর্। গেলো কিসে?

কানাই ॥ কেন, জিতেনবাবুর মোটরে...

কর্তা ॥ মোটরে আর কে ছিলো?

কানাই ॥ কেউ না—আজ ড্রাইভারও না বাবা। জিতেনবাবু ইস্‌টিয়ারিং ধরে বসলেন...এক হাঁচকায় মাকে বাঁ পাশে তুলে নিয়ে প্যাঁক দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো...

[বলতে বলতে কানাই বেরিয়ে যাচ্ছে—]

কর্তা ॥ বাতাস কর্। (কানাই ফিরে এসে কর্তাকে বাতাস করে) কী পরে গেলোরে?

কানাই ॥ কুঁচনো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি।

কর্তা ॥ গিন্নি ধুতি পরেছে!

কানাই ॥ আরে গিন্নি পরতে যাবে কেন, ডাক্তারবাবু! মা সেই জরিপাড় ঢাকাইশাড়ি...গায়ে একরাশ গয়না...গালে লাল টুকটুকে হেঁচো পান...মাকে পিতিমের মতো লাগছিলো কত্তাবাবা!

কর্তা ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) বাতাস কর্!...বাজলো কটা?

কানাই ॥ রাত নটা আটটা হবে।

কর্তা ॥ এখনো ফিরছে না কেন?

কানাই ॥ কী করে বলবো? মনে হচ্ছে দুজনে মিলে বাবুঘাটে গিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

কর্তা ॥ বাতাস! বাতাস! বাতাসটা করে যা।

কানাই ॥ আর কতো বাতাস খাবে বাবা! আমার যে কব্জি ঢিলে হয়ে গেলো!

[কানাই বাতাস করে। পেল্লাদ নাপিত ঢোকে।]

পেল্লাদ ॥ এ বেলা কি দাড়ি কাটবেন বাবু?

কানাই ॥ দাড়ি! বাড়ি যাও। বাবার এদিকে নাড়ি থেমে গেছে!

পেল্লাদ ॥ কী...কী হয়েছে ভাই কানাই—

কানাই ॥ এখনো হয়নি, শিগগির হবে। দু চারদিনের মধ্যে এ বাড়িতে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে পেল্লাদ।

কর্তা ॥ ফোট! [কর্তা ভেতরে চলে যায়।]

পেল্লাদ ॥ বসে যাই ভাই কানাই...

কানাই ॥ হুঁ, রসের গন্ধ পেয়ে গেছো! রাতের বেলা দাড়িকাটা! ছুতো! যাও, ওপরে যাও...

পেল্লাদ ॥ কেন ওপরে আবার কি?

কানাই ॥ নিচেও যা, ওপরেও তাই। একতলায় বাবুঘাট, দোতলায় বকখালি! সাতাশ তারিখ জোড়ে-জোড়ে বকখালি গিয়েছিলো!...তার জের চলছে আজ পনেরোদিন!... এ বাড়িতে খুনোখুনি হচ্ছেই! তুমিও খুন হয়ে যেতে পারো পেল্লাদ!

[নেপথ্যে মোটরগাড়ির শব্দ]

কানাই ঐ এসে গেছে। বাবা... [লাঠি তুলে কর্তা ভেতরের থেকে ছুটে এলো]

কর্তা ॥ নো অ্যাডমিশান...নো এনট্রি। দিস ইজ মাই হাউস। আই উইল নট্ অ্যালাউ...

[কর্তা বাইরের দরজার মুখে গিয়ে]

আস্পর্ধা...বয়স তিনকুড়ি ক্রশ করে গেছে, এখনো কলেজ পালানো খুকুদের মতো দুপুরবেলা টো-টো করে ঘোরা হচ্ছে! গেট আউট...

[কর্তার বড়খোকা ও বড়খোকার ছেলে তাতাই ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে কর্তার লাঠির সামনে পড়ে। তাতাই-এর বয়েস পনেরো ষোল।]

কানাই ॥ আরে বড়দাদাবাবু...তাতাইদাদু! ও কর্তাবাবা, কারা এসেছে দ্যাখো—

কর্তা ॥ (হকচকিয়ে) বড়খোকা! বড়খোকা!

বড়খোকা ॥ কী ব্যাপার কি, বাড়িতে ঢুকছি, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছো।

তাতাই ॥ ও দাদু, তুমি আমাদের মারবে নাকি?

কর্তা ॥ আমার মাথা ঠিক নেইরে তাতাই, আই হ্যাভ বিকাম ম্যাড।

বড়খোকা ॥ নিজেও পাগল হয়েছো আমাদেরও পাগল করছো!— ঘন ঘন চিঠি টেলিগ্রাম...নিউবঙ্গাইগাঁও থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি।

কর্তা ॥ আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বড়খোকা... [কর্তা কেঁদে ফেলেন।]

তাতাই ॥ অ্যাঁ! কী হয়েছে গো? ও কানাইদা? [কানাইও ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।]

বড়খোকা ॥ আরে কি হয়েছে বলবে তো! সবাই মিলে কাঁদতে আরম্ভ করলে কেনো? এই পেল্লাদ! [পেল্লাদও চোখ মোছে।]

তাতাই ॥ ঠাম্মা কোথায়? ঠাম্মাকে দেখছি না। ও ঠাম্মা...

কর্তা ॥ তোর ঠাম্মা নেইরে দাদাভাই!

বড়খোকা ॥ অ্যাঁ? কবে?

কানাই ॥ আজ আড়াইটে!

বড়খোকা ॥ কী হয়েছিলো!

কর্তা ॥ সেটা জিতেনডাক্তার জানে। আড়াইটের সময় তোমার মাকে নিয়ে বাবুঘাটে চলে গেলো।

বড়খোকা ॥ বাবুঘাটে কেন? নিমতলাঘাট তো কাছেই ছিলো!

কানাই ॥ কাছে যাবার জন্যে তো যায় নি—যাবে দূরে...বাবার কাছ থেকে বহু দূরে যাবে বলেই গেছে...এসো তাতাইদাদু...ভেতরে এসো, বলছি—

[কানাই ও পেল্লাদ বড়খোকার ব্যাগটা ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলো। তাতাইও গেলো।]

বড়খোকা ॥ মা আমাকে দেখতে পারতো না। সেবার বাড়ি বেচার কথা বলতে বলেছিলো, আমার মুখদর্শন করবে না!...সেই জিদ বজায় রেখে গেলো!...বাড়িটা কী রকম ফাঁকা লাগছে!

কর্তা ॥ ফাঁকা...সব ফাঁকা...আমার জীবনটাই ফাঁকা। তুমি ছেলে—এর চেয়ে বেশি করে তোমায় বলাও যায় না।

বড়খোকা ॥ বাবা, এবার কিন্তু আমরা বাড়িটা বিক্রি করে দিতে পারি?

কর্তা ॥ সে কি? পৈত্রিক ভিটে বিক্রি করে দেব কেন?

বড়খোকা ॥ আর কেন মায়া করছো বাবা। এতোদিন বাড়ি বেচা হয় নি—মায়ের জন্যে। মা বেচতে দিতো না। সেই মা-ই যখন চলে গেলো...আর কলকাতার পাট রেখে কী লাভ?

কর্তা ॥ তোমার মাকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না বড়খোকা?

বড়খোকা ॥ সত্যি তুমি পাগল হয়ে গেছো বাবা। এখনো বুঝতে পারছো না, যে যায় তাকে ফেরানো যায় না।

কর্তা ॥ তুমিও বলছো, সে আর ফিরবে না? অ্যাঁ? তোমারও তাই মনে হচ্ছে?

বড়খোকা ॥ আঃ বাবা! দুঃখ করো না। আমি খদ্দের দেখি। সব এক সঙ্গে মিটিয়ে দিয়ে যাই! আর দেরি করো না বাবা, যা করতে হবে এই শোকের মধ্যেই করতে হবে! এরপরে আমার ছোটভাইটি এসে পড়লে বাড়ি বিক্রির টাকা এক আধলাও পাবো না! তোমার বৌমার ইচ্ছে, বাড়ি বিক্রির টাকায় শর্মিলার বিয়ে দেবে। বিয়ের ঠিকও হয়ে গেছে! এখন মায়ের কাজটা মিটিয়ে...

[তাতাই হাসতে হাসতে ঢোকে।]

হাসছিস কেন? শোকে কেউ হাসে না তাতাই।

তাতাই ॥ শোক। ঠাম্মা জিতুদাদুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে! দাদু তাই কাঁদছে।

বড়খোকা ॥ অ্যাঁ। বেড়াতে গেছে!

কর্তা ॥ প্রায়ই যায়। আমাকে গোপন করেই এসব চলছে বহুকাল! ব্যাপারটা বুঝতে পারছো বড়খোকা?

বড়খোকা ॥ কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ধ্যাৎ। মা মরেনি!

তাতাই ॥ (হেসে) উঃ ঠাম্মা ফিরলে যে কাণ্ড হবে না আজ।

[তাতাই বাইরে গেলো।]

বড়খোকা ॥ মরুকগে। শর্মিলার বিয়ের ব্যাপারে টাকাপয়সা কিছু দিতে পারবে?

কর্তা ॥ (উদাস গলায়) বিয়ে! বিয়ে যেন মানুষে না করে! দ্যাখো আমি যদি তোমার মাকে বিয়েটা না করতুম, তোমরা আজ কতো শান্তিতে থাকতে পারতে!

বড়খোকা ॥ ধুৎ। ধুৎ। [বকুল দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো।]

বকুল ॥ মেসোমশাই...দেখুন না, মারতে আসছে!

[শ্যামল দরজায় এসে দাঁড়ায়। উগ্র মূর্তি।]

শ্যামল ॥ চলো, ওপরে চলো...

বকুল ॥ আমি যাবো না...

শ্যামল ॥ চলো বলছি...

কর্তা ॥ কি...কি হয়েছে বাবা শ্যামল...?

শ্যামল ॥ কিচ্ছু হয়নি। আপনারা ওকে ঘর থেকে বার করে দিন...

বকুল ॥ মেজাজ দেখাবে না। আমি কি একটা গোরু-ছাগল, ঘর থেকে বার করে দেবে! দেখছেন, আপনাদের ঘরে ঢুকে কি রকম গুণ্ডামি করছে!

শ্যামল ॥ গুণ্ডামি করছি! [বকুলের দিকে তেড়ে যায়।]

[কানাই ও পেল্লাদ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।]

বড়খোকা ।। (শ্যামলকে বাধা দেয়) শ্যামলবাবু !

শ্যামল ।। ওকে বলে দিন—আজই যেন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বকুল ।। তোমার ঘর ! ঘর আমার নামে ভাড়া নেওয়া। মেসো মশাই, আপনি আমার নামে ভাড়ার রসিদ কাটেন না ? আমি কেন ঘর ছাড়বো ? ছাড়তে হ'লে ও ছাড়বে।

শ্যামল ।। বাজে মেয়ে, থাকতে দেবেন না আপনারা। আপনাদের বাড়ির দুর্নাম হবে। জানেন, অফিসের একটা ছোঁড়াকে জুটিয়ে বকখালি গিয়েছিলো ফুর্তি করতে !

বকুল ।। হ্যাঁ গিয়েছিলাম...তুমি যাওনি ? বর্ধমান হাসপাতালের নাম করে একটা ভ্যাম্প গার্ল নিয়ে তুমি সেখানে কী করছিলে ?

কর্তা ।। ঘরে ঘরে অশান্তি বাবা, ঘরে ঘরে অশান্তি '

বড়খোকা ।। বাবা ভেতরে যাও।...শুনুন মশাই, ভদ্রলোকের বাড়ির মধ্যে আপনারা কেলেংকারি করবেন না। নিজেদের ঘরে যান। [কর্তা ভেতরে গেলো।] একটা রিকোয়েস্ট, তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছেড়ে দিন ! বাড়ি আমরা বিক্রি করবো !

শ্যামল ।। করুন বিক্রি। তাতে ওর কিছু যায় আসে না। ও তো সুটুসট করে অরপরতনের ঘরে গিয়ে উঠবে।

বকুল ।। তাও যদি উঠতে হয়, অরূপ আমায় ফেলে ফেলে দেবে না। তার দয়ায় এখনো চাকরি করে যাচ্ছি। আমার জীবনে অরূপের যেটুকু অবদান আছে ওর তা নেই. .

শ্যামল ।। হোয়াট ! কি বললে !

[শ্যামল তেড়ে যায়। সকলে মিলে শ্যামলকে ধরে। শ্যামল নিজেকে সামলে নিয়ে চলে যায়।]

বকুল ।। কী করবে ? কীসের ভয় ? মারবে ? এসো মারো। সবই তো শেষ করেছো তুমি আমার। (বড়খোকাকে) বাড়ির কথা বলছিলেন তো ? একখানা নয়, এরকম একজোড়া বাড়ি আছে আমার বাবার। বাবার অমতে ওকে বিয়ে করে...সব হারিয়েছি...ওর জন্য সব হারিয়েছি।

[বকুল কেঁদে ফেলে। মাথা টলে যায়। বসে পড়ে কোন রকমে।]

কানাই ।। বৌদি, বৌদি, কী হলো ? শরীর খারাপ লাগছে।

বকুল ।। না-না—

বড়খোকা ।। এখন ওঁকে ছেড়ো না কানাইদা, বসিয়ে রাখো। [বড়খোকা ভেতরে যায়।]

কানাই ।। মা আমাকে সব বলেছে। এ অবস্থায় তোমার এতো ধকল সহ্য হবে কেন ? একা। আবার উঠে পড়লে কেন ? এখন ওপরে যেয়ো না, দাঁড়াও...আমি ধরছি--

বকুল ।। আমি একাই যেতে পারবো কানাইদা—একাই পারবো !

[বকুল টলোমলো পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

কানাই ।। বৌদি, পড়ে যাবে, দাঁড়াও..

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // দ্বিতীয় দৃশ্য

[শ্যামল বকুলের ঘর। পূর্ববর্তী দৃশ্যের পরমুহূর্ত। নিচের ঘর থেকে ফিরলো বকুল। তার বমি আসছে। বকুল দেখলো, এর মধ্যে শ্যামল ফিরে এসে এক কোণে বসে মদ্য পান করছে। বকুল কাঁপছে টলছে। বাথরুমে ঢুকলো বকুল। বাথরুমে বমির শব্দ।]

বকুল ॥ (বাথরুমে গোঙাচ্ছে) ও বাবাগো...মরে গেলাম গো! ও মা! মা গো! মরে গেলাম!

শ্যামল ॥ (চিৎকার করে) ইয়েস মরো। তোমার মতো মেয়ের বাঁচার কোনো অধিকার নেই। সিন ক্রিয়েট করা হচ্ছে!...বদমাইসি করে এখন থিয়েটার হচ্ছে। থিয়েটার! [ঢকঢক করে মদ খায়।]

[বাথরুমে বকুলের কাতরানি। বাইরের দরজায় কানাই এসে দাঁড়ায়।]

কানাই ॥ শিগগিরি ডাক্তার ডাকো দাদাবাবু! বৌদির শরীর খুব খারাপ হয়েছে।

শ্যামল ॥ অভিনয়...ওসব অভিনয় কানাই! (জোরে) এইভাবে সিমপ্যাথি ড্র করা যাবে না!

কানাই ॥ দাদাবাবু, পেটের বাচ্চাটা যদি নষ্ট হয়ে যায়!

শ্যামল ॥ (চমকে) বাচ্চা! কার?

কানাই ॥ বৌদির!

শ্যামল ॥ কী?

কানাই ॥ হ্যাঁ...

শ্যামল ॥ মানে!

কানাই ॥ আমার গিন্নিমা সব জানে! মাথার দিব্যি দিয়ে বৌদি তোমাকে বলতে মারা করেছিলো।

শ্যামল ॥ (গম্ভীর ভাবে) তুমি এখন যাও।

কানাই ॥ কিন্তু বৌদি—

শ্যামল ॥ আমি আছি, দেখছি! যাও...

[কানাই ভয়ে ভয়ে চলে গেলো। শ্যামল উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। গেলাসে চুমুক দিতে থাকে। বাথরুম থেকে বকুল বেরিয়ে আসে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছে।]

শ্যামল ॥ কথাটা সত্যি!

বকুল ॥ সত্যি! [বকুল খাটে উঠে মাথা এলিয়ে শোয়।]

শ্যামল ॥ বাচ্চা হবে!

বকুল ॥ হবে।

শ্যামল ॥ এতোদূর। এতোদূর এগিয়েছো।

[বকুল নিঃশব্দে গায়ের ওপর চাদর টেনে নিলো]

সো? দিস্ ইজ দ্য স্টোরি। শ্যামল সেন, দিস ইজ ইওর ফেট্। তুমি সন্তান চাও না, সব রকমে সাবধান থাকো, এদিকে তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে উপহার সাজিয়ে রেখেছে।...তুমি। তুমি এতোবড শয়তান বকুল।

[বকুল সুইচটা অফ করে দিলো]

নো, গেট আপ। গেট আপ।...উঠে দাঁড়াও। বাচ্চা চাই তোমার?...তা আমার ঘরে কেন, যাও...ওর জন্যে একটা বাবা খুঁজে নাও।। নোংরা পাজি কোথাকার। নিশ্চয় ট্যাবলেট খাওনি। কেন খাওনি। আমার কথা শোনোনি কেন? (চাদর টেনে) বেরোও এখান থেকে।

বকুল ॥ (ছিটকে উঠে বসে) হ্যাঁ। আমাদের মেয়েদের ওইটাইতো বিপদ। কিছু গোপন করতে পারিনা? তোমরা পুরুষরা ধোয়া তুলসী। কোনো মলিনতা নেই। কেন তোমার অর্ডার মানতে হবে। আমি তোমার বাঁদী?

[বকুল বাইরের দরজার দিকে এগোয়।]

শ্যামল ॥ (বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে) কোথায় যাচ্ছো।

বকুল ॥ সরে যাও। আমার গায়ে হাত দেবে না।

শ্যামল ॥ ঘেন্না করছে হাত দিতে। তবু দেবো...গলা টিপে তোমাকে আর তোমার শরীরের পাপটাকে আমি নির্মূল করে দেবো।

[বকুলকে ধরে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

শ্যামল ॥ আই উইল কিল ইউ। অবাধ্য মেয়ে। আমার কেরিয়ারের চেয়ে বাচ্চা বড় হল তোমার কাছে। তোমাকে মারলে আমার কোনো পাপ হবে না।

বকুল ॥ আমার পাপ তোমাকে নির্মূল করতে হবে না, আমিই পারবো।

[বকুল বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে দড়ির মতো পাকাতে পাকাতে বাথরুমে ঢুকে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়।]

শ্যামল ॥ (মত্ত উন্মত্ত) গলায় দড়ি দেবে? ডু দ্যাট। ভড়কি শুনতে চাই না। ঝুলে পড়ো। কি ভেবেছো, নিজে ঝুলে আমায় ঝোলাবে। নট দ্যাট ইজি। আই অ্যাম ভেরি সেফ। ইউ আর ক্যারিং এ চাইল্ড অফ অরূপরতন...প্রমাণ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। ইয়েস। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে এখন মরা ছাড়া তোমার গতি নেই। তাই মরো। চৌবাচ্চাটার ওপর উঠে দাঁড়াও।...ওই সিসটার্নের সঙ্গে চাদর বাঁধো।...শক্ত করে বাঁধো, আবার আধমরা ছিঁড়ে পড়ো না...বাঁধা হয়েছে?...এবার ঝোলো...ঝুলে পড়ো...

[বাথরুমে বালতি গড়িয়ে পড়ার শব্দ।]

শ্যামল ॥ (ঘাবড়ে) বকুল। অ্যাই বকুল।

[বাইরের দরজায় বেল বাজছে। শ্যামল ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলো। অরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্যামলকে দেখেই অরূপ চট করে চলে যাচ্ছিলো। শ্যামল তার হাত টেনে ধরলো।]

শ্যামল ॥ আসুন...আসুন...আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি!

অরূপ ॥ না, মানে...আপনি আছেন জানলে আসতুম না।

শ্যামল ॥ হুঁ, আমি না থাকলেই তো আপনার আসা-যাওয়া চলে!

অরূপ ॥ আপনার মনের অবস্থা কেমন? শান্ত তো?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ শান্ত...প্রশান্ত!

অরূপ ॥ বাঃ! আপনি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন! বকুলদি?

শ্যামল ॥ শান্ত, প্রশান্ত!

অরূপ ॥ বাঃ! কদিন অফিস যাচ্ছে না, ভাবলুম দেখে যাই! (মদের বোতল গেলাস দেখে) হুইস্কি!

শ্যামল ॥ ভ্যাট সিকসটি নাইন।

অরূপ ॥ ফাইন! সাজিয়ে বসেছেন দেখছি!

শ্যামল ॥ হুঁ। মনটা ভালো তো! (গেলাস এগিয়ে দিয়ে) ধবুন অরূপরতন...

অরূপ ॥ না-না...চলে না...আমার একটুতেই ভীষণ নেশা হয়ে যায়।

শ্যামল ॥ (হেসে) হোক্ না, ভীষণ নেশা হোক...আজ রাতে আমাদেব ভীষণ নেশা হোক্!

অরূপ ॥ অ্যাঁ...?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ...আপনি হচ্ছেন আমার শালা! বকুলকে দিদি বলেন। (হেসে) শালা ভগ্নীপোতেব আজ ভীষণ নেশা হোক্!

অরূপ ॥ (এক ঢোক খেয়ে) ওবে শালা! বুক জ্বলে গেলো! কী জিনিস খান দাদা?

শ্যামল ॥ (হাসে) এক ঢোকে বুক জ্বালা
দুই ঢোকে কানে তালা...
তিন ঢোকে কাছাখোলা
চার ঢোকে পালারে শালা, পালা!

অরূপ ॥ আচ্ছা আপনি আমাদেব অফিসে গিয়েছিলেন কেন দাদা? কী করলেন বলুন তো...! বেয়ারা থেকে বস্ পর্যন্ত সবাই কানাঘুষো করছে...বলুনতো এখন আমিই বা সেখানে কি করে কাজ কববো, আর বকুলদিই বা কি করবে!

শ্যামল ॥ তোমার বকুলদিরই বা তোমার সঙ্গে অতো মাখামাখি কেন?

অরূপ ॥ তাতে কী হয়েছে! আচ্ছা জামাইবাবু, আপনি কি চান মেয়েরা আধুনিকা হোক্...মাস গেলে পাত্তিটা নিয়ে আসুক...স্বামীদের ট্যাঁকে গুঁজে দিক...আর সন্ধেবেলা সিঁথির-সিঁদুর-মার্কা বৌ সেজে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য করুক? গাছেরও খাবো তলারও কুড়বো! চলে না জামাইবাবু!...থাম্স আফ হবে? 'র' মারতে পারছি না!

শ্যামল ॥ খাও! খাও! 'র'ই খেতে হবে! [গেলাসে মদ ঢেলে দেয়]

অরূপ ॥ (নেশা ধরেছে) একি রে! তুমি আমায় মাতাল করতে চাও নাকি? উঃ! আমার মাথাটা যে ঘুরছে!...(জোরে) অ্যাই বকুলদি, দেখে যাও না তোমার বর কী করছে! ও বকুলদি...কোথায তুমি?

শ্যামল ॥ বকুলদি ঝুলছে!

অরূপ। কোথায় ঝুলছো বকুলদি! (চমকে) অ্যাঁ! ঝুলছে মানে!

শ্যামল বাথরুমে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে!

অরূপ। সেকী! (বাথরুমের দরজা ধাককায়) বকুলদি! বকুলদি! (শ্যামলকে) তুমি ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছো। তোমাকে...তোমাকে আমি পুলিশে দেবো...শয়তান!

[অরূপ টলমল পায়ে এগিয়ে শ্যামলকে খামচে ধরে। অরূপের জামার কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছে শ্যামল।]

শ্যামল॥ কে মার্ডার করেছে। আমি, না তুমি।

[শ্যামল অরূপকে ধাককা দিয়ে ফেলে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে চট করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে জানালা দিয়ে অরূপকে বলে—]

শ্যামল॥ তুমি আমার ফ্ল্যাটে কেন এসেছো এতো রাত্রে? বাথরুমে বকুল ঝুলছে...তার গর্ভে তোমার সন্তান।

অরূপ॥ (পাগলের মতো) অ্যাই মশাই, এসব কি বলছেন...।

শ্যামল॥ তাহলে বুঝতে পারছো, কে কাকে মেরেছে! পুলিশ ডাকছি!

[শ্যামল হিংস্রভাবে হাসতে হাসতে জানালা থেকে সরে যায়।]

অরূপ॥ আরে অ্যাই মশাই, কোথায় যাচ্ছেন। দরজা খুলে দিন...প্লিজ আমার কথা শুনুন দাদা...প্লিজ শ্যামলদা...আমি কিছু করিনি...আমায় কেন বিপদে ফেলছেন!...এ কী! চারদিক সব বন্ধ। এখন কী করি! কেন আমি ওদের খবর নিতে এলাম! ও দাদা...শ্যামলদা। খুনের দায় আমার ঘাড়ে। (উন্মাদের মতো ঘরের ভেতর ছোটাছুটি করছে) আমি এখন পুলিশকে কী বলবো!...আমার চাকরি যাবে.. জেল হবে...ফাঁসি হবে! আমার মা! মাকে কী বলবো। কে আমার কথা বিশ্বাস করবে।

[বাথরুমের দরজা আধখানা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বকুল।]

বকুল কেউ কারুর কথা বিশ্বাস করে না অরূপ!

অরূপ বকুলদি!

বকুল আমি যদি শ্যামলকে বলতাম...শ্যামল। আমি নোংরা না...আমি কোনো দোষ করিনি...আমার কাছে যে আসছে সেও কোন পাপ করেনি...ও কী তা বিশ্বাস করতো?...আমি সংসার চাই, সুখ চাই—বেশি বেশি টাকা আয় করার যান্ত্রিক জীবন চাই না আমি।...দ্যাখো, এই দ্যাখো শ্যামল রাতের পর রাত যে ট্যাবলেটগুলো খেতে দিয়েছে...তার কোনোটাই আমি খাইনি...সব...সব এই পুতুলটার পেটে জমা করেছি...দ্যাখো...দ্যাখো—

[বকুল হাসি কান্নায় অধীর হয়ে পুতুলটা ঝাঁকাতে থাকে।]

শ্যামলকে আমি ক্ষমা করবো না অরূপ, কোনোদিনও না।

[বকুল ও অরূপ কেউ দেখলো না যে বাইরের জানালায় দাঁড়িয়ে শ্যামল এই কথাগুলো শুনছে।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // তৃতীয় দৃশ্য

[একই রাত্রি। দশটা বাজে। কর্তা গিন্নির ঘর। কালিঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছে গিন্নি ও জিতেন। পা টিপে টিপে সন্তর্পণে ঢুকলো গিন্নি। যেন কোনো তরুণী, গার্জেনের ভয়ে জড়োসড়ো। পিছু পিছু এলো জিতেন। জিতেনের পরনে চুনোট করা ধুতি, মটকার পাঞ্জাবি। গিন্নির হাতে প্রসাদের চুপড়ি। দুজনের কপালে টুকটুক করছে সিঁদুরের টিপ। গিন্নির ভয়ে বেশ মজা পাচ্ছে জিতেন। জিতেন গুনগুনিয়ে গান গাইছে।]

গিন্নি ॥ থামুন তো। কোথায় গেলো বলুন তো সব। কানাইটাকেও দেখছি না।
[জিতেন এমন ভাব দেখায় যেন সেও ভয় পেয়েছে।]
পথে পেল্লাদ বললো, বড়খোকা আর তাতাই এসেছে। কই? আমি তো ভেবেছিলুম আপনার বন্ধু আজ বড়ছেলেকে পেয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে। ও ঠাকুরপো, এতো চুপচাপ কেন?

জিতেন ॥ ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

গিন্নি ॥ মানে।

জিতেন ॥ মনে হচ্ছে বাপবেটায় মিলে যুক্তি করেছে, তোমায় ঠ্যাঙানি দেবে। আমি যাই বাবা।

গিন্নি ॥ অ্যাই মশাই, পালাচ্ছেন যে? ও, এখন বেড়িয়ে এনে নিজে পালানো হচ্ছে। বসুন। (জিতেনের হাত ধরে বসায়) মার খেতে হলে দু'জনেই খাবো। একা ফেলে পালাতে পারবেন না। মা...মাগো, আজ যে কপালে কী আছে গো...

জিতেন ॥ তোমার জন্যেই তো দেরী হ'লো। রাত দশটা বাজিয়ে দিলে।

গিন্নি ॥ দশটা। বেজে গেছে। (জিতেন ঘাড় নাড়ে) তা কি করবো। গেছি কালিঘাটে ছোটখোকার জন্যে পুজো দিতে। মায়ের প্রসাদ না নিয়ে ফিরি কী করে? আমরা তো আড্ডা দিতে বেরুইনি, কী বলুন?

জিতেন ॥ আমায় বলে কী হবে? তোমার কর্তা যা ভাবার ভেবে নিয়েছে।

গিন্নি ॥ কী? কী ভেবেছে?

জিতেন ॥ ভেবেছে গিন্নি ইলোপ হয়ে গেছে।

গিন্নি ॥ (মুচকি হেসে) আশ্চর্য সন্দেহবাতিক লোক। সেই বিয়ের পরদিন থেকে আমায় সন্দেহ করে—এই বুড়ো বয়সে আরও যেন বেশি করছে।

জিতেন ॥ তা বলতে নেই...যতো বয়েস বাড়ছে তোমার গ্ল্যামারও ততো বাড়ছে বৌঠান। আমারই তো মাঝে মাঝে কিরকম হয়।

গিন্নি ॥ আহা ! বেশি বেশি ! আচ্ছা সন্দেহ করার মতো কোনো কাজ কি আমরা করেছি ? বলুন, আপনি বলুন।

জিতেন ॥ করোনি ?

গিন্নি ॥ এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, কোনদিন মনের কোণে স্থানও দিইনি। তবে হ্যাঁ, ওকে ক্ষেপাবার জন্যে মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করেছি।

জিতেন ॥ এখনো করো ?

গিন্নি ॥ (হেসে) হুঁ-উ...

জিতেন ॥ আমাকে জড়িয়ে করো ?

গিন্নি ॥ আহা আপনাকে জড়ালেই তো ক্ষেপে বেশি। কেন, আপনি তার জন্যে কিছু মনে করেন নাকি ? দেখবেন মশাই !

জিতেন ॥ ভাবছি, আমি আর তোমাদের বাড়ি আসবো না।

গিন্নি ॥ সেকী ? ওমা, কেন ?

জিতেন ॥ কী দরকার দাম্পত্য কলহের কারণ হয়ে ? তোমার ছেলেরা কীভাবে নেবে...

গিন্নি ॥ কীভাবে নেবে ? ওমা, অতো গম্ভীর হযে কথা বলছেন কেন ? অ্যাই ঠাকুরপো, ভালো হবে না কিন্তু। ও ঠাকুরপো, যা বললেন সত্যি ? আর আসবেন না ?

জিতেন ॥ (হেসে) নাগো বৌঠান, না। তোমবা আমার বন্ধু, একমাত্র বন্ধু...বলতে গেলে আমার আশ্রয ! তোমরা ছাড়া আর কে আছে আমার ? তোমাদের কাছে না এসে তো বাঁচবো না বৌঠান।

গিন্নি ॥ এই প্রসাদী ফুল ছুঁযে একটা কথা দিন ঠাকুরপো, ভুলেও আমাদের ছাড়বেন না কোনোদিন। ছাডাছাডি হ'লে আমরা কেউ বাঁচবো না ! (গিন্নি একমুঠো ফুল জিতেনেব মুঠিতে রেখে চেপে ধরে) দিন, কথা দিন, পালাবেন না...

[হঠাৎ গলা খাঁকারি শুনে গিন্নি জিতেন ঘুরে দেখল ভেতরের দরজায় কর্তা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পাযজামা সার্ট, মাথায় টুপি। জিতেনের হাত ছেড়ে বোঁ করে ঘুবে গিযে গিন্নি আধখানা জিব কেটে লম্বা ঘোমটা টেনে দাঁড়ায়।]

কর্তা ॥ জিতু কি নাডি দেখছিস নাকি, জিতু !

জিতেন ॥ নাড়ি দেখব কেন ?

কর্তা ॥ না, যেভাবে হাতখানা টেপাটেপি করছিস, আমি ভাবলুম বুঝি নাড়ি খুঁজে পাচ্ছিস না !

গিন্নি ॥ বলে দিন জিতুবাবু—আমার নাড়ি টিপে ধরতে হয না !

কর্তা ॥ সে তো বুঝতেই পারছি। দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত নাড়ি তো টগবগ টগবগ চলছে !...তা কেমন ঘুরলি !

জিতেন ॥ ভালো।

কর্তা ॥ কালকের প্রোগ্রাম কি ঠিক করলি !

গিন্নি ॥ কাল কোনো প্রোগ্রাম নেই—

কর্তা ॥ কেন, কর্ ! কাল যা পাতালরেলটা চড়িয়ে নিয়ে আয়...

গিন্নি ॥ কেউ যেন না ভাবে, আমরা তা চডতে পারি না !

কর্তা ॥ আমি তো চড়তেই বলছি। কাল তোর ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে আসিস!

জিতেন ॥ আমার গাড়ির ব্রেক ধরছে না।

কর্তা ॥ তোর ব্রেক তো অনেক কাল আগেই ফেল করেছে! সারিয়ে নে।

গিন্নি ॥ (হঠাৎ ঘোমটা খুলে) এই তুমি আমাদের বেড়ানোর জন্যে অতো উৎসাহ দেখাচ্ছ কেন গা?

কর্তা ॥ (বিচিত্র হাসিতে) বেড়াও...বেড়াও...বেড়িয়ে নাও। আর কদিনই বা বেড়াবে! বড়জোর দিন কুড়ি। তারপরই—

জিতেন ॥ তারপরই কী....?

কর্তা ॥ এই বাড়ি বিক্রি। কলকাতার পাট চুকিয়ে হাওয়া কাট! সোজা নিউবঙ্গাইগাঁও... সোজা আমার বড়খোকা বড়বৌমার কাছে!

জিতেন ॥ হ্যাঁরে তোর মাথায় দেখছি ভূত চেপেছে!

কর্তা ॥ ভূত চেপেছিলো, এবার তাড়াবো। দিস ইজ দি ওনলি ওয়ে টু সেভ মাই ফ্যামিলি ফ্রম ইওর ডার্টি হ্যান্ডস! বন্ধু অনেকেরই হয়, আবার বয়েসকালে কেটেও যায়!...তুমি ব্যাটা লেগে রয়েছো সেই ন্যাংটো বয়েস থেকে! তা তুমি যখন কিছুতেই আমাদের ছাড়বেনা, আমরাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো! বড়খোকা আমার প্রবলেম সল্‌ভ করে দিয়েছে...বড়খোকা...বড়খোকা...

[বড়খোকা ঢোকে।]

এরা দুজনে তোমাকে রেল-ডাকাত বলেছে বাবা!

জিতেন ॥ বাড়িতে পা দিয়েই বাড়ি বেচার ফুসমন্তরটি দিয়েছ বাবা?

বড়খোকা ॥ না। আমি কাউকে ফুসমন্তর দিইনি জিতুকাকু। বাবার বাড়ি বাবাই বেচবেন ঠিক করেছেন।

গিন্নি ॥ থামো। আজ ক'বছর ধরে তোমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো...বাড়িটা বেচে দিয়ে যথা সর্বস্ব হাতিয়ে নেবার।

বড়খোকা ॥ কেন আমরা হাতাতে যাবো মা? আমি কি অক্ষম?

গিন্নি ॥ সাতগণ্ডা মেয়ে যার, সে অক্ষম ছাড়া কি? ঐ মেয়ের পাল পার করা রাজ্যপালের চাকরি করেও সম্ভব না। (জিতেনকে) টাকা নিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দেবে।

বড়খোকা ॥ সে তো অন্যায় কিছু না। বাবা যদি তাঁর নাতনিদের সুপাত্রে দান করবার জন্যে কিছু দেন, তাতে তোমার তো খুশি হওয়াই উচিত। তাছাড়া বাড়িটা রেখেই বা কি লাভ? আপনি বলুন জিতুকাকু। আমরা পড়ে আছি কোন্ দূর দেশে...এখানে এরা দু'জন বুড়ো মানুষ পড়ে রয়েছে...এদের কখন কি হয় সেই দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি সেখানে কাজে মন দিই কী করে বলুন তো?

গিন্নি ॥ আসুক আমার ছোটখোকা, বাড়ি কি করে বিক্রি করো দেখছি আমি।

[গিন্নি চলে যায়।]

জিতেন ॥ কিন্তু তোমার বাবা-মা তো এখানে ভালোই আছেন বড়খোকা। হঠাৎ তাঁদের সরাচ্ছ কেন?

বড়খোকা ॥ না, ভালো নেই। ওসব কথা বলবেন না জিতুকাকু। খুবই খারাপ আছে...বাবার

চেহারাটা আধখানা হয়ে গেছে! এ অবস্থায় বাবাকে আর ফেলে যাবো না জিতুকাকু, সে আপনি যতই বলুন...

কর্তা ॥ (বাঁকা হাসিতে) প্রেসারটা একটু দেখবি নাকিরে জিতু?

[জিতেন মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

বড়খোকা ॥ তুমি যাও বাবা, আর রাত জেগো না।

কর্তা ॥ শুতে যাই জিতু।...(জিতেনকে শুনিয়ে, আদুরে গলায বডখোকাকে) পায়জামাটা আনলে, কিন্তু বড় ঢোলা ঢোলা লাগছে। এত ঢোলা পায়জামা পরা যায় না ছাতা! [কর্তা ভেতরে যায়]

বড়খোকা ॥ ভালো কথা জিতুকাকু, বাবা বলছিলেন যে আপনি নাকি বাবার চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো পয়সাকডি নেন না। এটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।...অবশ্য বাবাকে আপনি যা করেছেন তার জন্যে আমরা গ্রেটফুল...তবু ছেলে হিসেবে আমারও কর্তব্য বৃদ্ধ পিতামাতার চিকিৎসার খরচ মিটিয়ে দেওয়া! (টাকা বার করে) আপনার কতো হয়েছে, জিজ্ঞাসা করার কোনো মানেই হয় না। আপনি তো আর হিসেবপত্তব বাখেন নি। তাই মনে করছি আপনাকে এককালীন কিছু টাকা... [নোটের গোছা বাড়িয়ে ধরে]

জিতেন ॥ টাকা! কই? হ্যাঁ, দাও। টাকা দাও।

[গিন্নি ঢুকছে। জিতেনের সামনে টেবিলেব ওপব টাকাগুলো রেখে বডখোকা মায়ের দিকে তাকিযে ভেতরে চলে গেলো।]

জিতেন ॥ (বাষ্পাচ্ছন্ন গলায়) তোমার ছেলে আমায টাকা দিলো বৌঠান...তোমার ছেলে চিকিৎসকের পাওনা মিটিযে দিলো। আমি ডাক্তার, প্রফেশনাল ম্যান। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রফেশানাল! বাড়িতে ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কমার্শিয়াল! আমি একটা লোক বৌঠান, যার কেউ নেই...কাউকে যে জীবনে আপন করে পেতেও পারে না। (জিতেন পুবের জানালার দিকে গেলো) চলে যাবে?...আর ফিরবে না! কে কোথায থাকবো...? (বাইরে তাকিয়ে) ওই শিউলিগাছটায যখন ফুল ফুটবে, তখন আমার তোমাদের কথা মনে পড়বে বৌঠান...তোমার কথা...সাহেবের কথা...

গিন্নি ॥ (কান্নায় ভেঙে পড়ে) আমি যাবো না...আমি কিছুতেই আমার ভিটে ছেড়ে যাবো না। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ঠাকুরপো।

জিতেন ॥ আমি? আমি কি ব্যবস্থা করবো? তোমার বরের ওপরে পারি, তোমার ছেলে বলছে, তার ওপরে তো আমি কিছু বলতে পারি না।

[বাইরের দরজায় বিপর্যস্ত বকুল।]

বকুল ॥ মাসিমা—

গিন্নি ॥ বকুল! কীরে, এতো বাতে? একী চেহারা হয়েছে তোর? শ্যামলের সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে? কী যে হ'লো তোদের! কদিন ধরে জ্বলেপুড়ে মরছিস! কী এমন ঘটেছে রে? ডাকতো শ্যামলকে, শুনি তার কাছে—

বকুল ॥ শ্যামল চলে গেছে মাসিমা!

গিন্নি ॥ চলে গেছে? কোথায়?

বকুল ॥ জানি না...আর এখানে আসবে না! আমি তাকে আসতে দেবো না।

জিতেন ॥ তার মানে?

বকুল ॥ তাড়িয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু!

গিন্নি ॥ বকুল!

বকুল ॥ অনেক চেষ্টা করেছিলো ঝগড়া মিটিয়ে নেবার। বারবার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলো। খুলিনি।

গিন্নি ॥ একী করলি রে!

বকুল ॥ শ্যামল যা করেছে, ওকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবো না মাসিমা। ওর জন্যে আমি বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়েছি! বাবার সম্পত্তির দিকেও ভ্রূক্ষেপ করিনি। ও কেন আমায় ঠকাবে?

জিতেন ॥ আমি দেখছি কোথায় গেলো শ্যামল...

বকুল ॥ না না ডাক্তারবাবু। শুধু বলুন মাসিমা, আপনাদের বাড়িটা কি সত্যি এবার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? [গিন্নি মুখ সরিয়ে নিল।] আমি যে খুব বিপদে পড়ে যাবো! একা হলে আমি ভাবতুম না, কিন্তু আমি তো আর একা নই মাসিমা! হ্যাঁ, বাবা মার কাছে আমি যাবো না...যেতে পারবো না। এ অবস্থায় আমি...আমি কোথায় যাবো, কী করবো...আমি কিছু ভাবতে পারছি না মাসিমা...
[গিন্নি বকুলকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছে। বকুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জিতেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // চতুর্থ দৃশ্য

[একই ঘর। ছোটখোকাকে দেখা যাচ্ছে। সাহেবি কেতাদুরস্ত ছেলে। ঘন ঘন সিগারেট খায়। উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে। পাশে বিমর্ষ কানাই।]

ছোটখোকা ॥ বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলো!

কানাই ॥ গেল হপ্তায় হয়ে গেলো! শুকলাল শেঠ দু'হাত তুলে নাচছে।

ছোটখোকা ॥ তোমরা কি করছিলে! মা কি করছিলো? কেউ ঠেকাতে পারলে না?

কানাই ॥ আমি আর কি করবো! মা কতো কাঁদাকাটি করলেন, না খেয়ে দেয়ে ঠাকুরঘরে শুয়ে রইলেন। বড়দা কত্তাবাবাকে বগলদাবা করে নিয়ে রেজিস্ট্রি আপিসে চলে গেলো!...তবে হ্যাঁ বাড়িটা লিখে দিয়ে বাবা কিন্তু লুকিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো ছোটদা।

ছোটখোকা ॥ (জোরে ডাকে) দাদা! দাদা!...সব ঐ বড়বৌদিটির কাজ! সেখানে বসে কলকাটি নাড়ছে! দাদাকে পেয়েছে একটা ভেড়া— [বড়খোকা ঢোকে।]

বড়খোকা ॥ কী রে ! প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। কী বলবি বল্ !

ছোটখোকা ॥ ওসব চালাকি বন্ধ করো দাদা। বাড়িতে পা দেওয়া থেকে শুনছি তোমার মাথা ধরেছে ! আসলে বলো, আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছো ! চুরি করে শুকলাল শেঠের হাতে বাড়িটা তুলে দিয়ে—

বড়খোকা ॥ দিলে বাবা দিয়েছে, আমি কিছু জানি না।

ছোটখোকা ॥ জানো না ? বাবাকে উসকোচ্ছে কারা ? বুড়োবুড়ির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মন কষাকষি এসব হয়েই থাকে...কিন্তু তোমরা এমনি যে সেটা না মিটিয়ে তার থেকে ফায়দা তুলছো...তুমি আর বৌদি ! এতো ছোট...এতো নীচ তোমরা !

[কানাই ছোটখোকাকে ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে।]

বড়খোকা ॥ যা বলার আমায় বল্ ! বৌদিকে জড়াবি না এর মধ্যে ! সে গোবেচারা ভালো মানুষ !

ছোটখোকা ॥ গোবেচারা ! তিনি পাঁউরুটিতে জেলি মাখিয়েও খেতে জানেন না ! ইতিপূর্বে বাবার লাইফ ইন্সিওরেন্স-এর নীট বিশ হাজার টাকা তোমরা এই ভাবে গাপ করেছিলে !...এবার বাড়ি বিক্রির দেড় লাখ টাকা নিয়ে কেটে পড়ার তালে আছো ! নেহাৎ আমি এসে পড়ায়....

বড়খোকা ॥ এসে পড়েও তুই কিছু কবতে পারবি না। টাকা আমার হাতে এসে গেছে !...পাই পযসা ছাড়বো না।

ছোটখোকা ॥ সেটা তুমি বড়গলা করে বলছো ! অশিক্ষিত গেঁয়ো বৌটির পাল্লায় পড়ে তুমি যে এতোটা অর্থপিশাচ হয়ে পড়েছ...

বড়খোকা ॥ যা ইচ্ছে বল্...ইতর, ছোটলোক, পিশাচ...টাকা ছাড়বো না। যা করতে পারিস কর।

ছোটখোকা ॥ দেখবে, দেখবে কী করতে পারি ? আমিও দেখছি, ওই টাকা নিয়ে কি করে তুমি কলকাতা ছাড়ো... [সহসা তাতাই একটা ব্রীফকেস নিয়ে ঢোকে।]

তাতাই ॥ নাও ছোটকাকা !

বড়খোকা ॥ তোকে এই ব্রীফকেস আনতে কে বললো ?

ছোটখোকা ॥ এ সব কী !

তাতাই ॥ বাড়ি বিক্রির টাকা ! পুরো দেড়লাখ আছে !

বড়খোকা ॥ তাতাই ! দে, ব্রীফকেস ছাড় !

[বড়খোকা তাতাই-এর কাছ থেকে ব্রীফকেস কেড়ে নিতে যায়।]

তাতাই ॥ বাবা, ছোটকাকা এমন করে বলছে, তবু তুমি এই টাকা নেবে ! ঠাম্মা কাঁদছে, দাদু কাঁদছে ! এতো লোক কাঁদিয়ে বাড়িটা বিক্রি করলে ! এ টাকায় ভাবছো দিদির ভালো বিয়ে হবে !

কানাই ॥ কী করলে তুমি বড়দা !

তাতাই ॥ আমাদের একটা বাড়ি ছিলো ! ছুটিতে আমরা আসতাম, আনন্দ করতাম ! সবাইকে বলতাম, আমাদের একটা দেশ আছে, দেশে বাড়ি আছে ! সব বেচে দিলে বাবা ! [তাতাই চলে যায়।]

বড়খোকা ॥ (ছোটখোকাকে) নে, টাকা চাইছিলি...ঐ নে ! আমি তো তোর সব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি। টাকা পয়সা খ্যাঁচাখেঁচির মধ্যে আর ভালো লাগছে না। না হয় মেয়ের বিয়ে দেবো না। আমি এক্ষুনি চলে যাবো। টাকা নে, বাবা-মাকে নিয়ে যা—

ছোটখোকা ॥ বাবা মাকে আমি কোথায় নিয়ে যাবো ?

বড়খোকা ॥ কেন দিল্লিতে ! তোর বৌ কুকুর পুষছে, আর শ্বশুর শাশুড়িকে পুষতে পারবে না !

ছোটখোকা ॥ আরে না না ! কাকলি নির্জনতা পছন্দ করে। নির্জনতা না থাকলে কবিতা লিখবে কি করে ! বাবা মা গেলে, প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল হবে যে !

বড়খোকা ॥ ওঃ তোর বৌ তো শুধু কুকুরই নাচায় না, পদ্যও রচনা করে !

ছোটখোকা ॥ একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো না দাদা।

বড়খোকা ॥ কীসের ঠাণ্ডা মাথারে ! যখন চোর জোচ্চর বলছিলি, তখন ঠাণ্ডা মাথার কথা মনে হয়নি ? এখন টাকার ব্যাগ পেয়ে মগজে বুঝি হিমপ্রবাহ বইছে ? ছেলেটার কাছে পর্যন্ত আমার প্রেসটিজ থাকল না !

ছোটখোকা ॥ ঠিক আছে, আমি নেব না। মানে পুরো টাকা দিতে হবে না দাদা। তুমি হাফ নাও, আর মা বাবাকে নিযে যাও।

বড়খোকা ॥ ও টাকার বেলায হাফ-হাফ, মা বাবার বেলা পুবো আমি ! তাহলে মা-বাবাও হাফাহাফি হোক্ !

ছোটখোকা ॥ তাতে আমি রাজি। তুমি একজনকে নাও। আমি একজনকে নিচ্ছি !

বড়খোকা ॥ আমিও রাজি ! আমার কিন্তু মাকে চাই।

ছোটখোকা ॥ সে কী ! মাকে তুমি নেবে দাদা !

[কর্তা এসে দাঁড়ায ভেতবের দবজার মুখে। কেউ লক্ষ্য করে না।]

বড়খোকা ॥ আরে ওধারে বিশ্বাসী কাজের লোক মেলে না ! মা গেলে তোর বৌদির একটু সুবিধে হবে। অবশ্য তোর যদি কোনো আপত্তি না থাকে...

ছোটখোকা ॥ না, না, আপত্তি করবো কেন ? তুমি মুখ ফুটে চাইছো...সামান্য মাকে তোমায় দিতে পারবো না ! বলছিলুম বৌদিব সঙ্গে তো মার বনে না।

বড়খোকা ॥ বনিযে নেবে। কাজ পেলে ঠিকই বনিযে নেবে !

কানাই ॥ (এতক্ষণ হাঁ হয়ে শুনছিলো, হঠাৎ ডুকরে ওঠে) আর আমার কী হবে ? ও ছোড়দা, ও বড়দা, তোমরা তো মা বাবা দু'ভাগ করে ফেল্লে। আমি কোন্ ভাগে যাবো ? কত্তাবাবা গিন্নিমার কাছে থাকি সেই এত্তোটুকু বযেস থেকে ! আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি ! তা ওঁরা দুজনে চললো দু'মুল্লুকে...কানাই, কানাই যে কোনো ভাগে নাই ! ও বাবা...ও মা...

[কানাই গিন্নির উদ্দেশে ভেতরে যায। কর্তাকে দেখো যাচ্ছে অত্যন্ত বিব্রত ও উত্তেজিত।]

কর্তা ॥ বড়খোকা ! এসব কী শুনছি ! তোমার মাকে আর আমাকে দু'জায়গায থাকতে হবে, অ্যাঁ !

বড়খোকা ॥ তাতে আমাদের কারো ঘাড়ে বেশি চাপ পড়ে না। এটা বুঝছো না কেন ?

কর্তা ॥ বুঝতে পারছি, কিন্তু আমাকে ছোটখোকাব সঙ্গে দিল্লিতে পাঠাচ্ছো কেন ? ওতো চিবকাল ওব মার পক্ষে ! তুমি তো আমাব বডখোকা !...তবে ভাগ এরকম উল্টোপাল্টা হযে গেলো কেন ?

বডখোকা ॥ আবে ছেলে তো আমবা দুজনেই, নাকি ? (ছোটখোকাকে) দেখছিস তো ?

কর্তা ॥ কিন্তু ওব সঙ্গে তো আমাব ভালোমতো স্পিকিং টাবম্‌সও নেই ! তাছাডা ও নিজেব পছন্দমতো বিযে কবেছে। সে বৌকে আমি কোনদিন দেখিনি। না, না, আমি তাব কাছে গিযে কখনো থাকতে পাববো না।

ছোটখোকা ॥ কে কোথায থাকবে সেটা ঠিক কববো আমবা।

[বডখোকাব ইশাবায টাকাব ব্যাগ তুলে নিযে ভেতবে গেলো ছোটখোকা।]

কর্তা ॥ (দুঃখ ও হতাশায) হ্যাঁ, বাডিটা বিক্রি কবে সর্বস্ব হাতিযে নিযে এখন আমি কোথায থাকবো সেটা তোমাদেব মর্জিব ওপব !

বডখোকা ॥ তাহলে যা ইচ্ছে হয কবো। আমবা কিছু জানিনে।

কর্তা ॥ বডখোকা।

[বডখোকা ভেতবে যায। কর্তা গুম হযে বসে আছে। ছোটখোকাব পেছন পেছন গিন্নি ঢোকে। তাব চেহাবাও মলিন। ছোটখোকা বাইবে যেতে উদ্যত।]

গিন্নি ॥ তুই আমায নে, ও ছোটখোকা, তুই নে আমায।

ছোটখোকা ॥ ওঃ তোমায দাদা নিযেছে মা। তুমি এখন দাদাব...

গিন্নি ॥ তোকে কী এই ব্যবস্থা কবতে ডেকে নিযে এলাম !

ছোটখোকা ॥ কেন, খাবাপ কী কবলাম ! বডছেলে, বডবৌমাব কাছে থাকবে। এতে গণ্ডগোল কোথায।

গিন্নি ॥ ওবে তুই বুঝতে পাবছিস না...ওই বৌ আমাকে কাছে নিযে যেতে চায কেন জানিস ! ও আমাকে একা পেযে শোধ তুলবে। আমাকে ছাবপোকাব মতো পিষে মাববে।

ছোটখোকা ॥ তুমি ওদেব দেখতে পাবো না বলে যা-তা বলছো। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পাবি না, শুধু আমাকেই বা কেন তুমি ভালোবাসবে মা ! ওদেব একটু বাসতে পাবো না ? আশ্চর্য ! [ছোটখোকা দবজাব দিকে এগোয]

গিন্নি ॥ ছোটখোকা...ছোটখোকা...

[গিন্নি দবজা অবধি ছুটে যায। ছোটখোকা বেবিযে যায।]

কর্তা ॥ আমি তোমাব সর্বনাশ কবলাম ! আমাব জন্যেই ছেলেদেব কাছে ভিক্ষে কবতে হচ্ছে তোমায ! ভিক্ষে ! [বাডিব বর্তমান মালিক শেঠ শুকলাল ঢোকে।]

শুকলাল ॥ নমস্তে বাবুজী...

কর্তা ॥ আসুন...আসুন শুকলালজী...

শুকলাল ॥ আসতে আব আপনি দিচ্ছেন কই ? বাডিটা কিনলাম এক হোপ্তা হোযে গেলো। আভি তক পার্মানেন্টলি আসতে পাবলাম না ! বলেন তো, বাডি ভেকেট করছেন কবে !

কর্তা ॥ শুকলালজী, আমি এখনো ডিসাইড করতে পাবিনি। মানে আমবা দু'জন

বুড়োবুড়ি বাড়ি ছেড়ে কোথায় যে কার কাছে গিয়ে উঠবো...শেষ জীবনটা যে কীভাবে কাটাবো...

শুকলাল ॥ আরে মোশায়, এতো বড় আজীব বাৎ! আপনারা কোথায় কোন্ মুলুকে কাটাবেন...সেটা ডিসাইড করবে হামি। হামি বাড়ি কিনেছে, আপনারা ভেকেট করে দিন! ব্যস! [গিন্নি আঁচলে মুখ ঢেকে ভেতরে চলে গেলো।]

কর্তা ॥ একখানা ঘর শুধু আমায় ছেড়ে দেবেন শুকলালজী! শেষ ঘুমটা নিজের জায়গায় ঘুমুতে দেবেন? তারপর আপনার ঘর আপনি নিয়ে নেবেন।

শুকলাল ॥ এসব বাৎ ছোড়েন মোশায়। যো হোবে না, ও বলে কি লাভ আছে! এখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং বানাবো। [কানাই ঢোকে।]
এক একখানা ফ্ল্যাট দশলাখ টাকায় ছোড়বো! পার্টি সব ফিট রয়েছে। এডভান্স ভি নেওয়া হয়ে গেছে। সাতদিনের মধ্যে বাড়ি ভেকেট করিয়ে দিবেন! নেহিতো বুলডোজার দিয়ে এ মোকান হামি চুরমার করিয়ে দিব। ও বুড়োবুড়ি ছোঁড়াছুঁড়ি কুছু মারবে না। এ কানাইয়া, ও ফার্স্ট ফ্লোরকা আওরাৎ কী বোলে? বাড়ি খালি করবে কবে?

কানাই ॥ (খিঁচিয়ে) খালি বললেই খালি! উনি যেতে পারবেন না।

শুকলাল ॥ কেনো?

কানাই ॥ বাচ্চা হবে!

শুকলাল ॥ পেরেগন্যানট! ও শ্যামলবাবু তো ভাগিয়ে গিয়েছে! [বিশ্রিভাবে হাসে]

কানাই ॥ হুঁ, বৌদি একা! এ অবস্থায় বৌদি যাবে কোথায়?

শুকলাল ॥ আরে ছোড়ো ছোড়ো। বুলডোজার ওসব পেরেগন্যানট উরুগন্যানট নেহি জানতা! স্রেফ গড়গড় চালিয়ে যাবে, হাঁ।

কানাই ॥ অ্যাই! মুখ সামলে কথা বলবেন!

শুকলাল ॥ ছোড়ো ছোড়ো। আভি হামি আলটিমেটাম লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!
[শুকলালের পিছু পিছু কানাই বেরিয়ে যায়। কর্তা নীরবে চোখের জল মোছে। জিতেন ঢোকে। জিতেনকে দেখেই কর্তা ভেতরে যেতে উদ্যত হয়।]

জিতেন ॥ কিরে পালাচ্ছিস কেন?

কর্তা ॥ ...জিতু, তুই শুনেছিস?

জিতেন ॥ তুই দিল্লি আর উনি আসাম? হ্যাঁ...তোর ছোটখোকা বললো!

কর্তা ॥ জিতুরে আমরা ভাগ হয়ে গেলামরে! [গিন্নি এসে দাঁড়ায় দরজায়।]

জিতেন ॥ সে তো হতেই পারে। লাউ, কাঁঠাল, কুমড়ো ভাগ হয়...জমিজমা ভাগ হয়...দেশ ভাগ হয়...দেশে দেশে গঙ্গার জল ভাগ হয়...মা বাপ ভাগ হবে, এতে আর কি আছে রে?

কর্তা ॥ বলিসনে জিতু...আর বলিস নে...

জিতেন ॥ কাঁদিস নে...কাঁদিস নে, বুড়োবয়েসে কাঁদতে দেখলে ছেলেরা হাসবে। কাঁদিস নে...কাঁদিস নে!

গিন্নি ॥ (দপ করে জ্বলে উঠে জিতেনকে) ঠাট্টা করছেন! ঠাট্টা! জীবনে অনেক ঠাট্টা

করেছেন ঠাকুরপো! কিন্তু আজকেরটা...তার বুঝি তুলনা হয় না...তুলনা হয় না... [গিন্নি কর্তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে গুমরে গুমরে কাঁদে।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // পঞ্চম দৃশ্য

[বকুলের ঘর। সন্ধ্যারাত্রি। বকুল দ্রুত হাতে তার সুটকেস গোছাচ্ছে। জামাকাপড় তেল মাজন পাউডার তোয়ালে ভরলো। একটা একটা করে গায়ের গয়না খুলে গয়নার বাক্সে তুলে রাখলো। বাইরের দরজায় শ্যামল এসে দাঁড়ালো। শুকনো চেহারা, বিব্রত দৃষ্টি। শ্যামলের হাতে একটা ব্রীফকেস।]

শ্যামল ॥ বকুল...
বকুল ॥ (চমকে) তুমি! এখানে কী চাই?
শ্যামল ॥ কয়েকটা কথা বলতে এলাম।
বকুল ॥ উকিলের চিঠি পেয়েছো?
শ্যামল ॥ পেয়েছি!
বকুল ॥ আমার উকিল বলেছেন, ডিভোর্স মামলার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি এ ঘরে পা দিলে, তক্ষুনি তাঁকে একটা খবর দিতে।
শ্যামল ॥ আমি মামলার ব্যাপারে কিছু বলতে আসিনি!
বকুল ॥ তবে?
শ্যামল ॥ নিচের মাসিমা বললেন, তুমি নাকি নার্সিংহোমে যাচ্ছো?
বকুল ॥ আমি কোথায় যাবো না-যাবো তা নিয়ে কেউ যেন মাথা না ঘামায়।
শ্যামল ॥ সত্যি যাচ্ছো!
বকুল ॥ দেখতেই পাচ্ছো!
শ্যামল ॥ পাচ্ছি। গায়ের গয়না খুলে রেখে সর্বনাশের জন্যে তৈরী হচ্ছো!...বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেবে বকুল? (বকুলের চিবুক শক্ত হ'লো। সে তার গোছগাছ করে চলেছে।) আমি তোমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছি বকুল। তোমার ভালোলাগা মন্দলাগার কোনো খবর রাখিনি। তবু যে আসছে, তার বুকে ছুরি বসিয়ো না...বাচ্চাটাকে তুমি খুন ক'রো না বকুল...
বকুল ॥ খুন! খুন শুধু আমি একাই করছি! নিজে করোনি!
শ্যামল ॥ হ্যাঁ ঠিকই! সন্তান আমি চাইনি। নিষ্ঠুরের মতো তোমার চাওয়াটাকে দিনের পর দিন রোধ করেছি। আমার মতো হিসেবি মানুষেরা বড় নিষ্ঠুর হয়, সামান্য সুখের জন্যে তারা যা খুশি করে!..কিন্তু আজ যখন সে আসছে, কী যে একটা

অদ্ভুত মায়া... আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না বকুল...রাত্তিরে ঘুমুতে পারি না...তুমি জানো না—এ কদিন রোজই নিচের মাসিমার কাছে এসে তোমার খবর নিয়ে গেছি...এই মায়াটা আমার বড় অজানা ছিলো। বকুল, ওকে তুমি মেরো না। ওর জন্যে তোমায় এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। সব আমি দেব—

বকুল ॥ তুমি কি ভাবছ, টাকার জন্যে আমি ওকে শেষ করতে যাচ্ছি!

শ্যামল ॥ না, তা ভাবছি না...তবে...

বকুল ॥ যে লোকটা বাবা হতে চায়নি, তার সন্তানকে শরীরে জড়িয়ে রাখা নোংরামি ব্যভিচার বলে যাচ্ছি! যাও ঘর থেকে বেরোও, আমি দরজায় তালা দেবো।

শ্যামল ॥ (বকুলের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়) তোমার বড্ড জিদ, তাই না?

বকুল ॥ ছেড়ে দাও, আমি যা ভালো বুঝবো, তাই করবো। ছাড়ো! আমার ঘেন্না হচ্ছে তোমাকে!

শ্যামল ॥ তুমি আমাকে যা খুশি বলো। যা খুশি করো! আমি বেঁচে থাকতে ওকে মারতে দেবো না!

বকুল ॥ মববো, সব শেষ করবো আমি...

[শ্যামলের মুঠির মধ্যে ছটফট করছে বকুল। আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দরজা ঠেলে দোলন ঢোকে। বিষণ্ণ থমথমে মুখ চোখ। দু'জনে চমকে ওঠে।]

শ্যামল ॥ একী!

বকুল ॥ তুমি!

দোলন ॥ আমি...আমি সেই আশ্চর্যময়ী..সেই লীলাবতী...অনেক নাম আমার। কোন্‌টা বলি বকুল?

বকুল ॥ (রাগে ফুঁসছে) বলো শয়তানী!

দোলন ॥ হ্যাঁ, ঐটাই আমার আসল নাম....শয়তানী!

বকুল ॥ যাও যাও বেরিয়ে যাও তোমরা!

শ্যামল ॥ তুমি তো আমার সবই শেষ করেছো দোলন। আবার কী মতলবে আজ হাজির হ'লে!

দোলন ॥ আজ আমি তোমার কাছে আসিনি শ্যামল। এসেছি বকুলের কাছে!

[বকুল ঘৃণায় ভেতরের ঘরে চলে গেলো।]

শ্যামল ॥ এবার বুঝি ওকে ব্ল্যাকমেল করবে? তার আর দরকার হবে না। বলো কতো টাকা চাই তোমার...বিশ চল্লিশ...বলো কতো চাই? কতো পেলে তুমি আমাকে ছাড়বে? [শ্যামল তার ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে দিলো দোলনের দিকে।]

দোলন ॥ না, আজ আর টাকা চাই না শ্যামল। সেদিন একজনকে বাঁচাবার জন্যে টাকাটা চেয়েছিলাম। আর দরকার নেই। আমার স্বামী সুদীপ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে!

শ্যামল ॥ কে? তোমার স্বামী! সুদীপ! তুমি বলেছিলে অনেক আগেই তুমি সুদীপকে ছেড়েছো!

দোলন বলেছিলাম লজ্জায়, ঘেন্নায়। কোনোদিন আমি তাকে ছাড়িনি! অতো বড় জঘন্য অপরাধটা করার পরেও তাকে আমি ছাড়িনি! তবু তাকে বাঁচাবার জন্যে সব চেষ্টা করেছি! নিজের মান সম্মান খুইয়ে নিচে নেমেছি...অনেক নিচে! শ্যামল, সুদীপ যে নোংরা পাপটা করেছে—তার পরে কোনো মেয়েই বুঝি তার মুখ দেখতো না। কিন্তু আমি...আমি তাকে বাঁচাতে সেদিন বকখালিতে তোমায় বিপদে ফেলেছি!

শ্যামল ॥ এ সব কথা সেদিন তুমি আমায় বলোনি।

দোলন ॥ বলতে পারি নি! সুদীপের সেই কুৎসিৎ পাপটার কথা মুখ ফুটে সেদিনও বলতে পারিনি, আজও পারবো না! আমায় ক্ষমা করো শ্যামল।

শ্যামল ॥ এই জন্যে সেদিন তোমায় ঐভাবে ঐ কদর্য অভিনয়টা করতে হলো!

দোলন ॥ আমার মাথার ঠিক ছিলো না। বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। শেষ মুহূর্তে যেন ঐ ক্রিমিন্যাল লোকটা আমার মধ্যে ভর করেছিলো। শ্যামল, সুদীপ মেরে ফেলেছে আরো একটা মেয়েকে। আমাদের ঘরের কাজের মেয়েটাকে!
[বকুল ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে শুনছে। দোলন বকুলের কাছে যায়।]

দোলন ॥ বকুল, শ্যামলের কোনো দোষ নেই। ও তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসে। যা করেছি আমি করেছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো বকুল...বকুল...
[বকুল মুখ তুলে দোলনের দিকে তাকালো। চোখে জল। দোলন আরো কিছু বলতে গেলো। পারলো না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। বকুল পিছু পিছু এগিয়ে দরজা পর্যন্ত গেলো। শ্যামল এসে দাঁড়িয়েছে বকুলের পাশে। বকুল হঠাৎ শ্যামলের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো।]

দ্বিতীয় অঙ্ক // ষষ্ঠ দৃশ্য

[কর্তা-গিন্নির ঘর। শেষ বিকেলের ফিকে হলুদ আলোয় ঘরখানা ভেসে যাচ্ছে। ঘরের মালপত্র বাঁধাছাঁদা। বোঝাই যাচ্ছে এ বাড়ির বাসিন্দারা আজ বিদায় নিচ্ছে। মালপত্র দু'ভাগে সাজানো। একভাগ যাবে দিল্লি, আরেক ভাগ আসাম। গিন্নি তার মালপত্রের স্তূপের সামনে বসে আছে। টুকরো-টাকরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। কর্তা জানালায়—বাইরে দৃষ্টি। দুজনের পরনে পথে বেরুনোর জামাকাপড়। দু'জনে আজ বড় চুপচাপ। চারধার নির্জন নিঃশব্দ।]

কর্তা ॥ দেখে নাও। শেষ দেখা দেখে নাও। (থেমে) এ বাড়িতে আর আমরা ফিরবো না।

গিন্নি ॥ (একটু পরে) পাড়ার কতো লোক এসে দেখা করে গেলো!

কর্তা ॥ (একটু পরে) জিতু, জিতু শুধু এলো না। আমি জানতাম ও আসবে না। নিশ্চয়

লুকিয়ে কাঁদছে !...কতো কালের বন্ধু। ঝগড়া করেছি...মারামারি করেছি, কিন্তু কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি। আমি যাই, একবার জিতুর সঙ্গে দেখা করে আসি।

গিন্নি ॥ নাগো এখন বেরিয়ো না। তোমার মালপত্র কিছু পড়ে টড়ে থাকলো কিনা দেখে নাও। ওরা কিন্তু ট্যাক্সি ডাকতে গেছে।

কর্তা ॥ তোমাদের গাড়ি কটায় ?

গিন্নি ॥ আমাদেরটা আগে। তোমাদের কালকা মেল—রাত সাড়ে সাতটায়।

কর্তা ॥ শরীরের দিকে একটু নজর দিয়ো। আমি কিন্তু তোমার গোড়ালি ফুলতে দেখেছি !

[দুজনে চুপচাপ।]

গিন্নি ॥ এই দ্যাখো—আমার বাক্সে তোমার মাফলারটা চলে যাচ্ছে।

[কর্তার গলায় মাফলারটা জড়িয়ে দেয়।]

কর্তা ॥ তুমি আমার মোজাটা একটু সেলাই করে দেবে ?

[গিন্নি কর্তার পায়ের ছেঁড়া মোজা দুটো খুলে নিলো।]

পত্তর লিখো !

গিন্নি ॥ ওমা ! আমি কি লিখতে জানি ? পাড়ার লোক ধরে লিখিয়েছি এতো কাল !

কর্তা ॥ ওখানেও তাই করো।

গিন্নি ॥ আহা, বুড়ো বয়েসে তোমার চিঠি...তাই কি লেখানো যায় ?

কর্তা ॥ বর্ণপরিচয় না চেনার কী দুর্গতি !

গিন্নি ॥ বুঝবো কী করে, বেঁচে থেকেও আমাদের আলাদা থাকতে হবে ? শেষকালে যে মানুষের এরকম বর্ণের পরিচয় পাবো !

[দু'জনে চুপচাপ। গিন্নি মোজা সেলাই করছে।]

কর্তা ॥ হ্যাঁ, মৃত্যু মানুষকে আলাদা করে...সে একরকম। কিন্তু এ যে জীবন-মৃত্যু ! কোথায় নিউবঙ্গাইগাঁও—কোথায় দিল্লি ! যাওয়া আসার উপায় নেই ! যাতায়াতের গাড়িভাড়া কি আর ওরা মঞ্জুর করবে ? এর থেকে আমার মৃত্যুই ভালো ছিলো।

গিন্নি ॥ হ্যাঁ, তাইতো তুমি চাও। আমায় বাঁচিয়ে রেখে নিজে চলে যেতে চাও ! তা হবে না। তোমার আগে আমি মরবো !

কর্তা ॥ জোর করে কি কিছু বলা যায় ? আমার শরীরের যা অবস্থা !

গিন্নি ॥ (কর্তার বুকে আঁচল সমেত হাত দিয়ে) আচ্ছা অতো দূরে যদি তোমার অসুখ বাড়ে—আমি তো জানতেও পারবো না—

কর্তা ॥ একদিন সন্ধেবেলা তুমি হয়তো বড়খোকার ঘরে প্রদীপটা জ্বালাচ্ছো...হঠাৎ টেলিগ্রাম !...টেলিগ্রাম !...টেলিগ্রাম !...

গিন্নি ॥ টেলিগ্রাম !

কর্তা ॥ টেলিগ্রাম এলো, আমি চলে গেছি !

গিন্নি ॥ না না সন্ধেবেলা ও কথা বোলো না। আমার বুক কাঁপছে। মাগো ! আমি তোমার কাছ থেকে যাবো না।

কর্তা ॥ আমি একটা অসুস্থ মানুষ। সেই সুযোগটাই ওরা নিলো। পায়ের তলার মাটি চলে গেছে ! আর আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

গিন্নি ॥ ওদের দু'জনের কেউ একজন আমাদের কেন একসঙ্গে রাখলো না! কতো বললাম, ওরে আমাদের আশ্রমে পাঠিয়ে দে—বনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দে—শুধু একসঙ্গে বাখ! কেউ শুনলো না...কেউ শুনলো না...

[পড়ন্ত বেলায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা করুণ সুরে কাঁদছে। শ্যামল ও বকুল এলো। শ্যামলের হাতে ফুলেব তোড়া, বকুলেব হাতে মিষ্টিব কৌটো।]

বকুল ॥ যাওযাব সময কাঁদতে নেই মাসিমা....

কর্তা ॥ এসো...এসো বাবা শ্যামল।

বকুল ॥ হাঁ কবুন মাসিমা। মিষ্টিমুখ কবে যান।

গিন্নি ॥ যাওযার বেলায যে তোদেব দু'জনকে একসঙ্গে দেখে গেলাম, সেই আমাব সুখ! [বকুল গিন্নিব হাতে মিষ্টি দিযে বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে প্রণাম করে।]

সুখী হযো মা। (অন্তবঙ্গ গলায) সাবধানে থাকিস। ছেলেমেযে যা হয, পত্তর দিযে জানাস। আব তাদেব এমন ভাবে মানুষ কবিস—যাতে বুড়োবযেসে তোদের দেখে।

শ্যামল ॥ (কর্তাকে) সবাই একসঙ্গে ছিলাম। কতো সুবিধে ছিলো। এ সময আপনাদের কাছে বকুলকে বেখে আমি নিশ্চিন্তে বেবুতে পাবতাম। এ বাড়ি ছেড়ে কোথায যাবো! সেখানে কেমন মানুষ পাবো! আজকাল কেউ তো কাব্লোব খবর বাখে না।

[হঠাৎ বাইবে কোলাহল শোনা যায। বড়খোকা ও ছোটখোকা দু'জন কুলি নিযে হৈচৈ কবতে কবতে ঢোকে।]

বড়খোকা ॥ ট্যাক্সি এসে গেছে। ওঠা! ওঠা! মালপত্র ওঠা। গাড়িব সময হযে গেছে!

ছোটখোকা ॥ আমবাও বেবিযে পড়ি। হাওড়া ব্রীজে জ্যাম হতে পাবে—আগে আগে বেবিযে পড়ি। বাবা উঠে পড়ুন—(একজন কুলিকে) তুই আমাদেব মাল তোল্...

বড়খোকা ॥ (মাকে) যাও যাও, গাড়িতে উঠে বসো। তাতাই কইবে! তাতাই! তাতাই!

[গিন্নি মোজাটায শেষ সেলাই দিচ্ছে]

কতোবাব বললুম, তৈবি হযে বসো। কাজ আব মেটে না—আবে ওসব আবাব কি কবছ।

গিন্নি ॥ তোব বাবাব মোজা!

বড়খোকা ॥ (মাযেব হাতেব মোজাটা নিযে ফেলে দেয) ধ্যুৎ! যাওযাব সময নোংবা মোজা! .

চলি শ্যামলবাবু, আপনাবা কবে বাড়ি ছাড়ছেন?

শ্যামল ॥ দু-একদিনেব মধ্যে...

বড়খোকা ॥ (ভেতরেব ঘবে উঁকি দিযে) অ্যাই তাতাই; বসে আছিস যে, আয—

ছোটখোকা ॥ দেখি দাদা তোমায একটা প্রণাম করি—

[হঠাৎ আচম্বিতে বিদাযেব পালা দ্রুতলযে সুবু হ'লো। কর্তা গিন্নি বিমূঢ় হযে আছে। সহসা এমন কবে ছেদ পড়বে—ভেবেও ভাবা যাযনি। শ্যামল বকুল একপাশে সবে দাঁড়িযেছে। কুলিবা মালপত্র মাথায তুলছে। পাশেব ঘব থেকে তাতাই বেবিযে এসেছে। গিন্নি কেঁদে উঠলো। বকুল এগিয়ে তাকে ধবলো।

সবাই বেরুতে যাবে সহসা জিতেন এসে দাঁড়ায় সামনে। পেছনে কানাই।]

জিতেন ॥ মাল নামাও ! [নীরবতা নেমে আসে ঘরে।]

(জোরে) কানে গেলো না ! মাল নামা !

কানাই ॥ (ধমক দেয়) নামা ! মাল নামা ! [কুলিরা মাল নামাচ্ছে]

জিতেন ॥ আমার বাড়ি থেকে আমার বিনা অনুমতিতে একটা মালও বেরুবে না। রাখো সব...নামিয়ে রাখো !

[কানাই কুলিদের মাথা থেকে মাল নামিয়ে তাদের বাইরে পাঠিয়ে দেয়।]

বড়খোকা ॥ ব্যাপারটা কি জিতুকাকু ?

জিতেন ॥ শুনতে পাওনি ! তা হলে আবার শোনো, এ বাড়িটা আমার ! নগদ দেড় লক্ষ দিয়ে কিনেছি !

ছোটখোকা ॥ বাড়ি কিনেছে তো শুকলাল শেঠ !

জিতেন ॥ শুকলাল শেঠ ! (বাইরে তাকিয়ে) শুকলাল ! এ শুকলাল !

[শুকলাল শেঠ ঢোকে।]

শুকলাল ॥ (বিনীত ভাবে) জী ডাক্তারসাব...

জিতেন ॥ এ বাড়ি কার ?

শুকলাল ॥ জী আপনার !

জিতেন ॥ কার টাকায় এ বাড়ি কেনা হয়েছে ?

শুকলাল ॥ জী সব রূপেয়া আপনার। নামকাওয়াস্তে শুকলাল শেঠ, একচুয়াল মালিক আপনি। হামার হাত দিয়ে আপনার রূপেয়ায় এ মোকান কেনা হয়েছে ডাক্তারসাব !

জিতেন ॥ আর তুমি যে সেদিন বুলডোজারের ভয় দেখিয়েছিলে...সেটা কার যুক্তিতে !

শুকলাল ॥ সেও ভি আপনার। আপনি বললেন—যা শুকলাল বুড়াবাবুকে বুলডোজারের ভয় দেখা, দেখিয়ে দিলাম। (কর্তাকে) মাপ করে দিন বাবুজী, ডাক্তারসাব হামার গলব্লাডার কাটিয়ে সিওর ডেথের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। ডাক্তারসাবের কথা হামি ফেলতে পারি না। (বকুলকে) মাপ করে দিন বহিনজী...

জিতেন ॥ অভি ভাগো !

শুকলাল ॥ জী হাঁ ! নমস্তে। নমস্তে ! [শুকলাল চলে যায়।]

জিতেন ॥ (কর্তাকে) কোথায় যাচ্ছিলি হতভাগা !—বন্ধুকে ফেলে যাচ্ছিস কোথায় ? আমার বাড়ি মানে তোর বাড়ি ! বোস !

কর্তা ॥ জিতু !

জিতেন ॥ কেউ যাবে না। সবাই থাকো। শ্যামল বকুল, তোমরাও যাবে না কেউ। সবাই থাকবে ! যাবে শুধু ওরা—

[জিতেন বড়খোকা ও ছোটখোকার দিকে ফেরে।]

দেড়লাখ টাকা পেয়েছ...হাফ হাফ হয়েছে...সাড়ে ছ'টায় আসাম মেল...সাড়ে সাতটায় কালকা...ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে...যাও খোকারা বেরিয়ে পড়ো ! এরপর কিন্তু মিনিটে মিনেটে ঘর ভাড়া চার্জ করবো...

[বড়খোকা, ছোটখোকা মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জিতেন পথ আগলায়।]

জিতেন ॥ যাচ্ছো কোথায় ? দাঁড়াও ! ট্যাক্সি আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি ! আরে আমি যেতে বললেই যাবি কেন ? জিতুকাকার ওপর তোদের জোর নেই ? আমার বাড়ি, তোদের বাড়ি না ? সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশ আজ ! তে রাত্তির পার না কবে কেউ যেতে পারবে না ! যা ঘরে যা। তাতাই, তোর ঠাম্মা আজ নলেন গুড়েব পায়েস রাঁধবে, সবাই মিলে খাবো, কী বল্ ?

গিন্নি ॥ বাব্বাঃ ! তলে তলে এতো !

জিতেন ॥ তোমার জন্যে গো...সব তোমার জন্যে ! [জিতেন হা হা করে হাসে।]

তাতাই ॥ বাড়িটা যখন আমাদেবই থাকলো, তখন বাড়ি কেনাব টাকাটা তুমি ফিরিয়ে নাও জিতুদাদু—

জিতেন ॥ দূর ! এরা আমাকে লিগ্যাল মালিক হতে দেবে না কিছুতে ! নাতি আমার মোডেল নাতি ! [জিতেন তাতাইকে কাছে টেনে নেয।]

তাতাই ॥ ছোটোকাকা, এবার জিতুদাদুর টাকাটা তোমবা দিযে দাও।

ছোটখোকা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ...এসো দাদা, টাকাটা এক জাযগায কবে ফেলি !

[বডখোকাও ঘাড নাডলো। দু'জনে মালপত্তর নিযে ভেতবের ঘরে গেলো। শ্যামল হাসছে। বকুল ফুল নিযে গিন্নির কাছে যায।]

বকুল ॥ মিষ্টি দিয়েছি, ফুল দিচ্ছি। এবার সেই গানটা শোনাও মাসিমা—

গিন্নি ॥ কোন গানটারে ?

বকুল ॥ সেই যে সেই গানটা...যেটা গেযে তুমি রোজ আমাদের ঘুম ভাঙাও...

গিন্নি ॥ (লজ্জা পেযে) দূর !

কানাই ॥ শোনাও মা, শোনাও...

তাতাই ॥ শোনাও ঠাম্মা...

জিতেন ॥ ধবো ধবো।

[গিন্নি মিষ্টি হেসে আডচোখে কর্তা ও জিতেনকে দেখে নিযে গান ধরে—]

গিন্নি ॥ শুক বলে, আমার কৃষ্ণেব মুখে মোহন বাঁশি
সাবী বলে, আমার রাধাব ফুটবে বলে হাসি...
বাঁশি তাইতো বাজে...

[লাল কুসুমেব মতো দিনশেষের আলোটুকু সকলকে বাঙিযে তুলেছে। সবাই গিন্নির সঙ্গে গলা মেলায।]

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

কিনুকাহারের
থেটার
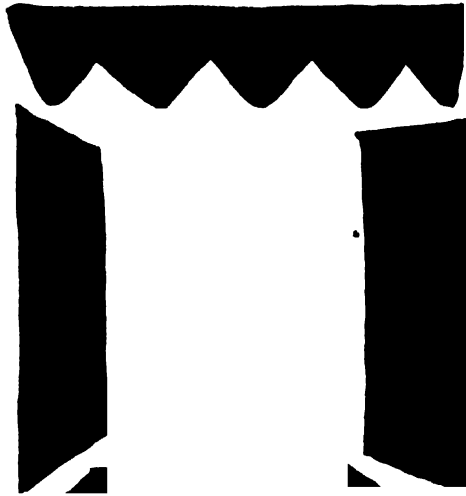
শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা

বন্ধুবরেষু

কিনু কাহারের থেটার

চরিত্রলিপি

ভদ্রলোক	ভাঁড
কিনু কাহার	উজিব
মৌনীবাবা	লাটসাহেব
বাজা	সান্ত্রী
পুলিশ	বুড়ো বাজনদাব
বাজনদাব-১	বাজনদাব-২
বাজনদাব-৩	জগদম্বা

উদাসিনী

নাটকেব মধ্যে নাটক। তাই ঘণ্টাকর্ণেব প্রতিবেশী, ষাঁড, সভাসদ ও ডাকাতেব ভূমিকাগুলিতে অভিনয় কববে বাজনদাববাই। যেমন ঘণ্টাকর্ণ ও তাব বৌ-এব অভিনযে থাকবে কিনু কাহাব ও জগদম্বা।

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা : বহুরূপী

রূপসজ্জা • শক্তি সেন ॥ আলো • দিলীপ ঘোষ ॥ সুর • বিমান ভট্টাচার্য ॥
পট-অঙ্কন • পাঁচুগোপাল দে ॥ রূপসজ্জা সহযোগী • অতুল সাহা ॥

নির্দেশনা : কুমার রায়

চরিত্র চিত্রণ

(প্রবেশানুক্রমে)

ভাঁড়-১	:	বিমান ভট্টাচার্য
ভাঁড়-২	:	শ্যামসুন্দর পাল
ভদ্রলোক	:	পার্থ গোস্বামী
কিনু কাহার	:	তারাপদ মুখার্জি
উজির	:	উৎপল ভট্টাচার্য
মৌনীবাবা	:	শ্যামজীবন ঘোষাল
লাটসাহেব	:	উৎপল ঘোষ
বুড়ো বাজনদার	:	সুশান্ত দাস
রাজা	:	রজত গঙ্গোপাধ্যায়
সান্ত্রী	:	পার্থ গোস্বামী
পুলিশ	:	সুভাষ ভট্টাচর্য
জগদম্বা	:	দীপা দাশগুপ্ত
উদাসিনী	:	সুমিতা বসু

কিনুর দলের লোকজন :
পুষ্পল মুখার্জি, সুব্রত গুহরায়, সঞ্চয় ব্যানার্জি, সমীর রাউত,
সুধীন মুখার্জি, দেবেশ রায়চৌধুরী ॥

কিনু কাহারের থেটার

বাতেব আকাশ তাবায তাবায ঝলমল। ন্যাড়া মাঠেব কিনাবে নিঃসঙ্গ এক খেজুব গাছ। কিনু কাহাবেব থিযেটাবেব আসব বসেছে গাঁযেব এই গাজনতলায। দু'টো খুঁটিব মাঝখানে একটা পর্দা খাটানো। পর্দাটি সচিত্র। দেবদেবী বাজা-বাজড়া ভূতপ্রেত নবকঙ্কাল—মায ছাগল পর্যন্ত হবেক বকম ছবি আঁকা। সবাব মাঝখানে চুনকালিমাখা গাধাব টুপি পবা এক ভাঁড়েব হাসিতে ফেটে পড়া মুখ। ছবিময এই পর্দাটি কিনুব থিযেটাবেব পশ্চাৎপট। নাটকেব পাত্রপাত্রীবা এবই আড়ালে লুকিযে বসে থাকে এবং দুপাশ দিযে প্রবেশ প্রস্থান কবে। আসবটিকে আলোকিত কবতে দুপাশে দুই মশাল জ্বলছে।

প্রথম অর্ধ
প্রথম নাট্যাংশ

[পর্দাব আড়াল থেকে বেবিযে এলো ভাঁড। মুখে বংচটা চোঙা, হাতে ডুগডুগি। তাকে অনুসবণ কবে এলো ঢোল-কাঁধে বাজনদাব।]

ভাঁড ॥ এসে গেছে...এসে গেছে. এসে পড়েছে থেটাব. .

বাজনদাব ॥ কিনু কাহাবেব থেটাব..

ভাঁড ॥ কেযাবাৎ...কেযাবাৎ..

বাজনদাব ॥ দেদাব মজা...হাজাব বং.

ভাঁড ॥ পেট ফুলিযে নাচছে সঙ।

বাজনদাব ॥ যে দেখবে চলে এসো ভাই...

ভাঁড ॥ ফুবিযে গেলে আব পাবে না...কিস্তি মাত।

[ভাঙা হাবমোনিযাম, বেহাল বেহালা আব বেযাড়া আড-বাঁশিতে জগঝম্প বাজাতে বাজাতে আবো তিন বাজনদাব ঢুকে আসবে সোবগোল তুললো।]

ভাঁড ॥ (গান) এসো এসো খদ্দেব নড়েচড়ে
ট্যাংবামাছেব ঘাড়ে চড়ে ..
কামাবপাড়া কুমোবপাড়া হাড়ি বাগদি গবিবগুববো
কত্তা এসো গিন্নি এসো খোকাখুকি ছোঁড়া বুড়ো...

বাজনদাব ॥ (গান) দেখবে যদি বঙ তামাশা...
গ্যাটে বাখো ডবল পযসা...

ভাঁড ॥ (গান) নাচবে বাজা নাচবে উজিব দস্যিদানা
মুনিঋষি লাটবাহাদুব আব ভাগলপুবি•ছাগলছানা...

[বাজনার তালে তালে ভাঁড় নাচছে। পর্দার আড়াল থেকে নাটকের পাত্রপাত্রীরা বেরিয়ে এসে সারি বেঁধে কোমর দোলাতে লাগলো। ওদের সঙ্গে দড়িবাঁধা একটা ছাগলও রয়েছে। উৎকট চড়া মেকআপ আর পোশাকে সজ্জিত সকলে। মশালের টকটকে আলোয ওদের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।]

ভাঁড় ॥ (গান) গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং গিজতাঘিচাং ঘ্যাং...
জ্যান্ত মানুষের কাটবো গলা, এক কোপে ঘ্যাচাং!
মারবো ঝাঁপ অন্ধকূপে, আগুন খাবো গিলে...
শালা চমকে যাবে পিলে!
মোশনমাস্টার কিনু কাহার গিজতাঘিচাং ঘ্যাং
আমি ব্যাটা গাধার বাচ্চা, চারটে আমার ঠ্যাং!

[ভাঁড় চতুষ্পদ হয়ে সবার মধ্যিখানে নাচছে, ধীরে ধীরে আলো নিভে গেলো, মশাল অন্তর্হিত হ'লো, বাজনা থেমে গেলো।
অন্ধকাবে আলো জ্বললে দেখা গেলো কেউ নেই—গোটা দলটা অদৃশ্য হয়েছে পর্দার পিছনে। শূন্য আসরে দাঁড়িযে আছে এক ভদ্রলোক।]

ভদ্রলোক ॥ কেউ নেই...কেউ বেঁচে নেই এবা। এই যে কিনু কাহার আর তার থিয়েটারের দল—আজ ইতিহাস! বহু বছর আগের কথা...ইংরেজ শাসনের শেষ আমল...বেঁচে আছে কারো কারো স্মৃতিতে। নাট্যরসিক বন্ধুরা আমার, এ থিযেটার কোনো অভিজাত মহার্ঘ্য নয়, নয় গবেষণার বস্তু। নেহাৎ অশিক্ষিত দবিদ্র নিম্নবর্ণ গ্রামবাসীব অবসর কাটানোর খেলা...জীর্ণ মলিন তুচ্ছ খেলো গেঁযো! তবু কেন তার গাযের ধুলো ময়লা ঝেড়ে আজ আপনাদেব সামনে তাকে নিযে এলুম...সে ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে বোধহয অশোভন...কেননা ওরা এসে গেছে...অপেক্ষা কবছে। তা'র চেয়ে আসুন নট নাট্যকাব মোশনমাস্টার কিনুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিযে দিই। এসো কিনু...

[কিনু ঢুকলো। বযেস পঞ্চাশের মতো। হাঁটুর ওপব কাপড, গায়ে হাতকাটা আঁটো ফতুযা। বুকের ওপর একরাশ মেডেলের সঙ্গে রূপোর টাকাব মালা ঝুলছে। কিনু হাত জোড কবে দাঁড়ালো।]

ভদ্রলোক ॥ (কিনুকে দেখিয়ে) জন্ম এই বাংলার এক অখ্যাত গ্রামেব প্রান্তে অন্ত্যজের ঘরে। ঠিক কখন কেন কীভাবে যে ওর মাথায় থিয়েটারের ভূত চেপেছিলো...সে খবর ও নিজেও কি জানে? [কিনু সলজ্জ মুখ নামিযে মাথা দোলালো।] গাঁযের হাটখোলায় গাজনতলায় গাজীপীরের থানে পালে পার্বনে বসতো কিনু কাহারের থিযেটারের আসর। ভদ্রজনে বলতো কিনু কাওরার সঙ বেরিয়েছে! তা সঙই বটে! চুনকালি ছাইভস্ম মেখে—পাটের আঁশের চুলদাড়ি চাপিয়ে ওরা সাজতো রাজারানী মন্ত্রিউজির দেবদেবী। মশালের শিখা ফিঙেপাখির পুচ্ছের মতো দুলতো ওদের শরীরে। রাজাকে মনে হতো ভিখারি...ভিখারিকে মনে হতো দানব! (থেমে) আচ্ছা কিনু তুমি মারা গেলে কবে?

কিনু ॥ সন-তাবিখ তো মনে নাই আজ্ঞে। ঠিক কদ্দিন আগে যে দেহ বাখলুম...(মাথা চুলকোতে চুলকোতে) যেবাবে সেই ঝড়টা হলো...তাব আগে তো নয নিশ্চয...

ভদ্রলোক ॥ সে কি হে! নিজেব মৃত্যুব দিনটা ভুলে গেছো!

কিনু ॥ আজ্ঞে জন্ম আব মৃত্যু...এতো' কাবও নিজেব স্মবণে বাখাব কথা নয!..অন্যে পবেই বাখে।

ভদ্রলোক ॥ (অল্প থতিযে গিযে হেসে ওঠে) ঠিক ঠিক। জন্মদিন মৃত্যুদিন কাবুব নিজেব জানাব কথাই নয। তা বটে। (হেসে) কিন্তু বিবাহ...বিযে?

কিনু ॥ কবেছিলুম...তিনখানা।

ভদ্রলোক ॥ তিনখানা! সেই আক্রাগণ্ডাব বাজাবে তিন তিনটি বউ?

কিনু ॥ আজ্ঞে পযলা দু'জন আমাবে ছেড়ে গিযেছিলো...আমি জাতব্যবসা ছেড়ে থেটাব কবে বেড়াতুম বলে। আব শেষ বউটা...

ভদ্রলোক ॥ শেষ বউটা?

কিনু ॥ ছাড়বে ছাড়বে তাল তুলেছিলো...চানস দিইনি! তাব আগেই আমি দলে ঢুকিযে নিযেছিলুম...বেন্ধে ফেলেছিলুম. .

[জগদম্বা আসে। কিনুব পাশে দাঁড়ায। কিনুব অর্ধেক বযেস। মুখখানা মিষ্টি।]

ভদ্রলোক ॥ এই যে জগদম্বা। কিনুব তৃতীয পক্ষ। দলেব এক নম্বব অভিনেত্রী। অত্যন্ত দজ্জাল আব মুখবা মেযে ছিলো এই জগি। কোমব বেঁধে ঝাঁটা হাতে তেড়ে যেতো স্বামীব দিকে। [জগদম্বা লজ্জায জিব কাটে, ঘোমটা টানে] মনে হচ্ছে মৃত্যুব পবে ওব লাজলজ্জা বেড়েছে।

কিনু ॥ আজ্ঞে মানুষ জীবনে অনেক ভেক ধবে, মবণে কিছু ঝেড়ে ফেলে! না বে জগি?

ভদ্রলোক ॥ তো কিনু তোমাদেব সেই 'বাজ্যহাবা শ্রীবৎসবাজা' নাটকেব একটুখানি কবে দেখাও না...যে কোনোখান থেকে...তোমাদেব থিযেটাবেব একটু নমুনা দেখিযে দাও...শুবু কবো...

[কিনুব ইশাবায জগদম্বা তৎক্ষণাৎ শুবু কবে। ঘোমটা ঠেলে ফেলে মুখ তোলে—দুচোখেব জলেব ধাবা।]

জগদম্বা ॥ (কাঁদতে কাঁদতে কাঁপা-কাঁপা গলায) প্রাণেশ্বব, বাজ্য গেছে যাক, তোমাব বানী চিন্তামণিব অঙ্গেব গযনা তো যায নাই। যাও, খুলে নিযে যাও, চাল ডাল তেল নুন সওদা কবে আনো. .আব একটা শোলমাছও এনো...আজ তোমাবে তেল-কৈ বেন্ধে দিবো।

কিনু ॥ কও কি, কও কি বানী প্রাণেশ্ববি, শোলমাছে কখনো তেল-কৈ বান্ধা যায?

জগদম্বা ॥ যায গো বাজা যায। আমি যদি সীতা সাবিত্রী মন্দোদবীব মতো সতীবমণী হযে থাকি, ঐ শোলমাছ মোব হস্তে পড়ে কৈমাছ হযে উঠবে গো...

[জগদম্বা পটাপট গযনা খুলে কিনুব হাতে দিচ্ছে।]

ভদ্রলোক ॥ (হাসিতে ফেটে পড়ে) বমণীব সতীত্বেব কাছে কিনুব দাবিটা ছিলো বড় বেশি! অবশ্য বোঝা যেতো না, সতীত্বকে সে সত্যি সত্যিই অলৌকিক বলে ভাবতো, না স্রেফ ঠাট্টা তামাসা কবতো!

কিনু ॥ প্রিয়ে, সব গয়না খুলে দিলা, নাকের নোলকটা তো দিলা না?

জগদম্বা ॥ (গম্ভীর মুখে) ওটা দিবো না।

কিনু ॥ দিবে না? কেন দিবে না? মহারানী চিন্তামণি, এই কি তোমার পতিভক্তি!

জগদম্বা ॥ (পূর্ব্ববৎ) নোলক দিবো না।

কিনু ॥ কেনরে কেনরে শয়তানী? ওটা রাখলি কোন নাগরের তরে? দে, শীঘ্র দে। দে বলছি... [কিনু নোলক ছিঁড়িতে উদ্যত হয়।]

জগদম্বা ॥ (ঝামটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে) দূর মিনসে! এটা তোমার থেটারের পুঁতির মাল না, খাঁটি নুপো! মোর বাপের দেওয়া।

কিনু ॥ (চাপা গলায়) অ্যাই! থেটারের মধ্যে বাপের কথা ক'স কেন? থেটারে সবটাই থেটার!

জগদম্বা ॥ উঁঃ! সবটাই থেটার হলে তুমি খুব পারো, তাই ন্যা? ঐ থেটারের ছুতোয় মোর বাপের দেওয়া গয়নাগুলো পুটপুট করে ঝেড়ে নিয়ে বেচেবুচে দেয়রে! অরে অই, তুমি মোশনমাস্টার, না ঝাড়ন-মাস্টার?

ভদ্রলোক ॥ (হাসতে হাসতে হাত তুলে ওদের দু'জনকে থামিয়ে) গোলমালটা ধরতে পারছেন তো! থিয়েটারের পুঁতির সাজসজ্জার মধ্যে আমাদের জগদম্বার নিজের আসলটি রয়ে গেছে! আর সেটাকে ধরেই ওরা নাটক থেকে বেরিয়ে এসেছে জীবনে।...ঠিক এই ভাবে নাটক থেকে জীবনে, আর জীবন থেকে নাটকে কিনু কাহার হামেশাই যাতায়াত করতো। বোঝা যেতো না, জীবন আর নাটক কখন কোন ফাঁকে একাকার হয়ে যাচ্ছে।...মধ্যরাতে গাঁয়ের মাঠে এমনি তারাভরা আকাশের নিচে এক আশ্চর্য ভুলভুলাইয়া সৃষ্টি করত ওরা একদিন!...জগদম্বা, একটা গান শোনাও...পরিচয়-পর্ব শেষ করি। ঐ গানটা গাইবে—রাজ্যহারা রাজা শ্রীবৎস অনাহারে জ্ঞান হারিয়ে পথের ওপর পড়ে গেলো—আর তখন রানী চিন্তামণি...

[ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই জগদম্বা তার কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে সেই গান—যা এখনো গাঁয়ে গঞ্জে খোঁড়া কানা ভিক্ষুকদের মুখে শোনা যায়।]

জগদম্বা ॥ (গান) দাঁড়াও দাঁড়াও মণি বারেক ফিরে চাও
অনাথিনী আমি নারী একটা পয়সা দাও।
পতি মোর লুটায় পথে মরে অনাহারে
দয়া করো বাছা ওগো বাঁচাও তাহারে...

[জগদম্বা গাইতে গাইতে এক হাতে আঁচল পেতে দর্শকদের কাছে ভিক্ষা চাইছে—আরেক হাতে মাথা চাপড়াচ্ছে—আকুলিবিকুলি করছে। কিনু তার পাশে এলো।]

কিনু ॥ কতো হ'লো?

জগদম্বা ॥ (চকিতে পাতা আঁচল গুটিয়ে নিয়ে) যাই হোক্, তোমার কী?

কিনু ॥ বটে! আমার থেটারে পয়সা কালিকশান করে, কয় আমার কী! সর্, আমি কালিকশান করছি।

জগদম্বা ॥ ইস্! তুমি কী মত্তে করবে গো কালিকশান! তুমি তো অখন জ্ঞান হারিয়ে পথেব পরে মূর্চ্ছিত হয়ে আছো রাজা—

কিনু ॥ যতই জ্ঞান হারাই পুরো নজর তোমার পরেই আছে রানী। রোজ মালকড়ি গুছিয়ে নিয়ে চম্পট দেওয়া চলবে না! দাও, কতো হয়েছে দাও।

জগদম্বা ॥ আঁচলে খামচা মেরেছো কি আমি থেটার ভেস্তে দিয়ে এক্ষুনি ঘরমুখো হাঁটা জুড়বো—

কিনু ॥ এ তো আচ্ছা হ'লো। দলের মাস্টার হলুম আমি, ইনকাম যায় ওর হাতে!

জগদম্বা ॥ তালে ভাবো, কেন যায়? তালে বোঝো তোমাব পালা লেখায ভুল আছে নিশ্চয...

কিনু ॥ তাই তো দেখছি। লিখলুম বেউলো-লখিন্দর—লখিন্দরেরে সাপে কাটলো, বেউলো কালিকশান করে নিলে! লিখলুম সাবিত্রী-সত্যবান—সত্যবান গেলো মরে, সাবিত্রী করে কালিকশান! আবে যেটাই লিখছি, সোযামিগুলো পটপট মরছে, আর বউগুলো চটপট কালিকশান করে নিচ্ছে রে...

[ভদ্রলোক হাসে]

জগদম্বা ॥ তালে কথা না বাডিযে, নিজেব মতো করে গুছিয়ে গপ্পো বাঁধো।

কিনু ॥ হুঁ! তো দাঁড়া...এবাবে এমন নাট্য বাঁধবো, যাতে তুই মববি, আর আমি তোর মডা কাঁধে নিযে পাগল ভোলা মহেশ্বরের মতো ত্রিভুবনে নেচে নেচে কালিকশান করে বেড়াবো!

জগদম্বা ॥ দেখা যাবে গো মাস্টার, কে কাব মডা কাঁধে নেয...দেখা যাবে...

কিনু ॥ দেখা যাবে...

জগদম্বা ॥ বাজি... ?

কিনু ॥ বাজি... !

ভদ্রলোক ॥ কিনু লিখছিলো নতুন নাটক 'ঘণ্টাকর্ণ'। পুরাণ বা ইতিহাসভিত্তিক নয, আদ্যন্ত এক কল্পকাহিনী। তবে এই 'ঘণ্টাকর্ণ' ওরা কোন রাতেই শেষ পর্যন্ত অভিনয় কবে যেতে পারেনি। রসিক কিনু কাহার তার স্বভাবসুলভ তির্যক ব্যঙ্গবিদ্রূপ বক্রোক্তিতে মানুষেব লোভ লালসা রুচিসংস্কাব থেকে শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত কাকে না আক্রমণ করেছে! প্রতি রাতেই কোনো না কোনো মহল থেকে হামলা এসে জুটতো! শেষদৃশ্যে পৌঁছুবার আগেই ঘণ্টাকর্ণ পরিত্যক্ত হতো। আজ সেই ঘণ্টাকর্ণ নাটকটাই ওবা এই আসরে অভিনয় কববে...

কিনু ॥ হ্যাঁ সেই পরপার থেকে ফিরে যখন এলাম...শেষ-না হওয়া থেটারেব শেষ না দেখিযে যাবো না আমরা...

[জগদম্বার হাত কিনুর মুঠোর মধ্যে। দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে ধরেছে কেবল ওদের দু'জনের মুখ। ওরা গান ধরে।]

কিনু ও জগদম্বা ॥ (গান)

নিবাস মোদের পরপারে
এলাম ফিরে ভুবনপরে

গাইবো যে গান এই আসরে পরাণ ভ'রে
সুখদুখ ফুলচন্দনে
কান্নাহাসি দূর্বাধানে
সাজাবো যে বরণডালা যতন করে
গাইবো যে গান এই আসরে পরাণ ভ'রে
মরা মানুষ গাইবে গান
মরানদে ডাকবে বান...
মরা তারা দেয় যে আলো
উজল করে তামস কালো...
হারায় জীবন বাসনা তো হারায় না রে
গাইবো যে গান এই আসরে পরাণ ভ'রে

[আলো নেভে]

দ্বিতীয় নাট্যাংশ

[কিনু কাহারের থিয়েটাবের আসর। দুপাশে দুই মশাল আবার জ্বলে উঠেছে। বাজনদারেরা বাজনা বাজাচ্ছে। ভাঁড় ছুটে ঢোকে।]

ভাঁড় ॥ শুরু হচ্ছে থেটার...ঘণ্টাকর্ণপালা। বসে পড়ো...বসে পড়ো ভাইসব! দাঁড়াও, ভিজে মাটিতে বসো না...তোমাদের জন্যে একটা মখমলেব জাজিম বিছিয়ে দিচ্ছি...
[একটা ধুলধাড়া নোংরা চট এনে বিছিয়ে দেয়। এটাই এখন মূল আসর।]
বাঃ! কী ফাসকেলাস জাজিম! ভদ্রলোকদের থেটার হার মেনে যাবে! ভাইসব, খেয়াল রেখো যেন কোনো কোঁচাদোলানো কালনাগিনী এই আসরে ঢুকে না পড়ে!...আচ্ছা আলোটা কি চোখে কম লাগছে? দাঁড়াও বিলিতি কায়দায় মশালদুটোর পেছনে পাম্প করে দিই... [মশালের গায়ে পাম্প করে]
হুঁ! এইবারে একটা 'প্রোশ্ন' ধরবো! কড়া প্রোশ্ন! যে আমার প্রোশ্নের ঠিকঠিক জবাব দিতে পারবে...তারে আমার ইস্‌কুলের হেডমাস্টার করা হবে...আর একটা কচি দেখে ঝুনো নারকেল পুরস্কার দেওয়া হবে! মন দিয়ে শোনো! একটা সাপ...ক্ষিদের চোটে ছটফট করতে করতে...এমনি করে করে...গিয়ে গিয়ে...গাপ করে একটা ব্যাঙ কামড়ে ধরেছে। কিন্তু গিলতে পারছে না। আধখানা মুখে গেছে, বাকিটা বাইরে। এখন ব্যাঙটাও ছুটে পালাতে চাইছে...সাপটাও গিলতে চাইছে। কেউ কোনোটাই পারছে না! দুজনেরই কষ্ট!

এখন ভেবে চিন্তে বাব কবো, কাব কষ্ট বেশি ! কী...কী রকম ধাঁধা ? হুঁ হুঁ বাবা, মাথায ঘিলু না থাকলে এ ধাঁধাব সমাধান নেই। (একটা ছোট্ট হাতুড়ি বাব কবে নিজেব মাথায ঠুকতে ঠুকতে) ঘিলু চাই...ঘিলু ! এই হাতুড়ি নিযে তাই বাস্তায দাঁড়িযে আছি—যাকে পাবো তাব মাথায আগে হাতুড়ি মেবে দেখবো ঘিলু আছে কি নেই ! ঐ যে একটা মাথা এদিকে আসছে...

[হাতে লণ্ঠন নিযে উজিব হেঁটে চলেছে।]

ঠুকে দেখি...

[ভাঁড় উজিবেব সামনে গিযে তিড়িং কবে লাফ দিযে পিছিযে আসে।]

আবে শালা ! কাব মাথা ঠুকছিলুম ! পুতনা দেশেব মহামান্যি উজিব...মহাবাজেব ডান হাত...যিনি দিনকে বাত দেখেন, বাতকে দিন ! আব একটু হলে আমাবই ঘিলু চটকে দিতেন ! উফ ! হেঁ হেঁ হেঁ সালাম উজিব সাহেব...সালাম সালাম...

[ভাঁড় সেলাম ঠোকে—উজিব লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে বেবিযে যায।]

আচ্ছা বলো তো, এখন ভবদুপুবে উজিবেব হাতে লণ্ঠন কেন ? এও আব একটা ধাঁধা। ঐ যে আ'ব একটা মাথা আসছে। ঠুকে দেখি...

[মৌনীবাবা ঢুকলো—দড়িবাঁধা একটা ছাগল টানতে টানতে। মৌনীবাবাব সামনাসামনি হযে ভাঁড় লাফিযে পিছিযে আসে।]

বাবাগো, এযে সাক্ষেৎ মৌনীবাবা। পুতনাবাজাব কুলগুবু ! মৌন নিযে আছেন—দিনে বাতে একটাও কথা কন না ! কাশেনও না, হাঁচেনও না ! হাঁচি যদিচ কথাব মধ্যে পড়ে না...তবু হাঁচেনও না, কাশেনও না ! না ঠুকেই বলছি—মাথাটি একটি পাকা বেল। বেলেব মতো এঁব মাথায সবটাই ঘিলু...গেবুযা বঙেব ঘিলু ! পদধূলি দেন বাবা...

[ভাঁড় নিচু হযে যাকে প্রণাম কবল—সে কিন্তু ছাগল।]

যাঃ শালা, আপনাব চাবটে পা হযে গেলো কী কবে মৌনীবাবা... ? দূব ! আপনি একটা ছাগল...দূব। আপনি একটা ছাগল পেলেন কোথায মৌনীবাবা ?...ছাগলেব মাথাটা একটু ঠুকতে পাবি ?

[মৌনীবাবা ভাঁড়েব হাত থেকে হাতুড়িটা ছিনিযে নিযে ভাঁড়েব মাথায ঠুকে দিযে হাতুড়ি ছুঁড়ে ফেলে বেবিযে গেলো।]

ভাগ্যিস টুপিটা ছিলো তাই টসকে গেলো না !

[ভাঁড় টুপিটা খোলে—দেখা যায নিচে আবও একটা টুপি।]

হুঁ হুঁ, তিন চাবটে টুপি পবে থাকি—আমাব ঘিলু সাবধানে ঢেকে বেখেছি বাবা !...ঐ যে আব একটা মাথা আসছে ! দেখি একটু এগজামিন কবে...

[একজন ইংবেজ সাহেব গটমট কবে আসছে।]

ওবে বাবা হ্যাট কোট বুট...গ্যাট ম্যাট গ্যাট ম্যাট...সাহেবেব ব্যাটা লাটসাহেব...সেলুট সাহেব, হ্যান্ডশেক ! বাংলা হাতুড়ি দিযে তোমাব বিলাতি মাথা টসকানো যাবে না !

লাটসাহেব ।। হে হে...এ হাটুড়ি ডিযা আমাবে টসকানো যাইবে না...টুমি ঠিক বলিযাছ...

ভাঁড় ।। শালা কক্ষনো বাগে না ! লাটেব মাথাব ঘিলু লেটুস পাতাব মতো ঠান্ডা !

লাটসাহেব ॥ ইহার অটঠো কী হইলো ?

ভাঁড় ॥ অটঠো হইলো তুমি ব্যাটা এমন হাসকুট্টে সাহেব হলে কী কবে ? সব সময় পুতনা রাজার সভায় বসে মুচকি মুচকি জোছনা ছড়াচ্ছো ! আচ্ছা মহারাজের সভাসদ হবার পেছনে তোমার মতলবটা কী বলো দিকিনি লাটসাহেব ?

লাটসাহেব ॥ মটলব টোমারে বলিব কেন ? হাঃ হাঃ...

ভাঁড় ॥ হাঃ হাঃ ! তুমি ব্যাটা ইষ্টুপিট !

লাটসাহেব ॥ (ক্ষেপে) অটঠো কী হইলো !

ভাঁড় ॥ ইষ্টুপিট ! ইষ্টুপিট অটঠো জানো না ? ইষ্টু মানে ইষ্টক...পিঠ মানে এই পিঠ ! মানে পিঠে ইষ্টক ! মানে তোমার পিঠে ইষ্টক মারবো—দূর থেকে !

লাটসাহেব ॥ডুর ঠেকে ! হাঃ হাঃ...ঠুমি মজার কঠা বলিয়েছ...হাঃ হাঃ ডুর থেকে ইষ্টক মারিবে...হাঃ হাঃ... [লাটসাহেব নিষ্ক্রান্ত হয়। ভাঁড ভেংচি কাটে।]

ভাঁড় ॥ হাঃ হাঃ ! তাহলে কার মাথা ঠুকি ? ঐ যে ঘণ্টাকর্ণ আসছে ! হ্যাঁ, ওর মাথাটাই ফাটাই...

[উলু দিতে দিতে ঘণ্টাকর্ণবেশী কিনুর প্রবেশ। গায়ে রঙিন বর্ফিকাটা কাঁথার বেনিয়ান, কানে মাকড়ি, মাথায় মিষ্টির হাঁড়ি। ঘণ্টাকর্ণ বেশ ফুর্তিতে রয়েছে।]

ভাঁড় ॥ কী ব্যাপার গো ঘণ্টাকর্ণদাদা, পথের ওপর হুলু দিচ্ছো !

ঘণ্টা ॥ আমার চাকুরি ! উলু-উলু-উলু...

ভাঁড় ॥ বটে ! পথে তো ঝাঁট দেবার চাকুরি আছে...হুলু দেবারও আছে নাকি ?

ঘণ্টা ॥ উলু-উলু-উলু...

ভাঁড় ॥ তা এ চাকুরি ধরলে কবে ? তুমি তো রাজবাড়িতে হাঁস চরানোর চাকুরি করতে গো !

ঘণ্টা ॥ পুতনা রাজার রাজহংস ঠুকরে ঠুকরে আমার পেটে গত্তো বানিয়ে দিয়েছে...তাই আমার বৌ বল্লে—ও চাকুরি ছেড়ে দিযে তুমি উলু দেবার চাকুরি ধরো...বিয়ে ধরো...পৈতে ধরো...মুখে ভাত ধরো...উলু উলু উলু...

ভাঁড় ॥ বাঃ ! তোমার জিব তো সড়গড হয়ে গিয়েছে। ভালো চাকুরি ধরেছো ! কোনো ঝক্কি ঝামেলা নেই...

ঘণ্টা ॥ কিচ্ছু নেই...খালি ভোজন আছে, ভূরি ভোজন ! (ঢেকুর তোলে) হেৌ ! কাল বিয়েবাড়িতে উলু দিয়ে কত্তো খেলুম। পোল্লাও কাল্লিয়া মাখ্খনের নুচি পুঁট্টিমাছের অম্বল। হেৌ ! নুচির গন্ধ পেলে তো ?

ভাঁড় ॥ তা তো পেলুম...

ঘণ্টা ॥ এই নাও পোল্লাও ! হেৌ ! [ভাঁড়ের মুখের ওপর ঢেকুর তোলে।]

ভাঁড় ॥ দুস্ শালা ! নিজে পোলাও গিলে, অন্য লোকেরে ঢেকুর খাওয়াচ্ছে !

ঘণ্টা ॥ (ভাঁড়ের কানেব কাছে মুখ নিয়ে) উলু-উলু-উলু...শ্বশুরের বিয়েতে উলু দিয়ে পেট পুরে খেয়ে এলুম ! উলু-উলু-উলু...

ভাঁড় ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও ! কার ? তোমার শ্বশুরের বিয়ে হ'লো ?

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁগো, আমার শ্বশুরের এই পখম বিয়ে হলো...

ভাঁড় ॥ অথচ তিনি তোমার শ্বশুর !

ঘণ্টা ॥ শ্বশুর...

ভাঁড় ॥ অথচ তিনি পত্থম বিয়ে করলেন !

ঘণ্টা ॥ ফি বছরই তো করেন...

ভাঁড় ॥ মানে ?

ঘণ্টা ॥ মানে ফাগুন মাসে নতুন ফসল উঠলে—আর দখনে পবন বইলে...শ্বশুর আমারে এসে বলেন, বাবাজীবন আর তো আইবুড়ো থাকা যায় না...এবার তো একটা বিয়ে থা না করলেই নয়...হেঁৗ...পুঁট্টিমাছের অম্বল...

ভাঁড় ॥ এই ভোম্বলের মাথা ঠুকে আমি কিনা ঘিলু দেখতে চাইছিলুম গো...

ঘণ্টা ॥ অ্যাই ভোম্বল কইবে না। অ্যাদ্দিন আমার চাকুরি ছিলো না—বৌ ভোম্বল বলেছে—আমি কিচ্ছুটি বলিনি ! আজ আমি তারেও ছেড়ে দিব না ! এই দ্যাখো চাকুরি করে বারো আনা সাতপাই মজুরি পেয়েছি...এই দ্যাখো এক হাঁড়ি আনন্দনাড়ু পেয়েছি... [হাঁড়ির ঢাকা তুলে দেখায়]

ভাঁড় ॥ (মিষ্টিগলায) আচ্ছা ঘণ্টাদাদা, তোমার একবারো কি সন্দ হয়নি যে...

ঘণ্টা ॥ কীসে সন্দ ! চাকুরিতে, না শ্বশুরের বিয়েতে... ?

ভাঁড় ॥ আহা না না...এগুলো নাড়ু কি নাড়ু না, সে ব্যাপারে কোন সন্দ... ?

ঘণ্টা ॥ নাড়ুই তো !

ভাঁড় ॥ আমি যদি বলি 'না'...

ঘণ্টা ॥ তালে আমি বলবো, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার...তুমি একটা খেয়ে দ্যাখো...
[ভাঁড় খপ করে নাড়ু তুলে খায়।]

ঘণ্টা ॥ কী বুঝলে ?

ভাঁড় ॥ না।

ঘণ্টা ॥ না ?

ভাঁড় ॥ না। (হাঁড়ি দেখিয়ে) তবে ওগুলো নাড়ু কিনা কইতে পারবো না...তবে যেটা খেলুম সেটা কিছুতেই নাড়ু না...

ঘণ্টা ॥ আব একটা খাও।

ভাঁড় ॥ (আরেকটা খেযে বিকৃত মুখে) এটাও না।

ঘণ্টা ॥ মরেছে ! আবার খাও !

ভাঁড ॥ (আরেকটা খেয়ে) বুঝলে ঘণ্টাদাদা, আগের দুটোরে যদিও বা কিছুটা নাড়ু বলা যায়—এটারে কিছুতেই বলবো না...(গম্ভীর মুখে হাঁড়ি দেখিয়ে) আর ওগুলোরে তো বলবোই না।

ঘণ্টা ॥ কেন বলবে না ?

ভাঁড় ॥ না খেয়ে কী করে বলবো নাড়ু ! না...সে দায়িত্ব আমি বাপু কিছুতেই নিতে পারবো না !

ঘণ্টা ॥ (ভাঁড়কে বসিয়ে তার কোলের ওপর হাঁড়িটা রাখে।) তালে খাও, খেয়ে বলো। সত্যি যদি নাড়ু না হয়—আমার কী সব্বোনাশ হবে গো...[ঘণ্টাকর্ণ কাঁদে]

ভাঁড় ॥ দেখছি দেখছি, নাড়ু কিনা এগজামিন করে দেখছি। কিন্তু সব্বোনাশের কথা কী বললে ?

ঘণ্টা ॥ আরে বৌ তো আমায় বলে দিয়েছে—এ চাকুরিতেও যদি আমি কামাই করতে না পারি, পুতনারাজার উজিরের সঙ্গে সে ভেগে যাবে!

ভাঁড় ॥ অ্যাঁ! (খেতে খেতে) মাইরি! উজির তবে তোমার বৌয়ের পরেও নজর দিয়েছে! না, তালে তো তোমার খুবই দুর্ভাবনা...তবে তো নাড়ু খেতেই হয়...

[ঘণ্টাকর্ণের অলক্ষ্যে ভাঁড় হাঁড়িটা উপুড় করে নিজের কোঁচড়ে সব নাড়ু ঢেলে নেয়।]

ঘণ্টা ॥ আঃ! কথা না বলে খাও না...মন দিয়ে খাও শুই...কখন আবার নাড়ু মনে করে একটা না-নাড়ু খেয়ে ফেলবে, তখন আর এক বিপত্তি!

ভাঁড় ॥ সে তোমারে বলতে হবে না ঘণ্টাদাদা! আমি না-নাড়ু মনে করেই নাড়ু খাচ্ছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, খাওয়ার মতো এতো বড় গুরুতর কাজ...দক্ষিণে না নিয়ে তো করতে পারবো না!

ঘণ্টা ॥ বলো না কতো দক্ষিণে ?

ভাঁড় ॥ বারো আনা সাত পাই...

ঘণ্টা ॥ আছে, আছে...ধরো...কী আশ্চয্যি, ঠিক ঐ পয়সা কটাই রয়েছে...

[ঘণ্টাকর্ণ পয়সাগুলো ভাঁড়ের সামনে রাখে। ভাঁড় ঘণ্টাকর্ণের মুখের সামনে মস্ত ঢেকুর ছাড়ে।]

ঘণ্টা ॥ (লাফিয়ে) নাড়ু! এই তো নাড়ুর ঢেকুর!

ভাঁড় ॥ যাও, বাড়ি যাও! সবগুলোই নাড়ু!

[ভাঁড় শূন্য হাঁড়িটার মুখ ঢাকা দিয়ে ঘণ্টাকর্ণর মাথায় বসিয়ে দেয়।]

ঘণ্টা ॥ বাব্বা! খুব বাঁচালে। কিন্তু বৌ যদি তবু সন্দ করে... ?

ভাঁড় ॥ বলবে আমি খেয়ে বলেছি নাড়ু...

ঘণ্টা ॥ আচ্ছা!...তোমার কী পরিচয় দেবো ?

ভাঁড় ॥ বলবে উদাসিনী...

ঘণ্টা ॥ উদাসিনী!

ভাঁড় ॥ হ্যাঁ...গোয়ালাপাড়ার উদাসিনী...যার চুলে জোড়া বিনুনি...কোমরে খেলে দুলুনি... আর চোখদুটো কাঁদুনি-কাঁদুনি...সে খেয়ে নাড়ু বলে সার্টিফিকিট দিয়েছে...

ঘণ্টা ॥ (বিড় বিড় করে) উদাসিনী...কোমর জোড়া বিনুনি...চোখে খেলে দুলুনি...চুলে কাঁদুনি কাঁদুনি...

ভাঁড় ॥ যাও, নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও...(ঘণ্টার মুখে লম্বা চুমু দিয়ে) বুক ফুলিয়ে বাড়ি যাও। উলু-উলু-উলু...

[ভাঁড় মস্করা করে পালিয়ে যায়। ঘণ্টাকর্ণ উলু দিতে দিতে এক পাক ঘুরে—যেন বাড়ির সামনে এলো। ঘণ্টাকর্ণ জোরে জোরে উলু দেয়। ঘণ্টাকর্ণের বৌরূপী জগদম্বা নেপথ্যে খ্যাঁকখ্যাঁক করে ওঠে]

বৌ ॥ (নেপথ্যে) কোন্ মুখপোড়া ঘরের দোরে উলু দেয়রে!

[আধপোড়া চ্যালাকাঠ হাতে নিয়ে বৌ তেড়ে ঢোকে।]

চ্যালাকাঠ ভাঙবো তার পিঠে...(ঘণ্টাকর্ণকে দেখে) মরণ আর কি! ফিরলে কখন? ঘবেব দোরে উলু দিচ্ছো কেন?

ঘণ্টা ॥ (দারুণ মেজাজে) উলু দেওযাটা যার চাকুবি, সে ঘরে দোরে হাটে মাঠে পুকুর ঘাটে উলু দেবেই!

বৌ ॥ হ্যাঁগা তুমি চাকুরি করতে পেরেছ ঠিক মতো?

ঘণ্টা ॥ না পারলে তোমার বাপ কি এক হাঁড়ি নাড়ু আর বারো আনা সাত পাই মজুরি আমার মুখ দেখে দিলেন। [হাঁড়িটা নামিয়ে রাখে।]

বৌ ॥ (আনন্দ দু'চোখ মুছে) আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! সত্যি সত্যি কামাই করে ফিরলে, অ্যাঁ!

ঘণ্টা ॥ পুরুষলোক কামাই করবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

বৌ ॥ অতো ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলছো কেন গা!

ঘণ্টা ॥ বলবো না! প্রচণ্ড চাকুরি কবে ঘাম ঝরিযে ফিরলুম—বলে কিনা ঠিক মতো চাকুরি করেছো তো? হুঁ! কোথায আমারে হাত ধরে বসাবে, গামছা দিয়ে মুখ মুছিযে আঁচলা দিযে হাওযা করবে...বাবুরা ফিরলে গিন্নিরা কী করে দেখো নাই?

বৌ ॥ ও বাবা গো, মরে যাই গো! একদিন কামাই কবে আমার ভোম্বলের বুলি ফুটেছে গো! কোনোদিন এতো মেজাজ তো দেখি নাই!

ঘণ্টা ॥ এবার হতে বোজ দেখবে! এসব তো আমার ন্যায্য পাওনা।

বৌ ॥ দিব গো দিব, সব পাওনা মিটিযে দিব। এতো লোকের সামনে হবে না...সময় মতো সুদে আর আসলে পুষিযে দিব।

[বৌ লজ্জায় বাঙা হযে আধখানা মুখ ঘোমটায ঢেকে গেয়ে ওঠে—]

বৌ ॥ (গান) বর আমাব মানুষ হযেছে
বাবো আনা কামাই কবে ফানুস হযেছে...
আমার ভরে গেলো বুক...কোথায় বাখি এতো সুখ...

ঘণ্টা ॥ (গানেব সুরে) আর যেখানে রাখো রানী, উজিবে রেখো না
খুদকুঁড়ো ছেড়ে মণি বাজভোগ চেখো না...

বৌ ॥ (গান) বাজভোগ দেখলে মোর জিবে আসে জল...

ঘণ্টা ॥ (গান) চুলের গোছা মুড়িয়ে দিব, যেমন কর্মফল...

বৌ ॥ (গান) বর আমার বীরপুবুষ হযেছে
বারো আনা কামাই করে ষোলআনা চেয়েছে...
আমার ভরে গেলো বুক, কোথায রাখি এতো সুখ...
ওলো কে কোথায় আছিস তোরা...দেখে যারে দেখে যা...

[আসরের বাজনদারেরা উঠে দাঁড়ায—তারা এখন ঘণ্টাকর্ণের প্রতিবেশী।]

প্রতিবেশীরা ॥ কী হয়েছে...কী হযেছে গো ঘণ্টাকর্ণের বৌ?

বৌ ॥ ওগো ও আমার ভালো মানুষ পিতিবেশিরা, আমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে...

আমার বঞ্চনার দিন গত হয়েছে !...ঐ দ্যাখো আমার বর কামাই করতে শিখেছে ! এইবার তোমাদের সব ঋণ ধার আমি সুদে আর আসলে শুধে দিবো গো...

প্রতিবেশীরা ॥ ঘণ্টাকর্ণ কামাই করেছে !...নাগো বৌ এ আমাদের পেত্যয় হয় না !

বৌ ॥ হবে গো—হবে ! নাও নাও হাত পাতো। হাতে হাতে কামাই-এর নাড়ু খেয়ে যাও... [বৌ হাঁড়ি তুলে নিয়ে ঢাকা খুলে থ।]

বৌ ॥ নাড়ু কই !

[প্রতিবেশীরা হাঁড়িটা বৌ-এর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে তুলে উপুড় করে ঝাঁকি দেয় আর খ্যাক-খ্যাক করে হাসে।]

প্রতিবেশী ১ ॥ এক হাঁড়ি নাড়ু ! হ্যা হ্যা হ্যা...

প্রতিবেশী ২ ॥ রাজহংসে যার পেট ফুটো করে দিয়েছে...

প্রতিবেশী ৩ ॥ (বৌ-কে) আমাদের সঙ্গে মস্করা হচ্ছে ! নাড়ু খাও, নাড়ু !

প্রতিবেশী ৪ ॥ আমরা হলুম ওর পাওনাদার—আর ও আমাদের খাতক ! আস্পর্ধা দেখেছো !

প্রতিবেশী ১ ॥আজ পাওনাগণ্ডা বুঝে না নিয়ে নড়ছিনে ! ফ্যাল মাগি, ঋণের কড়ি বুঝে দে—

বৌ ॥ (ঘণ্টাকর্ণকে) হাঁ করে আছো কেন ? নাড়ু কই ?

ঘণ্টাকর্ণ ॥ উদাসিনী খেয়ে নিয়েছে !

বৌ ॥ কে ! কে খেয়েছে !

ঘণ্টা ॥ ঐ যে গোয়ালাপাড়ার উদাসিনী—চুলে বিনুনি...কোমরে দুলুনি...চোখদুটো কাঁদুনি-কাঁদুনি...

বৌ ॥ ওরে শয়তান ! ঐ ঢলানির সঙ্গে পিরীত হয়েছে তোমার !

ঘণ্টা ॥ সেই তো করলে ! ঘণ্টাদাদা ঘণ্টাদাদা করে কতো ভালোবাসা নিবেদন করতে লাগলো ! আমিও তাকে বসিয়ে নাড়ু খাওয়ালুম...পুরো বারো আনা সাতপাই দক্ষিণে দিলুম... [প্রতিবেশীরা হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে।]

দ্যাখো বিশ্বেস করে না ! আরে সে আমার গালে লম্বা করে একটা চুমা খেলো !

প্রতিবেশীরা ॥ (হাসিতে পেট ফুলে উঠেছে) চু-চু হ্যা হ্যা হ্যা...

বৌ ॥ (চ্যালাকাঠ তুলে নিয়ে) এই চ্যালাকাঠ তোর পিঠে আজ আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করবো...

ঘণ্টা ॥ আচ্ছা বিশ্বেস না হয় চলো...উদাসিনীরে শুধোবে চলো...

বৌ ॥ মর, মর, বোকা মিন্‌সে, আমারে ছেড়ে তুমি উদাসিনীরে ধরেছ ! যা বেরো...দূর হ ! ফের এ বাড়িতে ঢুকবি যদি তোরে আমি ব্যাঙের মতো থেঁতলে মারবো ! আমি ভাবি বোকা ভোম্বলটা বুঝি আমার আঁচলে বাঁধা রয়েছে ! হায় হায় হায় সে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে...ডুবে ডুবে...ডুবে ডুবে...

[বৌ ঘণ্টাকর্ণর চারপাশের মাটিতে চ্যালাকাঠ আছড়াতে থাকে—প্রতিবেশীরা হ্যা হ্যা করে হাসে—আর ঘণ্টাকর্ণ হনুমানের মতো লাফাতে লাফাতে পালিয়ে যায়।]

[আলো নেভে।]

তৃতীয় নাট্যাংশ

[বাজনদারেরা মহা স্ফূর্তিতে যে যার যন্ত্রে সুর ছড়াচ্ছে। আর বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে ঢোকে উদাসিনী—মুখে তার চড়া পেন্টের ওপর অভ্রের কুচি ঝিকমিক করছে, বসনভূষণ ঝলমলে লাল ফিতে জড়ানো জোড়া বিনুনিতে পাক দিতে দিতে সে গাইছে—]

উদাসিনী ॥ (গান) এসো এসো খেলবে খেলা এসো খেলুড়ে
সাপের ফণা দোলাও যদি এসো সাপুড়ে...
লয়ে এসো লোহার খাঁচা এই যে বাঘিনী
জাল পেতে জড়িয়ে ধরো সোনার হরিণী...
পানকৌড়ি নাচছে দেখো পদ্মসায়রে
বাঁশের বাঁশি উঠলো কেঁদে ভরা দুপুরে...
এসো এসো খেলবে খেলা এসো খেলুড়ে...

[খানিকটা দূরে লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে এসে ঘণ্টাকর্ণ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গজরাচ্ছে—]

ঘণ্টা ॥ আমার নাড়ু কোথায় গেলো...আমার বারো আনা সাত পাই...আমারে ফাঁকি দেওয়া, হিঁ... ? আমি বোকা, হোঁ ? উদাসিনী...হৈ উদাসিনী, আমার চাকুরির কামাই ফিরিয়ে দাও কইছি...হুঁ, আমার সারাজীবনের পথম কামাই যদি না পাই...এমন হুড়কো দিব যে বুঝতে পারবে আমার সঙ্গে ধূর্তামি করার কী মজা...

[উদাসিনী ইতিমধ্যে কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টাকর্ণর সামনে। ঘণ্টাকর্ণ তাকে আমলই দিচ্ছে না।]

উদাসিনী ॥ অ্যাই লোকটা, সাতসকালে ঘরের দোরে পাগলের মতো চেল্লাচ্ছ কেন গা ?

ঘণ্টা ॥ পাগল ! হিঃ ! পাগলের এখনো হয়েছে কী ! উদাসিনী, তোমার কোমরে দুলুনি ! কোমর ওই ব্যাঁকা খেজুরগাছের মতো বেঁকিয়ে দিব তোমার ! কোথায় সে, হেঁ, তোমাদের সে উদাসিনী কোথায় ?

উদাসিনী ॥ আ মলো রে ! উদাসিনী তোমার কী করেছে গা ?

ঘণ্টা ॥ কী করেছে ! (ডুকরে কেঁদে ওঠে) আমার বৌ আমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভেঙেছে...আমারে ঘরছাড়া করেছে...এতোক্ষণে নিশ্চয় উজিরের সঙ্গে সে ভেগে পড়েছে...উদাসিনী আমারে ভিখিরি করে দিয়েছে...

[উদাসিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে।]

ঘণ্টা ॥ বিশ্বেস হয় না ? এই দ্যাখো, আমার পিঠখানা দ্যাখো...চ্যালাকাঠের ছাপা দ্যাখো...

উদাসিনী ॥ হায় হায় হায়! তা মুখপুড়ি উদাসিনী অবিশ্যি এমন কম্মো ঢের করেছে! তার কারসাজিতে এমন চিত্রকলা অনেক ব্যাটাছেলের পিঠেই আঁকা হয়েছে! কিন্তু তোমারে সে তো চিনতে পারছে না!

ঘণ্টা ॥ চেনে না? লম্বা করে চুমা খেলে—চিনতে পারছে না!

উদাসিনী ॥ (ধমকে) অ্যাই! শোনো লোকটা, মিছা কথা বলবে না। আমার ঘরে যারা আসে তারা সব কেতাদুরস্ত ইমানদার ব্যক্তি!...মিছা রটনা করে আমার ব্যবসার ক্ষতি করে দিয়ো না! ভাগো আমার ঘরের সামনে হতে...

ঘণ্টা ॥ তোমার ঘর! ছাড়ো! এটা উদাসিনীর ঘর! আমারে অনেক লোকে বলেছে! উদাসিনী...উদাসিনী...

উদাসিনী ॥ অ্যাই! এবার কিন্তু ষাঁড় ডাকবো!

ঘণ্টা ॥ ষাঁড ডাকবে! তোমার বুঝি পোষা ষাঁড় আছে!

উদাসিনী ॥ আমার পাহারাদার!

ঘণ্টা ॥ (ফিক করে হেসে ফেলে) সে কী! আর লোকের দেখি কুত্তা পাহারাদার থাকে, তোমার বুঝি ষাঁড়!

উদাসিনী ॥ একটা নয়, একজোড়া! বাঘের নখের হেন দু'জোড়া শিং! আবোল তাবোল মানুষ দেখতে পেলেই তারা...আয়তো আমার লালুভুলু!

[গোরুর মুখোশ পরে দুই বাজনদার উঠে দাঁড়ায়।]

উদাসিনী ॥ লালুভুলু...দ্যাখনা, সকালের বাতাসে আমি গলাটা সাধছিলুম...তো এই বেতালা লোকটা আমার তাল কেটে দিলে!

[লালুভুলু ষণ্ডদ্বয় ঘাড় ঘুরিয়ে ঘণ্টাকর্ণকে দেখছে—গলায় গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ করছে—মাটিতে পা ঠুকছে। ঘণ্টাকর্ণ তাই দেখে হাসছে। বেশিক্ষণ সে হাসি থাকল না। লালুভুলু ঘণ্টাকর্ণকে আক্রমণ করলো। দুই ষাঁড়ের আক্রমণে ঘণ্টাকর্ণ দিশাহারা। যুঝতেও পারে না—পালাতেও পারে না। কিনু কাহারের থিয়েটারে এ এক বিচিত্র লড়াই। উদাসিনী ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এরই মধ্যে লণ্ঠন হাতে উজির ঢুকছে। লোকটা দিনকে রাত দেখে—কাজেই সকালবেলায় আধা-অন্ধ উজির এই তাণ্ডবের মধ্যে পড়ে বেসামাল হয়। এক কোণে বসে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

লালুভুলু টুঁসিয়ে টুঁসিয়ে ঘণ্টাকর্ণকে বার করে দিয়ে উজিরের পিছনে এসে তাকেও আলতো করে ঠেলতে শুরু করে।]

উজির ॥ ইয়া আল্লা! গেলুম! গেলুম! ও মোর বাপ জান, কতো বড় শিঙ...

[লালুভুলু উজিরকে ঠেলতে ঠেলতে উদাসিনীর কাছে নিয়ে এলো।]

উদাসিনী ॥ সালাম উজিরসাহেব...সালাম...

উজির ॥ উদাসিনী...তোমার লালুভুলু...গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে টুঁসিয়ে টুঁসিয়ে

উদাসিনী ॥ ভয় নাই উজিরসাহেব...ওরা ঠিক মানুষরে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসছে...

উজির ॥ ষাঁড়ে মানুষ চেনে?

লালু ॥ (মুখোশটা সরিয়ে) রোজ আসা যাওয়া করতে দেখছি, চিনতে পারবো না!

ভুলু ॥ (মুখোশটা তুলে) ষাঁড বলে কি আমবা মানুষ না ?

[দুই বাজনদাব মুখোশ খুলে নিজেদেব জাযগায বসে পডে ।]

উদাসিনী ॥ একী ! উজিবসাহেব ! আজও সকাল বেলায আপনি লণ্ঠন হাতে !

উজিব ॥ সকাল ! সকাল দেখো কোথা । এখন তো মধ্যবাত্রি ! ঐ তো চাঁদ উঠেছে...কেমন ফুটফুট কবছে জোছনা...

উদাসিনী ॥ (হাসতে হাসতে) সূয্যি...সূয্যি...জোছনা না গো উজিবসাহেব...ফটফট কবছে বোদ্দুব !

উজিব ॥ দূব দূব ! ঐতো পাপিযা ডাকছে পিউ পিউ...

উদাসিনী ॥ নাগো সাহেব, কাউযা ডাকছে কা-কা !

উজিব ॥ অ্যাঁ । কাউযা । আমাব কানে যেন পাপিযা পাপিযা ঠেকে !

উদাসিনী ॥ অ্যাদ্দিন জ'নতুম উজিব সাহব আপনাব চোখে দিনটা বাত হযে যায...বাতটা দিন । আজ দেখছি শুধু চোখে না—কানেও তাই !

উজিব ॥ তা'লে বলছো এখন নিশাক'ল না ! কিন্তু আমি যে নিশা ভেবে ফুর্তি কবতে এলুম...

উদাসিনা ॥ দিনেব বেলা ।..এখন কি তাব সময ? বাডি যান, বাত্তিবে আসবেন !

উজিব ॥ বাত্তিব । কিন্তু তখন তো আমাব দিন ।

উদাসিনী ॥ সেইতো মুশকিল । আমাব যখন সময, আপনাব তখন অসময—

[উজিব ডুকবে কেঁদে ওঠে]

একা । কাঁদেন কেন, ও উজিবসাহেব ?

উজিব ॥ কাঁদি কেন ? বোঝো না ? খোদাতালা আমাব দিনবাতেব হিসেব উল্টে দিযে আমায যে দুনিযাছাডা কবে দিযেছে দেখো না...

উদাসিনা ॥ হেকিম দেখিযে চোখেব তাবা পাল্টে ফেলুন উজিবসাহেব...

উজিব ॥ কোনো হেকিমেব সাধ্যি নেই বিবিজান...খোদাব মাব দুনিযাব বাব ! অবস্থা এমনই.. । সব মজুত থাকতেও জীবনে একবাবেব জনোও ফুর্তি কবতে পাবলুম না । আমাব যখন সময...

উদাসিনী ॥ দুনিযাব লোকেব অসময ..

উজিব ॥ (কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ ফুঁসে ওঠে) না মানিনে, খোদাব হিসেব মানিনে...আমাব হিসেবেই চলবে দুনিযা । আমাব যখন সময...দুনিযাব লোকেবও তখনি সময কবে নিতে হবে । আলবাৎ । পুতনা বাজ্যেব উজিবেব ফবমান ! হাঃ হাঃ হাঃ...

[উজিব আচমকা উদাসিনীব হাত ধবে টান মাবে—উদাসিনী টাল সামলাতে না পেবে হুমডি খেযে পডে উজিবেব গাযেব ওপব । তাবপব কোনবকমে নিজেকে সবিযে নিযে উঠে দাঁডিযে সপাটে চড মাবে উজিবেব গালে ।]

উজিব ॥ (হতভম্ব) মাবলে যে ।

উদাসিনী ॥ বদমায়েসি হচ্ছে আমাব সঙ্গে । (বাজনদাবদেব) দেখলে তোমবা !

[বাজনদাবেবা বিস্ময়েব ঘোব কাটিযে উঠে দাঁডায ।]

বাজনদাব ১ ॥ কী হ'লো ! (উজিবকে) অ্যাই বদ্যিনাথ, কী কবলি !

উদাসিনী ॥ হ্যাঁচকা টান মেরে আমার হাতখানা একেবারে মুটকে দিয়েছে গো...(হাত ঝাড়া দিতে গিয়ে কঁকিয়ে ওঠে) ওরে বাবারে গেলুমরে!

[পর্দার আড়াল থেকে কিনু বাদে বাকি সব নটনটী—মায় দড়িবাঁধা ছাগলটি পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে।]

উদাসিনী ॥ (ঘণ্টাকর্ণর বৌ বা জগদম্বাকে) ও ছোটদি, অসভ্যের মতো বুকে টেনে ধরেছে ঐ জানোয়ার বদ্যিনাথটা...

উজির ॥ পাটের মধ্যে টান মারা আছে...কিনুদা যেমন যা শিখিয়েছে তাইতো করেছি...

বুড়ো বাজনদার ॥ যাই শেখাক! মেয়েছেলের সঙ্গে পাট করতে গেলে রয়ে বসে করতে হয়...এইটা তোমাদের ছেলেছোকরাদের খেয়াল থাকে না কেন?

উদাসিনী ॥ পুট করে আমায় একটা চিমটি কেটেছে গো ছোটদি...

উজির ॥ কতো কথাই বলছো! (বাজনদারদের দেখিয়ে) এইতো এনারাও আসরে আছেন...কেউ দেখেছেন চিমটি কাটা?

বাজনদার ৩ ॥চিমটি কাটা দেখা যায়? এইতো আমি এনারে কাটলুম...কেউ দেখতে পেলে!

[বুড়ো বাজনদার তার পাশে দাঁড়ানো মৌনীবাবাকে একটা চিমটি কাটলো। মৌনীবাবার মুখেচোখে যন্ত্রণা চিড়িক দিয়ে ফুটে উঠলো—মুখ দিয়ে রা বেরুলো না।]

জগদম্বা ॥ (উদাসিনীকে) দাঁড়া। কাঁদিসনে। তোর জামাইবাবুরে ডাকাচ্ছি। ডাকো...তোমাদের মাস্টাররে ডাকো...

অনেকে ॥ মাস্টার!/ও কিনু মাস্টার!/ কোথায় গেলে!/ কিনু!/ ও কিনুদা!

[কিনু কাহার ঢুকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। অল্প হাঁপাচ্ছে। চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে।]

কিনু ॥ আসরটা পণ্ড করে দিলি তোরা!

উজির ॥ মাইরি কইছি কিনুদা, তোমার পা ছুঁয়ে কইছি...

[উজির কিনুর পায়ে পড়ে। কিনু কাহার তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে।]

কিনু ॥ শালা ছিঁচকে চোর! রাত বিরেতে গেরস্তর কলা মুলো চুরি করে খেয়ে বেড়াচ্ছিলি!...সেই পাপের জীবন থেকে তুলে এনে তোরে আমি থেটারে ঢোকালুম...(কান ধরে ওঠ বোস করাতে করাতে) হ্যাঁরা ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে!

বুড়ো বাজনদার ॥ থেটার একটা পুণ্যির জায়গা! লোকশিক্ষে হয়। বাঁদরের আড্ডাখানা নয়। বদ্যিনাথ আসরের মর্যাদা নষ্ট করেছে মাস্টার!

জগদম্বা ॥ এই লম্পটের যদি বিচার না হয়, তো মাস্টার, আমি আমার বোনেরে নিয়ে চল্লুম। তোমরা বরঞ্চ দাড়ি কামিয়ে বেলাউজ পরে মেয়েলোক সাজো।

কিনু ॥ অ্যাই তুই কথায় কথায় থেটার ছেড়ে চলে যেতে চাস কেনরে! ফের যদি খামখেয়ালিপনা দেখেছি জগি...

জগদম্বা ॥ ঝ্যাঁটা মারি তোমার থেটারের মুখে! একটা সাধ আহ্লাদ মেটাতে পারে না...জীবন

যৌবন পচিয়ে দিলে...কোথায় ছেলেপুলে কোলে নিয়ে ঘর সোমসাব কববো...সে ক্ষ্যামতা নেই...তেজববে বুড়ো বব...হাটেমাঠে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! আয় আয়... [উদাসিনীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—]

কিনু ॥ দাঁড়া দাঁড়া, বিচাব হবে। তবে মোব বিচাবে পক্ষপাত থাকতে পাবে! একদিকে আমাব শিষ্য বদ্যিনাথ—আব একদিকে আমাব শ্যালী। কাজেই আমি না...বিচাব কববেন পুতনা দেশেব যিনি সবচেয়ে বড় বিচাবক...বিচাব কববেন বাজা। পুতনা বাজা, বিচাব কবো...

[বাজা এতোক্ষণ ভীড়েব মধ্যে দাঁড়িয়ে হেঁচকি তুলছিলো। হেঁচকি তুলতে তুলতেই সে বললো—]

বাজা ॥ আমি। আমি কী বিচাব কববো...আ্যাই কিনুভাই...আবে দূব ছাতা, আমাব তো হেঁচকি উঠছে. .

বাজনদাব ২ ॥ কেন, বাজাব হেঁচকি ওঠে কেন?

বাজা ॥ আবে এট্টু আগে আমি যে লেমনেট খেলুম। দ্যাখো আবাব উঠলো!

বুড়ো বাজনদাব ॥ আজ তোমায় বাজাব পাটে নামতে হবে—আব তুমি খালিপেটে লেমনেট খেলে কোন আক্কেলে?

বাজা ॥ মলো যা। আমাব পাট তো সেই ভোব বাতে আসাব কথা...শুকতাবা জ্বললে! আমি কি জানতুম যে কিনু মাস্টাব পেছনেব বাজসভা আগেব দিকে ঠেলে নিয়ে আসবে। [অনর্গল হেঁচকি তোলে।]

কিনু ॥ শোনো বাজা, বাজা থাকবেন সদাই প্রস্তুত। কখন তোমাব হেঁচকি উঠবে, কখন তুমি বৌ নিয়ে বাণাঘাটে বেড়াতে যাবে. .দেশেব আইনকানুন কি তোমাব জন্যে হাঁ কবে বসে থাকবে?

বাজনদাবেবা ॥ না...মোটেই না।

কিনু ॥ কাজেই মবো বাঁচো, বিচাব কবো। ..চল...চল...

[বাজা উজিব লাটসাহেব উদাসিনী ও সাস্ত্রীকে বেখে কিনু কাহাব বাকি অভিনেতাদেব তাড়িয়ে নিয়ে বেবিয়ে গেলো।]

লাটসাহেব ॥বাজা, এই লেডিব ইজ্জট পাংচাবড হইযাছে...লেডি কাঁডিটেছে। এখনো টুমি হেঁচকি টুলিবে। সভাসডগণ...

[বাজনদাবেবাই এখন সভাসদেব ভূমিকায—]

সভাসদগণ ॥ আইনশৃঙ্খলা তবে কে ঠেকাবে মহাবাজন!

লাটসাহেব ॥ইংবাজ বাহাডুব হামাকে টোমাব বাজসভায বসিযেছে কেন? পুটনা ডেশে আইনশৃঙ্খলা টুমি বজায বাখিটে পাবিটেছ কিনা তাহাব উপবে দৃষ্টি বাখিটে। টুমি যডি আইন বাখিতে ফেল কবো, টোমাব সিংহাসন আমি ফেলিযা ডিবো! ফেলিযা ডিযা হামি বসিবো।

বাজা ॥ (হেঁচকি তুলতে তুলতে) বাজসভায সিংহাসন কইবে!

[সান্ত্রী একটা বংচটা টিনেব বাক্স টেনে এনে বাখলো।]

বাজা ॥ (বাক্সেব ওপব বসে) দববাবে আলো বাড়াও।

[সান্ত্রী ছুটে গিয়ে মশালে পাম্প করলো। আলো বাড়লো।]

রাজা ॥ (হেঁচকি তুলতে তুলতে) আমার বিচারে উজির বেকসুর খালাস!

উদাসিনী ॥ (কেঁদেওঠে) রাজন, এইকি তোমার ন্যায়ধর্ম? আমি অনাথিনী অবলা নারী...

রাজা ॥ পষ্ট বাক্য শোনো কন্যে, অবলা তুমি নও। তোমারো যথেষ্ট কট্‌কিবাজি আছে। তাছাড়া উজির আমার প্রাণের দোস্ত। ওর চোখের দোষ আছে...আমার হেঁচকির দোষ আছে! দুজনে মিলেমিশে দেশ শাসন করছি। দুজনে আমরা পরিপূরক! পুতনারাজ্যের আর কেউ হলে তারে আমি এক্ষুণি চোদ্দ ঘা চাবুক মারার হুকুম দিতুম, কিন্তু উজির এক ঘাও না!

লাটসাহেব ॥ ডেখো ডেখো সভাসডগণ, টোমাডের কিং-এর পক্ষপাটিটা ডেখো।

রাজা ॥ আরে বাপু, পক্ষপাতিত্ব আমি কোথায় দেখালুম...যা দেখাবার দেখিয়েছে ভগবান! যে লোকটা দিনরাত গোলমাল করে ফেলে...সেই দুনিয়া-ছাড়া লোককে আমি দুনিযার আইনে বাঁধবো কী করে! খালাস!

লাটসাহেব ॥আইন সবার জন্য একরকম হইবে। না হৈলে হামি টোমার সিংহাসন ফেলিযা ডিবে।

রাজা ॥ তুমিতো ঐ তালেই আছো। কখন আমার সিংহাসন ফেলবে! সিংহাসন যেন তোমার ঠাকুর্দা আমায় দিয়েছিলো!

লাটসাহেব ॥ ইহার অটঠো কী হৈল?

রাজা ॥ দ্যাখো লাটসাহেব, তুমি যাই বলো, আমার তো মনে হয দেশের আইনশৃঙ্খলা দেখার আগে আমার বাজারদবে নজব দেওযা উচিত! সুজলা সুফলা পুতনা দেশেব বাজাব আজ আগুন! নাকি বলো সভাবত্নগণ!

সভাসদ ১ ॥ হ্যাঁ তা বটে! হাটে তো চাল-ডাল-তেল-নুন আগুন...

সভাসদ ২ ॥ মাছ আগুন...কেরোসিন আগুন...কাপড আগুন...

সভাসদ ৩ ॥ দেশলাই বাক্স...যা দিয়ে কিনা আগুন প্রজ্জ্বলিত কবতে হয...সে নিজেই আগুন!...আইন ছেড়ে আগে বাজারদরে জল ছেটালে হয না লাটসাহেব?

লাটসাহেব ॥হে হে হে...বাজারডর নিযা টোমবা ভাবিও না সভাসডগণ! ইংরাজ বাহাডুব বাজারডব কনট্রোল কবিটেছে...কিং, টোমার হাটে ছাডিয়া রাখিযাছে শুধু আইনশৃঙ্খলা! সেখানে যদি তুমি ফেল করো, টোমার সিংহাসন হামি ফেলিযা ডিব!

বাজা ॥ হুঁ নিজেরা সব কন্ট্রোল করবে, আর মবতে মব্ যতো আইনের দায় আমার ঘাড়ে! যাক্‌গে, ভাই উজির, তুমি আমাব মুখ চেয়ে চোদ্দ ঘা চাবুক খাও।

[উজির গলা ফাটিয়ে বীভৎস হাসি হেসে উঠলো।]

রাজা ॥ কী হলো?

উজির আমায যদি এক ঘাও চাবুক খেতে হয, তোমায় আমি একশো ঘা খাওয়াবো রাজা। তোমার কীর্তিকাহিনী সব আমার নখদর্পণে। আমি তো শুধু চিমটি কেটেছি...আর তুমি যে কবে কী করেছো...হ্যা হ্যা হ্যা...

রাজা ॥ আস্তে! আস্তে! (মরিয়া হয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে উজিরের কাছে এসে)

উজির তোমাবো গুপ্তকথা আমাব অজানা নেই !...তুমি যে দিনের বেলা কেন চোখে না দেখাব ভান কবো, কেউ না জানুক...আমি জানি।

সভাসদগণ ॥ কেন ? কেন ?

বাজা ॥ আবাব কেন ? দিনে না দেখাব ভান কবলে লাম্পট্য কবাব সুবিধে ! হিসেব কবে দেখো, শালা দিনবাত উভযতই সুবিধে কবে নিচ্ছে !

সভাসদগণ ॥ তা বটে...তা বটে...

লাটসাহব ॥(হা হা কবে হেসে) ডেশেব বাজা উজিবেব নামে বলিটেছে, উজিব বাজার নামে বলিটেছে। এখন টো আইনেব সঙ্কট ডেখা ডিযাছে ! সভাসডগণ, টবে হামি সিংহাসন ফেলিযা ডি ?

বাজা ॥ ও বাজা উজিবেব নামে আব উজিব বাজাব নামে বলছে বলে সংকট দেখা দিযেছে...আব আমবা দুজনে মিলে যে তোমা'ব নামে বলছি, তাতে কোন সংকট নেই ?

লাটসাহেব ॥ ইহাব অটঠো কী হৈলো !

বাজা ॥ সোজা অর্থ ! দপ্তবে আমাব হাজাব কুডি মামলা জমে আছে...নথিপত্র ইঁদুরে কেটে ফর্দাফাঁই কবে দিযেছে...আগে সেই সব মামলাব সুবাহা না কবে উজিবেব মামলা আমি ধবতে পাববো না !

সভাসদ ২ ॥ তাহলে কি মোকদ্দমাব দিন পিছিযে যাচ্ছে নবনাথ ?

বাজা ॥ যাচ্ছে ! (উজিবেব কানে কানে) তাডাতাডি সাক্ষীসাবুদ জোগাড কবো...প্রমাণ কবে দাও, তুমি কিছু কবোনি...যা কবাব কবেছে অন্য লোকে...

লাটসাহেব ॥ড্যাম ! ড্যাম ! বিচাডক নিজে আসামীকে ডক্ষা কবিটেছে...কানে কানে ফুসলানি ডিটেছে !

[খানিকক্ষণ বন্ধ থাকাব পব বাজাব হেঁচকি এখন ঘনঘন উঠছে।]

লাটসাহেব ॥এ চলিবে না ! সিংহাসন ফো৺।যা ডিব...ফেলিযা ডিটাছি...ডিলুম ফেলিযা...

বাজা ॥ (মবিযা হযে ছুটে এসে সিংহাসনেব ওপবে পা চাপিযে) না ! দাঁডাও ! রসো, ফাইনাল বায দিচ্ছি...হেচকি বন্দ হোক...

লাটসাহেব ॥শীঘ্র হেঁচকি বণ্ডো কবো !.. ড্যাম ! হেঁচকিব অটঠো বুঝিটে পাবো সভাসডগণ,— হেঁচকি টুলিটে টুলিটে টাইম কিল কবিটেছে...আসামী টাইম পাইযা যাইটেছে ! হেঁচকিব পশ্চাটে ডুষ্ট মটলব আছে ! এক মিনিটেব মড্যে হেঁচকি স্টপ করো ! স্টপ কবো...স্টপ কবো...

[বাজাব হেঁচকি বন্ধ হচ্ছে না। ববং তোডে উঠছে।]

[আলো নিভলো।]

চতুর্থ ন্যাট্যাংশ

[ঘণ্টাকর্ণ উলু দেবার চেষ্টা করছে—কিন্তু উলুধ্বনি জাগছে না। নানারকম উল্টোপাল্টা পশুপাখির আওয়াজ বেরুচ্ছে শুধু। আশংকায় উত্তেজনায় ঘণ্টাকর্ণর চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে। গলার শিরা উপশিরা ফুলে ফুলে উঠছে। আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ঘণ্টাকর্ণ! ঘণ্টাকর্ণর বৌ বরের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। স্বামীর উলুধ্বনির এ হেন বিবর্তনে বেচারী পাথর হয়ে গেছে।]

বৌ ॥ এ কী কাণ্ডরে বাবা...

ঘণ্টা ॥ (হতাশ হয়ে) তাইতো! এ কী হ'লো!

বৌ ॥ ব্যাঙের ডাক বেরুচ্ছে, হুলো বেড়াল বেরুচ্ছে...উলু কোথায় গেলো! উলু-উলু-উলু...উলু ছাড়ো...

ঘণ্টা ॥ তাইতো ছাড়ছি...এই তো...হুলুপ...হুলুপ! (কেঁদে ওঠে) বৌ!

বৌ ॥ অ্যাঃ ম্যাগো...এতো ভাল্লুকের কালাজ্বর হয়েছে!

ঘণ্টা ॥ কিছুতে জিবের আগায় উলু আসছে নারে বৌ! কী হবে!

বৌ ॥ হারে পোড়া কপালখানা! কোনো গুণ নাই...গুণ ছিলো উলু দিবার...সে গুণেও আগুন লাগলো! এখন আমাদের দিন চলবে কী করে!

ঘণ্টা ॥ আমারে আর বিয়ে মুখেভাতে উলু দিতে কেউ ডাকবে না রে বৌ!

বৌ ॥ শুভ বিবাহে বাঁদরের গোঙানি কে শুনবে! ম্যাগো!

ঘণ্টা ॥ তেল দাও না...একটু রেড়িতেল লাগিয়ে দাও জিবটায়...আড়ষ্ট ভাব কেটে যাবে! (উলু দেবার চেষ্টা করে) হুলিউ! হুলিউ!

বৌ ॥ একি দুর্জয় রোগরে বাবা...মানুষের কণ্ঠে বাসা বেঁধেছে পশু!

ঘণ্টা ॥ পশু...পশুর জন্যেই এমনটা হোলোরে! ঐ লালুভুলু ষাঁড়দুটো আমার দু'গালে শিঙের গুঁত্তো মেরে মেরে...

বৌ ॥ (চমকে) লালু ভুলু! তারা তো উদাসিনীর ষাঁড়!

ঘণ্টা ॥ তাইতো! উদাসিনীর ঘরে গিযেই তো বিপাকে পড়লুমরে...

বৌ ॥ (মিষ্টি গলায়) ঘরে গিয়েছিলে বুঝি?

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁ গো! বৌ, কী আশ্চয্যি কাণ্ড! আমি উদাসিনীরে যেমনটা দেখেছিলুম...সেই রকম আর নেইরে! রাতারাতি কী রূপের বাহার...কী ঠমক, কী গমক! তুই উদাসিনীর মতো দুলে দুলে নাচ না বৌ...

বৌ ॥ আমার ঝ্যাঁটাখানা কইরে!

ঘণ্টা ॥ এই তো...

[পাশ থেকে ঝাঁটা তুলে বৌ-এব হাতে দিলো। আর বৌ নিজের হাঁটুর ওপর ঝাঁটার বাড়ি মারতে লাগলো।]

ঘণ্টা ॥ নিজের গাযে ঝাঁটা মাবছিস কেন রে ?

বৌ ॥ নাচছি...আমি দুলে দুলে নাচছি...

ঘণ্টা ॥ বৌ !

বৌ ॥ জ্বলে যাচ্ছে...অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে ! আমি ভাবি ববটা আমাব ভোম্বল...বোকাসোকা ঠুঁটো জগন্নাথ...ওবে আমি ঠকাবো না...যৌবন পচে যাক খসে যাক তবু পবপুবুষেব পানে দৃষ্টি দিব না !...ওবে ভগবান, সে তো দেখছি আমারেই পোঁচে না ! ইস্ ! ইস্ ! আমি এতোই তুচ্ছ...এতই ফেলনা...

[বৌ ঝাঁটা চালাচ্ছে নিজেব গায়ে।]

ঘণ্টা ॥ আব না...ওগো...গা ফুটে বক্ত বেবুবে...

বৌ ॥ চুপ ! চুপো ! কতো পুবুষ আমাব পানে কতো হাতছানি দিযেছে...মযূবেব মতো পেখম মেলে আমাবে ঘিবে নেচেছে...আমি সাড়া দিইনি ! সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীব মতো একনিষ্ঠ হযেছিলুম...ইস্ ! তাব প্রতিদান এই হ'লো !

[বৌ আব একদফা ঝাঁটা চালাচ্ছে নিজেব দেহে। উজিব দ্রুত পাযে ঢোকে।]

উজিব ॥ কবো কী...কবো কী বিবিজান...(বৌ-এব হাতেব ঝাঁটা কেড়ে নিযে ফেলে দেয।) আল্লাব সৃষ্টিতে ঝাড়ু মাবতে নাই গো...তুমি যে বেহস্তেব হুবীপবী !

বৌ ॥ উজিবসাহেব এযেছেন !

উজিব ॥ তোমাব কাছেই এলুম বিবিজান...তুমি আমাব জান বাঁচাও...

বৌ ॥ ভাগ্যিস এলেন ! নইলে এ ঘেন্না এ জ্বলুনি আমাব মবেও কাটতো না !

[উজিবেব হাতেব মধ্যে হাত গলিযে ঘণ্টাকর্ণব দিকে ঘুবে—]

বৌ ॥ অ্যাই চাকবটা...অ্যাই গোলামটা...আমাদেব পান সেজে দে...সববত এনে দে...তামুক দে...দেখতে পাস না, আমাব কাছে কে এযেছে...

[উজিবেব গাযে গা লাগিযে পাশে বসে। বোকা ঘণ্টাকর্ণ চলে গেলো।]

উজিব ॥ বিবিজান, আমি মামলায ফেঁসে গেছি। ঐ শযতানী উদাসিনীব ইজ্জত নষ্ট কবেছি বলে...

বৌ ॥ কেন যাও উজিবসাহেব...উদাসিনীব ঘবে তোমবা যাও কেন ? আমি কি মবেছি !

উজিব ॥ ভুল কবে গেছি গো বিবিজান। দিনেব বেলা পথ ঠাওব হয না...তোমার ঘর ভেবে ওব ঘবে ঢুকেছি।...চোদ্দ ঘা চাবুকেব হুকুম হযেছে ! তবে হ্যাঁ, যদি প্রমাণ কবা যায দোষটা আমি কবিনি, কবেছে অন্যলোকে...মানে কেউ যদি কাঠগড়ায উঠে নিজ হতে দোষটা কবুল কবে নেয...

বৌ ॥ তোমাব প্রাপ্য সাজা তাব ঘাড়ে জমা পড়বে ! সেধে কে চাবুক খাবে উজিবসাহেব...পুতনাদেশে এমন বোকা কে আছে...

উজিব ॥ আছে আছে। আছে যে, সেটা তুমিও জানো...আমিও জানি !

[ঘণ্টাকর্ণ এক হাতে হুঁকো আব একহাতে কল্কে নিযে এলো এবং কল্কেটা হাতে রেখে হুঁকোটা বাড়িযে দিলো। ভেতবে ভেতরে উত্তেজিত উজির কল্কেবিহীন হুঁকোটা নিযে টানতে লাগলো।]

উজির ॥ তারই খোঁজে তোমার ঠাঁয় আসা বিবিজান ! তুমি কইলেই সে রাজি হবে...পিঠ পেতে দিবে...

বৌ ॥ একী অসম্ভব কথা কইছেন উজিরসাহেব ? তা বলে সে লোকটারে আমি বিনা কারণে চাবুক খাওয়াবো !

[বোকা ঘণ্টাকর্ণ কিছু না বুঝেই ঘাড় নেড়ে বৌকে সমর্থন করে।]

উজির ॥ মজুরি দিব। বিবিজান, তুমি পরাণ ভরে তেল সিন্দুর রেশমি চুড়ি পরতে পারবে। নাও ধরো...

[এক থলি টাকা বৌ-এর সামনে রেখে ধোঁয়া টনতে গিয়ে উজিরের খেযাল হয় হুঁকোয় কলকে নেই। ঘণ্টাকর্ণর দিকে না তাকিয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয়—]

কল্‌কে লাগা ঘণ্টাকর্ণ !

[ঘণ্টাকর্ণ এবার উজিরের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে শুধু কল্‌কেটা ধরিয়ে দেয় তার হাতে।]

বৌ ॥ কী পাষণ্ড আপনি উজিরসাহেব ! একটা মানুষ বুঝতেও পারবে না, সে কি দোষ করেছে...কবুতরের মতো ঠাণ্ডা শান্ত লোকটার তুলতুলে শরীরে লোহার চাবুক কেটে কেটে বসবে ! উজিরসাহেব আপনার আবদাব বড় কম নয় !

উজির ॥ আইনের সঙ্কট দেখা দিয়েছে বিবিজান ; দেশটা ইংরেজের লাটে চলে যাবে ! দেশটা বাঁচানোর দায় তো তোমাদেরও বিবিজান। (ঘণ্টাকর্ণকে) অ্যাই আগভরা কল্কেটাই দিলি...এখুনি যে নুরের আগা ধরে যাচ্ছিলো !

[ঘণ্টাকর্ণ জিব কেটে কল্কেটা ফিরিয়ে নিলো।]

উজির ॥ নাও, আর এক থলি নাও।

[উজির বৌ-এর সামনে আরেকটা টাকাভর্তি থলি রাখলো। ঘণ্টাকর্ণ এবার কল্কের আগুন ফেলে দিয়ে ফাঁকা কল্কেটা তুলে দিলো উজিরেব হাতে।]

বৌ ॥ না না উজির সাহেব, এমন নির্মম কাজ করার যুক্তি দিবেন না ! আচ্ছা আপনার কি চক্ষুতে পর্দা নাই ? চোদ্দ ঘা চাবুক...ইস্‌ ! পিঠে ঘা বেঁধে যাবে নিশ্চয়...কতোদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হবে !

উজির ॥ আচ্ছা বাপু, চিকিচ্ছে বাবদ আর এক থলি লও...

ঘণ্টা ॥ হে হে তোর অনেক কালিকশান হচ্ছেরে বৌ !

বৌ ॥ অ্যাই চুপ !

উজির ॥ (ধমকে) ব্যাটা কল্কে দিলি, নলচে দেবে কে !

[ঘণ্টাকর্ণ জিব কেটে কল্কেটা ফিরিয়ে নিয়ে—এবার হুঁকোর খোলের গা থেকে নলচেটা মানে ডাণ্ডিটা খুলে নিয়ে উজিরের হাতে তুলে দিলো।]

উজির ॥ বিবিজান...রাজি হয়ে যাও...

বৌ ॥ মাপ করুন উজিরসাহেব, আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হচ্ছে ! আমার অন্তরাত্মা কাঁদছে গো...আমি পারবো না...

উজির ॥ অন্তরাত্মার কণ্ঠ চিপে কাঁদন থামাও বিবি ! নাও এই চার নম্বর থলি ! তাতেও না হয় তো চল্লুম...(উজির থলিগুলো তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বৌ উজিরকে

টেনে ধরে) হ্যা হ্যা...চার থলি বাজিয়ে টাকার ঝুমঝুমি শোনো বিবিজান...(ঘণ্টাকর্ণকে) আরে খালি নলচে দিলি কেন পাঁঠা। হুঁকা কই...তামুক খাবো...

ঘণ্টা ॥ খান...

[ঘণ্টাকর্ণ এবার খোল, নলচে, ও শূন্য কলকে—অর্থাৎ হুঁকোর তিনটি টুকরো উজিরের হাতে দিলো।]

উজির ॥ অ্যা। এই হ'লো তামুক খাবার হুঁকা।

বৌ ॥ (খিলখিল করে হেসে) হুঁকা না বোকা। লোকটা বড় বোকা গো...কিছু মনে করবেন না উজির সাহেব...(ঘণ্টাকর্ণকে) ওগো, তোমার একটা চাকুরি জুটেছে গো।

ঘণ্টা ॥ অ্যা। চাকুরি। বেতন পাবো?

বৌ ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ বেতন পাবে। খুব সোজা চাকুরি গো..

ঘণ্টা ॥ তবে চাটি ভাত দে। খেয়ে দেয়ে চাকুরিতে যাই। (তালি বাজিয়ে লাফিয়ে ওঠে) এই চাকুরিটা খুব মন লাগিয়ে করবো, সারা জীবন ধরে করবো।

বৌ ॥ শোনো শোনো, তুমি রাজসভায় গিয়ে মহারাজেরে বলবে, মহারাজ উদাসিনীর রূপে মজে গিয়ে

উজির ॥ আমি তারে বুকের মধ্যে টেনে ধরেছি...

ঘণ্টা ॥ এতো খুব আনন্দের কথা...উরে, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে রে।

বৌ ॥ (সব ভুলে গর্জে ওঠে) ঝ্যাটা মারি তোমার রোমাঞ্চের মুখে।

ঘণ্টা ॥ তাহলে বলবো না।

বৌ ॥ হনুমানটা আহ্লাদে ফেটে পড়ছেরে।

ঘণ্টা ॥ ঠিক আছে। তুমি যদি রাগ করো, এ চাকুরি করবো না।

উজির ॥ করবি না মানে। দরদস্তুর হয়ে গেলো। আগাম পাওনা চুকে গেলো। (ঘণ্টাকর্ণর হাত ধরে টানে) আয়— [উজির থলিগুলো তুলে নিলো।]

বৌ ॥ ওকী। থলিগুলো তুলে নিলেন যে। দ্যান...

উজির ॥ আগে কাজটা মিটুক, তারপর থলি দেবে।—আয়...

[ঘণ্টাকর্ণকে টানছে।]

ঘণ্টা ॥ যাবো? ও বৌ, যাই? (বৌ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উজির ঘণ্টাকর্ণকে খানিকটা দরে টেনে নিয়ে গেছে—ঘণ্টাকর্ণ এবার উজিরকেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো বৌ এর কাছে—) তুই ভাত বেড়ে রাখ, চাকুরিটা সেরে এসেই খাবো. (উজিরে ঘণ্টা কর্ণে টানাটানি চলে- ও বৌ, শোন, পয়লা দফার বেতনের পুরোটাই আমি এবার তোর হাতে তুলে দিব। কেউ আমারে ফাঁকি দিয়ে নিতে পারবে না. দেখিস সব তোর হাতেই তুলে দিব...

[ঘণ্টাকর্ণকে টেনে নিয়ে উজির অদশ্য হয়ে গেলো। বৌ চুপ করে উথাল পাথাল ভাবছিলো, হঠাৎ মুখ তুলে দেখলো ওরা কেউ নেই। ছুটে গিয়ে পথের এধার ওধার দেখলো।]

বৌ ॥ অ্যা! কখন চলে গেলো। কোন পথে গেলো। আরে, দুটো জলজ্যান্ত মানুষ

মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো ! (ছুটে গিয়ে আড়াল থেকে একটা জ্বলন্ত কুপি নিয়ে বেরিয়ে এলো। চারদিকে খুঁজল।) আহারে, লোকটা ভাত খেতে চেয়েছিলো ! মুখের ভাত ! ফিরে এসে আর কি খাবার ক্ষ্যামতা থাকবে ! ওগো শোনো... [আঁধার চিরে বৌ-এর ডাক ধ্বনিত হচ্ছে।]

যেন একটা চিল ! ছোঁ মেরে আমার কানের গয়নাটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলো ! ওগো ফিরে এসো...(থেমে) হায়, হায়, এ আমি কী করলাম ! ভাতকাপড়ের লোভে বোকা মানুষটারে শয়তানের হাতে বেচে দিলুম !...যাবো ছুটে ? ধরতে পারবো ? না কি পৌঁছে গেলো রাজসভায়...বিচারও হয়ে গেলো...চোদ্দ ঘা চাবুকও পড়লো !...কী হ'লো তার...কী হ'লো তার এই আঁধারে...কে আমারে বলবে রে ! (উর্দ্ধমুখে) ও আকাশ...ও চাঁদ...ও তারা...তোমরা তো কতো উচ্চে...তোমরা তো সব দেখতে পাও...দেখো না বোকা মানুষটারে নিয়ে পুতনা রাজার রাজ্যে কী খেলা শুরু হলো ! ওরে ওরে আমারে কে বোঝাবে রে, ভাতের অভাবে মানুষ মরে...না মরে বুদ্ধির অভাবে ? ভাত বড় না বুদ্ধি বড় ! ওরে আমার বুক যে চৌচির হয়ে গেলো রে...

[তারাভরা আকাশের নিচে ঘণ্টাকর্ণর বৌ উন্মাদিনীর মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছে।

দুহাতে অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে নীরব মন্থর পায়ে ঘণ্টাকর্ণ ফিরে এলো। চুল উস্কোখুস্কো—গায়ের জামাটা ছেঁড়া—দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে ঘণ্টাকর্ণ। হাতে টাকার থলিগুলো রয়েছে। ঘণ্টাকর্ণ ধীরে ধীরে বৌয়ের কাছে এলো।]

ঘণ্টা ॥ তোরে বলেছিলুম চাকুরির পুরো বেতন তোর হাতে তুলে দিব...এই নে বৌ...এই নে...

[ঘণ্টাকর্ণ টাকার থলিগুলো বৌ-এর সামনে রেখে জামাটা গা থেকে সরায়—চাবুকচেরা রক্তমাখা শরীরটা উন্মোচিত হয়।]

তবে চাকুরিটা বড় সোজা সরলরে, মাথা খাটাতে হয় না...শুধু পিঠ পেতে দেওয়া !...এই চাকুরিটাই আমি করবো রে বৌ...

[ঘণ্টাকর্ণ বৌয়ের পাথরের মতো ভারি দুটি জানুর ওপর মাথা রাখে।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অর্ধ
প্রথম নাট্যাংশ

[ফেব শুবু হলো কিনু কাহাবেব থিযেটাব। সেই চাপা থমথমে বিষাদমেদুব হাওযাটা এখন সবে গেছে আসব থেকে। মাথায শিখিপুচ্ছ বেঁধে কিনু কাহাবেব বাজনদারেবা নেচে কুঁদে তাল ঠুকছে—মুখে মুখে বোল তুলছে। আব নতুন পোষাকে সজ্জিত ঘণ্টাকর্ণ ও তার বৌ গান গাইতে গাইতে হাত ধবাধবি কবে আসবে ঢুকলো। দু'জনেই বেশ খুশিব মেজাজে বযেছে।]

ঘণ্টাকর্ণ ও বৌ ॥ (গান) কেমন আছি কেমন আছি
আছি ভালো, ভালো আছি
বৌ ॥ খেযে পবে সুখে বাঁচি
ঘণ্টা ॥ হাসি খেলি গাহি নাচি
বৌ ॥ ঘন দুধে পডলে মাছি
ঘণ্টা ॥ কোদাল দিযে তুলছি চাঁচি
বৌ ও ঘণ্টা ॥ কেমন আছি কেমন আছি
আছি ভালো, ভালো আছি...
ঘণ্টা ॥ একটা শুধু দুখবে বৌ একটা শুধু দুখ
পিঠে মোব বসলো কেটে দশটি ঘা চাবুক...
বৌ ॥ ও আমাব পতিবে দুঃখু সাজে না...
পেটে খেলে পিঠে সয ব্যথা বাজে না...
সিঁদুব পেলাম আলতা পেলাম
অম্বলেতে চালতা পেলাম
পতি আমাব হৈলে আজি মহাকাজেব কাজী...
বৌ ও ঘণ্টা ॥ কেমন আছি কেমন আছি
আছি ভালো, ভালো আছি
খেযে পবে সুখে বাঁচি
হাসি খেলি গাহি নাচি...
ঘন দুধে পডলে মাছি
কোদাল দিযে তুলছি চাঁচি...

[গান থামে। বাজনদাবেবা চলে যায। ঘণ্টাকর্ণ ও বৌ দু'জনে তোতাপাখির গলায প্রশ্নোত্তরের খেলা শুবু করে।]

বৌ ॥ বলি, আছো কেমন ?

ঘণ্টা ॥ ভালো।

বৌ ॥ কেমন ভালো ?

ঘণ্টা ॥ মন্দের ভালো।

বৌ ॥ কীসে মন্দ, কীসে ভালো ?

ঘণ্টা ॥ ঐ পিঠ পেতে যখন সাজাটা খেতে হয় তখনই যা একটু মন্দ লাগে, কিন্তু যখন মালকড়ি পাই আর কোনো ধন্দ থাকে না গো...

বৌ ॥ (গান) ও আমার পতিরে ধন্দ রেখো না
পেটে খেলে পিঠে সয় অন্য জেনো না...

ঘণ্টা ॥ (গান) সখিরে কাজটা ভারি সোজা
মুখটি বুঁজে খেয়ে যাও অন্য লোকের সাজা...
(গান থামিয়ে) বুদ্ধি লাগে নাবে বৌ, খালি গতরটা এগিয়ে দাও—

বৌ ॥ কোনো বুদ্ধি লাগে না ?

ঘণ্টা ॥ আরে কাঠগড়ায় উঠে দোষ অস্বীকার করতেই তো বুদ্ধির মারপ্যাঁচ !...কিন্তু আমি তো সব স্বীকার করে নিচ্ছি—মহারাজ অমুকের পুকুরে জাল ফেলেছি আমি...তমুকের বাগানের আম মুড়িয়ে নিয়েছি আমি...ঢিল মেরে তার জানলা ভেঙেছি আমি !...কোনো প্যাঁচ নেই। সোজা স্বীকারোক্তি !

বৌ ॥ তা'লে কেমন চাকুরি বেছে দিয়েছি ?

ঘণ্টা ॥ ভেরি গুড ফাসকেলাস। দোষ অস্বীকারের চাকুরি হলেই আমার পক্ষে মুশকিল হতো। এ চাকুরির কোনো মার নেই ! আচ্ছা চাকুরিটার কী নাম হবে বৌ ?

বৌ ॥ এ চাকুরির নাম নাই—

ঘণ্টা ॥ তা বললে হয় ? সব চাকুরির নাম থাকে। নাম ছাড়া চাকুরি—সে তো শিঙছাড়া মোষ ! না, নাম না থাকলে চাকুরি করবো না, হ্যাঁ !

বৌ ॥ আচ্ছা বাপু আচ্ছা। দিচ্ছি নাম। তুমি হলে সাজাখেগো অফিসার !

ঘণ্টা ॥ অ্যাঁ ! আমি অফিসার ! ফাসকেলাস ! সাজাখেগো অফিসার ! ভেরি ভেরি গুড...

বৌ ॥ কিন্তু আজ তো এখনো কোনো মক্কেল এলো না ! এতটা বেলা হয়ে গেলো !

ঘণ্টা ॥ হুঁ, রোজই তো এতক্ষণ চোর ডাকাত আসামিরা এসে দরদস্তুর করে আমারে ভাড়া করে নিয়ে যায় ! আজ অফিসারের চাকুরি করবো না বৌ ?

বৌ ॥ কী হ'লো ! পুতনা দেশে কি দাগী আসামির ঘাটতি হ'লো ?

ঘণ্টা ॥ একটা দিন চাকুরি না করতে পারলে মনটা খচ্ খচ্ করে, আমার পিঠটা চুলকোয়...

বৌ ॥ গেলো দিনে অবিশ্যি ডাকাতি মামলাটা নিয়ে একটু দবাদবি করেছিলুম...তাতে যদি মক্কেলরা গোঁসা করে থাকে...

ঘণ্টা ॥ তোর বড্ড খাঁই ! একটা পয়সা কমাতে চাস না ! সেই কখন থেকে সেজেগুজে রেডি হয়ে রয়েছি !...আজ আমারে একটু কম দামে ছাড়বি...

বৌ ॥ পেট ভবে ভাত খেযেছো ?

ঘণ্টা ॥ খেযেছি।

বৌ ॥ জামা পবেছো ?

ঘণ্টা ॥ এই তো...

বৌ ॥ এ জামা না। জামাব নিচে তুলোব জামাটা ?

ঘণ্টা ॥ চাবুক-জামা। তাও পবেছি।

[জামা তুলে নিচেব তুলোব গদিটা দেখায ঘণ্টাকর্ণ।]

বৌ ॥ তবে নাও, এই পানটা গালে দিযে দবজা ধবে বাস্তামুখো হযে দাঁড়াও গো অফিসাবমশাই— [বৌ আঁচল থেকে পান খুলে দেয।]

ঘণ্টা ॥ বাস্তাব মুখে দবজা ধবে দাঁড়াবো ?

বৌ ॥ আহা লোকেব পছন্দ হলে তবেই না তোমায ভাড়া কবতে আসবে ! আব এই ঘণ্টাটা বাজাও...

[ঘণ্টাকর্ণ দবজা ধবে পান চিবুচ্ছে। ঘণ্টা বাজাচ্ছে। হেঁচকি তুলতে তুলতে বাজা ঢোকে, পিছনে স'স্ত্রী।]

বাজা ॥ বসো বসো বাপ ঘণ্টাকর্ণ। কান যে ঝালাপালা কবে দিলে বাপ।

ঘণ্টা ॥ বাজামশাই।

বৌ ॥ কী ভাগ্যি আমাদেব, মহাবাজ কিনা মোদেব কুঁড়েঘবে।

[ঘণ্টাকর্ণ সাষ্টাঙ্গ হযে প্রণাম কবে।]

বাজা ॥ থাক। থাক। বেঁচে থাকো বাপ আমাব। অন্যেব দোষটা ঘাড়ে নিযে তুমি বাপ প্রকৃতপক্ষে দেশেব আইনশৃঙ্খলা বজায বাখায সাহায্য কবছো ! বাজনৈতিক সংকটেব অবসান ঘটিযে দিচ্ছো। সিংহাসন টিঁকিযে দিচ্ছো। বড কাজ.. দেশপ্রেমিকেব কাজ।.. বাপ হে তোমাব মতো প্রজা যদি আমাব, বেশি না, এক ডজনও থাকতো..শযতান দুটো আমাকে কিছুতে কাবু কবতে পাবতো না বাপ...

বৌ ॥ দুটো শযতান। একটা তো লাটসাহেব.. আব একটা...

সান্ত্রী ॥ আব একটা সেই ল্যামোনেড। এক নাগাড়ে হেঁচকি তুলছেন দেখতে পাচ্ছো না ?

বাজা ॥ এখন তোমবা আমাব জন্যে কি কবতে পাবো বাপ ঘণ্টাকর্ণ ? আমাব তো মাত্তব সাতদিন পবমাযু.. সান্ত্রী বুঝিযে বলো...

সান্ত্রী ॥ বুঝলে, লাটসাহেব আমাদেব মহাবাজেবে সাতদিন সময দিযেছেন...দববাবে যে দেড়হাজাব মামলা আজ ন'বচ্ছব ধবে চাপা পড়ে বযেছে, বুঝলে...যাব নথিপত্র ইঁদুবে ফর্দাফাঁই কবে দিযেছে...সেই যাবতীয মামলাব ফযসালা করতে হবে মাত্তব সাতদিনেব মধ্যে। বুঝলে ?

বাজা ॥ আচ্ছা কী কবে কী কববো বলো। এই তো সেই নথিপত্র। (ইঁদুবে কাটা খানকতক কাগজ তুলে ধবে) আসামিব বাপেব নাম আছে, নিজেব নাম নাই...এটায তো মামলাটাই নাই...আব এটা...বেছে বেছে এমন কবে কেটেছে...পাতাটা নিবক্ষব হযে গেছে ! সাতদিনেব মধ্যে আমি কদ্দূব কী কবতে পাবি...

সান্ত্রী ॥ না পারলে দেশের বিচার ব্যবস্থায় অব্যবস্থার জন্যে লাটসাহেব আপনার সিংহাসন ফেলে দিবেন।

রাজা ॥ (খিঁচিয়ে) বিচার ব্যবস্থা! (হেঁচকি তুলতে তুলতে) দেশের বাজার ব্যবস্থা তার হাতে, পুলিশ ব্যবস্থা তার হাতে, কামান বন্দুক তার হাতে...আমার হাতে খালি এই নিরক্ষর বিচার ব্যবস্থা!

ঘণ্টা ॥ (বোকার মতো হাসে) হে-হে-হে...

রাজা ॥ (হেঁচকি তুলতে তুলতে) চোর গুণ্ডা বদমাস, তারাও তার কব্জায়...স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা বিদ্রোহ বাধাবার কলকাঠি সব তার হাতে...শালা আমার হাতে খালি ন্যায় বিচার!

ঘণ্টা ॥ আমি তো আপনার হাতে আছি মহারাজ!

রাজা ॥ হ্যাঁ তা আছো, তুমি আমার হাতে আছো।

[ঘণ্টাকর্ণর হাতখানা মুঠোয় ধরে রাজা।]

সান্ত্রী ॥ ন্যায় বিচার করবার হেতু মহারাজের বাসনা—(ইঁদুরে কাটা নথিপত্র দেখিয়ে) এই ছ্যাঁদাগুলোতে ঘণ্টাকর্ণকে বসিয়ে নিবেন।

ঘণ্টা ॥ (হেসে) আমি ছ্যাঁদায় বসবো!

রাজা ॥ দেড় হাজার মামলা, সাতদিন সময়। ওঠো বাপ, চলো দেখি, তোমার ওপর কতোগুলো ন্যায় বিচার চাপানো যায়!

সান্ত্রী ॥ আজ্ঞে আসামি যখন মজুত, বিচারে তো টাইম লাগার কথা নয় মহারাজ! পরের পর রায় দিয়ে যাবেন প্রভু...

ঘণ্টা ॥ (আনন্দে) দেড় হাজার! বৌ, একসঙ্গে দেড় হাজার মামলার আসামি আমি! আমি দেড়হাজারি সাজাখেগো অফিসার। উঃ কার মুখ দেখে দরজা ধরেছিলুম রে! চলেন মহারাজ... [ঘণ্টাকর্ণ মহারাজের হাত ধরে টানে]

বৌ ॥ রক্ষা করো রক্ষা করো প্রাণনাথ। ও অবুঝ! বোঝে না সাতদিনে দেড় হাজার মামলার সাজা!...ওযে প্রাণে বাঁচবে না মহারাজ...

রাজা ॥ বাঁচিযে রাখবো...হ্যা-হ্যা-হ্যা...নিজ স্বার্থেই ঘণ্টাকর্ণকে বাঁচিয়ে রাখবো! ও না বাঁচলে কার ওপর ন্যায বিচার চাপাবো...হ্যা-হ্যা-হ্যা, আইনের সংকট মোচন করবো কী ভাবে...

সান্ত্রী ॥ ঘণ্টাকর্ণ হ'লো গিয়ে মহারাজের এক নম্বর তাজী ঘোড়া! ঘোড়া মরে গেলে সহিসের আর থাকলো কী?

[কথা শেষ হবার আগেই ঘণ্টাকর্ণ রাজাকে টানাটানি করছে।]

ঘণ্টা ॥ চলেন মহারাজ...আর বেলা বাড়িয়ে লাভ কী?

সান্ত্রী ॥ টাকা পয়সার ব্যাপারটা বলে যান মহারাজ...

রাজা ॥ (ঘুরে) মাসকাবারি! মাসকাবারি চুক্তি হ'লো! পরের মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পাবে... [মহারাজকে টেনে নিয়ে ঘণ্টাকর্ণ চলে যায়।]

সান্ত্রী ॥ (বৌকে) পাকা চাকুরি! যাকে বলে সরকারী চাকুরি! মাস গেলে মাইনে! তা'লে আমার সঙ্গে তোমার কি চুক্তি হবে? মাসকাবারি? না মামলা পিছু?

[বাঁ হাত বাড়ায়]

বৌ ॥ তোমায় বুঝি জলপানি দিতে হবে সান্ত্রীমশাই ?

সান্ত্রী ॥ হ্যা হ্যা হ্যা বোঝো তো সবই। সত্যি কথা বলতে কি, আমারই পরামর্শে মহারাজ তোমার বরকে এ চাকুরি দিলেন ! নইলে আমার মামাতো ভাই গঙ্গারাম এই চাকুরির জন্যে মাথা কোটাকুটি করছিলো ! (বাঁ হাত নাচায়) দাও দাও কি দিবে দাও...

বৌ ॥ ঝ্যাঁটাখানা কইরে...

[বৌ ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসে। সান্ত্রীকে তাড়া করে বৌ বেরিয়ে যায়।]

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় নাট্যাংশ

[ভাঁড় ছুটে এসে গান ধরে। চার বাজনদাব তার সঙ্গে যোগ দেয। তাদের সাজপোশাক এখন ডাকাতের মতো।]

ভাঁড় ও ডাকাতদলের নাচ ও গান ॥ মজারে মজারে মজা...
যতো খুশি পাপ করো
নাই কোনো সাজা।

চুরি কবো সাজা নাই
ডাকাতি বা ছেনতা
সাজা নাই সাজা নাই
আছে এক ভাঙা কুলো
ফেলে যাও যতো ছাই
বিচারক যাঁহাতক পুতনার রাজা।

কেয়া বাৎ বডা মজা
সাজা হয় কেনাবেচা
রাজালোকে বেচে দেয়
ছোটোলোকে কেনেরে

হেন দেশ কোথা পাই
আছে এক ভাঙা কুলো
ফেলে যাও যতো ছাই
বিচাবক যাঁহাতক পুতনার রাজা...

[গানের মধ্যেই দণ্ডপ্রাপ্ত ঘণ্টাকর্ণের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে

এলো সান্ত্রী ও উজির। ঘন্টাকর্ণর সাজটা বড় বিচিত্র। মাথায় চুনকালি মাখা হাঁড়ি বসানো। মুখ ঢেকে গেছে। গায়ে এখানে ওখানে ছেঁড়া জুতো ঝাঁটা ইত্যাদি ঝুলছে। কিম্ভূত এক কাকতাড়ুয়ার মতো লাগছে তাকে।]

উজির ॥ (ঘোষণা করছে) দ্যাখো... দ্যাখো... পুতনা রাজ্যের অধিবাসিগণ... মহারাজের ন্যায় বিচার দ্যাখো! পুতনা দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার পরিণাম দ্যাখো সব...

সান্ত্রী ॥ সুজলা সুফলা অবলা কোমলা পুতনা দেশে হরিজনে মহাজনে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলো কে! এই সেই দুষ্ট পামর!

উজির ॥ তোমাদের মনে আছে, তিন বছর আগে পুতনা দেশের হাটখোলায় মহাজনের কাঠগুদামে আর হরিজনের জুতো সেলাই-এর দোকানে একরাতেই লেগেছিলো আগুন...

সান্ত্রী ॥ মহাজন ভাবলো হরিজনে তার দোকান পুড়িয়েছে...

উজির ॥ হরিজন ভাবলো মহাজনে তার দোকান পুড়িয়েছে...

সান্ত্রী ॥ হরিজনে মহাজনে লেগে গেলো ঝমঝমাঝম...

উজির ॥ দীর্ঘ তদন্তের পরে অ্যাদ্দিনে খুঁজে পাওয়া গেলো সেই নাটের গুরু শয়তান চিড়িয়াটারে—,

সান্ত্রী ॥ মাথায় কেলেহাঁড়ি...কোমরে লোহার বেড়ি...চৌমাথা রাস্তায় খাড়া হয়ে থাকবে ভরদিন...

উজির ॥ ভাই সকল—হরিজন মহাজন—তোমরা খুশিমতো এই শয়তানের গায়ে থুতু ছিটাইতে পারো...সবকিছু ছিটাইতে পারো...তবে জানে মেরো না। এখনো সাতশো পঞ্চাশটা মামলা এই ব্যক্তির নামে ঝুলছে! আরো মামলা জুটছে!

সান্ত্রী ॥ জানে মারলে ভবিষ্যতের সেই সকল মামলার ফয়সালা হইবেক না।

উজির ॥ ভাই সকল, তোমরা দেখতে পাচ্ছো—পুতনা রাজ্যে আইনের কোন সঙ্কট নাই! ...তদন্তসমিতিগুলো একেবারে কলের মতো কাজ করে চলেছে ...চতুর্দিকে মহাশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে...

[লাটসাহেব ঢুকলো। রাগে ভেতরটা জ্বলে [illegible] সাহেবের। জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে সে ঘন্টাকর্ণের পাশে এসে তাকে প্রদাক্ষণ করে আর আগুনচোখে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে।]

ভাঁড় ও ডাকাতদল ॥ হ্যাট কোট গটমট
আইনের সঙ্কট
কিছু নাই কিছু নাই...
আছে এক ভাঙা কুলো
ফেলে যাও যতো ছাই
বিচারক যাঁহাতক পুতনার রাজা...

[ভাঁড় ও ডাকাতের দল বেরিয়ে গেলো।]

লাটসাহেব ॥ হাঁড়িডার মধ্যে কে আছে!

সান্ত্রী ॥ রসগোল্লা আছে!

লাটসাহেব ॥ শ্যাটাপ !
সান্ত্রী ॥ আই বাপ ! ঘণ্টাকর্ণ আছে !
লাটসাহেব ॥ কেন আছে ?
উজিব ॥ কাঠগুদামে আব জুতোব দোকানে আগুন লাগিযেছে।
সান্ত্রী ॥ হবিজনে মহাজনে দাঙ্গা...
লাটসাহেব ॥ শ্যাটাপ !
সান্ত্রী ॥ বাপবে বাপ।
লাটসাহেব ॥ কে ডেখিযাছে আগুন লাগাইটে !
উজিব ॥ ও নিজে মুখে স্বীকৃতি দিযেছে লাটসাহেব...
লাটসাহেব ॥ শ্যাটাপ !

[লাটসাহেব ঘুবেই ঘণ্টাকর্ণব মুখঢাকা হাঁডিতে চাপড মাবে।]

উজিব ॥ এ হে হে, চুনকালি লেগে তোমাব ফর্সা হাতখানা এ হে হে হে...
লাটসাহেব ॥(ঘণ্টাকর্ণকে) বুডঢু ! শযটান ! কুত্তাব বাচ্চা ! ডিশি কুত্তা ! হামাব সমস্ট প্ল্যান ভেসটে ডিটাছে ! (ক্ষিপ্ততব বেগে কিল মাবতে থাকে) ভুযা আসামি সাজিলি কেন ? কে টোবে ভূযা আসামি ডাঁড কবাইল ! বোল ! বোল্ ! কাঠগুডামে আব জুটাব ডোকানে কে আগুন লাগাইল ! বোল শালা বোল ! সট্য না বলিলে এই বেলটেব বাডি ডিযা হামি টোকে...

[হাঁডিব মধ্যে গুম গুম্ আওযাজ হয। ঘণ্টাকর্ণ কিছু বলছে।]

সান্ত্রী ॥ ঐ তো বলছে !
লাটসাহেব ॥ কী বোলছে ?
সান্ত্রী ॥ আগুন লাগিযেছে !
লাটসাহেব ॥ ঝুট বোলছে, আগুন কে লাগালো হামি জানে।
উজিব ও সান্ত্রী ॥ জানেন !
লাটসাহেব ॥হামি লাগাইযাছি। সঙ্কট সৃষ্টি কবিটে হামি হবিজনেব আব মহাজনেব ডোকানে—ফাযাব ! ফাযাব !
সান্ত্রী ॥ ওবে কাববাব ! নিজেই সঙ্কট সৃষ্টি কবে নিজেই চাপ দিচ্ছেন—সঙ্কট মেটাও !
লাটসাহেব ॥ওটাইটো হামাব কৌশল বে ইডিযেট। যটো ভাবিটেছি সংকট সৃষ্টি কবিযা পুটনা বাজাব সিংহাসন ফেলিযা ডিব—ইংবেজেব পটাকা উডাইব—এ শালা কুত্তাব বাচ্চা হামার বাডাভাটে ছাই ডিটেছে। ডেড হাজাব ইঁডুবেকণ্টা মামলাব মধ্যে ঘুষিযা পডিল !

[লাটসাহেব ঘণ্টাকর্ণকে মাবতে উদ্যত। উজিব এতোক্ষণ লণ্ঠন তুলে নিবিষ্ট চোখে লাটসাহেবেব পোশাক দেখছিলো। হঠাৎ বললো—]

উজিব ॥ পণ্ডা, তোব কোমবে ওটা পাটেব দডি !
লাটসাহেব ॥ কি হইযাছে ?
উজিব ॥ তোব তো একটা চামডাব বেলটু ছিলো। লাটসাহেবেব পাটে পাটেব দডি পরলি পণ্ডা ?

লাটসাহেব ॥(খানিকটা থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে) চুপ কড়্! পণ্ডা! কে টোর পণ্ডা! হামি লাটসাহেব! টুই ব্যাটা ডিনকানা। সব ভুল ডেকিটেছিস! এটা বিলিটি গণ্ডারের চামড়ার বেলটু আছে! হাঃ হাঃ হাঃ...

উজির ॥ আমি জানি সাহেবের পাট তুই ভালোই করিস। কিন্তু পাটের বাইরে আয়। এটা দড়ি।

লাটসাহেব ॥(ফের সামলে নিয়ে) হাঁ, হাঁ, ডড়িটো কি হইয়াছে? এই ডড়ি হামি আনিয়াছি টোমাকে বাঁটিতে। শুন উজির, টুমি যডি হামার সঙ্গে হাটে হাট মিলাও পুটনা রাজার সিংহাসন ফেলিয়া ডিয়া হামি টোমাকে গডিটে বসাবে!

উজির ॥ এখনো পাটের মধ্যে ঘুরছিস, আমি কিন্তু আবার বলছি পণ্ডা, এটা দড়ি! সাহেবের কোমরে কোনদিন দড়ি থাকে না। কিনু মাস্টার দেখলে খুব খারাপ হবে। সবাই হাসছে! তুই ওটা খুলে ফ্যাল।

লাটসাহেব ॥ (সব ধৈর্য হারিয়ে) ঢুস্ শালা! [প্রস্থানোদ্যত]

উজির ॥ কোথায় যাচ্ছিস!

লাটসাহেব ॥ ঢুস্ শালা!

উজির ॥ আচ্ছা যা আছে ঠিক আছে! তুই থেটারের মধ্যে ফিরে আয়...

লাটসাহব ॥ কট্টোবার ভেটরে বাইরে যাটায়াট করবো রে! ঢুস্ শালা!

[লাটসাহেব এক লাথি মেরে ঘণ্টাকর্ণকে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।]

উজির ॥ ধর ধর...ওরে লাটসাহেবেরে ধর, গদির কথাটা ভালো করে শোনা হ'লো না!

[সান্ত্রী ও উজির লাটসাহেবকে ধরতে বেরিয়ে গেলো। মাটিতে পড়ে ঘণ্টাকর্ণর অবস্থা কাহিল। ঝাঁটা জুতো মাথায় হাঁড়ি আর কোমরের দড়ি নিয়ে বেচারা কাকতাড়ুয়া উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বোকা লোকটার বিচিত্র কাণ্ডকারখানা সত্যি সত্যি হাস্যকর।]

ঘণ্টা ॥ (হাঁড়িটা একটু তুলে) জল! জল! একটু জল দাও গো! বুকখানা শুকিয়ে যায়! জল! জল! [আবার হাঁড়িতে মুখ ঢাকে।]

[উদাসিনী ঢোকে। একটুক্ষণ ঘণ্টাকর্ণের এই দশা দেখে। তার মুখ করুণ হয়।]

উদাসিনী ॥ আহারে! বিনা দোষে কী সাজা খায় রে! রোজ সকালে উঠে পুতনার মানুষ দ্যাখে এই একটা লোক যত দুষ্ট লোকের সাজা খাচ্ছে! অ্যাই—অ্যাই লোকটা—

[উদাসিনী ঘণ্টাকর্ণের মাথা থেকে কেলে হাঁড়িটা নামায়। ঘণ্টাকর্ণ উদাসিনীর হাত থেকে হাঁড়িটা টেনে নিয়ে নিজের মাথায় পরাবার চেষ্টা করে। উদাসিনী হাঁড়িটা ছাড়ে না।]

ঘণ্টা ॥ দাও! দাও!

উদাসিনী ॥ তোমার কি কষ্ট হয় না! ঘেন্না হয় না! যতো লোকের পাপের চুনকালি মাখা হাঁড়িটা মাথায় রাখতে তোমার কি একটু লজ্জা হয় না, ও লোকটা?

ঘণ্টা ॥ (হাঁড়ির দিকে দুহাত বাড়িয়ে) দাও...দাও...এটা আমার চাকুরি!

উদাসিনী ॥ এ কেমন চাকুরি গো! হায়রে পোড়া দেশ, হায়রে তার বিধিব্যবস্থা...

ঘণ্টা ॥ ওগো তুমি যাও। মাস গেলে বেতন পাবো না! আমার ভাতভিক্ষে মেরো না উদাসিনী...

উদাসিনী ॥ ও লোকটা, মানুষ তো কতো কাজ করে। পাথর ভাঙে, খাল কাটে, গাছের গুঁড়ি পিঠে করে বয়! হ্যাঁ, তাতেও মানুষের ঘাম ঝরে, রক্ত ঝরে, দম বন্ধ হয়ে মরেও যায়! তবু সেই সব মানুষের মাথা খাটো হয় না! কিন্তু তোমার এমনই কাজ যে তুমি পোকা মাকড়ের মতো পথে পড়ে গড়াগড়ি খাও গো!
[উদাসিনী মাটিতে আছড়ে ফেলে কেলে হাঁড়িটা ভাঙে। ঘণ্টাকর্ণ আর্তনাদ করে ওঠে।]

ঘণ্টা ॥ কী করলে! এ তুমি কী সব্বোনাশ করলে গো উদাসিনী!

উদাসিনী ॥ হ্যাঁ তোমার সব্বোনাশ তো আমিই করেছি! সেই যেদিন পথে কোন দুষ্ট লোক আমার নাম করে তোমার কামাই-এর পয়সা চোট্টামি করে নিলে, সেই দিনই বিধাতা স্থির করে দিলেন তোমার সব্বোনাশ আমিই করবো!

ঘণ্টা ॥ তুমি যে কী বলো, আমি কিছু বুঝতে পারি নে গো উদাসিনী। মাথাটার মধ্যে বেদনা হয়...ঝোড়ো হাওয়ার মতো দামাল বেদনা মোর সারা দেহে উথাল পাথাল করে। উদাসিনী গো, একটু জল, জল দাও...

উদাসিনী ॥ চলো, চলো মোর সঙ্গে! মোর ঘরে তুমি লুকিয়ে থাকবে! ও লোকটা, এই সাজা কেনাবেচার খেলা আর তোমারে খেলতে দিব না!

ঘণ্টা ॥ চলো, কোথায় নিয়ে যাবে চলো...
[উদাসিনীর হাত ধরে ঘণ্টাকর্ণ ধুলোমাটি ঝেড়ে উঠছে—ঝড়ের মতো ছুটে আসে ঘণ্টাকর্ণের বৌ।]

বৌ ॥ বলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!
[এক ঝটকায় ঘণ্টাকর্ণকে নিজের মুঠোয় টেনে নেয়।]
কেন রে, তোর অতো চড়বড়ানি কেন রে? বরটা কি আমার না তোর?

উদাসিনী ॥ মানুষের এমন দশা দেখলে কার না মায়া জাগে গো দিদি?

বৌ ॥ দিদি! ঢঙ দেখে মরে যাই! ওরে আমি তোর কোন্ মায়ের পেটের বোন রে! অ্যাই শোন্, ফের যদি আমার লোকের দিকে তুই হাত বাড়িয়েছিস...

উদাসিনী ॥ তুমি আমারে ভুল বুঝো না দিদি...

বৌ ॥ তোমারে কে কবে ঠিক বুঝলো রে বোন! এই পুতনারাজ্যে তোরে হাড়ে হাড়ে চেনে না—এমন তো কেউ নেইরে ছুঁড়ি! চেনে না কেবল এই মানুষটা...এই ভোম্বলটা...

ঘণ্টা ॥ বৌ!

বৌ ॥ (ভেংচি কেটে) বো-ও-উ! আমি থালাভর্তি নুচি সাজিয়ে ভাবছি, লোকটা কখন কাজকাম সেরে রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরবে, নুচির থালাটা বাড়িয়ে দিবো, ও হরি, উনি এদিকে পথে বসে আর একটা কাজ সারছেন! চলো আগে তুমি বাড়ি, তোমারে দেখাচ্ছি!

উদাসিনী ॥ এই অবস্থায় আর ওনারে পীড়ন করো না দিদি...

বৌ ॥ থাক থাক, আর সোহাগ বিলোতে হবে না সোহাগিনী ! ঝ্যাঁটা মারি তোর দিদি ডাকে ! আমার বরেরে আমি মারবো, কাটবো, হামানদিস্তেতে থেঁতো করবো তাতে ওর কী ? [প্রশ্নটা ঘণ্টাকর্ণর দিকে ছুঁড়ে দেয় বৌ।]

ঘণ্টা ॥ কী আবার ! কিচ্ছু না।

উদাসিনী ॥ (ঘণ্টাকর্ণকে) ছিঃ ! তুমি কি পুরুষ !

বৌ ॥ না—ও কি আর পুরুষ ! পুরুষ তোমার লালুভুলু !

[ঘণ্টাকর্ণ হি হি করে হাসে।]

উদাসিনী ॥ ছিঃ !

বৌ ॥ অ্যাই, ছি ছি করবি না ! মুখ দিয়ে কামান দাগবো ! আমারে চিনিস না ! (ঘণ্টাকর্ণর দিকে ফিরে প্রেমপূর্ণ চোখে) বলো, তুমি আমারই ?

ঘণ্টা ॥ তোমারই !

বৌ ॥ চলো গো প্রিযতম ঘরে চলো ! কতো পার্টি তোমার জন্যে বসে রয়েছে গো !

ঘণ্টা ॥ তাই ?

বৌ ॥ বলছি কি। থলি থলি টাকা নিয়ে বসে রয়েছেন সব গণ্যমান্য দাগী আসামিরা !

ঘণ্টা ॥ থলি থলি টাকা !

বৌ ॥ ঘরে লক্ষ্মী আসছে গো...মা লক্ষ্মী পাযে পাযে হেঁটে আসছে। এখন তো তোমারই দিন গো...

উদাসিনী ॥ বাঃ ! খাসা চাকুরি ! চমৎকার !

বৌ ॥ (ঘুরে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাসা চাকুরি...অফিসাবের চাকুরি...পেনশিনও আছে...

[উদাসিনীর সামনে এসে বৌ কোমর নাচিয়ে গেযে ওঠে।]

বৌ ॥ বব আমার বোজগেরে হয়েছে
সোনাদানায ঘর আমার
ভরিযে দিয়েছে...

[উদাসিনী আর সহ্য করতে না পেরে চোখে আঁচল দিয়ে ছুটে পালায। বৌ হাসতে হাসতে ঘণ্টাকর্ণকে টেনে নিয়ে উল্টোদিকে বেরিযে যায]

[আলো নেভে।]

তৃতীয় নাট্যাংশ

[নেপথ্যে ভাঁড় চিৎকার করছে ঃ হৈ হৈ ভুরর্ হৈ হৈ। মৌনীবাবাকে দেখা গেলো দড়িবাঁধা ছাগলটাকে (যেটা সুরু থেকেই তার সঙ্গী) ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে আসরের এধার থেকে ওধারে। পিছু পিছু ভাঁড় হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলো এবং ছাগলটার একখানা ঠ্যাং ধরে বসে পড়লো।]

ভাঁড় ॥ বাবা গো...মৌনীবাবা...ছাগলটা আমারে দান করো বাবা। এমন হৃষ্টপুষ্ট ছাগলের কালিয়া রোস্টো ভর জীবনে খাইনি গো...বাবাগো...

[মৌনীবাবা একদিকে ছাগলটাকে টানছে—ভাঁড় অন্যদিকে।]

যদি না করো দান, ডাকাতি করিব তব ছাগলখান। ঘণ্টাকর্ণ বর্তমানে মোর কোনো সাজা নাই। এসো হে, চলে এসো ডাকাত ব্রাদারগণ, মৌনীবাবার ছাগল দিয়ে আমরা আজ ফিষ্টি করি...

[মৌনীবাবা ছাগল টেনে নিয়ে চলেছে—ভাঁড়ও জীবটার পিছু পিছু মাটিতে লুটোপুটি খেতে খেতে চলেছে। ডাকাতবেশী বাজনদারগণ হৈ হৈ করে ছুটে এলো এবং ভাঁড়ের পা ধরে টানতে লাগলো। একে অন্যের পা ধরে টানায় একটা লম্বা লাইন তৈরি হয়ে গেলো।]

ডাকাত ১ ॥ দান না ডাকাতি...কোন্‌টা হবে বলো মৌনীবাবা...হ্যাঁ কি না একটা বলো...

মৌনী ॥ (দাঁতে দাত চেপে) হ্যাঁ না কোনোটাই আমি বলবো না...

ডাকাত ২ ॥ কেন বলবে না?

মৌনী ॥ যেহতু আমি মৌনব্রত নিয়েছি। মুখ খুললেই আমার সিদ্ধি ফুটে যাবে!

ভাঁড় ॥ ও তাইতো! ভুলে গিয়েছিলাম। তুমিতো মৌনী! তুমি তো কথা বলো না...

মৌনী ॥ না...আমি কথা বলি না।

বুড়ো ডাকাত ॥ আচ্ছা এই যে আপনি কথা না বলে রয়েছেন, এতে আপনার মুখ চুলবুল করে না!

মৌনী ॥ চলে তো যাচ্ছে!

বুড়ো ডাকাত ॥ তা অবিশ্যি যাচ্ছে!

মৌনী ॥ এই যে তোরা আমার ছাগলটাকে ডাকাতি করতে এলি, আমারে কথা বলাতে পারলি?

বুড়ো ডাকাত ॥ তা অবিশ্যি পারলুম না!

মৌনী ॥ তবে? মৌনব্রতও নেব, আবার বাক্যিও বলবো...দু'রকম তো চলে না!

বুড়ো ডাকাত ॥ তা অবিশ্যি চলে না !

ডাকাত ৪ ॥ আচ্ছা ছাগলটা কিনতে তোমার কতো পড়েছে মৌনীবাবা ?

মৌনী ॥ কেনা নয় রে ! স্বপ্নাদ্য ছাগল !

ডাকাত ২ ॥ স্বপ্নাদ্য ! মানে স্বপ্নে পাওয়া ছাগল !

মৌনী ॥ স্বপ্নে পাওয়া ! এই ছাগলের এক ফোঁটা দুধে যে কোনো রোগভোগ চলে যাবে, যক্ষা পর্যন্ত অক্কা পাবে !

বুড়ো ডাকাত ॥হ্যাঁ, স্বপ্নে অবিশ্যি রোগ ব্যাধির ওষুধ...শেকড় বাকল মাদুলি মেলে...আজকাল ছাগলও মিলছে !

মৌনী ॥ নিশীথ স্বপনে বাবা বিশ্বেশ্বর দেখা দিয়ে কয়ে গেলেন—বৎস মৌনীবাবা, তোর মৌনব্রতে আমি অভিভূত। তোকে একটা কামছাগল দিচ্ছি...

বুড়ো ডাকাত ॥ কাম তো ধেনু হয়, ছাগলও হচ্ছে !

মৌনী ॥ (বিশ্বেশ্বরের জবানিতে) যা, জগতবাসীকে তুই এই কামছাগলের দুগ্ধ পান করা। তখন আমি বিশ্বেশ্বরকে কইলুম...

ডাকাত ১ ॥ কী করে কইলে ? তুমি তো কথা কও না...

মৌনী ॥ কইলুম মানে ইশারায় কইলুম, জগন্নাথ, তুমি কি আমায় বিশ্বভুবনের ত্রাণকার্যে নামতে কইছ ? জগন্নাথ মুখের ভাষায় কইলেন, আমার ইঙ্গিত কি তুই কোনোদিনই ধরতে পারবিনি মৌনী ?

বুড়ো ডাকাত ॥ পেটটা কদিন ভালো যাচ্ছে না...কামছাগলের এক ফোঁটা দুধ খাবো ?

মৌনী ॥ একটা ডবল পয়সা ছাড়ো...

ভাঁড় ॥ জগন্নাথ কি ডবল পয়সা নেবার ইঙ্গিতও করেছেন ?

মৌনী ॥ না করলে চাইছি কেন ? [ভাঁড়ের গালে চড় মারে।]

ভাঁড ॥ আচমকা মারলে কেন ?

মৌনী ॥ আমি তো কথা বলি না, তাই তোর প্রতি আমার মনোভাব এইভাবে ব্যক্ত করলুম। [মৌনীবাবা দর্শকদের মুখোমুখি।]
কে কে দুধ খাবে, চলে এসো ভাইসব, এক ফোঁটা দুধ—একটা ডবল পয়সা। পেট ব্যথা নাকে সর্দ্দি বদহজম পায়ে হাজা খোস প্যাঁচড়া চক্ষুপীড়া সব উপশম হয়ে যাবে! কী হ'লো এসো...কিনু কাওরার সঙ দেখতে টিকিট তো লাগেনি...দুধ খেয়ে একটু ব্যয়ট্যায় করো। না হলে চলবে কি করে ?...থেটার করায় খরচা নেই ? এই এতোগুলো ছেলেমেয়ে যদি এই সময়টায় ইঁটভাঁটায় মজুর খাটতো...কিছু না হোক এক বেলার খোরাকি...অ্যাঁ ? কে কি জিজ্ঞেস করছ, দুধে কাজ হবে কি না... ? উঁহু জিজ্ঞাসাবাদ করো না, জবাব পাবে না...(ফিক করে হেসে) জানো তো আমি মৌনীবাবা...

ভাঁড় ॥ (এগিয়ে এসে) তুমি একটা খচ্চর !

মৌনী ॥ অ্যাই !

ভাঁড় ॥ আমি তো কথা বলি, তাই তোমার প্রতি আমার মনোভাব কথাতেই ব্যক্ত করি। এই খচ্চরের কথায় কেউ পয়সা দিয়ে দুধ খাবে না...কেউ না...

মৌনী ॥ অ্যাই কিনু মাস্টার আমারে কালিকশান করার ভার দিয়েছে।

ভাঁড ॥ তা বলে স্বপ্নাদ্য ছাগলের ভক্কিবাজি দিতে তো বলেনি! কেউ পয়সা দিবা না...পয়সা বড মাগ্না, তাই না?

মৌনী ॥ ও মাস্টার দেখে যাও, তোমাব ভাঁড কালিকশান করতে দিচ্ছে না!

ভাঁড ॥ আবার বলে কিনা মৌনীবাবা! নাগাডে বকবক করছে...উনি হয়েছেন মৌনীবাবা! দাও ছাগল ছেডে দাও...

মৌনী ॥ ও মাস্টার...

[ঘন্টাকর্ণবেশী কিনু কাহাব ঢুকলো। তাব ঘন্টাকর্ণেব বসনভূষণ এখন বেশ রংবাহাবি...পাযে রামধনু আঁকা জুতো।]

ঘন্টা বা কিনু ॥ আবার কী হ'লো? তোবা কি আজ কিছুতে শেষতক্ পৌঁছুতে দিবি না?

ভাঁড ॥ দ্যাখো কিনুদা, এইসব গবিব গুরবো মুখ্যু মান্ষের ট্যাঁক ফাঁক করার জন্যে কতো রকম ভাঁওতা মারতে লেগেছে! স্বপ্নাদ্য ছাগল...জগন্নাথ দর্শন...আচ্ছা বলো এতে করে এদেব মনে একটা কুবিশ্বাস জন্মে যাবে না?

ঘন্টা বা কিনু ॥ তা যাবে!

ভাঁড ॥ ডাক্তার বদ্যি ছেডে এরা যদি জগন্নাথে ভবসা কবে...ম্যালেরিয়া কলেরিয়ায় পগার পাব হবে না?

ঘন্টা বা কিনু ॥ তাও হবে!

ভাঁড ॥ এটা পাপ না?

ঘন্টা বা কিনু ॥ মহাপাপ!

ভাঁড ॥ তবে—? তুমি তো বলো থেটাবে পাপশিক্ষা দিতে নাই!

ঘন্টা বা কিনু ॥ নাই! দিতে নাই! তবে...

ভাঁড ॥ তবে?

ঘন্টা বা কিনু ॥ তবে আমি দিলে দোষ নাই। আমি তো ঘন্টাকর্ণ! পরের পাপ নিজ অঙ্গে বহন করি! গুরুদেবেব এই পাপটা আমি বহন করলুম। দাও, দডিটা দাও...

[মৌনীবাবাব হাত থেকে দডিটা নেয়। দর্শকদেব দিকে ফেরে।]

এসো, একটা করে ডবল পযসা দিযে দুধ খেয়ে যাও। পেট ব্যথা নাকে সর্দি চক্ষুপীডা বদহজম সব উপশম...

[ঘন্টাকর্ণর কথা শেষ হবার আগেই লাটসাহেব ঢুকে পিছন থেকে ঘন্টাকর্ণর ঘাড চেপে ধরলো।]

লাটসাহেব ॥ যিশুখ্রীষ্ট হইযাছ...টুমি শালা যিশুখ্রীষ্ট হইযাছ! যটো লোকের পাপ যাচিয়া নিটেছ...সাজা খাইটেছ...আর পুটনাবাজা ডেখাইটেছে ডেশে আইন পরিস্ঠিটি বল্বট্ আছে! হাডামি শালা! আজ টোকে হামি হাটেনাটে পাকড়েছি!

[এক হাতে ঘন্টাকর্ণর ঘাড আব একহাতে মৌনীবাবার ঝুঁটি ধরে লাটসাহেব চিৎকার করে]

ভাগ্ টোরা—ভাগ্ হিঁযাসে...

[মৌনীবাবা ঘন্টাকর্ণ ও লাটসাহেব বাদে সকলে চলে গেলো।]

রাজা...হো পুটনারাজা...

[রাজা হেঁচকি তুলতে তুলতে ঢোকে। পিছনে উজির ও সান্ত্রী।]

ড্যাম ! ড্যাম ! টুমি এখনো হেঁচকি টুলিটেছ !

রাজা ॥ হেঁচকি কেউ তোলে না, আপনা থেকে ওঠে ! যেমন তুমি আমার দেশে এসে উঠেছ ! যাকগে বলো...

লাটসাহেব ॥ এই ডেখো ডুটো শয়টানকে ঢড়িয়াছি !

রাজা ॥ একী ! গুড়ুদেব যে !

লাটসাহেব ॥হাঁ হাঁ একটা টোমার গুরুডেব, আর একটা টোমার ডালাল...টোমার হাটের পুটুল !

রাজা ॥ ঘণ্টাকর্ণ যে ! বেঁচে আছো বাপ !

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁ মহারাজ !

রাজা ॥ থাকো, তুমি থাকলেই আমি আছি ! পায়ে রামধনু আঁকা জুতো পরেছো দেখছি ! পরো, তুমি পরলেই আমি পরেছি !

লাটসাহেব ॥ আর চলিবে না—রাজা অড্য হামি টোমার খেলা ঢরিয়া ফেলিযাছি !

রাজা ॥ কী খেলা !

লাটসাহেব ॥এই পুটুলটাকে ডাঁড় কড়াইযা টুমি বিচারের খেলা বলবট রাখিয়াছ ! অড্য হামি ডেখিয়াছি তোমার গুরুডেবের হাট হইটে এই শালা ছাগলের দড়ি লইয়াছে ! অটএব হয টুমি পডট্যাগ করো, নয় হামি সিংহাসন ফেলিয়া ডিব...

রাজা ॥ ছাগলের দড়ি হাতবদল হযেছে বলে সিংহাসন ফেলা যাবে ! এটা কিরকম যুক্তি হ'লো উজির ?

উজির ॥ তা আপনার গুরুদেব যদি আপনার আশ্রয় এবং প্রশ্রয পেয়ে দেশবাসিকে স্বপ্নাদ্য ছাগলের ভাঁওতা ছাড়েন—তার ভোগ তো আপনাকেই পোহাতে হবে মহারাজ...

লাটসাহেব ॥ রাইট...উজির রাইট বলিয়াছে।

রাজা ॥ (ক্রমাগত হেঁচকি তুলতে তুলতে) ওরে শালা, এতো দেখছি লাটসাহেব আর উজিরের গাঁটছাড়া বাঁধা !

লাটসাহেব ॥ এবার কোঠায যাইবে রাজ'...হাঃ হাঃ হাঃ...

রাজা ॥ যাওয়ার পথ আমার এখনো খোলাই আছে...যতোক্ষণ ঘণ্টাকর্ণ আছে ! আমার তো মনে হচ্ছে গুরুদেব এর মধ্যে জড়িত নেই। তাই নারে ঘণ্টাকর্ণ !

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

লাটসাহেব ॥ শ্যাটাপ !

রাজা ॥ (ঘণ্টাকর্ণকে) বল্, যা বলিব সত্য বলিব...সত্য বই মিথ্যা বলিব না...

ঘণ্টা ॥ আজ্ঞে তাই। নিজ হতে আমি মিছা কথা বলতে পারি না মহারাজ—কেউ বলিয়ে দিলে বলতে পারি...

রাজা ॥ এটা কার ছাগল ঘণ্টাকর্ণ ?

ঘণ্টা ॥ (গড়গড় করে) আজ্ঞে আমার ! স্বপনে বাবা জগন্নাথ ইংগিতে দড়িটা আমার

হাতে গছিয়ে দিয়ে ইশাবায় বলে গেলেন একফোঁটা দুধ একটা করে ডবল পয়সা। চক্ষুহজম কানে সর্দি নাকে কাশি মায় হেঁচকি পর্যন্ত উপশম!

লাটসাহেব ॥ মিছা কঠা! সব গুবুডেবেব কঠা কহিটেছে! শালা উসটাড্ হইয়াছে! এ মৌনীবাবা, সট্য কঠা বলো!

উজিব ॥ বলেন না, চুপ কবে আছেন কেন?

মৌনী ॥ মৌনীবাবা কেন চুপ কবে থাকে সেটা বোঝাব চেষ্টা কবো উজিব...

বাজা ॥ এক্ষেত্রে আমি ঘণ্টাকর্ণেব কথা মেনে নেবো...ও-ই স্বপ্নে এটা পেযেছে। বিশ্ববাসীব বোগব্যাধি নিবাময়েব জন্যে বাবা জগন্নাথ ছাগল সুদ্ধ দড়িটা ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে গেছেন! কাজেই ছাগলেব কাববাবে দোষ হলে সেটা গুবুদেবেব না, হযেছে ঘণ্টাকর্ণব।

লাটসাহেব । ভাঁওটা! সব ভাঁওটা! ছাগলেব ডুডে অসুখ সাডে উজিড?

উজিব ॥ ঘণ্টা সাবে! এইতো আমাব চোখেব ব্যামো বযেছে—একফোঁটা খেযে দেখি...

[উজিব ছাগলটাকে কোলে তুলে নেয।]

লাটসাহেব ॥ এক ফোঁটা কেন, হামি একশো ফোঁটা খাইব! ডে, টুই ছাগল ডে...

উজিব ॥ না না অতো দুধ এব হবে না সাহেব।

লাটসাহেব ॥(পাগলেব মতো) ডে ডে! হয কি না হয টানিযা ডেখি!...হামাব ঘাডে একটা ডাড কটোডিন ঢবিযা জ্বালাটন কবিটেছে! চুলকানি যডি না ঠামে সিংহাসন হামি ফেলিযা ডিব! [লাটসাহেব ছাগলটাকে কেডে নিলো।]

বাজা ॥ তোমাব চুলকুনি আগে, না আমাব হেঁচকি আগে?

[লাটসাহেবেব কোল থেকে ছাগল কেডে নিযে এক ছুটে পর্দাব আডালে চলে গেলো বাজা। লাটসাহেব ঘাড চুলোকোতে চুলকোতে 'ছাগল ডে, ছাগল ডে' বলে চেঁচাচ্ছে। উজিব হায হায কবছে। সব ছাপিযে এখন ছাগলেব ডাক শোনা যাচ্ছে। পবিত্রাহি চিৎকাৎ কবছে ছাগলটা। তাই না শুনে এদিকে আসবে মৌনীবাবা ঘণ্টাকর্ণ লাটসাহেব উজিব সকলেই চেঁচামেচি কবছে, কী হলো—কী হ'লো! বাজনদাববা ঢুকছে। তাবা এখন সভাসদ।]

লাটসাহেব ॥ ছাগল ডাকে কেন? কাকে ডাকিটেছে!

বুডো বাজনদাব ॥ বোধহয আপনাবে—

লাটসাহেব ॥ হো বাজা! ছাগল ডাও!

[হৈ হট্টগোলেব মধ্যে মহাবাজ ঢুকলো। দুকশ বেযে দুধ গডাচ্ছে। কো'লেব ওপব মৃত ছাগল।]

বাজা ॥ হ্যাঁগো, হেঁচকিটাতো বন্দই হ'লো। অনেকটা খেযেছি...

উজিব ॥ ইযা আল্লা! ছাগল নাই!

বাজা ॥ এই তো বযেছে...

[বাজা ছাগলেব দিকে তাকিযে হতভম্ব। কোল থেকে ছাগলটা ধপ কবে পডে গেলো। সকলে ঝুঁকে নেডে চেডে পবীক্ষা কবে। মুহূর্তে নিঃস্তব্ধতা নেমে আসে।]

লাটসাহেব ॥ (শোকাহত স্বরে) ডেড ! (মাথার টুপি খুলে) ও গড্ !

সান্ত্রী ॥ কী টান টেনেছেন মহারাজ...হে ভগবান...

উজির ॥ হায় আল্লা ! হায় আল্লা !

লাটসাহেব ॥ ডরবারে আলো বাড়াও। [সান্ত্রী মশালে পাম্প দিলো। আলো বাড়লো।] টোমাদের এই রাজা মানুষ না, এ রাক্ষস আছে ! পুটনা রাক্ষসীর কঠা টোমাদের মনে আছে ! পুটনা ডেশে এ পুটনা রাক্ষস আছে ! ছাগলটাকে চুষিয়া চুষিয়া মাড়িয়া ফেলিয়াছে ! বাবা জগন্নাঠ যে ছাগল ডান করিয়াছিলেন ডেশবাসীর পরিট্রানের জন্যে...সেই অমৃটঢারা এ স্টবঢো করিয়া ডিয়াছে ! সভাসডগণ, ডেশবাসিগণ, রাক্ষসরাজাকে শাস্টি ডিবে কিনা বলো...

[হঠাৎ আড়াল আবডাল সম্মুখ পশ্চাৎ সর্বদিক থেকে গর্জন উঠলোঃ হ্যাঁ শাস্তি ! রাজার শাস্তি চাই।]

ভেরি গুড্। এখন টোমরাই বলো, কী শাস্টি পাইবে এই অঢার্মিক মহা শোষক রাজা... ?

উজির ॥ ফাঁসি !

লাটসাহেব ॥ (টুপি খুলে) উট্টম ! টবে টাই হোক্ !

উজির ॥ কৈ হ্যায় ? ফাঁসিকাঠ লে আও...

রাজা ॥ হ্যাঁ, ফাঁসিকাঠের হুকুমটা তবে তোমার মুখ থেকেই এলো উজির ! তবে শোনো লাটসাহেব, কোনো দণ্ডেই কম্পিত নয় পুতনার রাজা ! মোর দণ্ড যে নিবে, রয়েছে সে প্রস্তুত ! [রাজা ঘণ্টাকর্ণর দিকে আঙুল তুলে দেখায়।]

ঘণ্টা ॥ (ত্রাসে) না...না...

রাজা ॥ না কেন বাপ ঘণ্টাকর্ণ, তুমি আমার মাস মাইনের চাকুরে ! এমন দিন একদিন আসবে বলেই তো তোমারে আগাম বহাল করেছিলুম...

ঘণ্টা ॥ না...না...

উজির ॥ না, এতোবড় অনাচার চলবে না...কিছুতে না...

রাজা ॥ কেন নয় ? তোমার বেলা চালিয়েছিলে, আমার বেলায় নয় কেন ? বল্ বাবা ঘণ্টাকর্ণ, ছাগলটা মারলি তুই !

লাটসাহেব ॥ নো ! নো ! টুমি এটো লোকের সামনে জগন্নাঠের ছাগল হট্যা করিয়াছ...

রাজা ॥ তুমিও তো দোকানে আগুন লাগিয়ে মহাজনে হরিজনে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলে ! সে শাস্তি যখন ও নিলো, আমারটাই বা নেবে না কেন !

লাটসাহেব ॥ রাজা টুমি রাজা হইয়া বেআইনি কাজ করিবে—

রাজা ॥ আইন যদি সবার জন্যে সমান হয়, বেআইনও তাই হবে লাটসাহেব ! আমি রাজা বলে সম-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো, মামদোবাজি নাকি ?

[সান্ত্রী ফাঁসিকাঠ এনে দাঁড় করালো।]

নে, চড় বাপ ঘণ্টাকর্ণ...

লাটসাহেব ॥ না, চড়িবি না। এ বুড্ঢু, বুঝিটে পারিস না, একবার চড়িলে টুই ঝুলিয়া পড়িবি ! এই সুণ্ডর ভুবনে টুই মরিটে চাহিস !

বাজা ॥ কান দিস না বাবা ঘণ্টাকর্ণ, ভুবন মোটেই সুন্দব না। কেউ হেথায বাঁচতে চায না। আমিও চাই না। যা ওঠ...

[বাজা ঘণ্টাকর্ণকে ঠেলে তোলে ফাঁসিকাঠে।]

লাটসাহেব ॥ হে বুড্ঢু, নামিযা আয

বাজা ॥ যা বাবা, উঠে পড...

লাটসাহেব ॥ নাম বুড্ঢু, নাম..

বাজা ॥ ওঠ ব্যাটা ওঠ...

লাটসাহেব ॥ হে বুড্ঢু বাঁচিযা ঠাক...

বাজা ॥ মব ব্যাটা মব মব...

[এ ঠেলে তোলে, ও টেনে নামায। ঘণ্টাকর্ণব দশা সেই বাঁদবেব তৈলাক্ত বংশদণ্ডে আবোহণেব মতো। শেষে ঘণ্টাকর্ণ দিশাহাবা হযে ফাঁসিকাঠ থেকে লাফ দিযে নেমে পড়ে ছুটে পালায।]

বাজা ॥ ধব ব্যাটাকে ধব ধব...

[বাজা ও সান্ত্রী ঘণ্টাকর্ণকে ধবতে বেবিযে গেলো।]

উজিব ॥ ও লাটসাহেব, আমি কি তবে গদি পাবো না?

লাটসাহেব ॥ শ্যাটাপ। ভাবিটে ডে। এখন কী কবা যায? এই বুড্ঢুটাকে...

উজিব ॥ বাজাটাকে ফাঁসিতে চডাবাব এমন সুযোগ যদি হাত থেকে ছুটে যায গো...

লাটসাহেব ॥ডাঁডা। ডাঁডা। এক কাজ কবি, এই ব্যাটা ঘণ্টাকর্ণকে খুন কবিযা ফেলি! যাহাটে শালা বাজাব হইযা না মবিটে পাবে...

উজিব ॥ সেই ভালো। ব্যাটাকে খুন কবেই ফেলো। যা হোক কবে হোক গদিটা আমাবে দাও...

লাটসাহেব ॥শ্যাটাপ। গডি গডি কবিযা কানেব পোকা বাড কবিযে ডিলো...। কিনটু কেমন কবিযা খুন কবিব।

উজিব ॥ সে যুক্তি আমি দিচ্ছি। শোনো...

[উজিব লাটসাহেবেব কানে কানে কিছু বলে। লাটসাহেবেব মুখ উজ্জ্বল হযে ওঠে।]

লাটসাহেব ॥বটে। বটে। এটো বড মজাব কঠা আছে। বঠ ডেখাও হইবে, কলা বেচাও হইবে। হাঃ হাঃ হাঃ—পুটনাবাজা, এবাব টোমাব খেলাব পুটুল হামি ভাঙিয়া দিবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

উজিব ॥ শ্যাটাপ। এখন হাসিব সময নেই। কাজ হাসিল কববে, চলো...

[উজিব লাটসাহেবেব হাত ধবে টেনে নিযে বেবিযে গেলো।

মৌনীবাবা ও বাজনদাববা চুপ কবে ফাঁসিকাঠটা দেখছিলো। ভাঁড ঢুকে হো হো কবে হেসে উঠলো—]

ভাঁড ॥ হো হো হো...কী মজা...কী মজা...কী মজা...লোকটাব মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওযা হচ্ছে! তাব মানে। মানে মবতে তাকে হবেই, বাজাব হাতে না হোক, লাটসাহেবেব হাতে! হে হে, মৃত্যু দিযে মত্যু বদ কবা! ধাঁধা,

এও আর এক ধাঁধা! সেই সাপের ব্যাঙ ধরার মতো। না পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে! সাপের কষ্ট, না ব্যাঙের কষ্ট! কে কইতে পারো? দেখি কার মাথায় ঘিলু আছে? (হাতুড়ি বার করে) দেখি, ঠুকে দেখি...
[ভাঁড় হাতুড়ি ঠুকতে যায় আসরের বাকি লোকজনের মাথায়। তারা পালায়। ভাঁড়ও হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।]

[আলো নেভে।]

চতুর্থ নাট্যাংশ

[ঘণ্টাকর্ণর পিছু পিছু বৌ ঢুকলো। বৌ-এর সাজ পোশাক এখন বেশ উন্নত। চালচলন আদব কায়দাও। খচমচ করে পান চিবুচ্ছে। পানের বোঁটায় চুন খাচ্ছে।]

বৌ ॥ হ্যাঁগো কী ঠিক করলে?
ঘণ্টা ॥ তুমি যা বলবে...
বৌ ॥ তা বললে হয়! তোমার হবে ফাঁসি...মতামত দিব আমি! আচ্ছা তোমার কী ইচ্ছে...ভেবেচিন্তে বলো...
ঘণ্টা ॥ দ্যাখো, চিরদিন তোমার ইচ্ছেটাই তো আমার ইচ্ছে। জানো তো আমার বুদ্ধি সুদ্ধি নেই। ভাবনা চিন্তা করতে গেলেই মাথাটা কাতর হয়ে পড়ে।
বৌ ॥ (জিভের ডগায় চুন ঠেকিয়ে) তবু ফাঁসি বলে কথা। সব মতামত আমার একার পরে ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হচ্ছে না। যদি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি...
ঘণ্টা ॥ তোমার সিদ্ধান্তে আমার পুরো নির্ভর আছে গো! আমি জানি তুমি যা ঠিক করবে, তাতেই আমার সিদ্ধি!
বৌ ॥ তালে বলি?
ঘণ্টা ॥ (ভয়ে ভয়ে) বলো...
বৌ ॥ আমি বলি, হোক্!
ঘণ্টা ॥ ফাঁসি!
বৌ ॥ হ্যাঁ, রাজামশায়ের দণ্ডটা তুমি ঘাড়ে নিয়ে ফাঁসিকাঠে চড়ো...
ঘণ্টা ॥ বেশ, তাই যাই...[প্রস্থানোদ্যত]
বৌ ॥ (হাত ধরে টানে) ওগো না। ফাঁসি হয়ে গেলে তুমি তো আর ফিরবে না।
ঘণ্টা ॥ তা তো ফিরবই না।
বৌ ॥ আমি কারে নিয়ে সোমসার করবো!
ঘণ্টা ॥ তবে থাক্, যাবো না ফাঁসিতে।
বৌ ॥ আবার এটাও ভাবতে হবে যে, এটা তোমার চাকুরির চরম উন্নতি!

ঘণ্টা ॥ উন্নতি ?

বৌ ॥ হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন ছোটখাটো চুবি জোচ্চুরির শাস্তি ভুগছিলে...অল্প টাকার লেনদেন...এবাব ধরো মৃত্যুদণ্ড...যাব বড়ো আব নেই! চাকুরির চবম ধাপ! আর বাজামশাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সোনাদানা মণিমাণিক্যে ঘব আমাব ভরিযে দেবেন...

ঘণ্টা ॥ তালে যাই...

বৌ ॥ কিন্তু যদি পুতনাবাজা প্রতিশ্রুতি না বাখে...

ঘণ্টা ॥ তালে যাবো না...

বৌ ॥ আবাব এও বোঝো, তুমি যদি ফাঁসিকাঠে না ওঠো, আইনেব সঙ্কট!...আমাদেব সোনাব দেশ ইংবেজেব লাটে চলে যাবে!

ঘণ্টা ॥ তবে যাই...

বৌ ॥ আবার সেটাও বোঝো, এ ছাতাব দেশ গেলো কি থাকলো, তাতে আমাদেব কি এসে গেলো!

ঘণ্টা ॥ তবে মববো না!

বৌ ॥ আবাব এটাও বোঝো...

ঘণ্টা ॥ (দু'হাতে মাথা চেপে) আব বুঝতে পাবিনে। ওগো তুমি মোবে একটা সিদ্ধান্ত দাও!...একবাব ফাঁসিকাঠে চড়ে মবো, একবাব নেমে বাঁচো...বাঁচা মরার মধ্যে আমি যে আব বাঁদবেব মতো ওঠানামা কবতে পাবিনে গো! কোনটা করবো বলো...একটা বলো...

বৌ ॥ সেটাই যে বলতে পাবিনে গো...বুকখানা আমাব দু'খণ্ড হযে যাচ্ছে...

ঘণ্টা ॥ ওগো, আমি বলি কি, তাব চেযে তুমি মবো!

বৌ ॥ অ্যাঁ ?

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁগো, আমি তো অনেক দণ্ড ভোগ কবেছি, একটা যদি তুমি করো তাহলেই নিশ্চিন্তি!

বৌ ॥ (চোখ মটকে) আমি মববো!

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁ আর এটা ওটা ভাবতে হয না! তুমিও মবে সীতা সাবিত্রীর মতো স্বর্গে গেলে, আমিও জনমেব মতো বেঁচে গেলুম। আমি তখন রাজামশাযের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডা আদায় কবে নিযে ছাডবো গো!

[ধূর্ত বৌ নিজের মনোভাবটা গিলে ফেলে মুখখানা সহজ করে তোলার চেষ্টা কবে।]

বৌ ॥ (আবেগাপ্লুত) প্রাণনাথ সে তো আমার পরম ভাগ্যি! পতির কোলে মাথা রেখে অক্ষয স্বর্গে পা বাড়াবো, এর চেযে বড সার্থকতা সতীর জীবনে নাই নাই আর নাই! তাই হবে প্রাণেশ্বর, রাজাব দণ্ড বুক পেতে নিব আর মোর শবদেহখানি কাঁধে নিযে...ওগো পাগল ভোলা মহেশ্বর...তুমি ত্রিভুবনে নেচে নেচে বেড়িয়ো গো...

[বৌ চলে যাচ্ছে। সম্মোহিতের মতো।, যেন আত্মবিসর্জনে চলেছে।]

ঘণ্টা ॥ ওগো না ! তুমি চলে গেলে মোর কী হবে ! তুমি মরো না ! আমি মরবো ! [বৌ চলে গেলো ।] হেইরে ভগবান, বৌ আমার ফাঁসিকাঠে মরতে চলেছে ! বৌয়ের বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে !...এখন কোথায় কার কাছে যাই ? কে মোরে বাঁচাবে... [ঘণ্টাকর্ণ মূল আসর ছেড়ে ছুটে একপাশে সরে গিয়ে ডাকে—]
উদাসিনী...উদাসিনী গো...
[উদাসিনী মদের বোতল হাতে ঢুকলো। সে এখন নেশায় টালমাটাল।]

উদাসিনী ॥ কে রে, আবার কোন্ নাগরে...ও মা, এ যে দেখি সেই লোকটা...সেই ভোম্বল লোকটা...

ঘণ্টা ॥ মাল খাচ্ছো ?

উদাসিনী ॥ খাচ্ছি ! বিলিতি ! লাটসাহেব ভেট দিয়েছে।

ঘণ্টা ॥ লাট তোমার ঘরে আসে ?

উদাসিনী ॥ (হেসে) লাট কেমন করে যেন বুঝেছে তুই লোকটা আজ আমার ঘরে আসবি...আর যেই আসবি...তোকে আমি মাল খাইয়ে বেহুঁশ করে...তারপরে তোর বুকে আমি সেই জিনিসটা ঢুকিযে দিব। (হেসে) আয় আয় তোর সঙ্গে কাজটা মিটিয়ে ফেলি...

ঘণ্টা ॥ উদাসিনী গো, রাজার মৃত্যুদণ্ড নিতে গেছে আমার বৌ ! কেমন করে তারে বাঁচাই ?

উদাসিনী ॥ মরুক, বৌটা মরুক !

ঘণ্টা ॥ কী বলো উদাসিনী, ওরে ছাড়া আমি বাঁচবো কী করে ?

উদাসিনী ॥ (হেসে) তুই লোকটা...রাজার পোষা মোর্গা...মৃত্যুর চেয়ে বড় দণ্ড থাকলে সেটাই তোর জন্যে বরাদ্দ হওয়া উচিত !

ঘণ্টা ॥ উদাসিনী—

উদাসিনী ॥ যতো চোর জোচ্চোর শয়তান...তুই যাদের শাস্তি বয়ে বেড়ালি, ঐ ভগাবানের আদালতে চিত্রগুপ্তের খাতায ওদের নাম নেই রে, আছে তোর নাম !
[বলতে বলতে উদাসিনী বোতলটা ঘণ্টাকর্ণর মুখে চেপে ধরলো। ঘণ্টাকর্ণ বাধ্য হয়েই খানিকটা খেলো।]

ঘণ্টা তাই...তাই রে উদাসিনী দেহটা মোর ভারি ভারি ঠেকে। হাজার পাপ...হাজার জোঁকের মতো কামড়ে ধরে গায়ে ঝুলছে। মন্দিরের ঐ ডালিম গাছটা দেখেছিস...মানুষ তার গায়ে কতো না মানত করে ইঁট পাথর ঝুলিয়ে রেখেছে...আমি গাছটার মতো...মানুষের পাপের মানত ঝুলছে আমার সর্বাঙ্গে !...উদাসিনীরে, আমি নড়তে পারিনে, চলতে পারিনে...আমার কী হবে ! বলে দে রে উদাসিনী...বলে দে...
[ঘণ্টাকর্ণ উদাসিনীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে। উদাসিনী বিশ্রীভাবে হেসে পায়ের ঠেলায় ঘণ্টাকর্ণকে ঠেলে ফেলে দিলো।]

উদাসিনী ॥ মর্ মর্ তুই ! থুঃ থুঃ ! তোরে দেখলে ঘেন্নায় গা শিউরে ওঠে ! থুঃ !

ঘণ্টা ॥ উদাসিনী...

উদাসিনী ॥ (হাসতে হাসতে কাপড়ের নিচে থেকে একটা ছুরি টেনে বার করে) আয়, বাঁচিয়ে দি, জনমের মতো বাঁচিয়ে দিইরে তোরে বোকা লোকটা !

ঘণ্টা ॥ উদাসিনী...উদাসিনী... [উজির ও লাটসাহেব অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে দেখছে।]

উদাসিনী ॥ তুই যে কাজ করে বেড়াস...আমার লালুভুলু...আমার পোষা ষাঁড়দুটোও অমন ঘেন্নার কাজ করবে নাবে কালাপাহাড!

ঘণ্টা ॥ ওরে আমি কি কেবল একাই ঘেন্নার কাজ করি! পুতনা দেশে আর কেউ করে না...তুই করিস না! আমি পবের পাপ নিজের অঙ্গে ধারণ করি, তুই করিস না রে উদাসিনী!...আমার বুদ্ধি নাই...ভালমন্দ বুঝি না...দেহ বেচে খাই! তোর তো বুদ্ধি আছে, তবে তুই দেহ বেচে খাস কেন?

উদাসিনী ॥ অ্যাই অ্যাই লোকটা...!

ঘণ্টা ॥ ষাঁড়ে মোর কর্ম করে না!...কী করে করবে রে উদাসিনী?...পশুতে তো চেষ্টা করেও মানুষের পাপ ধারণ করতে পারে না!...মানুষ ছাড়া মানুষের গতি নাইরে...পুণ্যেও নাই পাপেও নাই।

উদাসিনী ॥ ও লোকটা, এতো বড় কথাটা কি তুমি ভেবে বললে গা?

ঘণ্টা ॥ ভাবি না...ভাবতে পারি না...ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে মেঘ ছেয়ে আসে। উদাসিনী রে, মার্ মার্ আমারে তুই মেরে ফ্যাল...

লাটসাহেব ॥ মারো...খতম করো...

উজির ॥ মার্ মার্ রে উদাসিনী...মার্ মার্...

[উদাসিনীর হাতের মুঠোয় ছুরিটা কাঁপতে কাঁপতে ঘণ্টাকর্ণর বুক ফুঁড়তে উদ্যত হয়—রাজা ছুটে ঢোকে। সঙ্গে সান্ত্রী।]

রাজা ॥ দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়ারে শয়তানী। পুতনারাজা বেঁচে থাকতে কেউ আর আগে ওকে মারতে পারবে না। (ঘণ্টাকে দেখিয়ে) বন্দী কর্ সান্ত্রী! সাহেব, তোমার আমার কৌশলের খেলা এখনো আরো কিছুদিন চলবে! তবে উজির তোমারে আমি ছাড়বো না। হেঁটোয় কাঁটা দিয়ে মাটিতে তোমার আধখানা দেহ পুঁতে দিব। আর ঘণ্টাকর্ণ, তুই আমার দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলবি...দেশের মঙ্গলে তুই হবি শহীদ...

ঘণ্টা ॥ না, মারতে হয় এখন মারো! তোমার দায় বয়ে মরতে পাববো না...কারো দায় আর বইবো না!

রাজা ॥ পারবি কি পারবি না তার ফয়সালা হয়ে গেছে! সান্ত্রী, মহারানীরে প্রবেশ করতে বলো!

সান্ত্রী ॥ (হাঁকে) মহারানী...

[মহারানী ঢুকলো। মহারানী কিন্তু আর কেউ নয়, স্বয়ং ঘণ্টাকর্ণর বৌ। বসনে ভূষণে সুসজ্জিত। তবে এই সাজ পোশাকে সে বেশ বেসামাল।]

ঘণ্টা ॥ (ডুকরে ওঠে) বৌ!

বৌ ॥ (ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে) আমি তো তোমায় বলেছিলুম, সিদ্ধান্তটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ো না। মেয়েমানুষ সোনাদানা ঐশ্বর্যের বশ। যতই লাফালাফি করি, আমি যে অন্তরে দুর্বল। রাজামশাই আমারে লোভ দেখিয়ে বশ করে ফেলেছে।

ঘণ্টা ॥ হ্যাঁ, রেশমি চুড়ি বেনারসী শাড়ি—সময় মতো তুই গুছিয়ে নিলি, অ্যাঁ! বেতো ঘোড়াটাকে বেচে দিয়ে হাত পা ধুয়ে উঠলি!

বৌ ॥ (ঘণ্টাকর্ণকে আলাদা করে নিয়ে) দেখলে তো এবারো আমি কালিকশান করে নিলুম। (প্রকাশ্যে কাঁদতে কাঁদতে) এতো বার কইলুম, জীবনে একটা মতামত দাও...কেন দিলে না...কেন আমার চুলের মুঠি ধরে ঝ্যাঁটা মেরে বললে না, সোয়ামিরে মারতে চাস্ কেনরে হতচ্ছাড়ি রাক্ষুসি...কেন কইলে না...কেন!

রাজা ॥ চল্ বন্দীরে নিয়ে চল্! [সান্ত্রী ঘণ্টাকর্ণর কোমরে দড়ি বেঁধে টানে।]

ঘণ্টা ॥ ও মহারাজ, জীবনে কোন পাপ না করেও আমি পাপী! আজ সবচেয়ে বড় পাপটা করে আমি সব পাপেরে হার মানাম্বো।

[উদাসিনীর হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নেয়।]

আয়রে রাজা আয়রে উজির আয়রে লাটসাহেব...তোদের বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিই এ জীবনের যতো ঘেন্না...আয আয় আয়...

[কালাপাহাড়ের মতো ভয়ানক চেহারায় ঘণ্টাকর্ণ ছুরি হাতে একটা লাফ দিয়ে ওঠে। আর তখনি লাল-পাগড়ি পুলিশ ছুটে এসে ঘণ্টাকর্ণর হাত চেপে ধরে।]

পুলিশ ॥ তোর নাম কিনু কাহার!

ঘণ্টা বা কিনু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

পুলিশ ॥ এই সঙ নাচানোর দলটা তোর?

কিনু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ...

পুলিশ ॥ (কিনুকে রুলের গুঁতো মেরে) ছাগল কোথায়?

কিনু ॥ আজ্ঞে?

পুলিশ ॥ বুঝতে পারছিসনে, দারোগাবাবুর ছাগল! বাগানে ঘাস খাচ্ছিলো! তারে চুরি করে এনেছে কে! [কিনুর দলের সবাই আসরে ঢুকে পড়েছে।]

কিনু ॥ আজ্ঞে আমাদের পালার মধ্যে ছাগলের একটু কাজ ছিলো, তাই ধরে এনেছিলুম! কিন্তু ওটা যে দারোগাবাবুর ছাগল সেটা তো জানতুম না!

পুলিশ ॥ (রুলের গুঁতো মেরে) চল্ জানবি, থানায় চল! হেই! সবাই চল্! বাক্স প্যাঁটিরা তুলে নিয়ে আয! তোদের সঙ নাচানো জন্মের তরে ঘুচিয়ে দেব! সাহেবের ছাগল চুরি করে এনে সাহেবদের নামে কুচ্ছা গাওয়া হচ্ছে! দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে মস্করা!

মৌনী ॥ কইতেছিলুম কি, ছাগলটারে ধরে এনেছি আমি। আমারে বেঁধে নিয়ে চলুন! মাস্টাররে ছেড়ে দ্যান...ওঁর কোন দোষ নাই। উনি চলে গেলে দলটা কানা হয়ে যাবে...

কিনু ॥ গরিব মানুষের রং তামাশার দল—ছাগল কেনার তো পয়সা নাই...তাই ছাগলটা জুটিয়ে এনেছে। এবারের মতো মাপ করে দ্যান আজ্ঞে। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ...সাহেবের নামে কী বলতে কী বলেছি! অ্যাই নজরুল, ছাগলটারে দিয়ে দে— [ভাঁড়—যার নাম নজরুল ছুটে গিয়ে মরা ছাগলটা এনে দিলো।]

পুলিশ ॥ একী! ছাগল মরে গেছে, অ্যাঁ! দারোগাবাবুর মেমসাহেবের কোলের ছাগল মেরে ফেলেছিস!

কিনু ॥ আজ্ঞে থেটারের পরে দলের ছেলেরা খাবে, তাই থেটারের মধ্যেই ফেরে ফেললাম।

পুলিশ ॥ জেলে ঢোকাবো শালা...যাবজ্জীবন কালাপানিতে আন্দামান পাঠাবো...

[পুলিশ বাঁশি বাজাতে বাজাতে বেপরোয়া লাঠি চালাতে থাকে। গোটা দলটা ছত্রখান হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে নানাদিকে পালাতে শুরু করে। পুলিশ ওদের তাড়া করে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এখন কিনু কাহারের আসরটি লণ্ডভণ্ড। বাক্স প্যাঁটরা পর্দা বাঁশ খুঁটি বাদ্যযন্ত্র মশাল—প্রত্যেকটা জিনিস উল্টোপাল্টে ছত্রাকার। একটা থমথমে পরিবেশ। নেপথ্য থেকে ভদ্রলোকের কণ্ঠ ভেসে আসে।]

ভদ্রলোকের কণ্ঠ ॥ এমনি করেই কিনু কাহারের ঘণ্টাকর্ণ নাটক থেমে যেত অকস্মাৎ। কিনু কাহারের রং তামাশা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচা সইতে পারত না অনেকেই। কখনো রাজরোষ...কখনো গাঁয়ের জমিদারের শাসন...কখনো ভদ্রপাড়ার বাবু থিয়েটার...কখনো বা ধর্মগুরুর রক্তচক্ষু...ভাবিত অভাবিত কোন না কোন আক্রমণে প্রতিরাত্রেই ছত্রখান হয়ে গেছে ঘণ্টাকর্ণর আসর। (থেমে) একদিন ভেঙেছিলো ছাগল চুরির দায়ে। অভিশপ্ত নাটকখানির সেদিনের সেই মধ্যপথে আক্রান্ত অসম্পূর্ণ চেহাবাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'লো। এই যে নির্জন শূন্য প্রান্তরে ভেঙেচুরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আসরটি...বিধ্বস্ত নৌকার ছেঁড়া পালের মতো চাঁদের আলোয় যেমন ভেসে যাচ্ছে ছেঁড়া পর্দাটি...সেদিনও ঠিক এমনি গিয়েছিলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো ওদের রং তামাশার খেলনাপাতিগুলো...

[কিনু কাহার তার থিযেটারের দলটা নিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে এলো।]

গান ॥

রইলো গো রইলো গো
রইলো গো এই ভুবনখানি তোমার তরে
আপন করে নিয়ো তারে যতন ভরে।
রইলো গো এই বিষয় আশয়
ওগো ও মহাশয়
এই যে যতো খেলনাপাতি
এই আমাদের জীবন সাথী
আপন করে নিয়ো তারে যতন ভরে।
রইলো গো এই চন্দ্র তারা
রৌদ্র শীত বর্ষাধারা
গাঙ শালিখের মিঠে সুর
আকাশ পাহাড় তৃণাঙ্কুর
রইলো গো...রইলো গো...
রইলো গো এই ভুবনখানি তোমার তরে...

[গান গাইতে গাইতে কিনু ও তার দলের ছেলেরা চলে যাচ্ছে। তারাভরা আকাশের সীমানায় ক্রমশ মিলিয়ে গেলো ওরা।]
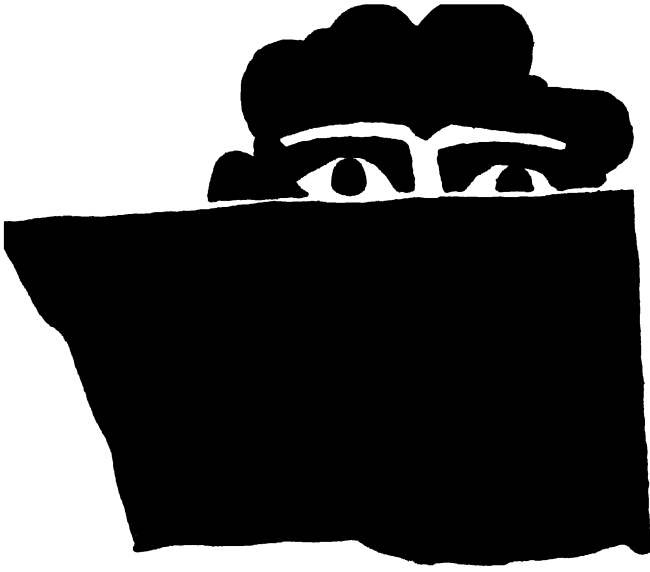
আত্মগোপন

শৌনক লাহিড়ী

প্রীতিভাজনেষু

চরিত্র

অর্পণ	দাদা
মেজদা ফটিক	লাড্ডু ঘোস
তুষার	কৃষ্ণ মল্লিক
স্বপ্নময়	বিভূতি
থাকোহরি	লোকটি
যমুনা	টুনি

ও

পাঞ্চালী

আত্মগোপন

প্রযোজনা	:	অন্য থিযেটার
প্রথম অভিনয	:	১৪ অক্টোবর' , গিরিশ মঞ্চ
নির্দেশনা	:	বিভাস চক্রবর্তী
আলো	:	তাপস সেন
আবহ	:	গৌতম ঘোষ
মঞ্চ	:	বণজিত চক্রবর্তী

অভিনয

অর্পণ	:	জযদীপ মৈত্র
দাদা	:	বাচ্চু দাশগুপ্ত
মেজদা ফটিক	:	আশিস মুখোপাধ্যায
লাড্ডু ঘোষ	:	বণজিত চক্রবর্তী
তুষার	:	পবিত্র বসু
কৃষ্ণ মল্লিক	:	সনৎ চন্দ্র
স্বপ্নময	:	বিদ্যুৎ দে
বিভূতি	:	সৌমিত্র বসু
থাকোহবি	:	মৃণাল রায
লোকটি	·	দিলীপ নস্কব
পাঞ্চালী	:	পিযালী বসু
যমুনা	:	স্বপ্না সেনবায
টনি	:	মনীষা আদক

অঙ্ক ১ ॥ দৃশ্য ১

[এয়ারপোর্টের কাছে ভি-আই-পি রোডের ওপর নতুন গড়ে ওঠা ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলার ড্রয়িংরুম আর ব্যালকনিটা সাজানো গোছানো, ঝকঝকে। ড্রয়িংরুমে টি-ভি। টি-ভিতে ফুটবলের ধারাভাষ্য। ভাষ্যকারদের ম্যাচ বর্ণনায় কয়েকটি তথ্য প্রকট—

১. আগমনী আর দ্বিগ্বিজয়ী—বাংলার শ্রেষ্ঠ দুটি দলের মর্যাদার লড়াই এটা।
২. মরশুমের শেষ টুর্নামেন্ট গভর্নরস্ কাপের দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। খেলা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। দিগ্বীজয়ী চিরশত্রু আগমনীকে ৩-০ গোলে হারাতে চলেছে।
৩. আগমনীর প্রতিভাবান স্ট্রাইকার অর্পণ—জাতীয় নির্বাচকরা যার সম্পর্কে প্রচণ্ড আশাবাদী—সেই কুশলী বলপ্লেয়ার অপা আজ চূড়ান্ত ব্যর্থ। পরপর গোল মিস করছে। সমানে শূন্য গোল—বারের ওপর দিয়ে উড়ে গেল অপার ভলি। পেনাল্টিও বাইরে পাঠালো অপার-পা। ব্যর্থ আর একজন—ফুলব্যাক স্বপ্নময়। সত্যি আগমনীকে যেন ভূতে পেয়েছে। নইলে যে ম্যাচ গুনে গুনে ৬-০ গোলে জেতা উচিত—। প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আগমনীর সমর্থকদের মধ্যে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তুমুল কোলাহল, বোমপটকা। টি-ভির সামনে অর্পণের বৌ পাঞ্চালী। আর ওদের বাড়ীর কাজের বুড়ি যমুনা। পাঞ্চালীর বয়স ৩২। শরীরটা বড সড। সুদর্শনা এবং আভিজাত্যপূর্ণ। খেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করে পাঞ্চালী ক্লান্ত। চোখমুখ থমথম করছে তার]

পাঞ্চালী ॥ কী হচ্ছে বলোতো যমুনাদি ? ওর আজ হলো কী ? এমন গোলকানা কবে হলো ও ? কিছুতেই কিছু করতে পারছে না।

[টি-ভির পর্দায় চোখ রেখে পাঞ্চালী চিৎকার করে]

অপা ! অপা ! কী হচ্ছে অপা ? এই স্বপ্নময় ! অপাকে বল বাড়াও। স্বপ্নময়—

[পাঞ্চালীর গলার সবটুকু জোর শুষে নিল ভাষ্যকারের কণ্ঠ।]

ভাষ্যকার[১] ॥ আগমনীর খেলোয়াড় বদল হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা যা ভেবেছি তাই, অর্পণকেই বসানো হচ্ছে। আমাদের বুদ্ধিতে বলে, কোচ দেরী করেছেন। আরও অনেক আগেই অপাকে তুলে নেওয়া উচিত ছিল। সত্যি, তার আজকের খেলা ক্ষমার অযোগ্য।

ভাষ্যকার[২] ॥ দুঃখের ব্যাপার বাংলা ফুটবলের ভবিষ্যতদের এত তাড়াতাড়ি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডুমুরের ফুলের মত, ফুটতে না ফুটতে শেষ।

[টি-ভির পর্দা থেকে খেলার ছবি সরে গেল। শুরু হলো বিজ্ঞাপন। জগঝম্প বাজনা আর নাচাগানার সঙ্গে বাণিজ্যিক পসরা]

যমুনা ॥ যাই হোক, বসিয়ে দেওয়াটা কিন্তু ভাল লাগলো না বাপু।

পাঞ্চালী ॥ [রাগে ফোঁসে] বেশ করেছে। আশি মিনিট ধরে করলোটা কি ! একবারও মনে হল ও খেলছে কিম্বা খেলার চেষ্টা করছে ? বা ও সুপার ডিভিশনের প্লেয়ার ? সিলেকটরদের ওকে ও নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কোনো কাবণ আছে ? সেই গোলের ক্ষিদেটাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

যমুনা ॥ আহা মানুষের পা কি সব দিন এক রকম থাকে ? পায়ের ওপবতো কারুব হাত নেই !

পাঞ্চালী ॥ সাফাই গাইবে না যমুনাদি।

[কমার্শিয়াল নাচন কোঁদন সহ্য হচ্ছে না পাঞ্চালীর। টিভিটা বন্ধ করে দিল।]

কিছুদিন ধরেই ও এইরকম যা-তা করছে। আজ বড় খেলা বলেই এতোটা বড করে ধরা পড়ল। কিছু একটা গণ্ডোগোল হয়েছে ওর।

যমুনা ॥ গণ্ডগোল আবার কি হবে ? তুমি আবার বরের জন্যে একটুতেই হাপসে ওঠো, হ্যাঁ। গণ্ডোগোল হলে সে তোমায় বলতো না ?

পাঞ্চালী ॥ [ছটফট করে] হয়েছে, হয়েছে। নাহলে এমন হচ্ছে কেন ওর ? ওর যে কোনো চোট আছে, তাও না। প্র্যাকটিসেও যাচ্ছে। বল, ওকে আমরা কোনোদিকে মাথা ঘামাতে দিই ? তুমি আমি দুজনে মিলে ওর কোনো অভাব রেখেছি, যে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোকের গালমন্দ শুনবে !

[দূরে হল্লা ওঠে। বোম ফাটছে।]

যমুনা ॥ ওই খেলা ভাঙল।

পাঞ্চালী ॥ পুরো সময়টা খেলতে পাবলো না। ইস্ ! বসিয়ে দিল—

[পাঞ্চালী টি-ভি খুললো। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন জুড়ে বোম পটকা মশালের ছড়াছড়ি]

যমুনা ॥ [বাইরের জানালায়] এই আরম্ভ হল। খেলা দেখে দলে দলে লরি চেপে হৈ হৈ করতে করতে ভি-আই-পি রোড দিয়ে ফিরবে...চলল তাণ্ডব !

[পাঞ্চালী টি. ভি বন্ধ করে দিল।]

পাঞ্চালী ॥ উফ্ ! বড্ড মাথা ধরেছে। চান করবো। গিজারটা চালিয়ে দাও। যমুনাদি, শোনো অপার জন্যে কিছু একটা খাবার বানিয়ে রাখো। ও যেটা সবচেয়ে পছন্দ করে। একবার বাজারে যাবে। আব হ্যাঁ, আমি যা বল্লাম এসব যেন ও না শোনে। একরাশ মন খারাপ নিয়ে ফিরবে। খেলার ব্যাপারে কোনও কথা বলবে না। [টেলিফোন বাজছে। যমুনা ধরল।]

যমুনা ॥ হ্যালো, কে বলছেন ? [ওপারের গলা পেয়ে যমুনা গম্ভীর]

পাঞ্চালী ॥ কে ? আমার কোনো ক্লায়েন্ট হলে বলে দাও ছুটির দিনে...

[যমুনা পাঞ্চালীকে ফোন ধরতে ইশারা করে]

কে ? আহা কে বলো না—

[পাঞ্চালী রিসিভার নিল। যমুনা খানিকটা দূরে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল।]
কে ? ও।—কী ব্যাপার ? [কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে] এতো ঘনঘন খোঁজখবর নিচ্ছ কেন আজকাল ? আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম দেখছি। শোনো, কেবল বুবাই-এর ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে বলতে পারো...

যমুনা ॥ উঁ। তোমার বুবাইকে নিয়ে মাথা ঘামাতে ভারি বয়ে গেছে কিনা তার। নিশ্চয় কোনো একটা মতলব আছে। সহজে তোমাকে ছাড়বে না লক্ষ্মীছাড়া লোকটা।

পাঞ্চালী ॥ [ফোনে]· জানি, জানি আগমনী হেবে গেছে। হ্যাঁ, আমার বর খাবাপ খেলেছে...হ্যাঁ ধেডিযেছে। তা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা কেন ? আমাকে না শুনিয়ে ঠিক আবাম হচ্ছে না, তাই না ?

যমুনা ॥ হিংসে...তোমার নতুন সংসারেব হিংসেতে বুকে জ্বলুনি ধরেছে।

পাঞ্চালী ॥ [ফোনে] হ্যাঁ ঢিল খেয়েছে। গালাগাল খেয়েছে...বসিয়েও দিয়েছে। তুমিও যেমন দেখেছো, সবাই দেখেছে। তবে আব সবাই এটাও দেখেছে, লিগ শিল্ডের বেলায় ওই স্টেডিযাম থেকেই আওযাজ উঠেছে—মারাদোনা ! মাবাদোনা।

যমুনা ॥ কেবল তুমিই সেটা দেখনি চাঁদ, তখন যে তোমার চোখে পিচুটি ধরেছিল। মাবতে হয এক থাবড়া !

পাঞ্চালী ॥ [ফোনে] কেন, হঠাৎ স্বামীব সম্পর্কে হতাশ হতে যাবো কেন ? এটা একটা ব্যাড প্যাচ। টেম্পোবাবি। সব খেলোযাড়েব কেরিযারে এটা আসে। শুধু খেলোযাড় কেন, কবি সাহিত্যিক গাযক বাদক—যাবাই কিছু করে—সবার ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হযত ধাক্কা সামলে উঠতে পারে না ! ভেসে যায—গোল্লায যায...

যমুনা ॥ যেমন তুমি গেছ !

পাঞ্চালী ॥ [ফোনে] শুনে বাখো, অর্পণ আবাব জ্বলে উঠবে। লোকে আবাব তাকে মাথায তুলে নেবে।

যমুনা ॥ ছেড়ে দাও। কাব সঙ্গে তর্ক করছো ! ছাড়াছাড়ি হযে গেছে...থুথু ফেলে বেবিযে এসেছো...আবার তার কাছে কিসেব জবাবদিহি গো !

পাঞ্চালী ॥ কি হযেছে ? আবার ছবি কববে ! সিনেমা ! কেন আর নিজের সঙ্গে ছলনা করছো রাজর্ষি ! কী, কী বলছো—আমি টাকা দেবো ? বাজর্ষি বড্ড হাসি পাচ্ছে।

যমুনা ॥ দেখছো, টাকা চাই। সব তো নিংড়ে নিয়েছো চাঁদ। মেযেটাব বাপের তো কম ছিল না। কিছু অবশিষ্ট থাকতে তো ছাড়োনি বাছা ! [পাঞ্চালীকে] ভেবেছিল তুমি শেষ হযে যাবে। যেই দেখেছে ভালো চাকরি কবছ, নতুন ফ্ল্যাট কিনেছ, অমনি হাত বাড়াচ্ছে। এই সিনেমা লাইনেব ওঁচা মানুষগুলোব স্বভাবটাই এ রকম...টাকার গন্ধ পেলে ওদের লাজলজ্জা ঘেন্নাপিত্তি সব চলে যায...

পাঞ্চালী ॥ [ফোনে] তোমার আব কিছু হবে না। হ্যাঁ, আমি বলছি, একমাত্র গাধা গরু ছাড়া কেউ তোমাকে ফিলম বানাবাব টাকা দেবে না। তুমি শেষ ! ফিনিশ্ড্ ! [এমনভাবে রিসিভারটা নামাল পাঞ্চালী, জিনিষটা দুখানা হযে যেতে পারতো।

ভি-আই-পি রোড দিয়ে লরি টেম্পোয় মাঠ-ফেরতা লোকজন হৈচৈ করতে করতে চলেছে।]

যমুনা ॥ বুবাই—আরে বুবাই-এর কথা জিগ্যেস করলে না!

পাঞ্চালী ॥ চান্সই পেলাম না।

যমুনা ॥ চারমাসের মধ্যে একটা দিনও ছেলেটাকে তোমার কাছে পাঠালো না!

পাঞ্চালী ॥ [বিষণ্ণ গলায়] বুবাই আমাকে ভুলে গেছে! আরো ভুলে যাবে!

যমুনা ॥ তখন কতোবার বলেছিলাম, ছেলেকে বাপের হাতে ছেড়ে যেও না। তুমি থাকতে পারবে না পাঞ্চালী।

পাঞ্চালী ॥ উপায় ছিল না। বুবাইকে না পেলে ডিভোর্স দেবে না। নিজেকে বাঁচাবো, না বুবাইকে কাছে রাখবো...

যমুনা ॥ দেখো না আর একবার চেষ্টা করে। যদি ছেলেটাকে কাছে রাখতে পারো। বুবাইকে ফেলে এসে আমার মনটা হুহু করে।

পাঞ্চালী ॥ অপা যদি মত না দেয়?

যমুনা ॥ বলে দেখ! আচ্ছা বেশ, তুমি না পারো আমি তাকে জিগ্যেস করবো, বুবাই এখানে থাকলে তার আপত্তি হবে কিনা...

পাঞ্চালী ॥ খবর্দার না। অপা ভাববে, আমি তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছি। যমুনাদি, এই একটা ব্যাপারে অপা খুব হিংসুটে। [দরজায় বেল বাজছে]
দেখ কে এলো। ভাল লাগছে না কথা বলতে—

[যমুনা বাইরের দরজায় উঁকি দেয়]

যমুনা ॥ ফটিকবাবু, তোমার মেজো ভাসুর। সঙ্গে আর একজন। অচেনা।

পাঞ্চালী ॥ উফ্।

[পাঞ্চালী ভেতরে গেল। বেলটা বাজছে। যমুনা দরজা খুলে দিল।]

যমুনা ॥ আসুন, মেজদা আসুন।

[ফটিক ঢোকে। বছর চল্লিশ বয়েস। আর্থিক অবস্থা যে সুবিধের নয়, জামাকাপড়েই বোঝা যাচ্ছে। সঙ্গে ছোটখাটো চেহারার প্রৌঢ় মানুষটি শান্ত বাধ্য শিশুর মতো। ফটিকের হাত ধরে আছে। কখনও গলা খুলে কথা বলে না। সবসময় শ্রোতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে। একটা বর্ণও আর কেউ শুনতে পায় না। শ্রোতার উত্তরে বুঝে নিতে হয় কি বলছে। শিশু হলে কিছু বলার ছিল না, বয়স্ক বলেই বলতে হবে লোকটি অপ্রকৃতিস্থ।]

ফটিক ॥ এরা কেউ বাড়ি নেই?

যমুনা ॥ আপনার বৌমা আছে। বসুন। ওর শারীর ভালো নেই। ভাইয়ের তো আজ খেলা...ফিরতে দেরী হবে।

ফটিক ॥ বলো, দাদাও এসেছে।

যমুনা ॥ [চমকে] দাদা!

[যমুনা ফটিকের দাদার দিকে তাকায়। দাদা আরও শক্ত করে ফটিকের হাতখানা জড়িয়ে ধরে।]

ফটিক ॥ হ্যাঁ, আমাদের বড়দা। কদিন ধরেছে ছোটবৌকে দেখতে যাবে। আজ কিছুতেই ছাড়লো না। অপাকে বলে বলে তো হল না। এখান থেকে.এখানে বেহালা...তা দু বচ্ছরের মধ্যে একবাব পাঞ্চালীকে নিযে যেতে পারল না।

দাদা ॥ [ফটিকেব কানের কাছে মুখ নিয়ে গিযে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ, এইতো ! এইতো অপার বাড়ি...

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]....

ফটিক ॥ না, না অপা কোথেকে কিনবে ? কিনেছে ছোটবৌমা। অপার টাকা কোথায় ?

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ স্বর্গ ! বেহালায আমরা যে বস্তিতে থাকি তাব তুলনায স্বর্গ তো বটেই। কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলে ভি-আই-পি রোডের সাতলক্ষ টাকার ফ্ল্যাটে এসে অপার বৌ দেখতে হবে ? ভেবেছিলে ?

দাদা ॥ [কাঁদো কাঁদো মুখে ফটিককে]...

ফটিক ॥ আরে বকলাম কোথায় ? কি গো যমুনাদি, আমি ওকে বকেছি ? [যমুনা হাঁ করে দাদাকে দেখছিল। ফটিকের কথায চমকে যায। ঘাড় নাড়ে।] এখন হাতটা ছাডো। আরে বাচ্চার মতো হাত ধবে থাকলে অপার বৌ কি ভাববে ? ভাববে না, চিডিযাখানার প্রাণী ? কি গো যমুনাদি, তোমরা হাসবে না ? [যমুনা ঘাড নাডে। দাদা হাত ছেডে ফটিকেব গলা জড়িয়ে ধরে।] এটা আবাব কী হলো ?

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ দেখবে দেখো। কিন্তু জিনিষপত্রে হাত দেবে না। ছোটবৌমা কিন্তু রাগ করবে। [শো-কেসেব ওপব ভারি সুন্দর একটা মূর্তি। উডন্ত পরীর হাতে ফুটবল। দাদা মূর্তিটার কাছে গিয়ে ভযে ভয়ে সেটা দেখছে।]

যমুনা ॥ এবকম কদ্দিন ?

ফটিক ॥ বছর সাতেক।

যমুনা ॥ একটাও কথা বলেন না ? মানে গলা খুলে ?

ফটিক ॥ এক আধটা বলে। কেবল আমাকে। তাও কেউ না থাকলে। কেন কে জানে, আমি যেন ওর একমাত্র ভরসা।

যমুনা ॥ সারাক্ষণ এইরকম ভযে ভযে— !

ফটিক ॥ হুঁ ! ভয় ! আমাদের তিন ভাই-এর মধ্যে দাদাই কিন্তু ছিল সবচেয়ে সাহসী আর ডাকাবুকো। আচ্ছা রাত দুপুরে ফাঁকা রাস্তায় যদি একটা খুনখারাপি হয়, কেউ পথে ছুটে যাবে খুনে গুন্ডাদের শায়েস্তা করতে !...দাদা গিয়েছিল। ফলও হাতে হাতে।... সাতদিন পরে ওকে একটা ভাঙাবাড়ির ঘুপচি ঘর থেকে উদ্ধার করে এনেছিল পুলিশ। ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু মানুষটা। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কোনদিন আর স্বাভাবিক হতে পারলো না।—কেন অপা এসব বলেনি তোমাদের ? [দাদা ফটিকের কাছে আসে।]

দাদা ॥ [ফটিককে]...

ফটিক ॥ না, না, তোমার কথা বলছি না।

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দেবে দেবে। জলখাবার দেবে না কেন ? ও যমুনাদি, দাওতো কিছু একটু খেতে। একেবারে অবুঝ হয়ে গেছে।

[যমুনা ভেতরে যায়। ফটিক রাগে গরগর করে]

কী হচ্ছেটা কি ? মান সম্মান কিছু রাখবে না তুমি ? তোমার জন্যেই এদের কাছে আসতে হয়, হাত পাততে হয়। এইভাবে বাইরের ঘরে বাইরের লোকের মত বসে থাকতে অত্যন্ত বিশ্রী লাগে, বুঝেছ ?—এতো কি ব্যস্ত তিনি, যে কে এসেছে একবার উঁকি দিয়েও দেখতে পারলেন না !

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ না চেঁচাচ্ছি না। এটা যে চেঁচাবার জায়গা নয়, সে বোধ আমার আছে। কিন্তু তুমি কি বড়বৌদি কিছুতে বুঝবে না, এরা সত্যি কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না আমাদের সঙ্গে। [থেমে] তবে কিবা করার আছে অপার ? বড়লোক বৌ পেয়ে মনের সুখে ফুটবল লাথি মেরে বেড়াচ্ছে।

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ না রাগিনি। হাজারবার বলি, আরে বাবা যতক্ষণ আমার ফ্যাকটরিটা টিমটিম করছে--আমার ছেলেপুলে যদি না মরে, তোমাদেরও মরবে না। তা কি বুঝবে বড়বৌদি ? ঠিক বেরবার সময় সাজিয়ে গুছিয়ে হাতটা ধরিয়ে দিল।

দাদা ॥ ফটিক !

ফটিক ॥ বলো।

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ অপার ছেলে ! কি পাগলামি হচ্ছে ?

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ না। আগের পক্ষের ছেলে এদের সঙ্গে থাকে না। বসো তো ঠাণ্ডা হয়ে। অতো খোঁজে তোমার কি দরকার ?

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ ছোটবৌমার মুখ দেখবে ? এতো আহ্লাদ হচ্ছে কেন তোমার, তাই তো বুঝছি না। আমাদের তো হয়নি। অপার চেয়ে অন্তত পাঁচসাত বছরের বড়।—এ বিয়ে মেনেও নিতাম না। নিতে হলো শুধু ভাই-এর মুখ চেয়ে। অপা ভুল করলেও তাকে তো ফেলতে পারি না।

[দাদা পায়জামার পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বার করে।]

ফটিক ॥ ওটা কী ? [ফটিক নিতে যায়, দাদা লুকোয়]

দাদা ॥ [করুণভাবে ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুখ দেখবে। কী দিয়ে দেখছো দেখি...

[দাদার মুঠি থেকে জিনিষটা কেড়ে নেয় ফটিক। মোড়ক খোলে। মেয়েদের হাতঘড়ি বেরোয়]

একী ! এতো তোমার মেজবৌমার ঘড়ি ! এটা এনেছ কেন ?

দাদা ॥ [ফটিকেব কানে]...

ফটিক ॥ না দেযনি। তার ঘড়ি সে তোমায দিতে যাবে কেন ? তুমি এটা আমাদের ঘর থেকে চুবি করে এনেছো। একটা বিশ্রি স্বভাব হযেছে তোমার। এর ওর জিনিষ পকেটে ঢোকাবে। কখনো এমন কববে না...

[ফটিক ঘড়িটা নিজেব পকেটে ঢোকাচ্ছে। শান্ত ভীতু মানুষটা এবাব ক্ষেপে ওঠে। ঘড়িটা ফটিকেব হাত থেকে ছিনিযে নেবেই। ফটিককে খিমচে কামড়ে দিচ্ছে।]

ফটিক ॥ কি হচ্ছে কি ? দেখবে তুমি ? খবর্দাব। চলো, চলো এখান থেকে...

[খাবাবেব ট্রে নিযে যমুনা ঢুকলো। পাণ্ডালী চান কবেছে, শাড়িটা বদলেছে। তাকে দেখে দাদা ঠাণ্ডা হযে যায। ফটিকের হাত ধরে।]

ফটিক ॥ এসো পাণ্ডালী, একজন নতুন মানুষ দেখো।

পাণ্ডালী ॥ বাড়ীর সবাই ভালো তো ? বসুন।

[পাণ্ডালী খাবাবেব ট্রে নামিযে দাদাকে প্রণাম করতে যায। দাদা পা সরিযে নেয। মুখ নিচু কবে গুম হযে থাকে।]

ওই তো জলখাবাব দিযেছে। খাও। [দাদা নিশ্চুপ] যখন যে খেযাল। থাক, এক সময খেযে নেবে।

[পাণ্ডালী দ্বিতীয প্লেটটি ফটিকেব হাতে তুলে দেয়।]

অপাদেব আগমনী তো হেবে গেল। আসবাব পথে বাসেব মধ্যে আজ আমরা মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। বাসে ট্রানজিস্টার চলছিল। সবাই দেখি অপাকে যা নয তাই বলছে। ঘুষ খেযেছে, ওব চোদ্দপুবুষ ঘুষখোর...হ্যানো ত্যানো। প্রতিবাদ জানাতে গিযে পবিচয ফাঁস করে বসলাম। ব্যাস, সবাই মিলে আমাদের দুভাইকে... [যমুনা চা নিযে ঢোকে]

পাণ্ডালী ॥ ওব জন্যে সকলেবই বিপদ।

ফটিক ॥ [খেতে খেতে] খেলা আজ আছে কাল নেই। গেল বছর ভাল ফর্মে ছিল—এফ-সি-আই বড় চাকরিব অফাব দিয়েছিল। বুঝতে পারছ, বাজি না হযে তোমবা কি ভুল কবেছিলে...

পাণ্ডালী ॥ কিচ্ছু ভুল করিনি। অফিসক্লাবের ফুটবলে খেলা বলে কিছু থাকে না। সামান্য চাকবিব লোভে ওসব জাযগায় ঢুকে ট্যালেন্ট নষ্ট করাব কোনো মানে হয না মেজদা।

ফটিক ॥ চাকবিটাকে সামান্য বলছ ! কতবড় সিকিউরিটি। ও তো তেমন লেখাপড়াও শেখেনি যে ভুরি ভুরি চাকরি পাবে ! ওই খেলাধুলোর মধ্যে দিযেই যেটুকু যা পাওয়া যায...

পাণ্ডালী ॥ আপনি খেয়ে নিন।

ফটিক ॥ অবশ্য যদি ঠিক করে থাকো যে তুমি চাকরি করবে, ওতোমার টাকায় বসে বসে খাবে—সে আলাদা কথা।

পাণ্ডালী ॥ বসিয়ে খাওয়াবার জন্যে আমি আপনার ভাইকে বিয়ে করিনি মেজদা।

ফটিক ॥ [হাতের প্লেট নামিয়ে রেখে] যা হোক ওর জন্যে আমাদের ভাবনা হয়। এই যে খেলা পড়ে আসছে...এরপর তো ওর বাজারদর পড়ে যাবে। বড় ক্লাব কি আর ওকে রাখবে? রাখলেও কতই বা দেবে?

পাণ্ডালী ॥ যার কথা সেই ভাবুক না। আপনারা ওর দরদস্তুর চিন্তা করে অনর্থক কষ্ট পাবেন না।

[হঠাৎ এরোপ্লেনের শব্দ পেয়ে দাদা ফটিকের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।]

ফটিক ॥ [খিঁচিয়ে ওঠে] আঃ! কী? কী বলছ?

দাদা ॥ [ফটিকের কানে উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ এয়ারপোর্ট। দেখা যায়।

[দাদার হাত ধরে ফটিক ব্যালকনিতে নিয়ে আসে] ওই যে! ওই যে টাওয়ারের আলো...এয়ারপোর্ট!

দাদা ॥ [ফটিককে]...

ফটিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ঝলমল করে বলেছিলাম। করে, রাত্তিরে করে। সব আলো জ্বলে উঠলে। ওই আলোটা ঘুরপাক খায়। এখানে দাঁড়ালে সব দেখা যায়। ওই যে প্লেনটা নামছে। [ফটিক দাদাকে ব্যালকনিতে দাঁড় করিয়ে ফিরে আসছিল। দাদা হাত ধরে টানলো।] আবার কী হলো?

দাদা ॥ ....

ফটিক ॥ না। রাত্তিরে থাকা যাবে না। আমরা এখনই যাবো। পাণ্ডালী, বাড়িতে শুনলাম— অপা ওর বৌদিদের বলে এসেছে, তুমি নাকি ওর বেহালা যাওয়া পছন্দ কর না। কথাটা কি সত্যি?

পাণ্ডালী ॥ [চমকে] কবে বলে এসেছে? কবে গিয়েছিল ও বেহালা? দু'চারদিনের মধ্যে?

ফটিক ॥ তার মানে তোমাকে না জানিয়েই গেছে। জানালে যেহেতু পারমিশান পেত না। তাই তো?

পাণ্ডালী ॥ হ্যাঁ, বেশি না যেতেই বলেছি ওকে।

ফটিক ॥ কেন বল তো? পাছে আমরা গরিব দাদারা ওর পকেট কাটি?

পাণ্ডালী ॥ আপনি কেবলই ওই একটা দিকই ভাবেন কেন? ওই টাকাপয়সার দিকটা? না যেতে বলেছি ওরই ভালর জন্যে। বেহালা গিয়ে দাদাকে দেখে এলে ও এত ডিপ্রেসড্ হয়ে পড়ে...ভাল করে খায় না...ঘুমোয় না...প্র্যাকটিসে বার করা যায় না...মুষড়ে পড়ে—খেলার ওপর তার ছাপ পড়ে...

ফটিক ॥ না...মুষড়ে পড়ার কথা জানতাম না। তাহলে অবশ্য দাদাকে এখানে আনাটাই ভুল হয়েছে আমার। [থেমে] ভাগিস্য দাদাকে দেখে আমার কোনো ডিপ্রেশান টিপ্রেসান হয় না! হলে এই অবস্থায় বেচারি থাকত কোথায়, কার হাত ধরে ঘুরত, তাই না?

পাণ্ডালী ॥ আপনি কিন্তু আমাকে বুঝতে চাইছেন না।

ফটিক ॥ না বোঝার মত কথা তো তুমি বল না পাণ্ডালী। যা বল, বেশ স্পষ্ট করেই বল।

পাণ্ডালী ॥ দেখুন, আমি আপনাদের ভাইকে টেনে এনেছি...আপনাদের অমতে বিয়ে করেছি...সব ঠিক। আবার এটাও ঠিক, পরিবারের একজনেরও যদি কোনো দিকে কোন ট্যালেন্ট থাকে, বিন্দুমাত্র প্রতিভা থাকে, তাকে একটু আলাদা করে দেখতেই হবে। সংসারের অনেক দায়দায়িত্ব থেকে তাকে ছাড় দিতে হবেই। অত মায়া মমতা দেখাতে গেলে তখন তার সব কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গেছে, এরকম নষ্ট হতে আমি দেখেছি মেজদা!

[ফটিক কিছু বলতে চায়—পাণ্ডালী বাধা দেয়]

আমায় শেষ করতে দিন। আপনার ভাই খোলা মাঠে খেলত, যখন তাকে আমি দেখেছি। আজ যে কলকাতা মাঠের সে সেরা একজন হয়ে উঠেছে।

ফটিক ॥ তোমার চেষ্টায়...

পাণ্ডালী ॥ আমার চেষ্টায় কিনা জানি না, তবে আপনারা যে কোন চেষ্টাই করতেন না...করার অবস্থাও ছিল না—এটাতো বুঝতে হবে।

ফটিক ॥ আমাদের এত কথা শুনিয়ে কি হবে?—ছাপোষা গেরস্ত! ট্যালেন্ট ফ্যালেন্ট কী বস্তু চোখেও দেখিনি। তবে একটা ছেলে ট্যালেন্টের অজুহাতে সমাজ সংসার মায়া মমতা কৃতজ্ঞতা সব ভুলে থাকবে এটাও আমি মানতে পারি না। যাকগে শোনো, যে জন্যে আমাদের আসা। অপা সেদিন গিয়ে কিছু টাকা দেবে বলে এসেছিল—

পাণ্ডালী ॥ টাকা, কত টাকা?

ফটিক ॥ হাজার পঁচিশ।

পাণ্ডালী ॥ পঁচিশ হাজার!

ফটিক ॥ হুঁ, দাদার ঘরের অবস্থা দেখে ওর খুব দুঃখ হয়েছিল। [দাদাকে দেখিয়ে]ওর গলা ধরে বলেছিল —তুমি যে চুনবালি চাপা পড়ে কোন্‌দিন মরে পড়ে থাকবে দাদা! জানিনা ডিপ্রেশান থেকে কিনা, তবে বলেছিল—ঘরটা মেরামত করে দাও মেজদা, খরচপত্তর আমি দেব।—কেন, তোমায় কিছু বলেনি?

পাণ্ডালী ॥ না!

ফটিক ॥ বলবে কেন, ও যে বেহালায় গেছে সেটাই তো চেপে গেছে।

পাণ্ডালী ॥ কিন্তু অত টাকা তো ওর কাছে নেই।

ফটিক ॥ বলেছিল পনের তারিখ সন্ধেবেলা এস, আমি কিছু টাকা পাব।

পাণ্ডালী ॥ আজ সন্ধেবেলা পঁচিশ হাজার টাকা পাবে? কোত্থেকে?

ফটিক ॥ বলতে পারবো না।

পাণ্ডালী ॥ আমার কাছেও অতো টাকা নেই যে—

ফটিক ॥ তোমার কাছে থাকলেও নেব না। আর অপাকে বলে দিও, দাদার ভাঙাচুরো ঘর নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ও আমরা যা হোক করে ম্যানেজ করে নেব। [ব্যালকনিতে দাদার কাছে আসে] চলো, বাড়ি যাবে না? এয়ারপোর্ট তো দেখা হল।

দাদা ॥ [ফটিকের কানে]...

ফটিক ॥ না না, ঝগড়া করব কেন ? ও যা বোঝে বলেছে, আমি যা মনে করি বলেছি। কি পাঞ্চালী, আমি কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করলাম ?

[পাঞ্চালী চুপ করে থাকে]

দাদা ॥ [ফটিককে]

ফটিক ॥ জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি ওর ওপর রাগ করেছ ?

[পাঞ্চালীর কষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে পারছে না।]

দাদা ॥ [ফটিককে]...

ফটিক ॥ বলছে, আর একদিন এসে তোমার মুখ দেখে যাবে। আর তোমরা সব ভাল থেকো। তোমাদের ভাল হবে।

[দাদা ফটিকের হাত ধরল। দুভাই চলে গেল। এরোপ্লেনের আওয়াজ আসছে। পাঞ্চালী দেখল দাদার প্লেটটা তেমনি সাজানো রয়েছে। একটাু কিছুও খায়নি। পঞ্চালী ছুটে গেল বাইরের দরজায়। কাউকে দেখতে পেল না।]

অঙ্ক ১ // দৃশ্য ২

[রাত আটটা। বাইরের দরজা ঠেলে হইচই করতে করতে ড্রইংরুমে ঢুকল অর্পণ—সঙ্গে তুষার সেন ও লাড্ডু ঘোষ। অর্পণের বয়েস চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। ছিপছিপে কচি ছেলেটার একমাথা ঝাঁকড়া চুল। ওকে কখনো পাঞ্চালীর স্বামী বলে মানা যায় না—বয়েসে নয়, চেহারাতেও ছোটভাই। তুষার সেন (৩৫/৩৬) পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। দিগ্বিজয়ী ক্লাবের সেক্রেটারি। সেজেছে নতুন জামাই-এর সাজে। ঝিলমিল কাগজে মোড়া একটা কাপড়ের প্যাকেট হাতে। লাড্ডু ঘোষ (৬০-৬৫) পরেছে হাঁটুঝুল ঢোলা গেঞ্জি, জীন্‌সের ট্রাউজার, কেডস্। লাড্ডু মাঝে মাঝে হেঁচকি তুলছে—একটা ঝিমুনি জড়িয়ে আছে চোখে।]

অর্পণ ॥ পাঞ্চালী—পাঞ্চালী—আরে শিগগির এসো—দেখে যাও কারা এসেছেন। বসো বসো তুষারদা—না লাড্ডুদা হেঁচকি তুলবে না। ও কী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছ কেন ? অ্যাই লাড্ডুদা। [লাড্ডুকে ঝাঁকুনি দেয়]

লাড্ডু ॥ [ঝিমুনি ভেঙে] অ্যাঁ। আমরা এসে গেছি ?

তুষার ॥ সত্যি তুমি দেখালে লাড্ডুদা ! আরে সহ্য করতে পারো না, খাও কেন ?

অর্পণ ॥ টয়লেটে যাবে ?

লাড্ডু ॥ উ ? না, ঠিক আছে...ছাড়, আমায় ধরতে হবে না...

[অর্পণের হাত ছাড়িয়ে লাড্ডু ধপাস করে সোফায় বসে ঝিমুকে থাকে। বাইরে থেকে যমুনা ঢুকল। হাতে বাজারের ব্যাগ]

অর্পণ ॥ পাঞ্চালী কইগো যমুনা ?

যমুনা ॥ এখানেই তো বসে ছিল তোমার জন্যে। আমাকে বাজারের টাকা দিল। ভেতরে নেই ?

অর্পণ ॥ ডাকো ডাকো...আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে যেতে বলো...
[যমুনা ভেতরে চলে গেল। অর্পণ তুষার লাড্ডুদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসল।]

অর্পণ ॥ তাহলে, তুষারদা, তোমরাই জিতলে ?

তুষার ॥ জিতলাম ! তোদের হারিয়ে।

অর্পণ ॥ বেশ ভালমতই জিতলে, কি বল ?

লাড্ডু ॥ তিন গোল ! গোলের মালা ! কই কৃষ্ণমল্লিক কই ? প্রেস ডেকে খুব যে গাবিয়েছিল দিগ্বিজয়ীকে গোলে গোলে ছয়লাপ করে দেবে ! বঁধু ধরো ধরো, মালা পরো গলে !
[লাড্ডু অর্পণের কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। অর্পণ ও তুষার হাসে।]

তুষার ॥ সত্যি, আগমনীকে থ্রি টু নিল ! এখনও ভাবতে পারছি না। ফ্যানটাসটিক ভিক্ট্রি ! আমার সেক্রেটারিশিপে এটাই রেকর্ড !

অর্পণ ॥ হ্যাটস অব টু ইউর প্লেয়ার্স তুষারদা ! ছেলেরা তোমার আজ যা খেলেছে না ! ওফ্ ! বাঘের বাচ্চা ডিফেন্স ! একটা বলও আমায় গলাতে দিল না !
[লাড্ডু ঘোষ ঝিমুনি ছেড়ে টান টান হয়ে বসে।]

লাড্ডু ॥ আর আমডাগাছি করিস না তো অপা। ওসব ম্যাচ ভাঙার পর প্রেসকে বলেছিস ঠিক আছে। আমাদের ভোঁটগুলো খেলেছে ? তুই যদি খেলার খেলা খেলিস, এ ম্যাচ আমরা বার কবতে পারি ? মিনিমাম ফাইভ টু নিলে দিগ্বিজয়ী কোথায় ফুটে যায়। নেহাত তুই পা গুটিযে বসে রইলি বলে...
[শেষ দিকে লাড্ডুর কথা জড়িয়ে যায়। আচ্ছন্ন হয়। মাথাটা সোফার পিঠে কাত হযে ঝোলে।]

তুষার ও অর্পণ ॥ [সচকিত হয়] হিসস !

লাড্ডু ॥ [চমকে জেগে ওঠে] ঠিকই তো বলেছি—আরে অপা যদি আজ আমাদের হিসেবমত আগমনীকে বিট্রে না করে...

তুষার ও অর্পণ ॥ হিস্‌স।

লাড্ডু ॥ কী হলো ? দুধার দিয়ে হিস্ মারছিস কেন ?

তুষার ॥ কী হচ্ছে ?

লাড্ডু ॥ কী হচ্ছে ?

তুষার ॥ [চাপা গলায়] আবে অপা আগমনীকে বিট্রে করেছে, এসব কী বাজে বকছ ?

অর্পণ ॥ আমি তো খেলতে পারিনি। মানে তোমাদের ছেলেবোই আমায় খেলতে দেয়নি।

লাড্ডু ॥ বাজে কথা। তোকে আটকাবার সাধ্যি আমাদের ছেলেদের কেন, অ্যাট প্রেজেন্ট কোনও ক্লাবের ছেলের নেই। অপা তুই একটা জুয়েল।
[লাড্ডু রায় দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হল।]

অর্পণ ॥ তুষারদা !

তুষার ॥ পেটে হুইস্কি পড়লে কিছু ঠিক থাকে না বুড়োটার! নিজেই সব ঠিক করল, নিজেই গুলিয়ে ফেলছে।

অর্পণ ॥ তুষারদা, পাঞ্চালী যদি এসব শোনে—

তুষার ॥ এই লাড্ডুদা...

লাড্ডু ॥ ...শুনছি...

তুষার ॥ আরে গাড়িতে বসে তোমাকে কী বলা হল...

লাড্ডু ॥ গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী বলেছিলি...

তুষার ॥ অপার স্ত্রী এসব শুনবে না।

লাড্ডু ॥ কেন স্বপ্নময়ের বৌ তো শুনল। দিব্যি হাসতে হাসতে বান্ডিল গুনে গেঁথে নিল।

অর্পণ ॥ শিগগির নিয়ে যাও, প্লিজ তুষারদা, পাঞ্চালী আসার আগে সরাও।

তুষার ॥ আরে সব খেলোয়াড়ের বৌ কি এক রকম হবে? চলো, ওঠো...চলো বেরোও এখান থেকে।

লাড্ডু ॥ [খিকখিক করে হাসে]তুষার, তুমিও ডজ্ খেয়ে গেলে! আরে আমি সত্যি সত্যি এসব ওর বৌ-এর কাছে ফাঁস করব? গঅপাকেণ আরে বাচ্চু, শোন শোন—নিজের বৌকে যদি কন্ট্রোল না করতে পারিস, বল কন্ট্রোল করবি কী করে? দুনিয়াজুড়ে গড়াপেটার খেলা চলছে, তুই যদি তাতে শামিল না হতে পারিস, ছিটকে যাবি মাঠ থেকে। খেলাটা যেমন খেলা, না-খেলাটাও খেলা...লাড্ডু ঘোষের কাছে শুনে নে—অল্ ইন দ্যা গেম্।

[অর্পণের গলা জড়িয়ে চুমু খায় লাড্ডু।]

অর্পণ ॥ উঃ, যা ঘাবড়ে দিয়েছিল!...পাঞ্চালী কী হল, কী করছো তুমি—

[ভেতরের দরজায় উঁকি দেয় যমুনা]

যমুনা ॥ কই ভেতরে দেখছি না তো!

অর্পণ ॥ কোথায় গেল! [যমুনা চলে গেল।]

তুষার ॥ [অর্পণকে] সত্যি অপা, তুই আর স্বপ্নময়—তোদের দুজনের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। মরশুমে অন্তত একটা কাপ ঘরে তুলতে পারলাম। ক্লাবের ইলেকশন এসে গেছে। একটাও কাপ না পেলে, আমার নোমিনেশন সেকেন্ড করার লোক পাওয়া যেত না। অপা, তোকে আমি ছাড়ব না, এ সিজিনে তুই আমাদের দলে খেলবি—

অর্পণ ॥ আগে পাঞ্চালীকে রাজি করাও।

[বাইরের দরজা ঠেলে পাঞ্চালী দেখা দেয়। হাতে গোলাপের তোড়া।]

অর্পণ ॥ আরে পাঞ্চালী, তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

পাঞ্চালী ॥ তোমার ফিরতে দেরি দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবলাম একরাশ মন খারাপ নিয়ে ফিরবে। তারপর অবশ্য বন্ধুদের সঙ্গে হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাজারটা সেরে এলাম।

অর্পণ ॥ এসো—তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—তুমি যাঁকে দেখছো পাঞ্চালী—

পাঞ্চালী ॥ তুষার সেন। দিগ্বিজয়ীর স্বনামধন্য সেক্রেটারি। [ফুলের তোড়া বাড়িয়ে] কনগ্রাচুলেশনস্ ফর উইনিং দ্যা গভর্নরস্ কাপ। শত শত অভিনন্দন।

তুষার ॥ [ফুলের তোডা নিয়ে] সহস্র ধন্যবাদ পাঞ্চালী। চমৎকার আপনার উপহার।

পাঞ্চালী ॥ বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখেই ফুলগুলো কেনা।

তুষার ॥ রিয়েলি ?

অর্পণ ॥ পাবে পাবে, কী বলেছিলাম তুষারদা, পাঞ্চালী ভীষণ স্পোর্টিং।

পাঞ্চালী ॥ আদপেই না। ভীষণ ঝগড়ুটে, স্বার্থপর, একগুঁয়ে। অর্পণ আমাকে মোটেই পছন্দ করে না।

অর্পণ ॥ আচ্ছা ! তুমি আমায খুব পছন্দ করো, না ? জানো তুষাবদা, সব সময়ে চোখ পাকাচ্ছে আর ধমক ঝাডছে। আমাদেব বেফাবি চিত্ত ঘোষালের মত। মুখে একটা হুইসিল থাকলে খুব মানাত।

[তুষার হাসে। লাড্ডু ঝিমুনি ভেঙে জেগে ওঠে। কৃত্রিম গাম্ভীর্যে পাঞ্চালীর সংগে আত্মীযতা ফলায।]

লাড্ডু ॥ এই যে, এই যে ! এতক্ষণে দেখা মিলল। ব্যাপারটা কী ! সেই কখন এসে বসে আছি—চা-টা দেবে কে ! আশ্চর্য একটা সামান্য ভদ্রতাবোধ নেই। কী হল, মুখের দিকে কী দেখছ ? [হঠাৎ হেসে উঠে] দেখ অপা, কী রকম ঘাবড়ে গেছে তোর বউ—বেচারী চিনতেই পাবছে না।

পাঞ্চালী ॥ আপনাকে যে না চিনবে তার তো কলকাতায বাস করাই উচিত নয় লাড্ডুদা। দিগ্বিজযীর প্লেযার স্পটারকে কে না চেনে। প্রতিবছর দলবদলেব আগে প্লেযার গুম করে আপনি তো সুবিখ্যাত।

লাড্ডু ॥ কারেক্ট ! সব খবর বাখে। আমাব আব কীসে কী খ্যাতি আছে বলতো ?

পাঞ্চালী ॥ আপনি নিজেও একজন ফুটবলার ছিলেন। মাত্র একবছর খেলেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে। খুব ফাউল কবতেন অনেকের মাথা ফাটিযেছেন, হাঁটু ভেঙেছেন। মারকুটে হিসেবেও আপনার কম খ্যাতি ছিল না। আর বলব লাড্ডুদা ?

লাড্ডু ॥ আপাতত এই থাক। কিন্তু লাড্ডু আমার মা ের নাম। বাপমাযেব দেওযা নামটা বলো দেখি। তাহলে বুঝব। ওটা কিন্তু এ জেনারেশনেব কেউ জানে না।

তুষাব ॥ লাড্ডুদার নাতি নাতনিরাও না। আমি নিজের কানে তাদেব বলতে শুনেছি লাড্ডুদাদু।

পাঞ্চালী ॥ প্রভঞ্জন ঘোষ দস্তিদার।

তুষার ॥ একসেলেন্ট ! ফুল মার্কস। বসুন পাঞ্চালী বসুন।

লাড্ডু ॥ এতো একেবারে ফুটবল গুলে খেয়ে বসে আছে তুষার !

[যমুনা চার গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় আর কিছু সন্দেশ রেখে গেল।]

অর্পণ ॥ তোমাদের একটা জিনিষ দেখাই—এসো—

[লাড্ডু ও তুষারকে টেনে নিয়ে যায় শো-কেসের পরীর মূর্তিটার কাছে।]

তুষার ॥ [ঠাণ্ডা পানীযের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে] বাঃ। মূর্তিটাতো দারুণ। উডন্ত পরীর হাতে ফুটবল !

অর্পণ ॥ আমি সুপার ডিভিশনে চান্স পেলে পাঞ্চালী এটা প্রেজেন্ট করে। পুরোটা রূপোর। ডিজাইনটাও ওর। কারিগরকে এঁকে দিয়েছিল।

তুষার ॥ একসেলেন্ট পাঞ্চালী, তারিফ না করে উপায় নেই। জানা ছিল না তো আপনি শিল্পী!

অর্পণ ॥ দুর্ধর্ষ আরকিটেকট! যা এক একখানা বাড়ির ডিজাইন করে না—চলো না একদিন সময় করে সল্টলেকে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

পাঞ্চালী ॥ আমি বুঝতে পারছি না, অর্পণ আজ আমার এতো পাবলিসিটি করছে কেন?

লাড্ডু ॥ তুষার, জলপরীর কথা শুনেছো, অপার ঘরে দ্যাখো বলপরী। [সকলে হাসে] কোত্থেকে পাকড়ালি রে অপা?

অর্পণ ॥ আমি পাকড়াইনি, ওই আমায় পাকড়িয়েছে।

তুষার ॥ [পাঞ্চালীকে] তাই?

অর্পণ ॥ তিনবছর আগে, তখন আমি খোলা মাঠের প্লেয়ার। কী অবস্থা তখন আমার লাড্ডুদা, ক্যানটাংকারাস! বেহালা থেকে হাঁটতে হাঁটতে মাঠে আসি, বাসভাড়ার পয়সায় আলুরদম রুটি খাই...ফাটা বুট...আঙুল উঁকি মারছে...তো তার মধ্যেই সেদিন হ্যাটট্রিক মেরেছি...জনা দশ সাপোর্টারের কাঁধে চেপে নাচতে নাচতে মাঠ থেকে বের হচ্ছি...হঠাৎ পেছন থেকে জার্সিতে টান পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি হেলেন অব ট্রয়।

[ঠাণ্ডা পানীয়ের সঙ্গে সকলে বেশ উপভোগ করে গল্প]

হেলেন চোখ পাকাচ্ছে। তারপরই আশি কেজির একখানা ধমক! গুনে গুনে দশটা খোল দেবার কথা, তিনটে দিয়েই কাঁধে চেপেছ! নামো! হ্যাঁচকা টান।

তুষার ॥ তোকে টেনে নামিয়ে দিল!

অর্পণ ॥ দিল! আমিও বোমা ফাটালাম—কাঁধে না চেপে কোথায চাপব দিদিমনি, আপনার কোলে? বলে, ওই গাছটায় চড়ো। হনুমান কোথাকার!

লাড্ডু ॥ [পাঞ্চালীকে] হনুমান বলেছিলে নাকি?

পাঞ্চালী ॥ কোন্‌টাতে সন্দেহ? বলায়, না হনুমানে?

অর্পণ ॥ আমিও ছাড়িনি বুঝলে? বললাম, অত উঁচুতে লাফ দিতে পারব না। তাহলে তোমার গা বেয়ে উঠি?

[লাড্ডু শিহরিত হলো। তুষার মুখ নিচু করলো। পাঞ্চালী অর্পণের গায়ে আলতো চাপড় মারল।]

পাঞ্চালী ॥ হয়েছে। এবার থামো।

অর্পণ ॥ মহারাণী রেগে কাঁই। টানতে টানতে ওর অফিসের গাড়িতে তুলে নিয়ে ফুল স্পীডে চালিয়ে দিল। আমি ভয়ে কাঁপছি। কি জানি পুলিশে টুলিশে দেবে না তো! গাড়ির ড্যাশবোর্ডের মধ্যে দেখি সিগারেটের প্যাকেট। ভয়ে ভয়ে একটা বার করে মুখে তুলেছি, টাঁই করে এক চড়। বলে, ফুসফুসে জোর হারালে খেলবে কি করে?

লাড্ডু ॥ কারেক্ট!

অর্পণ ॥ সেদিন ও আমায় বুট কিনে দিল, মোজা কিনে দিল, পেট ভরে চিকেন খাওয়াল। পরদিন থেকে রোজ আমার জন্যে মাঠে খাবার নিয়ে আসত। আমিও চুটিয়ে খেলতাম। [পাঞ্চালীকে] বলো, সে সময়ে দারুণ খেলেছি কিনা—

পাঞ্চালী ॥ [অর্পণের পিঠে নরম হাত রেখে] আজ কী হল ?

অর্পণ ॥ [চমকে] অ্যাঁ ?

পাঞ্চালী ॥ খেলতাম কেন বলছ, আজও তো খেলার কথা।

[লাড্ডু ও তুষার মুখ চাওয়াচায়ি করে।]

তুষারবাবু, আপনারাই বলতে পাববেন, মাঠে আজ অর্পণের কী হয়েছিল ? ওকে হারতে হল কেন ?

অর্পণ ॥ [প্রসঙ্গ চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে] এই যাঃ। তুষারদা তুমি কিন্তু আমার বৌ-এর গিফ্‌টের কথাটা ভুলেই মেরেছ !

তুষার ॥ আরে তাই তো ! কী আশর্য ! [কাপড়ের প্যাকেটটা পাঞ্চালীর দিকে বাড়িয়ে ধরে] একটা ছোট্ট গিফ্‌ট।

অর্পণ ॥ খুলে দ্যাখো। চমকে যাবে। কাঁথা স্টিচের শাড়ি। জানো তো লাড্ডুদা, শাড়ি খুব ভালোবাসে।দিনের মধ্যে কবার যে পাল্টে পাল্টে পরে। তুষারদা নিজে পছন্দ করেছেন তোমার জন্যে। খুব দামী, জান তো...

লাড্ডু ॥ ফাইভ জিরো জিবো জিরো...

পাঞ্চালী ॥ [চুপচাপ প্যাকেটটার দিকে তাকিযে থাকে] কেন বলুন তো, তুষারবাবু, হঠাৎ আমার জন্যে শাড়ি আনতে গেলেন কেন ?

তুষার ॥ আজ দিগ্বিজযীর খুশির দিন, উৎসবেব দিন। আমাদের নতুন বান্ধবীকে একটা ছোট্ট উপহার নিশ্চযই আমরা দিতে পারি।

পাঞ্চালী ॥ নিশ্চয় পারেন। কিন্তু আমবা তো আপনাদের বন্ধু না তুষারবাবু। আজ তো কিছুতেই না। আমার স্বামীর ক্লাবকে হারিয়ে আপনাদের জয়। উপহার দিতে হল নিজেব দলেব ছেলেকে দেবেন। হেরো দলের লোককে উপহার দিয়ে কাটা ঘাযে নুনের ছিটে দিচ্ছেন নাতো ?

লাড্ডু ॥ ঘা, কিসের ঘা ! ঘা কতক্ষণ থাকে ? হারজিত—অল ইন দ্য গেম ! এমনও তো হতে পারে, কামিং সিজ্‌নে অপা আমাদের দলের জার্সি গায়ে চড়াবে। কী তুষার ?

তুষার ॥ হ্যাঁ—এই তো দিন পনের পরে পয়লা তারিখ থেকে নতুন মরসুমের দল বদল শুরু হবে। হতে পাবে পযলা সকালে আমাদের দলের হয়ে পযলা সইটা করছে অপা।

লাড্ডু ॥ তুমি শুনে খুশি হবে ভাই পাঞ্চালী, কৃষ্ণ মল্লিক ওকে বছরে মাত্তর এক লাখের চুক্তিতে আগমনীতে বেঁধে রেখেছে—আমবা অফার দিয়েছি পুরো দুলাখ।

তুষার ॥ সেই সঙ্গে প্লেয়াররা ক্লাব থেকে আরও সে সব সুবিধে টুবিধে পায়—বা, আপনার যদি আরও কিছু ডিমান্ড থাকে বলতে পারেন পাঞ্চালী—

পাঞ্চালী ॥ তুমি কি দিগ্বিজয়ীতে যাচ্ছো অপা ?

অর্পণ ॥ প্রত্যেক বছর একদলে পড়ে থাকার কোনও মানে আছে ? লোকে ভাবে, ব্যাটার দাম নেই—তাই পড়ে আছে এক জায়গায়।

পাঞ্চালী ॥ এসব তো তুমি আমায় আগে বলনি।

অর্পণ ॥ আগে বলার কী আছে ? এক লাখের চুক্তি—অর্ধেক টাকাও দিল না কৃষ্ণ মল্লিক। আরো কী করেছে জান ? তলে তলে চেষ্টা চালাচ্ছে পাঞ্জাব থেকে দুজন স্ট্রাইকার আনাবার। তাহলে তো আমাকে পঞ্চাশও দেবে না। খেলাবেও না। সাইড লাইনে বসে বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে হবে।

তুষার ॥ কেন বসবি সাইড লাইনে ? তোর মত রাইজিং প্লেয়ারকে বসিয়ে রাখবে, এতো বাংলার ফুটবলের লজ্জা !

লাড্ডু ॥ পাঞ্জাবি দেখাচ্ছে। আমরা বিদেশী খেলোয়াড় আনব। ওয়ার্ল্ড কাপার আনাব। ইটালির দোনাদোনির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।

তুষার ॥ কবে কথা হলো গো ?

লাড্ডু ॥ থামতো !...পেছন থেকে তোকে বল বাড়াবে। ইন্ডিয়ার টপ স্কোরার হবি ! চলে আয় দিগ্বিজয়ীতে...

পাঞ্চালী ॥ একটু চুপ করুন, প্লিজ। ব্যাপারটা বুঝতে দিন। বসুন। অর্পণের সঙ্গে দল বদল নিয়ে কথাবার্তা আপনাদের কবে হয়েছে তুষারবাবু ?

অর্পণ ॥ তা জেনে তোমার কী ? আশ্চর্য ! গিফ্‌টটা হাতে নিতে পারছো না ? তুষারদা কি ধরে দাঁড়িযে থাকবেন—

[অর্পণ তুষারের হাত থেকে প্যাকেটটা নিযে পাঞ্চালীকে দিতে যায—]

পাঞ্চালী ॥ কবে কথা হল ?

অর্পণ ॥ অনেকদিন ধরেই চলছে। ছ'মাস সাত মাস।

পাঞ্চালী ॥ তাব মানে আগমনীতে ঢুকতে না ঢুকতে তুমি অন্য দলে পালাবার ধান্দা চালিযেছ !

অর্পণ ॥ তাতে কী হযেছে ! সবাই চালায।

লাড্ডু ॥ ইটস্ অল ইন দ্য গেম।

পাঞ্চালী ॥ বুঝলাম। এতক্ষণে !

অর্পণ ॥ কী বুঝলে ?

পাঞ্চালী ॥ খেলার নামে তোমার আজকের ছেলেখেলাটার মানে বুঝলাম। ক'দিন বাদে দুলাখ টাকার চুক্তিতে যে দলে সই কবছ, তার গোলে বল ঠেলতে তোমাব পা উঠবে কেন অর্পণ !

অর্পণ ॥ আরে একদিন লোকে খারাপ খেলতে পারে না ? কি লাড্ডুদা, তোমবা খেলতে না ?

লাড্ডু ॥ কবে ভাল খেলেছি তাই তো মনে পড়ছে না। কি তুষার ! ও ! তুমি তো মাঠেই নামোনি। দ্যাখো ভাই পাঞ্চালী ভাল খেলা কিম্বা মন্দ খেলা...সবটাই খেলার অঙ্গ। অল ইন দ্য গেম !

অর্পণ ॥ একটুতেই ওর মাথার পোকা নড়ে ওঠে। কাপড়টা নাও বলছি। তুমি কিন্তু তুষারদাকে ইনসাল্ট করছ।

পাপ্তালী ॥ উঁহু, তুমি আজ কোনও কথা বলবে না। তোমাকে আজ ঢিল মেরেছে—জুতো ছুঁড়েছে—বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ তো তোমার মুখ ঢেকে থাকা উচিত। কী করে যে দিগ্বিজয়ীর কর্তারা বন্ধু হল, হাত ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামলে তাই তো বুঝতে পারছি না।

অর্পণ ॥ আমাকে জ্ঞান দেবে না। সব ব্যাপারে তোমার এই দিদিমনিগিরি ছাড়বে ? আমার ভাল লাগে না।

তুষার ॥ শুনুন পাপ্তালী। একটু ভুল হচ্ছে। অপাকে যে আমরা দলে নেব, এটা আমরা অনেকদিন ভাবলেও ঠিক করেছি আজই। আজই ম্যাচের পরে লাড্ডুদা বলল...

পাপ্তালী ॥ আজই ? সত্যি বলছেন, আজই ম্যাচের পরে ?

লাড্ডু ॥ ইয়েস। ম্যাচের পর ঠিক করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আগমনীর টেন্ট থেকে তুলে নিয়ে চলে এলাম তোমার কাছে। আমরা তো জানি ভবী না ভুললে ভবাকে দলে টানা যাবে না।

পাপ্তালী ॥ আপনি দেখছি একজন থার্ডক্লাস প্লেযার স্পটার মিস্টার ঘোষ।

তুষার ॥ কেন পাপ্তালী ?

পাপ্তালী ॥ কেন নয় তুষাববাবু ? আজই যে প্লেযার কম করে আধ ডজন ওপেন-নেট মিস করেছে, তার সঙ্গে দু'লাখ টাকাব চুক্তি করতে চাইছেন উনি কোন্ ফুটবল বুদ্ধিতে ? উনি তো আপনার দলকে ডোবাবেন।

অর্পণ ॥ যাও, যাও তুমি এখান থেকে...ভেতরে যাও বলছি। আমার পার্সোনাল ব্যাপারে যদি আর একটা কথা বলেছ, এখুনি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।

পাপ্তালী ॥ [একটু চুপ করে থেকে] আচ্ছা দেব, দেব ওকে আপনার দলে সই করতে। যদি এখুনি আমায় হাজার পঁচিশ টাকা দিতে পারেন তুষারবাবু।

লাড্ডু ॥ [প্রায় লাফিয়ে] আগে বলতে হয়। [ব্যাগ খুলে নোটের বাণ্ডিল বার করে] পুরো পঁচিশ বাঁধা আছে। একটা কমও না, বেশিও না।

পাপ্তালী ॥ একটা কমও না, বেশিও না ! আশ্চর্য !

লাড্ডু ॥ যাব্বাবা। এতেও আশ্চর্য !

পাপ্তালী ॥ হব না ? ঠিক যে টাকাটা আজ সন্ধ্যেয় কোন এক অজ্ঞাত জাযগা থেকে ওর পাবার কথা, সেটাই আপনারা এনেছেন। একটা বেশি না, কম না ! [অর্পণের দিকে ঘুরে] এটা তোমার ঘুষের টাকা। পঁচিশ হাজারে পা দুটো বিক্রির টাকা ! [আওয়াজ উঠল। অর্পণদের বাড়ির কাছে দুম দুম বোম ফাটছে। সেই সঙ্গে পরাজিত দল আগমনীর একদল সমর্থকের চিৎকার চেঁচামেচি। পাপ্তালী ব্যালকনিতে গিয়ে দেখে নিচে কোথায় কি ঘটছে।]

পাপ্তালী ॥ আগমনীর সাপোর্টাররাও বুঝতে পেরেছে, তুমি ঘুষ খেয়েছো অর্পণ। না বুঝবে কে ? আমি বোকা তাই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। দ্যাখো নিচে কী কাণ্ড হচ্ছে।

[ঘরের তিনজনের কেউ কোন কথা বলে না, নড়েও না। যমুনা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে। পাপ্তালী ব্যালকনি থেকে ঘরে ফিরে এল।]

ভাঙচুর করছে। কেউ এখন বেরুবেন না। তুষারবাবু, থানায় একটা ফোন করুন। আপনার গাড়িটা বাঁচান। লাড্ডুদাকে শেষে না ওই পাঁচ হাজারের শাড়িটাই মুড়ি দিয়ে বের হতে হয়।

[যমুনা ও পাঞ্চালী ভেতরে চলে যায়। বাইরে তাণ্ডব পুরোদমে। এর মধ্যে প্লেনের শব্দ উড়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। তুষার ফোনের ডায়াল ঘোরায়। অর্পণ ব্যালকনিতে এসে নিচের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে।]

অর্পণ ॥ আরে এই আগমনীর বাচ্চারা, বড্ড তেল হয়েছে তোদের, না? লিগ-শিল্ড রোভার্স ডুরান্ড পেয়েও মন ভরেনি! গভর্নরস্ কাপও চাই, সব চাই তোদের। যা, পত্তি জোগাড় করে আন। পঞ্চাশ হাজারে নাচাও দেখব, গানাও শুনব, সব হয় না। [হল্লা বাড়ছে] যাচ্ছি এবার দিগ্বিজয়ীতে। তোদের জাল ছিঁড়ে দেব...ভলি মেরে হুলো বেড়াল ঢোকাবো...

লাড্ডু ॥ [তুষারকে] লাইন পেলে?

তুষার ॥ এনগেজ্ড।

লাড্ডু ॥ দূর! কোনো কাজটাই হয় না তোমায় দিয়ে।

[দরজায় ঘণ্টা বাজে। অর্পণ দরজা খুলতে যায়। লাড্ডু ও তুষার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।]

লাড্ডু ॥ খুলিস না...না দেখে খুলিস না...

[দরজার ছিদ্রপথে চোখ রেখে অর্পণ চমকে ওঠে]

অর্পণ ॥ কৃষ্ণ মল্লিক!

লাড্ডু ॥ সব এই লোকটার কীর্তি! খেলার জগতে মস্তানের আমদানি এর হাতে। শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই, স্রেফ বাহুবলে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

[লাড্ডুই দরজা খোলে। বৃদ্ধ কৃষ্ণ মল্লিক ঢোকে। লাঠি ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে।]

কৃষ্ণ ॥ [লাড্ডুকে] এই যে লাড্ডু ঘোষ, বঙ্গ ফুটবলের কলঙ্ক! মেয়েছেলের মত ঘরে বসে লেকচার না মেরে, যাও নিচে গিয়ে জনগণ ফেস কর।

তুষার ॥ জনগণ, না আপনার ভাড়া করা গুণ্ডা!

কৃষ্ণ ॥ সাপোর্টারদের বুকের পুঞ্জীভূত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে গুণ্ডামি আখ্যা দিও না ভাই তুষার। ভুলে যেও না, ফুটবল ঘিরে মানুষের এই আকাঁড়া আবেগটা আছে বলেই তুমি আমি এখনও ময়দানে চরে খাচ্ছি।

লাড্ডু ॥ তার মানে এই যে ভাঙচুর বোমাবাজি চলছে, এসব সমর্থন করছ তুমি!

কৃষ্ণ ॥ আমার কাছে এ বোমাবাজি নয়।

লাড্ডু ॥ আরে ফাটছে বোমা, বলছে বোমাবাজি নয়। তবে কী?

কৃষ্ণ ॥ আগমনীর প্রতি জনগণের অনুরাগের অভিব্যক্তি।

লাড্ডু ॥ ও, আমাদের সাপোর্টার গণ্ডগোল করলে গুণ্ডামি, তোমাদের বেলা অনুরাগ! শুনছ তুষার?

কৃষ্ণ ॥ তোমার যদি ক্লাব ইলেকশানে জেতার জন্যে একটা কাপের এতই দরকার ছিল

তুষার, তুমি ভাই আমায় বললে না কেন ? আমি নিজে কোর্টে গিয়ে আগমনীর ওপর ইনজাংশন চাপিয়ে—এই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতাম। কত স্মুথলি তোমার প্রবলেম সলভড্ হতো। তা নয়, টাকা ছড়িয়ে বাচ্চা ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছ। এই সব উদীয়মান তারকাদের দুর্নীতিতে নামাচ্ছ। যার পরিণতিতে স্বপ্নময় এখন হাসপাতালে।

অর্পণ ॥ স্বপ্নময় ! কী হয়েছে স্বপ্নময়ের ?

কৃষ্ণ ॥ ফুলবাগানের মোড়ে প্রচণ্ড ধোলাই খেয়েছে। হেভিলি ইনজিওরড। আরে বাবা মানুষ ছেড়ে দেবে ! তারা দেখেছে মাঠের মধ্যে বল নিয়ে ফাজলামি চলেছে। ফুলবাগানের মোড়ে ফুটবল অনুরাগ আছড়ে পড়েছে স্বপ্নময়ের ঘাড়ে।

লাড্ডু ॥ হেরে গিয়ে এখন খুব বুকনি ঝাড়ছ কৃষ্ণদা ! কদিন আগেও বলেছ—হয় কাপ নেব, না হয় মালাইচাকি নেব। দিগ্বিজয়ীকে দুটো নিয়ে যেতে দেব না ! বলোনি ?

কৃষ্ণ ॥ বলতে হয়—কেন বলতে হয তুইও জানিস আমিও জানি। সাপোর্টারদের চাগিয়ে না রাখলে আমাদের একজিসটেনস্ প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তা বলে আমাদের ক্লাবে-ক্লাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে না কেন ? বুদ্ধি পরামর্শ লেনদেন চলবে না কেন ? এই দ্যাখো তুষার, তুমি যদি আজও আমায় বলতে, কৃষ্ণদা আমি অপাকে দিগ্বিজয়তে ভেড়াব...আমিই তোমাদের পরামর্শ দিতুাম—ওর বাড়ি যাও—তবে সন্ধে রাতে যেও না—রাত বারোটার আগে কিছুতে না—নিজের গাড়িতে যেও না, ট্যাক্সি নাও...ট্যাক্সি রাখো ভি-আই-পিতে—চারটে মস্তান নিয়ে যাও—দরকার পড়লে তারা অপার মুখ হাত পা বেঁধে গাড়িতে চাপাবে এবং রাতারাতি গুম করে দেবে।

লাড্ডু ॥ বা ! কী শিক্ষাই দিচ্ছ।

কৃষ্ণ ॥ একেবারে পয়লা তারিখে সইসাবুদ করিযে বাড়ির ছেলে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। একেবারে মাখনে ছুরি চালানোর মত অপারেশন। এই সন্ধেরাতে নিজের গাড়িতে এসেই তো গণ্ডগোলটা পাকা[illegible] ভায়া—আগমনীর সাপোর্টাররা তোমার গাড়ি চিনে ফেলেছে।

তুষার ॥ হুঁ। ব্যাপারটা ঠিক হয়নি লাড্ডুদা।

লাড্ডু ॥ যা যা...

কৃষ্ণ ॥ [লাড্ডুকে] তুষারের না হয অল্প বয়স—তুই ভেটারেন হয়ে এরকম ভুল করলি কী করে লাড্ডু ? প্লেয়ার হিসেবে যেমন জঘন্য ছিলি, কর্মকর্তা হিসেবেও তেমনি অপদার্থ ! তোদের মতো ব্যর্থ প্লেয়াররাই কলকাতা ময়দানের বারোটা বাজাচ্ছে।

লাড্ডু ॥ ও, আর তোমার মতো ব্যর্থ রাজনীতিওয়ালা ? জীবনে বলে পা দিলে না। পলিটিক্যাল ব্যাকিং-এর জোরে ফুটবল কন্ট্রোল করে যাবে কদ্দিন ! আগামী প্রজন্ম তোমাদের মাঠের বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে।

[বিশাল জোরে বোম পড়ে। বাড়ির দরজা জানলা ঝনঝন করে ওঠে। নেপথ্য কণ্ঠ ঃ কেষ্টদা, অপাকে নীচে নিয়ে আসুন।' কৃষ্ণ অর্পণের হাত ধরে।]

কৃষ্ণ ॥ চল্।

অর্পণ ॥ কোথায় ?

কৃষ্ণ ॥ নিচে চল্। ওদের সঙ্গে কথা বলবি।

অর্পণ ॥ মাথা খারাপ আপনার ? ফুলবাগানে আপনারা স্বপ্নময়কে মেরেছেন, এখানে ছেড়ে দেবেন নাকি আমায় ?

কৃষ্ণ ॥ চল্ তোর ভয় নেই। আমি পাশে থাকবো। তুই শুধু আমার সমর্থকদের বলবি, এ মরসুমেও তুই আগমনীতে থাকছিস।

তুষার ॥ সে কী ! ওকে তো আমরা নিচ্ছি।

কৃষ্ণ ॥ তোমাদের চান্স তোমরা ইউটিলাইজ করতে পারনি, আর নয়।

লাড্ডু ॥ পেঁয়াজি ছাড়ো। আমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে সব। অপা এদিকে আয়তো।

[অপাকে হাত ধরে টানে।]

কৃষ্ণ ॥ অপা, কথা না দিলে পাবলিক থামানো যাবে না। অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। [ভেতরের দরজায় এসেছে পাঞ্চালী। পেছনে যমুনা] বুঝিয়ে বলো পাঞ্চালী। পাবলিকের মনে যে আবেগ দানা বেঁধেছে...

অর্পণ ॥ মস্তানদের সামনে যেতে পারব না ! ওদের দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে। আমার দাদাকে শেষ করে দিয়েছে ওরা। ওদের আমি ঘেন্না করি।

কৃষ্ণ ॥ এরা মস্তান না ! আগমনীর অনুরাগী—তোর ভক্ত। তোকে পূজো করবে। দুমিনিটের জন্যে চল,

লাড্ডু ॥ এটা কী ধরনের জুলুমবাজি ! কৃষ্ণদা, তুমি যা করছ তাতে কিন্তু শহরে দাঙ্গা বেঁধে যাবে। তাই চাও ? তবে হোক তাই।

কৃষ্ণ ॥ তোরা বাড়ি যাবি তো ?

লাড্ডু ॥ যাবো।

কৃষ্ণ ॥ কী করে যাবি ? তোরা দুজনেই তো টার্গেট। আয় আমার সঙ্গে। বার করে দিচ্ছি।

[অর্পণকে নিয়ে কৃষ্ণ মল্লিক বেরিয়ে গেল। লাড্ডু, তুষারও তাদের পিছু নিল। নিচে গণ্ডগোল চলছে। যমুনা ও পাঞ্চালী অপেক্ষা করছে কখন থামে হৈ চৈ। ফোন বাজছে। পাঞ্চালী ফোন ধরল।]

পাঞ্চালী ॥ কে ? [একটু থেমে] বুবাই...বুবাই। বুবাই কেন আসছে না ? কেন পাঠাচ্ছ না তাকে ?—না আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। নিশ্চয় তুমি তাকে আটকে রেখেছ। তাকে পাঠিয়ে দেবে। না, আর কোনো কথা না—একটাও না— [পাঞ্চালী ফোন রাখে। বাইরে গণ্ডগোল থেমেছে।]

যমুনা ॥ উঃ যেন একটা ঝড় বয়ে গেল ! কত যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল !

[ফোনটা আবার বাজছে। পাঞ্চালী ওঠে না।]

যমুনা ॥ রিসিভারটা নামিয়ে রাখব ?

পাঞ্চালী ॥ বাজছে বাজুক। [ফোনটা বেজেই চলেছে।]

যমুনা ॥ একটা ব্যাপার দেখেছ, যেদিন ওই লোকটার ফোন আসে, সেদিনটাই খারাপ যায়, সব দিকেই খারাপ হয়।

[যমুনা ফোনটার দিকে তাকিয়ে যেন রাজর্ষিকেই দেখে।]

পাঞ্চালী ॥ রাজর্ষিকে তুমি হাড়ে হাড়ে চিনেছিলে যমুনাদি।

যমুনা ॥ কী অত্যাচারটা করেছে তোমার ওপর। ভদ্দরলোকের ছেলে মাল খেয়ে বেঁহুশ হয়ে লাথি মেরে তোমাকে খাট থেকে ফেলে দিচ্ছে, এতো আমার চোখের সামনে—

পাঞ্চালী ॥ রাজর্ষির ধারণা হয়েছিল আমার বড়লোক বাবার টাকা ফুরোবার নয়। ওর একটার পর একটা ছবি ফ্লপ করবে, আর আমি টাকা যুগিয়ে যাবো!

যমুনা ॥ লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে করল তো ওই! সিনেমায় নামাবে বলে পাল পাল মেয়ে ডেকে এনে ছাদে বসে রাতভোর ফূর্তি! থুঃ থুঃ। টালিগঞ্জের বাড়িটায় সে এক বিভীষিকা!

পাঞ্চালী ॥ আমার সংগে ঘুরে ঘুরে তোমারও ভোগান্তি কম হল না।

যমুনা ॥ এরকম একটা অসুরকে যে কী দেখে তুমি পছন্দ করেছিলে...

পাঞ্চালী ॥ তখন তো এমন ছিল না রাজু! গুণও ছিল...প্রতিভাও ছিল। সবাই আশা করেছিল রাজু আর একজন ঋত্বিক ঘটক হবে, আর একজন সত্যজিত রায়। পারত, আমি এখনও বলছি, চেষ্টা করলে ভাল ছবি, সৎ ছবি বানাতে পারত রাজু—ঠিক পারত।

[ফোনটা বেজেই চলেছে। দুই মহিলা সেদিকে তাকিয়ে। ফোনটা এঘরে তৃতীয় প্রাণী হয়ে উঠছে ক্রমশ]

পাঞ্চালী ॥ আমার বাবার ওই টাকাই বোধহয় কাল হল। ওই যে টাকার কাঁড়ি মজুত রয়েছে—চাইলেই পাওয়া যাবে--এই নিশ্চযতাই সর্বনাশটা ঘটাল। রাজুর জিদটা ধসে গেল, লড়াইটা থেমে গেল। শস্তা বস্তাপচা নোংরা ছবি—সেকস ভায়োলেনস...ব্লু ফিল্ম—ধাপে ধাপে নামল। কোথায় রইল ট্যালেন্ট—সৎশিল্প!

[পাঞ্চালী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ফোনটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে]

কেন মিথ্যে চেষ্টা করছ রাজর্ষি! ছেড়ে দাও।—তুমি আমায় ঠকিয়েছ! আমার প্রথম স্বপ্ন, প্রথম বিশ্বাসটাকে বোকা বানিযেছ।

[অর্পণ বাইরে থেকে ঢোকে। রাগে কাঁপছে সে। ফোনটা বাজছে। পাঞ্চালীও যমুনা থমকে যায়]

অর্পণ ॥ [খিঁচিয়ে ওঠে] কি ব্যাপার? পেতলের পিতিমের মত নিঃশ্বেস বন্দ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব! শুনতে পাচ্ছ না?

[অর্পণ ফোন ধরে। যমুনা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। পাঞ্চালী অর্পণকে লক্ষ্য করছে।]

অর্পণ ॥ [ফোনে] কে? মেজদা। [যমুনা হাঁফ ছেড়ে ভেতরে চলে যায়।]

অর্পণ ॥ [ফোনে] অ্যাঁ? আচ্ছা...তাই নাকি?....তোমরা অপেক্ষা করলে না কেন?...আবার কবে আসবে তোমরা?...কেন, ভয় পাচ্ছে কেন দাদা? না, আমি স্বপ্নময়ের সঙ্গে ছিলাম না...না, আমার কিছু হয়নি। আরে সত্যি কিছু হয়নি!...কেবল একটুক্ষণ আগে বেপাড়ার কিছু মস্তান বোমা ছুরি নিয়ে আমাদের কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল, আমি নিচে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে তারা চলে গেছে।—মেজদা, দাদা

গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঐ রকম হয়ে গেছে, আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।—ভালো আছি আমি। [বলতে বলতে গলা ধরে আসে অর্পণের। ফোনটা নামায়। ঘুরে দাঁড়ায় পাঞ্চালীর দিকে।]
দাদারা আর এখানে আসবে না বলছে কেন ? কী বলছি শুনতে পাচ্ছ ? আমার তো বেহালা যাওয়া বন্ধ করেছ, দাদাদেরও তাড়ালে। কী ভেবেছ তুমি ? খুব সাহস বেড়েছে, না ?

পাঞ্চালী ॥ কার ?

অর্পণ ॥ তোমার, তোমার। আত্মীয়-স্বজন কারো মুখ দেখতে পাবো না, খালি তোমার মুখ দেখতে হবে !

পাঞ্চালী ॥ হবে।

অর্পণ ॥ ওই তো মুখের ছিরি !

পাঞ্চালী ॥ কার ?

অর্পণ ॥ চোপ। বেশি ঢঙ করে কথা বলবে না। কী পেয়েছ কি আমায় ! আমি তোমার হাতের পুতুল ! তুমি যা বলবে তাই করতে হবে ! মাঠ থেকে কেন ধরে এনেছিলে, তোমার খাঁচার পাখি বানাতে ? আমি একটা মানুষ না !

পাঞ্চালী ॥ ও। তা দাদার ঘর সারাতে হবে, টাকাটা আমার কাছে চাইলেই হত।

অর্পণ ॥ কেন, তোমার কাছে ভিক্ষে করতে হবে কেন ? আমার ক্ষমতা নেই ! খুব টাকার গরম হয়েছে তোমার, তাই না ? ভেবেছ আমি তোমার আগের বরটার মত বউ-এর আলমারির দিকে চেয়ে ছুঁকছুঁক করব ? আমি তোমার রাজু ?

পাঞ্চালী ॥ না, তুমি রাজুর উল্টো পিঠ। সে টাকা টাকা করে ছিঁড়ে খেত, তুমি কিছু নেবে না...দিতে চাইলেও নেবে না...কিছুতে নেবে না...

অর্পণ ॥ না, নেব না ! কালই ভোরে আমি দাদাকে দেখতে যাবো। আমি দাদার চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করব। দাদাকে ভালো করে তুলব।

পাঞ্চালী ॥ পারবে তুমি ?

অর্পণ ॥ পারি না পারি সে আমি বুঝব। তোমায় দেখতে হবে না। তোমার টাকা নেব না।

পাঞ্চালী ॥ কেন অপা ? আজ যে সামান্য পঁচিশ হাজারে নিজেকে বিক্রি করলে তার চেয়েও আমার টাকা খারাপ ? আমি তো বড়লোক বাবার থেকে দিচ্ছি না, এ আমার নিজের আয়। তবু খারাপ ! কৃষ্ণ মল্লিক যে হাত ধরে হিড়হিড় করে নিচে টেনে নিয়ে গেল...নিচে গিয়ে দাঙ্গাবাজদের কী বললে হাতজোড় করে ? আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ করো, কান মুলছি, আর ঘুষ খেয়ে তোমাদের ডোবাবো না—[থেমে] অপা, এর চেয়েও আমার টাকা খারাপ ?

অর্পণ ॥ বেশ করেছি, ঘুষ খেয়েছি। ক্ষ্যামতা আছে বলে খেয়েছি। খেলতে পারি বলেই দিয়েছে...

পাঞ্চালী ॥ মনের এই অবস্থা নিয়ে আবার ভাল ফর্মে কি করে ফিরবে অপা ? আমি

দেখেছি অপা, ধাপে ধাপে নামতে নামতে একটা স্বপ্নের মানুষ পশু হয়ে গেছে। তার কিন্তু অনেক ক্ষমতা ছিল...তোমার চেয়েও...

অর্পণ ॥ আর একবার ও কথা তুললে, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

পাঞ্চালী ॥ শেষ পর্যন্ত ওই রাজর্ষির অবস্থাই হবে তোমার !

[অর্পণ পাঞ্চালীর হাতটা ধরে মোচড় দিতে থাকে এবং তুমি থেকে 'তুই'-এ নেমে আসে সম্বোধন।]

অর্পণ ॥ কেন বললি ওর কথা ? উঁ ? আগের বরটাকে মোটে ভুলতে পারিস না। তাই না ? আবার ফোন করেছিল ?

পাঞ্চালী ॥ বলেছে আবার করবে।

অর্পণ ॥ ফোনে কী বলে, উঁ, কী বলে তোকে ? [মোচড দেয় পাঞ্চালীর হাতে] কেন ওর ফোন ধরিস ! আমি না থাকলে ধরবি কেন ? তোকে আমার মোটে বিশ্বাস হয় না। তুই একটা ধাড়ি বউ, ধুমসি, বুড়ি—শিগগির বল্ কী বলে তোকে—হাত ভেঙে দেব পঞ্চি...

পাঞ্চালী ॥ অপা, রাজর্ষির সঙ্গে মামলা চালাতে প্রাযই তখন যেতে হতো হাইকোর্টে। সারাদিন উকিল ব্যারিস্টারের করুণা কুড়িযে বিকেল বেলা বড় ফাঁকা লাগত, একা লাগত। কবে ছাড়া পাবো রাজর্ষির মুঠো থেকে, কী করব বুবাইকে নিয়ে ! ময়দানের পথ ধরে যতক্ষণ হাঁটতাম, দিশেহারা। একদিন খোলা মাঠে তোমায় দেখলাম। প্রচণ্ড দুরন্ত। বল নিযে ছুটছ। লড়াই করছ, কেউ তোমায় আটকাতে পারছে না। প্রাযই দেখতাম তোমায। শেষে একদিন আর আড়ালে না থেকে ধরা দিলাম। তোমায ধরে বাঁচতে চাইলাম।

[অর্পণের দু'চোখ জলে ভরে আসে। পাঞ্চালী ওকে দূরে ঠেলে দেয।]

বারবার আমি ঠকব না অপা।

অর্পণ ॥ এই পাঞ্চালী, আমি কী কবব ? কৃষ্ণ মল্লিক কথা আদায় করে নিয়েছে—কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি ও আমাকে এবার এক লাখ দেবে না, খেলাবেও না...আবার তুষার সেনকেও তুমি ইনসাল্ট করেছ...[পাঞ্চালী ভেতরে চলে যায়] কী করব, কোন্ দলে খেলব ? আমি কিছু ভাবতে পারছি না...আমার দিকে জুতো ছুঁড়েছে, বসিয়ে দিয়েছে, আমার দাদা আমার জন্যে কাঁদছে...গুণ্ডাদের কাছে হাতজোড় করতে হল ! তুমি বাজুর সঙ্গে লুকিযে কথা বলো...আমার খুব কষ্ট হয়...আজ আমি কতো চান্স পেযেছিলাম—পা ছোঁয়ালে গেল ! আমি কিচ্ছু করিনি, ইচ্ছে করে করিনি।...ফুটবল মানুষ কদিন খেলে ? পাঁচ বছর...দশ বছর...পনেরো বছর। কত ছোট্ট সময়। তার মধ্যে একটা দিন নষ্ট হযে গেল ! আমার পা দুটো কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছেরে পঞ্চি...

[মেঝের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পা দাপাচ্ছে অর্পণ।]

অঙ্ক ১ // দৃশ্য ৩

[মধ্যরাত্রি। অর্পণদের খোলা ব্যালকনিতে গাঢ় আলোর রঙিন আভা ঝিমঝিম করছে। হতে পারে তার উৎস অদূরবর্তী বিমানবন্দরের আলোকসজ্জা। ড্রইংরুমের খোলা জানালাপথেও আলোর দেখা মিলছে। বোধহয় নিকটবর্তী ভি-আই-পি. রোড পাঠিয়েছে সেটুকু। মাঝে মাঝে দু একটা ঊর্দ্ধশ্বাস যানবাহনের শব্দ ছুটে আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার চতুর্ধার নিঝুম। কলিং বেল বাজছে। ঘুমজড়ানো চোখে অর্পণ ড্রইংরুমে এলো, আলো জ্বালল।]

অর্পণ ॥ কে ?

[উত্তরে একটুকরো ইংরেজি গান শোনা গেল। অর্পণ দরজা খুলে দিল। গাইতে গাইতে স্বপ্নময় ঢুকল। ছেলেটা অর্পণের চেয়ে কিছুটা বড়। হাতে মাথায় ব্যান্ডেজ। কিন্তু আছে বড় মেজাজে। গালে একটা পানও আছে]

কিরে ! এখন কোত্থেকে ?

স্বপ্নময় ॥ অ্যাই, ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। কী করছিলি ?

অর্পণ ॥ কটা বাজে ?

স্বপ্নময় ॥ দুটোফুটো হবে।

অর্পণ ॥ রাত্তির দুটোফুটোর সময় লোকে কী করে ?

স্বপ্নময় ॥ [অর্পণের থুতনি নেড়ে চোখ মটকে গানের কলিটা আর একবার ভাঁজে।] বুড়ো আর বাচ্চারা ঘুমোয়। তোর পণ্ডি ধাক্কাধাক্কি দিয়ে জাগিয়ে রাখে না ?

অর্পণ ॥ তুই তো হেভি ঝাড় খেয়েছিস দেখছি।

স্বপ্নময় ॥ হ্যাঁঃ ! ফুলবাগানের মোড়ে। চোখটা কোনরকমে বেঁচে গেছে। স্কুটারটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে রাতের কলকাতা দেখে বেড়াচ্ছি। [গানের কলিটা ঘোরাতে ঘোরাতে স্বপ্নময় ব্যালকনিতে আসে। পাশের ঘর থেকে পাঞ্চালীর ঘুমজড়ানো গলা শোনা গেল]

পাঞ্চালী ॥ কে ?

স্বপ্নময় ॥ আমি বৌঠান...

অর্পণ ॥ [পাঞ্চালীকে] স্বপ্নময়।—হ্যাঁরে খাওয়াদাওয়া হয়েছে, নাকি বলব...

স্বপ্নময় ॥ বল্। [অর্পণ মাথা চুলকোয়।] কিরে, জবু কা গোলাম !

অর্পণ ॥ এই, এতো রাতে খাবি শুনলে ওতো রেগে কাঁই হয়ে যাবে মাইরি।

স্বপ্নময় ॥ তবে শালা কর্তাগিরি ফলাচ্ছিলি কেন ? বলব ?...ধাবায় মেরে দিয়েছি বে। ভরপেট তড়কা রুটি।

[ধারে জলের বোতল রয়েছে। স্বপ্নময় জলখায় এবং ব্যালকনির রেলিং ধরে দূরের এয়ারপোর্টের দিকে তাকিয়ে গানটা তারস্বরে গায়।]

অর্পণ ॥ আরে স্বপ্নময়! কী হচ্ছে কী? আশেপাশে আর কেউ থাকে না? যা বাড়ি না। নমিতা ভাবছে না?

স্বপ্নময় ॥ নমিতা? আমায় নিয়ে ভাববে কিরে? সে তো এখন একটা ছোটখাটো হস্তিনী।

অর্পণ ॥ কদিন বাদে বাবা হবে, এখনও সেন্স অব রেসপনসিবিলিটি গ্রো করলো না।

স্বপ্নময় ॥ [ইংরেজি গান ছেড়ে রবীন্দ্রনাথে আসে]
যাব না, যাব না, যাব না ঘরে...
আজ রাতে আমি নিরুদ্দেশ হচ্ছি রে অপা।

অর্পণ ॥ মানে!

স্বপ্নময় ॥ অজ্ঞাতবাস। দিন পনেরোর জন্যে স্রেফ হাওযা! কাল থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাবি না অপা!

অর্পণ ॥ [বিরক্তভাবে] ভ্যানতারা না করে কি হয়েছে বল্ না বাবা।

স্বপ্নময় ॥ বলছি।...লাড্ডুদারা নাকি তোকে দু'লাখ অফার করেছে?

অর্পণ ॥ তোকে কে বললে!

স্বপ্নময় ॥ তুষার সেন আর লাড্ডু ঘোষ তোব বাড়ি থেকে আমার বাড়ি গিযেছিল। আমায় বলেছে দু লাখ দশ দেবে।

অর্পণ ॥ তোকে দশ বাড়িযেছে!

[স্বপ্নময পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে।]

স্বপ্নময় ॥ দশহাজারে পাকা কথা। আরও পঞ্চাশ সই-এর দিন। বাকিটা ম্যাচ পিছু।

অর্পণ ॥ তুই তাহলে দিগ্বিজযীতে যাচ্ছিস?

স্বপ্নময ॥ ওরা বেরিযে যেতে না যেতে কৃষ্ণ মল্লিক! অফার দুলাখ পঁচিশ।

অর্পণ ॥ দুলাখ পঁচিশ? কৃষ্ণ মল্লিক? যে লোকটা প্লেয়ারের টাকা মারায ওস্তাদ। বলিস কী রে স্বপ্নময়? তাও গভর্নর্স কাপ হাতছাড়া হবার পরে? তাও আবার তোকে? যে তুই নব্বুই মিনিটে একটাও থ্রু বাড়ালি না!

স্বপ্নময় ॥ [আর এক পকেট থেকে একতাডা নোট বার করে] পনেব হাজার। শুধু কনসেন্ট নিতে পনের হাজার!

অর্পণ ॥ মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি মাইরি।

স্বপ্নময় ॥ বললে যা হয়ে গেছে গেছে। এবার মন দিয়ে খেলবি। বলতো কেন এত খাতির?

অর্পণ ॥ কেন? তুই তো বলেছিলি কৃষ্ণ মল্লিক পাঞ্জাব থেকে প্লেয়ার আনবে।

স্বপ্নময় ॥ আসছে না, আসছে না। লেটেস্ট খবর শোন্, ভিন রাজ্যের প্লেয়ার এবার কলকাতায় আসছে না। আন্তঃরাজ্য দলবদলে ছাড়পত্র মিলছে না। দল গড়তে হবে আমাদের নিয়েই। সব কটা ক্লাব তাই হন্যে হযে ঘুরছে। [শার্টের ভেতর হাত গলিয়ে পেটেব ওপর থেকে এবার একতাড়া নোট বার করে।] দ্যাখ।

অর্পণ ॥ ওটা কার?

স্বপ্নময় ॥ ইস্পাহানি—

অর্পণ ॥ কাদির ভাই ?

স্বপ্নময় ॥ আড়াই লাখ। সেই সঙ্গে সল্টলেকে সাড়ে তিন কাঠার প্লট। জোগাড় করে দেবেই। [রূপোর পরীর হাত থেকে বলটা তুলে নিয়ে লোফালুফি করে।]

অর্পণ ॥ [শুকনো মুখে] তোকে নিয়ে তো লোফালুফি রে স্বপ্নময় ! অথচ তোর খেলা তো সত্যি আগের মত নেই। রাগ করিস না, তুই তো পড়তির মুখে।

স্বপ্নময় ॥ হ্যাঁরে শালা আমি বুড়ো ঘোড়া। ক'দিন বাদে চলে যাব প্রাক্তন একাদশে। দিনতো তোরই। ময়দানের উঠতি নক্ষত্র। [স্বপ্নময় পিঠের জামা তোলে।]

অর্পণ ॥ আরো আছে নাকি ?

স্বপ্নময় ॥ নারে শালা, পিঠে হাওয়া লাগাচ্ছি।
[স্বপ্নময় রেলিং-এর দিকে অনাবৃত পিঠ দিয়ে ফের ইংরেজি গান ধরে।]

অর্পণ ॥ পিঠের চামড়া তুলে নেবে সবাই মিলে। সাতখানে টাকা ঝেঁপে টাঁকশাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, খেলবি কোথায় ?

স্বপ্নময় ॥ ভাবছি।

অর্পণ ॥ ভাবছি কী রে.... !

স্বপ্নময় ॥ দরটা আরেকটু বাড়িয়ে নিতে হবে।

অর্পণ ॥ আরও বাড়বে ?

স্বপ্নময় ॥ বাড়ি নিলে বাড়বে। আম তো আজকাল গাছে পাকে না, পাকিয়ে নিতে হয়। বার্গেনিং চালাতে হবে। তই তো গা-ঢাকা দিচ্ছিরে !

অর্পণ ॥ বার্গেনিং চালাবার জন্যে গা ঢাকা দেবার কী দরকার ?

স্বপ্নময় ॥ [অর্পণের পেটে গুঁতো মেরে] সুপার ডিভিশনে নবাগত, তুমি এসবের বুঝবে কী ! শোন্, এই যে লোকগুলোর হাত থেকে খামচা মেরে অ্যাডভানস্ নিলাম, এদের চোখ দেখে আমি বুঝে গেছি, আজ রাতেই এরা আমাকে গুম করবে। সেই দলবদলের সই-এর দিন বার করবে। দরটা বাড়িয়ে নেবার কোন সুযোগই দেবে না। এদের হাত থেকে বাঁচতে নিজেই গুম হচ্ছি। কাল থেকে লোকগুলো আমার বাড়িতে ঠিক ছুটোছুটি করবে। তখন নমিতাও শুরু করবে দর কষাকষি। আরে বাজার থেকে মাল উধাও না হলে, দর কখনও বাড়ে ! আমি তো তিন থেকে সাড়ে তিন লাখের টার্গেট নিয়েছি। [স্বপ্নময় সিগারেট বার করে] খাবি ?

অর্পণ ॥ দে। [দুজনে সিগারেট ধরায়] কোথায় দিবি গা ঢাকা ?

স্বপ্নময় ॥ বলব কেন রে শালা ? কোন দুর্বল মুহূর্তে তুমি ফাঁস করে দাও...আর কাদিরভাইরা গিয়ে আমায়বার করে নিয়ে আসুক। উঁহু, কেউ জানবে না। নমিতাও না।

অর্পণ ॥ [ধোঁয়া ছেড়ে] তোর সব কেঁচে যাবে।

স্বপ্নময় ॥ কেন ?

অর্পণ ॥ আমার মন বলছে, তুই ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যাবি।
[স্বপ্নময় হেসে অর্পণের মাথায় একটা চাপড় মেরে গানটা ধরে। সদ্য ঘুমভাঙা পাঞ্চালী এসে।]

পাঞ্চালী ॥ এই স্বপ্নময়, যাও তো বাড়ি যাও। না হয় এখানে শুয়ে পড়ো। সারারাত পাগলামি চলছে তো চলছেই। ইস্, এইরকম অবস্থায়—তোমরা পারোও বাবা। ওটা ফেলে দাও অপা। [অর্পণ সিগারেট ফেলে দেয়।] তোমার পকেটে যে টাকা ধরছে না স্বপ্নময়...

স্বপ্নময় ॥ আরে তাইতো! পাঁচশোর নোটগুলো তোমাদের ঘরে পড়ে থাকত যে! [স্বপ্নময় উপচে পড়া নোটের বান্ডিল থাবড়া মেরে পকেটে ঢোকায়।]

পাঞ্চালী ॥ রাতদুপুরে এতো টাকা নিয়ে কারা ঘোরে জানো?

স্বপ্নময় ॥ স্মাগলার ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার পিকপকেট। দল বদলের মবশুমে সব প্লেয়ারের পকেট ভারি হবে বৌঠান। তোমাব অপাসোনারও হবে।

পঞ্চালী ॥ অর্পণ এবার ক্লাব ফুটবলে খেলবে না। জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে যাবে।

স্বপ্নময় ॥ প্রশিক্ষণ! লে বাবা, প্রশিক্ষণে দেবে তো কাঁচকলা। আলাদা করে প্রশিক্ষণ নেয় নাকি কেউ? বাজার চলে যাবে বৌঠান।

পাঞ্চালী ॥ তুমি এখন যাবে কিসে? গাড়ি পাবে?

স্বপ্নময় ॥ গাড়ি ঠিক আছে. শুধু কোথায় যাবো ঠিক নেই। ক'দিনের জন্যে একটু বাড়ির বাইরে থাকার বড ইচ্ছে করছে বৌঠান। নিরিবিলিতে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন হযে পড়েছে।

পাঞ্চালী ॥ ভাল। মাথাটা যদি ঠাণ্ডা হয। যা করে বেড়াচ্ছ দু'বন্ধুতে মিলে! নমিতা কেমন আছে?

স্বপ্নময় ॥ এই তো দু'চাবদিনেব মধ্যে নার্সিংহোমে যাবে। লগ্ন এসে গেল।

পাঞ্চালী ॥ আর তুমি এ সময থাকছ বাইরে?

স্বপ্নময় ॥ বাইরে মানে, সে বাইবে নাগো। কলকাতার মধ্যেই থাকছি।

অর্পণ ॥ সবতাতে হেঁয়ালি! বল না কোথায়—

স্বপ্নময় ॥ বলব, বলব। তা তোমাদেব খবব কী? আর কদিন ব্রহ্মচর্য চলবে রে অপা? একটা বাচ্চা এলে তুই বেঁচে যাবি রে অপা। পাঞ্চালীর খবরদারি তাব ওপর গিযে পড়বে। ভেবে দ্যাখ অপা। আর কদ্দিন এ জাতীয় প্রশিক্ষণ চালাবি? [পাঞ্চালীর মুখ চোখ আবক্ত হয। অর্পণ মাথা নিচু কবে আছে।]

পাঞ্চালী ॥ [লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে] যাও তো যাও তো, বেরোও। আমি দরজা দেব...

স্বপ্নময় ॥ [যেতে যেতে] ফিবে এসে যেন একটা সুখবর পাইগো বৌঠান [গানটা ধরে।]

অর্পণ ॥ ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দিযে আসছি।
[স্বপ্নময় ও অর্পণ বাইরে গেল। পাঞ্চালীকে কেমন যেন লাগে। ঠোঁটে গোপন সুখের ছোট্ট হাসি। যমুনা ঢোকে।]

যমুনা ॥ কথাটা কিন্তু আমারো পাঞ্চালী....

পাঞ্চালী ॥ কী কথা?

যমুনা ॥ বাচ্চা কাচ্চা না থাকলে ঘরদোর খালি খালি লাগে। তোমাবও বয়েস হয়ে যাচ্ছে।

পাঞ্চালী ॥ কেন আমার বুবাইতো রয়েছে।

যমুনা ॥ তাকে পাচ্ছো কোথায় ? আরে বাবা, তোমার না হয় সাধ ইচ্ছে মিটেছে, কিন্তু আরেকজনের দিকটাও ভাববে তো। অপাদাদাবাবু...

পাঞ্চালী ॥ হয়েছে। যাও তো যাও। শুয়ে পড়ো। ইস্ ! অপাদাদাবাবুর দুঃখে ঘুম হচ্ছে না ! আড়িপেতে আমাদের সব কথা শোনা চাই !

[যমুনা হেসে গেল। বিমানের শব্দ এল গেল। সময় একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। অর্পণের দেরী দেখে পাঞ্চালী বিরক্ত হচ্ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল রূপোর পরীর হাতে বলটা নেই। বলটা অর্পণ ও স্বপ্নময়ের হাত ঘোরাঘুরি করে যে বেরিয়ে গেছে পাঞ্চালী জানে না।]

পাঞ্চালী ॥ যমুনাদি—পরীর হাতের বলটা...[টেলিফোন বেজে উঠল। পাঞ্চালী ভ্রূ কুঁচকে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ধরল।]

পাঞ্চালী ॥ হ্যালো...কে ?

[সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কোণে এতক্ষণ অব্যবহৃত একটি অঞ্চল আলোকিত হয। একটা কাঁচের দেওয়ালের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে অর্পণ, কানে রিসিভার, হাতে রূপোর বলটা নাচাচ্ছে।]

অর্পণ ॥ আমি, পঞ্চি।

পাঞ্চালী ॥ অপা ! কোথায় তুমি ?

অর্পণ ॥ এয়ারপোর্টে।

পাঞ্চালী ॥ ওখানে কি করতে গেছ ?

অর্পণ ॥ তোমায় ফোন করতে। দরজা লক করে দাও। আমি স্বপ্নময়ের সঙ্গে যাচ্ছি।

পাঞ্চালী ॥ কোথায ?

অর্পণ ॥ কিছুদিন বাড়ির বাইরে থাকব !

পাঞ্চালী ॥ সে কী ?

অর্পণ ॥ হুঁ। আর শোনো, আগমনী কি দিগ্বিজয়ী, কি ইস্পাহানি যেই আসুক, কাউকে ফেরাবেনা ! আবার কাউকে কথাও দেবে না যে সেই দলে খেলব। জাস্ট টাকার ব্যাপারে বার্গেন করে যাবে। মানে, আমার দরটা যতটা পারো বাড়িয়ে নেবে...

পাঞ্চালী ॥ এখুনি বাড়ি চলে এসো অপা। তুমি এবার ক্লাব ফুটবলে খেলবে না।

অর্পণ ॥ আমি যা বলছি শোনো, স্বপ্নময়ের মত পড়তি যদি আড়াই লাখ পায়, আরও পাবার কথা ভাবতে পারে—আমি তো ইজিলি ওর ডবল পেতে পারি। আরে কী বলছি, মাথায় ঢুকছে ?

পাঞ্চালী ॥ অপা, মাঝরাতে পাগলামি কোরো না। শিগগির ফিরে এসো।

অর্পণ ॥ বললাম তো বাইরে থাকব। কলকাতার মধ্যেই—

পাঞ্চালী ॥ কোথাও যাবে না তুমি। অপা, আমি বলছি ফিরে এসো।

অর্পণ ॥ যোগাযোগ রাখব।

পাঞ্চালী ॥ না, যাবে না। কোথাও যাবে না তুমি। অপা...

[অর্পণ টেলিফোন রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওই অংশে অন্ধকার নেমে এল। পাঞ্চালী রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভিত।]

অঙ্ক ২ // দৃশ্য ১

[বহুকেলে থুত্থুড়ে বিশাল এক অট্টালিকার ছাদের কুঠুরিতে আছে অর্পণেরা। একটা নিরাবরণ চৌকি, সস্তা চেয়ার টেবিল, আসবাবের মধ্যে এই। পাঁচতলা বাড়িটা প্রাচীন বটগাছ। খোপ খোপ অজস্র ঘর, ঘরে ঘরে মেয়েদের দেহ বেচাকেনা। সন্ধের পর বাড়িটা হাটখোলা। হারমোনিয়াম বাজে, ঘুঙুর বাজে, চটুল গানবাজনা, চলে মেয়ে পুরুষের হাসাহাসি, হুল্লোড়। বেলফুলওয়ালা, কুলপিওয়ালা বাড়িটায় ঢুকে পড়ে দোরে দোরে হাঁকাহাঁকি করে বিক্রিবাটা করে যায়। এখন সেই হট্টমেলা। জমজমাট বাজারবাড়ির ছাদের ঘরে হাত পা ছড়িয়ে পানহার করছে দুই বন্ধু—অর্পণ আর স্বপ্নময়। মদ্যপানে স্বপ্নময়ের ক্লান্তি নেই। অনেকখানি টেনেও এতটুকু বেসামাল নয়। অর্পণের অভ্যাস নেই। একটু খেয়েই ছলমল। বাইরে বামাকণ্ঠের কলকলানি শুনে মাথার কাছের জানলাটায় উঁকি দিচ্ছে।]

অর্পণ ॥ কোথায় আনলি রে স্বপ্নময়...তোর পা দুটো মাইরি টিপে দিতে ইচ্ছে করছে!

স্বপ্নময় ॥ খুব মজা লাগছে, উঁ?

[স্বপ্নময় অর্পণের গেলাসে অনেকটা তরল পানীয় ঢেলে দেয়।]

অর্পণ ॥ আর দিস না রে, পারব না।

স্বপ্নময় ॥ খুব পারবি। হাফ পেগে জল ঢেলে সন্ধে থেকে চুকচুক করছিস। ভাল করে খা। [স্বপ্নময় অর্পণের মুখে গেলাস তুলে জোর করে খাওয়ায়।]

অর্পণ ॥ আঃ! পণ্ডি এখানে থাকলে যা হত না! খেপে কইমাছের মত লাফাত। রাজর্ষি মদ খেয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আমায় গা ছুঁয়ে বলিয়ে নিয়েছে, লাইফে খাব না। [দুই বন্ধু হাসে।] অ'চ্ছা, আমাদের বাড়িটা এখান থেকে কতদূরে রে স্বপ্নময়? ম্যাক্সিমাম বিশ কিলো! বিশ কিলো দূরে আজ আমার ওপর কোন রেসট্রিকশন নেই। টোটালি ফ্রি। [হাসে।] পণ্ডিটাকে হেভি ধাসা লাগানো গেছে। তারপর যখন জানতে পারবে কালরাতে আমি তুষার সেনের কাছ থেকে অ্যাডভান্স ঝেড়ে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছি—যা হবে না একখানা।

স্বপ্নময় ॥ তুই শালা একটা কাক। ময়ূর পুচ্ছধারী কাক। হঠাৎ বড়লোক বৌ পেয়ে বড়লোকের লালটু ছেলের মত হয়ে গেছিস। পাঞ্চালী তোকে ভেড়ুয়া বানিয়ে রেখেছে।

অর্পণ ॥ বাইরে থেকে তোদের তাই মনে হয়। সবাই ভাবিস, ও আমায় মুঠোয় ভরে রেখেছে। শুনে রাখ, পণ্ডি আমার কব্জায়। পুরো কন্ট্রোল করছি।

স্বপ্নময় ॥ আরে যা যা—

অর্পণ ॥ ইয়েস। আমি যা বলব তাই ওকে শুনতে হবে। তা-ই করতে হবে। চালাকি করলে এমন মোচড়টি দেব না—কেঁদে কুল পাবে না, হুঁ-উ।

স্বপ্নময় ॥ ফোট্! ও তোর ভারি তোয়াক্কা করে! বড়লোকের বেটি, খেয়াল হয়েছে তোকে ধরে এনেছে। যেদিন খেয়াল হবে ভাগিয়ে দেবে।

অর্পণ ॥ আবে চাপ! ভাগিয়ে দেবে! আমাকে! [হাসে] কতবার আমার পা ধরে কেঁদেছে?—যেয়োনা অপা, আমায় ছেড়ে যেয়ো না! এমনি তড়পাচ্ছে, যেই বলব চলে যাব, অমনি ধ-অ-স। তখন খুব কষ্ট হয় রে স্বপ্নময়, ভীষণ লজ্জা করে। আসলে ও খুব দুবলা!

[অর্পণ ঝিমোচ্ছে। স্বপ্নময় এক ঢোকে অর্ধেক গেলাস ফাঁকা করে।]

স্বপ্নময় ॥ অপা, অ্যাই অপা—তোদের হাজব্যান্ড ওযাইফের রিলেশনটা কী বকম রে অপা

অর্পণ ॥ [ঝিমুনি ভাঙে] ধ্যুৎ!

স্বপ্নময় ॥ মানে আমাদের মত নর্ম্যাল? মানে পণ্ডি তোকে...

অর্পণ ॥ ছাড় তো। তোর কেবল ওই এক আলোচনা।

স্বপ্নময় ॥ বল্ না শালা...বললে কী হয়? আচ্ছা পাঞ্চালী তোর থেকে একজ্যাক্টলি ক'বছরের বড়? ম্যানেজ করতে পাবিস?

অর্পণ ॥ স্বপ্নময়! আমার একেবারে ভাল লাগে না। রিয়েলি বিশ্রী লাগে। [থেমে] ওর জন্য আমার বড কষ্ট হয!...ব্যাস ছেড়ে দে। এসব ফালতু গ্যাঁজাতে কি বাড়ি থেকে বেরুলাম!

স্বপ্নময় ॥ তা অজ্ঞাতবাসে সময়টা কি নিযে কাটবে বাবা? [রূপোর বলটা সংগে এনেছে ওরা। স্বপ্নময বলটা নিয়ে লোফালুফি খেলতে থাকে।] তোর কাছে ফুটবল কোচিং নেব নাকি শালা!

[খুব কাছেই একটা লোকের চিৎকার শোনা গেল : আলেযা! এই শালী...অলেয়া! হঠাৎ এবাড়ির জনৈক বেহুঁশ খদ্দের কোনো এক আলেযাকে ডাকতে ডাকতে ঢুকে পড়ে।]

লোকটি ॥ কোথায় গেলি শালী! আলেয়া! আলেয়া!

স্বপ্নময় ॥ এই এই এখানে না, এখানে না।

লোকটি ॥ আলেযা! আলেয়া!

স্বপ্নময ॥ দূর মশাই, আলেযা ফালেযা কোথায দেখছেন। যান, নিচে যান।

[লোকটি কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছে না]

লোকটি ॥ এতো বড় সাহস, ঘরে আর একটা বাবু ঢোকালি! আমার বাঁধা ঘরে ঘোগের বাসা! তার গলা জড়িয়ে অনুরোধের আসর শোনানো হচ্ছে! টাকা চাই? বল্ কতো চাই তোর! নে শালী, গোটা মানিব্যাগ নে...

[লোকটি অর্পণের দিকে মানিব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে ধপ করে মেঝেতে বসে।]

অর্পণ ॥ ব্যাগটা মাইরি গড়ের মাঠ! উঠুন...বেরিয়ে যান বলছি...[দরজায় গিয়ে হাঁকে] এই থাকোহরি!

লোকটি ॥ [বিচিত্র সুরে] আলেয়া! আলেয়া! [লোকটির কাণ্ড দেখে অর্পণ হাসে।]

অর্পণ ॥ [লোকটিকে] নবাব, অপনার আলেয়া মুর্শিদাবাদের দরবারে শিককাবাব বানাচ্ছে।

স্বপ্নময় ॥ এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলতো অপা ? (হাঁক পাড়ে) থাকো হরি...

অর্পণ ॥ দরজার দিকে ঘুরিয়ে পেছনে এক লাথি ঝাড়, সোজা মুর্শিদাবাদ।

[থাকোহরি ছুটে আসে। মাঝবয়েসী লোকটা গাঁট্টাগোঁট্টা। পরনে হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি। ছুটোছুটি করে সে গলদঘর্ম। হাতে মদের বোতল। বিধানসভায় মার্শালের যে ভূমিকা, এবাড়িতে থাকোহরিরও তাই।]

থাকোহরি ॥ এই ! এই এখানে কী হচ্ছে ! এ ঘরে ঢুকেছেন কেন ? যান নিচে যান...খবর্দার এঘরে আসবেন না ! নিজের বাঁধা ঘরে গিয়ে গান গান...নাচুন... যান...যা খুশি করুন !

লোকটি ॥ [গান ধরে] মানা করে দে দে সজনী
মানা করে দে
মযলাকালো গযলা ছোঁড়া
যেন ডাকেনা বাঁশিতে। [লোকটি হঠাৎ ছাদের দিকে ছোটে।]
আলেয়া ! আলেযা !

থাকোহরি ॥ অ্যাই, ছাতে যাবেন না—খবর্দাব না ! মাসির অর্ডার ! যান, নিচে যান। যান...এরপর গাঁট্টা লাগাবে।

[লোকটিকে ঠেলাঠেলি করে নিচে পাঠায় থাকোহরি। বাইরে বেলফুলওয়ালার হাঁক বেলফুল—বেলফুল]

অর্পণ ॥ [নেশার ঘোরে] বেলফুল...বেলফুল...হ্যাঁরে স্বপ্নময়, বাড়ির মধ্যে বেলফুল বেচে কে ? আমি কোথায়রে ? বাড়ি না বাজারে ?

থাকোহরি ॥ সন্ধের পরে বাড়িটা বাজার ! অফিসবাড়িতে দেখেননি, করিডোরে দোকান বসে ! এখানেও ফুলওয়ালা, কুলপিওয়ালা, কাবাবওয়ালা সব পাবেন। এই যে, তোমার বোতল নাও স্বপ্নময়দা—

অর্পণ ॥ আমায় একটা বেলফুলের মালা দিবি থাকোহরি।

থাকোহরি ॥ দেব। [বাইরে গোলমাল] ঐ কে আবার কার ঘরে ঢুকল। বাড়িটায় মোট ষাটখানা ঘর অপাদা, ঘরের মধ্যে ঘর, তস্য ঘব। ইনি ওঁর ঘরে ঢুকে পড়ছেন...তিনি এঁর ঘরে। একতলা থেকে পাঁচতলা...এই সামাল দিতে দিতে ডেলি কত যে রক্ত চলে যায় আমার !

[চেঁচামেচি শোনা গেল। একটি কোন পুরুষকে ঘর থেকে তাড়াচ্ছে।]

ওই ! তোমরা দরজাটা ভেজিযে রাখো স্বপ্নময়দা। সন্ধের পর এটা খুলোনা।

[থাকোহরি বেরিয়ে গেল]

স্বপ্নময় ॥ [হেসে] থাকোহরি মাইরি এ বাড়ির মার্শাল।

[স্বপ্নময় দরজা বন্ধ করছে। ওপাশ থেকে ঠেলাঠেলি করে প্রৌঢ় বিভূতি শীল ঢুকল। বিভূতি আত্মবিশ্বাসী রাসভারি মানুষ। হাতে স্যুটকেশ, টিফিন কেরিয়ার। কাঁধে জলের পাত্র।]

স্বপ্নময় ॥ আরে কোথায় ঢুকছেন, এখানে না—এখানে না।

বিভূতি ॥ [গম্ভীর গলায়] কে বললে এখানে না ? এখানেই।

স্বপ্নময় ॥ আরে না দাদু, আপনি যাদের খুঁজছেন তারা সব চারতলা পর্যন্ত। এটা পাঁচতলা।

বিভূতি ॥ কাদের খুঁজছি ? কাউকেই খুঁজছি না। কেউ আমাকে খুঁজুক তাও চাই না। [অদ্ভুত এক ব্যস্ততা নিয়ে এসেছে বিভূতি। বস্তুত এক লহমার জন্যে সে থেমে থাকে না। এসেই পাঞ্জাবিটা খুলে দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়েছে। স্যুটকেশ খুলে এবার লুঙ্গি চাদর গামছা ফোলানো বালিশ বার করে। লুঙ্গি গলিয়ে কাপড় ছাড়ছে।]

স্বপ্নময় ॥ কি চান বলুন তো আপনি ? জামাকাপড় ছাড়ছেন যে ! আপনি কি এখানে থাকবেন নাকি ?

বিভূতি ॥ এটা তো আমারই ঘর।

স্বপ্নময় ॥ মানে ? এ ঘর আমাদের ভাড়া নেওয়া—

বিভূতি ॥ কবে নিয়েছেন ভাড়া ?

স্বপ্নময় ॥ আজই ভোররাতে।

বিভূতি ॥ আমি নিয়েছি চোদ্দবছর আগে। আমরণ চুক্তিতে। যদ্দিন বেঁচে থাকব, এ ঘর আমার।

স্বপ্নময় ॥ যা বাবা ! বাড়িউলি মাসি কি ঘরটা দু-জায়গায় ভাড়া খাটাচ্ছে ?

বিভূতি ॥ খাটাতেই পারে। আমি তো এখানে সব সময় থাকি না। থাকার কথাও ওঠে না। এরকম নোংরা গা-ঘিনঘিনে অস্বাস্থ্যকর বেশরম পরিবেশে কোন্ ভদ্রলোক থাকতে পারে ? নেহাত যখন আমায় সংসার দারাপুত্র পরিবার ছেড়ে পালাতে হয়, মানে তাদের তাড়নায় না পালিয়ে উপায় থাকে না—তখনই এক দুমাস চোখকান বুঁজে কাটিয়ে যাই। বাকি সময়টা ভাড়া খাটায় এরা। তবে চুক্তিতে আছে যখনই আমি আসব, ঘর ফাঁকা করে দিতে হবে।

[বিভূতি একগোছা ধূপ জ্বালিয়ে সারা ঘরে আরতি করে।]

আত্মগোপনের পক্ষে এমন নিশ্চিন্ত জায়গা আর নেই। দিনের বেলা কেউ আসে না। রাতে যারা আসে তারা সতর্ক থাকে, কেউ যেন তাদের না দেখে ফেলে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার ফুরসৎ নেই তাদের। অনেক ভেবেচিন্তেই চোদ্দ বছর আগে জায়গাটা আমি বেছেছিলাম।

অর্পণ ॥ দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে লাথি মেরে বার করে দেতো স্বপ্নময়। [বিভূতির কোন ভাবান্তর হয় না। তার মুখটা পাথরের মত অবিচল। রাগেও না, হাসেও না, কোঁচকায় না পর্যন্ত। চৌকিতে বসে থাকা অর্পণকে আমল না দিয়ে সে চৌকির ওপর চাদরটা বিছোতে আরম্ভ করে।]

অর্পণ ॥ স্বপ্নময় !

স্বপ্নময় ॥ আরে ! আপনি তো পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন। কোন প্রবলেমটার সলিউশন হল না—ওর গায়ের ওপর চাদর পাতছেন !

[চাদরটা এমন কৌশলে ক্রমশ ছড়ায় বিভূতি, অর্পণ সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত পড়ে যায়।]

অর্পণ ॥ স্বপ্নময়!

স্বপ্নময় ॥ আরে মশাই, কী রকম ভদ্দরলোক আপনি! দেখছেন ছেলেটা বেঁহুশ, তাকে ঠেলে ফেলে দিলেন!

অর্পণ ॥ এই জানালা দিয়ে গলিয়ে দেব একতলায় ফেলে? দেব?

[বেহুঁশ অর্পণ বিভূতির পাতা চাদর ধরে মারল টান। এ বাড়ির মাসি টুনিরানি ঢুকল। ভদ্র গৃহস্থের চেহারা আর বেশভূষা এই প্রবীণাব। কথায় বার্তায় শান্ত শিষ্ট।]

টুনি ॥ কী হল?...এ ঘরে বিভূতিদাই থাকবেন। আপনারা বাবারা টাকা ফেরত নিয়ে যান। বাড়িতে আর কোনো ঘর ফাঁকা নেই যে আপনাদের দেবো। কষ্ট করে আর কোনোখানে ব্যবস্থা করে নিন। [বিভূতিকে] এবার অনেকদিন পরে এলেন দাদা। ভাল আছেন তো?

বিভূতি ॥ ভাল থাকলে কি আর ডেরায় আশ্রয়ে আসি টুনি? পরিস্থিতি ঘোরালো।

[অর্পণ ও স্বপ্নময় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।]

টুনি ॥ সব শুনছি। [স্বপ্নময়দের] আপনাদের বিদেয় করতে বড্ড মনে লাগছে বাবারা। [বিভূতিকে] এঁরা মানী মানুষ বিভূতিদা, নামজাদা মানুষ।

বিভূতি ॥ হ্যাঁ নিচে শুনলাম খেলোয়াড। নামেও চিনতে পারলাম।

টুনি ॥ আমার মেয়েরাও অনেকে চেনে। ওদের মধ্যে আবার দুটো দল—একদল আগমনী, একদল দিগ্বিজয়ী।

[বিভূতি ফের চাদর পাতে। ফুঁ দিয়ে বালিশ ফোলায়।]

তা আপনার ছোট মেয়ের বিয়ের কী হল? গেল বারে বলেছিলেন...

বিভূতি ॥ হয়ে গেছে। একরকম একটা দিয়ে দিয়েছি...

টুনি ॥ একরকম বলছেন কেন?

বিভূতি ॥ অবস্থা টবস্থা খুব একটা সুবিধের না।

টুনি ॥ সে যা হয় হোক। জামাই-এর চরিত্র ভালো তো? চরিত্র ভাল হলে, মানুষ শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়।

বিভূতি ॥ দেনা পাওনা মেটাতে পারিনি। শ্বশুর শাশুড়ি মেয়েটাকে তিতিবিরক্ত করছে।

টুনি ॥ লক্ষ্মীর মায়ের ভাতের অভাব! ইচ্ছে কবলেই মেয়েকে আপনি সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারতেন।

বিভূতি ॥ টুনি, টাকা ঢেলে রেখেছি শেয়ারে। বলছি, সবুর করো। শেয়ারের দাম চড়ুক। বিক্রি করে সব মেটাবো। দ্বিগুন দেবো। তা ত্বরই সইছে না।

টুনি ॥ শেয়ার মর্কেট যাচ্ছে কিরকম? গতবারে শেয়ার বেচে কত লাভ করেছিলেন ভাবুন তো। বিশগুণ লাভ। আমার এই ঘরে বসেই—

বিভূতি ॥ সেই ভরসাতেই তো আসা। তোমার ঘরটা আমার পয়া টুনি। [কপালে হাত

ঠেকিয়ে] কাল গণেশের ছবিটা লাগিয়ে দিয়ো—আর থাকোহরিকে দিয়ে ঘরটা আগাগোড়া ফিনাইলে মুছে দিয়ো—আর—

টুনি ॥ আর আপনার টেলিফোন !

বিভূতি ॥ হ্যাঁ টেলিফোন ছাড়া আমি অচল ভৈরব।

টুনি ॥ গেল বারে মনে আছে, সর্বক্ষণ কানে ফোন ধরে বসে আছেন। দাম বাড়ল, দাম কমল—এবেলা বাড়ে ওবেলা কমে—যা টেনশনে ছিলেন একমাস ধরে—[বাইরের গন্ডগোল] ওঃ দুদণ্ড কথা বলার জো নেই। কেবল টেনশান। আমি থাকোহরিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা লাগে বলবেন—

[টুনি বেরুতে গিয়ে স্বপ্নময়দের দিকে তাকিয়ে থামে।]

আপনারা আর দেরি করবেন না। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসুন।

[টুনি দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। অর্পণ ও স্বপ্নময় বোকার মত বিভূতিকে দেখছে। বিছানা সাজিয়ে অর্পণদের শুতে ইংগিত করে বিভূতি।]

অর্পণ ও স্বপ্নময় ॥ আমরা শোবো ?

বিভূতি এসব কুস্থানে এসে সাবধানে থাকতে হয়। নাহলেই একরাশ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু ছেঁকে ধরবে। খালি চৌকিতে গড়াগড়ি দেওয়া ঠিক হয়নি। একজন বালিশটা নাও, একজন তোয়ালেটা মাথায় দাও।

[বিভূতি তার তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিল]

অর্পণ ॥ [বিভূতিকে দেখিয়ে] আব একজন ?

বিভূতি ॥ চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেবে। [হেসে] রাতে আমি ঘুমুই না। শেযারের কাগজপত্র পাহারা দিতে দিতে ঘুমেব অভ্যেস চলে গেছে বহুকাল।...ওই স্যুটকেশে পাঁচ লাখ টাকার শেয়ার আছে। ভাগ্য ভাল হলে, যার থেকে—যার থেকে—ঘুমটুম আমার ছুটে গেছে। [থাকোহরি চা নিয়ে ঢুকল।]

থাকোহরি ॥ বিভূতিদা, চা—

বিভূতি ॥ দাও, দাও...

[থাকোহরি চা দিযে অর্পণদের খালি বোতলটোতল নিযে চলে গেল। বিভূতি চায়ে চুমুক দেয। অর্পণ ও স্বপ্নময় বিছানায বসল।]

স্বপ্নময় ॥ অ্যাই তোর নাক ডাকে ?

অর্পণ ॥ কে জানে ! দেখেছিস স্বপ্নময়, নিজের নাকে কানে যায় না। পরেরটা যায় কেনরে স্বপ্নময় ?

স্বপ্নময় ॥ জেগে ঘুমো। নাকডাকা শুনতে পাবি।

বিভূতি ॥ তাহলে তোমরাও খেলোয়াড়—

স্বপ্নময় ও অর্পণ ॥ হ্যাঁ বিভূতিদা--

বিভূতি ॥ আমিও খেলোয়াড়। ফাটকা খেলি।

অর্পণ ॥ হাতে হাত দিন বিভূতিদা—

বিভূতি ॥ তোমাদের দল গভর্ণরস কাপ পেল না।

অর্পণ ॥ না বিভূতিদা—

বিভূতি ॥ এখানে গা ঢাকা দিয়েছ কেন ? মারের ভয়ে, না হতাশায় ?
স্বপ্নময় ॥ বিভূতিদা দর বাড়াতে।
বিভূতি ॥ আচ্ছা। আমিও তাই। [চায়ে চুমুক দিয়ে] শেয়ারের বিষয় জান কিছু ?
স্বপ্নময় ॥ হ্যাঁ বিভূতিদা—
অর্পণ ॥ না বিভূতিদা, কিছু জানে না।
বিভূতি ॥ এক কোম্পানি দশ টাকা দামের শেয়ার ছেড়েছিল বাজারে। আমি সেগুলো এক একটা বিশ টাকা দামে কিনেছি।
অর্পণ ॥ দশের শেয়ার বিশে।
বিভূতি ॥ এখন এক একটার দাম তিনশো।
অর্পণ ॥ ওরে শালা ! স্বপ্নময়।
বিভূতি ॥ আমার স্পেকুলেশন, ওগুলোর দাম আরও বাড়বে। চারশ-পাঁচশ পর্যন্ত উঠবে। উঠছেও। এখনি এক একটার দাম তিনশ। এইরকম পাঁচ লাখ টাকার শেয়ার রয়েছে আমার কাছে।
স্বপ্নময় ॥ বেচে দিন দাদা। এখনই বেচে দিলে তো অনেক লাভ।
বিভূতি ॥ আমার মেয়ে জামাই ছেলে বউ সবাই তাই বলছে—বেচে দাও। বেচে দাও। এখনি বেচো। বেচে দিয়ে ছোট মেয়ের বিয়ের পাওনা মেটাও ?
স্বপ্নময় ॥ আপনি বেচতে চান না।
বিভূতি ॥ না। এসব গেরস্ত লোকের কথায় বড় লাভের সুযোগ আমি ছাড়ব কেন ? যেখানে দেখতে পাচ্ছি দাম উঠতির পথে, সেখানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই তো ঠিক।
অর্পণ ॥ [সহসা] কদ্দিন অপেক্ষা করবেন ? কোন পর্যন্ত ? কোন অবধি উঠলে তবে ছাড়বেন ? নাকি অপেক্ষাই করবেন ?
বিভূতি ॥ সেই—সেটাই কথা। কবে বেচব ?
অর্পণ ॥ আমার কেসটা শুনুন বিভূতিদা। স্বপ্নময় আড়াই লাখে উঠেছে। আমার ধরুন যদি অতোটা না ওঠে ? মানে আমার ওয়াইফ পাঞ্চালী যদি অতোটা বাড়াতে না পারে—তখন আমি কী করব ?
বিভূতি ॥ ওয়েট করবে।
অর্পণ ॥ বেশ। কতদিন ওয়েট করব ?
বিভূতি ॥ তোমার ডিমান্ড কতো ?
অর্পণ ॥ ওইটেই তো আমি ধরতে পারছি না।
বিভূতি ॥ যথেষ্ট হয়েছে, এনাফ মনে হলেই হলো—
অর্পণ ॥ একজ্যাকটলি। এবার বলুন যথেষ্টটা আমি বুঝব কী করে ?
স্বপ্নময় ॥ এ বাড়ির মেয়েমানুষরা যেমন করে বোঝে।
অর্পণ ॥ তুই চুপ কর। করে বেরুবো এখান থেকে বিভূতি দা ? করে ! করে যথেষ্ট মনে হবে ? এ বেশ্যাবাড়ি করে ছাড়বো দাদা ?
বিভূতি ॥ [বুকে হাত ঘষতে ঘষতে] সেইটাই, সেইটাই সমস্যা। কোন পর্যন্ত ? জাস্ট

পয়েন্টটা ধরা, ধরতে পারা নিয়েই আমারো এ খেলা ভাই। ধরতে পারলে আছি, নাহলে গেছি। ঠিক সময়টি ধরতে না পারলে দাম পড়তে থাকবে। তখন হাত কামড়াতে হবে! বাজার, বাজারের হাওয়াটা চিনতে না পারলে, বুঝতে না পারলে—

অর্পণ ॥ কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি আর আপনি ফেঁসে গেছি বিভূতিদা! আমাদের কী হবে বিভূতিদা?

[অর্পণ হঠাৎ কেঁদে উঠে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। নিচে ঘুঙুরের আওয়াজ, বেলফুল কাবাবের হাঁকাহাঁকি, হাসি হুল্লোড়, চেঁচামেচি এক কুৎসিত বাজারের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বাজারটা নিচের তলায়। ওরা তার মাথার ওপরে।]

বিভূতি ॥ বাড়ির সবাই, এমনকি আমার সহধর্মিনী পর্যন্ত তাড়া করে ফিরছে আমায়—বেচো বেচো! আশু লাভ, অল্প লাভটাই ওরা বোঝে। [থেমে] ওদের তাড়না থেকে বাঁচতে অসুখের অজুহাতে নার্সিংহোমে ইনটেনসিভ কেয়ারে ঢুকেছিলাম—সেখানেও ধাওয়া করেছে। বেচো, বেচো। না পেরে চলে এলাম টুনিমাসির গণিকালয়ে! দেখি কী হয়, দামটা বাড়ে না কমে—! আমার কথা থাক্। তোমাদের ব্যাপারটা শুনি—

[বিভূতি ঘুরে দেখল দুই বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতিটা নিভিয়ে দিল বিভূতি।]

※

[ভোর বেলা। বাড়িটা শান্ত। খোলা জানালার পাশে চেয়ারে বিভূতি শীল। রক্তবর্ণ চোখে আকাশের দিকে চেয়ে। এ ঘরে টেলিফোন বসে গেছে। চৌকিতে অর্পণ একা ঘুমুচ্ছে। এক পাঁজা খবরের কাগজ নিয়ে স্বপ্নময় ঘরে ঢুকেই হইচই বাঁধিয়ে দিল।]

স্বপ্নময় ॥ অপা, অপা, কেস জমে চমচম। ওঠ্ ওঠ্। সবকটা কাগজ ফাটিয়ে লিখেছে রে!

[অর্পণ উঠে বসে। বিভূতি শীল কৌতুহলী হয়। স্বপ্নময় কাগজগুলো চৌকিতে ছড়িয়ে নিয়ে বসে।]

হেডলাইনগুলো শুনুন বিভূতিদা। আনন্দবাজার—[আনন্দবাজার খুলে] 'অর্পণ নিখোঁজ তিনদিন—গেল কোথায় স্বপ্নময়—'

বিভূতি ॥ বেশ একটা কিউরিওসিটি জাগিয়ে দিয়েছে দেখি, অ্যাঁ!

স্বপ্নময় ॥ বর্তমান...[খেলার পাতা খুলে] 'অপা আমাদের—কৃষ্ণ তুষারের দাবি পাল্টা দাবি!'

বিভূতি ॥ বাড়বে বাড়বে, দর বাড়বে! মিডিয়া তোমাদের ব্যাক করছে অর্পণ।

স্বপ্নময় ॥ [আরেকটা কাগজ] যুগান্তর...'.ইস্পাহানির দর তিনলাখ—নমিতা নিমরাজি।

অর্পণ ॥ দু'লাখ!

স্বপ্নময় ॥ লাগাও শালা! উঠেছে উঠেছে বিভূতিদা—আমার দাম তিনলাখ!

[স্বপ্নময় লাফিয়ে বিভূতির সামনে গিয়ে কোমর ঝাঁকিয়ে নাচ দেখায়।]

বিভূতি ॥ নমিতা কে?

স্বপ্নময় ॥ আমার বউ।

বিভূতি ॥ তিনলাখেও তোমার বউ নিমরাজি!

স্বপ্নময় ॥ [বিভূতিকে] হেভি ডাঁটো মেয়ে, বুঝলেন বিভূতিদা, ওর শরীরের এখন যা অবস্থা—গায়ে চাদর মুড়ে ছাড়া পুরুষমানুষের সামনে বেরুতে পারে না। যে কোনও মুহূর্তে নার্সিংহোমে যাবে—তর মধ্যেও ইস্পাহানিকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। চেপে বসে থাক্ নমিতা, তোর হবে।

অর্পণ ॥ থাম তো। আর কোন্ কাগজ কী লিখেছে দ্যাখ।

স্বপ্নময় ॥ গণশক্তি—[গণশক্তি খুলে খবর খুঁজছে]

অর্পণ ॥ পাঞ্চালীর ব্যাপারে কিছু লিখেছে?

স্বপ্নময় ॥ দেখছি—দেখছি—

অর্পণ ॥ পড়্।

স্বপ্নময় ॥ 'খোলাবাজারী অর্থনীতির শিকার বাংলার ক্রীড়াঙ্গন....'

বিভূতি ॥ ধু-স!

স্বপ্নময় ॥ এই যে আজকাল! [আজকাল খুলে চমকে ওঠে] যা শালা!

অর্পণ ॥ কী রে!

বিভূতি ॥ কী হল স্বপ্নময়? পড়ো—অর্পণের খবরটা জানা দরকার—

স্বপ্নময় ॥ [পড়ে] 'আমার স্বামীর পায়ে চোট আছে'—আজকালের প্রতিনিধির কাছে পাঞ্চালীর স্বীকারোক্তি।

অর্পণ ॥ [হতচকিত] চোট আছে মানে!

বিভূতি ॥ নেই চোট?

অর্পণ ॥ আরে ধ্যুৎ! চোটফোট কিচ্ছু নেই। কোনদিন নেই। পুরোফিট। [পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখায়] কোথায় চোট?

বিভূতি ॥ না থাকলে তোমার স্ত্রী বলবে কেন?

অর্পণ ॥ নেকীটা কিভাবে ডোবালো দেখছিস!

বিভূতি ॥ অ্যাহাহা চোট আছে বললে, কে আর তোমাকে মোটা টাকা দিয়ে নেবে। বাজারে কি ফুটোফাটা মাল দাম পায়?

অর্পণ ॥ কীভাবে আমার কেরিয়ারটা ডুম করছে! প্রথম বরটাকে শেষ করে, আমাকে ধরেছে! আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছে! গার্জেনি ফলাচ্ছে!

বিভূতি ॥ মাথা গরম করো না অর্পণ—[বিভূতি টেলিফোন ধরে।] এসো স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলো।

অর্পণ ॥ থামুন তো আপনি। নমিতা ওকে তিনলাখে তুলল! ও তিনলাখ পেলে, আমার পাঁচলাখ পাওয়া উচিত, তা জানেন?

[স্বপ্নময়ের মনে ঘা পড়ে। নৃশংসের মত সে অর্পণের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে শুরু করে]

স্বপ্নময় ॥ [বূপোর বল নাচাতে নাচাতে গান ধরে]
সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী
লাউ-এর আগা খাইলাম ডগা খাইলাম
লাউ দিয়ে বানাই ডুগডুগি—
[আচমকা কাগজের একটা খবরে বিভূতির চোখ আটকে যায়। সে দ্রুত ডায়াল করতে সুরু করে।]

অর্পণ ॥ [স্বপ্নময়কে] তোর পাল্লায় পড়ে ডুবতে হল। কেন তুই আমাকে বাড়ি থেকে বার করে আনলি ? বাড়ি থাকলে পাঞ্চালী এসব রটাতে পারত !

স্বপ্নময় ॥ বাজে কথা বলবি না অপা, আমি তোকে বাড়ি ছাড়তে বলিনি। আমায় এগিয়ে দিতে এসে নিজেই ট্যাক্সিতে চেপে বসলি !পেছন পেছন এলি কেন ?
[বিভূতি এতোক্ষণ টেলিফোনে নিম্নস্বরে চাপা উত্তেজনায় কথা বলছিল।]

বিভূতি ॥ আঃ ! চুপ করো তোমরা। একটা গোলমেলে দেখছি কাগজে। [ফোনে] কী বলছ ? তাও কি হয় নাকি ? না না ঠিক বলছ না...না-না—

অর্পণ ॥ [বিভূতিকে] আপনি জানেন না ! ওর জন্যে আমার এই অবস্থা ! ওই শালার কথায় দিগ্বিজয়ীর কাছে ঘুষ খেয়ে আমার এই দুর্দশা। শালা এইরকম একটা নোংরা বাড়ির মধ্যে—

স্বপ্নময় ॥ মুরদ নেই এককণা, ছুঁকছুঁকুনি ষোলআনা। যা, বউ-এর আঁচল ধরে কাঁদগে যা।
[অর্পণ ছুটে গিয়ে স্বপ্নময়ের গালে চড় মারে। স্বপ্নময়ও তেড়ে আসে। বিভূতি উত্তেজিত হযে ওঠে।]

বিভূতি ॥ [ধমক দেয়] কী হচ্ছে ? না, নিজেদের মধ্যে এরকম করে না। তোমার আমার আর অর্পণের সময়টা এখন গোলমেলে। মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই—। যাও স্বপ্নময়, বাইরে যাও, ছাতে গিয়ে বসো।
গবিভূতি স্বপ্নময়কে বাইরে পাঠায়। অর্পণ চৌকিতে মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে।]
[ফোনে] এ হতে পারে না। তুমি ভুল খবর পেয়েছ। শিগগির খোঁজ নিয়ে ফোন করো। আমি ওয়েট করছি। আর হ্যাঁ শোনো-হ্যালো—
[অর্পণ চৌকিতে মুখ গুঁজে জোরে জোরে কাঁদছে।]
ওঃ পাগল করে মারবে তোমরা ! আর একবার টুঁ শব্দ করলে ঘর থেকে বার করে দেব। [ফোনে] হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো—

অঙ্ক ২ // দৃশ্য ২

[পাঞ্চালীর কাজের ঘর। বাড়ির নক্সা আঁকাজোকা করছে পাঞ্চালী। একটানা অনেকক্ষণ কাজ করে গলদঘর্ম। চারদিকে কাগজপত্র ছড়ানো। ভরদুপুর। পাঞ্চালীর লাঞ্চ নিয়ে ঢুকল যমুনা। টোস্ট, শশার টুকরো, পুডিং, চা।]

যমুনা ॥ কাজটা বন্ধ করে খেয়ে নাও। কই, এসো...

পাঞ্চালী ॥ আজ যমুনাদির স্পেশাল কি? আরে, পুডিং! [পুডিং খেযে] একসেলেন্ট! অ্যাজ ইউজুয়াল!

যমুনা ॥ ভাতও করেছি, একটু খাবে?

পাঞ্চালী ॥ না না, ভাতফাত না।

যমুনা ॥ এতো কম খেলে শরীর থাকবে না।

পাঞ্চালী ॥ ঠিক থাকবে। আমাব শরীর ঠিকই থাকবে।
[দবজায বেল বাজছে। যমুনা খুলে দিল। কৃষ্ণ মল্লিক দেখা দিল।]

কৃষ্ণ ॥ পাঞ্চালী আছে?

পাঞ্চালী ॥ আবে মিস্টাব মল্লিক! আসুন।

কৃষ্ণ ॥ [এগিযে আসতে আসতে] অসমযে এসে পডলাম।

পাঞ্চালী ॥ না না বসুন। আমারই লাঞ্চেব দেবি হযে গেল।

কৃষ্ণ ॥ টেক ইওব টাইম। আমাব তাডা নেই।

পাঞ্চালী ॥ আমাব একটু তাডা আছে। ব-ুন, কী ব্যাপার। যমুনাদি চা ঢালো। মিস্টার মল্লিককে দাও। [যমুনা চা ঢালতে লাগল।]

কৃষ্ণ ॥ ব্যাপার—বুঝতেই পাবছ—অপার ব্যাপারে কী স্থির করলে?

পাঞ্চালী ॥ আমার যা বলার সে তো আমি কাগজের লোকদের জানিয়ে দিযেছি—

কৃষ্ণ ॥ পাযে চোট!

পাঞ্চালী ॥ অনেক দিনের পুরনো চোট মিস্টার মল্লিক। সেটা চেপেচুপে চালাচ্ছিল। ভেবে দেখলাম, এটা অন্যায। এইভাবে ক্লাবকে ঠকানো। তাই আমি ওকে জোর করে বাইরে পাঠিয়েছি, পা সারাতে। না না, চোট না সারিযে ওর পক্ষে এ বছর খেলা সম্ভব হবে না। আমি দেব না খেলতে।

কৃষ্ণ ॥ বসো বসো। দাঁড়িযে দাঁড়িযে খেতে নেই, আর খেতে খেতে মিছে কথা বলতে নেই পাঞ্চালী। আমাব ক্লাবের ডাক্তার কোচ কেউ কখনো টের পেল না ছেলেটার পায়ে চোট!

পাঞ্চালী ॥ আপনি ওর শেষের দিককার পারফরম্যানস্‌গুলো অ্যানালাইজ করে দেখুন

আমার কথা কতখানি সত্যি ! মিস্টার মল্লিক এইসব খেলোয়াড়রা ডাক্তার কোচদের কিভাবে হাত করে টাকা কামিয়ে যায়, তাকি আপনাকেও বোঝাতে হবে !

কৃষ্ণ ।। আমি তোমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে আসিনি। বেশ তোমার কথাই সত্যি। এখন বলো, আমার টাকার কী ব্যবস্থা করবে।

পাঞ্চালী ।। টাকা !

কৃষ্ণ ।। পনেরো তারিখ রাত্তিরে—তিনটে সাড়ে তিনটে হবে—অপা আর স্বপ্নময় আমার কাছে যায়। আগমনীতে খেলবে জানিয়ে অপা আমার কাছ থেকে পনেরো হাজার টাকা অ্যাডভানস্ নেয় ! [পাঞ্চালী জোর বিষম খায়] জল খাও, জল খাও। শুকনো পাঁউরুটি গলায় আটকে গেলে—

পাঞ্চালী ।। আমি আজ খুব ব্যস্ত। প্লিজ আপনি উঠুন মিস্টার মল্লিক।

কৃষ্ণ ।। আমার টাকা—

পাঞ্চালী ।। যে নিয়েছে তার কাছে বুঝে নেবেন। ও ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, কথাও বলব না।

কৃষ্ণ ।। এবার যে আমার আশ্চর্য হবার পালা মা পাঞ্চালী। তুমি তাকে পা সারাতে বাইরে পাঠালে—কাগজে লম্বা চওড়া স্টেটমেন্ট দিয়ে বেড়াচ্ছো—এখন স্বামীর জালজোচ্চুরি সামলাবে কি ও পাড়ার নন্দ ঘোষ ?

পাঞ্চালী ।। [তারস্বরে] ডোন্ট ইউ নো, হি ইজ এ চীট ! হোয়াই ডিড ইউ গিভ হিম মানি ? দু দুবার আপনি ঠকেছেন মিস্টার মল্লিক, আপনার ব্যাপারে আমার কোনো সিমপ্যাথি নেই। ও-কে ?

যমুনা ।। টাকা যে নিয়েছে, কোনো লেখাপড়া আছে আপনার ?

পাঞ্চালী ।। চুপ করো যমুনাদি—

কৃষ্ণ ।। এসব লেনদেনে লেখাপড়া হয় না।

যমুনা ।। তবে তাকে বাড়ি ফিরতে দিন।

কৃষ্ণ ।। কবে ফিরবে সে ? শহরের গণিকালায়ে শুধু পা কেন, সর্বাংগের চিকিচ্ছে চলেছে তার। খুব তাড়াতাড়ি কি সুস্থ হয়ে বেরুবে ?

যমুনা ।। এসব কী বলছেন আপনি ?

কৃষ্ণ ।। আরে হ্যাঁ, শহরের সব হোটেলে টুঁড়ে ফেলেছি। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ঘরদোর তন্নতন্ন করে খুঁজেছি ! মানে যেখানে যেখানে ওরা যেতে পারে, বাদ রাখিনি কোনোখানে। পুলিশেব ধারণা কোনো বেশ্যাপল্লীতে ঢুকে—
[কাপের চাটুকু এক চুমুকে গলায় ঢেলে টানটান হয়ে বসে পাঞ্চালী।]

পাঞ্চালী ।। এনাফ ইজ এনাফ ! আপনার থেকে পনেরো হাজার নিয়েছে। আচ্ছা আমি যদি ত্রিশ হাজারের একটা রসিদ আপনাকে বানিয়ে দি, সুবিধে হবে আপনার—শয়তানের গলাটা টিপে ধরার ? [পাঞ্চালী প্যাডের ওপর রসিদ লিখছে।]

যমুনা ।। [পাঞ্চালীকে] কী লিখছ !

পাঞ্চালী ।। চুপ ! কোনো কথা বলবে না। সরে যাও।

কৃষ্ণ ॥ প্লেয়ারদের কী করে তুলতে হয়—কী করে মাঠের বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হয় কৃষ্ণ মল্লিক জানে। [পাণ্ডালী রসিদটা দিল।]

এটা পেয়ে নৈতিকভাবে আরো শক্তিশালী হলাম। থ্যাঙ্ক ইউ!

[কৃষ্ণ মল্লিক চলে গেল।]

যমুনা ॥ কী করলে তুমি পাণ্ডালী!

পাণ্ডালী ॥ ঠিক করেছি, ভীষণ ঠিক করেছি। যারা এতটুকু শয়তান, তাদের আমি এতোবড় করে দেখাবো। দেখি তোরা কি করে দাঁড়াস বাজারে! এসব রাজর্ষিদের আমি ছাড়ব না।

[পাণ্ডালী দ্রুত হাতে সাদা কাগজের ওপর স্কেল ফেলে দাগ টানতে থাকে।]

যমুনা ॥ তোমাকে বুঝতে পারি না। আরে, কার সর্বনাশটা করছ তুমি!

পাণ্ডালী ॥ তুমি কি ভাবছ, এই ছেলেটার জন্যে আমি এখনো আশা করব, এখনো? [প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে] ফিনিশড্। শেষ! যাও, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। বিরক্ত কোরো না।

[পাণ্ডালী আঁকজোক সুরু করল। যমুনা কাপ প্লেট তুলে নিয়ে ভেতরে গেল। বাইরের দরজা ঠেলে লাড্ডু ঘোষ ও অর্পণের দাদা ঢুকল। দাদা লাড্ডুর হাত ধরে আছে। ঘরের মধ্যে এরোপ্লেন ঢুকতে দেখলেও এত চমকাতো না পাণ্ডালী।]

পাণ্ডালী ॥ একী!

লাড্ডু ॥ বেহালা থেকে দাদাকেই নিয়ে এলাম ভাই পাণ্ডালী।

পাণ্ডালী ॥ কেন?

লাড্ডু প্রমাণ।

পাণ্ডালী ॥ কিসের?

লাড্ডু ॥ অপা যে সে রাতে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে তার সাক্ষী!

[দাদা হাসিমুখে পাণ্ডালীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ছে।]

পাণ্ডালী ॥ নিয়ে যান, নিয়ে যান ওঁকে।

লাড্ডু ॥ উনি তোমায় বলবেন সে রাতে—

পাণ্ডালী ॥ না, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি যান, বেরিয়ে যান।

লাড্ডু ॥ ছিঃ পাণ্ডালী, উনি তোমার ভাসুর!

পাণ্ডালী ॥ অসহ্য! অসহ্য! [জোরে] যমুনাদি, আরে এই যমুনাদি, কী করো, দরজায় চাবি দিয়ে রাখতে পারো না! হুটহাট সব লোক ঢুকে পড়ছে, আমি কাজটা করব কখন? [পাণ্ডালী ভেতরে চলে যায়।]

লাড্ডু ॥ হোয়াট ইজ দিস? এ কি ধরনের ট্রিটমেন্ট!

[দাদা লাড্ডুকে টেনে এনে বসায়।]

দাদা ॥ [লাড্ডুর কানে]...

লাড্ডু ॥ না না মনে করব কেন, আর মনে করলেই বা আমার চলবে কেন? টাকার হিসেবটা তো ক্লাবকে আমাকেই দিতে হবে!

[কৃষ্ণ মল্লিক দরজা ঠেলে ঢুকলো।]

কৃষ্ণ ॥ তা'লে তোদের কাছ থেকেও মাল খসিয়েছে!

লাড্ডু ॥ তোমার গাড়ি যে বেরিয়ে যেতে দেখলাম...

কৃষ্ণ ॥ তোর গাড়ি যে ঢুকতে দেখলাম।

লাড্ডু ॥ আর বলো কেন দাদা, ছোঁড়াগুলো মাঠে না পারুক, বাইরে কীরকম ডজ করছে দেখছ। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে!

কৃষ্ণ ॥ কেন এদের আমি চাকর বাকরের মত ট্রিট করি, এবার বুঝতে পারছিস?

লাড্ডু ॥ কলম্বিয়ায় যেমন প্লেয়ারকে গুলি করে মেরেছে—এখানেও গোলাগুলি চলবে, সুরু হলে বলে—অল ইন দ্য গেম!

কৃষ্ণ ॥ [হেসে, দাদাকে দেখিয়ে] এ মালটিকে কি বাড়ি থেকে তুলে আনলি?

লাড্ডু ॥ সিম্পল লজিক। অতো টাকা নিয়ে নিশ্চয় বেপাত্তা হবে না, কোথাও গচ্ছিত রেখে যাবে! বেহালায় যেতেই সব ফাঁস!

কৃষ্ণ ॥ [হেসে, দাদাকে] কী ভাই এর কারবার ফাঁস করে দিয়েছ?

[দাদা হেসে ঘাড় নাড়ে।]

লাড্ডু ॥ ইনি অবশ্য বাইপাসের হাওয়া খেয়ে খুব খুশি!

কৃষ্ণ ॥ [দাদাকে] তাই বুঝি?

দাদা ॥ [লাড্ডুর কানে]...

লাড্ডু ॥ [খিঁচিয়ে] আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ফেরার সময়ও বাইপাস দিয়ে ফিরব।

কৃষ্ণ ॥ যে আছে যার তালে।

লাড্ডু ॥ [জোরে] কৃষ্ণদা, অপার স্ত্রী যদি আর পাঁচমিনিটের মধ্যে আমার সঙ্গে ফয়সালায় না আসে, আমি এঁকে নিয়ে এক্ষুনি প্রেসক্লাবে যাবো। সাংবাদিক ডেকে শোনাবো—

কৃষ্ণ ॥ কী শোনাবি, আগে সেটা আমায় শোনা।

লাড্ডু ॥ [দাদাকে] বলুন, সে রাতে আপনি যা যা দেখেছিলেন—

[দাদা লাড্ডুর কানে ফিসফিস করে। লাড্ডু শুনতে শুনতে রিলে করে।]

লাড্ডু ॥ গভীর রাত—বাড়ির সবাই ঘুমুচ্ছে—ঠক ঠক ঠক—এঁর স্ত্রী জেগে উঠে দরজা খুলে দিলেন—সামনে অপা—অপার দুপকেটে গোছা গোছা টাকা—অপা বৌদির হাতে টাকাগুলো দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কৃষ্ণ ॥ তোর এ সাক্ষী চলবে না লাড্ডু।

লাড্ডু ॥ কেন?

কৃষ্ণ ॥ উনি যে ঠিক এই কথাগুলোই তোর কানে বলছেন তার ঠিক কী? এমন না তো, উনি বলছেন এক রকম, তুই শোনাচ্ছিস তোর মতো?

লাড্ডু ॥ [দাদাকে] ওঁকে বলুন তো...আরে বলুন না—বাইপাসে হাওয়া খাওয়াবো—

[দাদা কৃষ্ণের কানে ফিসফিস করে। কৃষ্ণ রিলে করে।]

কৃষ্ণ ॥ স্ত্রী দরজা বন্ধ করে দিলেন—ইনি কাঁথার ফাঁক দিয়ে দেখছেন—স্ত্রী বিছানায় এসে বসলেন—গায়ে হাত বোলাচ্ছেন—এবার তোমার চিকিচ্ছে করব—অপা টাকা দিয়ে গেছে—তোমাকে ভালো করব—বলতে বলতে উত্তেজিত ভাবে স্ত্রী—[থেমে] ধ্যুৎ! ধ্যুৎ!

লাড্ডু ॥ কী ? কী ?

কৃষ্ণ ॥ ঘন ঘন চুমু খেতে লাগল। এর গালে!

লাড্ডু ॥ এসব তো আমায় বলে নি!

কৃষ্ণ ॥ তোকে চুমুর কথা বলেনি ? [দাদাকে] যান ওকে বলুন।

[দাদা লাড্ডুর কানের কাছে মুখ নিয়ে যায়।]

লাড্ডু ॥ [শুনতে শুনতে] অল্ ইনদ্য গেম! অল ইন দ্য গেম!

[পাঞ্চালী ঢুকল। হাতে এক টুকরো কাগজ।]

পাঞ্চালী ॥ [লাড্ডুকে] এই নিন আপনার রসিদ। অ্যামাউন্টটা বসিয়ে নেবেন। যা দিয়েছেন, তার ডবল বসিয়ে নেবেন। ব্যস্! আর কোনো কথা নয়। আমার কাজ আছে। যান—যান বলছি আপনারা...

কৃষ্ণ ॥ এবার প্রেসক্লাবে যাওয়া যায়।

পাঞ্চালী ॥ যান, যেখানে খুশি যান। যা খুশি করুন গিয়ে। প্লেয়ারদেরই কেবল গুলি করে মারতে হয! আপনাদের নয়, তাই না ? নিজেদের গদি রাখতে, প্রভুত্ব রাখতে প্লেয়ারদের সর্বনাশগুলো যাঁরা করছে—খেলার মাঠটাকে ফাটকাবাজার কারা বানিয়েছে—কোন বানিয়ার দল—সেটাও নিশ্চয় দেখবে সাংবাদিকরা—যান, বেরোন—দরজা বন্ধ করব—

[কৃষ্ণ ও লাড্ডুকে তাড়িয়ে বার করে দেয় পাঞ্চালী। যমুনা ছুটে এলো।]

যমুনা ॥ বাঃ! সবাই চলে গেল—এখন এঁকে বেহালা পৌঁছে দেবে কে ?

[পাঞ্চালী দাদার দিকে ঘুবল। তার রক্তবর্ণ চোখমুখ দেখে দাদা ভয়ে এতোটুকু]

পাঞ্চালী ॥ আর কখনো এখানে আসবেন না আপনারা।

[এরোপ্লেনেব গুমগুম আওয়াজ ভেসে এল].

আপনার ভাই এখানে থাকে না। আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। মাথায় ঢুকছে কিছু ?

যমুনা ॥ আঃ পাঞ্চালী। কাকে কি বলছ! এসো তো—

[যমুনা পাঞ্চালীর হাত ধরে ভেতরের ঘরের দিকে টানে। পাঞ্চালী হাত ছাডিয়ে নেয়।]

পাঞ্চালী ॥ এই বেহালার ভূত—বেহালার ভূত তাড়া করছে অপাকে। আমি ঠিক জানতাম, অপার ঘাড়ের এই ভূত না ছাড়ালে ওকে রাখা যাবে না! অপাকে শেষ করে দেবে এরা—

যমুনা ॥ কী হচ্ছে কী! দেখছ ভদ্রলোক ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন!

পাঞ্চালী ॥ রাতদুপুরে লোকের সঙ্গে জোচ্চুরি করে পকেট ভর্তি করেছে কেন, এই এর চিকিচ্ছের জন্যে! আমার গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল আস্তাকুঁড়ের ধোঁয়া কখনও স্বর্গে যায না! সরাও সব—

[পাঞ্চালী এক চাপড়ে আঁকার সরঞ্জাম ছিটকে ফেলে।]

যমুনা ॥ ভাঙো, ভাঙো! সব ভেঙে ফেলো! নিজের গড়া জগত্ নিজে বিসর্জন দাও।
[যমুনা দাদার হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। দাদা নীরবে কাঁদছে।

এরোপ্লেনটার চক্কর মিলিয়ে যেতে না যেতে টেলিফোন বাজে। পাঞ্চালী টেলিফোন ধরে।]

পাঞ্চালী ॥ কেরে বুবাই ? অ্যাদ্দিনে মামমামকে মনে পড়ল ? ও, আর আমার বুঝি কষ্ট হয় না ? কতদিন দেখিনি তোকে সোনা ! আজ আয় না বুবাই, আমরা একসঙ্গে...হ্যাঁ হ্যাঁ বল্ না কী দিতে হবে ?...এসব কী বলছিস তুই ! ওরে তোর মাথাতেও ঢুকিয়েছে ? টাকা না পেলে ছাড়বে না তোকে ! তোর বাবাকে দে। [একটু থেমে] কী ভেবেছ তুমি ! ছেলের জন্যে মুক্তিপণ দিতে হবে আমায় ! ছেলে সামনে রেখে ব্যবসা হচ্ছে ! ব্যবসা ! টাকা তুমি পাবে না রাজর্ষি। [পাঞ্চালীর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে] না ! [একটু থেমে] না [ধমকের সুরে] বললাম তো না ! না ! ছেলে চাই না আমার !

[পাঞ্চালী রিসিভার নামায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাইরের দরজায় ফটিক।]

ফটিক ॥ দাদা এসেছে ?

পাঞ্চালী ॥ হ্যাঁ—

ফটিক ॥ ভালো আছে তো ?—তোমাদের বিরক্ত করেনি তো ?

পাঞ্চালী ॥ ওঁর সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন।

ফটিক ॥ কী সব কাণ্ড বলো তো। হঠাৎ ফ্যাক্টরিতে ফোন। কে লাড্ডু ঘোষ ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ! দ্যাখো তো অসুস্থ লোককে ধরে টানাটানি—

পাঞ্চালী ॥ ছোট ভাইয়ের কথা কিছু জিগ্যেস করলেন না ?

ফটিক ॥ কোনো খোঁজ পাওয়া গেল ?

পাঞ্চালী ॥ পেয়েছি।

ফটিক ॥ বাঁচা গেল।

পাঞ্চালী ॥ জিগ্যেস করলেন না, কোথায় আছে সে !

ফটিক ॥ কোথায় ?

পাঞ্চালী ॥ শহরের নোংরা পাড়াগুলো খুঁজুন গিয়ে, পেয়ে যাবেন।

ফটিক ॥ আচ্ছা।

পাঞ্চালী ॥ কী ব্যাপার ? আপনি তো একটুও চমকালেন না !

ফটিক ॥ চমকাবো কেন ? আমারো মনে হচ্ছিল অমনি কোথাও থাকবে !

পাঞ্চালী ॥ ভাইকে এতোটাই চেনেন !

ফটিক ॥ তা ধরো, আত্মীয় স্বজন কারো সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই—নেই মানে রাখতে দাওনি বলেই নেই—বাড়ি থেকে পালিয়ে সে আর কোথায় গিয়ে উঠবে ? অসামাজিক পতিত অঞ্চলই খুঁজবে। সমাজের সঙ্গে যোগ না থাকলে সেটাই তো স্বাভাবিক !

পাঞ্চালী ॥ আপনি সবসময় অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় আমাকেই দোষী করেন। সে কিন্তু পালিয়েছে আপনাদের পরিবারের স্বার্থে লোক ঠকিয়ে ! আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে তার যেটুকু ট্যালেন্ট. সে যে অনেক আগেই গোল্লায় যেত, তাও তো দেখছেন আজ।

ফটিক ॥ ট্যালেন্ট—প্রতিভা—জিনিসটা কি সৃষ্টিছাড়া কিছু ? তার কোনো সামাজিক দায় কিংবা বন্ধন থাকবে না ? সবকিছুকে অস্বীকার করে কেবল প্রতিভা পুজোর ফল কিন্তু এই হয় পাণ্ডালী। প্রতিভাবানরা তখন নিজেদের ভাবে অলৌকিক ! দুনিয়ার সবকিছুর ওপরে তারা। শেষ পর্যন্ত নিজেদের পাওনা ছাড়া আর কিছু মাথায় থাকে না। কেবল পেতেই চায়, কেবল নিজের বিক্রয়যোগ্যতা দেখে বেড়ায় ! কোন্ দেশে জন্ম তার—তার পাশের মানুষটা কী কাজ করে কতো পাচ্ছে, কী খাচ্ছে—কিচ্ছু তাব মাথায থাকে না ! পাণ্ডালী তুমি গডবে বাঘ, চাইবে তারা রক্ত না খাক্—এ কখনো হয !

পাণ্ডালী ॥ [ভেঙে পডে] আমি—আমি—তার মানে আমিই তার সর্বনাশ করেছি !

ফটিক ॥ সত্যি তোমাকে এতো কথা বলতে চাইনি পাণ্ডালী। বলবই বা কোন মুখে ? আজই শুনলাম কবে মাঝরাতে লুকিযে বডবৌদিকে অপা একবাশ টাকা দিযে এসেছে।আমি জানলে এটা হতে দিতাম না, বিশ্বাস কবো। টাকাটা যে তোমাকে ফিবিযে দিযে যাব তারও উপায় নেই। বডবৌদি ছাডছে না। দুঃখী মানুষ তো ! একবাব মুঠো কবলে, আব মুঠো খুলতে চায না।

[যমুনাব সংগে দাদা বেরিযে আসে। হাতে বৃপোব পবীটা। সেটা লুকোবাব চেষ্টা করছে।]

ফটিক ॥ বাডি থেকে বেবিযেছ কেন ? তোমাব জন্যে কাজকর্ম কিছু কবা যাবে না ? হাজারবাব বলেছি, আমাকে না বলে বেবুবে না। চলো, বাডি চলো। [পরীটা দেখতে পেযে] ওটা কি ? ওঃ আবাব তুমি—বাখো...বেখে দাও।

[দাদা কিছুতে মূর্তিটা ছাডছে না।]

পাণ্ডালী ॥ [সজল চোখে] ছেডে দিন—ওটা ওঁকে নিযে যেতে দিন। একটা ঠুঁটো মূর্তি বেখে কী লাভ ? [দাদা কৃতজ্ঞ চোখে পাণ্ডালীব দিকে তাকিযে।]

অঙ্ক ২ // দৃশ্য ৩

[ছাতের ঘবে বিভূতি শীল—জানালায পা তুলে নির্নিমেষ। নিদ্রাহাবা দুচোখ বক্তবর্ণ। দুদিনেব খোঁচা খোঁচা দাডি। টুনি বিভূতির চা নিযে ঢুকল।]

টুনি ॥ চা...

বিভূতি ॥ অ্যা ! হ্যাঁ। কই দাও দাও। বুকটা ঝাঁ ঝাঁ করছে...চা-চা করছে। [চাযে চুমুক দিযে] আঃ ! বাঃ ! চমৎকার লিকারটি হযেছে। বাইরে থাকলে তোমার হাতের চাযের কথা খুব মনে পডে টুনি...

[টুনি থমথমে মুখে বিভূতিব দিকে চেয়ে]

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না !

টুনি ॥ কদিন চান না ঘুম না...চেয়ারটার ওপর বসে আছেন একটানা।

বিভূতি ॥ [দাড়ি চুলে হাত বুলিয়ে] অ্যাঁ! তাইতো! কদিন হলো? [হাসে] পঞ্চমুণ্ডির আসনে শবসাধনা জানো তো! আমার হয়েছে শেয়ার সাধনা!

[টুনি মুখে আঁচল দিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে]

টুনি ॥ আমি বড় হতভাগী দাদা। আমার ঘরে বসেই এতোবড় সর্বনাশটা হলো আপনার!

বিভূতি ॥ আরে ধ্যুৎ! ও যা হবার হয়ে গেছে! কী করা যাবে! দ্যাখো বাপু, আমি কারো জন্যে কাঁদি না, কেউ আমার জন্যে কাঁদুক, তাও চাই না।

টুনি ॥ [চোখ মুছে] এক একটা শেয়ার তিনশো টাকায় উঠেছিল! পাঁচলাখ টাকার শেয়ার সময়মত ছাড়লে আজ আপনাকে পায় কে দাদা! সেই শেয়ার সব বাতিল হয়ে গেল! কী করে যে আপনি সহ্য করছেন জানিনে।

বিভূতি ॥ দ্যাখো বাপু, পুঁটিমাছের হৃৎপিণ্ড সমুদ্রে অচল। শেয়ার মার্কেট সমুদ্রের মতো। ডুবে যেতে পারি, হারিয়ে যেতে পারি জেনেই তো ঝাঁপ দিয়েছি। ক্যালকুলেশান! সময় মতো ছাড়তে পারলেই তুমি শাহানশা, সময় চিনতে ভুল করলেই তুমি ঝুললে! আমার ভুল হয়েছে! হতেই পারে!

টুনি ॥ তা বলে এইভাবে ফতুর হওয়া!

বিভূতি ॥ [কাপে শেষ চুমুক দিয়ে] দ্যাখো টুনি আমার জীবনে আমি কখনো শেযার টেনটেড হতে দেখিনি! শুনেছি কোনো কোম্পানির বড রকমের জালজোচ্চুরি ধরা পড়লে, সে কোম্পানির বাজারে চালু সব শেয়ার অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বাতিল হয়ে যায়। হবি তো হ আমার বেলাতেই হলো! অতি লাভ করতে গিয়ে...যাক্ গে, চিরতরে বাতিল তো নয়। মরা শেয়ার আবার গা ঝাডা দিয়ে উঠবে কোনোদিন...

টুনি ॥ কবে উঠবে...আর কি আগের দাম পাবেন...

বিভূতি ॥ তা বটে! কবে পাবো, কতো পাবো...মূল ইনভেসট্‌মেন্টের টেন পার্সেন্টও মিলবে কিনা...নাঃ! এসব অনিশ্চিত ব্যাপার ভেবে কোনো লাভ নেই! নাউ ওয়েট...আনটিল ফার্দার ডেভলপমেন্ট!

[বিভূতি তার জামাকাপড টুকিটাকি মালপত্র ব্যাগে ভরতে শুরু করে।]

টুনি ॥ ব্যাগ গোছাচ্ছেন যে!

বিভূতি ॥ যাই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি। আর তো আত্মগোপনের কোনো মানে নেই। মরা শেয়ার ধরে কে আর টানাটানি করবে! [চাদর বালিশ গুছোতে গিয়ে থামে]।..অপা স্বপ্নময়রা গেল ইস্পাহানির কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। মনে হচ্ছে দুজনেই ঢুকে গেল। ভালো দামই পেয়েছে আশা করি...

টুনি ॥ [বিভুতির মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে] থামুন তো। বাড়ির লোকের হাতে কী হেনস্থাটা হবেন, একবার ভাবছেন না? যখন দাম চড়েছিল, ওরা পইপই করে বেচে দিতে বলেছিল! এখন নিঃস্ব হয়ে ফিরলে তারা ছেড়ে দেবে!

বিভূতি ॥ মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবে, এই তো? জুয়োর টাকা ভোগ করায় কাবুর আপত্তি

নেই, হেরে গেছি তাই শালা জুয়াচোর! ওসব আমার গা সওয়া হয়ে গেছে টুনি। আমি ওসব তোয়াক্কা করিনে!

[বিভূতি টুনির হাত থেকে জামা কেড়ে নিয়ে ব্যাগে ঢোকাচ্ছে]

টুনি ॥ কিন্তু ছোট মেয়েটা! সে অভাগী তো আপনার শেয়ার দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা ঠেকিয়ে রেখেছে!

বিভূতি ॥ হুঁ, শেয়ার বেচায় ওরই ছিল বড় তাগিদ।

টুনি ॥ [কেঁদে] কোন মুখে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াবেন? কী জবাব দেবেন?

বিভূতি ॥ [বাঁকা হাসিতে] আমার অবস্থা সেই ছাগলের মতো—বুঝলে, বনের মধ্যে বাঘের সঙ্গে দেখা। বলে, তোর যে একপাল বাচ্চা হবার কথা ছিল, তারা কই? ছাগল বলে, বাঘদাদা এ বিয়েন শেযালে খেয়েছে। ধর্যি ধরো। পরের বারে তুমি খেয়ো। সবাইকে বলব বাপু ধর্যি ধরো। পরের বারে আর ক্যালকুলেশানে ভুল করব না।

টুনি ॥ আবার! আবার শেযারে টাকা ঢালবেন?

বিভূতি ॥ নিশ্চযই! আবাব একদিন তোমার ঘরে এসে লুকোবো!

টুনি ॥ মানুষ না...আপনি মানুষ না।

বিভূতি ॥ মানুয মানুষ...সারা গাযে থিকথিক করছে মানুষ, বলে মানুষ না! হ্যাঁগো, আমাব লুকোবাব জাযগাটা থাকবে তো? নাকি সেটাও টেনটেড হয়ে গেল!

টুনি ॥ [নিজেকে সংযত করে] থাকবে, থাকবে। আমি যতকাল আছি, আপনার জাযগাও আছে।

বিভূতি ॥ আজ তবে আসি...

[বিভূতি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। টুনি প্রায আর্তনাদ করে ছুটে এসে বিভূতির পা জডিযে ধরে।]

টুনি ॥ যাবেন না, কিছুতে যেতে পারবেন না! আপনার পা দুটো ধরছি দাদা।

বিভূতি ॥ [সন্দেহেব গলায়] কী ব্যাপার বলো তো! কোনোবার তো এভাবে আটকাও না। আজ তোমার হলো কী!

টুনি ॥ [নিজেকে সামলে নিয়ে] হবে আবাব কী! আপনার এই মনের অবস্থায়, একা একা পথে-ঘাটে ছেড়ে দেওযা যায়?

বিভূতি ॥ আশ্চর্য! তুমি আমায নিয়ে এতো ভাবছ কেন?

টুনি ॥ ভাববো না! বাঃ। এতো বছর আসছেন যাচ্ছেন...এটুকু সম্পর্ক তো মানুষে মানুষে...

বিভূতি ॥ [তীক্ষ্ণ স্বরে] আমি এখানে কোনো সম্পর্ক পাতাতে আসি না! নেহাৎ বাধ্য না হলে এরকম একটা জায়গায় বসবাস করার কথা ভাবতেও পারিনা।

টুনি ॥ [ক্ষুব্ধ গলায়] জানি জানি, টাকার টানে ভাবতে পারেন...মানুষের টানে পরেন না! যাবেন যান, আর এমুখো আসবেন না!

বিভূতি ॥ কী হয়েছে? ঠিক করে বলোতো কী হয়েছে? আসতে কেন বারণ করলে?

[টুনি ঝরঝর করে কাঁদছে]

বিভূতি ॥ টুনি !

[অর্পণ ঢোকে। উদ্‌ভ্রান্ত, নেশা করে বেসামাল। দেখে মনে হয় সব হারিয়ে এসেছে সে। টুনি ও বিভূতি তাকে দেখে চমকে ওঠে।]

বিভূতি ॥ একী, তুমি ফিরে এলে যে—

অর্পণ ॥ মরতে এসেছি বিভূতিদা, ওরা আমাকে বাঁচতে দিল না—

টুনি ॥ মর মর সবাই মর, মরতেই সব এখানে আসে ! এ বাড়ি ছাড়া তো জায়গাও হয় না কারুর ! [চোখে আঁচল চাপা দিয়ে টুনি বেরিয়ে যায়।]

বিভূতি ॥ কী হলো বলো তো ? দুজনে একসংগে গেলে। স্বপ্নময় কই ? বললে ইস্পাহানির সংগে ফাইনাল কথা হয়ে গেছে। ভেস্তে গেল সব ?

অর্পণ ॥ আমি বিক্রি হয়ে গেছি বিভূতিদা। ব্ল্যাঙ্ক রিসিটে পণ্টি আমায় বিক্রি করে দিয়েছে লাড্ডু ঘোষদের কাছে।

বিভূতি ॥ ব্ল্যাঙ্ক রিসিট !

অর্পণ ॥ স্বপ্নময়কে তিন লাখ দিল ইস্পাহানি। আমি বললাম অতো দিতে হবে না কাদিরভাই। দুই দিন, দেড দিন ! কেউ আর ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

বিভূতি ॥ ব্ল্যাঙ্ক রিসিট—পাযে চোট ! বউটা দেখছি তোমার পেছনে হন্দমুন্দ লেগেছে।

অর্পণ ॥ আমি ফিনিশড্, খতম ! কেউ আমাকে ছোঁবে না। পণ্টি আমাকে শেষ করে দিল—

[অর্পণ ঝোলা থেকে মদের বোতল বের করে। বোতল খুলে চুমুক দেয়।]

বিভূতি ॥ ঐ তোমাদের দোষ। একটু কিছু হলেই গেল, গেল... বেতাল নিয়ে বসে গেলে— ! একেকজন দেবদাস। কেন, ফাইট কবতে পার না, কীলার ইন্‌স্টিংট নেই বলেই তো খেলার জগতে আজ ভারতের এই অবস্থা।

অর্পণ ॥ [বোতলে চুমুক দিয়ে] জ্ঞান দিচ্ছেন বিভূতিদা ? দিন। যাবার আগে স্বপ্নময় বোতলটা দিয়ে গেল !—পটিং গিফট ! পটিং কিকও বলতে পারেন। তা ফাইট্‌মাস্টার, বলুন আমার কী করা উচিত।

বিভূতি ॥ [চোখ ও কণ্ঠ তীব্র হয়ে ওঠে] যে তোমাকে আঁচডাবে, তুমি তাকে কামডাবে। তবেই বাজারে টিঁকতে পারবে। কাগজে স্টেটমেটনট্ দাও, পণ্টির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার।

অর্পণ ॥ কিচ্ছু হবে না। আপনি জানেন না বিভূতিদা, ও শয়তানীর সঙ্গে আমি এঁটে উঠতে পারব না !

বিভূতি ॥ ছেলেমানুষের মতো করো না। ডিভোর্স করো।

অর্পণ ॥ পণ্টিকে ! ও আমায় ছাড়বে না।

বিভূতি ॥ তুমি তো বলেছিলে, রাজর্ষি গোপনে ওকে ফোন করে !

অর্পণ ॥ করে !

বিভূতি ॥ ছেলের মাধ্যমে একটা সম্পর্ক রেখেই দিয়েছে ?

অর্পণ ॥ ভালোমতই আছে।

বিভূতি ॥ মামলায় জিতে যাবে ! অতি সহজে ! ঐ চরিত্রের পয়েন্ট ! কোর্টে দাঁড়িয়ে বলবে...

অর্পণ ॥ না, না, আমি ওসব বলতে পারব না।

বিভূতি ॥ তাহলে ভাগো...

অর্পণ ॥ হয়না বিভূতিদা। হয় না...

বিভূতি ॥ খুব হয়। নির্মম হতে হয়। আমাকে দ্যাখো। মেয়ের বিয়ে দিলাম। দেনাপাওনা করব বলেও করিনি। মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি লাঞ্ছনা ভোগ করছে! তবু শেয়ার ছাড়িনি! হ্যাঁ আজ আমি ঠকে গেছি...কিন্তু তুমি আমার লড়াইটা দ্যাখো...এখনো লড়ে যাচ্ছি!

অর্পণ ॥ আরে দূর মশাই, ছাড়ুন তো। তখন থেকে লেকচার ঝাড়ছেন—ফাইট...লড়াই ...কিলার ইনসটিংকট! কিলারই বটে! ইউ হ্যাড কিল্‌ড ইওর ওন ডটার। মার্ডারার!

[বলেই বুঝতে পারে অর্পণ, সে বেফাঁস বলে ফেলেছে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে যায়। ফের মদ খেতে শুরু করে।]

বিভূতি ॥ মার্ডারার! কিলড্‌ মাই ডটার! এসব কী বলছ অর্পণ?

অর্পণ ॥ কিছু না। রাগের মাথায়...

বিভূতি ॥ আমার ছোটমেয়ের কিছু হয়েছে?

অর্পণ ॥ বলছি তো কিছু না। আমাকে ছেড়ে দিন...

[অর্পণ পালাতে যায়। বিভূতি তাকে পেছন থেকে খামচে ধরে.]

বিভূতি ॥ কী হয়েছে তার? অমন করছ কেন ? সে কি বেঁচে নেই?

অর্পণ ॥ [কেঁদে ফেলে] না বিভূতিদা।

বিভূতি ॥ কবে!

অর্পণ ॥ আজ ভোর রাতে!

বিভূতি ॥ কী হযেছিল?

অর্পণ ॥ আগুনে পুড়ে। গায়ে কেরোসিন...

বিভূতি ॥ তুমি কি করে জানলে?

অর্পণ ॥ দুপুরবেলা আপনার ব্রোকারের লোক খবর নিয়ে এসেছিল। মাসিকে বলছিল আজ আপনাকে না ছাড়তে। আমি শুনে ফেলেছিলাম...

[টুনি দরজায় এসে থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে কি নিয়ে কথা বলছে এরা।]

বিভূতি ॥ [টুনিকে] লোকটা কী বলল, অ্যাকসিডেনট!

টুনি ॥ অ্যাকসিডেন্ট না!

বিভূতি ॥ তবে? খুন! না আত্মহত্যা?

অর্পণ ॥ ঐ রকমই হবে!

বিভূতি ॥ আটকে রেখে ভালো করেছ টুনি! খুন কি আত্মহত্যা যাই হোক, সবাই তো আমাকেই ঘটনাটার জন্যে দায়ী করবে।

টুনি ॥ তাতো করবেই। লোকটা বলছিল, শেয়ার বাতিল হতেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন

নাকি মরিয়া উঠেছিল! রাগের চোটে তারাও মেয়েটাকে মারতে পারে...কিংবা মেয়েটাও তাদের হাত থেকে বাঁচতে...

বিভূতি ॥ ঐ শোনো শোনো অপা। চব্বিশ ঘন্টাও কাটেনি, এর মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে! আমি কোনো ভাবে নিজেকে জড়াতে চাই না...ওরা ওদিকে আমাকে নিয়েই ফাটকা খেলছে। কে যে কার নামে ব্যাঙ্ক রিসিট সই করে রেখেছে...

টুনি ॥ পুলিশ আপনাকে খুঁজছে!

বিভূতি ॥ দেখছ, যত সবকিছু থেকে আমি অ্যালুফ থাকতে চাই...বডি কোথায়?

টুনি ॥ কাঁটাপুকুরে।

অর্পণ ॥ পোস্টমর্টেমে!

বিভূতি ॥ তাহলে আরো দুচারদিন এখানে আমার থাকাই ভালো। একটু লিকার চা খাওয়াবে নাকি টুনি?

টুনি ॥ একটু পরেই রাতের খাবার দেব। চা থাক্!

বিভূতি ॥ থাক্।

অর্পণ ॥ মেয়েকে একবার দেখতে যাবেন বিভূতিদা?

বিভূতি ॥ কাঁটাপুকুরে?

অর্পণ ॥ একটু রাত করে লুকিয়ে দেখে আসা যায়।

বিভূতি ॥ তুমি কি ভাবছ আমি খুব ভেঙে পড়েছি?

অর্পণ ॥ তা বলছি না, তবে...

বিভূতি ॥ আচ্ছা আমরা ছাতে গিয়ে বসতে পারিতো?

অর্পণ ॥ চলুন...

বিভূতি ॥ তোমার ছাতটুকু বড় চমৎকার টুনি। টবে এতোবড় বড় মল্লিকা ফুটেছে। এসো ভেবে দেখি কি করা যায়...সবটা রিজন দিয়ে বুঝতে হবে...

[বিভূতি ছাতে চলে যায়। অর্পণ সেদিকে এগুতে টুনি তার হাত টেনে ধরে।]

টুনি ॥ কোথায় যাচ্ছো? রাত পোহালে চলে যাবে। আর কক্ষনো এধারে আসবে না। কী বলা হচ্ছে কানে যাচ্ছে?

অর্পণ ॥ বিভূতিদা যদ্দিন থাকবে, আমিও থাকব।

টুনি ॥ [চাপা হিসহিসে গলায়] কেন, বিভূতিদার সঙ্গে কিসের এতো পিরীত তোমার? ঐ মানুষটার বাতাস গায়ে লেগেছে? ঘরের লক্ষ্মীমন্ত বৌটার কথা মোটে মনে পড়ে না? মাঠের খেলাধুলো ছেড়ে...

অর্পণ ॥ মাঠে আমার আর এক পয়সাও দাম নেই মাসি...

টুনি ॥ দাম দর নিয়ে দিবারাত্তির হাপসে মরছ কেন বাপু? হাপসায় আমার মেয়েরা। যাদের কিচ্ছু নেই, তারাই বাজারে বিকোবে বলে হাপসে মরে। জীবনে এতো পেয়েছ, তবু হাপসানি থামে না তোমাদের!

[হঠাৎ বাড়িটায় একটা প্রচণ্ড সোরগোল উঠল। দুপদাপ পায়ের শব্দ, আর লোকজনের চিৎকার। থাকোহরি ছুটে এলো।]

থাকোহরি ॥ বিভূতিবাবু...ও মাসি...বিভূতিবাবু ঝাঁপ দিয়েছেন গো! সব শেষ! ও মাসি...

টুনি ॥ কী ! কী ! কী হয়েছে বিভূতিদার ?

থাকোহরি ॥ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শেষ !

অর্পণ ॥ না। বিভূতিদা তো ছাতে ! ঐ তো...

থাকোহরি ॥ কাকে দেখাচ্ছেন। পাঁচতলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়েছেন গলিতে !

টুনি ॥ নেই ? বিভূতিদা নেই ! [টুনি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে।]

অর্পণ ॥ [আর্তনাদ করে] বিভূতিদা ! [অর্পণ ছুটে বেরিয়ে যায়।]

থাকোহরি ॥ ও মাসি, যাও শেষবারের মতো লোকটাকে দেখে এসো।

টুনি ॥ না না !

থাকোহরি ॥ কতোকালের চেনা মানুষ। না দেখে থাকতে পারবে ?

টুনি ॥ পারবো ! পারবো ! তুই আগে ওনার মালপত্র সরা। ওরে এখুনি পুলিশ আসবে !যা আছে সব লুকিয়ে ফেল...তাড়াতাড়ি ! তাড়াতাড়ি !

থাকোহরি ॥ [চায়ের কাপটা তুলে নেয়] এই তো চা খেয়েছেন...

টুনি ॥ [বিড়বিড় করে] লিকারটা চমৎকার !

থাকোহরি ॥ টেলিফোনটা সরাই ?

টুনি ॥ ঘরটা থাকবে তো ?...ছাতে বড বড় মল্লিকা ফুটেছে !
[টুনির গলা বুঁজে আসে। থাকোহরি সব জিনিসপত্র জড়ো করে ফেলে।]

থাকোহরি ॥ আর কী ! আর কী আছে বিভূতিবাবুর !

টুনি ॥ চৌকির বালিশটা কার ?

থাকোহরি ॥ বিভূতিবাবুর। [থাকোহরি বালিশ তুলে নেয়।]

টুনি ॥ হ্যাঙারটা নে !

থাকোহবি ॥ তাই তো ! এ ঘরের সবই তো তাঁর ! এতো চিহ্ন কি মোছা যায় গো !
[বাইরের দরজায় উঁকি দিচ্ছে ফটিক ও দাদা। দাদা যথারীতি ফটিকের হাত ধরে আছে।]

ফটিক ॥ এখানে অর্পণ বলে কেউ থাকে...অপা...অপা...

থাকোহরি ॥ [সন্দিহান হয়ে] কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?

ফটিক ॥ আসছি মানে...ও আমাদের ছোটোভাই।

থাকোহরি ॥ এখানে আছে কে বললে !

ফটিক ॥ স্বপ্নময় ! ওর বন্ধু। ফুটবল খেলে।

টুনি ॥ ভেতরে আসুন।

ফটিক ॥ আমাদের সঙ্গে একজন আছে...

টুনি ॥ আবার সঙ্গে আরেকজন আনলেন কেন ? ডাকুন !

ফটিক ॥ এসো 'পাঞ্চালী।
['পাঞ্চালী' শুনেই টুনি ও থাকোহরি সচকিত হয়ে ওঠে। পাঞ্চালী ঢুকল। ঘোমটার আড়ালে আধখানা মুখ।]

টুনি ॥ এই পাঞ্চালী !...আপনারা ওকে নিয়ে যাবেন তো মা ?
[পাঞ্চালী মাথা নাড়ে।]

বসুন। ডেকে দিচ্ছি। [থাকোহরিকে] আয়।

[টুনি ও থাকোহরি বিভূতির মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

ফটিক ॥ কে যেন সুইসাইড করেছে। হুড়োহুড়ি চলছে বলেই সহজে ঢোকা গেল। নইলে তোমার পক্ষে এখানে আসা...

পাঞ্চালী ॥ আমি না হলে কেউ আপনারা ওকে এখান থেকে বার করতে পারবেন না মেজদা।

ফটিক ॥ স্বপ্নময় বলল, সব সময় নাকি নেশা করে বেঁহুশ হয়ে থাকে। বেরুবে তো ?

পাঞ্চালী ॥ আপনার ফ্যাক্টরির ছেলেরা তো বাইরেই আছে। তেমন বুঝলে ওদের দিয়ে ধরেবেঁধে বার করতে হবে। নিয়ে ওকে যেতেই হবে মেজদা। প্রশিক্ষণ শিবিরের টেলিগ্রাম পেয়েছি। তিন দিনের মধ্যে ক্যাম্পে রিপোর্ট করতে হবে।

ফটিক ॥ দ্যাখো, ওখানে গেলে যদি ভালো হয়ে থাকে...

পাঞ্চালী ॥ ...কী ব্যাপার ! এখনো আসছে না কেন ? কোথায় কী করছে...বাড়িটাও কিরকম নিঃসাড় হয়ে গেছে।

[ঘরের কোনে রূপোর বলটা দেখতে পায় দাদা। যেন এক আশ্চর্য জিনিস। বলটা কুড়িয়ে নেয়। শিহরিত হয়।ফটিক ও পাঞ্চালী তখন অর্পণের জন্যে দরজায় দাঁড়িয়ে। ওরা লক্ষ্য করল না ব্যাপারটা।]

ফটিক ॥ ঐ যে আসছে।

[নীরব পায়ে দরজায় দেখা দেয় অর্পণ। তাকে দেখে গা শিউরে ওঠে। বেহুঁশ। জামাটা রক্তমাখা। দৃষ্টিতে মৃত্যুর সঙ্কেত। পাঞ্চালী আর্তনাদ করে ওঠে ?]

ফটিক ॥ অপা, কী হয়েছে তোর ?

অর্পণ ॥ আমি মরে গেছি। খানিক আগে ছাত থেকে পড়ে আমি মারা গেছি !

ফটিক ॥ এসব কি বলছিস ! এতো রক্ত কিসের ?

অর্পণ ॥ বিভূতিদার রক্ত। ছাতে মল্লিকা ফুটেছে... গলিটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে... মল্লিকাফুল... বিভূতিদা...

[অর্পণ চিৎকার করে ছাতের দিকে যায়। ফটিক বাধা দেয়]

অর্পণ ॥ ছাড়ো, আমি ছাতে যাব। আমি বিভূতিদার কাছে যাব।

[অর্পণ ফটিককে সরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—টুনি ও থাকোহরি আসে।]

টুনি ॥ থাকোহরি— [থাকোহরি ছাতের পথ আটকে দাঁড়ায়]

থাকোহরি ॥ খবর্দার, ছাতে যাবেন না অপাদা।

অপা ॥ ছাড়, ছাড়। আমি মরব।

টুনি ॥ ধর্, ধর্। ওরে আর একটা সর্বনাশ...

[দাদা এতক্ষণ ঝুলি থেকে পরীটা বার করে তার হাতে বলটা বসিয়েছে। পরীটা নিয়ে অর্পণের সামনে যায়। অর্পণ দাদাকেও ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। অর্পণ গলাকাটা জন্তুর মতো মেঝেতে পড়ে ছটফট করে। তার দিকে এগোবার সাহস হয় না কারুর। পাঞ্চালী এবার এগিয়ে এসে অর্পণের গলা জড়িয়ে ধরে।]

পাণ্ডালী ॥ চলো অপা বাড়ি চলো।

অপা ॥ না, যাব না। আর তোমার কাছে যাব না। আমি মরব!

পাণ্ডালী ॥ ওভাবে কথা বলবে না অপা। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

অপা ॥ আমি শেষ হয়ে গেছি ছাড়ো। আমি মরে গেছি।

পাণ্ডালী ॥ না, কিছু হয়নি তোমার। তুমি আবাব খেলবে। আমরা তো আছি। আমি, মেজদা, তোমার দাদা। সবাই মিলে তোমায দাঁড করাব। যা চাও তুমি সব হবে অপা। গোধূলি বেলায যে ছেলেটাকে জলকাদার মাঠে দাপিয়ে বেডাতে দেখেছিলাম, তাকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না। কিছুতেই না।

[দাদা বূপোর পরীটা নিয়ে অর্পণের দিকে এগিয়ে আসছে।]

অপা, ওটা আমি কাকে দিয়েছিলাম অপা?

[অর্পণ দাদার হাতে মূর্তিটার দিকে তাকায। ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে পড়ে। তার দাদা ভয়ে ভযে মূর্তিটা বাডিযে ধরেছে। অর্পণের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।]

দেবী
সর্পমস্তা

উৎসর্গ

অতনু ও ময়ূরীকে

চরিত্র

কথকঠাকুর ॥ লোকেন্দ্রপ্রতাপ ॥ ধনঞ্জয় ॥ রঙ্গলাল ॥ প্রভাকর শর্মা ॥ ডাহুক ॥
দেওয়ান ॥ উদাস ॥ প্রহরী ॥ সৈনিক ॥ ব্যাধের দল ॥ শ্রোতার দল ॥
সর্পমুণ্ডধারিণী ॥ গৌরী ॥ কুণ্ডলা ॥ ইচ্ছে ॥

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

[দূরে দূরে পাহাড়—নিবিড় অরণ্যে ঢাকা। শ্যাম সবুজে আঁকা। পাহাড়ের সানুদেশে টিলা ও একটি জলাশয় বা কুণ্ড। জলকুণ্ড ঘিরে ন্যাড়া পাথুরে জমি। একটি মাত্র গাছ। প্রাচীন, পত্রহীন, কঙ্কাল। বনপাহাড়ী অঞ্চলে আজ লোকদেবী সর্পমস্তার উৎসব। জঙ্গল পাহাড়ের অধিবাসীদের ভিড়। কারও কারও হাতে পতাকা। ধামসা মাদল ঢোল শিঙা বাজছে। সর্পমস্তা সেজে একটি মেয়ে নাচছে। মেয়েটির ঘাড়ের ওপর মাথাটি মানুষের নয়, সাপের। মস্তবড় ফণা। নাচের মধ্যে জনতার হর্ষধ্বনি ঃ জয়! মা সর্পমস্তাব জয়! নৃত্যবাদ্য শেষে মেয়েটি তার সাপের মুখোশ খুলে মুক্ত নিঃশ্বাস টানতে লাগে। পুঁথিহাতে কথকঠাকুর এগিয়ে আসে।]

কথক ॥ ধন্য দেবী সর্পমস্তা, ধন্য তোমার পুণ্যতীর্থ! মা মাগো...

[নত হয়ে ভূমিতে প্রণাম করল কথক। দেখাদেখি আর সকলে।]

এসো, মায়ের মানবলীলাকথা শোনাই তোমাদেব। এই সেই তীর্থস্থান, যেখানে মানবী মূর্তি ধরে একদা আবির্ভূত হয়েছিল তোমাদের দেবী সর্পমস্তা।

[সমবেতদের গুঞ্জন।]

....ওই যে দূরে শ্যামল মেঘস্তূপের মত তৃণাঞ্চিত পর্বতমালা...প্রভাতে দেবী চপল চরণে ওই চূড়ায় চূড়ায় ছুটে বেড়াত...অবুণ আলোয় উড়ত তার বসনপ্রান্ত।

[সমবেতরা দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে নির্নিমেষ। কথক গুনগুন করে—]

ও দেবী তোর কেমন পা, ধূলা লাগে না

ধূলায় গড়া পুতলি, ধূলা ধরে না।

...মধ্যাহ্নে দেবী শুত এই গাছতলায়...[কথকের পিছু পিছু সকলে গাছতলায়] মুখর ভোমরা রা হারাত, পাছে দেবীর তন্দ্রা ছুটে যায়। পাতা কি ফুল...একটা দুটো...ঝরত কি ঝরত না...পাছে দেবীর কোমল অঙ্গে আঘাত লাগে। ওই যে সরসী...[কথকের পিছু সকলে জলাশয়ের কিনারে—সাপের মুখোশ পরা মেয়েটিও]...সায়াহ্নে দেবী গা ধুত এই কুণ্ডের জলে। চারধারে পাখিরা ওড়াউড়ি করত...কলকল করত...যাতে কেউ হঠাৎ এধারে এসে পড়ে দেবীর চান করা না দেখে ফেলে...[গান ধরে]

ও দেবী তোর কেমন গা, বারি ধরে না

পদ্মবনে চন্দ্রমণি, কে কার গাহনা।

দেবী সর্পমস্তা...কবে কেমন করে সিংহগড়ের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে উঠে এলেন

এই পার্বত্য অরণ্যে...সেসব অনেক কাল আগের কথা। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের দাপট...ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্বের শেকড় ছড়াচ্ছে। সিপাহি-বিদ্রোহেরও আগে। [থেমে] এ কাহিনী শুনতে হলে আমার সঙ্গে পিছিয়ে যেতে হবে অতকাল আগে...যেতে সিংহগড়ে...হবে পার্বত্য অঞ্চলের ছোট্ট সেই করদ রাজ্য সিংহগড়ে...রাজা লোকন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুরের রাজবাড়িতে...

[জনতা হইচই করে জানাল—তারা প্রস্তুত। বনপাহাড়ী অঞ্চল অন্ধকারে লীন হল।]

॥ দুই ॥

[জেগে উঠল সিংহগডের রাজার মন্দির সংলগ্ন চত্বর। সন্ধ্যালগ্নে মন্দিরে দেবীর আরতি হচ্ছে। মুক্ত দ্বারপথে তারই আলোকচ্ছটা চত্বরে। যুবক নৃপতি লোকেন্দ্রপ্রতাপ তার সমবয়সী বয়স্য রঙ্গলাল ও মধ্যবয়সী সেনাপতি ধনঞ্জয়কে নিয়ে দেবীপূজা দেখছে। অন্তরালস্থিত দেবীমূর্তির দিকে অপলক। আরতির ঘন্টা ঝাঁক বেঁধে আসে, থামে। শঙ্খ চক্র চামর ইত্যাদির আরতির ফাঁকে ঘণ্টাধ্বনির বিরাম। ওই নৈঃশব্দ্যে মুখ খুলছে তারা।]

রঙ্গলাল ॥ [বিস্ফারিত চোখে] কুলোপানা চক্কর ! চকচক করছে ! হোমাগ্নিতে কীরকম ঘেমে উঠেছে মহারাজ ! [লোকেন্দ্র সাড়া দেয় না]...চোখদুটো দেখছেন সেনাপতিমশাই ? যে দিক দিয়ে দেখুন, ঠিক আমাদেরই তাক করেছে ! এই বুঝি ছোবল মারল !

ধনঞ্জয় ॥ রঙ্গলাল পাথরের ফণা ছোবল মারে না। ঠিক হয়ে বসো। কৃত্রিম ত্রাসসঞ্চার তোমাব একটি অভিনব খেলা !

রঙ্গলাল ॥ খেলা বলছেন ! আমার তো সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই ! উঃ ! [চোখ ঢাকে]

লোকেন্দ্র ॥ দেখ দেখ বঙ্গলাল, রূপ দেখ। এমন সুগঠিত শিল্পকলা। কী চমৎকার নারীদেহ !

রঙ্গলাল ॥ [গলায় হাত দিযে] সে তো এই পর্যন্ত ! কিন্তু ঘাড়ের ওপর মাথাটি... ! একটা মেযে যেন নিচু থেকে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে গিযে ফণা ধরেছে ! কিংবা একটা সাপ হঠাৎ গলার পর থেকে মেয়েমানুষ !

লোকেন্দ্র ॥ [দেবীর দিকে করজোড়ে] দেবী সর্পমস্তা !

[আরতির ঘণ্টাধ্বনি কিছুক্ষণের জন্যে ওদের নির্বাক করে দিল।]

লোকেন্দ্র ॥ [ঘণ্টা বন্ধ হলে] আমার প্রপিতামহ যাদবেন্দ্র সিংহ ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। দিন চলত না তাঁর। অভাবের তাড়নায় একবার ভাগ্য অন্বেষণে দেশান্তরী হলেন যাদবেন্দ্র। বহুদিন পরে ফিরে এলেন এই মূর্তি নিয়ে...

রঙ্গলাল ॥ কোথায পেযেছিলেন এ দেবী ! ভূভারতে সর্পমস্তা বলে কোনও দেবী নেই...নামও শুনিনি।

লোকেন্দ্র ॥ সত্যি ! দেবী বলে কেউ মানতেও চায়নি ! যে দেখে সেই বলে কোত্থেকে জোটালে ! যাও, ফিরিয়ে দিয়ে এসো। সর্পমস্তা দেবী নয়, প্রাণখাগী ডাকিনী !

প্রপিতামহ কারও কথা শুনলেন না। গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। দু'বেলা নিজের হাতে দুধকলা ধরতেন তাঁর সর্পমস্তার মুখে। রঙ্গলাল, কিছুদিনের মধ্যেই যাদবেন্দ্রর রাজত্বলাভ! এই সিংহগড়!

ধনঞ্জয় ॥ রঙ্গলাল, আমরা একটা বিশেষ কাজের অপেক্ষা করছি। তুমি এখানে না থাকলেই ভালো হয।

রঙ্গলাল ॥ একটু শুনতে দিন না সেনাপতিমশাই। আমি এদেশে নতুন মানুষ। জানি না। মহারাজ, শুনেছি, যদ্দিন বেঁচেছিলেন, আপনার ঠাকুর্দাদার বাবা নাকি দেবীর ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেতেন?

লোকেন্দ্র ॥ অমনি বুঝতেন দেবী কিছু চাইছেন! কী চাইছেন দেবী? সারা জীবন বৃদ্ধ তটস্থ ছিলেন, কীসে দেবীর তুষ্টি!...ওই যে কণ্ঠমালা...একশ আট মরকতখণ্ডে গাঁথা...

রঙ্গলাল ॥ ওর প্রত্যেকটাই কি মরকত! মানে টুটোঝুটো একটাও নেই...?

লোকেন্দ্র ॥ [উত্তেজিত] টুটো ঝুটো দেবীর গলায পরানোর সাহস আমার প্রপিতামহের ছিল না!... নিজের হাতে ওই মালা পরিয়ে দিযেছিলেন দেবীর গলায়।

ধনঞ্জয় ॥ এ প্রসঙ্গ এখন থাক্ মহাবাজ! দূব অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আপনি দুর্বল হযে পডছেন। যে কাজেব জন্যে আমবা এসেছি, মনটা শক্ত না রাখতে পারলে...

লোকেন্দ্র ॥ হুঁ, কাজই বটে...! এত পুবুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কণ্ঠহার হরণ...কাজ নয়? মস্ত কাজ! গোপনে চোবেব মত অপেক্ষা করছি মন্দির দুয়ারে! আরতি শেষ হবে, হারটা ছিনিযে নেব! অভিশপ্ত, কী অভিশপ্ত রাজা তুমি লোকেন্দ্রপ্রতাপ... [এক ঝাঁক আরতির ঘন্টা আছড়ে পড়ে লোকেন্দ্রকে থামাল।]

ধনঞ্জয় ॥ আপনি মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছেন মহাবাজ। দেবী সর্পমস্তা যদি সত্যিই সিংহগড়ের মঙ্গলদাত্রী...আপন অলঙ্কাব খুলে দিযে তিনি আজ সিংহগড়কেই সুরক্ষিত করবেন। অন্যরকম ভাবনা ".সছে কেন?

লোকেন্দ্র ॥ কেন সত্য গোপন করছেন সেনাপতি মশাই? দেবী স্বেচ্ছায অলঙ্কার খুলে দিচ্ছেন না, এই অপদার্থ রাজাই তাঁকে নি·াভরণ করে কণ্ঠমালাটি তুলে দেবে বৃটিশ প্রভুর হাতে।

রঙ্গলাল ॥ দেবী সেটা টের পেয়ে গেছেন। দেখুন মহারাজ তাই চোখদুটো ক্রমশ কিরকম ভযংকর...

লোকেন্দ্র ॥ নাঃ, আমি পারব না!

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ...

লোকেন্দ্র ॥ না কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

রঙ্গলাল ॥ উঠুন মহারাজ, শিগগির উঠে পড়ুন...

লোকেন্দ্র ॥ [উঠে দাঁড়ায়] আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন না সেনাপতি।

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ, আপনি আমার পরমাত্মীয়! প্রীতিভাজন। আমি নিশ্চয় আপনাকে কোনও অন্যায্য অনুরোধ করব না। অশুভ পরামর্শ দেব না। সিংহগড় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

কোম্পানির রেসিডেন্ট সাহেব ওই হারটি পেলে আপনার ওপর বিশেষ প্রীত হবেন। আপনার বাৎসরিক করের গুরুভার লাঘব হবে। মাত্র ওই কণ্ঠমালাটির বিনিময়ে আমাদের করদ রাজ্য লাভ করছে মহাশক্তিধর বৃটিশরাজের প্রীতি, শুভেচ্ছা, আনুকূল্য!

লোকেন্দ্র ॥ [উত্তেজিত গলায়] জানি, সবই জানি। অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধন আরো দৃঢ় হবে। আপনাব পরামর্শ ফেলনা নয়। কিন্তু তবু গৃহদেবীর কণ্ঠহারটি রেসিডেন্ট সাহেব না চাইলেই পারতেন...

রঙ্গলাল ॥ হ্যাঁ, একেবারে দেবদেবীর গায়ে হাত...

ধনঞ্জয় ॥ ওহে ভাঁড়, চুপ করবে একটু? মহারাজ, আমাদের রেসিডেন্ট সাহেব একজন প্রকৃত ভদ্রলোক। অত্যন্ত সংকোচ আর বিনয়ের সঙ্গেই তিনি হারটি কামনা করেছেন। আসলে উনি পড়েছেন ফাঁপরে। মানে ম্যাডাম হারটি দেখে এমনি মুগ্ধ...তিনি তাঁকেও থামাতে পারছেন না...আবার আপনার ওপরেও চাপ সৃষ্টি করতে বাধছে...এমতাবস্থায়...

রঙ্গলাল ॥ এমতাবস্থায...লন টেনিস! মানে টেনিস বলটা উনি আপনার কোর্টে ঠেলে দিযেছেন প্রভু, এখন আপনি খেলবেন, কি খেলবেন না...আমি বলি কি, সময নিযে দেখে শুনে খেলুন...

[এবার মন্দিবে পঞ্চপ্রদীপের আরতি শুরু হল। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে চক্রাকার আলোকচ্ছটা চত্বরে ঘূর্ণি সৃষ্টি করল।]

রঙ্গলাল ॥ হারটা জ্বলে উঠল মহাবাজ! পঞ্চপ্রদীপের আলো পডতেই...

লোকেন্দ্র ॥ একশ আট মরকত খণ্ডে একশ আট দীপশিখা!

বঙ্গলাল ॥ এমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি! প্রভু, আমার বাপঠাকুর্দা বহু বহু ভাঁড়গিরি কবেছে...বহু বহু ধনদৌলত আমি দেখেছি...কিন্তু আপনাব দেশে বযস্যগিরিব চাকুবি করতে এসে এ যা দেখছি...কত দাম হবে? একশ আটখানা মরকত...অযুত নিযুত কোটি পদ্ম মহাপদ্ম....কত হতে পারে? বলতেই হবে সেনাপতিমশাই, আপনার রেসিডেন্ট একটা দাঁও মারছেন বটে!

ধনঞ্জয় ॥ তুমি একটি অজমূর্খ!

রঙ্গলাল ॥ আজ্ঞে না, অজেয মূর্খ! [একান্তে চাপা গলায] ভেঙে বলুন তো, হারটা বেসিডেন্টের মেমসাহেবকে পরিযে আপনি কি পুরস্কার পাচ্ছেন?

ধনঞ্জয ॥ মহাবাজ আপনার এই নবনিযুক্ত বযস্যটি নিতান্তই কষ্ট করে লোক হাসায়।

রঙ্গলাল ॥ বাঃ, হাসিব কথা কই বললাম! আমি তো সত্যি সত্যি বলছি! হেসে উড়িয়ে দেবেন না!...সত্যিই তো...

[ঘণ্টাধ্বনি থামল। আরতি শেষ করে প্রৌঢ় পুরোহিত প্রভাকর শর্মা চত্বরে দেখা দিল। শান্তিজল ছেটাল। লোকেন্দ্র নতশিরে শান্তিজল নিল।]

প্রভাকব ॥ আর সবাই কোথায গেলেন? মায়েরা এসেছিলেন...

ধনঞ্জয ॥ সবাইকে সরিযে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ আপনাকে একান্তে কিছু বলতে চান ঠাকুরমশাই!

প্রভাকর ॥ আপনাকে বড় চিন্তিত লাগছে মহারাজ। কোনো বিঘ্ন ঘটেছে কি?
লোকেন্দ্র ॥ দেবীর কণ্ঠহারটি একবার আমার হাতে দিতে পারেন ঠাকুরমশাই?
প্রভাকর ॥ [অবাক] আজ্ঞে!
রঙ্গলাল ॥ দিন না, একবার হাতে এনে দিন না...একটু কাছ থেকে দেখি...
প্রভাকর ॥ দেবীর গলা তো কখনও খালি করা হয় না মহারাজ...
লোকেন্দ্র ॥ কখনও যা হয় না, তাই আজ হবে।
রঙ্গলাল ॥ হতে চলেছে!
প্রভাকর ॥ ক্ষমা করবেন মহারাজ। আপনার প্রপিতামহ সেই যবে পরিয়ে দিয়েছিলেন...তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মুহূর্তেব জন্যেও...
লোকেন্দ্র ॥ [আর্তনাদের মতো] খুলে দিন...ওটা আমার দরকার...
ধনঞ্জয় ॥ বদলে দেবীকে অন্য হার দিচ্ছি আমবা। প্রায একই রকম। [হাতের গহনার বাক্সটা প্রভাকরের সামনে খুলে ধরে] দেখুন, কোনও তফাত চোখে পড়ছে? দেবীর গলা আমরা খালি রাখছি না ঠাকুরমশাই।
রঙ্গলাল ॥ [গহনার বাক্স আর মন্দিরের ভেতর দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে] একই রকম। ওই মর্তমানে আর চাঁপাকলায় যেটুকু তফাত!
ধনঞ্জয় ॥ [রঙ্গলালের প্রতি ধমক ছোঁড়ে] আঃ! বাচাল নির্বোধ!... এটা ধরুন ঠাকুর-মশাই...
প্রভাকর ॥ [রক্তশূন্য মুখে] ঝুটো মালা! দেবীর গলায!
লোকেন্দ্র ॥ আপনাকে যা বলা হচ্ছে তাই করুন!
প্রভাকর ॥ [সহসা ধৈর্য হারিযে] তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ! নাকি দেউলে হযে গেছ! দেবীর গহনা বেচে খাবে, ফূর্তি করবে, নাকি বৃটিশের খাজনা মেটাবে?
ধনঞ্জয় ॥ একী! একী! এসব কী বলছেন আপনি!
প্রভাকর ॥ [ধনঞ্জয়কে] হার বদলে দেব, না? প্রায একইরকম!
[সেনাপতির হাত থেকে গহনার বাক্সটা ছোঁ মেরে নিযে দূরে ছুঁড়ে ফেলে] যার দৌলতে রাজত্ব তাকেই অবহেলা!
রঙ্গলাল ॥ [ঝুটো হারটা কুড়িযে এনে] আরে ঠাকুরমশাই, ম্যাডাম, ম্যাডাম! দেবীর হার ম্যাডাম পরবেন...ম্যাডাম রেসিডেন্ট!
প্রভাকর ॥ তাই তো! তাই তো! সাহেবদের ভোগেই তো সব যাবে। কাপুরুষ নির্বীর্য রাজা...দেশটাকে বন্ধক রেখেছে...সাহেবের ক্লাবে গিয়ে বলড্যান্স নাচছে, টেনিস খেলছে...এরপর যখন তারা তোমার রানীর বস্ত্র ধরে টানবে...কী করবে...তখন কী করবে তুমি?
ধনঞ্জয় ॥ প্রহরী! প্রহরী! [প্রহরী ছুটে এল।]
প্রভাকর শর্মাকে বেঁধে কারাগারে নিয়ে যা...
প্রভাকর ॥ আয়...কে বাঁধবি আয়! তিনপুরুষ ধরে আমরা দেবীর সেবক! প্রাণ থাকতে দেবীর গায়ে হাত দিতে দেব না। [প্রহরী প্রভাকরের দিকে এগুতে লোকেন্দ্র

হাত তুলে তাকে নিষেধ করে।] লুটেরার দল, একী তোদের বাপ পিতামহের দেবী...তাকে নিয়ে যা খুশি করবি তোরা!

রঙ্গলাল ॥ এ তো ঘোর উন্মাদ! আরে মহারাজের দেবী না তো কার দেবী?

প্রভাকর ॥ কার দেবী! [লোকেন্দ্রকে দেখিয়ে] ওই ওর ঠাকুর্দার বাবা যাদবেন্দ্র সিং যার কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল তার দেবী!

রঙ্গলাল ॥ মানে! মহারাজের প্রপিতামহ চোর ছিলেন...

প্রভাকর ॥ আবার কী! ভাগ্য ফেরাতে দেশান্তরী হয়ে দেবীমূর্তি মাথায় নিয়ে ফিরল! কোথায় পেল, কে দিল! কেউ কারও ঘরের দেবী স্বেচ্ছায় অন্যের হাতে তুলে দেয়! খোঁজ করে দ্যাখ, চুরি বাটপাড়ি রয়েছে পেছনে। চোরের বংশ নির্বংশ হবে!

[একটানা খেয়ালশূন্য চিৎকার করে শ্রান্ত প্রভাকর বালকের মত কাঁদে।]

ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়ে এখন মা সর্পমস্তাকে ঝুটোমালা! ভাল হবে না...কারুর ভাল হবে না...

[প্রভাকর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে চত্বরে ঢলে পড়ে।]

লোকেন্দ্র ॥ [ঝিম ধরে বসেছিল, এবার সজাগ হয়] আপনি আমার কুলগুরু বংশের পুরোহিত। কায়িক শাস্তি আপনাকে দেব না। তবে প্রভাকর শর্মা, কাল সূর্যোদয়ে আপনাকে যেন এ মন্দিরে না দেখি। সিংহগড়েও না। এসো রঙ্গলাল।

ধনঞ্জয় ॥ আসল কাজটাই তো সারা হলো না মহারাজ।

লোকেন্দ্র ॥ রাত পোহালে হবে। [কয়েক পা এগিয়ে থামে] ব্যস্ততার কী আছে সেনাপতি মশাই? ওই মরকতমালার জন্যে যুগ যুগ অপেক্ষা করা যায়, রেসিডেন্ট সাহেব সামান্য একটি রাত্রি পারবেন না?

[লোকেন্দ্র, রঙ্গলাল, ধনঞ্জয়, প্রহরী বেরিয়ে গেল। শূন্য চত্বরে প্রভাকর। আলো নিবল।]

॥ তিন ॥

[নিশুতি রাত। মন্দিরের ভেতর থেকে চত্বরে বেরিয়ে এল একটা বারো তের বছরের ফুটফুটে মেয়ে। চোখ কচলে রাতের আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল মেয়েটি। এবার মন্দির থেকে বেরিয়ে এল প্রভাকর। কাঁধে বোঁচকা। সন্তর্পণে চারপাশটা দেখে নিয়ে মেয়ের হাত ধরল প্রভাকর।]

প্রভাকর ॥ চল্।

[মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে প্রভাকরের পিছু ধরে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দেখা দিল রঙ্গলাল।]

রঙ্গলাল ॥ [দুঃখিত গলায়] চললেন? আমাদের মায়া কাটিয়ে দেশ ছাড়ছেন? কত দেশ ঘুরে এলাম আপনাদের কাছে...ভাল করে চেনাজানাও হল না। [মেয়েটি কাঁদছে]

কী করবিরে বোনটি, তোর বাবাই যে দুর্ভাগ্য ডেকে আনল। [প্রভাকরকে] তবে হ্যাঁ, আপনার সন্ধেবেলার ওই রুদ্রমূর্তি...বাহবা দেব আপনাকে ঠাকুরমশাই। মামদোবাজি ! বিদেশি বানিয়া ধর্মস্থানে হাত বাড়াবে ! আর মহারাজকেও আচ্ছা ঝাড়টি ঝেড়েছেন ! পায়ের ধুলো দিন ঠাকুরমশাই। [ধুলো নিয়ে] দিন, চাবিটা দিয়ে যান...

প্রভাকর ॥ চাবি...

রঙ্গলাল ॥ তালা দিয়ে যাচ্ছেন, সকালবেলা মাকে দুধকলা খাওয়াব কী করে ? ভারটা মহারাজ আমাকে দিলেন কিনা...মন্দিরের চাবিটা দিয়ে যান।

[প্রভাকর চাবির গোছা বার করে দেয়]

যান, আর আপনাকে আটকাব না। সাবধানে যাবেন। [মেয়ের থুতনি নেড়ে] ভাল হয়ে থাকিস বোনটি...

[চাবি নিয়ে মন্দিরের দিকে দ্রুত বেরিয়ে গেল রঙ্গলাল। প্রভাকরও পায়ে পায়ে বাইরের দিকে চলেছে। রঙ্গলাল হঠাৎ দুদ্দাড় ছুটে বেরিয়ে এসে প্রভাকরের কাঁধের বোঁচকা খামচাতে লাগল।]

বঙ্গলাল ॥ কই, কোথায় রাখলেন ? আরে কোথায় ঢোকালেন মালটা ? তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল, হাবটা আপনি ছাডতে চাইছেন না। তাই বলুন ! ওটায় আপনার লোভ ! ভীষণ লোভে দিশাহারা হয়ে পডেছেন...

[বোঁচকা টেনে নামিযে খুলে ফেলতে উদ্যত হয। প্রভাকর বোঁচকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।]

প্রভাকর ॥ নিও না, নিও না ! ওটা ছেড়ে যেতে পারবো না !

বঙ্গলাল ॥ হুঁ, আপনিও মশাই কম ঘুঘু না ! ভাবছিলাম নীতির কারণে লড়ছেন, দেখছি সবাই আমরা এক গর্তেব শেযাল ! তা কোথায় বেচবেন ওটা, কার কাছে ?

প্রভাকর ॥ না বাপু, বেচব না।

রঙ্গলাল ॥ তবে কি কাছে রাখবেন ? রোজ একবার চোখের সামনে দোলাবেন ? ও কম্মোটি করবেন না ! চোর ডাকাতের হাতে মালটা তো যাবেই, সঙ্গে গলাটাও। বেচে কাঁচা টাকা বানান। অযুত নিযুত পদ্ম !.. যাচ্ছেন কোথায বলুন তো ? আসল কথাই তো জানলাম না, আপনার গন্তব্য উদ্দেশ্য বিধেয়...

প্রভাকর ॥ আমি কিছু জানি না। ছেড়ে দাও বাপু রঙ্গলাল, তোমায় আশীর্বাদ করছি...

রঙ্গলাল ॥ কাছাখোলা আর কাকে বলে ? শুধু মালটা হাতিযে বেরিয়ে পড়েছেন ! আরে কাল সকালে মহারাজ এবং রেসিডেন্ট...দু'পক্ষেই যে পেছনে ধাওয়া করবে সে খেয়াল আছে ! কাজেই এই রাতের মধ্যেই আমাদের এমন জায়গায় সরে পডতে হবে...

প্রভাকর ॥ আমাদের ! তুমিও কি আমাদের সঙ্গে...

রঙ্গলাল ॥ প্রভু ভাঁড় আমি, পেশা ভাঁড়ামি...
হার চাই আমি, বাট কিন্তু নট হারামি।
ঠাকুর, একা তুমি ও মাল হজম করতে পারবে না। আমার সংগে হিস্যায়

এসো, দুজনে মিলে কিস্‌সাটা জমাই ! তুমি যেমন বংশপরম্পরায় পুরোহিত, আমিও পরম্পরায় ভাঁড়। বাপঠাকুর্দা অনেক আশা নিয়ে নাম রেখেছিল রঙ্গলাল। বুঝলে সন্ধেবেলা হারটা দেখার পর থেকেই ব্রহ্মতালু দপদপ করছে ! কখন হাতাবো ! ও হরি, চোরের ওপর বাটপাড়ি ! [থেমে] থাক্‌গে, ফালতু কথায় রাত কাটাব না। সিংহগড়ের ভূগোলটা জানা আছে কি ?

প্রভাকর ॥ ভূগোলে কী কাজ ?

রঙ্গলাল ॥ আরে ভূগোলই জান না, মাল পাচারের লাইনে এলে ! শোন, পাঁচহাজার ফুট পাহাড়ের ওপর এই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। উত্তর পূব পশ্চিমে ভয়ংকর অরণ্য...বাঁদর নেকড়ে গণ্ডার...অরণ্য পেরিয়ে পাহাড়...পাহাড়ের পর পাহাড়...ভয়াল ভীষণ...পদে পদে মৃত্যু...না না ঘাবড়িও না...ঝুঁকি না নিলে বেঁচে থাকার মানে নেই...যদি কোনোক্রমে অরণ্য আর পর্বত ডিঙোতে পারি, পড়ছি গিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে...ইংরেজ, মহারাজ...দু'পক্ষই কেটে গেল !...দাও বোঁচকাটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও...[প্রভাকর তাই করল। রঙ্গলাল মেয়ের হাত ধরল] তবে বোনটি, মামার বাড়ি যেতে গিয়ে কামারবাড়ি গেছিস কি, মাথায় পড়বে হাতুড়িব ঘা ! জয় মা !

[আলো নিবল। অন্ধকারে কথককণ্ঠ ভেসে এল।]

কথক ॥ উত্তর সীমান্তের সেই দুর্ভেদ্য পার্বত্য অরণ্যে দিশা হারিয়ে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে তিনদিন তিনরাত পরে এক পড়ন্তবেলায় প্রভাকর শর্মা পৌঁছল এই সরসী তীরে।

॥ চার ॥

[পূর্বদৃষ্ট বনপাহাড়ী অঞ্চল ভেসে উঠল। জনহীন। পাতাহীন গাছের ডালে পশুর চামড়া ঝুলছে। জলকুণ্ডের কিনারে প্রভাকর। বুকের ওপর মেয়ে। প্রভাকরের কাঁধে মাথা এলিয়ে ধুঁকছে মেয়েটা।]

প্রভাকর ॥ [মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে] মা...ওমা গৌরী...একবার তাকা মা...আর ভয় নেই...বন শেষ হয়ে গেছে। দ্যাখ কোথায় এসেছি আমরা...জল খাবি গৌরী ? [একপেট জল খেয়ে কুণ্ডের খোল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পাড়ে উঠে এল রঙ্গলাল।]

রঙ্গলাল ॥ আঃ ! মিছরির মতো মিষ্টি জল ! আঃ, অ্যাদ্দিনে একটা ফাঁকাফুঁকো জায়গা পেলাম ! ওঃ তিনদিন তিনরাত কী করে যে যমের মুখ এড়িয়ে বেঁচে আছি...মহাভারত লেখা যায় ! কী জানি, আছি তো বেঁচে ? [গায়ে চিমটি কেটে] আছি, আছি ! [দূরের পাহাড় দেখে] ঠাকুর, এবার পাহাড়...পাহাড়ের পর পাহাড় টপকাতে হবে...মনে হচ্ছে পেরে যাব। পারতেই হবে ! তোমার-আমার জুড়ির মার নেই ঠাকুর ! বিশ্বজগতও টপকাতে পারি...

প্রভাকর ॥ ...শেষপর্যন্ত লোকালযেব সন্ধান মিলল !

বঙ্গলাল ॥ লোকালয ! কোথায গো ?

প্রভাকর ॥ [গাছে ঝোলা চামডা দেখিযে] ওই যে !

বঙ্গলাল ॥ [লাফিযে ওঠে] ওবে বাবাবে ! ভাল্লুক !

প্রভাকব ॥ ভাল্লুকেব চামডা !

বঙ্গলাল ॥ আরে শালা, চামডাটা গাছে ঝুলিযে ভাল্লুকটা কোথায গেল !

প্রভাকব ॥ [খিঁচিযে ওঠে] থামো। বসিকতা ভাল লাগছে না। পবিস্থিতিব জ্ঞান নেই, সব ব্যাপাবে ভাঁডামি। [জোবে] ওগো কে আছ...কে কোথায আছ বাপু, আমি ব্রাহ্মণ। সঙ্গে আমাব মেযেটি মবমব। আমাদেব বাঁচাও গো...পবমেশ্বব তোমাদেব মঙ্গল কববেন।

[পাহাডে পাহাডে প্রতিধ্বনি ছডাল। সাডা এল না।]

বঙ্গলাল ॥ খালি নিজেব আব নিজেব মেযেব কথাই জানান দিচ্ছ। আমাব কথাটাও বলো। আমিও যে পবিশ্রান্ত, অসহায...

প্রভাকব ॥ যাও,...কাউকে দেখতে পাও কিনা দ্যাখ। চামডা শুকুতে দেওযা হযেছে ! নিশ্চয কাছেপিঠে মানুষেব বসবাস ! যাও না...

বঙ্গলাল ॥ ওঃ তিনদিন ধবে তুমি কিন্তু যাবতীয কঠিন কাজগুলো আমাব কাঁধে চাপাচ্ছ ! কাল একা পেযে দুটো বাঁদব আমায নিযে কী ভাবে চু-কিৎকিৎ খেলেছে...তাবপবেও তুমি... !

প্রভাকব ॥ অযথা কালহবণ কোবো না বাপু বঙ্গলাল ! সূর্য ডোবাব দেবি নেই ! একটা আশ্রয না পেলে মেযেটা মবে...

বঙ্গলাল ॥ তা ওকে আনলে কোন আক্কেলে ! এসব চুবি বাটপাডি গযনাগাঁটি পাচাব কবা...এসব ব্যাটাছেলেব কর্ম। এব মধ্যে কেউ পুঁচকে মেযে ঢোকায। ও না থাকলে কোনকালে পাহাড ডিঙাই। বাস্তায হাজাববাব বলেছিলাম, মেযেকে মামাবাডি বেখে এস...

প্রভাকব ॥ দেবীব কণ্ঠহাব চুবি কবে পালাচ্ছি। মেযেকে ছেডে বেখে আসব কি উন্মত্ত লোকেন্দ্রপ্রতাপেব প্রতিশোধেব সুবিধা কবে দিতে !

বঙ্গলাল ॥ তবে ভোগো। মবকতমালাটা না বেচা তক তোমাব সঙ্গে সঙ্গে আমাবও ভোগান্তিব একশেষ ! দেখি, হাবটা দাও তো ! যত্তোসব উদ্ভট লোক ! আবে এখনও পর্যন্ত হাবটা একবাব হাতে বেখে দেখতে দিল না !

প্রভাকব ॥ তোমাব ধাবণা, দেবীব কণ্ঠহাব আমি হাতছাডা কবব !

বঙ্গলাল ॥ আহা, মালটা বেচবে তো ? ঠিক আছে, তোমাকে হাতে কবে বেচতে হবে না, পাপটা আমিই কবব ! তুমি ধোযা তুলসীপাতা হযে আর্দ্ধেক ভাগ নিও।

প্রভাকব ॥ তুমি এখন এসো বাপু বঙ্গলাল।

রঙ্গলাল ॥ এসো মানে ?

প্রভাকব ॥ পথ দ্যাখো...

বঙ্গলাল ॥ কেন !

প্রভাকর ॥ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। না গোত্রে, না চরিত্রে। বেশিদিন আমাদের একত্রে না থাকাই ভাল।

রঙ্গলাল ॥ কে থাকতে চায়? পাহাড় ডিঙিয়ে বিদেশে পৌঁছুব, সুবিধেমত বিক্রিবাটা সেরে...ব্যাস, তুমি তোমার মত, আমি আমার মত!

প্রভাকর ॥ তুমি আমায় এখনো চেনোনি রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল ॥ এর বেশি চেনাচেনির কী দরকার!

প্রভাকর ॥ হার বেচা হবে না!

রঙ্গলাল ॥ বেচা হবে না! তবে চুরি করা হল কেন?

প্রভাকর ॥ [চিৎকার করে] ইংরেজকে নিতে দেব না বলে! দেশের সম্পদ ওদের থাবা থেকে বাঁচাতে, বুঝেছ? ওটা বেচা কি নষ্ট করার শক্তি আমার নেই! [উর্ধ্ব মুখে] মা, মা সর্পমস্তা নিরাভরণ করেছি তোমায়! মা মাগো, সিংহগড়ে আজ কি সন্ধ্যারতি হচ্ছে?

[দূরে জলকুণ্ডের ওপারের টিলার আড়াল থেকে বৃদ্ধা ব্যাধরমণী কুণ্ডলার আবির্ভাব হয়। প্রচণ্ড কৌতূহলে সে এদের দেখছে।]

রঙ্গলাল ॥ তুমি ঠাকুব দেখতে ন্যালাক্ষ্যাপা! রকমসকম দেখে ধাবণা হচ্ছে, আমাকে কাটিযে দিযে মালাটা একাই ভোগ করবে!

প্রভাকর ॥ ভোগও করব না...ভাগও করব না।

রঙ্গলাল ॥ না, না...সত্যি কী বলতে চাইছ?

প্রভাকর ॥ একরকম কথাই তোমাকে আমি আগাগোড়া বলে আসছি।

রঙ্গলাল ॥ তাহলে আমি তোমাব পিছু পিছু আসছি কেন?

প্রভাকর ॥ সে তুমি জান।

[সহসা রঙ্গলাল একহাতে নিজের কান টেনে ধবে, আর এক হাতে নিজেব গালে চড় মারতে শুরু করে।]

প্রভাকর ॥ ওকী! ওকী!

রঙ্গলাল ॥ [নিজেব উদ্দেশে] আরে এই বোকা ভাঁড়! তুই বনের মধ্যে কেন রে! তোর তো ব্যাটা রাজসভায় বসে মস্করা কবার কথা! এই বামুনটার পেছনে শুযোরের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে দৌড়ে এলি কেন অ্যাদ্দুর? কেন, কেন?

প্রভাকর ॥ লালসা! লালসাই তোমাকে তাড়িযে এনেছে বাপু! এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

রঙ্গলাল ॥ [পূর্ববৎ আত্মপীড়ন করতে করতে] কী করে ফিরবি? খাবারদাবার সব শেষ! জঙ্গলে কোথায যেতে কোথায যাবি, ভাল্লুকের পেটে জমা পড়বি! [চড় ও কানটানার হাত পাল্টে নিয়ে] চোদ্দপুরুষের পুণ্যে যদি বা ফিরলি, সেখানে গিযে পাবি তো রেসিডেন্ট সাহেবের বুটের লাথি! লোকেন্দ্রপ্রতাপ তোর গর্দান নেবে রে বেযাকুফের বাচ্চা!

[টিলার আড়াল থেকে বুড়ো ব্যাধ ডাহুক বেরিয়ে আসে। দশাসই চেহারা।

হাতে বর্শা। নেশায় টইটম্বুর। দু'চোখ রক্তজবা। কুণ্ডলা ও ডাহুক নিজেদের মধ্যে কী সব ইশারা ইঙ্গিত করে।]

প্রভাকর ॥ হ্যাঁ তা তোমার জন্যে এবার সত্যিই আমার ভাবনা হচ্ছে বাপু রঙ্গলাল।

রঙ্গলাল ॥ থাক্ ! মাথা ন্যাড়া করে আর সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে হবে না ! হার বার করো !

প্রভাকর ॥ এখনও তোমার লোভ গেল না !

রঙ্গলাল ॥ যাবে না ! একশ আটখানা মরকতে গাঁথা মালা ! একশ আট দীপশিখা ! শেষ না দেখে ছাড়ব না। বার করো। আধখানা মালা ছিঁড়ে নেব !

প্রভাকর ॥ দূর হও ! দূর হও ! মুখে পোকা পড়ুক তোমার !

রঙ্গলাল ॥ ঠাকুর, আমি কিন্তু বহু ঘাটের জল খাওয়া ত্যাঁদোড় ! হার কি করে নিতে হয় দেখবে তুমি !

[রঙ্গলাল একটা ভারী পাথর তুলে প্রভাকরের দিকে ছোটে। আতঙ্কে গৌরী প্রভাকরকে জড়িয়ে ধরে। ডাহুক টলমল পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় রঙ্গলালের সামনে।]

রঙ্গলাল ॥ ডাকাত !

[ডাহুক বর্শার গোড়া দিয়ে একটা টোকা মারতেই পাথরসুদ্ধু রঙ্গলাল ধরাশায়ী।]

ডাহুক ॥ [প্রভাকরকে] দো ! যো কছু আছে....সব দো !

প্রভাকর ॥ বাবা আমি গরিব ব্রাহ্মণ...তোমাব তো কোনও ক্ষতি করিনি...

ডাহুক ॥ [বর্শা উঁচিয়ে] বতনমালা দে...রতনমালা ! নাই দিবি, তেঁ যাঃ ! তুহিব কন্যেরে দিব না !

[আচমকা গৌরীকে তুলে নিয়ে কুণ্ডের পাড বেয়ে ছুট লাগায় ডাহুক।]

গৌরী ॥ বাবা...বাবা গো...

প্রভাকর ॥ [ডাহুককে] বাবা বাবা ওকে ছেড়ে দাও। এই নাও বাবা, রত্নমালা নিয়ে যাও।

[প্রভাকর মরকতমালা বার কবে। ডাহুক ফিরে এসে গৌরীকে নামিয়ে হারটা নেয়। শূন্যে চক্কর ঘুরিয়ে হাসে।]

ডাহুক ॥ রতনমালা, রতনমা[illegible] ! [প্রভাকরকে] যা ভাগ্ ! ভাগ্ হেথা হতে ! হে রে কুণ্ডলা, ত্ব[illegible] আয়, ত্বরা আয়...

[বুড়ি কুণ্ডলাও নেশা করেছে। টলমল পায়ে ছুটে আসে।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই ! কী শোভা পেখলুঁ ! বুড়া, নয়ান সারথক রে !

[ডাহুক কুণ্ডলার গলায হারটা পরিয়ে দিল।]

ডাহুক ॥ [কুণ্ডলাব গলা জড়িয়ে গান ধরে]

কনঠ পরে মালিকা...

কী রূপ ধরে বালিকা...

রঙ্গলাল ॥ [পাগলের মত বুক চাপড়ায] গেল ! গেল ! সব গেল ! কী সর্বনাশ করলে ঠাকুর...ওরে দেবীর মরকত মালা ! ও কার গলায় উঠল !

ডাহুক ॥ [গান] চলহ চলহ কান্তা লো

গোকুল করহ আলা লো...

[বুড়োবুড়ি গলা জড়াজড়ি করে নাচতে নাচতে কুণ্ডের পাড় বেয়ে টিলার দিকে ছুট লাগায়। টিলার আড়ালে ব্যাধপুরী। কুণ্ডলার পায়ের বেড়ি খড়মড় বাজে।]

রঙ্গলাল ॥ [চেঁচায়] দিয়ে যা! দিয়ে যা! জ্বলে পড়ে মরবি! মা সর্পমস্তার অভিশাপে খাক হয়ে যাবি তোরা!

কুণ্ডলা ॥ [চমকে ঘোরে] সর্পমস্তা!

রঙ্গলাল ॥ সর্পমস্তা! কুলোপানা চক্কর! ঝিকিঝিকি বিষদন্ত! এক ছোবলে চোদ্দপুরুষের প্রাণান্ত!

কুণ্ডলা ॥ কোথাকে হেরিলি তুহি সর্পমস্তা!

রঙ্গলাল ॥ সিংহগড়ে! রাজার পুরে! জানিস কার ও হার? দেবী সর্পমস্তার!

কুণ্ডলা ॥ হে রে সর্দার, শুনলি তুহি, মোদের দেবী সিংহগড়ে!

ডাহুক ॥ হঁ হঁ! তেঁ এতেক দিনে মিলল মোদের দেবীর নিশানা!

প্রভাকর ॥ [চমকে] সর্পমস্তা তোমাদের দেবী!

ডাহুক ॥ হঁ! মোদের দেবী, নিষাদের দেবী, পাহাড় বনবনানীব দেবী! কতেক দিবস খুঁজিনু দেবীরে...পাহাড জঙ্গল ঢুঁড়ি...দেবীরে না হেরি...মোরা দেবীহারা আছি কতো কাল! মোরা ছন্নছাড়া ব্যাধ!

প্রভাকর ॥ ব্যাধসর্দার, কী করে হারালে তোমাদের দেবী!

ডাহুক ॥ মোর পূর্বপুরুষে কহে গেল, পাষণ্ড এক চুরি করি নিল মোদের সর্পমস্তা!

প্রভাকর ॥ যাদবেন্দ্র সিংহ! অভাবের তাড়নায়, বডলোক হবার বাসনায়, লুট করেছিল তোমাদের দেবী! সর্দার তার বংশধর আজ সিংহগডের বাজা!

ডাহুক ॥ কোথাকে সিংহগড়! মোরা বানচাবী ব্যাধ! কছু জানি না! হে ঠাকুর, দিবি আনি মোদের দেবীরে...? মোয ব্যাধসর্দার ডাহুক, তুহুঁর চরণের দাস হয়ে থাকব!

প্রভাকর ॥ ডাহুক, নিত্য তোমার দেবীর পূজা করেছি আমি! এই সন্ধ্যাবেলা নিত্য করেছি আরাধনা! তবু তোমার দেবীকে চিনিনি! বুঝিনি সে কার দেবী, কোথা থেকে গেল সিংহগডে! [ঊর্ধ্বাকাশে মুখ তুলে] দেবী, আজ তোমারে চিনলাম!

রঙ্গলাল ॥ [কুণ্ডলাকে] দে, মালা ফিরিয়ে দে বুড়ি!

ডাহুক ॥ দে, দে কুণ্ডলা, খুলি দে—

কুণ্ডলা ॥ দিব না! দেবী নাই, তার কণ্ঠহার...ইথে মোদেব অধিকার!

রঙ্গলাল ॥ [প্রভাকরকে] হল তো, পুরাকথা শোনাতে গিয়ে মালটাই হাতছাড়া!

[গৌরী কাঁদছে।]

প্রভাকর ॥ কুণ্ডলা, কুণ্ডলা, কে বল্লে দেবী নাই! তোমাদের চোখের সামনে দেবী...

[প্রভাকর গৌরীকে দেখায়।]

ডাহুক ॥ এহি অবলা!

কুণ্ডলা ॥ ফণা কইরে ঠাকুর, চক্কর!

রঙ্গলাল ॥ আরে ফণা কোত্থেকে আসবে! বোকার মত কথা বলে! দেবী তো মানবজনম নিয়েছে!

ডাহুক ॥ কভুঁ না, তুহুঁর কথায় আস্থা হয় না! হে রে ঠাকুর, সত্য!

প্রভাকর ॥ সত্যি সত্যি! [বাষ্পরুদ্ধ গলায়] সিংহগড়ের বন্দিনী দেবী আমাকে স্বপ্ন দিল, আর পাথর হয়ে থাকব না! রাজার ঘরে দাসী হয়ে থাকব না! আমি বনে যাব...আমার আপন মানুষের কাছে যাব! দেবী আমার কন্যা হয়ে জন্ম নিল!...ওই পাহাড় যেমন সত্যি, বাতাস যেমন সত্যি, এই সন্ধ্যার ছায়া যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি ডাহুক, এই তোমাদের সেই মানবী দেবী!

কুণ্ডলা ॥ জয় মা!

[কুণ্ডলা ছুটে এসে গৌরীর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে সামনে আছড়ে পড়ে।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই! মোর দোষ নাই! সব পাপ এই বুড়াটার! ছন্নছাড়া নেশাখোর, তুহুঁর হার কাড়ল।

ডাহুক ॥ [ক্ষেপে] দিব শেষ করি। মোয় নেশা করি ঝিমঝিমাই—পাপপুণ্যেব খেয়াল থাকে! তৈঁ?

কুণ্ডলা ॥ তৈঁ দেবীরে শূন্যে তুলে ঘোরাবি! যা, গড় কর!

ডাহুক ॥ [জোড় হাতে] হে মা, মোয় তুহুঁর পাষণ্ড শিশু!

কুণ্ডলা ॥ শিশু! হেরিস না মা ভূমিতে গড়ায়! অসন পাতি দে...

ডাহুক ॥ হঁ! হঁ!

[বর্শা ফলা দিয়ে গাছ থেকে ভাল্লুকেব চামড়া পাড়ে ডাহুক। কুণ্ডলা গৌরীকে কোলে নিযে সেই চামড়ার আসনে বসে। কোল নাচায়।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই। হে মা, ডর নাই, ডর নাই। মোয় তুহির কন্যে! হেরে বুড়া, মায়ের হিযা তাতল ঠেকে, অধরদুটি থরথর! নিদান দে...নিদান দে...

ডাহুক ॥ হঁ হঁ!

[ডাহুক তাডাতাড়ি কুণ্ডে নেমে যায়। কুণ্ডলা কোলের ওপর গৌরীকে নাচায়।]

কুণ্ডলা ॥ খাই লাগে? কী খাবি মা? ছেলেরা শিকার হতে ফিরুক! হরিণ দিব, হরিয়াল দিব, মোষ দিব! মোর গোটা চার ভেড়া আছে মা, দুধ নিঙাডি দিব সবটুক। ও মোর সোনার পুতলি, পাহাড়ের ওধার হতে সওদাগর মৃগনাভি আব চামড়া সওদায় আসে, বিনিময়ে তোহর তরে গডন নিব! পায়ের নিকন...হাতের কাঁকন...মাথার মুকুটি...

[ডাহুক করতলে লতাপাতা ডলতে ডলতে কুণ্ড থেকে উঠে আসে। গৌরীর কপালে প্রলেপ দেয়।]

ডাহুক ॥ হে রে কুণ্ডলা, মায়েরে ঘরে লয়ে যাই।

কুণ্ডলা ॥ [কোল নাচাতে নাচাতে] আই আই! ঐছন ভাঙা ঘরে মা কৈছনে থাকে রে! নতুন ঘর গড়ে দিবি বুড়া।

ডাহুক ॥ হঁ হঁ! ছেলেরা ফিরুক। [বাইরে দেখিয়ে] হোথাকে গড়ে দিব মায়ের পাথরের ঘর—চন্দনকাঠের মোচলী দিব...তাঁহে কুসুমের শেয—

রঙ্গলাল ॥ আরে ধুত্তেরি! নিকুচি করেছে পাথরের ঘরে! এ তো উল্টো কচু গাল নিল! ঘরদোর কি কম্মে লাগবে রে! রাত পোহালে আমরা পাহাড় পার হব...

কুণ্ডলা ॥ যেথাকে যাবি যা ভাগ্। মোদের মা মোদের ঘরে থাক্!

রঙ্গলাল ॥ ও ঠাকুর! কী বলছে এরা? আরে ভাবছ কী?

প্রভাকর ॥ দ্যাখো রঙ্গলাল, কী আরাম পেয়েছে আমার মেয়েটা...মুখচোখের ভয়ত্রাস মুছে যাচ্ছে। বহুকাল পরে আপন আশ্রয়ে ফিরে এসে—ডাহুক, তোমাদের দেবী বড় খুশি!

রঙ্গলাল ॥ আরে দূর মশাই! হারটা...হারটার কী হবে?

প্রভাকর ॥ হার নিয়ে আর আমার ভাবনা নেই! যাদের দেবী, তারাই পাহারা দেবে দেবীর অলঙ্কার! লোকেন্দ্রপ্রতাপ কি ইংরেজ সাহব কি তুমি...কেউ আর কাড়তে পারবে না! নিশ্চিন্ত, এবার আমি নিশ্চিন্ত!

[সন্ধ্যার ছায়া ঘনায়। কুণ্ডলার দ্রুত কোল নাচানো মন্থর হয়ে আসে। দূরে ব্যাধদলের কোলাহল, ঢোল বাজনা।]

ডাহুক ॥ ওই...ওই মোর দলের ছেলেরা ফেরে! [ছেলেদের উদ্দেশে] ত্বরা আয় ত্বরা আয়! মোদেব সর্পমস্তা ফিরে এল বে...মোদের হারানো দেবী মানুষ হয়ে দেখা দিল...আয়, ত্বরা আয়...

[ডাহুক চিৎকার করতে করতে বেরিযে গেল ছেলেদের উদ্দেশে]

রঙ্গলাল ॥ ভাল হবে না, সন্ধেবেলা বলছি, এভাবে আমাকে ফাঁকি দিলে তোমার ভাল হতে পারে না ঠাকুর। তোমার মেয়েরও না! আমিই বুদ্ধি করে তোমাদের বনে ঢোকালাম, আমিই মানবজনমের ভক্তিটা ছাড়লাম, তার সুযোগ নিয়ে আমারই মুখের গ্রাস কাড়ছ! [কেঁদে ফেলে] আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব প্রভাকর শর্মা...

[সদলবলে সর্পমস্তার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে এল ডাহুক। শিকার-ফেরত ব্যাধদের কাবও হাতে বর্শা, লাঠিসোটা, কারও কাঁধে তীর-ধনুক। কারও পিঠে রক্তমাখা চামড়ার ঝুলিতে নিহত পশু। কারও সঙ্গে বনের জন্তু তাডানোর ঢোল। সবাই মিলে গৌরীকে ঘিরে নাচ গান বাজনা শুরু করে। প্রভাকর, রঙ্গলাল, কুণ্ডলা, গৌরী, ডাহুক ঢাকা পড়ে যায় ওদের আড়ালে।

নাচগান শেষ হলে গৌরী ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। গৌরীও বালিকা নেই, পূর্ণ যুবতী। নাচের ফাঁকে কেটে গেছে সাতটা বছর।

গৌরী দাঁড়িয়ে আছে সেই পত্রহীন বৃক্ষকঙ্কালের নিচে—যেখানে পাথরের পর পাথর চাপিয়ে গড়া হয়েছে বেদী। বেদীর গায়ে শুকনো ফুলপাতা ছড়ানো। পাশে পাথরের মালসায় আগুন। তার রক্তচ্ছটায় মাখামাখি মানবী সর্পমস্তা। গলায় বনফুলের মালা এবং দেদীপ্যমান মরকতমালা। নিত্যদিনের এই নৃত্যগীতাদির পর গৌরী এক স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করে। বড় বড় শ্বাস টানে। বুক নামে ওঠে। মাথা ঝাঁকায়—ক্লান্তিতে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায়। নাচগান শেষে শিকারী ব্যাধেরা চলে যাওয়ার আগে একে একে গৌরীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে। গৌরী ওদের মাথায় আশীর্বাদী ফুল দেয়। মাথায় বুকে ঠেকিয়ে ওরা ফুল চিবুতে চিবুতে চলে যায় ব্যাধপুরীর দিকে।

ডাহুক ও কুণ্ডলা ঢোকে। সাতবছরে বুড়োবুড়ি কিছুটা শিথিল। নেশা করুক না করুক বুড়ো ডাহুককে সব সময় সন্দেহ হয়। কুণ্ডলার হাতে চর্মপাত্রে জল। গৌরী তার কিছুটা খায়। বাকি জল দিয়ে কুণ্ডলা গৌরীর পা ধোয়ামোছা করে।]

কুণ্ডলা ॥ তোহর সর্পমস্তা বয়স্থা হৈল রে সর্দার!

ডাহুক ॥ হঁ, ভারি হৈল! তেঁই আর কোলে তুলি্ নাচাতে পারবি না রে বুড়ি।

কুণ্ডলা ॥ পায়ের গোছাখানি হেরিস? মুঠিতে ধরে না।

ডাহুক ॥ হঁ! সপ্ত বরষ পার! সপ্ত বরষার বারি, বসন্তের বায়ু। সুন্দরী রূপের আগরি!

কুণ্ডলা ॥ বিয়ার ব্যবস্থা কর!

ডাহুক ॥ হোঁ?

কুণ্ডলা ॥ পুরুষ বিনা প্রকৃতি শোভে না! যৈছন তুহুঁ মোর শোভা!

ডাহুক ॥ হঁ! মোয় তুহুঁর শোভা, তুহুঁ মোর বেদনার পরাকাষ্ঠা!

কুণ্ডলা ॥ [ক্ষেপে] অরে বুড়া ছন্নছাড়া বান্দর! মোয় তোর বেদনা! [গৌরীকে] হে মা, এ বুড়া কবে মোরে মুকতি দিবে!

ডাহুক ॥ হেরে শোন্ শোন্‌রে কুণ্ডলা, মোদের দেবী সর্পমস্তা বিয়া করে না!

কুণ্ডলা ॥ সে তুহুঁর শাস্তরের দেবী, পাথরের দেবী! এ যে জীয়নকন্যা! আইবুড়ি থাকে কৈছনে? দে, মোরে একটো জামাই আনি দে...

ডাহুক ॥ জামাই! [খিকখিক করে হেসে মরা গাছটার গায়ে চাপড় মেরে] এহি তো জামাই!

কুণ্ডলা ॥ কহে কী? মরা গাছ! সে তুহুঁর জামাই, মোর নয়।

ডাহুক ॥ হঁ! মোর জামাই! শাস্তরে আছে সর্পমস্তা বিয়া করে গাছেরে। বাস করে বৃক্ষের কোটরে!

কুণ্ডলা ॥ হোঁ গাছেরে বিয়া করে! তুই যা, ওই মান্দার গাছটাবে বিয়া কর্! গায়ে পিঠ ঘষি কন্‌টকে জ্বলি মর্।

ডাহুক ॥ মান্দাব গাছেরেই তো করলম বিয়া! [ডাহুক কুণ্ডলার পিঠে পিঠ ঘষে] উহুহু, হিয়ার ভিতর দিয়া কনটক মরমে গাঁথিল রে!

কুণ্ডলা ॥ ওরে ছন্নছাড়া বুড়া! বিয়া না দিবি তো, দেবী ফের চলি যাবে সিংহগড়!

ডাহুক ॥ [চমকে, ভয়ঙ্কর গলায়] কোথাকে যাবে?

কুণ্ডলা ॥ সিংহগড়! জনমভর তুহুঁর জঙ্গলে পড়ে থাকবে কন রে কুলবতী কন্যে?

ডাহুক ॥ [গৌরীর সামনে এসে গজরায়] যা, পা-ও বাড়া! কোঁড়া মারি খোঁড়া করি রাখি দিব তোহরে! হোঁঃ! সিংহগড় যাবে! সেথাকে মণ্ডামেঠাই পাবি, তেঁই যাবি! লুভনি কোথাকের... [ডাহুক তার লাঠি তোলে গৌরীর মাথায়]

কুণ্ডলা ॥ [ডাহুককে টেনে সরায়] হে রে বুড়া! কী করিস? ফের নেশা করেছে!

ডাহুক ॥ সিংহগড়ে রাজত্ব গড়ি দিল! মোদের কছু দেয় না! মোরা কছু চাহিও না! তবহি যাবে সিংহগড়! ছাড়্! দিব শেষ করি...

[ডাহুক তেড়ে যেতে হঠাৎ গৌরী ডাহুকের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাকে মারতে

যায়। কুণ্ডলা ডাহুককে টেনে নিয়ে দূরে সরে যায়। গৌরী তখন পাথরের ওপর লাঠিটা পেটায়—প্রবল আক্রোশে]

গৌরী ॥ যাব সিংহগড় ! ছাড়্ ছাড়্ তোরা আমায় ! আমায় সিংহগড়ে যেতে দে...

কুণ্ডলা ॥ [ডাহুকের কানে ফিসফিস করে] হেন গোঁসা কভুঁ দেখি নাই।

ডাহুক ॥ ফোঁসফোঁসানি !

কুণ্ডলা ॥ হুঁ ফোঁসানি !

ডাহুক ॥ হুঁ ! সর্পমস্তা বয়স্থা হৈল ! তেঁই ফোঁসানি ধরেছে। এবারে ফণা ছাড়বে, হেলবে দুলবে...[হাঁটু ভেঙে জোড়হাতে বসে] হে মা, হে দেবী, শান্ত হ...শীতল হ...

গৌরী ॥ [নিস্ফল আক্রোশে লাঠি আছড়ায়] দেবী না ! আমি দেবী না ! [বিকট জোরে আর্তনাদ করে] আমি দেবী না...শুনতে পাচ্ছিস তোরা, আমি দেবী না !

[প্রভাকর শর্মা দ্রুত পায়ে আসে। খালি গা, পরনে পশুচর্ম ! চুলদাড়ি উস্কোখুস্কো। রাজপুরোহিতের লালিত্য আভিজাত্য চলে গিয়ে আদিম বন্যতা। প্রভাকরের হাতে একটা মোটা আকারের জীর্ণ মলিন গ্রন্থ।
প্রভাকর গৌরীর হাতের লাঠিটা কেড়ে নেয়]

প্রভাকর ॥ চল্, ঘরে চল্...

গৌরী ॥ না, আর থাকব না আমি ! বনের মধ্যে থাকব না !

[অদূরে অন্তরালে গৌরীর পাথরের ঘর। প্রভাকর সেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল মেয়েকে। গৌরী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাছতলার পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ে। শ্বাসাঘাতে তার দেহ কাঁপছে।]

প্রভাকর ॥ যাও তোমরা কুণ্ডলা, খানা বানাবে না ? ছেলেরা দিনভর শিকার করে এল। ওদের খিদে পেয়েছে। আমাদেরও পেয়েছে কুণ্ডলা।

ডাহুক ॥ হুঁ হুঁ ! দেবীরে ভোগ দে ! খাই পেলে দেবী উচাটন করে। ক্ষুধায় বিবশ সর্পমস্তা ! ত্বরা চল্, আগ ধরাই।

[ডাহুক তাব লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে টিলার দিকে বেরিয়ে যায়। পিছু পিছু কুণ্ডলাও। প্রভাকর গৌরীব মাথায় হাত বোলায।]

প্রভাকর ॥ যখন তখন আজকাল এমন তেতে উঠিস ! এরকম করতে হয় ? বার বার চলে যাব চলে যাব করলে এরা কষ্ট পায় না ? এরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। কত ভক্তি করে। [প্রভাকর জীর্ণ বইটা খোলে।]
ইস্ ! মহাভারতখানার পাতা গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। আর কদিন টিঁকবে ? ক'দিনই বা পড়তে পারব ? নতুন একখানা কোথায় মিলবে ? শোন্, মহাভারত শোন্।
[সুর করে পড়ে]

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে ॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারতকাহিনী ॥ [গৌরী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে।]

গৌরী কতকাল, আরও কতকাল এ খেলা চালাবে আমায় নিয়ে। সাতটা বছর গেল। শুনতে পাচ্ছ ? এই জংলীদের আর আমার সহ্য হচ্ছে না !

প্রভাকর ॥ চুপ ! চুপ !

গৌরী ॥ পারছি না, আমি আর পারছি না।

প্রভাকর ॥ কী করবি ? এরা যদি তোকে না ছাড়ে ! [প্রভাকর পড়ে]

ভারতে অধিক নাই তাই মহাভারত।

উচ্চনীচ সবে মিলে, স্বর্গ ও মরত ॥

গৌরী ॥ [পিছন থেকে প্রভাকরের কাঁধ খামচে ধরে] কেন বলতে গিয়েছিলে, আমায় স্বপ্নে পেয়েছ ! সর্পমস্তা তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছে ?

প্রভাকর ॥ আর কোনও উপায় ছিল না সেদিন।

[পড়ে] সবার চরিত্র এই ভারত ভিতর।

নদনদিগণ যেন প্রবেশে সাগব ॥

[থেমে গৌরীব দিকে ঘুরে] হ্যাঁ, মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছি ! দেবীর কণ্ঠহার রক্ষে করতে...তোকে রক্ষে করতে ! তবু সব মিথ্যের মধ্যেও কোথায় একটা সত্য রয়েছে, টের পাসনে গৌরী ?

[পড়ে] সুজন সুবুদ্ধি হৈয়া লোক ষটপদী।

ভারত পঙ্কজ মধু পিযে নিরবধি ॥

[সবলে প্রভাকরকে নিজের দিকে টেনে ঘুরিয়ে বুকের কাপড় সরায় গৌরী।]

গৌরী ॥ এদিকে দেখ—

প্রভাকর ॥ ছাড় ! নষ্ট হয়ে গেলে আব পড়তে পারব না ! পড়তে দে !

গৌরী ॥ দ্যাখো মরকতের দাঁত আমার বুকের মাংস কতটা খুবলে খেয়েছে, দ্যাখো... [হারটা উঁচু করে দেখায, বুকের ওপর রক্তবর্ণ দাগ। কুণ্ডের ওপারে টিলার ওপর ব্যাধেরা দল বেঁধে হইচই কবে মাংস পোড়াচ্ছে। আগুনের হল্কায় দেহগুলো টকটকে।]

প্রভাকর ॥ [গলা চড়িযে দ্রুত পড়তে থাকে—]

ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।

পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী ॥

রূপবতী পুলোমারে রাখি নিজ ঘরে।

মহামুনি ভৃগু গেল স্নান করিবারে ॥

[ব্যাধেরা দূব থেকে হইচই করে তারিফ করছে।]

হেনকালে তথা আসি দৈত্য ভযংকরে।

কামেতে পীড়িত চিত্ত ধরিল পুলোমারে ॥

[একটা পাতার থালি হাতে রঙ্গলাল ঢুকল। তারও পরনে পশুচর্ম। চুলদাড়ি বিচিত্র। মুখের ভাষাও বদলে গেছে।]

রঙ্গলাল ॥ [ব্যাধদলের উদ্দেশে] হেরে ব্যাধের, তুহুঁকার মাংস পোড়ানো হৈল ?

ব্যাধেরা ॥ চুপ যা ! ভাগ্ ভাগ্ ! বাবাঠাকুর, শোনাও...

রঙ্গলাল ॥ শুনি কী হবে ? চাকরি করবি ?...তেঁ ? উদাস ! উদাস ! ডাহুকের ব্যাটা উদাস আছেরে হোথাকে ?

উদাস ॥ [ভীড়ের মধ্যে থেকে] হঁ! কন?

রঙ্গলাল ॥ কোঁড়া মারি ভাঙ্গি দিব তোহ্‌র ঠ্যাঙ্গ! ব্যাটা কালি মোরে বান্দরের পিলা খাওয়ালি! মোর উদরে বান্দরের পিলা! আই আই আই! মোয়ে বমি করলম! হ্যাক্ হ্যাক্ থুঃ—[ব্যাধেরা হাসে] ঐছন হাসনের কী হৈল রে! আজি মোরে মৃগের পিঞ্জির দিবি! সওদাগরের ঠেঁই লবণ আনলি? আচ্ছা করি মাখি দিবি!

জনৈক ॥ চোষণের লাগি?

রঙ্গলাল ॥ হঁ। খরগোসের পোলিকানি বানা। ব্যাটাদের পোলিকানি মানে আমাদের পিঠে! শালা আমাকে যে খরগোসের পশ্চাদ্দেশের পোলিকানি গিলে জীবনধারণ করতে হবে, জনমকালে ঠাকুমাও ভাবেনি! [প্রভাকরকে] তুহুঁর পাল্লায় পড়ি মোর এইছন দুরগতি!

প্রভাকর ॥ খবর্দার রঙ্গলাল! কেউ তোমাকে বেঁধে রাখেনি। এখানে কেউ তোমাকে চায় না। কেন আছ তুমি এখানে?

রঙ্গলাল ॥ কন আছি শুনলি তো বোনটি,বাপের কথা! যন কছুই জানে না! আছি, তেঁই আছি। মোয় কাহার তরে হেথাকে মাহ বরষ পার করি দিলম, ভুলি গেলম ঠাকুর। পার করি, তেঁই পার করি! জগৎ সম্পর্কে হেন দৃষ্টিভঙ্গি মোর কৈছনে হৈল ভুলি গেলম। ভুলি গেলম, তেঁই ভাবি না!

প্রভাকর ॥ আমার মত হতভাগা কে আছে জগতে? আমি জানি এই লোকটা যে কোন সুযোগে মরকতমালা হাতিয়ে পালাবার তালে রয়েছে। সব জেনে বুঝেও একটা বাটপাড় নিয়ে ঘর করছি। সে কী খাবে, কী পরবে, কীসে তার স্বাচ্ছন্দ্য তা নিয়েও আমাকে ভাবতে হয়!
[থামে, পড়ে] ধরিয়া কন্যারে চলে দানব সত্বর
বাহুতে লুটিয়ে কন্যা কাঁধে থরথর...

গৌরী ॥ [প্রভাকরকে] ডাহুক বলেছে, এই গাছটার সঙ্গে বিয়ে দেবে আমার...

প্রভাকর ॥ ওঃ! পড়তে দিবি তুই?

রঙ্গলাল ॥ এই গাছটা! এই টাকমাথা গাছটা! এর চেয়ে যে আমিও সুপাত্তর! চল্ মোরা দুইজনে কেটে পড়ি একমুখো!

গৌরী ॥ [প্রভাকরের বইটা কেড়ে নেয়] বিষ খাবো! বিষ খেয়ে মরব আমি! [জীর্ণ মহাভারত গাছের গোড়ায় আছড়ায়।] কোনদিন দেখবে, মরে পড়ে আছি।
[বনভূমি অন্ধকারে গেল। পৃথক আলোকবৃত্তে কথক ও তার শ্রোতারা।]

কথক ॥ [গান] রোষবশে ফোঁসে গৌরী দেবী সর্পমস্তা
কী যে তার ভাগ্যে লিখা কেবা জানিস তা।
কী বা হৈল সিংহগড়ে, বাঁচে কারা বেঁচে মরে
সাহেবসুবার মিত্রতা আক্রা নাকি শস্তা
কী যে কার ভাগ্যে লিখা, কেবা জানিস তা।

[কথক ও তার সহচরেরা নিস্ক্রান্ত হল।]

॥ পাঁচ ॥

[সিংহগড়ের মন্দির-দ্বার। সেনাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় ব্যস্তভাবে মন্দিরে এল।]

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ! মহারাজ! [মন্দিরের ভেতর থেকে বৃদ্ধ দেওয়ান বেরিয়ে এল।]

দেওয়ান ॥ মহারাজ প্রার্থনায় বসেছেন।

ধনঞ্জয় ॥ ও হোঃ! আজকাল দিনের বেশি সময় লোকেন্দ্রপ্রতাপ দেখছি মন্দিরে ব্যয় করছে।

দেওয়ান ॥ সন্তান, একটি সন্তান কামনায়। দেবী প্রসন্ন হলে রাজবংশ রক্ষা পায়। রাজান্তঃপুরের বিষাদ ঘোচে! আমরা সবাই খুশি হই ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় ॥ সে তো একশবার। তবে রাজকার্যে বড় অবহেলা হয়ে যাচ্ছে দেওয়ানমশাই। প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

দেওয়ান ॥ প্রজাদের ক্ষোভ! নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আমায় বলতে পার সেনাপতি। তবে এটা যদি তোমার রেসিডেন্ট সাহেবের মনগড়া বাহানা হয়...

ধনঞ্জয় ॥ [হেসে] আচ্ছা দেখা হলেই আপনি আমায় রেসিডেন্ট সাহেবের খোঁটা দিয়ে কথা বলেন কেন দেওয়ানমশাই? আমার রেসিডেন্ট নয়, সিংহগড়ের রেসিডেন্ট! চুক্তিমত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হিসেবেই তিনি সিংহগড়ে অবস্থান করছেন। তিনি সিংহগড়ের অতিথি।

দেওয়ান ॥ কিন্তু অতিথির আচরণ তিনি করছেন না। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে তিনি শাসনকার্যে নাক গলাচ্ছেন। তাঁর এই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাসে মুখ দেওয়া...

ধনঞ্জয় ॥ যেমন?

দেওয়ান ॥ যেমন মহারাজকে পাশ কাটিয়ে সিংহগড়ের সেনাপতির সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা, ঘন ঘন সাক্ষাৎ, এটা খুব ভাল চোখে আমরা দেখছি না।

ধনঞ্জয় ॥ [হেসে] দেওয়ানমশাই নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাদের সাক্ষাৎকার একেবারেই সৌজন্যমূলক। রেসিডেন্ট একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক। সবসময় সিংহগড়ের মঙ্গলচিন্তা নিয়েই আছেন। বিশ্বাস না হয় চলুন একদিন আমার সঙ্গে ওঁর বাংলোয়। আপনিও ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। যাবেন? সাহেবের টেনিস খেলা দেখবেন, ম্যাডামের পিয়ানো শুনবেন, সুদৃশ্য পেয়ালায় সুস্বাদু কোকো পান করতে করতে...

দেওয়ান ॥ কোকোয় আমি তেমন স্বাদ পাই না। পানের মধ্যে শিউলিপাতা আর কালকাসুন্দির রস। পিয়ানোতেও ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। বরং ঢোল কিংবা মৃদঙ্গ হলে...

ধনঞ্জয় ॥ [হেসে] বসুন, বসুন দেখি। [দু'জনে চত্বরে বসে] আচ্ছা দেওয়ানমশাই, আমরা দু'জনে রাজসরকারে দুই উচ্চপদে আসীন। দেওয়ান—সেনাপতি। দেখা হলেই আপনি আমায় খোঁচা মারেন কেন বলুনতো? কেন আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সমঝোতার সেতু এখনো গড়ে উঠল না বলুন তো?

দেওয়ান ॥ বল তো, সমঝোতার সেতুটা কেন সাহেবের বাংলায় গিয়ে গড়তে হবে ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয় ॥ এখানেই গড়তে পারি। [চাপা উত্তেজনায়] একটা জরুরি কথা বলি আপনাকে, আমরা কিন্তু একটা ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়েই আছি দেওয়ানমশাই।

দেওয়ান ॥ ক্রান্তিকাল!

ধনঞ্জয় ॥ খুব শিগগির দেশে একটা ওলটপালট হতে চলেছে।

দেওয়ান ॥ কী রকম?

ধনঞ্জয় ॥ লর্ড ডালহৌসি...গভর্নর জেনারেল অব্ ইন্ডিয়া...শিগগিরই একটি যুগান্তকারী আইন পাস করতে চলেছেন দেওয়ানমশাই। ডকট্রিন অব ল্যাপস্!

দেওয়ান ॥ [চমকে] স্বত্ববিলোপ নীতি!

ধনঞ্জয় ॥ বিলোপ লোপাট যাই বলুন। করদ রাজ্যের অধিপতি যদি হন নিঃসন্তান, তাঁর হাত থেকে রাজ্যটি সোজা চলে যাবে কোম্পানির হাতে!
[লোকেন্দ্রপ্রতাপ মন্দির থেকে বেরোবার পথে থমকে দাঁড়ায়। দেওয়ান ও সেনাপতিব অলক্ষ্যে। লোকেন্দ্রের চেহারাটা অকালে ভেঙে গেছে। শুকনো মুখচোখ।]

দেওয়ান ॥ হ্যাঁ, কিন্তু শুনেছিলাম, আইনটা পাস হবে না শেষ অবধি!

ধনঞ্জয় ॥ হচ্ছেই। এই তো রেসিডেন্ট সাহবের মুখে শুনে আসছি। বুঝতেই পারছেন কোম্পানি এবার তার পছন্দসই ব্যক্তিকে বসাবে সিংহাসনে!

দেওয়ান ॥ হুঁ বুঝতে পারছি! অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি, পিছু পিছু এল স্বত্ববিলোপ!

লোকেন্দ্র ॥ [চিৎকার করে] নিপাত যাক্! সাহেবকুত্তার দল! তাড়াও আমার দেশ থেকে! তাড়াও...

দেওয়ান ॥ মহাবাজ!

লোকেন্দ্র ॥ আমার সিংহগড় ছিনিয়ে নেবে বলে ওরা আইন বাঁধছে, বুঝতে পারছেন না আপনারা...লক্ষ্য আমার সিংহগড়! আমি অপুত্রক নিঃসন্তান! সুযোগটা ধরবে বলেই...

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ আইন কেবল আপনার জন্যে নয়, ভারতের সব করদ রাজ্যের জন্যেই...

লোকেন্দ্র ॥ সব রাজাই আমার মত হতভাগা নয়, অভিশপ্ত নয় সেনাপতিমশাই!

দেওয়ান ॥ সামরিক কৌশল বিচারে সিংহগড়ের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত বাজ্য, পাহাড়ের মাথায়। ছলে বলে সিংহগড়ের দখল ওরা নেবেই। আমাদের উচিত হবে আইন পাস হবার আগেই আগেকার সব চুক্তি ভেঙে কোম্পানির কবল মুক্ত হওয়া!

ধনঞ্জয় ॥ সেক্ষেত্রে লড়াই অনিবার্য!

দেওয়ান ॥ হবে লড়াই। তা বলে আইনের ছলনায় প্রতারিত হব! স্বাধীনতার জন্যে যে কোনো মূল্য...

ধনঞ্জয় ॥ মহারাজ সিংহগড়ের সীমিত সামরিক শক্তিতে সেটা কি সম্ভব? আমাদের সিপাহিরাও চাইবেনা যেচে শহীদ হতে। এমনিতেই তাদের মধ্যে নানা অসন্তোষ। তবে হ্যাঁ, মহারাজ যদি সত্যিই সংঘর্ষ চান, আমি নিশ্চয়ই আমার শেষ রক্তবিন্দু দেশের জন্যে উৎসর্গ করব।

লোকেন্দ্র ॥ আচ্ছা ঠিক আছে। ওদের আইনেই ওদের ঠকাব। মহারানী দত্তক গ্রহণ করবেন। আপনি সব ব্যবস্থা করুন দেওয়ানমশাই।

ধনঞ্জয় ॥ লর্ড ডালহৌসি দত্তক মানবেন না!

লোকেন্দ্র ॥ আলবৎ মানতে হবে। একজন নিঃসন্তান মানুষের অধিকার আছে দত্তক গ্রহণের—

ধনঞ্জয় ॥ মহারানী যদি কোন লম্পট বখাটে বাউণ্ডুলেকে দত্তক নেন, দেশের সুশাসন বলে কিছু থাকবে? প্রজাদের ঘোর দুর্দশা! লর্ড ডালহৌসি সঙ্গত কারণেই দত্তক অগ্রাহ্য করছেন...

দেওয়ান ॥ তুমি কার সেনাপতি ধনঞ্জয়? সিংহগড়ের, না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির?

ধনঞ্জয় ॥ আমি কেবল আইনের বয়ানটুকুই বিবৃত কবছি, এবং মন্তব্য টীকা-টিপ্পনির অধিকার আমি আপনাকে দিচ্ছি না দেওয়ানমশাই। আপনি কি মনে করেন, স্বত্ববিলোপ নীতি আমাকে বিচলিত কবেনি? সিংহগড়ের মহারানী আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী। সন্তানহীনা ভগিনীর ভাগ্য বিপর্যয়ে আমি খুব খুশি?

[আবেগরুদ্ধ গলায়]

সিপাহিদের কুচকাওযাজ আছে। মহারাজ অনুমতি দিলে আমি এখন সেনা-ছাউনিতে যেতে পারি।

লোকেন্দ্র ॥ আসুন। [ধনঞ্জয় অভিবাদন করে চলে যায়।]

দেওয়ান ॥ মহারাজ আপনার শ্যালক সম্পর্কে এখুনি সতর্ক না হলে দেশের সমূহ সর্বনাশ! আপনার তারুণ্যের সুযোগ নিয়ে ইনি যেভাবে ছড়ি ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন!

লোকেন্দ্র ॥ দোষ কাকে দেব? সর্বনাশ আমি নিজে ডেকে এনেছি দেওয়ানমশাই!

দেওয়ান ॥ আপনি বুদ্ধিমান। নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন, সেনাপতি সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন। য়া পরনাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী! মনে হয বৃটিশের সঙ্গে গোপন সমঝোতাও হয়েছে। ক্ষমা করবেন আমাকে, আমার ধারণা মহারনীরও প্রশ্রয় আছে...

লোকেন্দ্র ॥ আমি...আমি! সব সর্বনাশের মূলে আমি! গৃহদেবীকে যেদিন আমি নিরাভরণ করেছি...[মন্দিরেব দিকে ঘুরে] যেদিন দেবীর গলায় ওই ঝুটো মালা পরিয়েছি...

দেওয়ান ॥ অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে নিজের দুর্বলতা আড়াল করা বুদ্ধির কাজ নয় মহারাজ...

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই কান পাতলে আমি যে সর্পগর্জনের গর্জন শুনতে পাই। প্রপিতামহ যেমন শুনতেন ফোঁসফোঁসানি...আমিও শুনি! সারাক্ষণ শুনছি...

দেওয়ান ॥ একটা অপরাধবোধ আপনার পিছু নিয়েছে। ক্রমশ আপনাকে দুর্বল করে তুলছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ। উঠুন, শক্ত হোন...দেশের সঙ্কটে আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বাইরে শত্রু! বীরের মত মোকাবিলা করুন। এভাবে হাল ছেড়ে দিলে...

[আচমকা দুদ্দাড় ছুটে এসে লোকেন্দ্রর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে লোকটা—

চুলদাড়ি আর বেশভূষায় তাকে চেনা বড় মুশকিল। লোকেন্দ্রর পা জড়িয়ে সে হাপুস কাঁদছে।]

দেওয়ান ॥ আরে কেহে বাপু তুমি ? কী হয়েছে তোমার ? [লোকটা থামছে না।] আহা, বলবে তো কী চাই তোমার ?
[লোকটি লোকেন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদেই চলেছে।]

লোকেন্দ্র ॥ রঙ্গলাল !

রঙ্গলাল ॥ প্রভু... [রঙ্গলালই বটে। আরও জোরে কাঁদছে।]

দেওয়ান ॥ তাই তো ! সাতবছর পরে !

লোকেন্দ্র ॥ অনেক খুঁজেছি তোমাদের। ভেবেছিলাম, দস্যু ডাকাতের হাতে পড়ে মারাই গেছ ! [রঙ্গলালের কান্নার জোর বাড়ল।]

দেওয়ান ॥ প্রভাকর কোথায়, প্রভাকর শর্মা ? [উর্ধ্বে হাত তুলে স্বর্গ দেখায়]

লোকেন্দ্র ॥ ঠাকুরমশাই বেঁচে নেই !

রঙ্গলাল ॥ ঠাকুর মারা যেতেই ওরা আমাকে কান মুলে তাড়িয়ে দিলে প্রভু।

লোকেন্দ্র ॥ কারা ? [রঙ্গলালের কাঁদে] অঃ বলবে তো কারা ?

রঙ্গলাল ॥ যেই বলেছি খরগোসের পশ্চাদ্দেশের পোলিকানি আর খাবো না...[রঙ্গলাল ভীষণ জোরে কেঁদে উঠল।]

দেওয়ান ॥ আঃ ! থামো না। হারটা কোথায়, মরকতের মালা !
[রঙ্গলাল ভীষণতর জোরে কাঁদল।]

দেওয়ান ॥ আছে না গেছে ! [রঙ্গলাল কেঁদে ভাসাচ্ছে।]

॥ ছয় ॥

[বনপাহাড়ে সূর্যডুবির আগে। গৌরী গাছতলায় বেদীর ওপর। তারপাশে মরা আধমরা ফুলের ঢিপিটা দিনে দিনে ফুলে উঠেছে। ব্যাধতরুণী ইচ্ছে জলাশয়ের পাড দিযে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাসিখুশি মেয়েটা গৌরীব চেযে সামান্য ছোট।]

ইচ্ছে ॥ গৌরী লো গৌরী...

গৌরী ॥ কোথায় ছিলিরে ! দুপুরবেলাটা এতো চেয়েছিলাম তোকে...

ইচ্ছে ॥ তুহুঁর পূজার ফুল কুড়াতে গেলমরে গৌরী...হুই সুদূর পাহাড়ে...

গৌরী ॥ কোন্ সুদূরে ! আমায় নিবি তো সঙ্গে !

ইচ্ছে ॥ আই আই আই ! দেবী কভুঁ আপন পূজা, আপনে সাজায় !
[আঁচল খুলে একরাশ ফুল ঢেলে দেয় গৌরীর থানে।]

গৌরী ॥ আহা কী ফুল...কী ফুল রে ইচ্ছে ? কত বড় বড় ! ইস ! কী মাতানো গন্ধ রে ! [গৌরী গভীর টানে ফুলের গন্ধ নেয়।]

ইচ্ছে ॥ হঁ, হঁ, মধুবাসে অজগর হাঁকুপাঁকু। কালভুজঙ্গ ছুটি গিয়ে বিষ ঢালি দেয় এই কুসুমে। বিষধর কুসম রে গৌরী, বিষবল্লরী !

গৌরী ॥ বিষবল্লরী!

ইচ্ছে ॥ হঁ হঁ, লতায় বিষ পাতায় বিষ, হবহি রূপের বাহার! বশীকরণ জানে কুসুম।

গৌরী ॥ [দুহাতে ইচ্ছের কোমর জড়িয়ে] আমিও তোর বশে রে ইচ্ছে! বল কী চাই, কী নিবি আমাব কাছে!

ইচ্ছে ॥ দিবি! কহব তুহেঁ একটি বাসনা? দেবী, বল পুরাবি?

গৌরী ॥ [মজা করে] দেবী ইচ্ছে করলে তার ইচ্ছের সব ইচ্ছে মেটাতে পারে! ইচ্ছে তুই যে আমার ইচ্ছে।

ইচ্ছে ॥ [ঝুপ করে গৌরীর পা ধরে] মোর কপাল পুড়ল রে দেবী, ইচ্ছা করে এ পরাণ পাখিটিরে গলা টিপে মারি!

গৌরী ॥ ও মুখপুড়ি, তোরও যে আমার দশা!

ইচ্ছে ॥ কী কহব দেবী, মোর কালাচিতা আর মোর বশে নাই রে।

গৌরী ॥ উদাস! তোর পিরীতের গোঁসাই!

ইচ্ছে ॥ হঁ হঁ, গোঁসাই আর গোঁসাই নাই লো! উদাসের ভাব বুঝি না। মোয় যবে তার নয়ানে নয়ান বাখি, সোহাগের কথা কহি, তত সে গম্ভীর হয়, যনু বোবা হিমালয়! মোরে কোনকালে চিনে না!

গৌরী ॥ সে কি রে! কুণ্ডলা মা বলছিল যে, ইচ্ছের সঙ্গে ছেলের বিঁয়ের ঠিকঠাক!

ইচ্ছে ॥ আব বিয়া!

গৌবী ॥ কেন, ঝরনার তীরে আর তোরা দুহুঁ মিলে সোহাগ জমাতে যাস না?

ইচ্ছে ॥ আমি গিযা বসি বই, উদাসের দেখা নাই!

গৌবী ॥ ইস!

ইচ্ছে ॥ দেবী উদাসেরে মোব বশে আনি দে! কহবি তারে, আজি চাঁদনিতে যদি মোরে লযে না যায় ঝরনাঝোরায, সাঁও দিব নিশ্চয়! কহবি তুই! দেবী, মোর ইচ্ছা পুবাবি!

গৌরী ॥ উঁহু! কথা ছিল আমরা দু'জনে আইবুড়ি থাকব! তুই ঢুকবি বরের ঘরে, আমার কী হবে!

ইচ্ছে ॥ কেন, তুহুঁর বর তো আগেই আছে...এই যে!
[গৌরীর পিঠের গাছটার গায়ে হাত বোলায় এবং চমকে ফেটে পড়ে]
হে গৌরী দ্যাখ দ্যাখ...তোহর বুড়া বরের যৌবন ফিরেছে!
[গৌরী ঘাড় হেলিয়ে দেখে মরা গাছটার একটা ডালে একগোছা কচি পাতা।]
আই আই আই! আহ্লাদে কচিপাতা মেলেছে লো! হঁ হঁ, দিবারাতি গায়ে গা দিয়া বঁধূ বসি আছে,... [গাঁন ধরে]
ও দেবী তোর বুড়া বর টোপর পরেছে...
গোড়ায় পেয়ে রস, আগায় টসটস
ঘাটের মড়া খুকখুক হাসতে লেগেছে...কোথাকে আছো কুণ্ডলা মা, লখ লখ কী কাণ্ড!
[ইচ্ছে চেঁচায়। গৌরী দুলে দুলে হাসে। হাসিটা হাসির মত নয়, জলেভরা

ছলেভরা। উদাস শিকার হতে ফিরল। পিঠে তার পাতায় বোনা টুকরি, হাতে বর্শা। গম্ভীর থমথমে উদাসকে দেখে ইচ্ছে চুপ। গৌরীকে চোখ ঠেরে ইশারা করে। উদাস দু'জনের ওপর চোখ বুলিয়ে গম্ভীর মুখে চলে যাচ্ছে।]

ইচ্ছে ॥ শিকার হতে ফিরলি ?

উদাস ॥ [গম্ভীর গলায়] ফিরলম।

ইচ্ছে ॥ দলবল কই রে উদাস ?

উদাস ॥ মোয দলবলের ধার ধারি না।

ইচ্ছে ॥ শিকার কই ? মোষ ভালুক হরিণ...বান্দর ?

উদাস ॥ বান্দর গাছে বসি আছে, যা খুঁজি নে!

ইচ্ছে ॥ নিতিদিন শিকার হতে শূন্য হাতে ফিরিস। বনে গিয়া করিস কী ?

উদাস ॥ [গম্ভীর গলায়] মুরলী বাজাই!

ইচ্ছে ॥ [গৌরীকে] শুনলি ?

[উদাসের পিঠে টুকরিতে কী একটা লাল বস্তু উঁকি দিচ্ছে।]

ইচ্ছে ॥ কী রে! ঝোড়াতে কী!

[ইচ্ছে খপ করে টুকরি থেকে যা তুলে নেয়, তা একথোকা লালরঙের বালা।]

ইচ্ছে ॥ রাঙা বলয় রে! আই আই আই! কৈছন ছটা রে! কোথাকে পেলি রে উদাস ?

উদাস ॥ উত্তর পাহাড়ে আজ সওদাগর এল। মৃগনাভি হাড় চামড়ার বিনিময়ে নানা বস্তু দিল। মোয চার মৃগচর্মের বিনিময়ে রক্তবলয় নিলম...তুহুঁর লাগি!

ইচ্ছে ॥ উদাস!

উদাস ॥ হঁ! বিয়ার রাতে তুহুঁবে সাজাব!

ইচ্ছে ॥ সত্যি ? বল, দেবীর পানে চেয়ে বল্!

উদাস ॥ হুঁ কহলম! দেবীর পানে কহলম!

[উদাস বলয়ের থোকাটা ইচ্ছের হাত থেকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।]

ইচ্ছে ॥ [আহ্লাদে ডগমগ] দেবী! কী কহব তোরে, মোর বুকের পাহাড় নামি গেল! তুহুঁরে পূজা দিব লো, বড় পূজা...

[মহানন্দে ইচ্ছে ছুটে বেরিয়ে যায়। তক্ষুনি অন্য পথে উদাস ফিরে আসে গৌরীর কাছে।গৌরী অন্যদিকে মুখ ঘোরায়।]

উদাস ॥ [ইতস্তত করে, চারপাশ দেখে নিয়ে] বলয নিবি ? তোহর লাগি আনলম! কৈছন রক্তছটা! হে গৌরী, নিবি না ? [গৌরী ফিরেও তাকায় না।] হঁ, তুহুঁর কণ্ঠহারের ভারি গবব, মোব বলয় কছু নয়!

[উদাস হঠাৎ মটমট করে বালা ভাঙে।]

গৌরী ॥ [চাপা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে] বলেছিলি আমায় নিয়ে পালাবি, সিংহগড়ে যাবি, তার কী হল ?

উদাস ॥ নগরে মোর তরাস লাগে! মোয় বনের ব্যাধ!

গৌরী ॥ তবে আর কোথাও চল! আমায় নিয়ে পালা উদাস!

উদাস ॥ মোর বড় তরাস লাগে!

গৌরী ॥ এত কেন ভয় তোর! আমি তো বলছি, তোর সঙ্গে পালাব। চল্, গভীর বনে চল্...কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না!

উদাস হে গৌরী, মোর পাপ হবে!

গৌরী কীসের পাপ! আমি বলছি, কোন পাপ হবে না! গহন বনে আমরা ঘর বাঁধব!

উদাস [দু'হাত জোড় করে গৌরীব পাযের সামনে বসে] দেবী, মোরে ছাড়! মানুষে দেবীতে মিলে না! স্বরগে বসি বাবাঠাকুর বজর ছুঁড়ি মারবে মোদের! দুহুঁকার মিলন এ জনমে হবে না গৌরী!

[তীব্র জ্বালায গৌরী উদাসের চুলেব মুঠি ধরে টানাটানি করছে।]

গৌরী ॥ ও যত পিরীত ইচ্ছাব সাথে! তুই তার কালাচিতা!

[ইচ্ছে ঢুকতে গিযে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা।]

ইচ্ছে ॥ বেশ হযেছে! আর কববি মোব সাথে দেযালা? ও কালাচিতা! কর্ আচ্ছা করি শাসন করি দে গৌরী! [গান ধরে]

ও দেবী তোর কেমন শাসন, বাহা বাহা বা

সর্পমস্তার ঠাঁয কাবও কভুঁ ক্ষমা নাহি গা।

বাহা বাহা বা...

বজ্রমুঠি কালাচিতা নডতে পারে না...

[সহসা পাহাড কাঁপিযে হইচই শব্দ হয। কাছে দূরে হাঁকডাক ছোটে। ডাহুক কুণ্ডলা এবং অন্য ব্যাধেরা খলবল কবতে করতে ছুটে আসে। সবাই বাইরে তাকিযে।]

ডাহুক ॥ হস্তি চাপি কে আসে বে? [সৈনিক[১] ঢোকে।]

সৈনিক[১] [ব্যাধদেব] যা সবে দাঁডা সব! ভাগ ভাগ...

[সৈনিক ব্যাধদের তাডিযে কুণ্ডের ওপারে পাঠায। গৌরী তার জায়গাতেই আছে। দ্বিতীয সৈনিক এসে গৌরীব পাশে দাঁড়াল। যাতে সে পালাতে না পারে।]

সৈনিক[২] [ব্যাধদেব উদ্দেশে] জয সিংহগডের মহারাজের জয! দে জযধ্বনি দে...

[ব্যাধেরা অজানা আশঙ্কায় জোটবদ্ধ। ভীতস্বরে কী বলল বোঝা গেল না, একটা থমথমে ধ্বনি উঠল। ধনঞ্জয ও লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঢুকল।]

[গৌরীর হাব দেখিযে] মহারাজ, ওই সেই কণ্ঠহার!

[লোকেন্দ্র ধীরপায়ে এগিয়ে এল গৌরীর কাছে।]

লোকেন্দ্র তুমি গৌরী...ঠাকুরমশায়েব মেযে...?

গৌরী ॥ [আস্তে আস্তে মাথা দোলায] হ্যাঁ মহারাজ, আমি প্রভাকর শর্মার কন্যা।

লোকেন্দ্র তুমি আমার কুলগুরু বংশের মেযে।

গৌরী ॥ সিংহগড় ছেডে আসার পর, বাবা একবারও ও পরিচয় উচ্চারণ করেননি!

লোকেন্দ্র ঠাকুবমশাই আমাকে ক্ষমা করতে পারননি! জীবিত পেলে একবার চেষ্টা করতাম—

গৌরী ॥ [ব্যাধদের উদ্দেশে] মহারাজকে বসতে দাও ডাহুক সর্দার।

[জনৈক ব্যাধ একটা মসৃণ পাথর ঘাড়ে করে এনে রেখে গেল।]

গৌরী ॥ বসুন মহারাজ।

লোকেন্দ্র ॥ [বসে] ছোটবেলায় তোমায় আমি দেখেছি গৌরী। আজ তোমার মুখে বালিকার সে মুখ আমি খুঁজে পাইনে। [থেমে] তুমি এদের কাছে দেবী!

গৌরী ॥ স্মৃতি আমারও খুব স্পষ্ট নয় মহারাজ! বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বনে ঢুকেছিলাম। আতঙ্কে চোখ খুলতে পারিনি কতদিন! হঠাৎ একসময় দেখলাম, সিংহগড় আমার চোখ থেকে মুছে গেছে! চার দিকে বন আর পাহাড়। আর আমি এদের দেবী!

ব্যাধেরা ॥ [সমস্বরে] জয়! সর্পমস্তার জয়!

গৌরী ॥ হ্যাঁ মহারাজ, আমি দেবী...দেবী সর্পমস্তা!

লোকেন্দ্র ॥ পূজারী ব্রাহ্মণ... দেবী হারিয়ে বড় অভিমানে তোমায় দেবীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

ধনঞ্জয় ॥ এবার হারটা খুলে দাও গৌরী। ওটা নিতেই এতদূর আসা...

[জটলার মধ্যে থেকে ডাহুক চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে।]

ডাহুক ॥ না, নিবি না! মোদের দেবীর হার নিবি না তোহরা!

[অন্যেরাও চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে ডাহুকের পাশে। সৈনিকেরা তাদের বাধা দিতে এগোয়।]

ডাহুক ॥ বাবাঠাকুর বলি গেল, হার রক্ষে করতে। [সঙ্গীদের] যা ঠেকা!

[ব্যাধেরা সবাই মিলে গৌরীর সামনে প্রাচীর তুলে দাঁড়ায়।]

ধনঞ্জয় ॥ [সৈনিকদের] কী দেখছিস তোরা! জানোয়ারদের হটিয়ে দে...

[সৈনিকেরা শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। একটি ব্যাধও নড়ে না। অগত্যা সৈনিক[২] ছুটে এসে প্রাচীরের মধ্যমণি ডাহুকের মাথায় বন্দুকের কুঁদোর ঘা মারতে উদ্যত হয়। মানব প্রাচীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে গৌরী।]

গৌরী ॥ খর্বদার মহারাজ! আমার একটি মানুষেব গায়ে যদি হাত পড়ে, আপনার হাতি ঘোড়া মাহুত সৈনিকের একটিও ফিরবে না!

[লোকেন্দ্র হাত তুলে সৈনিকদের নিরস্ত করে। গৌরী ডাহুকের গায়ে হাত বাখে।]

আমার বাবা নেই। ডাহুক আমার বাবা। ওই কুণ্ডলা আমার মা। এ আমার সাম্রাজ্য। এখানে আপনার শাসন অচল। ফিরে যান। হার নেবার চেষ্টা করবেন না।

ধনঞ্জয় ॥ গৌরী তুমি নিশ্চয় জান, হারটা যাবে বৃটিশ রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে। মহারাজ তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি ওটা নেবেনই। আমাদের ফিরিয়ে দিলেও, বৃটিশ বাহিনীকে ঠেকাবে কী করে?

গৌরী ॥ বলেছি তো, আমার সাম্রাজ্য! সর্পমস্তার ডাকে সবকটা পাহাড়ের লোক ছুটে আসবে। ওই নহুষকুণ্ডে ঠাঁই হবে সাহেবদের।

[ব্যাধেরা হইচই করে। লোকেন্দ্র অন্যমনস্ক ছিল। এবার সম্বিৎ ফিরে পায়।]

লোকেন্দ্র ॥ তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো ধনঞ্জয়। আমি ক'টা কথা বলব।

[ধনঞ্জয় ও সৈনিকেরা বেরিয়ে গেল]

গৌরী ॥ তোমরাও যাও ডাহুক, মহারাজের কথা শুনতে দাও...
[ডাহুক ও তার দলের লোকেরা নিষ্ক্রান্ত হল। সূর্য ডুবেছে। বেলা ফুরোয়নি। দিবস রজনীর সন্ধিক্ষণে পাহাড়ের মাথায় সন্ধ্যাতারাটি ফুটল।]

লোকেন্দ্র ॥ গৌরী তোমরা হারটা নিয়ে পালিয়েছিলে, তাই ওটা রক্ষে পেয়েছে। তোমার বাবা আমাকে বড় অমর্যাদার হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন। আজ তোমার তেজ দেখে বড় সাহস পাচ্ছি। তোমাদের কাছে আমার একটা দায় আছে। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও। আমি তোমাকে এখান থেকে সিংহগড়ে নিয়ে যাব গৌরী। তোমার বিবাহ সংসারের ব্যবস্থা করে দেব।

গৌরী ॥ মহারাজ কি ভেবেছেন, আমি ভিখারী কাঙাল? আমাকে উদ্ধার করতে চাইছেন?

লোকেন্দ্র ॥ রাগ কোরো না। সারাজীবন এখানে তোমার কাটবে কী করে? তোমার বাবার আকস্মিক তিরোধানের মূলে এই দুশ্চিন্তাটাও ছিল, মেয়ে বড় হচ্ছে। রঙ্গলালের মুখে শুনেছি সব। তুমি সিংহগড়ে ফেরার জন্যে ছটফট করো।

গৌরী ॥ হ্যাঁ করি, ছটফট করি মহারাজ। তবু সিংহগড়ের মানুষ যখন হাতি ঘোড়া সাজিয়ে আমায় উদ্ধার করতে আসেন...তখন কেন যেন বনের এই কোনাটা... পাহাড়চূড়ার ওই সন্ধ্যাতারাটা হঠাৎ বড় সত্য হয়ে ওঠে! [থেমে] আপনি ফিরে যান মহারাজ...

লোকেন্দ্র ॥ এত অভিমান তোমার?
[গৌরী উত্তর দেয় না। লোকেন্দ্র মাথা নিচু করে।]

গৌরী ॥ [একটু পরে] দুঃখ দিলাম মহারাজ? [লোকেন্দ্র কথা বলে না।] মহারাজ!

লোকেন্দ্র ॥ [চমকে] অ্যাঁ?

গৌরী ॥ আপনাকে বড় চিন্তাগ্রস্ত লাগছে।

লোকেন্দ্র ॥ হুঁ।

গৌরী ॥ বড় ম্লান হয়ে গেছে আপনার মুখচ্ছবি! ছোটবেলায় দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতাম মহারাজের উজ্জ্বল দৃপ্ত মূর্তি!

লোকেন্দ্র ॥ [গৌরীর মুখের দিকে পরিপূর্ণ তাকিয়ে] তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইব?

গৌরী ॥ [বিচলিত হয়ে] সেকী! আমি কি আপনাকে ভিক্ষা দেবার যোগ্য?

লোকেন্দ্র ॥ বলো, বিমুখ করবে না?

গৌরী ॥ যা চাইবেন, তা আমার আছে তো?

লোকেন্দ্র ॥ দেবী, তুমি দিতে চাইলে আছে, নইলে নেই!

গৌরী ॥ না মহারাজ, আপনি দেবী নামে ডাকবেন না। ওই মিথ্যে নিয়ে আমি ভুলে আছি, থাকি। আপনি বললে তখন যে নিজেকে মিথ্যেবাদী ঠেকে। কিন্তু বলুন, কী চাইছিলেন...আর ধাঁধায় রাখবেন না।

লোকেন্দ্র ॥ [গৌরীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দূরের সন্ধ্যাতারার দিকে রাখল] ওই সঙ্গিবিহীন সন্ধ্যাতারাটিও শুনুক, মরকতে গাঁথা মালা পরা এই মেয়েটির কাছে আমি একটি পুত্র চাই...

গৌরী ॥ মহারাজ !

লোকেন্দ্র ॥ আমি নিঃসন্তান। সিংহগড়ের রাজত্বস্বত্ব লুপ্ত হয়ে যেতে চলেছে। আমার রাজ্য বাঁচাতে তুমি আমার ঘরে চলো গৌরী !

গৌরী ॥ ব্যাধেরা যদি রাজি না হয়...

লোকেন্দ্র ॥ গৌরী, এই বনচারী অসভ্য ব্যাধদের সংগে কী সম্পর্ক তোমার ! তুমি সিংহগড়ের, তুমি আমার ! এখনই তোমায় সিংহগড়ে নিয়ে যাব।

গৌরী ॥ না, সে হয় না। মহারাজ, আগে কোনোদিন বুঝিনি, কী মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছি এই বনপাহাড়ে। এই মরা গাছটিও...ও মহাবাজ এই গাছটি যেন তাব শেকড নীরবে ছড়িয়ে দিয়েছে মর্মস্থলে। এঁদের অমতে আমি এক পাও নডতে পারিনে...

লোকেন্দ্র ॥ তবে এদের রাজি করাও।

গৌবী ॥ সাতদিন সময চাই।

লোকেন্দ্র ॥ আমি অপেক্ষা কবব। পাশের পাহাড়ে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা কবব। তোমাকে না নিয়ে সিংহগডে ফিরব না...গৌরী, বিমুখ করবে না বলো !

[আকাশের সন্ধ্যাতারাটি জ্বলজ্বল করছে।]

গৌবী ॥ [সেদিকে দু'হাত বাড়িযে] সন্ধ্যাতারাটি আমাব বুকেব মধ্যে আসুক...

[সামনের আকাশেব নির্মল সন্ধ্যাতাবার দিকে নির্নিমেষ লোকেন্দ্র গৌবী। আব পিছন থেকে ওদেব দু'জনকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখছে উদাস। বাঘেব চোখেব মত জ্বলছে তাব দৃষ্টি।]

— বিরতি —

দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

[সূচনাব সেই লোকোৎসব। সর্পমুণ্ডধারিণীকে নিযে রঙ্গে মেতেছে বনপাহাড়েব মানুষ। সর্পমুণ্ডী বিচিত্র সব ঢংঢাং করছে। কথক না বোঝাব ভণিতা করে—]

কথক ॥ [সর্পমুণ্ডধারিণীকে] বল্ দেখি, গৌরীর এখন কী অবস্থা ? রাজা তো সাতদিন সময দিযে গেল গৌরীকে, সাতদিন পবে নিতে আসছে তাকে...তো সাতটা দিন কীভাবে কাটছে গৌরীর ?

[সর্পমুণ্ডধারিণীর রকম সকম দেখে সবাই হেসে খুন।]

আহা আহা, ওসব কী বুঝব আমরা ? আমুরা মুখ্যসুখ্যু মানুষ...[সমবেতদের] কী বলছে বল তো, গৌরী কি ধান ভানছে...না চান করছে...না কি বাটনা বাটছে ? ওকি, ওকি, গৌরী মনে হয তাঁত বুনছে.. ?

[সর্পমুণ্ডধারিণীর ঘাড় নাড়ে]

অ্যাঁ, তাঁতই বুনছে ? বলে কী গো, বনের মধ্যে তাঁত পেল কোথায় ? সুতোর টানাপোড়েন...ওহো, বুঝেছি বুঝেছি...গৌরী টানাপোড়েনে পড়েছে।... একদিকে ডাহুক সর্দার...সে তো কিছুতে তাকে ছাড়বে না...ওদিকে রাজা, তাকেই বা ছাড়ে কী করে গৌরী ? বন আর সিংহগড় ! এদিকে তার বাবার স্মৃতি, রাগ অভিমান...ওদিকে রাজধানীর সম্মান। তার জীবন যৌবনের পরম পাওয়া... বুক ভেঙে দু'খানা হয়ে যাচ্ছে গৌরীর। দুঃখী রাজার জন্যে করুণা জাগছে দেবীর... [সাপের মাথাঅলা মেয়েটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে।]

অ্যাঁ, করুণা না ? তবে কী ? স্নেহ ? [আবার ঘাড় নাড়ে সর্পমুণ্ডধারিণী।]

তাও না ? তবে কী ? মমতা ? ভক্তি ? ভয় ? ভালবাসা ?

[শেষেরটিতে সায় দেয় সর্পকন্যা।]

আচ্ছা ! ভালবাসা, পিরীত বুঝলে গৌরী পিরীতে পড়েছে। তা পিরীত জিনিসটে কেমন, একটু দেখিয়ে দে তো আমাদের...

[সর্পকন্যা এবার নেচে নেচে এক একটা মূর্তি গড়ে, কথক গান গেয়ে তার ব্যাখ্যা শোনায। সমবেতরা রঙ্গে ধুম হযে ওঠে।]

কথক ॥ [গান] যেদিকে চাহিছে গৌরী দেখে মহারাজে
না পারে বুঝিতে হিয়া মরি মবি লাজে। [সর্পকন্যার দ্বিতীয় মূর্তি।]
শয্যায় পড়িয়া গৌরী এপাশ ওপাশ
ঘন ঘন মূর্ছা যায় ধপাস ধপাস। [সর্পকন্যাব তৃতীয় মূর্তি]
গা জুড়াতে করে গৌরী কুণ্ডেতে গাহন
নাকে মুখে জল ঢুকে এলো রে মবণ।

[সর্পকন্যা মরা গাছটির গোড়ায় মাথা কুটছে।]

ওগো বৃক্ষ প্রাণনাথ অজঙ্গম পতি
বরিব যে মহারাজে দেহ অনমতি।
[সর্পকন্যা গাছের গোডায় লুটোপুটি খায়। তাকে ঘিরে বাজনা, কোলাহল।]

॥ দুই ॥

[বনমাঝে দু'পক্ষে সভা বসেছে। এ পক্ষে রাজা লোকেন্দ্র, দেওয়ান ও রাজার দেহরক্ষী— ওপক্ষে ডাহুক, কুণ্ডলা ও অন্য ব্যাধেরা। দলের মধ্যে উদাস আর ইচ্ছে নেই। লোকেন্দ্র রুষ্ট, উত্তেজিত।]

লোকেন্দ্র ॥ সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল গৌরী। তারপর আরও সাতদিন কেটে গেছে। সে আমার কাছে আসতে চায়, তোমরা ছাড়ছ না। পাথরের ঘরটায় জোর করে আটকে রেখেছ। এতো স্পর্ধা তোমাদের !

ডাহুক ॥ পরাণ চাহ রাজা, তুহঁরে সঁপে দিব। দেবীরে চাহবি না।

[অন্য ব্যাধেরা সমস্বরে সমর্থন জানায়।]

লোকেন্দ্র ॥ তোমরা গায়ের জোরে সিংহগড়ের মেয়েকে আটকাবে, এ আমি সহ্য করব না। পাথরের ঘর ভেঙে তাকে নিয়ে যাবো।

দেওয়ান ॥ ডাকো গৌরীকে, সে যদি যেতে চায়, ছেড়ে দেবেত ?

ব্যাধ[১] ॥ বাবাঠাকুর কহে গেল, সর্পমস্তা ভারি চঞ্চলা। সে ছুট লাগাবে সিংহগড়ের মুখে, পাথরের আগড় তুলি আটকাহবি। গেল না কহে ?

সকলে ॥ হঁ হঁ।

লোকেন্দ্র ॥ [চিৎকার করে] সর্পমস্তা সে নয়। রক্তমাংসের মানুষ !

ব্যাধ[২] ॥ বাবাঠাকুর মিছাবাদী নহে হে রাজা !

লোকেন্দ্র ॥ [দেওয়ানকে] বুঝতে পারছেন, কী গোলমাল পাকিয়ে গেলেন প্রভাকর শর্মা। এই ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন জাতির মধ্যে নির্ভয় হতে পারেননি ব্রাহ্মণ ! একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব গড়তেই মেয়ের ওপর আরোপ করেছিলেন দেবীত্ব ! ব্রাহ্মণের দূরদর্শিতার অভাব ছিল !

ব্যাধ[৩] ॥ মোদের পাথরের মূরতি লয়ে গেলি তোহরা, ফের এ দেবীরেও নিবি ! সব নিবি তোরা !

দেওয়ান ॥ মহারাজ আপনার পূর্বপুরুষ যাদবেন্দ্র সিংহের সেই মূর্তিহরণ, আজও এদের বুকে বাজে ! সেই প্রতারণা...

ব্যাধ[২] ॥ হঁ বাজে ! বুকের কন্দরে গুর্‌গুর্‌ বাজে। ফিরে যা, দেবীরে মোরা ছাড়ব না !

[সকলে সমর্থনা জানায়।]

দেওয়ান ॥ রাজার আদেশ শুনবে না ? মানবে না তোমরা ?

ব্যাধ[১] ॥ মোরা রাজার খাই না, পরি না। তোহরে কন মানতে যাব রে !

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই, সৈনিকদের বলুন, এদের হাটিয়ে দিয়ে গৌরীকে মুক্ত করে আনুক !

দেওয়ান ॥ শান্ত হোন মহারাজ...

লোকেন্দ্র ॥ না না, গৌরীকে না নিয়ে ফিরব না আজ ! ওকে না দেখে থাকতে পারছি না। নিশ্চয় গৌরীরও সেই অবস্থা। [একটু থেমে হঠাৎ গর্জে ওঠে] কিন্তু আমার এই ব্যাধ প্রজাদের বেঁধে নিয়ে চলুন রাজধানীতে...

দেওয়ান ॥ মহারাজ এই বনচারী মানুষদের কোনওদিনই কি আপনি প্রজা বলে পালন করেছেন ? রাজ্যের কোনও সুফল কি ভোগ করে এরা ? গৌরীকে পেলে আপনার মঙ্গল...সিংহগড়ের মঙ্গল ! তাতে এদের কি এসে যায় ? বনের পশুপাখি যদি আপনার প্রজা না হয়, এরাও নয় ! এদের ওপর অভিমান বা ক্রোধ প্রকাশের অধিকার আছে কি আপনার, কিংবা বল প্রয়োগের ?

লোকেন্দ্র ॥ [সহসা ডাহুকের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে করজোড়ে] ডাহুক, তোমার কন্যাটিকে আমায় দান কর। আমি মিনতি করছি, ব্যাধসর্দার, কোনওদিন তোমাদের দেবীকে অসম্মান করব না। আমি তাকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করব।

[ডাহুক ঝিম ধরে বসেছিল। এবার যেন জেগে ওঠে]

ডাহুক ॥ লখ লখ হে ব্যাধেরা, রাজা দুখলি চিতে মিনতি করে। তবহি তেঁরে ফিরাবো শূন্য হস্তে! তেঁই কি কভুঁ হয়! হেরে পাষণ্ড, ব্যাধের ধরম নাই? শুনলি না তোহরা, বাবাঠাকুরের পুরাণ কথা! রামরাঘব যঁবে এল বনবাসে, কাহারা দিল রে ঠাঁই? মোদের পূর্বপুরুষ! রাজ্যহারা পাণ্ডব আসে বনবাসে, মোদের পূর্বপুরুষ পরাণ দিল জতুঘরে পুড়ি! হরিশ্চন্দ্র রাজায় ঠাঁই দিল চণ্ডালে। আর সিংহগড়ের রাজার বেলা হবে ধরম নাশ! কভুঁ না। উঠ রাজা। দিব কন্যা! [পাথরের ঘরের দিকে চেয়ে] হ্যাঁরে ইচ্ছা, লয়ে আয় মোদের রূপের আগরি...কুলবতী কন্যে সঁপে দিই সুপাত্তরে!

দেওয়ান ॥ ধন্য ডাহুক...ধন্য ধন্য!

[অন্য ব্যাধেরা দুঃখ ক্ষোভ ভুলে নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে—হুঁ সর্দার যখন কহেছে, সেই ঠিক কথা, ন্যায্য কথা।]

ডাহুক ॥ [কুণ্ডলাকে] হে রে কুণ্ডলা, জামাই চাহলি! লখ লখ, রূপবান ধনবান জামাই!

[কুণ্ডলা লজ্জায় মুখ ঢাকে।]

ব্যাধ[২] ॥ হঁ হঁ পাওনাকৌড়ি বুঝি লহ এই বেলা। কন্যে তুহুঁর, কৌড়ি পাবি তুহিঁ।

দেওয়ান ॥ [লোকেন্দ্রকে] মহারাজ, দেনা পাওনা মেটান...

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই আছেন কী করতে? মিটিয়ে ফেলুন।

কুণ্ডলা ॥ কৌড়ি চাহি না! শপথ করে যা, মোর কন্যের পুত্তুর হবে দেশের রাজা!

বৃদ্ধ ব্যধ ॥ হেরে, এ যে বড় পণ চাহলি রে কুণ্ডলা!

কুণ্ডলা ॥ তেঁই যদি না কঠিন হবে, মোর কন্যেরে কন পাঠাবো সতীনের ঘরে!

দেওয়ান ॥ তাই হবে। গৌরীর মা, তুমি যা বলবে তাই হবে!

ডাহুক ॥ আর এক সর্ত রাজা, বিয়া হবে হেথাকে! ভোজ হবে! বাবাঠাকুরের ওই পাথরের ঘরে নিশিবাস করবি তোহরা দুহুঁ মিলি...

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই...

দেওযান ॥ মহারাজ, এরা যা বলছে তা গান্ধর্ববিবাহ! মন্ত্রপাঠ আচার অনুষ্ঠান কিছু নেই, কেবল বাসররাত্রি যাপন। রাজি হয়ে যান...

ডাহুক ॥ [বৃদ্ধ ব্যাধকে] দিন বল হে গুনিন, বিয়ার দিনলগন...

বৃদ্ধ ব্যাধ ॥ [গলা ঝেড়ে] মাহ ভাদর, তিথি চান্দর, ঝিরিঝিরি বরষণ...

ডাহুক ॥ হঁ হঁ মত্ত দাদুরী...

[সকলে হাসে। লাজবতী গৌরীর হাত ধরে ঢোকে ইচ্ছে।]

ইচ্ছে ॥ মহারাজা, মোদের ক'নে কুসুমের বাস বিনা আনছান করে। নিতি তার মালা গাঁথি দিবে কে?

লোকেন্দ্র ॥ আমার মালীরা দেবে।

ইচ্ছে ॥ উঁহু! রাজারে দিতে হবে।

লোকেন্দ্র ॥ তাই হবে!

ইচ্ছে ॥ নিতি তার রাঙ্গা পা ধুয়ে দিতে লাগে। কে দিবে!

লোকেন্দ্র ॥ দাসীরা দেবে।

ইচ্ছে ॥ উঁহু, রাজা দিবে !

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই। মুখরী ছুঁড়িটে কীবা বাক্‌ছল জানে রে !

ইচ্ছে ॥ কন ? ক'নে বড় শস্তা, মানবী সর্পমস্তা ! তার পা ধুয়ে আঁচলে মুছি দিতে লাগে ! কে দিবে ?

লোকেন্দ্র ॥ [লজ্জায় লাল] আমিই দেব ইচ্ছেরানী।

কুণ্ডলা ॥ [ডাহুককে খোঁচা দেয়] হঁরে সর্দার, তুহুঁর জামাতার আঁচল থাকে নাকি ?

ডাহুক ॥ [কৃত্রিম কোপে] চুপ ! রাজারে লয়ে তামাশা শোভে না ! আঁচল নাই, তেঁই পা মোছন আটকায় কীসে ! পাগুড়ি নাই ?

ইচ্ছে ॥ আই আই আই ! [সকলে হাসে]

দেওয়ান ॥ [মুচকি হেসে] মহারাজ, ঘটকের বুঝি আর এখানে থাকা ঠিক হয় না !

লোকেন্দ্র ॥ [কৃত্রিম ভয়ে দেওয়ানের হাত চেপে ধরে] আজ্ঞে না, আমাকে একা ফেলে যাবেন না ! [অভিভূত] দেওয়ানমশাই, পিতার মৃত্যুর পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি সিংহাসনে বসি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও আমি স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারিনি। চারদিকে শত্রু ! চারদিকে থাবার মধ্যে হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে আসছিল। এই যে ক'টা দিন বনে আছি, প্রাণ ভরে বাঁচছি ! যেন স্বপ্নে বাঁচছি ! এই বনপাহাড়ের এত যে মায়া...

[গৌরী ও লোকেন্দ্রকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ইচ্ছে মাথায় ফুল ছড়িয়ে দেয়। গান ধরে—]

ইচ্ছে ॥ ও দেবী তোর কেমন পা, ধূলা লাগে না
ধূলায় গড়া পুতলি, ধূলা লাগে না...

[রঙ্গলাল ঢোকে। সুসজ্জিত, সুমার্জিত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ বিদূষক।]

ব্যাধ৩ ॥ আই আই আই, লখ আসে ব্রজের কানাই। রঙ্গদাদাগো...

[ছুটে গিয়ে রঙ্গলালকে জাপটে ধরে]

রঙ্গলাল ॥ এই, এই ! কী অসভ্যতা হচ্ছে ! ছাড় ! ছাড় !

কুণ্ডলা ॥ [রঙ্গলালের পোশাক টেনে] লখ ! লখ ! হেথায় ভালুকের চর্ম পিন্ধে ঘুরত গো !

রঙ্গলাল ॥ কী হচ্ছে কি ! জামাকাপড় নোংরা করে দিচ্ছে ! যাঃ ! সরে যা...

ইচ্ছে ॥ রঙ্গদাদা, যন মোদের চিন না !

লোকেন্দ্র ॥ সাতটি বছর হেথাকে পার করি গেলে !

ব্যাধ২ ॥ আজি পিকপুচ্ছধারী কাক ! [রঙ্গলালের হেনস্থায় লোকেন্দ্র মহাখুশি।]

রঙ্গলাল ॥ [লোকেন্দ্রকে] এই...এই অতীতের কথা উঠবে বলেই আমি আপনার সঙ্গে এখানে আসতে চাই নি প্রভু ! কোনও ভদ্দরলোকের অতীত তুলে কথা বলতে নেই। মূর্খ ব্যাধেরা কবে বুঝবে ?

দেওয়ান ॥ তা বাপু ডাহুক, রঙ্গলাল কিন্তু গোঁসা করতেই পারে। তোমরা তাকে এখান থেকে কান মুলে খেদিয়ে দিয়েছিলে...

রঙ্গলাল ॥ [ব্যাধ১কে দেখিয়ে] ওই যে ! ওই যে !

ব্যাধ[১] ॥ [রঙ্গলালকে পাঁজাকোলা করে তুলে] এসো হে আজি বান্দরের পিলা দিব, খরগোসের পোলিকানি দিব...[সকলে হাসে] তুহি যে মানী লোক, আগে জানি নাই।

রঙ্গলাল ॥ প্রভু এদের বলুন, অতীত—মানে, অ-তীত...মানে অতি তিতো...থুঃ! থুঃ!

[কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে লোকেন্দ্রকে]

শিগগির তাঁবুতে ফিরে চলুন। এইমাত্র রাজধানী থেকে ভগ্নদূত এসেছে। খবর ভাল না। ওদিকে আইন পাশ হয়ে গেছে...স্বত্ববিলোপ আইন...

[রঙ্গলাল বেরিয়ে গেল।]

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান ॥ [দেহরক্ষীকে] মাহুতকে ডাক, হাতির পিঠে হাওদা চাপাক। [দেহরক্ষী চলে গেল।] তবে ওই কথাই রইল ডাহুক। পূর্ণিমা রাত্রে মহারাজ বিবাহে আসবেন। [লোকেন্দ্রকে] সেনাপতি ধনঞ্জয় এখন সিংহগড়ে। তাকে ডেকে আনিয়ে আইনের পূর্ণ বয়ান শুনতে হচ্ছে।

[সব আনন্দে ছেদ পড়ল। লোকেন্দ্র দেওয়ান দ্রুত পায়ে বাইরে গেল। গৌরী বাদে সব ব্যাধেরা পিছু পিছু গেল বিদায় জানাতে। হঠাৎ গৌরীর নজরে পড়ল মরাগাছটার আড়াল থেকে উদাস তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল, গৌবীর মুখের রক্ত উড়ে গেল। তাই দেখে উদাস হেসে উঠল—শিকারীর হিংস্রতায়। লাথি মেরে গাছতলার বেদীর পাথরগুলো ছত্রখান করতে লাগল।]

গৌরী ॥ [ভযে থরথর গলায।] ভাঙলি!

উদাস ॥ ভাঙলম! ভাঙলম! ভাঙলম!

[উদাস পাথরেব ওপব পরপর লাথি মারে, গরগর করে হাসে।]

গৌরী ॥ [কাঁপা গলায়] খবর্দার! দেবীর থানে পা দিবি না!

উদাস ॥ দেবী! [হাসে] দেবী নাই! থান কীসে লাগে!

গৌরী ॥ [ভয় ঠেলে সরিযে কোনওরকমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়] কে? কে বললে দেবী নেই! আমি...আমি তো...

উদাস ॥ সর্পমস্তা?

গৌরী ॥ হ্যাঁ...

উদাস ॥ মানবজীবন ধরে আছিস!

গৌরী ॥ হ্যাঁ...

উদাস ॥ [গর্জে ওঠে] ধাপ্পা! তোহর বাপ ধাপ্পা দিয়ে গেল! ফের তুহি ধরিস পুরাতন খেলা। সর্পমস্তা! সর্পমস্তা বিয়া-বিয়া করে না...পুত্তুর কামনা করে না...সে বৃক্ষ নিয়ে সুখে রহে, তিরপিত রহে! [হাসে] রক্তমাংসে গড়া বাসনা-ভরা বনের ভালুকী! আয় তোহরে নিয়ে চলি গহন বনে...

[গৌরীর হাত ধরে টানে।]

গৌরী ॥ কী করছিস! শয়তান, তোর যে খুব সাহস বেড়েছে!

উদাস ॥ হঁ হঁ, আর কেন তরাস পাব রে তুহেঁ ? দেবীর আয়ড় তুলি বাবাঠাকুর কন্যেরে বাঁচাল ব্যাধের কামনা হতে ! আজি মোর সব দ্বন্দ্ব ঘুচি গেল ! দেবী নাই, দেবী নাই ! চল্ কান্তা দুহেঁ ঘর বান্ধি...

[গৌরী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উদাসের গালে চড় মারে ।]

গৌরী ॥ রাজা ! রাজাকে ভয় পাস না ! তোকে পশুর মত পিটিয়ে মারবে...

উদাস ॥ মোয় কেহরে চিনি না গৌরী...তোহরে ছাড়া কেহরে দেখি না নয়ানে ! মোর হিয়ার মাঝে ফোঁসফোঁসায় এক ধবল নাগিনী ! হে গৌরী তুহিঁ মোর সে নাগিনী...মোর বক্ষকন্দরে হিলহিল করি ঘুরিস ওরে ও কালসাপিনী...

[উদাস গৌরীকে জড়িয়ে ধরে । ইচ্ছে ছুটে আসে এবং উদাসকে টেনে সরাবার চেষ্টা করে আপ্রাণ ।]

ইচ্ছে ॥ আই মা গো ! উদাস ! মাতাল হয়েছিস ! মাতাল !

উদাস ॥ [ইচ্ছেকে আমলই দেয় না ।] যঁবে রাজা আসে নাই, তুহিঁ কত কহিলি, উদাস, তুহুঁ মোর জনম-মরণ ! চল্ পালাই দুহেঁ মিলি...গহন বনে ঘর বাঁধি ! তবেঁ মোর ধন্দ ছিল, মোয় সাহস পাই নাই ! আজি আয় গৌরী, মোরা পালাই...

ইচ্ছে ॥ হঁ হঁ ! তেঁই মোর পাশে তুই বয়ান মেঘলা করি ঘুরিস ! ঝরনাঝোরায় লয়ে যাস না মোরে ! [গৌরীকে] ওলো ও সুন্দরি, রূপের আগরি ! মোর কালাচিতারে কী কুহ করলি ডাকিনী ! [ডাহুক কুণ্ডলা ও অন্য ব্যাধেরা আসে] সর্দার, ওই ডাকিনীরে ভাগাও...আজি ভাগাও...মোর উদাসেরে কুঢ়া করেছে পিশাচিনী !

ডাহুক ॥ কারে কহিস রে, পিশাচিনী !

উদাস ॥ শুন সবে ! [গৌরীকে দেখিয়ে] ওই কন্যে নাহি যদি মেলে মোর,পর্বত গুঁড়াব মোয় আকাশ উড়াব !

কুণ্ডলা ॥ বাছা বাছা, হেন কথা না ধরিস অধরে ! পাপ হবে, দাবানলে ভস্ম হবে বনভূমি !

উদাস ॥ মাগো, আর পাপের ডর নাই, রাজারেও নাই । যদি পূর্ণিমায় রাজা আসে নিশিবাসে, রাজার বুকের রক্ত খাব মোয়, লখিবে এই কুণ্ড হবে রক্তে থইথই...

ডাহুক ॥ হঁ হঁ ! ডাকিনীতে ভর করল মোর পুত্তুররে । ব্যাধপুরীতে আর তার ঠাঁই নাইরে ! যা, লয়ে যা...ভাগা শয়তানটেরে...হুঁ, আজি হতে উদাস মোর পুত্তুর নহে আর...ব্যাধের শত্তুর ! [ব্যাধেরা উদাসকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ।]

কুণ্ডলা ॥ [কাঁদতে কাঁদতে পিছু ছোটে] উদাস ! উদাস ! ও মোর উদাস রে...

[ইচ্ছে বাদে আর সকলে উদাসের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল । গৌরী দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মত ।]

ইচ্ছে ॥ [গৌরীকে] নিতি ফুল ঢেলেছি ওই পায়ে ! ওই পায়ে ! রাক্ষসী ! মর্ ! মর্ ! [গাছটিকে দেখিয়ে] তোহর ভাতারের ডালে পাতা গজাল ! যা, গলায় রশি দিয়া ওই ডালে ঝোল..ঝুলি মর্ ! মর্ ! মর্ !

[ইচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায় । গৌরী দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল ।]

॥ তিন ॥

[বনভূমির আর এক প্রান্তে পাহাড়চূড়ায় লোকেন্দ্রপ্রতাপের শিবির সংলগ্ন অঞ্চল। দেওয়ান শিলাখণ্ডের ওপরে বসে মদ্যপান সহযোগে মনোরম রাত্রি উপভোগ করছে। ধনঞ্জয় ঢুকল।]

ধনঞ্জয় ॥ এ অধমকে কেন স্মরণ কবলেন দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান ॥ আরে এসো এসো ধনঞ্জয়। তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি!

ধনঞ্জয় ॥ [মদের পেয়ালা ইত্যাদি দেখে] একী দেখছি! ঠিক দেখছি তো দেওয়ানমশাই! আমরা তো জানতাম, আপনি শিউলিপাতা আর কালকাসুন্দির রস ছাড়া...

দেওয়ান ॥ বাহ্যত তাই বটে! তবে লুকিয়ে চুরিয়ে রাতবিরেতে একটু আধটু চলে...ডাক্তারের পরামর্শে। [হেসে] মানে ওই শরীরমাদ্যম খলু ধর্মসাধনম্! রাতটিও চমৎকার। মাথায তারা-ঝলমলে আকাশ! চারদিকে পাহাড় পাহাড! বসো ভায়া, বৃদ্ধকে সঙ্গ দাও।

[দেওয়ান আলাদা করে রাখা পূর্ণ পেয়ালা ধনঞ্জয়কে এগিয়ে দিল।]

ধনঞ্জয় ॥ সানন্দে। [পেয়ালায চুমুক দিযে] আঃ আপনি যে এই কারণে ডেকে পাঠাবেন, ভাবতেই পারিনি।

দেওযান ॥ না, শুধু এই কারণে নয়। রাজ্য বাজনীতি নিযে একটু আলোচনাও আছে। মানে ওই বৈষয়িক হিসাব নিকাশ যাকে বলে!...স্বত্ববিলোপ নীতি চালু হবার পর দেশের রাজনীতি যে নতুন মোডটা নিল... এই প্রেক্ষিতে তোমার এখনকার ভাবনাচিন্তা কী ভাযা? তুমি তো সিংহগড ঘুরে এলে... আচ্ছা সামনের পূর্ণিমায় মহারাজের বিবাহটি সম্পর্কে সিংহগড়ের মানুষ কী বলছে! ব্যাপারটা কীভাবে নিচ্ছে তারা! বিশেষ করে তোমার ভগ্নী...মানে আমাদের মহারানী এবং আমাদের রেসিডেন্ট সাহেব?

[ধনঞ্জয় নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতবেগে পেয়ালার পর পেয়ালা শেষ করেছে এই ফাঁকে।]

ধনঞ্জয় ॥ দেওয়ানমশাই আপনার দামি মালটাই গচ্চা গেল।

দেওয়ান ॥ কেন ভাযা?

ধনঞ্জয় ॥ আমি যে মদের আসরে বসে বেশি কথা বলি না। [হাসতে হাসতে] যদি ভেবে থাকেন মাঝরাতে নেশা করিয়ে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি উটকে পাটকে কথা টেনে বার করে আনবেন...ঠকে গেলেন!

দেওয়ান ॥ [হাসতে হাসতে] আমি আবার আসরে বসলে হুড়মুড়িযে সব বলে ফেলি! মানে নেশাদ্রব্য কাকে যে কী রূপে খেলাবে...

ধনঞ্জয় ॥ তবে আপনি খেলুন, আমি দর্শক!

দেওয়ান ॥ আমার মতে ভাই ধনঞ্জয়, লোকেন্দ্রপ্রতাপের এই তথাকথিত প্রণয় এবং বিবাহ অত্যন্ত গর্হিত এবং দুরভিসন্ধিমূলক!

ধনঞ্জয় ॥ দূর মশাই, এর মধ্যে দুবভিসন্ধির কী দেখছেন? প্রেমেপড়েছে, বিয়ে করছে! গোলমাল কী আছে?

দেওয়ান ॥ [ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিতে] আছে আছে, মরকতের হারটা রেসিডেন্ট সাহেবকে দেবে না বলেই তো বিয়ে! ঠিক কিনা? [ধনঞ্জয় উত্তেজনা চেপে পানপাত্রে চুমুক দেয়।] পাথরের মূর্তির গয়না সাহেব চাইতে পারেন, কিন্তু কোনও ভদ্রলোকই অপরের পত্নীর গলার হার চাইতে পারেন না। আর রেসিডেন্ট সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক! কী, ঠিক বলছি কিনা?

ধনঞ্জয় ॥ [জড়িত গলায়] প্রশ্ন করবেন না। জবাব পাবেন না! আপনাকে একাই খেলতে হবে, আমি দর্শক...[হেঁচকি তুলে] নীরব শ্রোতা!

দেওয়ান ॥ গক্ষিপ্ত গলায়] যেমন তুমি, তেমন তোমার সাহেব! একজোড়া ভেড়া! কেন রেসিডেন্ট সাহেব বলতে পারছেন না, বিবাহ করতে হলে আগাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি লাগবে?

ধনঞ্জয় ॥ [নিজেকে সংযত রেখে] অনুমতিব কী আছে! স্বত্ববিলোপ আইন রাজার বিবাহ বন্ধ করতে পারে না! জৈবিক ধর্মপালনে স্বাধীনতা সকলের! পশুপাখি এমনকি একটা ব্যাঙেরও বিবাহের স্বাধীনতা আছে, থাকবে!

দেওয়ান ॥ [পুরো নেশাগ্রস্ত] তা এ যা বিয়ে হতে চলেছে, বনজঙ্গলে পশুর বিয়ে ছাড়া কী! কোম্পানির নিশ্চয় দেখা উচিত। লোকেন্দ্রপ্রতাপ যদি অজাত কুজাতের একটা মেয়ে ঘরে এনে রাজ্যেব স্বত্ব ধরে রাখার উদ্যোগ করে...

[শিবিরের পথে ঢুকল রঙ্গলাল।]

রঙ্গলাল ॥ [দেওয়ানকে] কী হচ্ছে কী! একটু চুপ করবেন! ঘুমুতে দেবেন না? সারারাত ফালতু বকর-বকব! আরে, ঠাকুর প্রভাকর শর্মার মেয়ে হল অজাতকুজাত!

দেওয়ান ॥ আরে মূর্খ! কবে এতটুকু মেয়ে বাপের সঙ্গে দেশত্যাগ করল। সেই মেয়েটাই যে ব্যাধের ঘরের ওই মেয়ে কে বলতে পারে!

রঙ্গলাল ॥ বাঃ! ভারি ন্যায়বাগীশ হয়েছেন দেখি। কে পারে? আরে মশাই, আমি পারি। বলে আমার চোখের ওপর...

দেওয়ান ॥ তুই কে! [দেওয়ান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।]

রঙ্গলাল ॥ একী! দেওয়ানমশাই! আপনি টলছেন!

দেওয়ান ॥ [হাত বাড়িয়ে] আয়! এধারে আয়! আগে বল্ কে তুই শয়তানের বাচ্চা!

রঙ্গলাল ॥ একী রে! বনে এসে দেওয়ানও বুনো হয়ে গেল! প্রভু, দেখে যান...

দেওয়ান ॥ চোপ! ব্যাটা দাগি চোর! তোর কথা কে বিশ্বাস করবে? লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজত্বে শাসন প্রশাসন বলবৎ থাকলে তোর জায়গা হত কারাগারে!

রঙ্গলাল ॥ অতীত তুলে কথা বলবেন না। মহারাজ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আপনারা করলেন না-করলেন ভারি বয়ে গেল আমার!

[ধনঞ্জয় এতক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিল—এবার ধৈর্যহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঙ্গলালের ওপর।]

ধনঞ্জয় ॥ এই লোকটা...এই লোকটা সিংহগড়ে ঢুকে সব ওলটপালট করে দিল ঐ হারটা চুরি করে! আপনি ঠিক বলেছেন দেওয়ানমশাই...ব্যাটাকে ছাড়া হবে না!

রঙ্গলাল ॥ একী ! সেনাপতি-দেওয়ান জোট বেঁধেছে।

[ধনঞ্জয় রঙ্গলালের গলা টিপে ধরে]

ধনঞ্জয় ॥ খবর্দার ! ভাল চাস তো ব্যাটা আমাদের কথামতো চলবি !

রঙ্গলাল ॥ চলব !

ধনঞ্জয় ॥ আমাদের দাদা-ভায়ে যে কথা হচ্ছে, তার একটাও যেন কেউ না জানতে পারে !

রঙ্গলাল ॥ জানবে না !

ধনঞ্জয় ॥ তুইও জানবি না !

রঙ্গলাল ॥ জানব না ! গলা ছাড়ুন...

ধনঞ্জয় ॥ [দেওযানকে] কিন্তু আপনি বাজে বকছেন ! গৌরী অজাতের মেয়ে নয় ! ব্রাহ্মণের মেয়ে ! কিন্তু তবু লোকেন্দ্রপ্রতাপ এ বিযে করতে পারে না ! যেহেতু লোকেন্দ্র ব্রাহ্মণ না !

দেওয়ান ॥ এই ! এই হচ্ছে একটা কথার মত কথা ! তবে রেসিডেন্ট সাহেব কি আমাদের জাতিভেদ বর্ণভেদ বুঝবে ?

ধনঞ্জয় ॥ বুঝে আছে সে ! ভারত-বিষয়ে তাব মত পণ্ডিত খুব কম আছে মশাই ! আপনার আমার থেকে সে অধিকতর ভারতীয় !

দেওয়ান ॥ আরে তাই তো ভায়া ! অধিকতর ভারতীয় না হলে, ভারত তার বশে আসবে কেন ?

ধনঞ্জয় ॥ [দেওয়ানকে] দেওয়ানমশাই, আপনি বেশ চালাক লোক। দেশে আপনার একটা প্রভাবও আছে ! কিন্তু রাজনীতি বোঝেন এই কাঁচকলা ! আমার কাছে শুনুন, লোকেন্দ্রপ্রতাপের রাজত্ব শেষ !

দেওয়ান ॥ না না, এত তাড়াতাড়ি না !

ধনঞ্জয় ॥ বলছি তাডাতাড়ি ! শুনুন মশাই, এক পক্ষকাল পাহাড়ে বসে প্রেম চালাচ্ছে... ওদিকে কী হচ্ছে খবর রাখেন ? সব ব্যবস্থা পাকা ! বিয়ে করে আর সিংহগড়ে ঢুকতে হচ্ছে না ! ততদিনে সিংহাসনে ..কে ? কে বসে আছে ?

রঙ্গলাল ॥ কে ?

ধনঞ্জয় ॥ আমার ভগ্নী ! রেসিডেন্ট সাহেবের পছন্দ !

দেওয়ান ॥ মহারানী ! বাঃ ! বাঃ ! যোগ্য ব্যক্তিকেই পছন্দ রেসিডেন্ট্ সাহেবের। এসো মহারানীর নামে দু'ভাই দু'পেয়ালা খাই !

ধনঞ্জয় ॥ আমি জানি, আপনি কথা বার করার জন্যে অনেক পাত্তর খাওয়াবেন ! কিন্তু আমার মুখ আপনি খুলতে পারবেন না !

রঙ্গলাল ॥ আপনার মুখ খুলেই বা কী হবে ? কতটুকুই বা জানেন !

ধনঞ্জয় ॥ কতোটুকু জানি ! আরে ভাঁড় ! শোন্, তোর মহারাজাকে হত্যা করা হবে !

দেওয়ান ॥ কী হচ্ছে ধনঞ্জয় ? হারচোরটার কাছে সব গুহ্য কথা ফাঁস করে দিলে ?

ধনঞ্জয় ॥ ফাঁস করে দিয়েছি !

দেওয়ান ॥ দিলে না ? বললে না, মহারানী মহারাজকে হত্যা করবেন !

রঙ্গলাল ॥ দূর ! মহারানীর রাজত্বে তাই কখনও হয় ? স্ত্রী কখনো স্বামী হত্যা করতে পারে !

ধনঞ্জয় ॥ স্বামী ! [হেসে] ওই অক্ষম পুরুষটা আবার স্বামী কি রে ? ওতো একটা ক্লীব...

রঙ্গলাল ॥ ক্লীব ! মানে !

ধনঞ্জয় ॥ আরে যা ব্যাটা চিকিৎসকদের জিগ্যেস করে দ্যাখ, কেন ওর ছেলেপুলে হয় না। তাতেও যদি সন্দেহ হয, যা আমার ভগ্নীর কাছে গিয়ে শোন ! সাধে কি লোকেন্দ্রর প্রাণনাশ চায় ? ক্রোধে ঘৃণায় ভগ্নীর মনপ্রাণ বিষিয়ে আছে !

রঙ্গলাল ॥ [দেওয়ানকে] আর দেরি করছেন কেন ? সবই তো জানা হল। এবার ওনাকে খাঁচায় পুরুন—

ধনঞ্জয় ॥ খাঁচা ! খাঁচা কী রে ব্যাটা ! পাখি পুষবি ?

রঙ্গলাল ॥ তার চেয়ে খানিক বড। ভাল্লুকের খাঁচা ! গরই কাঠের।

ধনঞ্জয় ॥ [দেওয়ানকে] পাগলটা কী বলছে দাদা ?

দেওয়ান ॥ [স্বাভাবিক গলায়] সেনাপতির চোখে যদি তন্দ্রা না এসে থাকে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখুক—কতগুলো সঙ্গিন তার দিকে উঁচিয়ে আছে...

[ধনঞ্জয় হতচকিত। বাইরে দৃষ্টি ঘোরায়। তারপর বিকট চিৎকার করে ওঠে।]

ধনঞ্জয় ॥ ওরা কারা ? কার খাঁচা বয়ে আনছে ওরা !

[সৈনিকেরা ঢুকে সেনাপতিকে ঘিরে ধরে।]

ধনঞ্জয় ॥ [পাগলের মতো ছোটাছুটি কবে] খবর্দার ! খবর্দার সিপাহিরা ! আমি তোদের সেনাপতি !

দেওয়ান ॥ ছিলে ! এখন নও। আর এই সিপাহিরা তোমার হাতের পুতুলও নয়। বৃটিশের সঙ্গে চক্রান্ত করে ভগ্নীকে সিংহাসনে বসানো, মহারাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা—অনেক অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে। দণ্ডও নির্ধারণ করা হযে গেছে।

রঙ্গলাল ॥ যান, খাঁচায ঢুকে দাঁড়ে বসে ছোলা খান।

ধনঞ্জয় ॥ দেওয়ান ! শয়তান !

দেওয়ান ॥ তুমি বোধহয় জানতে না, শিউলি আর কালকাসুন্দি ছাড়া চিরতার জলও আমার প্রিয় পানীয ! [পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে] যাও, খাঁচায় পুরে সেই গুহার মধ্যে রেখে এসো।

ধনঞ্জয় ॥ ঠকে গেলাম ! আমি ঠকে গেলাম !

দেওয়ান ॥ প্রাণে তোমাকে মারব না ধনঞ্জয়। বৃটিশের সংগে লড়তে গেলে আরো কিছুকাল তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার আছে !

রঙ্গলাল ॥ [সেনাপতিকে] চলুন আপনাকে রওয়ানা করে দিয়ে আসি ! গুড বাই !

[সৈনিকেরা ধনঞ্জয়কে ঘিরে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রঙ্গলালও গেল। লোকেন্দ্রপ্রতাপ ঢুকল।]

লোকেন্দ্র ॥ ...আপনি আকাশের লেখা পড়তে পারেন দেওয়ানমশাই ?

দেওয়ান ॥ আকাশের লেখা !

লোকেন্দ্র ॥ ....একমুঠো তারা বেছে নিন....তারপর অক্ষরের মত সাজিয়ে নিন.....দেখবেন

লেখা ফুটে উঠছে! আকাশের ওই তারায় তারায় কী লেখা আছে পড়তে পারেন?

দেওয়ান ॥ মহারাজ, লেখা না পড়েও বলা যায়...আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর সময়!

লোকেন্দ্র ॥ ....লেখা আছে, সাবধান! সাবধান লোকেন্দ্রপ্রতাপ! আর একটা নারীকে তুমি প্রতারিত কোরো না! সেও আবার তোমাকে ঘৃণা করবে! যেমন করছে মহারানী! সেও তোমায হত্যার চক্রান্ত করবে! না, আর কোনো নারীকে ঠকাবো না!

দেওয়ান ॥ মহারাজ! মহারাজ!

লোকেন্দ্র ॥ পারব না, গৌরীকে আমি ঠকাতে পারব না! একবার যান কেউ ব্যাধপুরীতে, বলে আসুন, আমি তাকে বিবাহ করতে চাই না। প্রভাকর শর্মার মেয়েকে প্রতারণা করার সাহস নেই আমাব! এই অক্ষম পুরুষকে সে ক্ষমা করুক! দয়া করে যান দেওয়ানমশাই...

দেওয়ান ॥ এই যদি আপনার মনের অবস্থা, কেন এতদূর অগ্রসর হলেন...

লোকেন্দ্র ॥ [ছলছলে গলায়] মানুষ কি সব সময় তার অক্ষমতার কথা মনে রাখতে পারে দেওয়ানমশাই? এই বনপাহাড়ের কী যে আছে... পা দিয়ে মনে হয় আমি পৃথিবীর সর্বশক্তিমান। ঐ পাহাড় আকাশ নক্ষত্র—আমিও তাদের মত।

দেওয়ান ॥ অনেক আশা নিয়ে গৌরী আপনাব জন্যে অপেক্ষা করছে!

লোকেন্দ্র ॥ তার আরও অনেক আশাকে যে গলা টিপে মারা হবে দেওয়ানমশাই, যদি তাকে ঘরে আনি!

দেওয়ান ॥ মহারাজ সামনে ঘোর দুর্যোগ! একটা...একটাই শুধু আনন্দ আপনার আর গৌবীর বিবাহ। প্রভাকর শর্মার প্রতি আপনার কর্তব্য পালন! পিছিয়ে গেলে নিজের কাছেই ছোট হবেন। সময় থাকতে ক্লীবতা পরিহার করে উঠে দাঁড়ান।

লোকেন্দ্র ॥ ও মহাশয়, প্রকৃতই যে ক্লীব, সে কি করে তার ক্লীবতা পরিহার করে! আমি গৌরীর কাছে মুখ দেখাব কী করে! না-না...

দেওয়ান ॥ প্রকৃতই আপনি ক্লীব নন লোকেন্দ্রপ্রতাপ।

লোকেন্দ্র ॥ চিকিৎসকদের রায় আপনি শুনেছেন।

দেওয়ান ॥ চিকিৎসকরা যাই বলুন। [থেমে] ভীষণ এক অপরাধবোধ আপনার সামর্থ্যকে সাময়িকভাবে গ্রাস করছে মাত্র, আর কিছু নয়।

লোকেন্দ্র ॥ কোন্ অপরাধের কথা বলছেন আপনি! দেবী সর্পমস্তার কাছে... ?

দেওয়ান ॥ না লোকেন্দ্রপ্রতাপ, আপনার অপরাধ প্রজার কাছে, দেশকাল ইতিহাসের কাছে।

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই!

দেওয়ান ॥ অল্প বয়সে রাজত্ব পেয়েছিলেন। বিলাসে ব্যসনে সময় অতিবাহিত করেছেন! সুস্থিতির জন্যে ইংরেজের সাহায্য নিয়েছেন। আজ তারা ছাড়বে কেন? একবারও ভেবেছেন দেশের মানুষ কী চায়? কোন্ আশা আকাঙ্ক্ষা মেটালেন তাদের? কতটুকু দারিদ্র্য ঘোচালেন! অপরাধ! গভীর অপরাধ! অন্তরের

অন্তঃস্থল খুঁজে দেখুন, এই অবিনাশী পাপবোধ আপনাকে দিনে দিনে অক্ষম অ-পুরুষ করে তুলছে লোকেন্দ্রপ্রতাপ !

লোকেন্দ্র ॥ ...তিরস্কার করুন ! আমায় তিরস্কার করুন ! তবু আমি...

[লোকেন্দ্র করতলে মুখ ঢাকে।]

দেওয়ান ॥ আপনি আমার পৌত্রের বয়সী লোকেন্দ্রপ্রতাপ ! শিশুকাল থেকে আপনাকে দেখছি। বৃদ্ধের তিরস্কার গা থেকে ঝেড়ে ফেলবেন না। রাজত্বের বেশি সময়টা কাটালেন, কেমন করে স্বত্ব বজায় রাখবেন তাই ভেবে। এর কি কোনও ক্ষমা আছে ? সন্তান লাভ করে স্বত্ব বজায় রাখা যায় না, দেশরক্ষা করা যায় না ! যাচ্ছেও না !

লোকেন্দ্র ॥ আমি কী করব ! সিংহগড় কেমন করে ফিরে পাব ? দেওয়ানমশাই, কার্যত আমরা ক'জন নির্বাসিত হয়ে পড়লাম এই জঙ্গলে পাহাড়ে !

দেওয়ান ॥ একটাই এখন ভরসা, দুর্ভেদ্য অরণ্য...দুরতিক্রম্য পর্বতমালা ! আর এই পাহাড় জঙ্গলের মানুষ !

লোকেন্দ্র ॥ তারা কী করবে ?

দেওয়ান ॥ তারা যদি আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তবেই একটা লড়াই সম্ভব ! জয়ও সম্ভব ! সিংহগড় বৃটিশ বণিকের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় আবার !

লোকেন্দ্র ॥ কী জানি আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না !

দেওয়ান ॥ ডাহুকের কথাগুলো মনে পড়ছে আপনার ? সনাতন ভারতের এক আশ্চর্য সত্য কথা শুনিয়ে দিল ওই অসভ্য ব্যাধ। রাজারা যখনই রাজ্য হারিয়েছেন, ছুটে এসেছেন এইখানে...বনে জঙ্গলে অন্ত্যজ সমাজের দ্বারে।আমাদের ইতিহাস পুরাণ পরম্পরা তাই বলছে, সঙ্কটাপন্ন নগরসভ্যতাকে রক্ষা করে আসছে বনপাহাড় !এটাই এদেশের শক্তি...শক্তির ভাণ্ডার !

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই !

দেওয়ান ॥ হতাশ হবেন না তরুণ বন্ধু। দেখুন দেবীর কণ্ঠহারের সন্ধানে বনে এসেছিলাম। এসে কিন্তু ভালই হয়েছে। বিপদের দিনে যেখানে আশ্রয় নেবার কথা, সেখানেই আছি আমরা।

[দেওয়ান লোকেন্দ্রপ্রতাপের কাঁধে হাত রাখে। লোকেন্দ্র নক্ষত্রভরা রাতের আকাশের দিকে অপলক।]

এই বনপাহাড়ের দুর্ধর্ষ মানবজাতির বিশ্বাস ভালোবাসা যদি অর্জন করতে পারেন লোকেন্দ্রপ্রতাপ— [নেপথ্যে কোলাহল]

লোকেন্দ্র ॥ কী হলো ?

দেওয়ান ॥ তাইতো ! সৈনিকদের আর্তনাদ !

[চিৎকার করতে করতে সৈনিক[১] এর প্রবেশ]

সৈনিক[১] ॥ প্রভু প্রভু—সর্বনাশ হয়েছে প্রভু—

দেওয়ান ॥ কী ? কী হলো ?

সৈনিক[১] ॥ প্রভু, সেনাপতির খাঁচাটা আমরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম সেই গুহার দিকে। হঠাৎ

পাহাড়ের আড়াল থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর—বিষাক্ত তীর ছুটে এলো আমাদের ওপর। আমরা কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি প্রভু—

লোকেন্দ্র ॥ আর খাঁচাটা—বন্দী ধনঞ্জয় ?

সৈনিক[১] ॥ ছেড়ে এসেছি প্রভু, বাধ্য হয়ে।

লোকেন্দ্র ॥ দেওয়ানমশাই—

দেওয়ান ॥ কে ! কারা ! অতর্কিতে কারা আমাদের সৈনিকদের আক্রমণ করল ! এ পাহাড় জংগলে আমাদের শত্রু কে ! কারা ?

॥ চার ॥

[আলো কথককে ধরে আছে।]

কথক ॥ বিবাহের আগের রাতে পাথরের ঘরে বসে মালা গাঁথছিল গৌরী...তার সেই প্রিয় ফুলে...যে ফুলের সন্ধান দিয়েছিল ইচ্ছে...যে ফুলের গন্ধে ছুটে গিয়ে কালনাগিনী বিষ ঢেলে আসে।...হঠাৎ কোথা থেকে ধূমকেতুর মতো উড়ে এল দুজন মানুষ...সত্যিই যাদের সমাপ্তি ঘটে গিয়েছিল সর্পমস্তার জীবনগাথায়। [কথক নিস্ক্রান্ত হল। আলোছায়া ঘেবা রাতে জলকুণ্ডের পাড়ে দেখা দিল ধনঞ্জয় ও উদাস। উদাসের কাঁধে ধনুক।]

ধনঞ্জয় ॥ তবে রাজাকে মারতেই লুকিয়েছিলি পাহাড়ের আড়ালে ?

উদাস ॥ মোয় রাজার শির নিব। হঁ। পিঞ্জরে তোহরে না পেয়ে কন রাজারে পেলম না !

ধনঞ্জয় ॥ তুই যেমন বাজাকে মারতে চাস, আমিও ! সাহবরাও তাই চায়...আমরা তিনপক্ষ এক হলে রাজা শেষ হতে কতক্ষণ রে উদাস ? তুই আমাকে বাঁচালি, সাহেব তোকে পুরস্কার দেবে উদাস. বড পুরস্কার !

উদাস ॥ মোয গৌরীরে চাহি...

ধনঞ্জয় ॥ গৌরী তোর ! আমরা তোব সঙ্গে আছি। তোর কোনো ভয নেই !

উদাস ॥ গৌরী যদি নাই আসে মোর ঠাঁয়, শেষ করি দিব তারে—

ধনঞ্জয় ॥ শুধু গৌরীর গলার হারটা তুই আজ আমায় দিবি উদাস !

উদাস ॥ তুহি হেথাকে পাহারা দে ! ব্যাধপুরীর কেহ না আসে। মোয গৌরীর ঘরে ঢুকি— [গৌরীর ঘরের দিক থেকে শব্দ পেয়ে ধনঞ্জয় নিঃশব্দে আড়ালে সরে যায়। উদাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ফুলের মালা হাতে গৌরী এসে দাঁড়ায় গাছতলায়।]

গৌরী ॥ [ফুলের মালা বাড়িয়ে গাছটিকে] এটা তোমার...তোমার জন্যে গেঁথেছি। নাও, পরো। [গাছের কাণ্ডে মালাটা পেঁচিয়ে দেয়।] শুনছ, এই যা পেলে—আর কিন্তু কিছু চাইবে না। আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে মনেও রাখবে না, বুঝতে পেরেছ ? [বাঁকা হাসিতে দোলে] কেন, অতো কেন তোমার ? একটা জ্যান্ত মেয়েকে ভোগ করবে, লতায় পাতায় জড়িয়ে নিজের মতো অচল করে ফেলবে তারে ?

ইস্, আবার কচিপাতা ছেড়েছে! কীগো, পিছু পিছু সিংহগড় পর্যন্ত ধাওয়া করবে না তো? বলা যায় না, মাটির নিচে দিয়ে হয়ত শেকড় বাড়িয়ে দিলে সেই পর্যন্ত! [উদাস এসে দাঁড়াল সামনে। গৌরী যেন ভূত দেখল।]

গৌরী ॥ [ভয় পেয়ে] তুই!

উদাস ॥ [নিরাসক্ত গলায়] হঁ! মোয়!

গৌরী ॥ আবার এসেছিস!

উদাস ॥ হঁ। এলম!

গৌরী ॥ তোকে না তাডিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরী থেকে!

উদাস ॥ হঁ। দিল!

গৌরী ॥ ডাহুক খুন করবে তোকে! ডাকব তোর বাবাকে!

উদাস ॥ হঁ। ডাক।

[উদাস ধনুকখানা গাছের গায়ে হেলিয়ে রেখে কোমরে হাত দিযে দাঁড়াল।]

গৌরী ॥ কেন এমন করছিস উদাস। ভাবলি কী করে আমি তোর সঙ্গে গহন বনে যাব, ঘর বাঁধব! হ্যাঁ তোকে একদিন আমিই বলেছিলাম, কিন্তু সে তো এখান থেকে পালাতে! তোকে পাবার জন্যে না!...একটা কথা কেন তোর মাথায় ঢুকছে না, আমরা তোদের থেকে অনেক বড। তোরা ছোট, আমাদের চেয়ে নিচে!...আর শোন্, গায়ের জোর ফলিয়ে লাভ হবে না। আমাকে পাবি না।...[গাছে জড়ানো মালাটা দেখিয়ে] দ্যাখ, এটা কী ফুল! বিষবল্লরী! লতাপাতা ফুলে বিষ। ধরতে আসবি কি চিবিয়ে খাব। বুঝতে পারছিস?...যা, ফিরে যা...

[গৌরী আবেগভরে কথাগুলো বলে থামতে, একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে উদাস বলে...]

উদাস ॥ মোয় তোহরে চাহি না! [গৌরী চমকে তাকায় উদাসের দিকে] হঁ। কহতে এলম, মোয় তোহরে ঘিরণা করি! হঁ! হঁ! ঘিরণা!

গৌরী ॥ তাই নাকি রে? ঘৃণা করিস!

উদাস ॥ হঁ হঁ! করি! তুহিঁ কে রে বামনার বেটি, মোদের স্কন্ধে বসি খাস, গাছতলে বসি ফুলপাতা লয়ে আগডম বাগডম খেলিস! তোহর কোন্ শক্তি আছে রে! মোরা বীর! হঁ! মোরা পশুর সাথে লড়াই করি, হারি জিতি! মোরা কেহর ধার ধারি না!...শোন, কহিরে শ্বেত ভালুকী, ইচ্ছার পায়ের ধূলার তরও না তুহিঁ।

গৌরী ॥ উদাস!

উদাস ॥ হঁ! হঁ! ইচ্ছা বর্শা চালায়, ধনু চালায়! সে দামাল কান্তা...মোরা এক সাথে পাগলা হাতি তাড়া করি মারবি! তুহিঁ কোন্ কম্মে লাগিবি মোর! ইচ্ছা কত না রঙ্গ জানে। ঝরনাঝোরায় যবেঁ মোরা গহনে নামি, ইচ্ছা যনু এক জলবাঘিনী!

গৌরী ॥ চাস না, তুই আমাকে চাস না!

উদাস ॥ না রে না! আকামের পাগলি! যা ভাগ্, নহে দিব শেষ করি!

গৌরী ॥ রাজা যার জন্যে রাজ্যপাট ভুলে থাকে, তুই তাকে...

উদাস ॥ ঘিরণা করি ! তাহে লখি হাসি পায় রে...হো-হো-হো...

[হেসেও হাসে না উদাস। শব্দগুলো উচ্চারণ করে শুধু।]

গৌরী ॥ চাস না ! চাস না তা এলি কেন আমার কাছে ! জোছনারাতে বনের পশু যেমন জল খেতে আসে ওই কুণ্ডের কাছে...তেমনি কালাচিতা লুকিয়ে এল আমার ঘাটে জল খেতে...বলে চায় না।

[হঠাৎ গৌরী উদাসের চুলের গোছা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করে।]

গৌরী ॥ চাস না ! চাস না !...

উদাস ॥ [পূর্ববৎ] হো-হো-হো...

গৌরী ॥ বলে ইচ্ছের পায়ের ধুলোও না ! চল্ ! গহন বনে নিয়ে চল্ ! আমায় নিয়ে ঘর বাঁধ ! তোকে যে আমাব চাই রে কালাচিতা !

উদাস ॥ [পূর্ববৎ] হো-হো-হো...

গৌরী ॥ [চুলের মুঠি ধরে উদাসকে পায়ের কাছে ভূমিতে পেড়ে ফেলে।] শোন্ দূরের ওই পাহাড়টায় আছেন রাজা... যা চলে যা ! বিষমাখা তীর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে আয়। উনি না থাকলে আমায় আর সিংহগড়ে যেতে হবে না। আমাকে আর দোটানায় পডতে হবে না—ওরে উচ্চনীচ হিসেব কষে আমি যে আর পারিনে !

[উদাস আর এক ঝাঁক হেসে উঠতেই গৌরী চুল টেনে খামচে তাকে পীড়ন করতে থাকে।]

হাসবি না, হাসবি না !

উদাস ॥ [কাঁদছে] হে গৌরী, তুহুঁর তিযাস মোর এ জনমে মিটে না ! একদিন কহলম বাবাঠাকুরে...

গৌরী ॥ বাবাকে ! বলেছিলি তুই ? আমাকে পাবার কথা !

উদাস ॥ কহেন ঠাকুর, এক জনমে মিলে না ! সাধনা কর ! পরজনমে পাবি নিশ্চয।

গৌরী ॥ আর এক ধাপ্পা।

উদাস ॥ হঁ গৌরী, মোয় পরজনমে যাব ! তুহুঁরে পাব নিশ্চয় !

[উদাস বিষবল্লরীর মালা থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে খচমচ করে চিবুতে শুরু করে।]

গৌরী ॥ [আর্তনাদ করে ওঠে] উদাস ! বিষবল্লরী !

উদাস ॥ হঁ ! হঁ ! জয় হে বাবাঠাকুর...

[বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে উদাস মুঠো মুঠো ফুল খেতে যায়—গৌরী মুখ থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে]

গৌরী ॥ [চিৎকার করে] খাস না ! খাস না ! [ডাহুক সর্দার ছুটে আসছে—]

ডাহুক ॥ উদাসের গলা শুনি ! শয়তানটে ফের তে'হরে ধরেছে...

গৌরী ॥ ডাহুক তোমার ছেলে বিষবল্লরী খেয়েছে !

ডাহুক ॥ আঁ !

উদাস ॥ [ডাহুককে] বাপুন...হে বাপুন...

গৌরী ॥ বাঁচাও, আমার কালাচিতারে বাঁচাও ডাহুক !

[ডাহুক উদাসকে টেনেটুনে দাঁড় করায় কোনও মতে...]

ডাহুক ॥ হা বাপ ঢিল পাড়িস না, তোহর মা জাগি আছে! চল্! হাঁট! ছোট মোর সাথে...ত্বরা চল্! তোহরে নিদান দিই!...ঘুমাবি না! বাপ মোর! আঁখিপাতা মুকত রাখ...চল্ বাপ, বনে চল্...বনের বিষের নিদান আছে বনে!

[ডাহুক উদাসকে টেনে নিয়ে একমুখো বেরিয়ে গেল। গৌরী দেখল আলোছায়ার মধ্যে তার দিকে এগিয়ে আসছে ধনঞ্জয়।]

ধনঞ্জয় ॥ না না, মহারাজকে এইভাবে ঠকানো তোমার উচিত হয়নি গৌরী।

[উপর্যুপরি উত্তেজনায় আতঙ্কে গৌরী ঠকঠক করে কাঁপছে।]

এ আমি কী দেখলাম! একি সত্যি! নাকি দুঃস্বপ্ন! শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকন্যা এক নীচ অন্ত্যজ যুবকের কণ্ঠলগ্ন! আরে ছিঃ! ছিঃ! লোকেন্দ্রপ্রতাপ কী গভীর বিশ্বাসে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় সিংহগড়ে...তুমি হবে তার ভাগ্যলক্ষ্মী...আর তুমি কিনা...

গৌরী ॥ দয়া করুন, আমাকে বাঁচান সেনাপতি।

ধনঞ্জয় ॥ আমার ভগ্নীপতিকে ঠকিয়ে! তাই কি হয় নাকি? অশুচি কুলটা মেয়ে, তোমাব গলায় ওটা কী? কার হার? দেবী সর্পমস্তার কণ্ঠহার গলায় ধারণ এই সব হচ্ছে! ছিঃ! [গৌরী মরকতের মালাটি খুলে ধরে]

গৌরী ॥ আজ রাতে যা দেখেছেন ভুলে যান। এটা নিয়ে আমায় রক্ষা করুন।

ধনঞ্জয় ॥ চাই না!

গৌরী ॥ একশআট মরকতের মালা!

ধনঞ্জয় ॥ চাই না। ও মালা নষ্ট হয়ে গেছে!

গৌরী ॥ মরকত নষ্ট হয় না! সেনাপতি এই মালার জন্যেই না এতকিছু...এতগুলো জীবন তোলপাড়!

ধনঞ্জয় ॥ বলছি তো হার চাই না। আজ রাতে হারটাও সামান্য ঠেকছে গৌরী! এই মেয়েটার কাছে সব কিছুই তুচ্ছ!

[ধনঞ্জয়ের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে গৌরী তার ঘরের দিকে ছোটে। ধনঞ্জয় ধাওয়া করে। গৌরী দিক পাল্টে কুণ্ডের দিকে ছোটে। ধনঞ্জয় পথ আগলে দাঁড়ায়। উপায় না দেখে গৌরী কুণ্ডের মধ্যে নেমে যায়। পিছুপিছু ধনঞ্জয়ও। আর ওদের দেখা যায় না। শোনা যায় কুণ্ডের জলের তোলপাড়। বনেব পাখিরা আচমকা জেগে উঠে কলরব করে। প্রবল চিৎকারে শীৎকারে জোছনাযামিনী কুহরিত হচ্ছে। কত পরে গৌরী উঠে এল। সিক্ত বসন বিস্রস্ত। হাতে মরকতের মালা। গাছতলায় এসে আগে মালাটা পরে তারপর গাছটাকে জড়িয়ে কাঁদে। কুণ্ডলা আসে।]

কুণ্ডলা ॥ হে মা কী হৈল রে! আজি নিশিতে তোহর নয়ান ভাসি যায়! যনু তোলপাড় হয় চারিভিত্...জলদ ডাকে, পর্বত নড়ে... [গৌরীর কাছে আসে।]

আই আই আই! মারে! এ কী দশা তোহর!

গৌরী ॥ মাগো, সর্বনাশ হয়েছে আমার!

কুণ্ডলা ॥ [ভয়ঙ্করভাবে চমকে] কী কহিস মা!

গৌরী ॥ হ্যাঁ মা, মাগো! ওই লোকটা আমার সর্বনাশ করল মা!
[গৌরী কুণ্ডলার বুকের ওপর কান্নায় আছড়ে পড়ে।]

কুণ্ডলা ॥ হে মা সর্পমস্তা...কোন্ পাষণ্ড তোহর...[চারিদিকে তাকিয়ে] কই, কেহরে তো লখি না!
[গৌরী গাছের গা থেকে উদাসের ধনুক নিয়ে কুণ্ডের কিনারে আসে।]

গৌরী ॥ ওই যে...ভাসছে...ওই যে...
[ধনুকখানা জলাশয়ে পাঠিয়ে তার ডগায় ধনঞ্জয়ের সিক্ত ছিন্ন পাগড়িটা জড়িয়ে তুলে ধরে।]

গৌরী ॥ এই যে মা...এই শয়তানটা!

॥ ৫ ॥

[পূর্ণিমারাতে লোকেন্দ্রপ্রতাপের বিবাহে ব্যাধ ও সৈনিকেরা মিলে মিশে নাচছে। ধামসা মাদল বাজছে। অন্তরালে গৌরীর ঘরে বাসরশয্যা। সেদিক দিয়ে ঢুকল রঙ্গলাল। ভরপেট মদ্যপানে রীতিমত বেসামাল।]

রঙ্গলাল ॥ [জোড় হাতে] ভাইসব বন্ধুসব কনেযাত্রী বরযাত্রী...শালারা তোরা হল্লাগোল্লা থামাবি? বর-কনে মিলিত হবে কখন, বাসর-শয্যায়? গোটা রাত যদি এই নাচনকোঁদন চলে? [জোরে] কনে কোথায়? শিগগির নিয়ে আয়! প্রভু অধৈর্য হয়ে পড়ছেন!....গান্ধর্ব বিবাহ! হোমযজ্ঞি নেই পুরুত-নাপিত নেই...সাতপাক নেই...স্রেফ এক কক্ষে কপোত-কপোতীর রাত্রিযাপন। তা সেটুকুই বা হচ্ছে কই?....ও আমার রানিমা, আমার ছোটরানিমা....আমার গৌরী রানিমা...
[নাচিয়েদের একজন দল ছিটকে বেরিয়ে এসে রঙ্গলালের পেটে খানিকটা কাতুকুতু দিয়ে ফের দলে ফিরে গেল। রঙ্গলাল কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।]
এই এই কী হচ্ছে...উহুহু কী হচ্ছে...কাতুকুতু দিস না...পেটে বিলিতি মাল...হাসতে গেলে হড়াস! হি-হি। ঢেলে টেনেছি। প্রভুও অঢেল। মহাফূর্তি! একে বিয়ে, তায় প্রথম পক্ষের বড় শালা ধনঞ্জয় জলাশয়ে শুয়ে। উরে শালা! ঐ দশাসই লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলল! সত্যিই সর্পমস্তা!
[পানোন্মত্ত লোকেন্দ্রপ্রতাপ এবং তার পিছনে ডাহুক ঢুকল।]

লোকেন্দ্র ॥ গৌরী...গৌরী কই আমার...আমার সিংহগড়ের ভাগ্যদেবী...
[রঙ্গলালের গলা জড়িয়ে]
এসো গৌরী...আমার ফুলমালা শুকিয়ে গেল। বাসরে এসো...

রঙ্গলাল ॥ মহারাজ, আমি আপনার বিদূষক রঙ্গলাল।

লোকেন্দ্র ॥ রঙ্গলাল! যা, আমার গৌরীকে খুঁজে নিয়ে আয়—

রঙ্গলাল ॥ [ডাহুককে] এ সর্দার! এ ডাহুক কোথায় বেপাত্তা করলি তাকে? ঠিক করে বল তো তোরা কি বিয়েটা দিবি, না দিবিনে?

ডাহুক ॥ হঁ হঁ দিব ! দিব !

রঙ্গলাল ॥ দিবি তো দে !...তাড়াতাড়ি বিয়ে থা চুকিয়ে দে ! ওদিকে সিংহগড় টলমল। বিয়ে থা চুকিয়েই সিংহগড় উদ্ধারে নামতে হবে ! তাই না প্রভু ?

লোকেন্দ্র ॥ [নাচিয়েদের] নাচ নাচ তোরা—নাচ...[লোকেন্দ্র দলে ঢুকে তালে তালে পা মিলোবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ।] এই রে মাথাটা চক্কর দিচ্ছে যে...আকাশ ঘুরছে...পাহাড় ঘুরছে...অতীত ভবিষ্যৎ সব বনবন...বনবন...ক'নে কই....আমার রানি কই...আমার দেবী সর্পমস্তা ! মরকতের মালা দুলছে...একশ আট মরকত...সিংহবাড়ির দেউলে আরতি হচ্ছে...ঢং ঢং ঢং ঢং...

[লোকেন্দ্র মাথা ঘুরে পড়ে। সকলে মিলে তাকে ধরাধরি করে হইচই করতে করতে বাসরের পথে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ চারপাশ শূন্য, নীরব। ব্যাধপুরীর টিলার আড়াল থেকে কুণ্ডলা ও বধূবেশে সজ্জিত গৌরী ঢোকে। কুণ্ডলা গৌরীকে বাসরের দিকে নিয়ে চলেছে, জোর করে।]

গৌরী ॥ না, না, বাসরে যাব না...বাসরে যেতে বলিস না মা...

কুণ্ডলা ॥ [গৌরীর হাতটা শক্ত করে ধরে] আই আই আই। আজি পরম লগনে হেন কথা কহিতে নাইরে মণি।

গৌরী ॥ ওরে কেমন করে মুখ দেখাব রে রাজার কাছে...মাগো আমি নষ্ট, অপবিত্র।

কুণ্ডলা ॥ তোহর কোনও কলুষ নাই। তুহিঁ মোদের স্বপনের দেবীরে ! দেবী কি নষ্ট হয় কভুঁ ? দুষ্ট শয়তান নাশ হৈল কি, কলুষও নাশ ! চল মা, ত্বরা চল্...

গৌরী ॥ রাজা যখন বুঝতে পারবেন আমি কুমারী না ! ঘৃণা ভরে দূরে ঠেলবেন আমায় ! সে আমি সইতে পারব না !

কুণ্ডলা ॥ [তেজের সঙ্গে] তেঁরে কহবি, বনের মানুষ তোহরে নষ্ট করে নাই, পশুরাও না...করল তেঁর সিংহগড়ের সেনাপতি। পাপপুন্য যা হয়, সব তেঁ-র ! মোদের নয়। কৈছনে নয় !

গৌরী ॥ না, না, ছাড ছাড় দে...বিষ খেয়ে মরি...

[বাধপুরীর টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল উদাস। বিষে জর্জর দেহ। অর্ধেক চুল পড়ে গেছে, গা পুড়ে গেছে, মুখ হাত পা বেঁকেচুরে গেছে। চোখদুটো দেখলে ভয় হয়। কুণ্ডের ওপারে চিত্রার্পিত উদাস। উদাসের ভূত যেন।]

কুণ্ডলা ॥ আই আই আই। বিষের কথা আর কহিস না ওরে সর্পমস্তা ! বিষবল্লরী খেয়ে ওই দ্যাখ কী হৈল মোর পুত্তুরের...মারণ বিষে খাণ্ডবদাহন হল যৈছন।

গৌরী ॥ [কুণ্ডলার হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ উদাসের দিকে ছোটে] উদাস, কালাচিতা !

[কুণ্ডলা গৌরীকে আটকায়। রেগে চড়চাপড় মারতে যায় তাকে।]

কুণ্ডলা ॥ হে রে সর্বনাশী, আপনি মরবি তুই, মোদেরও মারবি রাজার হাতে ! হঁ ! হঁ ! দুধকলা দিয়ে এক কালনাগিনী পুষলম রে ! পুরীটে শেষ করি যাবে ! বোস বোস হেথাকে ! বর বিনা আজি কারও পানে চাহবি না ! [ডাহুক বাসরের দিক দিয়ে দ্রুতপায়ে আসছে।] হে রে সর্দার, বিদেয় কর্ সর্বনাশীরে, ত্বরা বিদেয় দে...

ডাহুক ॥ থাম থাম ! পূর্ণিমারাতি বহে যায়...বরবধূর মিলন হয় না ! মোর মান যায়, ধরম যায় ! মোয় এক যুকতি করলম ! দে রতনমালা দে...

কুণ্ডলা ॥ রতনমালা !

ডাহুক ॥ হঁ দে, খুলি দে। ইচ্ছারে পরাই...

কুণ্ডলা ॥ কহিস কী ! ইচ্ছারে রতনমালা !

ডাহুক ॥ হঁ ! গৌরী না যায় থাক্ ! মোর ব্যাধপুরীর এক ক'নে যাক রাজার শয্যায় !

কুণ্ডলা ॥ হে রে ছন্নছাড়া নেশাখোর বুড়া ! রাজার সাথে বিয়া হবে কার...গৌরীর না ইচ্ছার ?

ডাহুক ॥ হঁ হঁ, গৌরীর !

কুণ্ডলা ॥ তেঁই ? ইচ্ছা কন যায় বাসরশয্যায় ?

ডাহুক ॥ শান্ত চিতে শোন্ মোর শলা। গৌরীব ভয় কিসে ? পয়লা রাতে রাজা বুঝে যায় সে কুমারী না, তেঁই না ? ইচ্ছা যাক রাজার ঠাঁয়। রাতি ভোর রাজার সেবা করুক। যনু সে গৌরী !

কুণ্ডলা ॥ যনু সে গৌরী !

ডাহুক ॥ হঁ হঁ ! রাজা বেহুঁশ। কছু বুঝবে না। যাঁই রাজার জ্ঞান হবে, তাঁই ইচ্ছা বাহারে আসবে। তঁবে গৌরী যাবে বাসরে। বুঝিস কছু ?

কুণ্ডলা ॥ বুঝি বান্দরের মুড়া ! ইথে কী সমাধান হৈল ! গৌরীর যেঁই কলুষ, তাঁই না রহে গেল। নষ্ট কুমারী, রয়ে গেল নষ্ট !

ডাহুক ॥ বুড়িটের মজকে কছু নাই ! হে রে, রাজা কেমতে বুঝবে মোদের গৌরী নষ্ট ! সে না বুঝবে রাতির ক'নেটেই গৌরী ! গৌরীরে ভোগ করেছে আপনি সেই ! তেঁই ? আপন সঙ্গে কান্তারে নষ্ট ভাবে কোন্ জন ? [গৌরীকে] দে, রতনমালা দে মা। ইচ্ছারে সাজাই। যাঁই তার কাজ ফুরাবে, তাঁই সে তুহুঁরে ফিরে দিবে মালা ! [ডাহুক হারটা খুলতে উদ্যত।]

গৌরী ॥ [গলার হার চেপে] আর ইচ্ছের কী হবে ?

ডাহুক ॥ অ্যাঁ ?

কুণ্ডলা ॥ হঁ হঁ ! কুমারী মেয়ে নষ্ট হবে যে রাজার শয্যায় !

ডাহুক ॥ [থতমত খেয়ে] মোর তার কি জানি ! ইচ্ছাই তো যুকতিটা দিল !

কুণ্ডলা ॥ দিল সে তোহর চাপের মুখে !

ডাহুক ॥ [খেঁকিয়ে ওঠে] মোয় কোনও চাপ দিই নাই। ভারি ইচ্ছার তরে ভাবিস ! ও ছুঁড়িটের আর কী হবে...আর কী পাবার আশা আছে ইচ্ছার !

[ডাহুক কুণ্ডের ওপারে দাঁড়ানো তার বিষেপোড়া ছেলের দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকায়। উদাস ধীরে ধীরে টিলার ওপিঠে অদৃশ্য হয়। ডাহুক গৌরীর হার খুলতে হাত বাড়ায়।]

গৌরী ॥ না। আমার জন্যে ইচ্ছে সব হারিয়েছে। আর তাকে বলি দিতে পারব না !

ডাহুক ॥ তেঁই নিজে চল্ বাসরে...

গৌরী ॥ না, রাজাকেও ফাঁকি দিতে পারব না! আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা...আমি যেদিকে খুশি চলে যাই...

ডাহুক ॥ হে রে কুণ্ডলা, রাতি পার করে বাঁচি! হঁ হঁ, কনেদায় সাঙ্গ হলে বাঁচি! হে বাবাঠাকুর, কী দায়ে রাখি গেলা মোরে!

[গৌরীর হাত ধরে টেনে জোর করে গাছতলার থানে বসায়।]

মোয় যা কহি তেঁই হবে। মোয় সর্দার! [গৌরীর হার খুলে নিয়ে কুণ্ডলাকে দেয়।] যা, সাজা ইচ্ছারে। যনু সে গৌরী! ত্বরা সাজা!

[কুণ্ডলা হার নিয়ে বাসরের দিকে বেরিয়ে গেল। ডাহুক গণ্ডি কাটে থানের চারিদিকে।]

গণ্ডি কাটি গেলম। পালাবি যদি মোয় পরাণ তেয়াগিব নিশ্চয়! শোন্, যাঁই ইচ্ছা বাসর ছাড়বে, তাঁই যাবি বরের পাশে। দেবী সর্পমস্তার হার তুলি নিবি কনঠে। হঁ! বাবাঠাকুরের দিব্য তোহরে, বাবা ঠাকুরের দিব্য...

[ডাহুক বাসরের দিকে বেরিয়ে যায়। গৌরী তার ভাঙাচোরা থানের ওপর বসে থাকে। সব জল শুকিয়ে গেছে, খড়খড়ে দু'চোখ নির্নিমেষ। একটি পৃথক আলোকবৃত্তে কথকঠাকুর দৃশ্যমান। গৌরীব দিকে চেয়ে গৌরীর চিন্তাস্রোত বর্ণনা করে চলে কথক।]

কথক ॥ রাজা... আমার রাজা...লোকেন্দ্রপ্রতাপ আমার স্বামী! সিংহগড়ের রাজপ্রসাদে ঢুকব আমি! রানীর সম্মানে! আমাব সন্তান হবে রাজ্যের স্বত্বাধিকারী!... কিন্তু আমি এখানে কেন? এই গাছতলায়? আমার বাসররাতে কেন আমি বাইরে! কে আমার বাসরে, ইচ্ছে! আমি নেই, আমার ইচ্ছেটা রয়েছে লোকেন্দ্রর পাশে। আমার পিপাসাটা রয়েছে। ক্ষিদেটা রয়েছে! ও ইচ্ছে, কখন বেবুবি তুই, আমি যাব যে! আয়...আয...

[গৌরীর চোখে পাতা বুঁজল। সেই সঙ্গে বনভূমি অন্ধকারে ভাসল। অন্ধকারে লোকেন্দ্রপ্রতাপের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিকালের বনভূমি পূর্ববৎ আলোকিত। গৌরীর তন্দ্রা এসেছিল— লোকেন্দ্রর হাসিতে ধড়ফড়িয়ে উঠল। পৃথক আলোয় দেখা দিল কথক।ণ

কথক ॥ [গৌরীর মনোকথা বলে চলে।] রাজা! রাজা হাসলেন না? হ্যাঁ, রাজাই। স্পষ্ট শুনেছি। রাজা কি এখনও বেহুঁশ, নাকি সুস্থ হয়ে উঠেছেন! হাসলেন কেন? ইচ্ছে এখনও কেন বেরিয়ে আসছে না! লক্ষীছাড়ি, এখনো কী করছে! উঃ পাথরের দেওয়ালগুলো... সত্যি যে নিরেট পাথরের! কি হচ্ছে...কিছু দেখতে পাচ্ছিনে...

[আবার মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদ। আবার অন্ধকার কয়েক দণ্ডের জন্যে। আলো ফিরলে দেখা যায় গৌরী নির্নিমেষ অপেক্ষায়। কথক ধীরে লয়ে বলে চলেছে।]

কথক ॥ পাহাড় তুমি জাগবে কখন...ডাকবে কখন পাখি...
এখনও কেন তারারা জ্বলে...ও রাত তোর কত বাকি...

[আবার অন্ধকার পূর্ববৎ বনভূমির ওপর একটুক্ষণের জন্যে ভ্রমণ করে গেল। উষালগ্ন। অন্ধকারের তলদেশ থেকে দূরের পাহাড় একটু একটু মাথা তুলছে। ইচ্ছা বাসর থেকে বেরিয়ে এল। মরকতমালা গলায়। আর ফুলসজ্জা নিবিড় পেষণে ভেঙেচুরে গেছে। মুখ চোখ দপদপ করছে। গৌরীর মুখোমুখি—থমকে দাঁড়াল।]

গৌরী ॥ রাজা জেগেছেন?

ইচ্ছে ॥ রাজা ঘুমান নাই।

গৌরী ॥ হুঁশ ফিরেছে?

ইচ্ছে ॥ কভু সে বেঁহুশ হয় নাই।

গৌরী ॥ [একটু সময় নিয়ে] রাজা তোকে চিনতে পেরেছেন!

ইচ্ছে ॥ মোরে তিনি সোহাগ করেছেন...সারারাতি! [দু'হাত ছড়িয়ে ভোরের বাতাস লাগায় শরীরে] আই আই আই। আঁখির পলক মোরে ফেলতে দেয় নাই রাজা... কী যে সুখ, কী কহব গৌরী...

গৌরী ॥ দে আমার হার খুলে দে।

ইচ্ছে ॥ মোর হার তোহরে দিব কন রে!

গৌরী ॥ তোর হার!

ইচ্ছে ॥ রাজা মোরে দিয়েছেন।

গৌরী ॥ মিথ্যে কথা! তুই কে রে। রাজা ভেবেছেন তুই গৌরী!

ইচ্ছে ॥ যা শুধা গিয়া! কহেন, ইচ্ছা মোর অক্ষমতা ঘুচালি। তোরে দিব সর্পমস্তার হার! মাথায় রাখব তোরে, ইচ্ছা তুই সিংহগড়ের রানি!

গৌরী ॥ শয়তানী! তোর দেখি বড় বাড়।

[গৌরী ইচ্ছাকে ঠেলে সরিয়ে বাসরের দিকে ছোটে। ইচ্ছা হেসে ওঠে।]

ইচ্ছে ॥ কোথা যাস? তুহুঁরে সে ছুঁবে না। নষ্ট মেয়ে, কন সে তোহরে নিবে রে!

গৌরী ॥ তুই বলেছিস সবকথা! [ইচ্ছা ঘাড় নেড়ে দুলে দুলে হাসে।] এই দ্যাখ আমার হাত। দশ আঙুল। দশ আঙুলে টিপে ওই কুণ্ডের মধ্যে একটা জানোয়ার মেরেছি...[ইচ্ছার গলা টিপে ধরে] শয়তানি, আমাকে রাজাকে নিবি! আমার সুখের পথের কাঁটা! বল ছাড়বি কিনা আমার রাজারে...

[লোকেন্দ্রপ্রতাপ বেরিয়ে আসে।]

লোকেন্দ্র ॥ ওকে ছাড়ো গৌরী। [গৌরীর মুঠি শিথিল হয়।]
ও যা বলছে কোনটাই মিছে না। সত্যিই আমি বেহুঁশ ছিলাম না, ভান করেছিলাম মাত্র। করতে হয়েছিল। লজ্জায়। যে লজ্জায় পুরুষ তার নারীর মুখোমুখি হতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছা...এই ব্যাধিনী আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। [লোকেন্দ্র ইচ্ছেকে কাছে টেনে নেয়।]

[ডাহুক ও অন্য ব্যাধেরা উপস্থিত হয়।]

ডাহুক, আমার প্রপিতামহ একদা তোমাদের দেবীহরণ করেছিলেন, আমি দ্বিতীয়বার তোমাদের নিঃস্ব করব না। তোমাদের দেবী তোমাদের রইল। আমি

নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের ঘরে মেয়ে। গান্ধর্ব বিবাহ মতে যে সত্যিই আমার স্ত্রী !

ডাহুক ॥ হঁ রাজা ! তোহর এ বড় ধরমের কাজ, বড় পুণ্যের কাজ হৈল। ধন্য রাজা !
[দেওয়ান ও কয়েকজন সৈনিক বাইরের পথে এলো।]

লোকেন্দ্র ॥ ডাহুক, আমি রাজ্যহারা হতভাগ্য রাজা। মানুষ চাই আমার, অনেক মানুষ। সাহেবদের মুঠো থেকে সিংহগড় উদ্ধার করতে প্রাণ দেবে যারা...

ডাহুক ॥ মোরা দিব ! রাজা, তুই মোর আপনজন।
[লোকেন্দ্র ইচ্ছার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গৌরীর কাছে যায়।]

লোকেন্দ্র ॥ এই নাও তোমার কণ্ঠমালা। [গৌরীর সামনে হারটা রাখে]

গৌরী ॥ আমার না, এ কণ্ঠহার তোমার ইচ্ছের মহারাজ। আমাকে মুক্তি দাও রাজা... মুক্তি দাও।

লোকেন্দ্র ॥ জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে। তুমি প্রভাকর শর্মার কন্যা...তুমি তাঁর স্বপ্নে পাওয়া দেবী সর্পমস্তা !

[ইচ্ছাকে নিযে বেরিযে গেল লোকেন্দ্রপ্রতাপ ও আর লোকজন। স্পন্দনহীন গৌরী গাছতলায তার ভাঙা বেদীর ওপর একা। গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। উদাস এল। দু'হাত ভরে সে এনেছে ফুল। বিষেপোড়া উদাস ফুলগুলো গৌরীব পায়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। উষার আলোয় গাছ এবং গৌরী।]

বৃষ্টির
ছায়াছবি

চরিত্রলিপি

চন্দনা ॥ ঈশিতা ॥ ছেলেটি ॥
বাহুল ॥ পুলিশ সার্জেন্ট ॥

[ঝড়বাদলের সন্ধ্যা। সব দরজা জানালা বন্ধ করেও বৃষ্টি বজ্র কিংবা ঝড়ো হাওয়ার শব্দ— কোনওটাই আটকানো যাচ্ছে না। নতুন ঝকঝকে ঘরটির একপাশে বসার জায়গা, অন্যদিকে খাওয়ার। হাল ফ্যাশনের সিটিং-কাম-ড্রয়িং। রকমারি আসবাবপত্রে সরঞ্জামে পরিপাটি সাজানো। চন্দনা ঘরে একা। বছর বত্রিশ বয়েস। সুশ্রী সুঠাম শরীরের অভিনেত্রী। গলায় কমফর্টার জড়ানো। হাতে খোলা পাণ্ডুলিপি। সেখান থেকে পার্ট রপ্ত করছে। মাঝে মাঝে ফ্লাক্স থেকে গরম জল নিয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে, গলা পরিষ্কার করছে। কণ্ঠ নিয়ে খুঁতখুঁতুনি রয়েছে। যেমন নটনটীদের হামেশাই থাকে।]

চন্দনা ॥ [পাণ্ডুলিপি পড়ে] ভয় ! কিসের ভয় ! মানুষ কতো ভয় করবে অয়দিপাউস ! কত ! আমাদের জীবন তো কেবল কতগুলো আকস্মিকের খেলা ! কতো বিভিন্ন রকমের আকস্মিক ঘটনার যেন হাতের পুতুল ! আর আমাদের ভবিষ্যৎ ?
[কাছেই কোথাও বজ্রপাত হল। চন্দনা থামল। বেসিনে গিয়ে গরম জলে গলা পরিষ্কার করে আবার পাণ্ডুলিপিতে মন দিল।]
কেউ জানে না, কী আমাদের ভবিষ্যৎ ! তাই কী করবে মানুষ ! যতটুকু পারে ততটুকু সে নিজের যেমন ইচ্ছা হয় তেমনি করেই বাঁচবে। কোনও কিছুকে গ্রাহ্য না করেই বাঁচবে। তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের এই আতঙ্কের কথা তুমি ভুলে যাও অয়দিপাউস। স্বপ্নে মানুষ এরকম অনেক ভযাবহ জিনিস দেখেছে !
[বাইরের শব্দপুঞ্জ হঠাৎ উচ্চগ্রামে উঠল। জানলাটা একটু ফাঁক করল চন্দনা। বাদলা রাতের তাণ্ডব দেখল। তার মুখের ওপর বিদ্যুৎ চমকাল। জানালা বন্ধ করে ফের অভিনয়ে ডুব দিল।]
তুমি ভুলে যাও অযদিপাউস। এসব কথা ভুলে যাও। এ জীবনে যদি বাঁচতে হয় তো এসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অয়দিপাউস, তুমি ভুলে যাও।
[শেষের কথাগুলো কেমন শুকনো ঠেকছে চন্দনার। বারবার আউড়ে আবেগ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। টেলিফোন বাজছে। চন্দনা ছুটে গিয়ে ধরল।]
কে ?
[চন্দনার ঘরের বাইরে মঞ্চের একটা ছোট্ট অঞ্চলে আর একটা ঘরের আভাস। সেখানে টেলিফোনের সামনে বসে আছে এক চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বিবাহিতা।]

ঈশিতা ॥ পাশের বাড়ি থেকে ঈশিতা বলছি গো চন্দনাদি...

চন্দনা ॥ ঈশিতা ! হ্যাঁ বল...একটু জোরে বল...

ঈশিতা ॥ সারাদিন কী চলছে বল তো !

চন্দনা ॥ আর বলিস না ভাই। মাথা ধরিয়ে দিল এই ঝড়বাদলার ঝমঝমানি। তার ওপর তোদের সল্টলেকের ঝাউবাগানের শোঁ শোঁ ! গলাফলা ধরে বিশ্রী অবস্থা ! জানিস, এর মধ্যে আমায় শুটিং-এ বেরুতে হচ্ছে !

ঈশিতা ॥ এখন ? এই রাত্তিরে !

চন্দনা ॥ নাইট শুটিং ! আটটায় নিয়ে যাবে, কাল ভোরের আগে ছাড়বে না জানিস...

ঈশিতা ॥ তুমি দেখি রাতের শুটিং বেশি পছন্দ করো !

চন্দনা ॥ (বিরক্ত হয়ে) আমার পছন্দ করা না-করায় কি এসে যায়রে বাবা ? সিনেমাওয়ালারা করে, টি-ভি ওয়ালারা করে। রাতে মন দিয়ে খেটে কাজ তুলতে পারে। তারা যা বলবে, আমাকে তো তাই করতে হবে।

ঈশিতা ॥ কেন, তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই, যা বলবে তাই করবে ?

চন্দনা ॥ তাই ! পেটের জন্যে করতে হয় ! আমার তো তোর মতো কর্তাটি নেই, মাসপয়লা হাজার দশেক টাকার চেকখানি এনে হাতে গুঁজে দেবে !

ঈশিতা ॥ (রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে) কর্তা না থাক, প্রোডিউসারবাবুটি তো আছেন ! দশ হাজার টাকায় তোমার ঘরের পর্দা তৈরি হয় ! (ফোনে মুখ এনে) ও চন্দনাদি, তোমার তিনি...তোমার রাহুলবাবু আজ বৃষ্টির দিনে তোমার হাতের খিচুড়ি খেতে এলেন না !

চন্দনা ॥ (রিসিভারের মুখ চেপে) তোর মতো নেকীর মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না বুঝলি ! কী করব, কাছে পিঠে প্রতিবেশী বলতে এক তুই...তাই...(মিষ্টি গলায়) তাই দ্যাখনা। খিচুড়িটা কিরকম জমতো বল্ ! হ্যাঁরে ঈশিতা তোর কর্তা ফিরেছেন !

ঈশিতা ॥ নাগো এখুনি ফোন করেছিল। কলকাতা নাকি ডুবে গেছে। জলে গাড়ি আটকে গেছে ! কী করবে কে জানে...

চন্দনা ॥ (রিসিভার চেপে) ঝরঝরে গাড়িটা সের দরে বিক্রি করে, সেই টাকায় ভটভটি চালা। (মিষ্টি গলায়) যাই বলিস, আমাদের সল্টলেক কিন্তু এদিক দিয়ে চমৎকার। যতই বৃষ্টি হোক, জল জমে না ! কলকাতার গায়ে লেগে আছি, তবু কলকাতার সঙ্গে আকাশ পাতাল...

ঈশিতা ॥ চমৎকার না ঘোড়ার ডিম। এতো ফাঁকা নির্জন...মাথা কুটে মরলেও একটা লোক নেই। জান গো চন্দনাদি, খানিক আগে যা একটা কাণ্ড ঘটে গেল না, সাঙ্ঘাতিক !

চন্দনা ॥ (রিসিভার চেপে) তোর তো রোজই একটা না একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটে। (কৃত্রিম উত্তেজনায়) কী ? কী হল রে ?

ঈশিতা ॥ যে জন্যে তোমায় ফোন করছি গো !

চন্দনা ॥ তা আগে সেটাই বলবি তো !

ঈশিতা ॥ জানো, এই একটু আগে বাচ্চার জন্যে ফুড কিনতে বেরিয়েছিলাম। তা ঐ সাত নম্বর আইল্যান্ডের সামনে হঠাৎ কোত্থেকে ঝুপ করে একটা ছেলে এসে আমার ছাতার নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিলে...

চন্দনা ॥ (যেন কত চিন্তিত) ওমা ! সে কী ! মাথা ঢুকিয়ে দিল... !

ঈশিতা ॥ ঢুকেই না নিজের মাথায় ছাতাটা টানতে লাগল !

চন্দনা ॥ (কৃত্রিম গলায়) কী আশ্চর্য ! কী সাঙ্ঘাতিক !

ঈশিতা ॥ জানো, ছেলেটার মাথা ভর্তি চুল, গাল ভর্তি দাড়ি কালো ট্রাউজার, নীল সার্ট...

চন্দনা ॥ ওরে বাবা, তাই বুঝি ? এতো একবারে রহস্য গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা মাল ! শুনেই আমার গায়ের লোম সব খাড়া হয়ে যাচ্ছে রে !

ঈশিতা ॥ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল, আমায় চিনতে পারো, চিনতে পারো ?

চন্দনা ॥ তুই চিনতে পারলি না তো ?

ঈশিতা ॥ আরে না, কোনওদিন আমি ছোঁড়াটাকে দেখিইনি...

চন্দনা ॥ (রিসিভার চেপে) দেখলে তো গপ্পো ফুরিয়ে যেত ! (রিসিভারে) তারপর ? তারপর ?

ঈশিতা ॥ কীরকম পাজি জানো, যত বলছি, না চিনি না...কে আপনি ? তত হাসছে আর বলছে, বল তো কে...বল তো কে ! আমি তো ফুড না কিনে বাড়িমুখো ছুট দিয়েছি ! ওমা, দেখি সেও পিছুপিছু ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছে—চিনতে পারছ না...চিনতে পারছ না...

চন্দনা ॥ চিৎকার করে লোক জোটালি না কেন ? তোর তো গলায় জোর আছে !

ঈশিতা ॥ ফাজলামি করছ কেন ! বিশ্বাস হচ্ছে না !

চন্দনা ॥ আরে, বিশ্বাস করব না কেন ? বলছি কাউকে ডাকলে পারতিস !

ঈশিতা ॥ কাকে ডাকব ? এ পোড়ার জায়গায় দিনের বেলাতেও রাস্তায় লোক থাকে ? আমি তো পড়িমরি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছি, ছেলেটাও বাইরে থেকে দরজা ঠেলতে আরম্ভ করেছে।

চন্দনা ॥ ঘরে ঢুকল ?

ঈশিতা ॥ কোনওরকমে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে লক আটকে দিয়েছি !

চন্দনা ॥ যাক বাবা, বাঁচা গেল !

ঈশিতা ॥ বলো, আজ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি কিনা বলো।

চন্দনা ॥ তুই বলে বাঁচলি আমি হলে নির্ঘাত মরতাম রে ! কেননা আমি যে বোকার মতো লোকটাকে বলে বসতাম, চিনি গো চিনি তোমারে...

ঈশিতা ॥ যদি বলত, চলো তোমার ঘরে ঢুকব।

চন্দনা ॥ (গুনগুন করে) এসো এসো আমার ঘরে এসো...আমার ঘরে !

ঈশিতা ॥ ঘরে ঢুকে একটা ছুরি দেখিয়ে যদি বলত, দাও...যা আছে সব বার করে দাও।

চন্দনা ॥ নাও, সব নাও, প্রাণনাথ সেই সঙ্গে প্রাণটিও উপড়ে নিয়ে তোমার করতলে ধরো !

ঈশিতা ॥ ওসব ন্যাকামি তোমাদের সিনেমায় চলে ! (রিসিভার থেকে মুখ ঘুরিয়ে) ঢঙ ! (টেলিফোনে) দয়া করে তোমার ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখবে, কোন্ দিকে গেল লোকটা ! আমার বুকের মধ্যে এখনো ধড়াস ধড়াস করছে !

চন্দনা ॥ বাঁচতে গেলে অতো ভয় পেলে চলে না। কীসের ভয়? মানুষ কতো ভয় করবে অয়দিপাউস? আমাদের জীবন তো কতগুলো আকস্মিকের খেলা। কতো বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনারই যেন আমরা হাতের পুতুল!

ঈশিতা ॥ অয়দিপাউস কী?

চন্দনা ॥ রাজা অয়দিপাউস!

ঈশিতা ॥ সে কে!

চন্দনা ॥ শম্ভু মিত্র।

ঈশিতা ॥ শম্ভু মিত্র—তৃপ্তি মিত্র?

চন্দনা ॥ সফোক্লেসের রাজা অয়দিপাউস নাটক দেখিসনি তোরা?

ঈশিতা ॥ বোধহয় দেখেছি। সব অতো মনে থাকে না!

চন্দনা ॥ সেই নাটকটাই দেখবি এবার টিভি সিরিয়ালে! আমি রানি ইয়োকাস্তে!

ঈশিতা ॥ করো করো একটু ভাল করে সিরিয়াল কর দেখি। বাংলা সিরিয়াল তো পাতে দেওয়া যায় না! মুখে ঝামা ঘষে দিচ্ছে বম্বে! প্রোডিউসারকে বলো, কেবল আর্টিস্টের পেছনে টাকা ওড়ালেই সিরিয়ালের উন্নতি করা যায় না!

চন্দনা ॥ (মুখ টিপে হাসে) তোকে তো ওর খুব পছন্দ। সেদিন আমায় বলছিল, তোমার পাশের বাড়ির বান্ধবী কি সিনেমা টিভি-তে ইন্টারেস্টেড? একটু বলে দেখো না—তা আমি বললাম, ওর কর্তা কি ছাড়বে?

ঈশিতা ॥ কেন ছাড়বে না! এই বাবা, আর্ট কালচারের লাইনে গেলে কী হয়েছে? ছেলেবেলা থেকেই অ্যাক্টিং এতো ভালবাসি। চন্দনাদি এবার যেদিন রাহুলবাবু আসবেন, আমায় দেখা করিয়ে দেবে, প্লিজ।

[চন্দনা হাসছে। দরজায় বেল বাজছে]

চন্দনা ॥ এই বুঝি রাহুল এল। একটু ধর তো রে ঈশিতা।

[চন্দনা হাসতে হাসতেই দরজা খুলে দেয়। সামনেই ছেলেটি। কালো প্যান্ট, নীল সার্ট। একরাশ চুলদাড়ি। সব ভিজে একসা। ছেলেটি চন্দনার সমবয়সী।]

ছেলেটি ॥ (একগাল হেসে) চিনতে পারছ, কী, চিনতে পার?

চন্দনা ॥ (একটু ভেবে নিয়ে) আরে! তুমি!

ছেলেটি ॥ (ঘাবড়ে) অ্যাঁ! পারছ? সত্যি চিনতে পারছ?

চন্দনা ॥ চিনতেও পারব না, এতটা ভাবলে কী করে, উঁ?

ছেলেটি ॥ (আরো ঘাবড়ে) আমায়...আমায় চেনা যাচ্ছে?

চন্দনা ॥ একটু অসুবিধে হলো ঠিকই। এতো চুল দাড়ি! তবে ওসব দিয়ে কি আমায় ফাঁকি দেওয়া যাবে? এসো, এসো ঘরে এসো।

ছেলেটি ॥ যাব? অ্যাঁ, ভয় পাবে না তো। ছুটে পালাবে না তো!

[চন্দনা পিছিয়ে এসে একটা ছুরি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।]

চন্দনা ॥ (হেসে ওঠে) তোমায় দেখে বুঝি সবাই ছুট লাগায়?

ছেলেটি ॥ (তীক্ষ্ণ চোখে চন্দনাকে দেখছে) বলতো আমি কে?

চন্দনা ॥ বোকা বোকা কথা বলো না...বোকা বোকা জবাব পাবে! তুমি তুমি...আমি আমি! হলো তো?

[ছেলেটি ঘবে ঢোকে। ওদিকে বিসিভাব কানে চেপে অপেক্ষা করছে ঈশিতা। চন্দনাব খেযাল নেই, সে লাইনটা কাটেনি। বেসিনেব ধাব থেকে তোযালে নিযে ছেলেটাব দিকে ছুঁড়ে দেয চন্দনা]

ভিজে একেবাবে ভূত হযে গেছ। মুছে ফেলো। যাও টযলেটে ঢোকো...কী, হলো, যাও ঢোকো!

ছেলেটি ॥ (এগিযে গিযে চন্দনাব দু কাঁধ ধবে ঝাঁকুনি দেয) ওঃ! শেষ অবধি পেলাম, অ্যাঁ, তোমাব দেখা পেলাম।

চন্দনা ॥ আমিও তোমাব দেখা পেলাম!

ছেলেটি ॥ তোমাকে যে আবাব পাবো। উঃ। আশা ছেড়ে দিযেছিলাম।

চন্দনা ॥ আমি ছাড়িনি! আমি জানতাম, দেখা একদিন হবেই!

ছেলেটি ॥ দশটা বছব! পাক্কা দশটা বছব পবে। তাই না?

চন্দনা ॥ হুঁ কোথা দিযে যে পেবিযে গেল বছবগুলো! দশটা বছব।

ছেলেটি ॥ গন উইথ দ্য উইন্ডস! হাওযায উড়ে গেছে!

চন্দনা ॥ তাই মনে হয। হাওযায উড়ে গেছে! কিন্তু উড়ে কি যায, সত্যি যায?

ছেলেটি ॥ তুমি তাহলে এখনও ভুলে যাওনি, অ্যাঁ! মনে বেখেছ!

চন্দনা ॥ ভোলা যায! বলো, ভোলাব জিনিস। তুমি ভুলতে পাবলে!

ছেলেটি ॥ না। সব সময মনে হযেছে, তুমি আমাব কাছেই আছ, পাশেই আছ! হাসপাতালে শুযে সব সময তোমাব সঙ্গে কথা বলতাম। যেই পাশ ফিবতাম তুমি যেন পিঠেব দিকে চলে গেছ...যেই ওপাশ ফিবতাম, তুমি যেন আবাব পিঠেব দিকে চলে গেছ! সব সময মনে হযেছে আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, তুমি তাব উল্টোদিকে বযেছ। (হেসে) সিস্টাবরা খুব ধমকাতো। 'যে চলে গেছে, তাব কথা ভাবছেন কেন?' আমাব কখনও মনে হযনি তুমি আমায ছেড়ে চলে গেছ! [চন্দনা কিবকম দিশেহাবা বোধ কবছে]

চন্দনা ॥ কোন হাসপাতালে!

ছেলেটি ॥ বাঃ যেখানে তোমবা সবাই মিলে আমায পাঠিযেছিলে। আমি যেতে চাইনি, শেকল দিযে বেঁধে পাঠিযে দিলে...দশটা বছব...একটানা এক জাযগায...ভুলে গেছ, কোথায পাঠিযেছিলে?

চন্দনা ॥ বাঃ, ভুলব কেন? কী আশ্চর্য! সেই হাসপাতাল! তা কবে ছাড়া পেলে?

ছেলেটি ॥ গেল মাসে! ডাক্তাববাবু বললেন, যাও, তুমি ভাল হযে গেছ...এবার তোমাব ছুটি। হাসপাতালেব সবাই মিলে হাততালি দিল, আমায ফুলেব তোড়া দিল...তাবপব একটা বড় গাড়িতে তুলে হাত নাড়ল...বাড়ি ফিবে দেখি, তুমি নেই। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। ডিভোর্স কবে চলে গেছ!

চন্দনা ॥ (বেশ ঘাবড়ে) অ্যাঁ! ডিভোর্স!

ছেলেটি ॥ করলে না ? আমাকে হাতপাতালে ঢুকিয়ে দিয়ে তলে তলে সব চুকিয়ে দিয়ে চলে এলে না ?

চন্দনা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো...ডিভোর্স করে....

[চন্দনা বোকার মতো খানিকটা হাসল। ওদিকে কানে রিসিভার চেপে বসে আছে ঈশিতা। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে ঈশিতার ঘরের আলো নিভে যায়।]

তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে কী হলো জানো ?

চন্দনা ॥ খুব হয়রানি !

ছেলেটি ॥ এই তো খানিক আগে ঐ রাস্তায় একজন ভদ্রমহিলা ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমার মনে হলো তুমি ! বলো, ছাতার নিচে সব মেয়েকে একরকম দেখায় না ?

চন্দনা ॥ ছাতার নিচে...হ্যাঁ, হুঁ...পায়ের দিকটা দেখা যায় তো...

ছেলেটি ॥ কিংবা বাড়ির ছাতে ? একরকম।

চন্দনা ॥ খালি ওপর দিকটা দেখা যায়, তাই !

ছেলেটি ॥ আমি বললুম চিনতে পারছ ! অমনি বাড়িমুখো দে ছুট ! আমিও ছাড়িনি। দে ছুট ! বলছি, আরে আমি ভাল হয়ে গেছি ! দড়াম করে দরজাটা ভেজালো। দেখো, এমন ভাবে লেগেছে, হাতটা কিরকম থেঁতলে গেছে ! (ছেলেটি হাতে রক্তের ধারা)

চন্দনা ॥ ইস ! রক্ত পড়ছে !

ছেলেটি ॥ (হাত ঝাড়া দেয়) কী যন্ত্রণা হচ্ছে... !

চন্দনা ॥ তা সে যখন তোমায় চিনতেই পারল না, তার পিছু ধাওয়া করতে গেলে কেন ?

ছেলেটি ॥ পালাল কেন ? পালাল বলেই তো সন্দেহ হলো, তুমি ছাড়া কেউ না ! ধরা দেবে না বলে, না-চেনার ভান করছে ! আমার তো এখনও ধারণা, ও তুমি ছাড়া কেউ না !

চন্দনা ॥ (ঘাবড়ে একশেষ) এখনও মনে হচ্ছে, ও আমি ! মানে আমাকে দেখার পরেও মনে হচ্ছে—ও আমি !

ছেলেটি ॥ কেন, আমার কোনও ভুল হচ্ছে ?

চন্দনা ॥ না না, ভুল কেন ? (স্বগত) বাপরে !...

ছেলেটি ॥ তোমার কী মনে হয়, আমার মাথা এখনো খারাপ ?

চন্দনা ॥ না। তুমি তো ভাল হয়ে গেছ !

ছেলেটি ॥ একদিনও তুমি আমায় দেখতে যাওনি হাসপাতালে। তুমি আমায় ছেড়ে পালিযে এসেছ ! ভেবেছিলে ধরতে পারব না...দেখলে ঠিক ধরে ফেললাম ! কী, ফেলিনি ধরে ?

চন্দনা ॥ অ্যাঁ... ? হ্যাঁ...হুঁ...

ছেলেটি ॥ (হাত ঝাড়তে ঝাড়তে) ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে !

চন্দনা ॥ ঐযে...বেসিনে গরম জল আছে! ধুয়ে ফেলো...ঐযে ডেটল!

ছেলেটি ॥ তুলো ?

চন্দনা ॥ তু—তুলোও আছে। সব আছে। লাগাও!

ছেলেটি ॥ ব্যান্ডেজ! ব্যান্ডেজ কই! শিগ্‌গির ব্যান্ডেজ আন!

চন্দনা ॥ আনছি, আনছি।

[চন্দনা তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে যায়। ছেলেটি হাতের যন্ত্রণায় শিস দিচ্ছে। টানা লম্বা শিস। গরমজল ডেটল তুলো সব নামিয়ে নিযে মেঝেতে পাতিয়ে বসে। তিনটে কাজ এক সঙ্গে করতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। এর মধ্যে গায়ের ভিজে জামাটা খুলে এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা একটু মুছেই ছুঁড়ে ফেলে আরেক দিকে। এসব করতে করতে ছেলেটি নিজেব মনে বলে]

ছেলেটি ॥ সেই কোন্ সকালে ঢুকেছি তোমাদের সল্টলেকে, বুঝলে ? শালা বাড়িই খুঁজে পাওয়া যায় না। সেক্টার ব্লক ক্লাস্টার জলের ট্যাঙ্কি...এক নম্বর পাঁচ নম্বর চোদ্দ নম্বর...এর যে শালা এতো ফ্যাচাং কে জানত!

[একপাটি ভিজে জুতো মোজা খুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে।]

তারপর ঠিকানাও নেই। সেদিন কাকিমা কাকে বলছিল, আমার বউ এখন সল্টলেকে বাড়ি করেছে! তার ওপরে ভরসা করে আমার আসা!

[চন্দনা ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে শুনছে।]

সারাদিন যে কতো লোকের তাড়া খেলুম! এই তুমি যদি আমায না চিনতে, কী করতুম ? কিচ্ছু করার ছিল না! তুমি যদি আমার পা ভেঙে দিতে, কিচ্ছু বলারও ছিল না! ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তখন আরেকটা দরজায় যেতে হতো...চিনতে পারছ...চিনতে পারছ করে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো...

চন্দনা ॥ পাগলের 'মতো' ?

ছেলেটি ॥ কই ব্যান্ডেজ কই, ব্যান্ডেজ!

চন্দনা ॥ আনছি। (চন্দনা দ্রুত ভেতরে অদৃশ্য হয।)

ছেলেটি ॥ কবে যে সল্টলেক হল তাই-ই জানি না। কলকাতার ঘাডের ওপর সল্টলেক! কেলেপেঁচির নাকের ওপর মুক্তোর নাকছাবি। বড় বড় রাস্তাঘাট, ঝাউবাগান, গ্রিনপার্ক, ডিযার পার্ক, বিদ্যুৎ ভবন, স্টেডিযাম—কবে কোন্‌টা হল কিচ্ছু জানি না। আমি তখন ডাক্তার পাটনায়েকের ভি-আই-পি, মেন্টাল হসপিটালে ঘুমুচ্ছি। আমার ঘুমের মধ্যে গড়ে উঠল একটা বিরাট নগরী, ময়দানবের স্বপ্নপুরী... (যন্ত্রণায়) আ, জ্বলে যাচ্ছে...কী হল, ব্যান্ডেজ কি নিজের হাতে বাঁধা হচ্ছে। কোনও কাজের না, ফালতু!

[চন্দনা গোল করে পাকানো ব্যান্ডেজ আর একটা বড় মাপের দরজি-কাঁচি নিয়ে ছুটে আসে]

চন্দনা ॥ এই যে...এই যে...

ছেলেটি ॥ (ভেংচি কাটে) এই যে! এই যে! ব্যান্ডেজ ধুয়ে জল খাব? নাও বাঁধো।

চন্দনা ॥ ডেটল লাগানো হয়েছে?

ছেলেটি ॥ কে জানে! শুঁকে দেখতে পারছ না।

[ছেলেটি চন্দনার নাকের ডগায় হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।]

হয়েছে?

চন্দনা ॥ উঁহু...

ছেলেটি ॥ (সোফার ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে নবাবের মতো হাত বাড়িয়ে দেয়) নাও লাগিয়ে দাও। (চন্দনা ইতস্তত করে) কই দাও।

চন্দনা ॥ বলছিলাম কী...

ছেলেটি ॥ কী?

চন্দনা ॥ নিজে নিজে লাগালে জ্বালা করবে না।

ছেলেটি ॥ আমায় লাগাতে বলছ?

চন্দনা ॥ হ্যাঁ...এই যে ব্যান্ডেজ। (গরমজলের পাশে ব্যান্ডেজ রাখে)

ছেলেটি ॥ তুলো গরমজল ওষুধ ব্যান্ডেজ...চারটে জিনিস আমি একসঙ্গে পারি না! অত ভজোকটো ব্যাপার এখনও মাথায় ঢোকেনা! বললাম না, সবে ছুটি পেয়েছি। মাথাটা এখনও কাঁচা। তুমি লাগিয়ে দাও।

চন্দনা ॥ ডেটলের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। অ্যালার্জি আছে কিনা।

ছেলেটি ॥ তোমার তো অ্যালার্জি ছিল না!

চন্দনা ॥ হয়েছে, নতুন হয়েছে। তাই বলছি, এসবগুলো বাইরে ঐ মোড়ের মাথায় গিয়ে কাউকে দিয়ে যদি লাগিয়ে নেওয়া যায় না?

ছেলেটি ॥ মাথা খারাপ! মোড় থেকে ফিরে এলে তুমি যদি আর আমাকে চিনতে না পার! যদি দরজা বন্ধ করে দাও! আমি এ ঘর ছেড়ে বেরুবই না! রক্ত পড়লে পড়ুক... [ছেলেটি উঠে হাতের রক্ত পর্দায় মোছে]

চন্দনা ॥ বলছিলাম কী...

ছেলেটি ॥ কী?

চন্দনা ॥ পর্দাটা নোংরা হচ্ছে।

ছেলেটি ॥ ধুয়ে দিয়ো।

চন্দনা ॥ আচ্ছা! (থেমে) খুব রাগ করবে।

ছেলেটি ॥ কে!

চন্দনা ॥ যে ভদ্রলোক পর্দাগুলো দিয়েছেন, মানে প্রেজেন্ট করেছেন। তাঁর কিন্তু এখুনি এখানে আসার কথা।

ছেলেটি ॥ বলো আমি নোংরা করেছি!

চন্দনা ॥ আচ্ছা!

ছেলেটি ॥ আমার কথা বললে তোমায় কিচ্ছু বলবে না।

চন্দনা ॥ আচ্ছা!

ছেলেটি ॥ অ্যাই, আমার সব কথায় সায় দিতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

চন্দনা ॥ (মরিয়া) হ্যাঁ...

ছেলেটি ॥ (ধমক দেয়) হোক।

চন্দনা ॥ ঠিক আছে...

ছেলেটি ॥ কোনওদিন তো আমাব জন্যে কিছু কবনি। বিয়ে হতে না হতে, আমি গেলাম হাসপাতালে...তুমিও কেটে পড়লে। এতো বছব ধবে যা কবাব কবেছে মেন্টাল হসপিটালেব ডাক্তাব নার্স ঝাড়ুদাববা। আমাব জন্যে একটু খাটো, একটু হাঙ্গামা পোহাও...

চন্দনা ॥ ইস। আবাব বক্ত পড়ছে!

ছেলেটি ॥ (হাতেব দিকে তাকিয়ে) ইঃ কিছুতে থামছে না। বক্ত ঝবতে ঝবতে মবে যাব! (সোফায় শুয়ে পাগলেব মত পা দাপায়) ঘবে ডেকে এনে মাবল! আমায় একটু ওষুধ দিল না।

চন্দনা ॥ দিচ্ছি....দিচ্ছি...

[চন্দনা ছেলেটিব বক্তমাখা হাতখানা আলগোছে টেনে নিয়ে ওষুধ লাগাতে শুবু কবে যেমন তেমন কবে]

ছেলেটি ॥ ওকী! আগেই ওষুধ দিচ্ছ কেন? গবমজলে জায়গাটা ধুয়ে নেবে কে? ...আমায় ফাঁকি দিতে পাববে না। হুঁ হুঁ বাবা, সব দিকে নজব। মাথা পুবো সাফা।

[অগত্যা ওষুধ বেখে গবমজলে বক্ত পবিষ্কাব কবে চন্দনা।]

চন্দনা ॥ এবাব কিন্তু চলে যেতে হবে, অ্যাঁ? ওষুধটা লাগিয়েই...

ছেলেটি ॥ উঃ! কাচা ডেটল দিও না, উঃ! একটু জল মিশিয়ে দাও...

চন্দনা ॥ (তুলোয় ডেটল মাখাচ্ছে) আমায় এক্ষুনি কাজে বেবোতে হবে...তুমি এবাব যাও...

ছেলেটি ॥ যাব কেন? কিছুই তো হলো না।

চন্দনা ॥ (শঙ্কিত হয়ে) আব কী হবে? সবই তো হলো। দেখা হলো, কথা হলো...

ছেলেটি ॥ ভালবাসবে না? এতোদিন পবে দেখা. একটু কাছে এসো।

চন্দনা ॥ [কেঁদে ফেলে] পাগলামি দেখলে ভয় কবে! প্লিজ, তুমি যাও।

ছেলেটি ॥ ভয়েব কি আছে? ভাল হয়ে গেছি। এসো না!

চন্দনা ॥ বললাম যে কাজ আছে। আমি দবজায় তালা লাগিয়ে যাব।

ছেলেটি ॥ যাও না, যেখানে যাবে যাও। আমি এখানে ঘুমোই।

চন্দনা ॥ মানে।

ছেলেটি ॥ কোথায় যাব! আমাব তো আব কেউ নেই।

চন্দনা ॥ মা বাবা...

ছেলেটি ॥ দুজনেই শেষ। মা পাঁচ বছব আগে, বাবা গেল বছব...জানো না তুমি।

চন্দনা ॥ আমি কী কবে জানব?

ছেলেটি ॥ তাই তো। তুমি কী কবে জানবে? আমিও জানতাম না। হাসপাতালে কেউ

আমাকে বলেনি! ছুটি পেয়ে শুনলাম। দশটা বছর ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের মধ্যে সব চলে গেছে—বাবা মা তুমি...

চন্দনা ॥ বাড়ি যাও...নিজের বাড়িটা তো আছে...

ছেলেটি ॥ সেও ভোগে চলে গেছে। কাকারা আমাদের পোরশান দখল করে নিয়েছে। দশটা বছর এতো বড় সময়...কতো কী ঘটে যায়।

চন্দনা ॥ সে যাক, আরও আত্মীয় স্বজনরা আছে...তাদের কাছে গিয়ে থাকো।

ছেলেটি ॥ কেউ রাখতে চায় না। ভাবে আমি এখনও পাগল! পাগলকে কেউ কাছে রাখতে চায় না!...আমার ব্যাণ্ডেজটা লাগাও...

[চন্দনা ব্যাণ্ডেজ জড়াচ্ছে। ছেলেটি হঠাৎ তার গলাটা জড়িয়ে ধরল।]

আমি তোমার কাছে থাকব...

[চন্দনা ছটফট করে নিজেকে ছাড়াতে চায়। ছেলেটি আরও জোরে টানে।]

আবার আমরা একসংগে থাকব... [চন্দনা ধস্তাধস্তি সুরু করে।]

মা বাবাকে তো ধরতে পারব না, তোমাকে পেয়েছি। আর ছাড়ব না!

[চন্দনা কোনরকমে নিজেকে ছাড়িযে নেয়। হাঁপাচ্ছে। কপালে ঘাম। ছেলেটির হাতের ব্যাণ্ডেজ অর্ধেক বাঁধা হয়েছে—বাকিটা লেজের মত ঝুলছে]

বেঁধে দাও। দাও। (ছেলেটি এক হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়াবার চেষ্টা করে ছেড়ে দেয়) কিচ্ছু করতে পারি না আমি! দ্যাখো কিরকম ঝুলছে! ঝুলছে, ঝুলছে...রক্ত! রক্ত গড়াচ্ছে! [ছেলেটি অস্ফুট চিৎকার করে]

চন্দনা ॥ আমার ভয় করছে!

ছেলেটি ॥ ভয় কি? আমি ভাল হযে গেছি! দ্যাখো জামার পকেটে রিলিজ অর্ডার! ডাক্তার পাটনাযেক লিখে দিয়েছেন...পুরো ফিট, নর্ম্যালসি পুরোপুরি রেসটোর্ড্!

চন্দনা ॥ শিগগির বেরিযে যাও, বেরোও!

ছেলেটি ॥ তুমি ছাড়া আমাব কেউ নেই।

চন্দনা ॥ চুপ! আমি তোমাকে চিনি না। ভাল করে দ্যাখো. কেউ না, আমি তোমাব কেউ না!

ছেলেটি ॥ এখন না, এক সময় তো ছিলে!

চন্দনা ॥ না। কোনওকালে না। আমরা কেউ কাউকে দেখিনি!

ছেলেটি ॥ তুমি আমার বউ না?

চন্দনা ॥ না। বুঝতে পারছ না, তোমায় আমি চিনি না...তুমিও আমায চেন না!

ছেলেটি ॥ আমি তো বলিনি, তোমায় চিনি! বলেছি, আমায চিনতে পারছ! তুমি বলেছ, আরে তুমি! এসো ভেতরে এসো...বলোনি!

চন্দনা ॥ মজা করতে বলেছিলাম! পাড়ার মধ্যে ঢুকে মেয়েদের বিরক্ত করছ। মজা দেখাবো বলে ডেকেছিলাম। দেখো, তোমাব জন্যে ছুরিও গুছিয়ে রেখেছিলাম!

ছেলেটি ॥ এখনো বলছি স্বীকার করো।

চন্দনা ॥ কী স্বীকার করব?

ছেলেটি ॥ তুমি আমার বউ ছিলে!

চন্দনা ॥ (ছুরি উঁচিয়ে) একদম পাগলামি করবে না। দেখবে মজা ? জামা জুতো তুলে নিয়ে যাও বলছি !

ছেলেটি ॥ উঃ ! চেনো না সেটা আগেই বললে না কেন ? কেন বললে ভেতরে এসো ? কেন ওষুধ লাগিয়ে দিলে...এতক্ষণ পরে চিনি না বললে আমি শুনব !

চন্দনা ॥ আমি বললাম আর হয়ে গেল ! আমার কথায় পৃথিবী উল্টে গেল ! বদমায়েশি হচ্ছে !

ছেলেটি ॥ তুমি সত্যি বলছ, তুমি আমার কেউ না ?

চন্দনা ॥ না ! কেউ না, কেউ না !

ছেলেটি ॥ (চিৎকার করে) উঃ তুমি কি আমায় পাগল করে দেবে ! গোড়ায় কেন বললে, ভোলা কি যায়, ভোলার জিনিস ! ওরে, আমার মাথা এখনও কাঁচা ! একটা জিনিস মাথায় গেঁথে গেলে আর তাড়ানো যায় না। গেঁথে গেছে তুমি আমার বউ ! কেন, বোঝো না তুমি ! আবার যদি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, তুমি দায়ী থাকবে, তুমি !

[ছেলেটি দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে। ঝিম ধরে থাকে]

চন্দনা ॥ এই যে, মতলবটা কী ? শোনো যা ভাবছ, তা না। হাবাগোবা মেয়ে পাওনি...পাশের বাড়ির বৌটা পাওনি ! বহুৎ ঘাটের জল খাওয়া বুঝলে, অনেক লড়াই করে আমায় এখানে উঠতে হয়েছে ! কেউ যদি চিনতে পারছ বলে ঘরে উঁকি দিতে পারে, আমিও বলতে পারি...আরে ! তুমি ! এসো ভিতরে এসো ! ঘরে ডেকেও নিতে পারি ! অবশ্য তখন আমি জানতাম না, তোমার মাথাটাই একটা চালকুমড়ো ! (থেমে) উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমি কিচ্ছু করব না, সোজা বেরিয়ে যাও। কী হল, কানে যাচ্ছে, একটা প্লাস্টিক দিচ্ছি, মাথায় দিকে যাও, বৃষ্টি লাগবে না ! আচ্ছা, গাড়ি ভাড়া না থাকে, কটা টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে টাকা বার করে গোটা তিনেক দশ টাকার নোট ওর পাশে রাখে) নাও, লাভই হল তোমার ! আগে জুতোটা সরাও দেখি। মোজাটা তোলো ! উঁ ! ইঁদুর পচা গন্ধে ভরে গেল ঘরটা ! শুনছো...

[ছেলেটির ঝিমুনি ভাঙে। জেগে উঠে নোট তিনটে নেয়। পকেটে ঢোকায়]

ছেলেটি ॥ একটা চাদর দেবে !

চন্দনা ॥ চাদর-ফাদর হবে না। যা পেলে ঐ নিয়ে ভাগো।

ছেলেটি ॥ বড্ড শীত করছে !

চন্দনা ॥ জামাটা গায়ে চাপাও।

ছেলেটি ॥ ভিজে গেছে ! জামাটা জমা রেখে একটা কম্বল দাও না !

চন্দনা ॥ ধ্যাৎ !

[চন্দনা দেয়াল আলমারির হ্যাঙার থেকে একটা রঙচঙে শার্ট খুলে ছুঁড়ে দেয় ! একটা পলিথিনের থলিও দেয়। ছেলেটি শার্টটা গায়ে চাপায়]

যাও—

ছেলেটি ॥ তুমি সিগারেট খাও ?

চন্দনা ॥ অ্যাই! আবার পাগলামি হচ্ছে।

ছেলেটি ॥ তোমার জামার পকেটে রয়েছে কিনা...

[জামার বুকপকেট থেকে একটা দামী সিগারেট প্যাকেট বার করে]

একটা খাব?

চন্দনা ॥ যে কটা খুশি খাও। (পলিথিনের ব্যাগটা দেখিযে) ব্যাগটা মাথায় চাপিয়ে যাও। বৃষ্টি বাঁচাবে।

ছেলেটি ॥ একটু আগুন দেবে?

[চন্দনা একটা লাইটার দেয়। ছেলেটি সিগারেট ধরায়। লাইটারে বাজনা বাজে। ছেলেটি বারবার লাইটার জ্বালায় নেভায়।জিনিসটা তার পছন্দ হয়]

নেব?

চন্দনা ॥ নাও। দয়া করে বেরোও দেখি... [ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়।]

যাও...

ছেলেটি ॥ আমায় তুমি কী ভাবছ?

চন্দনা ॥ ভাবছিলাম পাগল, দেখছি সেয়ানা পাগল।

ছেলেটি ॥ বুঝলাম না।

চন্দনা ॥ চুরি ছেন্তাই না করেও মালপত্র হাতাবার কায়দাটা ভালই বার করা গেছে, তাই না?

ছেলেটি ॥ ধরে ফেলেছ!

[ছেলেটি লাজুক হেসে মাথা নিচু করে এক হাতে তার জামাজুতো কুড়িয়ে নেয়। কয়েক পা দরজার দিকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়]

ছেলেটি ॥ শার্টটা কাল ফেরত দিয়ে যাব।

চন্দনা ॥ কোনও দরকার নেই।

[ছেলেটি বেরিয়ে যায়। চন্দনা নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের ছুরিটা সরিয়ে রাখে। ছেলেটি ফিরে আসে। নিলডাউন হয়ে বসে]

ছেলেটি ॥ ব্যাগটা একটু মাথায় চাপিয়ে দেবে?

[চন্দনা দেখল ছেলেটির এক হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, আরেক হাতে জুতো জামা। অগত্যা পলিথিনের ব্যাগটা তার মাথায় গলিয়ে দেয়]

তবে যে বললে, তুমি আমার কেউ না।

চন্দনা ॥ আবার!

ছেলেটি ॥ (হেসে) এবার তোমায় আমি চিনতে পেরেছি! এতোক্ষণে...

চন্দনা ॥ সে তো চিনতেই পারো।

ছেলেটি ॥ কী করে চিনলাম বলো দেখি।

চন্দনা ॥ টিভিতে দেখেছ, তাইতো!

ছেলেটি ॥ দূর! ও সব না। শার্ট লাইটার সিগারেটের প্যাকেট দেখে! এসব তোমার ঘরে এল কী করে, উঁ? এসব কার?

চন্দনা ॥ যার হোক...

ছেলেটি ॥ তোমার বাবুর।

চন্দনা ॥ অ্যাই!

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ! কাকিমা সেদিন বলছিল তোর বউ তোকে ডিভোর্স করে এখন একটা বাবু নিয়ে থাকে। বাবুটা তাকে একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সল্টলেকে। নন্দিতা, আর তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না!

চন্দনা ॥ আবার সুরু হলো!...নিকুচি করেছে নন্দিতার! ভাল করে চেয়ে দ্যাখো, আমি নন্দিতা না।

ছেলেটি ॥ তুমি! তুমি! কাকিমা বলেছে, বাবুটা তোমাকে পুষছে! মাঝে মাঝে তোমার ঘরে রাত কাটায়।

চন্দনা ॥ (ঝাঁটা উঁচিয়ে তেড়ে যায়) ফের যদি বাজে কথা বলেছো...

ছেলেটি ॥ বাঃ তা না হলে তোমার ঘরে ছেলেদের জামা সিগারেট থাকবে কোত্থেকে! ঐ বড় চপ্পলটা কার? সেই বাবুর। এক সেট জামা জুতো রেখে গেছে!

চন্দনা ॥ বেরোও বলছি, বেরোও!

ছেলেটি ॥ পাগল! সে শালাকে না দেখে যাচ্ছি আমি! (সোফায় বসে) ঐ বাবুটা রাত কাটাতে আসবে বলে আমাকে ভাগানো হচ্ছে তাই না?

চন্দনা ॥ বেশ তাই। তাতে তোমার কী! আমার বাড়িতে যা খুশি করি, তাতে কার কী?

ছেলেটি ॥ (জোরে) আমি এসব নোংরামি সহ্য করব না! গাঁট্টা মেরে মাথায় গাঁদাফুল ফুটিয়ে দেবো শালার!

[ছেলেটি রাগে জ্বলে উঠে সামনের টি-ভি সেটের ওপর চা-ড় মারে]

চন্দনা ॥ ও কী হচ্ছে?

ছেলেটি ॥ বেশ করব লাথি মারি তোমার টিভিতে!

[ছেলেটি পা চালায। চন্দনা টিভিটা ঠেলে আর একটু দূরে সরিযে দেয়। ছেলেটি হুডমুডিযে মেঝেতে পডে যায। পাগলের মত গডাগডি খায় মেঝেতে আর চিৎকার করে—]

কেন থাকবে? আমার বৌ কেন থাকবে আর একজনকে নিয়ে! আমি তো ভাল হয়ে গেছি, তবু কেন সে আমার কাছে আসবে না! নন্দিতা, কেন তুমি ফিরবে না? নন্দিতা—নন্দিতা—

[ছেলেটি মেঝে থেকে উঠে চন্দনাকে ধরতে যায়। চন্দনা ধাক্কা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে। ছেলেটি দরজার দু'পাল্লার মাঝখানে আটকে যায়। অসহায় ইঁদুরের মতো হাত পা ছোঁড়ে]

নন্দিতা...নন্দিতা... [চন্দনা কপাট খুলে ছেলেটিকে মুক্ত করে]

চন্দনা ॥ শোনো, তোমার সব ঠিক আছে...শুধু একটাই ভুল করছ, আমি নন্দিতা না। আমি চন্দনা।

ছেলেটি ॥ নন্দিতা! নন্দিতা! নাম পাল্টে ধোঁকা দেবে ভেবেছ? আমি সব শুনেছি, যখন হাসপাতালে ঘুমের ঘোরে পড়েছিলাম, যখন আমার কোনও জ্ঞান ছিল

না...তখন একটা লোক তোমার কাছে আসত ! তার যুক্তিতেই তুমি আমায় ডিভোর্স করেছ ! সেই লোকটারই জামা এটা ! কাকিমা বলেছে, তোমার আর কেউ নেই ! তাহলে কে দিয়েছে পর্দাটর্দা। জামা কার ?

চন্দনা ॥ আচ্ছা বেশ। জামাটা না হয় তারই, আমিও না হয় নন্দিতা, তাতে তোমার কী !...চুপ করে শোন। এভাবে চিৎকার করে না। কে কখন ছুটে আসবে...তোমাকে মারধোর খেতে হবে।...(থেমে) তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েই গেছে ! এখন তো আমি তোমার কেউ না। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আর আমার ওপর জোর খাটাতে পারো না।

ছেলেটি ॥ বিবাহ-বিচ্ছেদ কে চেয়েছে ? আমি তোমায় ছাড়তে চাইনি !

চন্দনা ॥ ঠিক আছে। তুমি ছাড়তে চাওনি, আমি চেয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা যখন ঘটেই গেছে—এখন আমি যা খুশি করতে পারি। বাবু...বেশ, ধরো, বাবুই আছে আমার। হ্যাঁ সে আমায় কলকাতার গায়ে নতুন গড়ে ওঠা শহরে একটা নতুন ঝকঝকে বাড়ি করে দিয়েছে। এতো সব ফার্নিচার কিনে দিয়েছে...হাজার হাজার টাকার ঘর সাজানোর মালপত্র কিনে দিয়েছে...আরও হাজার হাজার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে আমার নামে...আমায় টিভি সিনেমায় চান্স করে দিয়েছে...তার জন্যেই আমার এতো ওপরে ওঠা...কিন্তু তা নিয়ে তোমায় কী বলার থাকবে...তুমি আমি...আমরা আলাদা দুটো মানুষ—

ছেলেটি ॥ কিন্তু কবে আলাদা হলুম ! কে করল আলাদা ! আমার মানুষ আমাকে ছেড়ে আরেক জনের কাছে চলে যাবে, আমি কেন জানব না !

চন্দনা ॥ কেন জানবে না ? নিশ্চয় জানো ! ডিভোর্স যখন হয়েছে—তোমার সম্মতি নিয়েই হয়েছে। আইন মেনেই হয়েছে। আমরা দুজনেই সই করেছি।

ছেলেটি ॥ না, আমি কোনও সই দিইনি !

চন্দনা ॥ নিশ্চয় দিয়েছ। না দিলে কোর্ট শুনবে কেন ? ব্যাপারটা এক তরফা হয় না !

ছেলেটি ॥ দিইনি ! দিইনি ! আমার বেলা তাই হয়েছে !

চন্দনা ॥ আরে, তোমার বেলা আলাদা কেন হবে ?

ছেলেটি ॥ বাঃ বাঃ, জানো না, পাগলাদের সই লাগে না !

চন্দনা ॥ অ্যাঁ !

ছেলেটি ॥ তাদের মত অমত কিছু নেওয়া হয় না। নেওয়ার কথাই ওঠে না...জ্ঞানগম্যি নেই, তারা তো ঘুমে ডুবে আছে! তাদের হয়ে অন্যলোকে সই করে।

চন্দনা ॥ তোমার বেলা কে সই দিলেন তবে ?

ছেলেটি ॥ আমার বাবা ! তবেই দ্যাখো, আমি কিছু জানলুম না, আমার বৌ আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল ! মানুষের সম্পর্ক এমন করে না জানিয়ে ছেঁড়া হবে ? (জোরে) আমাকে কেন জানানো হয়নি !

চন্দনা ॥ তোমাকে জানিয়ে তো লাভ হতো না। তাছাড়া তোমার বাবাই সব জানতেন।

ছেলেটি ॥ বাবা ! বাবা তো আলাদা লোক ! আমি ! আমি ! আমি রইলাম হাসপাতালে...ঘুমে ডুবে...এদিকে সব সই দস্তখৎ হয়ে গেল ! আমার সর্বস্ব চলে গেল !...বাঃ !

কেউ একবার ভাববে না, লোকটার যদি কোনওদিন জ্ঞান ফিরে আসে, সে জেগে উঠে কী দেখবে ? কাকে দেখবে ?

চন্দনা ॥ মেয়েটার দিকটা একবার ভাবো ! একটা মেয়ে...সে তো একটা নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়েই তোমার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল ! খামোখা ঘর ভেঙে চলেই বা আসবে কেন ? তাহলে কোথাও সে একটা ভীষণ আঘাত পেয়েছিল ! বিয়ের তিন মাসের মধ্যে তুমি গেলে এসাইলামে...এতো অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার। তখন যদি সে তোমাকে ছেড়ে এসেই থাকে...যদি সে তার মতো করে তার জীবনটা গড়তেই চায়...তার দোষটা কোথায় ?

ছেলেটি ॥ আমার জন্যে তার একটু কষ্ট হবে না ?

চন্দনা ॥ কষ্ট যে হয়নি, হচ্ছে না, তা বলছ কি করে ? তবু কষ্টেরও ওপরে তাব ভবিষ্যৎ ! তুমি অসুস্থ এসাইলামে গেছ, আর সে তোমার প্রতীক্ষায় নিজের জীবনটা বসে বসে নষ্ট করবে ?

ছেলেটি ॥ এসাইলামে গিযেছি কি চিরকালের জন্যে ! মানুষের অসুখ সারে না ? এই তো ডাক্তার পাটনায়েক আমাকে সারিযে দিযেছেন, এবার কী করবে ? বলো, কী করবে...

[চন্দনা চিন্তা করছে। সে কখন ছেলেটির জীবনের গল্পে ঢুকে গেছে]

চন্দনা ॥ মেযেটার কি করার আছে ? তোমাব বাবারই দোষ। তিনি কেন উন্মাদ ছেলের গার্জেন হিসেবে সই দিয়েছিলেন ! না দিলেই পারতেন !

ছেলেটি ॥ সেটা তো তুমি তাঁর কাছ থেকে চালাকি করে আদায় করে নিয়েছ, স্রেফ অভিনয করে।

চন্দনা ॥ অভিনয় করে !

ছেলেটি ॥ তাই না ? তুমি তখন কান্নাকাটি জুড়েছ ! একটা বদ্ধ উন্মাদের হাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। আর আমার বাবা ভীষণ ভালোমানুষ। দুর্বল মানুষ ! তোমার দুঃখের অভিনযের চাপে পড়ে দিযেছেন সই করে ! তাঁব কোন দোষ নেই। ডাক্তাররাও বলছিল অসুখটা সারবে না

চন্দনা ॥ তবে সেই ডাক্তারদের দোষ ! কেন তারা বলেছিল সারবে না !

ছেলেটি ॥ ডাক্তাররা ঐরকম না বললে, কোর্ট কক্ষনো ডিভোর্স দিত না !

চন্দনা ॥ তুমি বরং সেই ডাক্তারদের ধরো গে যাও !

ছেলেটি ॥ ধরিনি ভেবেছ ? ছুটি পেয়েই প্রত্যেকের বাড়িতে গেছি ! কী মশাই, কী বলেছিলেন, সারবে না যে ! এই তো ডাক্তার পাটনাযেক সারিযে দিলেন...

চন্দনা ॥ তারা কী বলল !

ছেলেটি ॥ বলল, কে বলেছে সেরেছ ? কিচ্ছু সারেনি !

চন্দনা ॥ তাহলে ডাক্তারদের কথা মেনে নাও, তোমার অসুখ সারেনি !

ছেলেটি ॥ আলবাৎ সেরেছে। আসলে ডাক্তারগুলো সব ঘুষ খেয়ে বলছে ! তুমি ওদের ঘুষ খাইয়ে হাত কার নিয়েছ ! আমি ইনকিওরেবল্ ! আর পাগলামি শালা

এমন রোগ, সারলেও মনে হয় সারেনি—আবার না সারলেও মনে হয় সেরেছে। বুঝতে পারছ ?

চন্দনা ॥ না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

ছেলেটি ॥ সব বুঝবে ! আসুক না তোমার পেয়ারের বাবুটা। বুঝিয়ে যাব বলেই তো বসে আছি !

চন্দনা ॥ বাবাগো !

ছেলেটি ॥ কী হলো ?

চন্দনা ॥ (দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়ে) মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে ! গোটা ব্যাপারটা এতো জটিল... [চন্দনা সোফায় মাথা এলিয়ে দেয়]

ছেলেটি ॥ কিছু জটিল না ! একেবারে সোজা ! (চন্দনার মাথায় পলিথিনের থলি নাড়িয়ে যাওয়া করে) আসলে আমার রোগটা, বুঝলে, মাথা খারাপ...ম্যাডনেস ! রোগটা এমন কিছু জটিল না। এটা এমন একটা রোগ—পৃথিবীর সব লোককেই প্রমাণ করতে পারো অসুস্থ, আবার সুস্থও বলতে পারো। মানে অসুস্থ বলেও চিনতে পারবে না, আবার সুস্থ বলেও না...

চন্দনা ॥ (দিশেহারা হয়ে পড়ে) প্লিজ, আরও ঘুলিয়ে দিও না !

[ছেলেটি প্রাণপণে হাওয়া করছে। বাইরের দরজা ঠেলে প্রোডিউসার রাহুলবাবু ঢুকল। মধ্যবয়সী লোকটার দামী সাফারি স্যুট, সোনার ঘড়ি। ঘরে পা দিয়েই রাহুল এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। চন্দনার কাছে আসে। রাগে চোখ মুখ ফুটছে। কিন্তু কণ্ঠে তার কোনও প্রকাশ নেই।]

রাহুল ॥ (ঠাণ্ডা গলায়) কী ব্যাপার চন্দনা ?

চন্দনা ॥ (চমকে লাফিয়ে ওঠে) রাহুল !

রাহুল ॥ (ছেলেটিকে দেখিয়ে) ও কে ?

চন্দনা ॥ (ইতস্তত করে) এমনি একজন ! ঐ রাস্তায় ভিজছিলেন...তাই বসিয়েছি ! তোমার সল্টলেকে সব আছে রাহুল, নেই শুধু বর্ষায় মাথা বাঁচানোর একটা ছাউনি।

রাহুল ॥ (ছেলেটির খোলা জামা জুতো দেখিয়ে) এসব কার ? ওর ?

চন্দনা ॥ ভিজে গিয়েছিল তো ! [চন্দনা ছেলেটির জামা জুতো সরাচ্ছে]

রাহুল ॥ তুমি কি আজকাল রাস্তা থেকে লোক জুটিয়ে জামাকাপড় পাল্টে দিচ্ছ ! গায়ের জামাটা মনে হচ্ছে...

চন্দনা ॥ তোমার। রাগ করছ কেন বাবা ? দিলে তো ওটা আমিই ওকে দিয়েছি ! নিশ্চয় দেওয়ার দরকার ছিল বলেই...

রাহুল ॥ ...তোমার শ্যুটিং আছে না ?

চন্দনা ॥ চলো, চলো....

রাহুল ॥ কটা বাজে এখন ?

চন্দনা ॥ ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল !

রাহুল ॥ আমি ভাবছি, তোমার অসুখ বিসুখ হয়েছে—নয়ত রাস্তায় ঝড়জলে আটকে

পড়েছ ! ফোনেও কানেক্ট করতে পারছি না। রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছ দেখছি !
(রিসিভার ঠিক জায়গায় বসায় রাহুল।)

চন্দনা ॥ যাকগে বাবা, হলোই একটু দেরি। প্রথম দিনের শ্যুটিং ! এমনিতেই শুরু হয় শিডিউলের দুতিন ঘন্টা পরে ! সেট শুকোতেই তো হাফ শিফট বেরিয়ে যায়।

রাহুল ॥ আমার যায় না। সাড়ে সাতটা থেকে ক্যামেরাম্যান লাইট সাজিয়ে বসে আছে ! ঘড়ির কাঁটা এক একটা সেকেন্ড সরছে, ওদিকে টেকনিশিয়ানদের মিটার চড়ছে ! টিভি সিরিয়ালের প্রোডাকশান কস্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে !

চন্দনা ॥ মাথাটা ঠাণ্ডা করো। রাজা অয়দিপাউস হোক না একবার। স্পনসররা ছুটে আসবে ! যে কোনও দামে বিক্রি করতে পারবে সিরিয়াল !

রাহুল ॥ লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন ? যেতে বলো...

চন্দনা ॥ যাচ্ছে। যাবে। আমরা বেরুবো, আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। লেট হলো কি আমার জন্যে ? তোমার প্রোডাকশানের গাড়ি ঠিক সময়ে এলো না কেন ?

রাহুল ॥ (খুবই ঠাণ্ডা গলায়) গাড়ি না এলে একটা ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে যাবে।

চন্দনা ॥ ট্যাক্সি ধরে দেবে কে ?

রাহুল ॥ (আরও শান্ত গলায়) নিজে বেরিয়ে গিয়ে ধরবে ! তোমার জন্যে কি পাইলটভ্যান নিয়ে প্রোডিউসারকে ছুটে আসতে হবে !
[রাহুল ফ্রিজ খুলে বিয়ারের বোতল বার করে গলায় ঢালেন]

চন্দনা ॥ ওভাবে বলছ কেন রাহুল ? কোনও প্রোডাকশান করার সময় দেখেছি তুমি আমায় আর পাঁচটা বাইরের আর্টিস্ট-এর মতো ট্রিট করো। এমন ভাব করো, যেন আমায় চেনই না। এসেছ তো তুমি তোমার নিজেই বাড়িতে !

রাহুল ॥ প্রোডাকশনটা আমার বিজনেস। তুমি আমার যেই হও, দুটোকে এক সঙ্গে জড়াতে চাই না ! দুটোর হিসেব আলাদা !
[রাহুল সিগারেট ধরাবে বলে এধার ওধার লাইটার খুঁজছিল—এমন সময় সুন্দর বাজনা শুনে ঘুরে দেখল ছেলেটি একটা কর্নার-চেয়ারে বসে লাইটারটা জ্বালাচ্ছে নেভাচ্ছে। রাহুল এগিয়ে গেল। লাইটারটা ছেলেটির হাত থেকে তুলে নিল। তারপর অতি শান্তভাবে ছেলেটির ঘাড় ধরে মারল এক ধাক্কা। ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচে]

চন্দনা ॥ ইস্ !

রাহুল ॥ আমি গাড়ি নিয়ে স্টুডিওয় যাচ্ছি। তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে পিছুপিছু এসো।

চন্দনা ॥ তবু তুমি তোমার গাড়িতে আমায় নিয়ে যাবে না রাহুল ?

রাহুল ॥ না। তুমি একটা ছোঁড়া জুটিয়ে ঘরে বসে আড্ডা মারবে, আর আমি তোমায় গাড়ি করে নিয়ে যাবো, এতোটা হয় না। পার্ট করতে চাও তো পিছুপিছু এসো। যেমন আর মেয়েরা আসে ! [রাহুল দরজার দিকে ঘোরে]

চন্দনা ॥ শোনো, আমি যাচ্ছি না।

রাহুল ॥ শ্যুটিং !

চন্দনা ॥ করছি না !

রাহুল ॥ রানী ইয়োকাস্তের পার্টটা ?

চন্দনা ॥ করছি না !

রাহুল ॥ করছ না !

চন্দনা ॥ না !

রাহুল ॥ জীবনে এতো বড় রোল পাওনি ! কেরিয়ার গড়ার সুযোগ...

চন্দনা ॥ থাক্ ! থাক্ !

রাহুল ॥ আরও দু-চারজন কদিন ধরে পার্টের জন্যে স্টুডিওয় ঘুরঘুর করছে, তাদেরই একজনকে রঙ মাখাই গিয়ে ?

চন্দনা ॥ তাই মাখাও ! [রাহুল চন্দনার পাণ্ডুলিপিটা গুছিয়ে নিল।]

রাহুল ॥ তোমায় দিয়ে পার্টটা কিছুতেই হতো না। তুমি নিজেই সরে দাঁড়িয়ে বাঁচালে ! এই জন্যেই বলি, ঘরের লোককে বিজনেসে জড়াতে নেই। শোনো শ্যুটিং স্টার্ট করে দিয়েই ফিরে আসছি। যত রাতই হোক। আমার খাবার বানিয়ে রেখো ! খিচুড়ি...

[রাহুল বেরোবার পথে থমকে দাঁড়াল। দরজার সামনে তখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ছেলেটি]

এই ! এই ! বেরিয়ে যা ! কীরে ! পাগলা নাকি !

ছেলেটি ॥ (উঠে দাঁড়ায়) না, আমি ভাল হয়ে গেছি ! পুরো ফিট। বিশ্বাস না হয়, সঙ্গে আমার রিলিজ সার্টিফিকেট রয়েছে, দেখুন...

রাহুল ॥ রিলিজ সার্টিফিকেট ! কী বলছে ও ?

ছেলেটি ॥ সত্যি বলছি। বাসের কন্ডাকটরও আমায় পাগল বলে ভুল করেছিল, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছিল। আমি রিলিজ সার্টিফিকেট দেখাতে সেও মেনে নিল...গাড়ির সব্বাই আমাকে মেনে নিল !

[ছেলেটি প্যান্টের পকেট থেকে একটা ভিজে কাগজ বার করে রাহুলের সামনে সাবধানে খুলে ধরল। রাহুল হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ছেলেটি রাহুলের গালে একটি চড় হাঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠে]

তুমিও মেনে নাও !

[হতচকিত রাহুলের হাত থেকে পাণ্ডুলিপিটা খসে পড়ে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা চোখে সে তাকায চন্দনার দিকে। চন্দনা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় ভেতরে। রাহুল দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। টেলিফোন বাজছে। ছেলেটি টেলিফোন ধরে]

হ্যালো...

[মঞ্চের কোণে ঈশিতার ঘরেব আলো জ্বলে। ফোনে ঈশিতা। পুরুষকণ্ঠে সে উৎসাহিত]

ঈশিতা ॥ চন্দনাদি আছে ?

ছেলেটি ॥ ...কে বলছেন ?

ঈশিতা ॥ ঈশিতা। পাশের বাড়ির ঈশিতা।

ছেলেটি ॥ ঐ জাহাজ প্যাটার্নের বাড়িটা !

ঈশিতা ॥ হ্যাঁ মশাই। চন্দনাদি বলছিল, আপনি নাকি আমার সম্পর্কে ইন্টারেসটেড! জানেন, সিনেমা না আমার ভীষণ ভালো লাগে। দিনরাত টিভি ভি-সি-পি দেখি! আমার কর্তা তো কোন্ সকালে বেরিয়ে যায়। সারাদিন দেখি। আচ্ছা আমায় দিয়ে অ্যাক্টিং হবে না?

ছেলেটি ॥ ধ্যুৎ!

ঈশিতা ॥ আহা গড়েপিটে নেবেন। চন্দনাদিও কি পারত নাকি? গড়েপিটে নিলেন যেমন! আমার কাছে আসুন না, খিচুড়ি খাওয়াব।

ছেলেটি ॥ তোমার বাচ্চার ফুড কেনা হয়ে গেছে?

ঈশিতা ॥ ফুড! কে বললে আপনাকে, চন্দনাদি? না, কেনা হয়নি! থাক্‌গে পরে কিনব। আসুন না বাবা আমায় একটু টেস্ট করবেন। থুড়ি আমার অ্যাক্টিং টেস্ট করবেন! কেউ নেই বাড়িতে। আমি একা।

ছেলেটি ॥ আগে ফুড কেনো, তারপর সিনেমায় নেমো! সাত নম্বর আইল্যান্ডের পাশের দোকানে এসো। আমি ওখানে যাচ্ছি। কালো ট্রাউজার আর নীল সার্ট থাকবে আমার, গালে দাড়ি, পারবে তো আমায় চিনে নিতে?

ঈশিতা ॥ (চমকে) কে! কে আপনি!

[ঈশিতা ফোন ছাড়ল। তার ঘরের আলো নিভল।]

ছেলেটি ॥ [হঠাৎ গাইতে শুরু করে রবীন্দ্রগানের টুকরো]
তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।
তোমার নয়ন কেন এমন ছলো ছলো॥
বনের পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো রবে।
[চন্দনা ঘরে ফিরে এল। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো কুড়োচ্ছে। ছেলেটি গাইছে—]
আজি দিগন্ত সীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো
ছায়া পড়ে তোমার মুখের পরে,
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোমলো॥
[ছেলেটি হা হা করে হাসতে হাসতে চন্দনার দিকে ঘোরে—]
যা, তোমার বাবু তোমায় পার্টটা দিল না! রানি ইয়োকাস্তে! ফুটিয়ে দিল!

চন্দনা ॥ দেবে না বলেই ঠিক করেছিল। দরকার ছিল একটা ছুতোর।

ছেলেটি ॥ মেরেছি এক চড়!

চন্দনা ॥ কোনদিন ভাবতে পারিনি ও আমায় ওর ছবির ব্যবসায় ঢুকতে দেবে না! আমাকে একজন অভিনেত্রীর মান সম্মান দেবে না! অথচ যখন সে আমায় ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল...

ছেলেটি ॥ (নিষ্ফল আক্রোশে গুমরায়) আমায় ঘুমের মধ্যে শয়তানটা তোমায় ধাপ্পা দিয়ে ফুসঁলে এনেছিল...

চন্দনা ॥ তাই হবে, হয়ত তাই ।

ছেলেটি ॥ তাহলে স্বীকার করছ, আমি যা যা বলেছি তা গপ্পো না, সব ঠিক ?

চন্দনা ॥ সব ঠিক। জগতের সব গপ্পোই হয়ত ঠিক। সব গপ্পোই অদ্ভুতভাবে ঘুরে ফিরে একরকম।

ছেলেটি ॥ স্বীকার করছ তুমি নন্দিতা !

চন্দনা ॥ (দু চোখ ঝাপসা) সব চন্দনারাই নন্দিতা...সব নন্দিতারাই...

ছেলেটি ॥ হুররে ! জমিয়ে সিঙাড়া ভাজো ! নন্দিতা স্বীকার করেছে সে নন্দিতা। আজকের দিনটা সেলিব্রেট করব। সিঙাড়া আর কফি খাব।

চন্দনা ॥ (অনুনয় করে) এবার তুমি যাও। সারাটা সন্ধ্যে তোমায় নিয়ে কাটালাম, আর কেন ? আমার কাজকর্ম সব গেল...কে একজন আমার পার্ট কেড়ে নিয়ে এখন রানির পোশাক পরছে,—আর আমি বৃষ্টির মধ্যে একটা পাগল জুটিয়ে নিয়ে...বেরোও শয়তান...

[ছেলেটিকে তাড়া করে। ছেলেটি হাসতে হাসতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে]

ছেলেটি ॥ আমায় খেতে দাও, চলে যাচ্ছি। নন্দিতা, আমার খুব খিদে পেয়েছে, ভীষণ খিদে পেয়েছে...আমি এখন তোমাকেও খেতে পারি...দাও, খেতে দাও...

[ছেলেটি চন্দনার নাগাল এড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রিজের কাছে এসে পড়ে। ডালা খুলে একরাশ খাবার বার করে ডাইনিং টেবিলের ওপর ফেলে। রুটি মাখন দই শশা কলা বিয়ারের বোতল ইত্যাদি]

চন্দনা ॥ তবে রে ! অনেক সহ্য করেছি ! আর না। কিছুতে না—

[চন্দনা ছুটে ভেতরে যায়। ছেলেটি বোঝে আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি যতটা যা পারে খেতে শুরু করে। মুখের মধ্যে যতটা পোরে, তার বহুগুণ ছড়ায় টেবিলে। ছেলেটির পেছনে জানালাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। রেনকোট পরা পুলিস সার্জেন্ট ঝড় বাদল বজ্রপাত পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানালায়, ছায়াছবির মত। ছেলেটিকে দেখছে। খেতে খেতে এক সময় ছেলেটির চোখ পড়ে সার্জেন্টের দিকে। ছেলেটির মুখে হাত ওঠে না, নড়তেও পারে না। এঘরে বেরিয়ে আসে চন্দনা]

সার্জেন্ট ॥ দরজাটা খুলুন। [চন্দনা দরজা খোলে। সার্জেন্ট ভেতরে ঢোকে।]

সার্জেন্ট ॥ (ছেলেটিকে) থামালেন কেন বাসববাবু, খান। (চন্দনাকে) রাহুল বিশ্বাসের কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওকে ডেকে এনে ঘরে ঢুকিয়েছেন ?

চন্দনা ॥ ঠিকই শুনেছেন।

সার্জেন্ট ॥ এনে আমাদের সুবিধেই করেছেন। সন্ধান মিলল। তবে আশ্চর্য লোক বটে এই আপনাদের প্রোডিউসার ভদ্রলোক। বাড়িতে একজন মহিলা একা, আর উনি একটা পাগলকে রেখে দিব্যি শ্যুটিং-এ যেতে পারলেন ! এই সব সিনেমার লোকগুলোই পাগল ! আপনিই বা কি, এতোক্ষণ থানায় একটা ফোন করবেন তো ! একটা পাগলা নিয়ে কেউ এতো সময় কাটাতে পারে ?

চন্দনা ॥ খানিকটা পাগলামি ছাড়া আর তো কিছু করেনি।

সার্জেন্ট ॥ করেনি, বেঁচে গেছেন। (একান্তে) ছেলেটি কিন্তু আসলে একটা খুনি!

চন্দনা ॥ খুনি! [ওরা দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ছেলেটি একমনে খাচ্ছে।]

সার্জেন্ট ॥ বছর দুয়েক আগে ও একটা খুন করে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কাগজে পড়েননি, বেহালায় একটি ছেলে তার বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারে...

চন্দনা ॥ বাবাকে! কিন্তু, না, ও তো ওর বাবার খুব প্রশংসাই করছিল!

সার্জেন্ট ॥ ওটাই তো মজা। আসলে বাপকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, মানে করত। ফাঁকা বাড়িতে ঘুমন্ত মানুষটাকে কসাইয়ের মতো কুপিয়ে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে খাটের ওপর খণ্ডগুলো সাজিয়ে তিনদিন ঘরে দরজা আটকে বসে ছিল। ...(থেমে)—সে সময় খুব হৈচৈ হয়েছিল কাগজপত্রে। মনে পড়ে?

চন্দনা ॥ (স্মরণ করে) ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে ছেলেটির বিবাদ বোধহয় একটি মেয়েকে নিয়ে হয়েছিল, তাই না?

সার্জেন্ট ॥ বিশ্রী নোংরা ব্যাপার। বাবা আর ছেলে যদি হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, তার চেয়ে ঘৃণার আতঙ্কের আর কী হতে পারে বলুন। নন্দিতার সঙ্গে ছেলেটার ভাব ভালোবাসা ছোট্টবেলা থেকে। ছেলেটার মা নেই। পাশের বাড়ির নন্দিতা এদের বাড়িতেই কাটাত দিনের বেশিভাগ সময়। পিতাপুত্রের দেখভাল করত। ওদের বিয়ের ঠিকঠাক...এমন সময়...

চন্দনাা ॥ মনে পড়েছে, এই সময় ছেলেটা একটা চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যায়...

সার্জেন্ট ॥ মাস কয়েক বাদে ফিরে এসে বোঝে চাকা উল্টে গেছে। তার নন্দিতাকে দখল করে নিয়েছে তার বাবা...নন্দিতাও বাবাকে....

চন্দনা ॥ এ কি সেই, সেই বাসব!

সার্জেন্ট ॥ সেই বাসব, সেই হতভাগা যে তার প্রেমিকাকে দেখেছিল এমন একজনের কণ্ঠলগ্ন...যে আর কেউ নয়, তার জন্মদাতা বাবা!

চন্দনা ॥ (দু হাতে মুখ ঢাকে) উঃ!

সার্জেন্ট ॥ চব্বিশ ঘন্টাও যায়নি। ছেল্টের হাতে ঐভাবে শেষ হয় তার বাবা। দুঃখে অনুতাপে নন্দিতাও আত্মহত্যা করে।

চন্দনা ॥ বলছিল বাবাকে ও ভালবাসে, নন্দিতাকেও। বলছিল নন্দিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সার্জেন্ট ॥ পাগলামি, সব পাগলামি! কোর্টে বিচারপর্ব সুরু হতে বোঝা গেল, ফাঁসি ওর নির্ঘাৎ! ঠিক সেই সময় ওব মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল। কোর্টের নির্দেশে পাঠানো হলো মেন্টাল অ্যাসাইলামে! ডাক্তাররাও বিভ্রান্ত! ও সত্যি পাগল, না ভাণ করছে! কাল সেখানে থেকে পালিয়েছে!

[ছেলেটি খাবারগুলো নিয়ে পাগলামি করছে।]

সার্জেন্ট ॥ ঐ দেখুন। কী করছে দেখুন। রুটিতে কলা মাখাচ্ছে—তার মধ্যে বিয়ার ঢালছে। কী হচ্ছে বাসববাবু, পাগলামি করবেন না! (থেমে) ওকে নিয়ে একটা ধাঁধা আছে।

চন্দনা ॥ আমি জানি!

সার্জেন্ট ॥ বলুন তো কী?

চন্দনা ॥ ও কি পাগল, না পাগল নয়! তাই কিনা?

সার্জেন্ট ॥ সত্যি তাই। বোঝা যাচ্ছে না...কিছুতে বোঝা যাচ্ছে না, সত্যি পাগল, না খুনের শাস্তি ফাঁসির দড়ি এড়াতে পাগল সেজেছে! বাসববাবু, আপনার যন্ত্রণা আমরা বুঝি। উই হ্যাভ ফুল সিমপ্যাথি। কিন্তু যদি ভেবে থাকেন, পাগলামির ভান করে আইনের হাত এড়াবেন—পারবেন না। কতোকাল কাটাবেন পাগল সেজে? তার চেয়ে স্বীকার করুন পাগল না। শাস্তি কমাবার জন্যে প্রার্থনা করুন। তাতে ভাল হবে। (ছেলেটি বিয়ার ঢেলে মুখে মাখছে।) বন্দ করুন ওসব খেলা! (চন্দনাকে) আপনার কী মনে হয় বলুন তো...অনেকক্ষণ তো কাটালেন, কিছু বুঝলেন...

চন্দনা ॥ পাগল কি পাগল না?

সার্জেন্ট ॥ হ্যাঁ...কখনও মনে হয় মাথার গোলমাল, কখনও মনে হয় পুরো সুস্থ। ধাঁধা! মস্তধাঁধা!

চন্দনা ॥ আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলে বলতে পারি ও পাগল, না সুস্থ!

সার্জেন্ট ॥ পারবেন বলতে? পাঁচ মিনিটে কেন, দশ মিনিটই নিন। তবে যা করবেন, সাবধানে। মনে হচ্ছে আপনিই পারবেন। আছি আমরা, গাড়িতে বসে আছি! [সার্জেন্ট জানালায় গিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাত নেড়ে তার সঙ্গীদের কিছু ইশারা ইঙ্গিত করে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টিটা এতোক্ষণে ধরল।]

চন্দনা ॥ ভয় কী! আমার কাছে কীসের ভয়ে পাগল সেজে থাকবে বাসব? তুমি যা করেছ, ঠিক করেছ! আমার কাছে স্বীকার করো। আমি ইন্সপেক্টারকে বলব না।

[বাদলা কেটে গেছে। বাইরেটা শান্ত, ঠাণ্ডা। চন্দনা ছেলেটির হাত ধরে]

আমাকে তুমি বল তো একটা কথা, তুমি সুস্থ...তাই না? তাই না বাসব?

[ছেলেটি নির্বাক, নির্বিকার]

আমার কিন্তু সারাক্ষণ মনে হয়েছে, পাগলামিটা তোমার ভান! তুমি যে এই রাস্তার মেয়েকে ডেকে ডেকে বলছ, চিনতে পারো চিনতে পারো, আসলে এইভাবে তুমি চাউর করে বেড়াতে চাও, তুমি একটি পাগলা! বলো, আমি ঠিক ধরেছি কিনা... [ছেলেটা চুপ করে আছে]

আরে! চুপ করে আছো কেন বাসব? আমাকে বিশ্বাস করে বলো, আমি কাউকে বলব না! শুধু মনে মনে জানব, তুমি মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারছ, শিগগির খালাস পাচ্ছ। (থেমে) আবার কোনওদিন আমাদের দেখা হতে পারছে...দেখা হবেই!

[ছেলেটি অদ্ভুত একটা গা-শিরশিরে হাসি নিয়ে চন্দনার দিকে চেয়ে আছে]

অ্যাই, তুমি ওরকম চোখে তাকাবে না। ঐ বোধবুদ্ধিহীন নিরেট হাসি দেখলে আমার ভয় হয়...! বুঝতে পারছ না কেন তুমি যদি সত্যি উন্মাদ হও, তবে আমার কী লাভ? আমি তো আমার বন্ধু হারাব! আর তো তোমায় পাব না। কিন্তু তুমি ভেতরে সুস্থ, বাইরে পাগল হলে তোমারও লাভ, আমারও। কি হলো, কিছু বলো...বাসব, আমি তোমার হয়ে কোর্টে সাক্ষী দেব, তুমি

আস্ত পাগল ! কিন্তু আমায় তার আগে নিশ্চিত করো, তুমি পুরো স্বাভাবিক !
[ছেলেটি পূর্ববৎ নিশ্চল]

আচ্ছা, বুঝতে পারছি, তুমি কথা বল্লে যদি পুলিস টেপ করে নেয় ! যদি টেপরেকর্ডার লুকিয়ে রেখে আশেপাশে থাকে। ঠিক আছে, মুখে বলতে হবে না। তুমি আমার গা-টা একবার ছোঁও...আচ্ছা লিখে দাও হ্যাঁ কি না...আমার পিঠে লেখো...

[চন্দনা পিঠের কাপড় সরিয়ে ছেলেটির সামনে দাঁড়ায়]

লেখো, হ্যাঁ লেখো...লেখো 'হ্যাঁ'...না লিখলে কিন্তু বুঝব, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, মানে তোমার মাথার ঠিক নেই। দ্যাখো, আমাকেও ধাঁধায় রেখো না। [ছেলেটি চন্দনার পিঠে হাত রাখে।]

লেখো 'হ্যাঁ' ! তুমি বুঝতে পারছ না কেন ? বাসব, তুমি সত্যি সুস্থ হলে বুঝবো, বাসব আবাব ফিরবে আমার কাছে. আজকের বাদলবেলার কথা সে ভুলবে না।...সত্যি, বলবে না, বলবে না, সেজে আছ কিনা ! আমাকেও না ? কী ভাবছ, আমি কোর্টে জানিযে দেব, আর কোর্ট তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে ! বাসব, তুমি যদি একবার বলে না যাও...আজ সন্ধেবেলা জীবনটা আমার সব দিকে শূন্য হযে যাবে। আমার তো কোনো বন্ধু নেই বাসব।

[চন্দনার পিঠে আঙুল বুলিযে কিছু লিখছে। চন্দনা স্তব্ধ হয়ে আছে। সার্জেন্ট উঁকি দিল।]

সার্জেন্ট — কী হলো ?

চন্দনা ।। — নাঃ ! ও যে একটা কথাও বলছে না ! মুখই খুলছে না !

সার্জেন্ট — যাঃ ! কিছুই বার করতে পাবলেন না ? হেরে গেলেন ! ব্যাড লাক ! আসুন বাসববাবু। [সার্জেন্ট ও বাসব চলে গেল। পুলিস ভ্যান সশব্দে বেরিয়ে গেল। চন্দনা এবাব জোবে হেসে ওঠে]

চন্দনা — গুড লাক, সার্জেন্ট, গুড লাক ! মুখ না খুলেই তো বুঝিযে দিযে গেল, আসলে ও কী ? ও জানে, ও সুস্থ আছে জানতে পারলেই তোমরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পডবে, ও শাস্তি এডাতে পারবে না ! চুপ ক'রে থেকেই তো আমায় জানিয়ে গেল, ওর মাথাই সবার চেযে সজাগ ! সার্জেনট, ও আমার পিঠে 'হ্যাঁ' লিখছে, হ্যাঁ—

[চন্দনা খুব খুশি। জানালায ছুটে গিয়ে শান্ত স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে গলা ছাডে]

তুমি ভুলে যাও অযদিপাউস। এ জীবনে বাঁচতে হয তো ওসব কথা মনে রাখতে নেই। এ পৃথিবীতে যে ভুলতে পারে, সেই বাঁচতে পারে। ভুলে যাও অযদিপাউস, তুমি ভুলে যাও।

—শেষ—

তক্ষক

চরিত্র

মহারাজ পরীক্ষিত ॥ সারথি তন্ত্রিপাল

ঋষি শমীক ॥ ঋষিপুত্র শৃঙ্গী ॥

মহামন্ত্রী ॥

প্রথম অভিনয়

প্রযোজনা : থিয়েটার ওয়ার্কশপ

আলো : দুলাল সিংহ
সঙ্গীত : দেবাশিস দাশগুপ্ত
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
নির্দেশনা : অশোক মুখোপাধ্যায়

অভিনয়ে

পরীক্ষিত : সমর ভট্টাচার্য
ঋষি : সনৎ চন্দ্র
মন্ত্রী : শরদিন্দু রায়
শৃঙ্গী : অমিয় মুখোপাধ্যায়
তন্ত্রিপাল : বিদ্যুৎ গোস্বামী

॥ এক ॥

[অন্ধকারে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। ক্ষুরধ্বনি কখনো সতেজ উচ্চরোল, কখনো দূরাগত। শব্দস্রোত যখন মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে আসছে, নেপথ্য থেকে শোনা যাচ্ছে ঘোষকেরশব্দ বাড়লে ঘোষকের কণ্ঠ থেমে থাকছে, কমলে শোনা যাচ্ছে—]

ঘোষক কণ্ঠ ॥ পুরাকালের কথা।

হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেন পাণ্ডবপৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ। যাঁর পিতা অভিমন্যু, পিতামহ অর্জুন। একদা পাত্রমিত্রসহ রাজা গেলেন মৃগয়ায়। একটি চপলনেত্র চঞ্চলপদ মৃগশিশুকে দেখে বড় ইচ্ছা হল রাজার, জীবন্ত ধরতে হবে। রাজা ছুটলেন তার দিকে। প্রাণভয়ে মৃগটিও ছুটল। ঐ ঐ রাজা ছুটছেন...মৃগটি ছুটছে...বন হতে বনান্তরে। প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে, মৃগটি ধরা পড়ছে না। পাত্রমিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজা পরীক্ষিৎ প্রবিষ্ট হলেন গভীরতর অরণ্যে।

[নেপথ্যে ক্ষুরধ্বনি বন্ধ হ'লো। ধীরে ধীরে পর্দা সরে গেল। গহন অরণ্য। মেঘলা, ছায়াঘন। দীর্ঘকায় বৃক্ষের সারি দূরে নিশ্চল। স্থানে স্থানে লতাগুল্মে ঢাকা প্রস্তর-স্তূপ। মহারাজ পরীক্ষিৎ দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর সুঠাম উজ্জ্বল তরুণ পরীক্ষিৎ। দুচোখে তার গভীর কৌতূহল, প্রগাঢ় বিস্ময়। অরণ্যরাজির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে পরীক্ষিৎ।]

পরীক্ষিৎ ॥ পাতায় পাতায় মেঘ ছেয়ে আছে...ছায়াঘেরা শীতল বনতল...একটি পাখিও ডাকে না...একটি ভ্রমরও গুঞ্জন করে না...শান্ত নিস্তব্ধ সমাধিস্থ!

[অদূর নেপথ্যে সারথি তন্ত্রিপালের ডাক শোনা গেল ঃ মহারাজ...মহারাজ... ।]

পরীক্ষিৎ ॥ (চমকে) তন্ত্রিপাল... !

[সারথি তন্ত্রিপাল ঢুকল। ভয়ংকর শ্রান্ত, রীতিমত হাঁপাচ্ছে।]

তন্ত্রিপাল ॥ উঃ এতোক্ষণে আপনাকে ধরতে পেরেছি! কী অন্ধকার! আমরা...আমরা বনের খুব ভেতরে ঢুকে পড়েছি মহারাজ! কতোকাল আলো বাতাস ঢোকে না! এ কোথায় এলাম! গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছে না!

পরীক্ষিৎ ॥ কী আছে, সারথি তন্ত্রিপাল বলতে পারো, কী আছে এই অজানা বনের নিদ্রিত গর্ভে!

তন্ত্রিপাল ॥ কী করে বলব! মহারাজ আমার বড় আশংকা হচ্ছে, কোনো অজানা বিপদ হয়তো বা এই বনের মধ্যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে! ফিরে চলুন—

পরীক্ষিৎ ॥ সে কী ! ফিরব কি ! আমার মৃগটিকে যে আমি এই দিকে পালাতে দেখেছি ! চলো, সন্ধান করি—

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ, আর নয়। শিকারের পিছুপিছু আমরা শিবির ছেড়ে বহুদূরে চলে এসেছি ! কোথায় কোন্‌দিকে এলাম, কোথায় শিবির...কোথায় আমাদের লোকজন.... ! কিছুই ঠাহর করতে পারছি না ! মহারাজ, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি !

পরীক্ষিৎ ॥ তবে আর ভাবনা কি, পিছু ফেরার পথ যখন হারিয়ে গেছে, চলো, সামনে চলো...দূরে, আরো দূরে হারিয়ে যাই সারথি ! যাও, তোমার ঘোড়ায় ওঠো...

তন্ত্রিপাল ॥ আমি...আমি তো ঘোড়ায় আসিনি মহারাজ...আমি আপনার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটে ছুটে...

পরীক্ষিৎ ॥ বাহন ছাড়াই !

তন্ত্রিপাল ॥ হ্যাঁ মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ কী আশ্চর্য ! পায়ে ছুটে আমার অশ্বের নাগাল কেউ পেতে পারে, জানা ছিল না। কী অসাধ্য সাধন করলে তন্ত্রিপাল ! আমায় থামাও নি কেন ?

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ বোধহয় খেয়াল করেননি...আমি বহুবার চীৎকার করেছি, ফিরে চলুন...ফিরে চলুন মহারাজ...আমাদের জলপাত্র নিঃশেষ !

[তন্ত্রিপাল শূন্য জলপাত্র দেখায়]

পরীক্ষিৎ ॥ জলও ফুরিয়ে গেছে ! না না এভাবে সম্বিত-হারা হওয়া আমার উচিত হয়নি ! ছি ছি...আমার জন্যে কতো না কষ্ট হ'লো তোমার তন্ত্রিপাল...

তন্ত্রিপাল ॥ না মহারাজ...কিছুমাত্র না ! শুধু যদি একটু জল পেতাম !

পরীক্ষিৎ ॥ দেখছি ভয়ানক পিপাসার্ত তুমি ! চোখ মুখ নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে ! পাত্রে কি একটুও জল নেই ?

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ এখানে অপেক্ষা করুন। আমি সর্বাগ্রে জলের সন্ধান করি...

পরীক্ষিৎ ॥ কোথায় যাও ? তুমি বসো। আমি তোমার পানীয় সংগ্রহ করি...

তন্ত্রিপাল ॥ প্রভু, আপনি আমায় জল এনে দেবেন...আমি খাবো ? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো...

পরীক্ষিৎ ॥ আহা তন্ত্রিপাল, তুমি আমার সারথি, আমার বন্ধু। তুমি আমার রথের পথ দেখাও। তুমিই আমার চালক...

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ, আমি আপনার প্রজা...

পরীক্ষিৎ ॥ প্রজার সেবা যদি নাই করতে পারে, তবে সে কিসের রাজা—কার রাজা...কেনই বা রাজা ! বসো, বসো, বিশ্রাম করো তন্ত্রিপাল...আমি এখনি তোমার পানীয়...(শূন্য জলপাত্র হাতে নিয়ে) কিন্তু...কোন্ দিকে গেলে পাবো জল ! তড়াগ বা জলাশয় কোন্ দিকে ! যেদিকেই হোক্, খুঁজে নেব ঠিকই। তবে বিপদটা হ'লো, জল খুঁজতে গিয়ে শেষে তোমাকেও না হারিয়ে বসি ! (হেসে) ধরো, হয়ত বহু দূরে পেলাম জল... কিন্তু ফেরার পথটা হারিয়ে বসেছি...

তখন কী হবে? (শ্রান্ত পিপাসার্ত তন্ত্রিপাল নিঝুম হয়ে বসে আছে।) তন্ত্রিপাল...তন্ত্রিপাল...

তন্ত্রিপাল ॥ (চমক ভেঙে ক্ষীণতম স্বরে) মহারাজ...মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ (স্বগত) এখুনি জল না পেলে হতভাগ্যের কী দশা হবে! (তন্ত্রিপালকে) যত শীঘ্র পারি, আমি তোমার পাত্র ভরে নিয়ে ফিরব। তুমি এখান থেকে কোথাও যাবে না। বুঝেছ? কান পেতে আমার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনবে, ক্ষুরধ্বনি কানে ধরে রাখবে! শোনো, যেই আমার ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাবে না, বুঝবে আমি দূরে চলে যাচ্ছি...আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি...কেবল তখনই তুমি আমার সাড়া নেবে, ডাকবে...

তন্ত্রিপাল ॥ (ঝিমুতে ঝিমুতে জড়িত গলায়) হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ দেখো, ঘুমিয়ে পড়ো না যেন!

তন্ত্রিপাল ॥ না না মহারাজ...।

পরীক্ষিৎ ॥ আমাকে এই ঘুমন্ত বৃক্ষপুরীতে প্রবেশ করতে হচ্ছে। শ্রান্ত মৃগটি যখন এই দিকে গেছে, জলাশয়ও নিশ্চয় একটি আশা করতে পারি। একটু কষ্ট ভোগ করো বন্ধু! এখনই তোমার জন্যে পাত্র পূর্ণ করে অমৃতবারি নিয়ে ফিরে আসব... [পরীক্ষিৎ দ্রুত বেরিয়ে গেল। নেপথ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল। চক্রাকারে সেই শব্দ বাড়তে কমতে লাগল। কখনো উচ্চরোল কখনো বিলীয়মান। তন্ত্রিপাল ঘোলাটে চেতনা নিয়ে সেই শব্দে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল। হঠাৎ শব্দ বন্ধ হতে...]

তন্ত্রিপাল ॥ (জড়িত গলায়) মহারাজ...মহারাজ...

[ক্ষুরধ্বনি জাগল। তন্ত্রিপাল আশ্বস্ত হ'লো। আবার ক্ষুরধ্বনি বন্ধ হ'লো।]

ম-হা-রা-জ... [ক্ষুবধ্বনি জাগল। আবার বন্ধ হ'লো।]

ম-হা-বা-জ...

[ক্ষুরধ্বনি কখনো শোনা যায়, কখনো বন্ধ হয়। পিপাসার্ত তন্ত্রিপালের জীবন মরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অশ্বক্ষুরধ্বনি বিচিত্র দোলার সৃষ্টি করল। তারপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল...তন্ত্রিপালের মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে সব আলো মুছে গেল।]

॥ দুই ॥

[অন্ধকারে বেগবান অশ্বক্ষুরধ্বনি। আলো ফুটতেই নেপথ্যের ধ্বনি বন্ধ হ'লো। বনের আর একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। লতাগুল্মে ঘেরা প্রস্তর স্তূপের ওপর এক জটাধারী ঋষি গভীর ধ্যানে স্তব্ধ। তাঁর আসন ঘিরে উঁইঢিবি উঠেছে। দেখলেই বোঝা যায় ঐ একাসনে বহুকাল বসে আছেন। চতুর্দিকে অখণ্ড নীরবতা।

পরীক্ষিৎ ঢুকল। হাতে জলপাত্র। বহুক্ষণ জলের সন্ধান করে সে নিজেও এখন পিপাসার্ত, পরিশ্রান্ত।]

পরীক্ষিৎ ॥ জল...এতোক্ষণের মধ্যে একটুও জল সংগ্রহ করতে পারলাম না। বিশাল অরণ্য তোলপাড় করেও হ্রদ কি প্রপাত দূরে থাক্, একটি ডোবাও পেলাম না! বুঝতে পারছি না...কোথায়, এবার কোন্‌দিকে যাবো..:পিপাসাও বাড়ছে...

[তপস্যারত ঋষির দিকে নজর পড়ে। পরীক্ষিৎ চমকে উঠে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যায়।]

কে ইনি? কতকাল এই নির্জন বনে একাসনে!...জীবিত না মৃত! (সতর্ক হয়ে ঋষির শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করে) হ্যাঁ আছেন, বেঁচে আছেন! উঃ এত ধীরে...এত একা...এত সূক্ষ্মভাবে কেউ বাঁচে...বাঁচতে পারে! যেন একটা সরু সূতো ধরে মহাশূন্যে ঝুলে আছেন। (থেমে) যাক্ তবু একজন মানুষের দেখা পাওয়া গেল!...কী করি?...ডাকব? ধ্যানভঙ্গ করব! কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি এখন! (ঋষির সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে) ক্ষমা করবেন হে তপোধন...নিতান্ত বাধ্য হয়ে আপনার সাধনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করছি! আমি হস্তিনার রাজা পরীক্ষিৎ...বড়ই বিপন্ন...এসেছি মৃগয়ায়...একটা হরিণের পিছু নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বনের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলেছি! জলও ফুরিয়ে গেছে...প্রভু যদি তৃষ্ণার্তকে কৃপা করেন...(ঋষি পূর্ববৎ স্থির অচঞ্চল) উঃ কতক্ষণে জাগবেন...(উঁইঢিবির গায়ে হাত দিয়ে) এই বল্মীক স্তূপের নীচে কোথায় ঘুমিয়ে আছে তোমার চেতনা...কত যুগ যুগান্তরের ঘুম...কি করে ভাঙাই...(জোরে) হে মুনিবর...আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই...তবু বলি, হ্যাঁ একটু বোকামিই করে ফেলেছি...এভাবে বনের মধ্যে দিশেহারা হওয়া আমার উচিত হয়নি...কিন্তু হরিণটাও যেন অদ্ভুত খেলা খেলল একটা। তার একটা পায়ে তীর লেগেছিল, সে অবস্থায় সারা বনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হঠাৎ কোথায় যে উধাও হ'লো...একবারে উধাও...আমি দিক হারিয়ে ফেললাম...জল ফুরিয়ে ফেললাম! হে দেব, সদয় হোন...বলুন...কোথায় পাবো তৃষ্ণার পানীয়? (জোরে) হে মহাজ্ঞানী ঋষি...(আরও জোরে) হে সত্যানুসন্ধানী দেবতা...(আরো জোরে) হে কল্যাণদাতা...হে শুদ্ধ চৈতন্য সিদ্ধ পুরুষ...

[সহসা নেপথ্যে ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

শৃঙ্গী ॥ (নেপথ্যে) কে...কে ওখানে...?

পরীক্ষিৎ ॥ বাঁচলাম! একটি কণ্ঠস্বর অন্তত শোনা গেল...!

শৃঙ্গী ॥ (নেপথ্যে) রে দুরাচার মূর্খ, সমাধিস্থ ঋষির ধ্যানভঙ্গ করিস ! উন্মাদ পিশাচ !

পরীক্ষিৎ ॥ (হতচকিত হয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে) কে তুমি, সামনে এসো !

শৃঙ্গী ॥ (নেপথ্যে) দূরহ। নিঃশব্দে এখান থেকে চলে যা।

পরীক্ষিৎ ॥ আমি বড় বিপন্ন, তৃষ্ণার্ত...(অল্প থেমে) পানীয়ের সন্ধান করছি...

শৃঙ্গী ॥ (চাপা গলায়) আঃ কথা বলিস না ! অপেক্ষা কর্ !

পরীক্ষিৎ ॥ সম্ভব নয় !

শৃঙ্গী ॥ (নেপথ্যে) তবে মর্ !

পরীক্ষিৎ ॥ (সক্রোধে) না—আগে আমি জলপান করব। সর্বাগ্রে আমার কথা শুনে যাও ! (নেপথ্যে সাড়া নেই) শুনলে ? কে তুমি...কোথায় তুমি...শুনতে পেলে...

[কোনো উত্তর এলো না। ধৈর্য হারিয়ে পরীক্ষিৎ ধ্যানমগ্ন ঋষির কানের কাছে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার শুরু করে।]

পরীক্ষিৎ ॥ ...শুনছেন...বন থেকে বেরুতে পারছি না...আমার সারথি পিপাসায় মূর্ছিতপ্রায়, জানি না হতভাগ্যের কি দশা হ'লো এতোক্ষণ—শুনছেন...শুনতে পাচ্ছেন...আমি আপনার শরণাগত—বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হবে না। উফ্...কত জন্ম সাধনা করলে তোমার এই সাধনা আমি ভাঙতে পারব বলতে পারো...অটল অচল ক্ষুধাতৃষ্ণাজয়ী মহাত্মা, বলো...আমাকে বল্মো...কেমন করে মানুষ প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠে...কেমন করে বুকের তৃষ্ণাও তুচ্ছ করা যায় ! বলো, কথা বলো...

[অদূরে একটা লম্বা সাপ মরে পচে পড়ে আছে। পরীক্ষিৎ সেটা দেখতে পেয়ে ধনুকের মাথায় জড়িয়ে তোলে।]

পরীক্ষিৎ ॥ (চাপা স্বরে) হাঃ হাঃ হাঃ ! দেখি, কথা বলো কি না বলো দেখি...হাঃ হাঃ হাঃ....

[পরীক্ষিৎ সাপ-জড়ানো ধনুকের ডগাটা ঋষির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সহসা ঋষিপুত্র তরুণ তাপস শৃঙ্গী ঢোকে।]

শৃঙ্গী ॥ (হতচকিত) কী...কী...কী ওটা !

পরীক্ষিৎ ॥ ...কণ্ঠহার...হাঃ হাঃ হাঃ...চমৎকার কণ্ঠহার...

শৃঙ্গী ॥ মরা পচা সাপ !

পরীক্ষিৎ ॥ চমৎকার একটি জপের মালা হবে...দাঁড়াও, কণ্ঠে আগের পরিয়ে দিই—

শৃঙ্গী ॥ মূর্খ জানো উনি কে ? আমার পিতা মহামুনি শমীক ! কঠোর তপশ্চর্যায় সিদ্ধ পুরুষ ! যাঁর তপোপ্রভাবে বনের পশুরাও চুপ করে আছে...গানের পাতাও শব্দ ক'রে মাটি পড়ে না...আর তুমি এমনই দুঃসাহসী...

পরীক্ষিৎ ॥ (ক্রূর হাসিতে ধনুকে জড়ানো সাপটা ঘোরাতে ঘোরাতে) ভয় কি... ভয় কি...মরা পচা গন্ধ ছুটছে...কোন শব্দ করবে না, দংশন করবে না...মুগ্ধচিত্ত প্রিয়ার মতো নীরবে তোমার পিতার কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকবে—

শৃঙ্গী ॥ (দুহাতে ঋষিকে আড়াল করে) দূর হ...দূর হ উন্মাদ !

পরীক্ষিৎ ॥ অবশ্য বলতে পারি না...মুনিঋষির তেজস্ক্রিয় স্পর্শে হঠাৎ ফোঁস করে উঠতেও পারে...

শৃঙ্গী ॥ ব্যঙ্গ...ব্যঙ্গ করো রাজা...এত দম্ভ ! এতই স্পর্ধা ! ধরাকে সরা জ্ঞান করো ! দেখবে...দেখবে তুমি রাজা, দেখবে সাধকের শক্তি !

পরীক্ষিৎ ॥ দেখাও...দেখাও তাপস বালক, শুধু মুখে আস্ফালন না করে সাধ্য থাকে বাধা দাও ! দেখি তোমার তপস্যার ক্ষমতা !

শৃঙ্গী ॥ বালক ! এই বালক শৃঙ্গীর মুখের বাক্য অমোঘ অব্যর্থ ! এই বালক বাক্‌সিদ্ধ ! তোর রাজদম্ভ চূর্ণ করতে মুখের একটা বাক্যই যথেষ্ট—

পরীক্ষিৎ ॥ তবে দেখা যাক কার কত শক্তি বেশি...রাজার্ষ্ণ না তপস্বীর...

[পরীক্ষিৎ ধনুকের ডগা দিয়ে তুলে সাপটা ঋষির গলায় জড়িয়ে দিল ।]

শৃঙ্গী ॥ (ভয়ঙ্কর হয়ে) ধ্বংস হবি...ধ্বংস হবি তুই ! অনাচারী রাজা, রাজ্য তোর ছারখারে যাবে—

পরীক্ষিৎ ॥ আমার রাজ্য ধ্বংস হবে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ওরে শোন্ বাচাল বালক, আমি হস্তিনার রাজা পরীক্ষিৎ ! অভিমন্যু পিতা, পিতামহ পাণ্ডব। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করে আমার পিতা পিতামহ আমার রাজ্য নিঃশত্রু করে গেছেন ! ঘরে বাইরে কোনো শত্রু নেই আমার ! প্রজারা আমার অনুগত। আমার রাজ্য ধ্বংস হবে ! বরং বল্ নতুন রাজ্যপাট জয় হবে কোনো...রাজবংশের পুত্রলাভ হবে...

শৃঙ্গী ॥ মরবি... মরবি তুই... আজ থেকে সাত দিনের দিন তক্ষকের কামড়ে মরবি...

পরীক্ষিৎ ॥ (হা হা করে হেসে উঠে) ধন্য হলাম...প্রীত হলাম...কৃতার্থ হলাম বালক...

শৃঙ্গী ॥ তক্ষক ! বিষধর তক্ষক ! কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না...

পরীক্ষিৎ ॥ (সক্রোধে) তোর তক্ষক আমার পা অবধি পৌঁছতে পারবে ?

শৃঙ্গী ॥ ব্রহ্মতালুতে দংশন করবে...

পরীক্ষিৎ ॥ ওরে সেকি একটা তক্ষকের কর্ম !

শৃঙ্গী ॥ একটা তক্ষক...সহস্র মুখ...সহস্র ফণা ধরে সহস্রবার তোকে দংশন করবে...সহস্রবার...সহস্রবার...

পরীক্ষিৎ ॥ তা সহস্রমুখ হলেও লেজ তো আর একটাই থাকবে ! তাতেই হবে...কি করে তোর তক্ষককে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাতে হয়...সে আমার জানা আছে...

[মাথার ওপর হাত তুলে সাপের লেজ ধরে ঘোরাবার ভঙ্গি করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল পরীক্ষিৎ। নেপথ্যে তার ঘোড়া ছুটল ।]

শৃঙ্গী ॥ (অপমানে লজ্জায় চীৎকার করে) ব্রহ্মশাপ ! ব্রহ্মশাপ ! সপ্তম দিনে অবধারিত...অনিবার্য ! তক্ষক...তক্ষকের বিষের জ্বালায় জ্বলবি তুই...[ধ্যানমগ্ন ঋষির শরীর কেঁপে ওঠে। ঋষির চোখ মেলে ।]

ঋষি ॥ শৃঙ্গী—

শৃঙ্গী ॥ (চমকে) পিতা !

ঋষি ॥ কাকে অভিশাপ দিলে ?

শৃঙ্গী ॥ ঐ...ঐযে দুষ্ট রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে পালায়...পাপিষ্ঠ দূষিত গলিত সাপটা আপনার গলায় তুলেছে ! [ছুটে যায় সাপটা ফেলে দিতে]

ঋষি ॥ (বাধা দিয়ে) থাক্ ! সে কোন অন্যায় করেনি।

শৃঙ্গী ॥ পিতা !

ঋষি ॥ জীবনধারণের জন্যে সে যা করেছে, তাই স্বাভাবিক ! কিন্তু তুমি যা করলে...

শৃঙ্গী ॥ অপরাধ করেছি কিছু ?

ঋষি ॥ আমারই অপরাধ ! তোমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত সাধনায় নিমগ্ন হওয়াটাই অপরাধ !

শৃঙ্গী ॥ কিন্তু আমি কোনোদিন আমার দয়িত্বে অবহেলা করিনি...

ঋষি ॥ কী দায়িত্ব তোমার ? আমায় পাহারা দেওয়া ? কিসের ভার ছিল তোমার ওপর...আমি যতদিন ধ্যানে মগ্ন থাকি ?

শৃঙ্গী ॥ পশুপাখিদের জল আহার খাওয়ানো ! কোনদিন অবহেলা করিনি। আজ পর্যন্ত একটি প্রাণীও খাদ্যাভাবে মরেনি ! আমাদের আশ্রমে যেই এসেছে, সাধ্যমত তার সেবা করেছি ! এই তো একটু আগে একটি রক্তাক্ত হরিণ আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে...তাকেই তো সুস্থ করে তুলছিলাম...মুমূর্ষু মৃগটির সেবা করছিলাম।

ঋষি ॥ এ বনে জলাশয় আছে একটি। কেবল আমাদের আশ্রমে। এবকমাত্র জলাশয়ে এতো বড় অরণ্যের গাছপালা পশুপাখি বিচিত্র প্রাণের পালন করি আমরা। মৃগটিকে সেবা করছিলে, আর ক্ষুধার্ত অতিথিকে অভিশাপ দিলে !...তৃষ্ণার্ত মানুষটির মৃত্যু কামনা করলে ?

শৃঙ্গী ॥ (চমকে) পিতা !

ঋষি ॥ পুণ্যার্জনই সব নয় শৃঙ্গী, পুণ্য রক্ষা করতে শেখো !

শৃঙ্গী ॥ (পরীক্ষিতের ফেলে যাওয়া জলপাত্রের দিকে চোখ পড়ে) তাই তো ! ও কী তৃষ্ণার্ত ! [দ্রুত অপসৃয়মান ক্ষুরধ্বনি লক্ষ্য করে]
কোথায় চলেছে ? সারা জীবনমাথা খুঁড়ে ফেললেও এখানে জল পাবে কোথায় ?

ঋষি ॥ ব্রহ্মশাপ দিলে ! ওঃ শৃঙ্গী, নিজের তপোশক্তি প্রচার করতে এতো ব্যগ্র তুমি !

শৃঙ্গী ॥ (চিৎকার করে) থামাও...ঘোড়া থামাও...ফিরে এসো বাজা...তৃষ্ণা মিটিয়ে যাও...হে হে অশ্বারোহী রাজা...

ঋষি ॥ হতভাগ্য পরীক্ষিৎ ! তোমার ঐ রক্তাক্ত মৃগটি ওরই শিকার। মৃগের পশ্চাদনুসরণ করে বন থেকে বেরুবার পথ হারিয়ে ফেলেছে ! শিকার ধরতে এসে তোমার অহংকারের শিকার হ'লো !

শৃঙ্গী ॥ (আপ্রাণ জোরে) পরীক্ষিৎ ! যেও না...ফিরে এস...তোমার শূন্যপাত্র ভরে নিয়ে যাও...পরীক্ষিৎ... [ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল]
ও যে মারা পড়বে। পথ খুঁজে পাবে না...জল খুঁজে পাবে না ! পিতা শীঘ্র ওকে রক্ষা করুন।

ঋষি ॥ তুমি তার সর্বনাশ করলে, আমি তাকে রক্ষা করব ?

শৃঙ্গী ॥ (ঋষির পদতলে করজোড়ে অনুনয় করে) পিতা...

ঋষি ॥ ওরে আমি তাকে রক্ষা করলে তুই যে মিথ্যা হবি—বাক্‌সিদ্ধ, তোর বাক্য অসত্য হবে ! একমাত্র তুই পারিস তাকে শাপমুক্ত করতে !

শৃঙ্গী ॥ (মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে) না। ব্রহ্মশাপ অনিবার্য !

ঋষি ॥ সর্পদংশনে মরবে রাজা !

শৃঙ্গী ॥ আপনি ওকে তৃষ্ণা থেকে রক্ষা করুন ! ওযে আমার দ্বারে জল খেতে এসেছিল ! (শৃঙ্গীর চোখ ছলছল করে) সরোবর...একটা সরোবর সৃষ্টি করুন পিতা—

ঋষি ॥ সরোবর !

শৃঙ্গী ॥ পিতা, আপনার ইচ্ছায় মায়ায় একটা সরোবর দেখা দিক রাজার পথে ! জলপান করে রাজা শান্ত হোক...তৃপ্ত হোক...তৃষা থেকে মুক্ত হোক...

ঋষি ॥ বেশ তাই হোক্ ! একটি মায়া-সরোবর জাগবে তার পথে। (থেমে) মায়া সরোবর...মা-য়া স-রো-ব-র..

[আলো নেভে]

॥ তিন ॥

[অন্ধকারে পূর্ববৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। আলো জ্বলতে শব্দ বন্ধ হ'লো। বনের অপর অংশ। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নেপথ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রীর ডাক শোনা যাচ্ছে ঃ পরীক্ষিৎ...পরীক্ষিৎ... । একটু পরে নেপথ্যে পরীক্ষিতের গলা শোনা গেল ঃ মন্ত্রীমশাই...]

মন্ত্রী ॥ (নেপথ্যে) পরীক্ষিৎ...পরীক্ষিৎ...

পরীক্ষিৎ ॥ (নেপথ্যে) মন্ত্রীমশাই, কোথায় আপনি...

মন্ত্রী ॥ (নেপথ্যে) এই যে বৎস...এই দিকে....

পরীক্ষিৎ ॥ (নেপথ্যে) কোন্ দিকে ! দেখা দিন...

মন্ত্রী ॥ (নেপথ্যে) এই যে ! এসো...এসো...

[মন্ত্রী ও পরীক্ষিৎ দুদিক দিয়ে ছুটে এলো। মন্ত্রী পরীক্ষিতকে আলিঙ্গন করে।]

মন্ত্রী ॥ বাঁচা গেল ! বাঁচা গেল !

পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ, বাঁচা গেল !

মন্ত্রী ॥ তোমার সন্ধানে সন্ধানে সারা বন তোলপাড় করে ফেলেছি ! প্রহর অতিক্রম হয়ে যায়, তবু তুমি ফিরছ না। শিবির ছেড়ে সবাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। দেখতে না দেখতে কোথায় যে হারিয়ে গেলে বৎস ! কই, শিকার কই তোমার !

পরীক্ষিৎ ॥ সেই মৃগটি !

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনোহর হরিণটিকে জীবন্ত বন্দী করতে ছুটেছিলে...

পরীক্ষিৎ ॥ পালিয়ে গেছে !

মন্ত্রী ॥ পালিয়ে গেছে, তোমার নাগাল এড়িয়ে !

পরীক্ষিৎ ॥ এই দেখি, এই নেই! এই ধরি, এই হারাই! হারিয়ে গেছে!
মন্ত্রী ॥ (হেসে) আশ্চর্য! মৃগয়াদক্ষ মহারাজ হরিণ শিশুটি তোমায় পরাজিত করল!
পরীক্ষিৎ ॥ সম্পূর্ণ পরাভূত! পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত এক উঁইটিবির সামনে গিয়ে পড়লাম! দেখি বল্মীক পাহাড়ে এক মুনির কঙ্কাল...জীবিত কঙ্কাল!
মন্ত্রী ॥ জীবিত কঙ্কাল! মহর্ষি শমীক নিশ্চয় তিনি। তুমি তার দেখা পেয়েছ? কী সৌভাগ্য তোমার!
পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ সৌভাগ্য...পরম সৌভাগ্য! যাক, সে অনেক বৃত্তান্ত! এখন শিবিরে চলুন...
মন্ত্রী ॥ (অপ্রস্তুত গলায়) শিবির!
পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। পিপাসা অস্থির করে তুলেছে। জলপাত্র হারিয়ে গেছে! দুই প্রহর গলা ভেজাতে পাবিনি! শীঘ্র আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন...
মন্ত্রী ॥ কোন্ পথ দেখাবো বৎস, বনেব ঠিক কোন্ খানটায় যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি...
পরীক্ষিৎ ॥ অর্থাৎ?
মন্ত্রী ॥ আমারো শিবিরের পথ হারিয়ে গেছে!
পরীক্ষিৎ ॥ সে কি! আপনিও আমারই মতো পথহারা!
মন্ত্রী ॥ এ বড বিচিত্র বন! মুহূর্তের অন্যমনস্কতায দিশাহারা হয়ে পড়তে হয! কতো হতভাগ্য যে দিক্‌ভ্রষ্ট হযে এই অরণ্যের বুকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে...
পরীক্ষিৎ ॥ তাদের কথা পরে শুনব! জল! জলের ব্যবস্থা করুন মন্ত্রীমশাই!
মন্ত্রী ॥ জল! কোথায় পাবো জল! আগে পথ খুঁজে দেখি...
পরীক্ষিৎ ॥ জল! আগে জল! দিক্‌ভ্রষ্ট হযে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্বে রাজা পরীক্ষিৎ এই বনস্পতিকূল সমূলে উৎপাটিত করে সব দিক্ উন্মুক্ত করে নিস্ক্রমণের পথ তৈরী করে নেবে! ও নিযে ভাববেন না।...সর্বাগ্রে তৃষ্ণা মেটাতে হবে...তৃষ্ণা!...শীঘ্র জলের সন্ধান করুন...
[পরীক্ষিৎ একটি শিলাখণ্ডে বসে পড়ে। চিন্তিত মন্ত্রী মাথা তুলতেই অদূরে কিছু দেখে চমকে ওঠে।]
মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ! দ্যাখো...দ্যাখো! কী আশ্চর্য!...এসো, এদিকে এসো...
[পরীক্ষিৎ মন্ত্রীর কাছে যায় এবং তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।]
পরীক্ষিৎ ॥ স-রো-ব-র!
মন্ত্রী ॥ পূর্ণ স-রো-ব-র!
পরীক্ষিৎ ॥ এখানে...এতো কাছে!
মন্ত্রী ॥ অদ্ভুত কাণ্ড! কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি...তবু একবারও কারুর নজরে পড়েনি! এই সুবিশাল সুনীল সরোবর...
পরীক্ষিৎ ॥ যেন আকাশ থেকে নেমে এলো!
মন্ত্রী ॥ সৌভাগ্য! সৌভাগ্য! কোনো কোনো সৌভাগ্য হঠাৎ দেখা দেয়...ফুলের মতো দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্ফুটিত হয় না....তারা জ্যোতিষ্কের মতো আচম্বিতে ভাগ্যাকাশে জেগে ওঠে বৎস!

পরীক্ষিৎ ॥ তাই উঠল ! বাঁচলাম !

[বনের একাংশ নীল আলোয় টলটল করছে। নীল আলোটি যেন নীল সরোবর।]

পরীক্ষিৎ ॥ এতো সরোবর নয় মন্ত্রীমশাই, সবুজ লতাপাতার ঘোমটায় যেন এক শান্ত কোমল কিশোরী আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে...বহু যুগ যুগান্ত ধরে...তার শ্যামল সঘন আঁখিপল্লব আমারই মুখের পানে আকুল হয়ে চেয়ে আছে।

মন্ত্রী ॥ নিশ্চয় !...নিশ্চয় ! তুমি যদি তাকে বক্ষে গ্রহণ না করো, সুকবি মহারাজ, লজ্জায়...অপমানে...প্রত্যাখ্যানে যুবতী-সরোবর বিরহ বিষাদে অশ্রুবারি ঝরাবে—

পরীক্ষিৎ ॥ সরোবর অশ্রুবারি ঝরাবে ! কবিত্বে কম নন মন্ত্রীমশাই !...ঠিকই বলেছেন, তৃপ্তি নেই...এ সরোবরে বুক না ডোবালে তৃপ্তি নেই...

[সরোবর চিহ্নিত স্থানটি মনোহর আলোয় চিত্রিত। অপূর্ব সুন্দর বাজনার মধ্যে পরীক্ষিৎ সরোবরে নামল। সর্বাঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠল অবগাহনের অনুভূতি। শেষে পরীক্ষিৎ অঞ্জলি ভরে জল মুখে দিতে যাবে, সহসা অদূরে দৃষ্টি পড়ায় তার মুখ ভয়ার্ত পাণ্ডুর হয়ে গেল...তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মুখের জল ফেলে ছিটকে সরে এলো।]

মন্ত্রী ॥ কী....কী....কী হ'লো ?

[পরীক্ষিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দূরে তাকিয়ে।]

পরীক্ষিৎ ! পরীক্ষিৎ ! [illegible] অল্প কাঁপছে।]

পরীক্ষিৎ !

পরীক্ষিৎ ॥ (অস্ফুট স্বরে) সা—প !

মন্ত্রী ॥ সাপ !

পরীক্ষিৎ ॥ সাপ !

মন্ত্রী ॥ সাপ !

পরীক্ষিৎ ॥ স-রো-ব-রে !

মন্ত্রী ॥ (তরবারি হাতে সরোবরের দিকে এগোয়) কোথায় ? কই কিছুই তো দেখছি না। সেই তো নীল জল টলটল করছে !

পরীক্ষিৎ ॥ (চাপা গলায়) তীরের দিকে...

মন্ত্রী ॥ (চারিদিকে তাকিয়ে) কই !

পরীক্ষিৎ ॥ (মন্ত্রীর কাছে গিয়ে)...ওই যে...ওই যে কৃষ্ণকায় ! ফণা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে হেলছে দুলছে...সহস্র ফণা—দেখুন দেখুন তীব্রবেগে সরোবরে ছোবল মারছে ! বিষ ! বিষ ! বিষ ঢালছে।

মন্ত্রী ॥ (হেসে) না না না ! সাপ না ! ওতো তৃণ !

পরীক্ষিৎ ॥ সাপ !

মন্ত্রী ॥ না, না, জলঘাস...বৎস, সরোবরের ধারে এরা জন্মায়...কোমল মসৃণ তৃণদল...

পরীক্ষিৎ ॥ ওই দেখুন ছোবল মারছে !

মন্ত্রী ॥ ছোবল ! না, না, বাতাসে দীর্ঘ ঘাসের ডগাগুলো জলে নুয়ে নুয়ে পড়ছে ! সাপ নয় !

পরীক্ষিৎ ॥ সাপ !

মন্ত্রী ॥ ভুল দেখছো—

পরীক্ষিৎ ॥ সাপ !

মন্ত্রী ॥ বেশ, চলো কাছে গিয়ে দেখবে চলো... [হাত ধরে]

পরীক্ষিৎ ॥ (হাত ছাড়িয়ে) সাপ !

মন্ত্রী ॥ (অগ্রসর হয়) কোথায় সাপ ? কই সাপ !

পরীক্ষিৎ ॥ (চিৎকার করে) যাবেন না...যাবেন না ওদিকে...আমরা নাগপুরীতে এসে পড়েছি...নাগকুণ্ড ! ফিরে আসুন...ফিরে আসুন...ঐ ঐ দেখুন সহস্র ফণা ছুটে আসছে...তক্ষক ! বিষধব তক্ষক ! [পরীক্ষিৎ ছুটে বেরিয়ে যায় ।]

মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ....পরীক্ষিৎ...

[আলো নেভে]

॥ চার ॥

[অন্ধকার । দ্রুততর বেগে ছুটছে অশ্বক্ষুরধ্বনি । আলোও ফুটল, ধ্বনিও বন্ধ হ'লো । বনের পূর্বদৃষ্ট অংশ । ঋষি তাঁর আসনে ধ্যানমগ্ন পদতলে শৃঙ্গী ।]

ঋষি ॥ (ধ্যান ভঙ্গ হলো ।) এ কী ? এ কী হ'লো ! শৃঙ্গী ! শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ॥ পিতা...

ঋষি ॥ কী আশ্চর্য ! শৃঙ্গী, এ কী আশ্চর্য কাণ্ড !...পরীক্ষিৎ...পরীক্ষিৎ...তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারল না...

শৃঙ্গী ॥ কেন ? মায়া-সরোবরে... ?

ঋষি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মায়া সরোবরে....পূর্ণ অঞ্জলি মুখে তুলতে গিযেও তুলতে পারেনি রাজা—

শৃঙ্গী ॥ কেন !

ঋষি ॥ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে !

শৃঙ্গী ॥ ভয় ?

ঋষি ॥ তুচ্ছ...অতি তুচ্ছ তৃণ দেখে—

শৃঙ্গী ॥ তৃণের ভয়ে !

ঋষি ॥ সুন্দর সরোবরের তীরে সবুজ তৃণদল সৃষ্টি করেছিলাম...বাতাসে দুলছিল তৃণরাজি...তাদের তন্বী দেহ জলের ওপর নত হয়ে পড়ছিল । কিন্তু পরীক্ষিৎ দেখেছে মনে হয়েছে, সাপ !

শৃঙ্গী ॥ সাপ !

ঋষি ॥ সাপ ! বিষধর...

শৃঙ্গী ॥ তক্ষক !

ঋষি ॥ হ্যাঁ, তক্ষক ! আমার মায়া-সরোবরে রাজা দেখল গরলকুণ্ড.. । নাগ নাগিনীর বাসস্থান ! আহা, আগে যদি জানতাম বায়ু-তাড়িত তৃণদল রাজাকে তৃষ্ণা মেটাতে দেবে না...

শৃঙ্গী ॥ বায়ু ! হঠাৎ বায়ু কেন বইল ঐ সময় !

ঋষি ॥ জানেন বিধাতা ! বায়ু তাঁর সৃজন ! বাপু হে, তিনিও সৃজন করছেন, আমিও করছি ! দুজন সৃষ্টিকর্তা একযোগে কাজ করলে, এ বিপত্তি হবেই !

শৃঙ্গী ॥ কী দরকার ছিল আপনার তৃণদল সৃজন করবার !

ঋষি ॥ আহা সরোবরটি মনোরম করে তোলার জন্যেই তো তৃণদল সৃষ্টি—

শৃঙ্গী ॥ কী প্রয়োজন ছিল মনোরম করার ! নির্জলা জলটুকু শুধু তার কাছে পৌঁছে দিলে হত। মনোরম করতে গিয়ে শুধু তাকে বঞ্চিত করা হ'লো !

ঋষি ॥ হায়, প্রবঞ্চিত রাজা আবার বনের মধ্যে ঘুরছে। এদিকে সময়ও যাচ্ছে, বেলাও বাড়ছে, আর মুখের জল ছলনা করায় হতভাগ্যের পিপাসার কোন কুলকিনারা নেই। ব্রহ্মশাপ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দাও শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ॥ সম্ভব নয়। আমার বাক্‌সিদ্ধি আমি বিনষ্ট করতে পারি না। কিন্তু আর বিলম্ব করবেন না। সর্পাঘাতে মৃত্যুর আগে তৃষ্ণার্ত রাজা জলপান করুক। রাজার পথের ওপর আবার একটা...

ঋষি ॥ সরোবর ?

শৃঙ্গী ॥ না। আর সরোবর না। এবার ঝর্ণা ! মনোহর কবার কোন দরকার নেই। যেমন তেমন একটা ঝর্ণার ধারা তার পথের উপর আনলেই হবে ! রাজার পায়ের সামনে ধেয়ে যাক্‌ ঝর্ণা !

ঋষি ॥ বেশ তাই হোক ! আযরে মায়াঝর্ণা...রাজার দিকে ছুটে আয়...মা-যা-ঝ-র্ণা...

[আলো নেভে]

॥ পাঁচ ॥

[বনের অন্যত্র। মায়াঝর্ণার কলধ্বনি শোনা গেল। মন্ত্রী ও পরীক্ষিৎ ওই কলধ্বনি অনুসরণ করে মন্ত্রাবিষ্টের মতো ঢুকছে।]

পরীক্ষিৎ ॥ (চিৎকার করে) ঝর্ণা ! ঝর্ণা !

মন্ত্রী ॥ কী আশ্চর্য, ঝর্ণাটা যে তোমার দিকেই ছুটে আসছে !

[আলোর ঝর্ণা বয়ে এলো পরীক্ষিতের সামনে]

বৎস, জল আর বায়ুর অনুসন্ধান করাই মূর্খামি ! জগতে ওরাই আমাদের প্রকৃত সহচর !

পরীক্ষিৎ ॥ (আলোক ঝর্ণাকে কৃত্রিম ক্রোধে) ওরে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুরাচার ! কোথায় ছিলি ! জানিস না আমি তৃষ্ণার্ত ! দাঁড়া ! তোকে আমি শোষণ করব...নিঃশেষ করব...ধরিত্রীর বুক থেকে মুছে দেব তোর ধারাটি !

মন্ত্রী ॥ (হেসে) বড় খরস্রোতা ! রসো একটা পাত্রে জলটা ধরি...

পরীক্ষিৎ ॥ এত বড় বুক থাকতে, আর কোন্ পাত্রে ধরব মন্ত্রীমশাই ? সরুন...

[পরীক্ষিৎ নতজানু হয়ে ঝর্ণায় মুখ ডোবাতে যায় ।]

মন্ত্রী ॥ একি ! একি ! এভাবে জলপান তোমার শোভা পায় না মহারাজ !

পরীক্ষিৎ ॥ ইতর পশু ! হাঃ হাঃ হাঃ—আমি যেন একটি দানব !

[জলপান করতে যায় এবং সংগে সংগে লাফিয়ে ওঠে] কী ! কী ! ওকী !

মন্ত্রী ॥ কী...কী ? ওভাকে কী দেখছো পরীক্ষিৎ ?

পরীক্ষিৎ ॥ মণি জ্বলছে ! মণি !

মন্ত্রী ॥ মণি !

পরীক্ষিৎ ॥ ওই তো চকচক করছে ! আঃ !

[বিকট চিৎকাব করে পরীক্ষিৎ দুহাতে মুখ ঢাকে]

মন্ত্রী ॥ (ভাল করে দেখে) কীসের মণি ! কোথায় মণি ! স্রোতের ওপর রোদ্দুর পড়ে অমন চিকচিক করছে, তাকাও...

পরীক্ষিৎ ॥ না না, চলে আসুন, শিঘ্র আসুন...নাগ বাসুকি তার ছত্র মেলে ধেয়ে আসছে ! মন্ত্রী মশাই...

মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ ! ভুল করছো কেন, একবার তাকিযে দ্যাখো ।

পরীক্ষিৎ ॥ ঘোডা কোথায়...আমার ঘোড়া...

মন্ত্রী ॥ বৎস, কোনো ভয নেই । (হাত ধরে) আমি বলছি, খাও...

পরীক্ষিৎ ॥ না, না, ও জল খাওযা যাবে না...

মন্ত্রী ॥ তুমি চোখ ঢেকে রাখলে আমি তোমায কি করে বোঝাবো ?

পরীক্ষিৎ ॥ (শিহরিত হযে দূরে সরে যায় আলোয আঁকা ঝর্ণাধারা তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে) একি...একি...আমার পিছু পিছু ছুটে আসছে ধেয়ে...(পরীক্ষিৎ ছুটে দূরে সরে যায়) ঐ...ঐ দেখুন তাডা করছে...আমাকে তাড়া করছে...(তরবারি তুলে) দূর হ ! দূর হ ! (পরীক্ষিৎ লাফ দিযে একটা উঁচু পাথরের ওপর ওঠে) দূর হ তুই কুটিল নাগিনী...বন্দী করুন মন্ত্রীমশাই !

মন্ত্রী ॥ (গম্ভীর আদেশের গলায) জলপান করো । যদি আমার কথা না শোনো, আমি তোমাকে বাধ্য করব ।

পরীক্ষিৎ ॥ (হতবাক) মন্ত্রীমশাই !

মন্ত্রী ॥ (শক্ত হাতে তলোয়ার চেপে) যাও, পান করো । তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য...

পরীক্ষিৎ ॥ রক্ষা করা, না হত্যা করা !

মন্ত্রী ॥ যদি তাই মনে করো আমি নিরুপায !...এই জলই তোমায় গ্রহণ করতে হবে !

পরীক্ষিৎ ॥ (উন্মাদের মতো হেসে) বাঃ বাঃ অদ্ভুত সময় আর জায়গাটা বেছে নিয়েছেন...যখন

আমি সাক্ষাৎ সমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ! কিসের লোভ ? রাজ্যের, ঐশ্বর্যের...নাকি আমার রাণীদের !

মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ !

পরীক্ষিৎ ॥ নীচাশয় বৃদ্ধ ! জানতাম তুমি আমার পরমাত্মীয় । দেখছি ভুল । জংগল আমাদের অনেকের মুখোশ খুলে দেয়, আমাদের কুৎসিৎ অন্তরটা বেরিয়ে পড়ে । কতদিন ধরে এমন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে তুমি !

মন্ত্রী ॥ তুমি বিকারগ্রস্ত !

পরীক্ষিৎ ॥ থামো ! এই ভীষণ মৃগয়ায় আসার পরামর্শ তোমার ! তুমি আমায় প্ররোচিত করেছ মৃগশিশু অনুসরণে ! তুমি কৌশলে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ ! সব তোর খেলা ! তোর চক্রান্ত !

মন্ত্রী ॥ মৃত্যু ! নিশ্চিত মৃত্যু ! [মন্ত্রী চলে যায় ।]

পরীক্ষিৎ ॥ (হঠাৎ আলোক ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে) একি...একি...আবার ধেয়ে আসছে...দূর হ...দূর হ...দেখ...দেখ...তরঙ্গের ফণাগুলো পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরছে ! (উন্মাদের মতো ছুটতে থাকে) দূর হ...দূর হ দুষ্ট নাগিনী...

[পরীক্ষিৎ মুক্ত তরবারি হাতে ঝর্ণা শাসনে মত্ত । ঝর্ণা হঠাৎ অপসৃত হয় । পরীক্ষিৎ হাঁপাচ্ছে । সহসা ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক শোনা গেল, মহারাজ ! পরীক্ষিৎ চমকে ওঠে । দেখা যায় মুমূর্ষু তন্ত্রিপাল ঢুকছে । সরীসৃপের মতো মাটিতে বুক ঘসে তার দিকে এগিয়ে আসছে ।]

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ তন্ত্রিপাল !

তন্ত্রিপাল ॥ ম-হা-রা-জ...

পরীক্ষিৎ ॥ তুমি !...তুমি বেঁচে আছো...

তন্ত্রিপাল ॥ (গোঙাতে গোঙাতে) মহারাজ ! আপনি কি সুস্থ আছেন ?

পরীক্ষিৎ ॥ তুমি কি এখনো জলপান করোনি তন্ত্রিপাল...

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন...না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন...আর ফিরলেন না...আপনি কি আমায় বিস্মৃত হয়েছিলেন মহারাজ... ?

পরীক্ষিৎ ॥ না না, বিস্মৃত হইনি ! কিন্তু জলের সন্ধানও পাইনি !

তন্ত্রিপাল ॥ হায় অদৃষ্ট !

পরীক্ষিৎ ॥ শুনেছি আমার পিতামহ অর্জুন কুরুক্ষেত্রের মেদিনী বিদীর্ণ করে অমৃতবারি তুলে এনেছিল শরশয্যায় শায়িত মহামতি ভীষ্মের জন্যে । কে জানত, আমি আমার মুমূর্ষু সারথিকে একবিন্দু জল দিতে পারব না ! আমি এত অক্ষম হয়ে পড়ব ! কি ভয়ানক...কি দুর্ভেদ্য অরণ্যে আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি তন্ত্রিপাল... ।

[তন্ত্রিপাল তার বস্ত্রের আড়াল থেকে একটা লাল টকটকে ফল বার করে পরীক্ষিতের সামনে ধরে ।]

কী ওটা...কী ফল...

তন্ত্রিপাল ॥ নাম জানি না...

পরীক্ষিৎ ॥ (উত্তেজিত গলায়) ভারী সুন্দর ফলটা ! কোথায় পেলে...

তন্ত্রিপাল ॥ জানি না প্রভু...

পরীক্ষিৎ ॥ জানো না ! কোথায় পেলে জানো না !

তন্ত্রিপাল ॥ প্রভু আমি সেই গাছের নীচে চেতনা হারিয়ে পড়েছিলাম...কতক্ষণ জানিনা...হঠাৎ শীতল স্পর্শে চোখ মেলে দেখি...এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমার মুঠির মধ্যে এই ফলটা দিচ্ছেন...

পরীক্ষিৎ ॥ দেবতা...দেবতার আশীর্বাদ ! নিশ্চয়ই রসালো সুস্বাদু !

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ তৃপ্ত হোন... [পরীক্ষিতের দিকে ফলটা বাড়িয়ে ধরে।]

পরীক্ষিৎ ॥ তন্ত্রিপাল...দুরন্ত পিপাসার সাথে যুদ্ধ করে নিজে না খেয়ে...এটা তুমি আমার জন্য বয়ে বেড়াচ্ছো !

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ আমার জীবন মূল্যহীন...আপনার সেবায় যদি উৎসর্গ করতে পারি, সেই আমার একমাত্র সান্ত্বনা !

পরীক্ষিৎ ॥ (তন্ত্রিপালের মাথা কোলে নিয়ে) বন্ধু আমার...এ তোমার পুণ্যের ফল...এসো বন্ধু তোমার এই পুণ্যফলে দুজনে প্রাণ ধারণ করি !

[পরীক্ষিৎ ফলটিকে দুখণ্ড করে। এবং খণ্ড দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি পাল্টে যায়।]

পরীক্ষিৎ ॥ এটা কি বিষফল !

তন্ত্রিপাল ॥ বিষফল !

পরীক্ষিৎ ॥ সত্য করে বলো...এটা কি বিষফল !

তন্ত্রিপাল ॥ না মহারাজ, রসাল সুস্বাদু...

পরীক্ষিৎ ॥ একটা অজানা অচেনা ফল যে রসালো এবং সুস্বাদু—তুমি জানলে কি করে ?

তন্ত্রিপাল ॥ আজ্ঞে...

পরীক্ষিৎ ॥ ফলটা যদি সত্যিই ভোগ্যদ্রব্য হবে তবে এতকাল হস্তিনারাজের অচেনা থাকল কি করে ? রাজা জানলো না এই অমৃত ফল তারই দেশের অরণ্যে জন্মায় ! এতকাল রাজার ভোগে লাগেনি কেন ! এটা বিষফল !

তন্ত্রিপাল ॥ না মহারাজ, না ! জ্যোতির্ময় পুরুষ...

পরীক্ষিৎ ॥ মিথ্যাকথা ! সুরচিত মিথ্যা ! তুই আমায় মারতে চাস !

তন্ত্রিপাল ॥ এসব কি বলছেন মহারাজ !

পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নইলে নিজের মৃত্যু ডেকে এনে প্রজা তার মুখের গ্রাস রাজার মুখে তুলে দেবে এও কি সম্ভব ! স্বীকার কর এটা বিষফল !

তন্ত্রিপাল ॥ জানিনা...আমি জানিনা মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ জানিস ! প্রজারা সব জানে...শুধু রাজারা প্রজাদের মনের কথা জানতে পারে না। এই যে আমার মুকুট...সহস্র মণিমুক্তা খচিত—এর প্রত্যেকটির ওপর সহস্র লোভী চক্ষু বিঁধে আছে। রাজার শিরে সহস্র ফণা সে তো শুধু নাগনাগিনী তোলে না..তোলে সহস্র লোভী প্রজা...

তন্ত্রিপাল ॥ মহারাজ...অধীনকে অবিশ্বাস করবেন না...

পরীক্ষিৎ ॥ তবে কি করব রে, বিশ্বাস !...সন্দেহ, হিংসা, ঘৃণা, প্রতারণা, ভয়...পাঁচটি পোষা কবুতর...হস্তিনার প্রাসাদ চূড়ায় বসে রাত্রিদিন বকম্ বকম্ করে। আমরা বিশ্বাস করতে জানিনা। বিষফল ! বিষফল !

[পরীক্ষিৎ ফলের খণ্ডদুটি দুপায়ে পিষতে থাকে।]

তন্ত্রিপাল ॥ (আর্তনাদ করে ওঠে) কি করলেন মহারাজ...মহারাজ...

পরীক্ষিৎ ॥ (গর্জন করতে করতে) আমার মৃত্যু আমার পায়ের নিচে...আমার মৃত্যু...

তন্ত্রিপাল ॥ নিজেও খেলেন না, আমাকেও বাঁচতে দিলেন না ! বিধাতা, পেয়েও হারালাম...

পরীক্ষিৎ ॥ শেষ...সব শেষ...হাঃ হাঃ হাঃ—

[গভীর বনে রাত্রি নেমে আসছে। গাঢ় থমথমে রাত্রি। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।]

পরীক্ষিৎ ॥ (বিনষ্ট ফলের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে) হয়ত সত্যিই এটা বিষফল ছিল না...হয়ত তুমি আমাকে মারতে চাওনি...এসেছিলে বাঁচাতে...(তন্ত্রিপালের মাথায় হাত রেখে)হয়ত তুমি মহান সারথি তন্ত্রিপাল...হস্তিনার বিশ্বস্ত বন্ধু...(পরীক্ষিৎ-এর চোখে জল আসে) হয়ত অকারণে সুস্বাদু ফলটিকে আমি নষ্ট করলাম...তোমার প্রাণকে আমি পায়ে পিষ্ট করলাম...

[নিঃশব্দ পায়ে মন্ত্রী ঢোকে।]

(থেমে) হয়ত ভুল করছি...সব ভুল...হয়ত সরোবরের সাপ ভুল...ঝর্ণার নাগমণিও ভুল...হয়ত আমি অকারণ আপনাদের আঘাত দিলাম...হয়ত...

মন্ত্রী ॥ হয়ত নয়, নিশ্চিত ! তুমি ভাবছ সবাই আমরা তোমায় শত্রু ! সর্বত্র মৃত্যু দেখছ !

পরীক্ষিৎ ॥ দেখছি, চরাচরে মৃত্যু বিনা আর কিছু দেখছি না। হিংস্র কুটিল হিস্‌হিস্ গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না—মৃত্যু...মৃত্যু...বিশাল কালো ছত্র ছড়িয়ে মৃত্যু আমার আকাশ আলো গ্রাস করছে...আমারই শির লক্ষ্য করে মৃত্যু তার জিহ্বা বাড়িয়েছে....মৃত্যু...মৃত্যু...

মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ...পরীক্ষিৎ...

পরীক্ষিৎ ॥ আমাকে উদ্ধার করুন আপনারা, আমি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত... !

মন্ত্রী ॥ ব্রহ্মশাপ !

পরীক্ষিৎ ॥ ঋষিপুত্র বালক শৃঙ্গী দিল অভিশাপ, আজ হতে সপ্তম দিনে তক্ষক সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে আমার...

মন্ত্রী ॥ পরীক্ষিৎ !

[অকস্মাৎ বনের মাঝে নীরবতা নেমে এলো।অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো বনতলে।]

মন্ত্রী ॥ ঋষিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ ! সিদ্ধ বালক ! বাক্‌সিদ্ধ ! পরীক্ষিৎ, মহারাজ এ তুমি কি শোনালে...

[মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।]

পরীক্ষিৎ ॥ মৃত্যু ! মৃত্যু ! ঐ ঐ শুনুন স্ফীতকায় তক্ষকের নিঃশ্বাসের শব্দ...সে আসছে...সে

আসছে...ঐ ঐ দেখুন তার লোলুপ জিহ্বা আমারই শির লক্ষ্য করে আন্দোলিত হচ্ছে...আ—আ—

তন্ত্রিপাল ॥ ভয় ! মৃত্যু ভয়ে উন্মাদ হয়েছেন আপনি ! (ক্রমশ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে) ব্রহ্মশাপ সত্য হ'লে মৃত্যু সে তো আসবে সপ্তম দিনে ! তার ভয়ে আজই কেন মরবেন মহারাজ ?

পরীক্ষিৎ ॥ তন্ত্রিপাল !

তন্ত্রিপাল ॥ (গোঙাতে গোঙাতে) মৃত্যু...সে তো জীবনের পরিণতি ! (থেমে) সেই তো মূর্খ, যে সেই পরিণতিকে মানে না—আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয় ! (থেমে) মহারাজ আপনি বীর, আপনি জ্ঞানী...ভেবে দেখুন, সপ্তম দিন কতো দূরে—

পরীক্ষিৎ ॥ সপ্তম দিন...কতো দূরে...

তন্ত্রিপাল ॥ অনেক দূরে ! জীবনের একটা দিন একটা সমুদ্র ! মৃত্যু তবে আজ হতে সপ্ত সমুদ্র দূরে ! আজই কেন মরবেন...কেন হার মানবেন ! এখনো তো সাতটা দিন ।...বাঁচুন...বাঁচুন...মহারাজ সাতদিনের প্রতি মুহূর্তে বাঁচুন...

[তন্ত্রিপালের জ্ঞান লুপ্ত হয় ।]

পরীক্ষিৎ ॥ তন্ত্রিপাল ! তন্ত্রিপাল... [তন্ত্রিপালের মুখ নত হয় ।]

তন্ত্রিপাল ॥ (জ্ঞান ফিরে পেয়ে) বাঁচুন....বাঁচুন...মহারাজ বাঁচুন...

[বারংবার তন্ত্রিপালের চৈতন্য আসে, যায় । জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে দুলতে তন্ত্রিপাল বলে—]

তন্ত্রিপাল ॥ মরার আগে মরবেন না মহারাজ...সাতদিন অনেক সময়—অনেক....

[আলো নেভে]

॥ ছয় ॥

[শৃঙ্গী ও ঋষি । তাদের থমথমে মুখচোখে বুকের মাঝে উথাল পাথাল ঝড়েব ইংগিত । তাদের নিঃশব্দ দ্রুত পদচারণায় তীব্র উত্তেজনা । সমগ্র পরিবেশ দুর্বোধ্য রহস্যজলে ঘেরা ।]

ঋষি ॥ (স্বগত) আশ্চর্য !

শৃঙ্গী ॥ (স্বগত) অদ্ভুত !

ঋষি ॥ (স্বগত) অদ্ভুত !

শৃঙ্গী ॥ (স্বগত) আশ্চর্য ! [ক্ষণকাল চুপ]

ঋষি ॥ সামনে সরোবর !

শৃঙ্গী ॥ পা বাড়ালে ঝর্ণা !

ঋষি ॥ করতলে ফল ! [ক্ষণকালের নীরবতা]

শৃঙ্গী ॥ সরোবরে হাজার ফণা

ঋষি ॥ ঝর্ণায় জ্বলছে মণি!

শৃঙ্গী ॥ ফলের গর্ভে অজগর! [নীরবতা]

ঋষি ॥ সরোবরে তার জীবন...

শৃঙ্গী ॥ সরোবরেই তার মৃত্যু!

ঋষি ॥ ঝর্ণায় তার পরমায়ু...

শৃঙ্গী ॥ ঝর্ণায় তার মহাকাল!

ঋষি ॥ ফল তার প্রাণ...তার বরাভয়...

শৃঙ্গী ॥ তার লয়...তার ভয়...তার পরাজয়!

ঋষি ॥ (সহসা শৃঙ্গীর দিকে আঙুল তুলে) সে তুমি...সে তুমি শৃঙ্গী...তুমি তার মৃত্যু...তার মহাকাল...তার বিনাশ!

শৃঙ্গী ॥ (চমকে) আমি!

ঋষি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। আমার সৃষ্টির মাঝে ধ্বংসের মূর্তিতে বার বার তুমি হানা দিয়েছো...জীবনের মাঝে মৃত্যু হয়ে মিশে ছিলে তুমি...

[শৃঙ্গীর মুখ ধীরে ধীরে নির্মম কঠোর হ'লো। একটা নীল আলোর তার সর্বাঙ্গ নীলবর্ণ করে দিল।]

ঋষি ॥ শ্যামল সরোবরে আমি যখন তাঁকে আহ্বান করেছি...

শৃঙ্গী ॥ তৃণের মাঝে সহস্র ফণায় আমি সহসা গর্জে উঠেছি!

ঋষি ॥ স্ফটিক ঝর্ণার কলরোলে আমি বয়ে এসেছি তার পথে...

শৃঙ্গী ॥ আঁকাবাঁকা সে ঝর্ণায় আমি ভুজঙ্গ...কাল...ভুজঙ্গ।

ঋষি ॥ তাকে লুব্ধ করেছি আমি, জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছি...ফল হয়ে তার দৃষ্টি-সীমায় ধরা দিয়েছি।

শৃঙ্গী ॥ সন্দেহ বিষের ছদ্মবেশে আমি তখন অপেক্ষা করেছি. (হা হা করে হেসে ওঠে) শুধু অপেক্ষা করেছি...

ঋষি ॥ তক্ষক। মায়া সরোবরের তক্ষক।

শৃঙ্গী ॥ আমি তক্ষক...আমি সেই ভয়াল ভীষণ অজগর...

ঋষি ॥ সারাক্ষণ তার পিছু পিছু ছুটেছ...একদণ্ড স্থির থাকতে দাও নি।

শৃঙ্গী ॥ আমি সেই তক্ষক। (হা হা করে হাসে) তুমি জীবন...তুমি স্থিতি। আমি তক্ষক...আমি মরণ! মহাপ্রলয়। (বালকের কণ্ঠস্বরে যেন সেএই প্রথম বিশ্বকে চিনছে) এ অরণ্য যে বিরাট রহস্যময় বিশ্বের প্রতীক পিতা। (কাতর স্বরে) পিতা, পিতা, পরীক্ষিৎ এসব দেখেছে?

ঋষি ॥ (চমকে) কী সব?

শৃঙ্গী ॥ জীবন-মৃত্যুর এই রূপ?

ঋষি ॥ শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ॥ তাদের এক রূপ? তারা যে আলাদা কিছু নয়...তারা অভিন্ন এক দেহে লীন...

ঋষি ॥ শৃঙ্গী!

শৃঙ্গী ॥ পিতাপুত্র আমরা জীবন-মৃত্যু ! সে কি দেখেছে, মৃত্যু জীবনেরই সন্তান ! সেকি পেরেছে জীবনমৃত্যুর এই রহস্য উন্মোচন করতে !

ঋষি ॥ তুই কি পেরেছিস, আগে বল্...

শৃঙ্গী ॥ আমি কোনদিন দেখিনি ! (বালকের অভিমানে ফুলতে থাকে) এতোদিন তোমার কাছে থেকেও আমি তোমাকে চিনিনি...নিজেকে চিনিনি ! আমি অজ্ঞান...আমি মূঢ় ! আমি অসিদ্ধ !

ঋষি ॥ (বাইরে তাকিয়ে) ঐ সে আসছে !

শৃঙ্গী ॥ (চমকে) কে ?

ঋষি ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ফিরে আসছে !

শৃঙ্গী ॥ পেয়েছি ! এবার পেয়েছি ! (ক্রূর হাসিতে) এতোক্ষণে মুঠোয় পেয়েছি !

ঋষি ॥ শৃঙ্গী, কি চাও তুমি ?

শৃঙ্গী ॥ (আনন্দে নাচতে নাচতে) পেয়েছি...তোমাকে পেয়েছি...এবার কোথায় পালাবে ? রাজা বারংবার তোমায় জিততে দেব না ! [শৃঙ্গীর মুখ ভয়ঙ্কর]

ঋষি ॥ খবর্দার ! খবর্দার শৃঙ্গী ! আমার সামনে যদি তার অনিষ্ট করো, আমি তোমায় ক্ষমা করবো না ! সাবধান !

শৃঙ্গী ॥ আমি তোমায় ভয় করি না !

ঋষি ॥ শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ॥ সাধ্য থাকে ঠেকাও ! এবার তাকে আমি ছাড়বো না ! বার বার সে আমাকে হারিয়ে যাবে, হবে না ! হবে না ! দেখাবো আমার তপঃ প্রভাব !

ঋষি ॥ শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ॥ (উন্মাদের মতো) দশদিক অন্ধকার হয়ে এলো...ঝড় উঠেছে...ঝড় ! ...গাছপালা সব হঠাৎ ফুঁসে উঠছে...ওই ওই মাটির বাঁধন ছিন্ন করে অরণ্য জেগেছে...তুমি সরে যাও...বাধা দিয়ো না...আমাকে বাধা দিয়ো না...

[পরীক্ষিৎ ও মন্ত্রী ঢুকলো ।]

শৃঙ্গী ॥ প-রী-ক্ষি-ৎ...

[দুহাত মেলে ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে গেল পরীক্ষিতের দিকে এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই পরীক্ষিতের দুহাত জড়িয়ে]

ব্রহ্মশাপ আমি তুলে নেবো পরীক্ষিৎ...

ঋষি ॥ শৃঙ্গী !

শৃঙ্গী ॥ সে অভিশাপ আমার ওপর বর্তাবে ! (ঋষি কপালে করাঘাত করে) তোমার বদলে সপ্তম দিনে আমি মরবো পরীক্ষিৎ !

ঋষি ॥ শৃঙ্গী...ওরে তুই কতোটুকু ছেলে...

শৃঙ্গী ॥ তক্ষকের কামড়ে আমি মরবো পরীক্ষিৎ...নিজের বিষ নিজের ওপর ঢালাবো পরীক্ষিৎ, মূঢ় অসিদ্ধ আমি প্রাণ দেব ! নিজের অভিশাপে নিজে মরবো !

পরীক্ষিৎ (প্রসন্ন কণ্ঠে) কিন্তু আজ তো আমি আর তা চাই না শৃঙ্গী !

ঋষি ॥ পরীক্ষিৎ ! তুমি বেঁচে যাবে... !

পরীক্ষিৎ ॥ হ্যাঁ শৃঙ্গী, মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না...প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায়...এতো আজ তোমার কল্যাণেই শিখেছি শৃঙ্গী—

শৃঙ্গী ॥ না না পরীক্ষিৎ...আমি আমার নিজের ব্রহ্মতালুতে দংশন করবো। তুমি বাঁচো!

পরীক্ষিৎ ॥ ন শৃঙ্গী! মিনতি করি, সাতদিনের দিন সহস্র ফণায় ভয়ংকর সাজে সজ্জিত হয়ে তুমি দেখা দাও। সত্য হোক...তোমার ব্রহ্মশাপ সত্য হোক হে বাক্‌সিদ্ধ বালক!

শৃঙ্গী ॥ না, না, পরীক্ষিৎ...

পরীক্ষিৎ ॥ তুমি ফণা তুলবে...সেই হবে আমার রাজছত্র! আমাকে না হারিয়ে তুমি জিতবে না...জিততে দেব না...এসো মৃত্যু, এসো প্রিয়!

শৃঙ্গী ॥ (পরীক্ষিতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে) ক্ষমা করো...ক্ষমা করো পরীক্ষিৎ...আমি হেরে গেছি...দয়া করো! দয়া! দয়া!

ঋষি ॥ মহারাজ, তোমার পায়ের কাছে একটা তক্ষক ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে...দ্যাখো হতভাগ্য নিজের বিষে জ্বলছে আর ছটফট করছে!...পরীক্ষিৎ তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ!

পরীক্ষিৎ ॥ মরতে আমার ভয় নেই ঋষি, লজ্জাও নেই! হ্যাঁ, সপ্তম দিনে আমি মরব। সপ্তম দিন! সপ্ত সমুদ্র দূরে! তার পূর্বে ছয় দিন আমি বাঁচব, বিরাট হয়ে বাঁচব!

মন্ত্রী ॥ ধন্য ধন্য রাজা! ধন্য পরীক্ষিৎ!

[পরীক্ষিৎ ঋষির সামনে গণ্ডুষ পেতে দাঁড়ায়। তৃষ্ণার্ত তন্ত্রিপালও আসে, মন্ত্রী ও তন্ত্রিপাল গণ্ডুষ পেতে জলের অপেক্ষা করছে।]

পরীক্ষিৎ ॥ ঋষি, আমরা বড় তৃষ্ণার্ত।

তেঁতুলগাছ
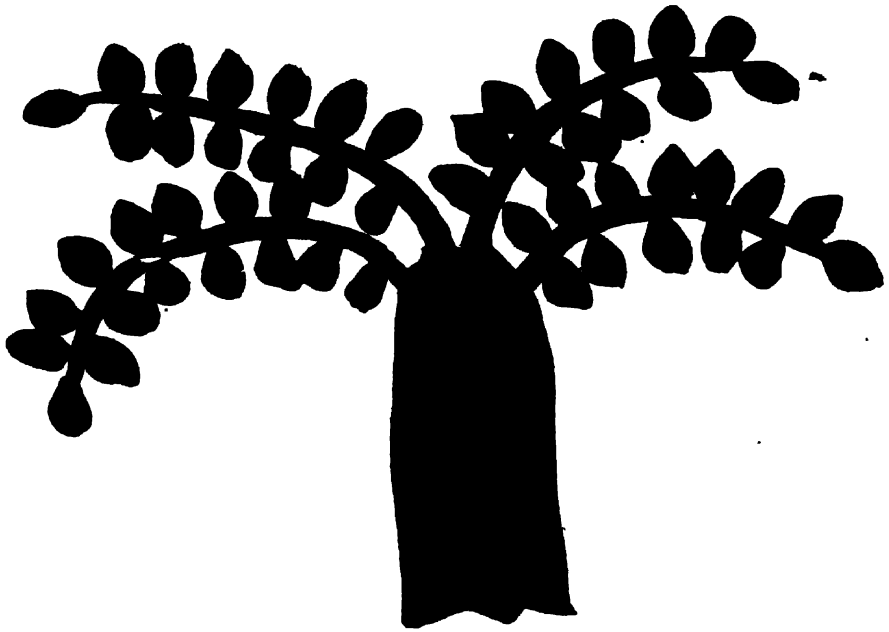
চরিত্র

ক্ষীরোদ ॥ ভবতোষ

[এই কাঠের ফার্ণিচারের দোকানে মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। দুটো লম্বা-চওড়া থাক্ বিশিষ্ট মস্ত একটা র‍্যাক মাঝখানের অনেকটা জায়গায় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা রেলগাড়ির টু-টায়ার বার্থের মতো। র‍্যাকের গা-লাগোয়া একধারে একটা চেয়ার, আরেক ধারে ছোট টেবিল। তিনটি বস্তু, সাজানোর গুণে, মিলেমিশে একাকার। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ধরা দেবে এই মর্তিটি। সন্ধেবেলা। মালিক ক্ষীরোদ পত্রনবীশ...ভবতোষের জামাইবাবু....দোকানের গণেশ মূর্তিটির সামনে একগোছা জলন্ত ধূপ ফনফন্ করে ঘুরিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু অশান্ত মনটি তার ঘুরছে অন্যত্র। মুহুর্মুহু রাগে ফেটে পড়ছে।]

ক্ষীরোদ ॥ হা রা ম জা দা—হনুমান—উল্লু কা আওলাদ! চিটিংবাজ—ফোরটুয়েন্টি—ব্যাবসাটাকে আমার লাটে তুলে দিলি শালা! একবার দেখা পাই, কুড়ুল দিয়ে কোপাবো তোকে—জ্যান্ত দাহন করবো! (উত্তেজনায় ধপের গোছা গণেশের দিকে বাড়িয়েই সামলে নেয় ক্ষীরোদ। গলবস্ত্র হয়ে কান ধরে গণেশের সামনে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে) তোমাকে না। ভবতোষ—ঠাকুর, আমার শালা ভবতোষ—নিজের শালা—নিজের বৌয়ের পেটের—নিজের বৌয়ের মায়ের পেটের খোদ শালা—কী ডোবান ডুবিয়ে গেল! ওফ্, কেন যে ওর মিষ্টিমিষ্টি কথায় মজে গেলাম! কতো না সাতখানা করে বোঝালে, জামাইবাবু, পরের গোলা থেকে কাঠ কিনে ফার্নিচার বানিয়ে পরতা বেশি পড়ে যাচ্ছে জামাইবাবু। তার চেয়ে নিজেরাই যদি গাঁ-গঞ্জ থেকে কম দামে শাল সেগুন গাছ যোগাড় করে আনতে পারি, বাজারের কেউ আমাদের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবে না। (থেমে, ডুকরে ওঠে) নাট চারটি হাজার টাকা ঝেড়ে নিয়ে কাট! কাট তো কাট—আড়াই মাসের মধ্যে নো-ভবতোষ নো-সেগুন কাঠ! উল্টে সব অর্ডার একে একে কেটে যাচ্ছে! তুমি দেখলে বাবা গণেশ ঠাকুর, কতগুলো বিয়ে—কতগুলো বিয়ের অর্ডার—পরের পর কেটে গেল—কেটে যাচ্ছে—

[নেপথ্যে সানাই, ব্যান্ড পার্টির শব্দ।]

গেল—এ বিয়েটাও হয়ে গেল! বিয়ের মড়ক লেগেছে এ বছরটায়। কি দাঁও মারা যেত গো! দিনে তিরিশ চল্লিশটা করে শোভাযাত্রা দেখতে পাচ্ছি। আর চল্লিশটা বিয়ে মানে—চল্লিশটা খাট—চল্লিশটা আলমারি—চল্লিশটা সোফাসেট—চল্লিশটা ড্রেসিংটেবিল—বাঁধা—মিনিমাম! একটা বিয়েও ধরতে পারলুম না এ বছর। আর পারবোও না। সামনে আষাঢ় শ্রাবণ দুটোই মলমাস—ভাদ্দর আশ্বিন কার্তিক—কুকুরের ছাড়া আর কোনো জীবের বিয়ে হয় না—গেল, সিজিনটা গেল! বেটাচ্ছেলে ডুব মেরে আমায় ভাসিয়ে গেল।

[সানাই বাজনা বাড়ল।]

একবার হাতে-নাতে পাই, তোকে চোরাই করে ফার্নিচার বানাবো—শালা তোর ঠ্যাং ভেঙে ইজিচেয়ার যদি না বানিয়েছি ভবতোষ...

[একগাল পান চিবুতে চিবুতে হেলেদুলে ভবতোষ ঢুকল। পায়ে নতুন জুতো, গায়ে নতুন জামা। বগলে মস্ত বড় টর্চ। পরম নিশ্চিন্ত ভবতোষ।]

ভবতোষ ॥ কেমন আছো জামাইবাবু ? [ঘাড় ঘুরিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ॥ ভ-ব-তো-ষ !

ভবতোষ ॥ আমার দিদি ভালো আছে জামাইবাবু ?

ক্ষীরোদ ॥ তোমার দিদি ভালো আছে, তুমি ভালো আছো ত শালাবাবু !

ভবতোষ ॥ ভালো না। পিঠে একটা স্পনডেলাইটিস্ মতো হয়েছে !

ক্ষীরোদ ॥ অনেক কিছুই তো হয়েছে দেখছি ! নতুন জুতো হয়েছে, নতুন জামাটি হয়েছে। গোঁফটিও যেন নতুন দেখছি ভবতোষ !

ভবতোষ ॥ অ্যাই রাখলাম। একটু মুখ পাল্টে দেখছি !

ক্ষীরোদ ॥ বগলে ওটা ক ব্যাটারি ?

ভবতোষ ॥ অ্যাই হাফ-ডজনের মতো। তারপর তোমার ব্যবসার খবর বলো।

[টর্চটা জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।]

কই, মালপত্তর কই ? অর্ডার-ফর্ডার ধরতে পারছ না ? নাঃ তোমায় দিয়ে বিজনেস চলবে না। কোয়ালিটি ভালো করো, জামাইবাবু কোয়ালিটি—

ক্ষীরোদ ॥ কোয়ালিটি ! (বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভবতোষের কলার চেপে ধরে) শালা, আড়াই মাস গত করে এখন দাঁত বার করে জোছনা বিলোতে এসেছো ! (ঝাঁকুনি দিয়ে) আমার সেগুন গাছ কই ?

ভবতোষ ॥ আরে কী হচ্ছে কি, আমার স্পনডেলাইটিস—

ক্ষীরোদ ॥ ধোস্ শালার স্পনডেলাইটিস ! পিটিয়ে পুলটিস বানাবো আজ ! আমার গাছ কেনার টাকা ঝেড়ে বাবুগিরি ফলানো হচ্ছে ! কোথায় ছিলি বল্—অ্যাদ্দিন কি করছিলি—

ভবতোষ ॥ যাঃ, বোতামটা ছিঁড়ে গেল তো ! সরো দেখি কোথায় পড়লো !

ক্ষীরোদ ॥ চো-ও-প্ ! কানের ওপর সানাইগুলো প্যাঁক দিয়ে যাচ্ছে। মলমাস এসে পড়ছে ! হয় আমার গাছ দিবি, নয় আমার টাকা দিবি !

[ক্ষীরোদ কুড়ুল হাতে নেয়। ভবতোষ র‍্যাকের পেছনে যায়।]

কোথায় পালাচ্ছিস—আজ রক্ষে নেই—

ভবতোষ ॥ (ক্ষেপে) কুড়ুল সরাও ! কী ভেবেছ বলো তো ? তোমার ভয়ে পালাচ্ছি ! নো মশাই নো ! বোতামটা খুঁজছি ! চন্দন কাঠের বোতাম—বোতাম যদি না পাই দিদিকে বলে দিচ্ছি। (জোরে) দিদি...

ক্ষীরোদ ॥ কী ছেলে ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—ফুটুসখানি বোতাম নিয়ে আদিখ্যেতা হচ্ছে। বেরিয়ে আয়—মেরে মীটসেফ বানাবো তোকে—

ভবতোষ ॥ আহা, কী কথার ছিরি ! অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, ভালোমন্দ কথা নেই—ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো ! গাছ গাছ করে গেছোভূত হয়ে গেছে রে—

ক্ষীরোদ ॥ গেছোভূত !

ভবতোষ ॥ তা ছাড়া কি ? বলে কোথায় বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আসছি—হোল সাউথ চব্বিশ পরগণা টুঁড়ে এলাম ওনার গাছের হদিশ করতে গিয়ে—

ক্ষীরোদ ॥ আর ধাসা দিয়ে ফাঁসাস না ভবতোষ ! একটা গাছ কিনতে কারুর আড়াই মাস লাগে !

ভবতোষ ॥ তা দেখেশুনে কিনবো তো, নাকি ! বাছাবাছি করতে টা্ইম লাগবে না ? সব কি তোমার ধর্ তক্তা মার পেরেক ? গাছ বাছতে বাছতে ঢুকে গেছি সুন্দরবনে...

ক্ষীরোদ ॥ সুন্দরবনে ? বোস্ ! বোস্ !

ভবতোষ ॥ সুন্দরবন ! চারধারে গাছ গাছ—শুধু গাছ ! লম্বা গাছ বেঁটে গাছ—খাড়া গাছ বাঁকা গাছ—হেলা গাছ দোলা গাছ—মেলাই গাছ জামাইবাবু—গাছের মেলা—

ক্ষীরোদ ॥ মেলায় ঢুকে খেলা করছিলে ! আড়াই মাসে একটা গাছও বাছতে পারলে না ভাই ?

ভবতোষ ॥ বাছতে বাছতে চলে গেছি ইনটিরিয়রে—নিবিড় জংগল...তারপর...

ক্ষীরোদ ॥ (ব্যাকুল হয়ে) পেলি ?

ভবতোষ ॥ কই পেলাম ? গোড়া পছন্দ হয় তো আগা পছন্দ হয় না...আগা হয় তো গোড়া হয না...মানে আগাগোড়া মনে ধরে না। শেষে নদী পার হয়ে উঠলাম গিয়ে এক দ্বীপে। অজানা অচেনা এক দ্বীপ...

ক্ষীরোদ ॥ তোকে দ্বীপ আবিস্কারে কে পাঠাল...মালটা পেলি কি পেলি না ?

ভবতোষ ॥ পেলাম।

ক্ষীরোদ ॥ পেয়েছিস ?

ভবতোষ ॥ নাম্বার ওয়ান সরেস মাল জামাইবাবু, সে যা একখানা গাছ না ! মাইরি কি বলব !

ক্ষীরোদ ॥ (উত্তেজিত হয়ে) শাল না সেগুন ?

ভবতোষ ॥ আরে শাল সেগুনের খাপ খুলতে হবে না তার কাছে, সে গাছ শাল-সেগুনের জ্যাঠা।

ক্ষীরোদ ॥ কী—কী গাছ ?

ভবতোষ ॥ তেঁতুল !

ক্ষীরোদ ॥ (বিকৃত গলায) অ্যাঁ ! তেঁতুলগাছ !

ভবতোষ ॥ কম করে তিনশো বছর বয়েস ! লোকে বলে ও দ্বীপের ও তেঁতুলগাছের বয়সের কোনো গাছপাথর নেই গো !

ক্ষীরোদ ॥ শেষ পর্যন্ত তেঁতুলগাছ !

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছ ! কেনা হয়ে গেছে—এভরিথিং কমপ্লিট। এখন চলো রাতের ট্রেনেই কুড়ুল করাত নিয়ে বেরিয়ে পড়ি—তেঁতুলগাছটাকে সাইজ করে কেটে লরি বোঝাই করে এনে ফেলি !

ক্ষীরোদ ॥ (কঁকিয়ে ওঠে) ডুবিয়েছে রে, হতভাগা শালা টাকাগুলোর ছেরাদ্দ করে এসেছে ! ওরে শালা, তুই তেঁতুলগাছ কিনতে গেলি কোন আক্কেলে ?

ভবতোষ ॥ ফার্নিচার হবে !

ক্ষীরোদ ॥ গুষ্টির পিণ্ডি হবে ! বিয়ের অর্ডার ধরবো বলে বসে আছি ! কোন্ মেয়ের বাপ তেঁতুলকাঠের খাট আলমারি কিনবে রে !

ভবতোষ ॥ বাপ বাপ বলে কিনবে। কোন্ মিঞা তেঁতুল বলে সনাক্ত করে দেখি ! বলছি কি, তিনশো বছরের ঘাগু মাল—পালিশ আর চেকনাইটি মেরে খালি ছেড়ে দাও—টংটং করে কথা বলবে। শোফা-কাম-বেড বানিয়ে বাসর ঘরে সাজিয়ে দাও, বরকনে ও জিনিস ছেড়ে উঠতেই চাইবে না—হ্যা হ্যা হ্যা—

ক্ষীরোদ ॥ (ভেংচি কেটে) হ্যা হ্যা হ্যা...দূর দূর ! অতোকেলে গাছ—নির্ঘাৎ ভেতরে ঘুণ ধরেছে !

ভবতোষ ॥ ঘুণ ধরলে তুমি আমায় খুন করো। মাইরি গুঁড়িটাই হবে তোমার মতো চারটে লাশ। একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফরম ঢেকে যাবে। কেল্ল...সে তো তেঁতুলগাছ না জামাইবাবু, মস্ত এক কেল্লা !

ক্ষীরোদ ॥ কেল্লা !

ভবতোষ ॥ তবে ? ডালপালার পতাকা উড়িয়ে এমন করে আকাশখানা গার্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এমনি তার জেল্লা—দূর থেকে মনে হবে নবাব বাদশার কেল্লা !

ক্ষীরোদ ॥ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) যতই হোক তেঁতুল ইজ তেঁতুল। নট শাল সেগুন—নট ইভন জাম অথবা জামরুল।

ভবতোষ ॥ (রেগে) অলরাইট, নিয়ো না ! আমি কানাইয়ের দোকানে যাচ্ছি। লুফে নেবে ! মাত্তর তিনশো টাকায় এত বড় একটা গাছ নেবে না ?

ক্ষীরোদ ॥ (চমকে) মাত্তর তিনশো !

ভবতোষ ॥ ভাবতে পারো, ওন্লি থ্রি হানড্রেড রুপিস্। কানাই—

[ভবতোষ বেরুতে যায়, ক্ষীরোদ হাত টেনে ধরে।]

ক্ষীরোদ ॥ কানাই তার দোকানে নাই ! ভাই ভবতোষ, এত কমে পেলি ! কী করে পেলি !

ভবতোষ ॥ ওইখানেই তো আমার ক্যাপাকাইটি !

ক্ষীরোদ ॥ ক্যাপাকাইটি !

ভবতোষ ॥ তবে শোনো জামাইবাবু, অচিন দ্বীপের তেঁতুলগাছ—বয়েস তার তিন শো—সে গাছে বাস করে কতো পাখি...কতো সাপ...কতো কাঠবেড়ালি...কতো মৌমাছি ! মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ি—কার গাছ ? আমরা শহরে নিয়ে যাবো গো—চেরাই করে কাড়াই করে শহরের বাবুদের ঘর সাজানোর ফার্নিচার বানাবো গো—(থেমে) হঠাৎ...

ক্ষীরোদ ॥ হঠাৎ !

ভবতোষ ॥ একটা ষণ্ডামার্কা মদ্দ টলতে টলতে জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে বলে, কার ঘাড়ে কটা মাথা নিয়ে যায় নীলাম্বর গায়েনের তেঁতুলগাছ ? আমার ঠাকুর্দার

ঠাকুর্দা—তস্য ঠাকুর্দা রেখে গেছেন এই বৃক্ষ—আমার বংশের যত বয়েস, গাছেরও তত। আমার গাছে যে হাত দেবে, তার মুণ্ডু উড়ে যাবে—

ক্ষীরোদ ॥ ডাকাত ! ডাকাত !...তুই কি করলি ?

ভবতোষ ॥ ক্যাপাকাইটি—ক্যাপাকাইটি ! গায়েন মশাইকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলুম ভাটিখানায়। দু পাত্তর গিলিয়ে বলি, কত্তা, গাছ তোমার অশেষ পুণ্যবান। তিনশো বছর ধরে ঢেব পুণ্যি করেছে—এবার ধন্য হবে ! তিন শো বছরের কলকাতা শহরে গিয়ে জাতে উঠবে গো—কোঠাবাড়ির শোভা বাড়াবে ! ধরো কত্তা, তিনশো টাকা ধরো—লাগাও ফূর্তি—মালের ছর্‌রা বইয়ে দাও—

ক্ষীরোদ ॥ তারপর ? তাবপব ?

ভবতোষ ॥ মালের ভারে টলোমলো নীলাম্বর গায়েন ধপাস করে টাল খেয়ে পডলো গো আমার পায়েব ওপর...

ক্ষীরোদ ॥ বেহুঁশ ?

ভবতোষ ॥ আর ছাড়ি ! হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিলুম তার অবশ হাতখানা। বুড়ো আঙ্গুলটায় কালি মাখালুম। গাছ বিক্রি হচ্ছে—দাও টিপ দাও...মারো ছাপ...চুক্তিপত্রে মারো ছাপ ! এই যে— [ভবতোষ টিপছাপ দেওয়া চুক্তিপত্র দেখায়।]

ক্ষীরোদ। ধন্যি ভবতোষ ! ধন্যি তোর ক্যাপাকাইটি !

ভবতোষ কাকপক্ষী জানতে পারল না, তিনশো টাকায় রফা হ'লো, অত্তোবড় তিন্তিড়ি বৃক্ষ !

ক্ষীরোদ। (ভবতোষকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে) জয় ! জয় বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ !
[গণেশ-মূর্তিতে প্রণাম করে, লম্বা কুড়ুলটা বনবন ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠে।]
চল গাছটা কেটে নিয়ে আসি—চল্ শালা, চল্—
[কুড়ুলের পাকের সংগে ট্রেনেব হুইসিল বেজে ওঠে। চলমান রেলগাড়ির শব্দ এবং আলোছায়ায় দ্রুতলয় নাচন একযোগে শুরু হয়। কোন ফাঁকে যে ক্ষীরোদ ও ভবতোষ দু'তলা ব্যাকের নিচতলায় জায়গা করে নিয়েছে, বোঝা যায় না। ক্ষীরোদ বসে আছে, ভবতোষ শুয়ে ! ধরা যাক, এটা রেলগাড়ির কামরা।]

ক্ষীরোদ (একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছে) উঁ ! উঁ ! ওয়াক থুঃ ! কী আঁশটে গন্ধ রে বাবা ! হ্যাক থুঃ ! বললুম, চল সামনেব কামবায় উঠি ! না, এইটে এক দম ফাঁকা ! তুললো এক মেছো বগিতে ! হ্যাক থুঃ ! স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার—মানুষ ওঠে ! তবে একটা সুবিধে, চেকারও ওঠে না। টিকিট লাগছে না ! হ্যাক্ থুঃ থুঃ !
[ভবতোষের নাক ডাকছে।]
এর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারছিস ! ধন্যি ক্ষ্যামতা তোর ভবতোষ, পাশবিক ক্ষ্যামতা ! [ভবতোষেব একখানি পা ক্ষীরোদেব কোলে উঠে এলো।]
অ্যাই...অ্যাই ননসেনস..উল্লুক—(থেমে) না, দে পা দে। আর তোকে গালাগাল দেবো না ! বিরাট কাণ্ড করেছিস রে, তিনশো বছরের গাছ কিনেছিস তিনশো টাকায় ! বছরে পড়লো এক টাকা ! শালার বুদ্ধি আছে ! মাল খাইয়ে মুখ্যু

চাষার মাথায় হাত বুলিয়েছে।...কেল্লা মাত করেছিস ভাই। দে, ও পা-টাও দে! [ভবতোষের দ্বিতীয় পা কোলে নেয়।]
(আদুরে গলায়) আমার শালাবাবু! আমার বৌ আর তুই এক পেটে জন্মেছিস! ভাবা যায়, তুই আমার কতো আপন! আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে স্পনডেলাইটিস্ বাঁধিয়েছে! এই জন্যে বলে, শ্বশুরের মেয়ে তবু ঠকায়, কিন্তু শ্বশুরের ছেলে! নৈব নৈব চ। নেভার! হ্যাক্ থুঃ!
[ট্রেনের হুইসিল। ঝকঝক শব্দটা কথার মধ্যে থেমে ছিল। আবার একপ্রস্থ শোনা গেল।]
কখন পৌঁছুবো সেই দ্বীপে—সেই বাদাবনের অচিন দ্বীপে? গিয়েই আরো খান চল্লিশেক কুড়ুল ভাড়া করতে হবে। কাল সানরাইজের সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় পয়লা কোপটা মারতে চাই—সানসেটও হবে, অচিন দ্বীপের কেল্লাও ভূতলে লাট খাবে! হ্যা হ্যা হ্যা—তেঁতুলগাছ ও চল্লিশ কুড়ুল—আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু! হ্যা হ্যা হ্যা...হ্যাক্ থুঃ থুঃ!...কী রকম কাঠ হবে রে, অ্যাই ভবতোষ?...যা বলল তাতে শতখানেক বিয়ের খাট আলমারি বেরিয়ে আসবেই! থুঃ! ছাঁটছুট যা থাকছে, তা দিয়ে সামনের রথের মেলায়—মেলা এবার ভাসিয়ে দিচ্ছি! কিছু না হোক্, এক কুড়ি মীটসেফ—দু'কুড়ি আলনা, চারকুড়ি পিঁড়ি—শ'দুচ্চার ইঁদুর-কল তো হচ্ছেই! (আনন্দে গুনগুন করে) ছি ছি এত্তা জঞ্জাল—এত্তা বড় গাছমে এত্তা পয়মাল—
[ভবতোষের একটা পা লাফিয়ে উঠে ক্ষীরোদের থুঁতনিতে ঠকাস করে লাগল। একটু চুপ করে থেকে]
টিপ দেখেছো! হারামজামা সত্যিই ঘুমুচ্ছে, নাকি মট্‌কা মেরে কিক্ ঝাড়ছে! অ্যাই ভবতোষ! আচ্ছা সত্যিই ও তেঁতুলগাছটা কিনেছে তো? কী জানি, গাছটা আদপে আছে তো, অ্যাঁ! সেই কোথায় কোন্ ওপারে...কোন্ দ্বীপে! এর মধ্যেও ভবতোষের কোনো ক্যাপাকাইটি নেই তো? হয়তো আমার টাকা খরচ করে ব্যাটাচ্ছেলে পিঠের ছাল বাঁচাতে গপ্পো ফেঁদেছে। পারে...হতে পারে! ধরো তিনশো বছরের অমন একটা লুব্ধ করার মতো গাছ—অ্যাদ্দিন জ্যান্ত আছে কি করে? ধরো যেখানে শহরে নিত্যি নতুন বিশতলা বাইশতলা বাড়ি উঠেছে—গাদাগাদা দরজা জানালা লাগছে—ডেকরেশনের ফার্নিচার লাগছে—গাদা গাদা কাঠ লাগছে—গাঁকে গাঁ সাফ হয়ে যাচ্ছে—সেখানে অমন একটা জাঁকালো গাছ দ্বীপ জাঁকিয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে—আজো বলিদান হয়নি—এ কী হয়? ওয়াক্ থুঃ থুঃ—(নাক টিপে, নাকী গলায়)—ভঁবতোষ—অ্যাঁই ভঁবতোষ—

ভবতোষ ॥ (চমকে) কে! কে!

ক্ষীরোদ ॥ আঁমি রে—তোর জাঁমাইবাবু! চঁমকালি কেন? হেঁ হেঁ...

ভবতোষ ॥ ভূতের মতো নাকে কথা বলছো কেন?

ক্ষীরোদ ॥ গঁন্ধ—গঁন্ধ! পঁচা গঁন্ধ। হ্যাঁরে ভবতোষ, আমার তেঁতুলগাছটা—

ভবতোষ ॥ মুখের কাছে মুখ এনো না তো। তোমার গালেও বোঁটকা গন্ধ।

ক্ষীরোদ ॥ আহা! আর তোমার দিঁদিঁর গাঁলে কী? চাঁটগাঁয়ের মেঁয়ে। ভঁক্ ভঁক্ করেছে শুঁটকি মাছের সুঁবাস। আমার গাঁল সে তুলনায় বেঁলফুঁল!

ভবতোষ ॥ কোন্ স্টেশন? অ্যাই শশা!...শশা কেনো তো—

ক্ষীরোদ ॥ শঁশাঁ খাবি! খাঁ না, কত খাঁবি খাঁ...তোর কাছে তো আমার সাঁইত্রিশ শোঁ টাকা রছে।

ভবতোষ ॥ কীসের সাঁইত্রিশ শো—

ক্ষীরোদ ॥ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ! চাঁর হাঁজার নিযে বেরিয়েছিলি—তিনশোঁতে গাঁছ কিনলি—সাঁইত্রিশই তো থাঁকবে—

ভবতোষ ॥ তিনশো বলেছি বুঝি? ওটা ছ'শো হবে।

ক্ষীরোদ ॥ (নাক ছেড়ে পরিস্কার গলায) কোন্টা ছ'শো? গাছের দাম তো তিন শো?

ভবতোষ ॥ গাছের দাম তিনশো—ফলের দাম আরো তিনশো—

ক্ষীরোদ ॥ ফল মানে—কী ফল?

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছে কি আপেল ফল হবে! তেঁতুল! ইযা বড বড তেঁতুল ঝুলছে! এক্সট্রা তিনশো লাগল।

ক্ষীরোদ ॥ কেন, ফলের দাম এক্সট্রা কেন দেবো রে, আমি তো গোটা গাছটাই কিনেছি!

ভবতোষ ॥ তাতে কি? ফল আর গাছ এক হলো? তেঁতুল দিয়ে চাটনি হয়, তেঁতুলগাছ দিয়ে হয় চাটনি? এমন মাথা-মোটা কথা বলো না—

ক্ষীরোদ ॥ আরে বাবা, ফল তো গাছেই থাকে, না কি?

ভবতোষ ॥ তাতে কী হ'লো? কাঁচ তো আলমারির গায়েই লটকে থাকে, তা কাঁচ লাগানো আলমারি যখন বিক্রি কবো, নিজে কাঁচের দাম আলাদা ধরো না—

ক্ষীরোদ ॥ চোপ! তিন শো টাকার বেশি এক পয়সা দেবো না!

ভবতোষ ॥ দেবে না আবার কি? দেওয়া হয়ে গেছে—

ক্ষীরোদ ॥ হয়ে গেছে!

ভবতোষ ॥ হুঁ, বেস্পতি ফলেব দাম নিযে নিয়েছে।

ক্ষীরোদ ॥ বেস্পতি! বেস্পতি আবার কে?

ভবতোষ ॥ ঐ যে গো, ঐ ডাকাত নীলাম্বরের জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছোট মেয়ে। আহা বড় দুঃখী মেযে জামাইবাবু! সারা মুখে পক্সের গর্ত। দেখি গাছতলায় দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে। ঐ ফল বেচা টাকায তার নাকি বিয়ে হবার কথা ছিল! এখন গাছটা চলে গেলে, সব আশা শেষ! বড্ড দুঃখ হলো জামাইবাবু। দিয়ে দিলুম ছ শো টাকা—

ক্ষীরোদ ॥ একটি থাপ্পড়ে সব তক্তা ফাঁক করে দেবো তোর। কাঁহাকা মুদগর! কোথাকার বেস্পতি শনি-কে টাকা বিলোচ্ছে? (ভবতোষকে খামছে ধরে) কী ভেবেছিস র‍্যা, টাকার গাছ আছে আমার—টাকার গাছ?

ভবতোষ ॥ ছাড়ো তো। ভালো করে শুনবে না কিছু না, গেছোভূতের মতো খামচাতে শুরু করবে!

ক্ষীরোদ ॥ শালা তুই বললি গাছ কেনা হয়েছে গোপনে। গাঁয়ের কাকপক্ষী জানে না! তবে বেস্পতি জানলে কোত্থেকে—

ভবতোষ ॥ তাইতো অবাক!

ক্ষীরোদ ॥ ভবতোষ!

ভবতোষ ॥ তখন টাকা না দিয়েও রক্ষে নেই...যদি বেস্পতি আবো পাঁচকান করে! তিনশো দিলুম ফলের দাম, আবো তিনশো দিয়ে বস্পতিব মুখ চাপা দিলুম। তাছাড়া গাছটা নীলাম্বরের হলেও ফলেব অংশে বেস্পতিদেব। জানো জামাইবাবু বেস্পতিব সবকটা বোনেব বিয়ে হয়েছে, ঐ ফলবেচা টাকায। এটাই ওদেব বংশেব নিয়ম। মেয়েটা গাছ ধবে কি কান্না কাঁদছিল জামাইবাবু!...আইবুড়ো মেয়েব কান্না সহ্য কবা যায? তুমি পাবে'?

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান!

ভবতোষ ॥ অ্যাঁ?

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান—আমি বাড়ি যাবো।

ভবতোষ ॥ গাছ?

ক্ষীরোদ ॥ নেবো না—ন শো টাকা দিয়ে তেঁতুলেব বাচি আমি কিনবো না। দে, পুবো চাব হাজাব টাকা গুণে দে শ'লা।

ভবতোষ ॥ মহা গ্যাড়াকলে পড়লুম তো। কোত্থেকে আমি এখন একে টাকা দেবো? গাছ না নিলে কি তাবা টাকা ফেবত দেবে? উল্টে আবো তিনশো টাকা তাদেব কমপেনসেশান দিতে হবে!

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান! [ট্রেনেব শব্দ। হু হু বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে।]

ভবতোষ ॥ ঠিক আছে, টানছি।

ক্ষীরোদ ॥ চোপ শ'লা। নশো টাকা গেল্লায় দিয়ে আমায় চেন টেনে বাড়ি ফিবিয়ে দিচ্ছে রে!

ভবতোষ ॥ দব ছাতা, নিজেই তো বললে টানতে!

ক্ষীরোদ ॥ আমি বললেই তুই টানবি! আমাব মনেব অবস্থাটা দেখবি না!—শালা, সে তো বৌয়েবই ভাই, আব কতো হবে! তোদেব বংশব সবাই অবিশ্বাসী!

ভবতোষ ॥ ঠিক আছে, টানবো না। চুপ কবে বসো।

ক্ষীরোদ ॥ টান...চেন টান! শিগগিব নামিয়ে দে। অ্যাই দ্যাখ না যদি টানিস, আমি কিন্তু ঝাঁপ দেবো...দিলুম ঝাঁপ— [ক্ষীরোদ ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ॥ জামাইবাবু -জামাইবাবু—

[ভবতোষ পেছন থেকে ক্ষীরোদেব কোমব জড়িয়ে ধরে। ভীষণ শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। আলোছায়া ছুটোছুটি কবছে দু'জনেব দেহেব ওপব। ট্রেনেব শব্দ ও আলোব নাচন বন্ধ হতে মঞ্চ স্বাভাবিক চেহাবায় ফিবে এল। দেখা গেল ক্ষীরোদ ও ভবতোষ ব্যাকেব ওপরেব তাকে উবু হয়ে বসে বয়েছে। অল্প অল্প দুলছে। মোটবেব হবন বাজছে। মনে কবা যাক ব্যাকেব ওপবেব তাকটা বাসেব ছাত।]

ক্ষীরোদ ॥ (বিপর্যস্ত) ভবতোষ—ওরে ভবতোষ—

ভবতোষ ॥ কি হ'লো কি ? শক্ত করে ধরে বসো না !

ক্ষীরোদ ॥ সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গেল। কি মান্ধাতা আমলের বাস রে বাবা—

[হঠাৎ ভবতোষের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

বাবাগো—

ভবতোষ ॥ ওঃ ঘাড়ে পড়ো না। স্পনডেলাইটিস্—

ক্ষীরোদ ॥ ঝাঁকুনি রে শালা !

ভবতোষ ॥ ঝাঁকুনি তো হবেই। বাদাবনের মেঠো পথ। রেড্‌রোড পেয়েছ ? দোকানের গদিতে বসে বসে বডিখানা একেবারে লুজবুজে করে রেখেছ !

ক্ষীরোদ ॥ চোপ্ ! রেলে তুললো মেছো কামরায়, বাসে ওঠালো ছাতে ! এইভাবে বসে কেউ যেতে পারে—

ভবতোষ ॥ আরে বাবা দেখলে তো, ভেতরে স্ক্রু ঢোকাবারও জায়গা নেই। গাদা গাদা মানুষ—গাদা গাদা ছাগল, মুর্গি, মেয়েছেলে—গুড়ের নাগরি, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি, কদু কুমড়ো—ওর মধ্যে ঢুকলে থেঁতলে যেতে !...ফাঁকায় ফুঁকোয় দেখতে দেখতে চলো—দ্যাখো না গাছপালা, খানাখন্দ, ধানের ক্ষেত, জনমজুর—ওই ওই দ্যাখো জামাইবাবু গোসাপ—পা-অলা রেপটাইল—ওই চলে যাচ্ছে—ঠিক যেন ডাঙার কুমীর—দ্যাখো দ্যাখো—

ক্ষীরোদ ॥ আহা, দেখাবার আর জিনিস পেল না ! বেলা তিনটের সময়...মাথায় ফাটছে বোশেখ মাস...পাছা যাচ্ছে ঝলসে...শালা আমায় বেপটাইল দেখাচ্ছে ! সত্যি করে বল্, জঙ্গলের মধ্যে কোথায নিযে যাচ্ছিস ?

ভবতোষ ॥ তেঁতুলগাছ আনতে—

ক্ষীরোদ ॥ কোথায় তেঁতুলগাছ ?

ভবতোষ ॥ সে এক দ্বীপে।

ক্ষীরোদ ॥ কোথায় সে দ্বীপ ?

ভবতোষ ॥ সে এক নদীর ওপারে।

ক্ষীরোদ ॥ কদ্দূর সে নদী ?

ভবতোষ ॥ তা বলা যায় না। পাঁচ মাইলও হতে পারে, আবার পঁচিশ মাইলও...

ক্ষীরোদ ॥ ভবতোষ !

ভবতোষ ॥ আহা, এ লাইনে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না—কোন্ জায়গা কদ্দূর। মানে বাস তো এক রুট ধরে রোজ চলতে পারে না—কোনোদিন মাঠ ভেঙে যায়—কোনোদিন পথে বাঘ পড়লো—খানা টপ্কে গেল—এক এক দিন এক এক রকম রুট, এক এক রকম মাইলেজ—এক এক রকম ক্যাপাকাইটি—

ক্ষীরোদ ॥ বাঘ !

ভবতোষ ॥ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার !

ক্ষীরোদ ॥ সুঁদোরবনের বাঘ !

ভবতোষ ॥ নরখাদক !

ক্ষীরোদ ॥ উফ্‌ !

ভবতোষ ॥ চুপ ! চুপ করে থাকো !

ক্ষীরোদ ॥ (ঘ্যানঘ্যান করে) চল্‌ আগে ফিরে যাই। শালা তোকে উপুড় করে ফেলে সোফা-কাম-বেড বানাবো। আমাকে বাঘের পেটে রেখে যাবে বলে এনেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে এ পর্যন্ত পেটে পড়েছে খানকতো আলুর চপ। অনন্ত পথ ! কোথায় যাচ্ছি ! মাইরি তেঁতুলগাছটা সত্যি তো !

ভবতোষ ॥ (জোরে) সামলে ! সামলে ! সামনে কালভার্ট !

[যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ॥ আমার কি রকম সন্দ হচ্ছে, গাছটা পাব্বো না !

ভবতোষ ॥ আঃ থেকে থেকে গাছ গাছ করো না তো ! কার কানে যাবে—বাগড়া দেবে।

ক্ষীরোদ ॥ মনে হচ্ছে সে পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারব না ! চলতে চলতে উল্টে পড়ে মরে যাবো !

ভবতোষ ॥ এঁটে বসো। দ্যাখো দ্যাখো কতো মানুষ, মুর্গী, মেয়েছেলে, ছাগল বাসের গায়ে দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে—কেউ তোমার মতো ভয় খাচ্ছে ?...ক্যাপাকাইটি জামাইবাবু, সবই ক্যাপাকাইটি !

ক্ষীরোদ ॥ সবাই মিলে এক বাসে চড়ে কোথায় যাচ্ছে রে ?

ভবতোষ ॥ কে জানে ! হয়তো সবাই মিলে ঐ তেঁতুলগাছের কাছেই চলেছি—

ক্ষীরোদ ॥ (রেগে) কেন, সবাই আমার তেঁতুলগাছের কাছেই যাবে কেন ?

ভবতোষ ॥ পারে তো ! ধরো ঐ যে লোকটা ঝুলছে...হয়তো একজন কোবরেজ...হয়তো ঐ গাছের শেকড়-বাকল আনতে যাচ্ছে ! ঐ যে ধনুক-হাতে লোকটা...হযতো ব্যাধ—ঐ গাছের পাখি মেরে খায় ! ঐ যে রোগা শুঁটকো লোকটা...সাতদিন খায় নি...চারটে তেঁতুল ছিঁড়ে বেচে চাল কিনে খাবে—হতে পারে না জামাইবাবু ?

ক্ষীরোদ ॥ খাওয়াচ্ছি ! (ঝপ করে কুড়ুল তুলে) এক খোঁচা মেরে ফেলে দেবো শুঁটকোটাকে—

ভবতোষ ॥ অ্যাই, অ্যাই জামাইবাবু কি করো ?

ক্ষীরোদ ॥ কেন, আমার গাছে হাত দেবে কেন ? গাছ এখন আমার। মামদোবাজি পেয়েছে ! নগদ ন'শো টাকা দিয়ে কেনা গাছ—

ভবতোষ ॥ ন'শো না জামাইবাবু, আরো ছ'শো যোগ করো।

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াট ?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, আরো ছ'শো দিতে হ'লো নীলাম্বরের খুড়ো ঐ বুড়ো পীতাম্বর গায়েনকে।

ক্ষীরোদ ॥ তিন শো-টু ছ'শো-টু ন'শো-টু পনেরোশো ! চালাকি পেয়েছিস ?

ভবতোষ ॥ না দিলে কিছুতে যে বুড়ো মগডাল ছাড়বে না গো।

ক্ষীরোদ ॥ মগডাল !

ভবতোষ ॥ ছ'শো !

ক্ষীরোদ ॥ গাছ কিনেছি...ফল কিনেছি...মগডাল ফ্রী পাবো না ? শালা মগডাল ছাড়া গাছ হয় ?

ভবতোষ ॥ মগডালটা যে বুড়োর ভাগে।

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াট ?

ভবতোষ ॥ মগডালের আগুনে বুড়ো পুড়বে !

ক্ষীরোদ ॥ মগডালের আগুন !

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, গায়েন বংশের দস্তুর, যে যখন মরবে ঐ গাছের মগডাল কেটে এনে তাকে পোড়ানো হবে। এখন বুড়োর মরার টাইম এসে গেছে...মগডাল ক্লেম করলো...

ক্ষীরোদ ॥ হোয়াই তেঁতুলের মগডাল !...হোয়াই নট বাবলা কাঠ...বাবলায় পুড়লে কী ক্ষেতি হবে বুড়োর ?

ভবতোষ ॥ বলেছিলুম। বলে, বাবলায় পুড়লে না কি বংশের মুখ পুড়বে ! বলে, গাছ কিনেছ...গাছ কেটে নিয়ে যাও, কিন্তু যেখানকার মগডাল সেখানে যেন থাকে।

ক্ষীরোদ ॥ ইমপসিবল্।

ভবতোষ ॥ বলো, গাছ কেটে মগডাল বাঁচানো যায় ?

ক্ষীরোদ ॥ শুয়ারকা বাচ্চা...শুয়ারকা বাচ্চার বংশ ! শুয়ার কা পাল শরিক ! মগডালেও শরিক !

ভবতোষ ॥ শুধু মগডালে ! নিচের দিকের ডালেও 'আছে।

ক্ষীরোদ ॥ নীচের ডালেও শরিক আছে—হোয়াট ?

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, ঐ নীলাম্বরের পিসি—সে নাকি পেটের জ্বালায নিচের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল—

ক্ষীরোদ ॥ বাঁচা গেছে। হারামজাদী আর ছ'শো টাকা ক্লেম করতে পারলো না !

ভবতোষ ॥ ন'শো ক্লেম করেছে। আছো কোথায়...ন'শো ক্লেম করেছে পিসির ছেলেরা। বলে আমাদের জননীর আত্মহত্যার স্মৃতি !

ক্ষীরোদ ॥ করাতি...করাতি দিয়ে স্মৃতি ফালা ফালা করে দেব শালা ! দিচ্ছে কে ন'শো—বোঝো শালা, মা মরে ভূত হয়ে গেছে—সেই ভূতের ডাল বেচে নেবে ন'শো !

ভবতোষ ॥ নেবে কি, নেওয়া হয়ে গেছে। (ক্ষীরোদ চুপ) পুরো ন'শো গুনে নিয়ে তবে শুনলো। এইসব বাদা জঙ্গলের লোকগুলো' এমন জোঁকের মতো টেনে ধরে না—পিলপিল করে আসে। পিসির ছেলের' গেল তো মাসির শাশুড়ি এলো—(কেঁদে) মওকা ভেবে আমি ওদের মাথায় হাত বুলুতে গিয়েছিলাম, ওবা আমার গ্যাঁট খালি করে দিয়েছে জামাইবাবু...সাতগুষ্টির মুখ চাপা দিতে দিতে...চার হাজারই কাবার হয়ে গেছে জামাইবাবু !

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান...

ভবতোষ ॥ অ্যাঁ !

ক্ষীরোদ ॥ চেন টান !

ভবতোষ ॥ বাসের ছাতে চেন কোথায় জামাইবাবু ?

ক্ষীরোদ ॥ (সরু গলায়) রোক্‌কে ! রোক্‌কে ! অ্যাই বাস রোক্‌কে—

[লাফ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ॥ জামাইবাবু—জামাইবাবু...

ক্ষীরোদ ॥ শুয়ারকা বাচ্চা, আমার সব টাকা গোল্লায় দিয়েছে রে!

ভবতোষ ॥ আমায় ক্ষমা করো...জামাইবাবু, আরো হাজার টাকা লাগবে!

ক্ষীরোদ ॥ হে মা কালী, তুমি আমায় নাও—

[ক্ষীরোদ উন্মাদের মতো ঝাঁপ দিতে যায়—হঠাৎ ভীষণ জোরে টায়ার বার্স্ট করার শব্দ হয়।]

ভবতোষ ॥ যাঃ, টায়ারটা গেল ভাগ্যিস! নইলে যে লাফ দিচ্ছিলে, নির্ঘাৎ মাথা চৌচির হয়ে যেত! নাও, এবার ধীরে সুস্থে নামো।

ক্ষীরোদ ॥ গাড়ি আর এগুবে না?

ভবতোষ ॥ আর কি করে এগুবে! ঐ যে সবাই নেমে যাচ্ছে! নামো—

ক্ষীরোদ ॥ নগদ পয়সায় টিকিট কেটেছি...এখানে কেন নামবো? কথা রয়েছে সেই নদীর পাড় অবধি নিয়ে যাবে! এই বাস চলো—

ভবতোষ ॥ আরে তুমি তো নিজেই লাফ দিয়ে নামছিলে...

ক্ষীরোদ ॥ সে আমি লাফ দিই আর যাই করি বাস কেন চলবে না? মামদোবাজি! শালা, লজঝড়ে গাড়ি নিয়ে বুটে বেরুনোর মজা দেখাচ্ছি! চলো...

[কাঠের উপর ঝপাঝপ চাপড় হাঁকিয়ে শব্দ তোলে।]

এই বাস চলো! আভি চলো—জলদি চলো—

ভবতোষ ॥ কেন হাঙ্গামা পাকাচ্ছ অনর্থক! গাছ তো তুমি নেবে না!

ক্ষীরোদ ॥ কে বলেছে নেবো না? আলবাত্ নেবো!

ভবতোষ ॥ অনেক শরিক...আরো হাজার দুয়েক টাকা লাগতে পারে জামাইবাবু।

ক্ষীরোদ ॥ লাগুক টাকা। কুছ পরোয়া নেই। শালা আমার কি টাকার অভাব! (কোমরের জামা তুলে দেখায়) এই দ্যাখ, গেঁজে ভরতি টাকা। তেঁতুলকাঠ বার্মাটিক বলে চালিয়ে সব পয়সা তুলে নেব! হ্যা হ্যা হ্যা! এই বাস চলো—

ভবতোষ ॥ গাছ তুমি নেবেই!

ক্ষীরোদ ॥ নেবো না? এমন গাছ কোথায় পাবো রে! কোটরে কাঠবেড়ালি...নিচের ছালে গলায দড়ি...ফল বেচে মেয়েরা যায় শ্বশুরবাড়ি...মগডালে পুড়ে বুড়োরা যায় যমের বাড়ি—

ভবতোষ ॥ ও গাছ তুমি নিতে পারবে না জামাইবাবু! গাছের সারা গায়ে দেখবে থরে থরে ঢ্যালা বাঁধা! যার ছেলেপুলে হয় না, সেও যেমন ঢ্যালা ঝুলিয়ে মানত করে যায়, যার ঘনঘন হয়—সেও তেমন ঘনঘন ঝোলায়...আর যাতে না হয়—

ক্ষীরোদ ॥ মানতের গাছ!

ভবতোষ ॥ ভগবান...ও গাছ নাকি ও অঞ্চলের ভগবান!

ক্ষীরোদ ॥ ভগবান!

ভবতোষ ॥ হ্যাঁগো, সাত গায়ের লোক মানত করে যায়। ভগবান, অন্ন দাও বস্তর দাও পরমায়ু দাও। ভগবান, বেঁচে থাকার মুরোদ দাও, বাঘ ভালুক দত্যিদানোর সাথে লড়াই করার ক্ষ্যামতা দাও—ও যে-সে গাছ না, সাতখানা গাঁয়ের ভগবান! ভগবানেরে তুমি কাটতে পারবে জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ॥ পারবো ! নাশ করবো ভগবান। কেটে লাশ বানাবো ভগবানের। আমার লাভ চাই, লাভ চাই, আমি বুঝি ব্যবসা। শহরের বুকে শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে যাবে বাদাবনের ভগবান। হ্যা হ্যা হ্যা—নাম...নাম ভবতোষ। নেমে আয়...আমরা ভগবানের বৃষকাঠ বয়ে নিয়ে যাই—

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ র‍্যাকের ওপর থেকে নেমে পড়ে, সামনের মঞ্চে হাত ধরাধরি করে ছুটতে থাকে—মানে যেন ছুটছে। ক্ষীরোদের একহাতে কুড়ুল, এক হাতে জুতো। ভবতোষের বগলে ঝোলানো টর্চ দুলছে।]

(ছুটতে ছুটতে) ছোট...জোরসে ছোট...আউর থোড়া...আউর থোড়া—

ভবতোষ ॥ (হাঁপাচ্ছে) কালবোশেখী ! ও জামাইবাবু কালবোশেখি আসছে। দ্যাখো, সামনের আকাশ আলকাতরা !

ক্ষীরোদ ॥ চল্—চল্—জোরে ছোট শালা— [সারা মঞ্চে মেঘের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে।]

ভবতোষ ॥ ওরে বাবা ! আর পারছি না—পারছি না—(বলতে বলতে থমকে দাঁড়ায় ভবতোষ) জামাইবাবু ! ঐ দ্যাখো—মাথা দেখছো—কেল্লার মাথা !

ক্ষীরোদ ॥ কেল্লা !

ভবতোষ ॥ ওটা কালবোশেখির মেঘ না গো, তোমার তেঁতুলগাছের মাথা !

ক্ষীরোদ ॥ অ্যাঁ ! ঐ তো—ঐ তো !

ভবতোষ ॥ এখনো মাইল পাঁচেক—

ক্ষীরোদ ॥ ঐতো আমার গাছ ! ঐতো— [ক্ষীরোদ ও ভবতোষ আবো জোরে ছুটছে।]

ভবতোষ ॥ দাঁড়াও ! সামনে নদী গো !

ক্ষীরোদ ॥ ঝাঁপা শালা...লাগা ঝাঁপ !

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ যেন জলে ঝাঁপ দিল। ঝপাং শব্দ হ'লো। ভবতোষ হাত পা ছুঁড়ছে। যেন ডুবে যাচ্ছে।]

ভবতোষ ॥ ডুবে যাবো, ডুবে যাবো জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ আঃ ঝামেলা করিস নে ! ওপারে চল্ ! প্রায় এসে গেছি।

ভবতোষ ॥ আকাশটা দেখেছ ? এবার সত্যি সত্যি কালবোশেখি আসছে গো—

ক্ষীরোদ ॥ আসুক ! গাছ চাই আমার—আভি চাই -জলদি চাই—

ভবতোষ ॥ বাতাস ছেড়েছে...ঝড় আসছে !

ক্ষীরোদ ॥ আসে আসুক ! কোই বাত্ নেই ! ঝড়ের মধ্যে গাছের গোড়ায় কোপ পাড়ি ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ভবতোষ ॥ (বিপর্যস্ত) ঐ ঐ দ্যাখো বাতাসের জোর বাড়ছে, স্রোত বাড়ছে ! এ সব বাদাবনের নদী তুমি জানো না জামাইবাবু, হঠাৎ ক্ষেপে যায়, তোলপাড় করে দেয়...ফিরে চলো জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ (কুড়ুল তুলে) ফের ফেরার কথা বলবি কি, একদম ফাড়াই করে ফেলবো শালা ! [মেঘের ডাক, স্রোতের গর্জন।]

ভবতোষ ॥ (ভীষণ জোরে) জামাইবাবু—

ক্ষীরোদ ॥ গাছ না নিয়ে তোর জামাইবাবু ফিরবে না !

[ঝড়ের গর্জন বাড়লো। সারা মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। নিকষ অন্ধকার।]

ভবতোষ ॥ (অন্ধকারে) জামাইবাবু—জামাইবাবু—কোথায় তুমি ? কোথায় গেলে ! (চারদিকে টর্চের আলো ফেলে) এই মরেছে ! জামাইবাবুগো—তুমি বেঁচে আছো—

ক্ষীরোদ ॥ (অন্ধকারে) চুপ ! চুপ ! অতো মশাল জ্বলছে কেন রে ভবতোষ ?

ভবতোষ ॥ মশাল !

ক্ষীরোদ ॥ আমার গাছতলায় ! মশাল কেন ! ওরা কারা ? সারি সারি মশাল !

ভবতোষ ॥ (হঠাৎ) এই সর্বনাশ করেছে গো। নির্ঘাৎ তারা খবর পেয়ে গেছে, আমরা গাছ কেটে নিয়ে যাবো।

ক্ষীরোদ ॥ তারা কারা ?

ভবতোষ ॥ তারা ! তারা ! সাত গাঁযের লোক—যারা মানত করে ইঁট ঝুলিয়ে যায়। ঐ দ্যাখো, ওদের হাতে হাতে সড়কি—

ক্ষীরোদ ॥ কেন, সড়কি কেন ?

ভবতোষ ॥ চালাবে, গাছ কাটতে গেলে বুকে বসাবে। যে ভয় করছিলাম সারাক্ষণ !

ক্ষীরোদ ॥ (হা হা করে হেসে) টাকা—টাকা চাই ? দেব—টাকা দিয়ে সবার সডকির মুখ মাটিতে ঠুসবো !—গেঁজে ভরতি টাকা আমার ! প্রত্যেকটা ঢ্যালার বদলে টাকা দেব—

ভবতোষ ॥ হবে না—টাকাতেও শুনবে না ! ঐ গাছ ওদের ভাতভিক্ষে প্রাণ...ওদের ভগবান ! টাকা দিয়ে সব কেনা যায় না গো !

ক্ষীরোদ ॥ যায়...আমি কিনে ফেলেছি ! আমি নিযে যাবো !

ভবতোষ ॥ ছাডবে না ! কিছুতে না। তিন শো বছর ঐ গাছ নিয়ে অনেক দাঙ্গা হযেছে...অনেক মুণ্ডু দু'খণ্ড হয়েছে—মেবে ভাসিয়ে দেবে !

[বহু লোকের রে-রে গর্জন ছুটে আসছে।]

দেখতে পেয়েছে—আমাদের দেখতে পেয়েছে !

ক্ষীরোদ ॥ (চীৎকার করে) আমার গাছ...আমি দখল চাই...

ভবতোষ ॥ দেবে না—সাতখানা গাঁ জেগেছে ! তোমায লাভ কবতে দেবে না ! দেবে না গাঁ মুড়িযে শহর সাজাতে ! পালাও—শিগগির পালাও—ওরা ছুটে আসছে।

ক্ষীরোদ ॥ (দু'হাত তুলে কঁকিয়ে ওঠে) আমার গাছ...আমার গাছ...

ভবতোষ ॥ পালাও...পালাও...

[ক্ষীরোদের হাত টেনে ধরে ভবতোষ যেন তাকে ডাঙায় তুলল। তারপর ছুটল। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো এবার উল্টো দিকে ছুটছে প্রাণপণে। নেপথ্যে অগণিত মানুষের গর্জন। আলোকবৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে এসে ওদের দুজনের শরীরের ওপর পড়ে। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ ছুটতে ছুটতে ক্রমশ বিন্দুর মতো হয়ে আসছে।]